যজুর্বেদসংহিতা।

মন্ত্রভাগ

শ্রীমন্মহীধরাচার্য্য কৃত "বেদদীপ" নামক ভাষ্য

এবং

তদীয় বাঙ্গলা অনুবাদ

(ন্যায়পরায়ণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে)

১২৮৬ সাল

কলিকাতা—সত্যযন্ত্রে

[১৬নং ঘোষের লেন]

শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমি ভট্টাচার্য্য

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সংশোধিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত।

মূল্য——৬৲ টাকা, অনুবাদ মাত্রের ২৲ টাকা।

উপসংহার ॥

আমরা আর্য্য, আর্য্য জাতির যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহা অবগত হইবার যদি কোন উপায় থাকে'ত তাহাই বেদ সুতরাং বেদ যে আর্য্যজাতির সর্ব্বস্ব—আদরের বস্তু তদ্বিষয়ে বাগাড়ম্বর করা বৃথা কালক্ষেপ মাত্র। এইরূপ, যখন আস্তিকমাত্রকেই কোন না কোন গ্রন্থে স্বীয় ধর্ম্মের আদেশ-প্রকাশতা শক্তি স্বীকার করিতে হইতেছে, অন্যথা অদৃশ্য বা অলৌকিক (পুণ্য, পাপ; স্বর্গ, নরক ও ঈশ্বর এবং তদীয় ব্যবস্থাদি) জানিবার কোন উপায়ই নাই, তখন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস আকর্ষণের জন্য ঈশ্বরনির্ম্মিত প্রভৃতি প্রবাদের যাথার্থ্য স্বীকারেই বা ক্ষতি কি? এস্থলে ইহা বলাও বাহুল্য যে, আস্তিকগণ, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত না হয় তাহার অস্তিতাও স্বীকার অবশ্যই করেন এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের উপরি নির্ভর করিয়াও কৃতকার্য্য হএন না সুতরাং তাঁহাদের আদেশ-প্রকাশক গ্রন্থই ধর্ম্মজীবন; তাদৃশ আর্য্য-ধর্ম্ম-জীবন এই বেদগ্রন্থের উৎপত্তিকাল অনির্ণেয় বলিয়া আর্য্য সিদ্ধান্ত থাকিলেও নির্ণয়ে বদ্ধ পরিকর হইলে দেখা যায়, যে, নিতান্ত দুরবগাহ সন্দেহ নাই; আরও দেখা যায়, যাঁহারা তন্নির্ণয়ে একরূপ কৃতকৃত্যম্মন্য হইয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশেই ভ্রমাবর্ত্তমগ্ন কিন্তু তাহাতেও এই ধর্ম্মগ্রন্থের যে অতি-প্রাচীনতা অব্যাহত রহিয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

"যে এই অমূল্য মহামণি কোন সময়ে আমাদের প্রতি গৃহে প্রতি শরীরে শিরোরত্ন রূপে দেদীপ্যমান ছিল, তাহাই কালক্রমে মহাতিমির-সাগরে মগ্নপ্রায় হইয়াছে"—এই সমস্ত আন্দোলন করিয়া ইহারই প্রকাশার্থ আন্তরিক সমুদ্যত, আমাদের পরমপূজনীয় পিতা আমাদিগকে বাক্যস্ফূর্ত্তি-সহযোগেই সুগভীর বেদার্ণবে নিক্ষেপ করেন। আমি তদীয় তাদৃশ নিঃস্বার্থ যত্ন, ব্যয় ও সঙ্কল্পানুসারে বেদ, বেদাঙ্গ ও দর্শনাদিতে নিষ্ণাত ও যথাবিধি সমাবর্ত্তন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াই তদাজ্ঞাক্রমে বাঙ্গলা ১২৭৪ ভাদ্রে বেদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপরে মনুল্লিখিত বয়ঃপ্রাপ্তে গৃহী হই।

প্রথমতঃ, মাসিক পত্রিকার সহায়ে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের সুবিহিতা বিবেচনায় "প্রত্নকম্রনন্দিনী" নামক মাসিক পত্রিকার প্রচার আরব্ধ করি। ইহাতে ৮ বৎসরে ক্রমে সামবেদের আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও

আরণ্য কাণ্ড সমস্ত এবং ষড়্‌বিংশাদি সপ্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থসম্পূর্ণ ভাষ্যাদি ও বঙ্গানুবাদের সহিত এবং বিবিধ বৈদিক বক্তৃতা, বৈদিক সমালোচনা এবং মীমাংসা, বেদান্ত ও বৌদ্ধাদির, কতিপয় গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সামবিধান ব্রাহ্মণের (ভাগবত সূচী গ্রন্থ খানির অনুবাদপূর্ব্বক সার্টিক সঙ্কলনেই আমাকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে পরং যদিও ইদানীং বাঙ্গলা দেশে'ত বেদ বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন অধ্যাপনের কথা দূরপরাহত, এই সুবিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্য সমস্ত মন্থন করিলেও একটি প্রকৃত সামগ পাওআ দুর্লভ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, এতাদৃশ আর্য্যাবনতি সময়ে ঈদৃশ গ্রন্থের আবিষ্কার অরণ্যে রোদনমাত্র, তথাপি, ইহা যদি ভ্রান্তিপূর্ণ না হইয়া থাকে এবং কখনও যদি কালের চক্রগতিতে সেই সুষমা-পূর্ণ বৈদিক কাল পুনরুদিত হয়, তাহা হইলে "ইহার দ্বারা যে সামগগণের ব্রাহ্মণগ্রন্থাদির অনুসারে অতি কৃচ্ছ্র সাধ্য সামান্বেষণ প্রযাস এককালে তিরোহিত হইবে এবং ইহার দ্বারাই যে আমার সামাধ্যয়নের পরীক্ষা গৃহীত হইবে"—ইহাই এক্ষণে আমার তুষ্টিলাভের একমাত্র উপায়।

অনন্তর এ প্রণালীতে বেদ-প্রকাশ বহু বিলম্ব সাধ্য বিবেচনায় ১২৮১ সালের শ্রাবণ হইতে পত্রিকাতিরিক্ত এক এক খানি বেদ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশের ইচ্ছায় সাহায্যকাম হইয়া সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি মহামান্য লাট্‌ লীটন মহোদয়ের নিকট আবেদন করি এবং তাহাতে কৃতকৃত্য হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই যজুঃসংহিতার কার্য্যারম্ভ করি। ইহা প্রথমতঃ প্রতি মাসে খণ্ডেক নিয়মে প্রকাশিত হইতেছিল এবং ঐ নিয়মেই কার্য্যসমাপ্তি হইলে বর্ষত্রয়েই সুসম্পন্ন হইত কিন্তু কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধকে ৩৩ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াই স্থগিত থাকে পরে অদ্য ৮৬ সালের মাঘ শেষ খণ্ডত্রয় প্রকাশিত হইল। ধন্য জগদীশ্বর!

এই যজুঃসংহিতার মূল ও টীকার মুদ্রণে পাশ্চাত্য মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্যও লওআ হইয়াছে কিন্তু তদীয় ভ্রম গৃহীত হয় নাই এবং দেশীয় পুস্তকগুলির সহিত যে যে স্থলে পাঠভেদ লক্ষিত হইয়াছে, তাহা সাদরে প্রকাশ করিয়াছি।

বেদের অনুবাদ অবিকল মূলানুরূপ করিয়া বোধগম্য করা অতি কঠিন কাজেই টীকা অবলম্বন করিতে হয় কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাচীন টীকা এক খানিও পাওআ যায় না, যদিও কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রাচীন টীকা পাই, তাহার ভাবাদিও মূলের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য সুতরাং তাহাতেও আধুনিক টীকাকারগণের আনুকূল্য প্রার্থনীয় পরং নিতান্ত

অনুতাপের বিষয় যে আধুনিক টীকাকারেরা সকলেই সাম্প্রদায়িকতা ও দার্শনিকতাদি দোষ যুক্ত অধিকন্তু অনেকেই বিজ্ঞানাদির অনভিজ্ঞতানিবন্ধন স্থলবিশেষে প্রৌঢ়িতাদির দ্বারা ত্রুটিপূর্ণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ফলে যদি কখনও অর্থশাস্ত্র, রণশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, দ্যুশাস্ত্র, ভূশাস্ত্র গীতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রদর্শী কোন পূর্ণ-প্রজ্ঞ এই বেদ পারাবার মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হএন, তিনিই ইহার প্রকৃত টীকা বা অনুবাদ করিতে সমর্থ হইবেন পবং যেহেতু অদৃষ্টচর বস্তু মন কখনই গ্রহণ করিতে পারে না—মস্তিষ্কও তাদৃশ বস্তুকে স্থান দেয় না—বুদ্ধিও আন্দোলিত করিতে সক্ষম হয় না অতএব তখনও সেই সেই অংশের অপূর্ণতা থাকিবেই যাহা তাঁহার বর্ত্তমান কালেও অনাবিষ্কৃত থাকিবে। এই যজু-সংহিতার টীকাকার মহীধরের বর্ত্তমান সময়ে পুরীষ্য (গ্যাশ্) অগ্নির ব্যবহার না থাকায় তিনি বেদের মধ্যে ঐ পুরীষ্যের ব্যাখ্যা কালে নিতান্ত বিব্রত হইয়া স্বীয় প্রৌঢ়িতাদির বলে যে কোনরূপে হউক তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন*। এই সমস্ত কারণে, আমি টীকাকারানুমোদিত পথেই মন্ত্রের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও যে যে স্থলে বৈদিক ভাবের স্পষ্ট উপলব্ধি হইযাছে তথায় টীকাকারের অনুরোধ রক্ষা করি নাই, অন্তিম অধ্যায়টির অনুবাদ দর্শনেই তাহা সুপ্রমাণ হইবে এবং কোনও স্থলে কোনও বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করি নাই বরং ঐ শব্দই যথাবৎ অনুবাদে ব্যবহৃত করত টিপ্পনির দ্বারা তাহা যথাবোধ ব্যাখ্যা করিয়াছি; তথাপি সর্ব্বথা সম্ভব, যে, অন্বয়াদি-গত দোষে ভাবান্তরতাদি অনেক স্থলেই ঘটিয়া থাকিবে পরং এ স্থলেও পাঠকগণকে মীমাংসার শ্লোকবার্ত্তিকগ্রন্থকার (অতিপ্রাচীন) বিপশ্চিদ্বরের বাক্য স্মরণ করাইতে পারি, যথা—

"আগম-প্রবণশ্চাহং নাপবাদ্যঃ স্খলন্নপি।
ন হি সদ্বর্ত্মনা গচ্ছন্ স্খলিতেষ্বপ্যপোদ্যতে'

* অগ্নিচয়ন প্রকরণ সমস্তই, বিশেষত ১১অ. ৯ক. ভাষ্য দেখ। এইরূপ বৈদ্যুতাগ্নি বিষয়েও ৩৩ অধ্যায়ের ৬১ কণ্ডিকার ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য। আরও অনেক আছে, টীকা ও অনুবাদের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে।

কলিকাতা
সত্যযন্ত্রালয়.
১২৮৬ মাঘ।

সামশ্রমীত্যুপনাম
শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা॥

অথ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের সূচীপত্র।

অনুবাদকের সংক্ষেপ পরিচয়।

(অষ্টক)

—:০:—

গৌড়ে, কাল্‌না-সুরধুনি-তটে ধাইগাঁ গ্রাম জানো,
সেই স্থানে, নবগুরুকুলে রাধাকান্তো ছিলেনো।
পাটনা জেলা জজিয়তি পদে মানাযুক্তো হলেনো,
তাঁরী পুত্রো বহুগুণযুতো রামদাসো পিতা নো ॥ ১

চাকরী কত্তেন্ ধন-জন-সুখী কিন্তু ভাব্‌তেন্ কি শেষে
নানাশাস্ত্রে করি বিচরণো আর্য্যশাস্ত্রে প্রবেশে।
হিন্দুস্থানী বুধগণ-সনে দাক্ষিণাত্যেরি সঙ্গে,
ভট্‌চাজ্জীবো বহু শুনি কথা, বাঁধিলা ধী কুরঙ্গে ॥ ২

বিপ্রে শূদ্রে সম, মনু বলেন্, যেই বিদ্যার্ অভাবে,
ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদিত ভুবনে, আর্য্য, যাহার্ প্রভাবে।
আর্য্যাবর্ত্তে ছিল সব ঘরে, পূজ্য যাহা শুনীও,
কালপ্রাপ্তে নগর মথিলে, নাহি মেলে পুথীও ॥ ৩

বঙ্গে দেশে বহু বুধজনে বেদ মেলে, ন মানে,
যারা মানে, ঘট-কলশবৎ বেদ-বেদান্ত জানে।
সন্ধ্যায় হোমে কতিপয় ঋচা-পাঠ্য আছে যদীও,
দেষ্টা শ্রষ্টা সমমতি হলে ইষ্ট তাহা কিবাও ॥ ৪

দেখে, শুনে, স্থিরমতি হয়ে লোভ অর্থের ছাড়ি,
কাশীবাসী সপরিজন হন্ রাখিয়া দীর্ঘ দাড়ি।
বিদ্যা, বেদে, অবিতথ হবে কেমনে আত্মজেরি,
চিন্তা,—চেষ্টা সতীত করিলা, খর্চ্চিয়া অর্থ ভূরি ॥ ৫

খেদে, অঙ্গে ছিনু ডুবি, কলা বর্ষ তাঁরি প্রযত্নে,
গ্রন্থে গ্রন্থে অথ-ইতি করী পাইনুপাধিরত্নে।
গঙ্গাদ্বারে জয় করি সভা জম্বুরাজেরি হর্ষে,
নানা তীর্থ, ভ্রমি, কুতূহলে এনু কাশী সহর্ষে ॥ ৬

দেশে দেশে প্রথন-মননে ছাপিয়া শাস্ত্ররাশি,
তাতাজ্ঞাতে দৃঢ় করি মনঃ, প্রত্ন পত্রি প্রকাশি।
রাজেন্দ্রেরী অভিমত হয়ে আসিয়া কল্ক্যাতাতে,
যুক্তো হৈলাম্ ইডিটরি-পদে এসিয়াটিক্ সভাতে ॥ ৭

একাশী দ্বাদশশতসনে, লাট লীটন্-দীয়াতে,
আরম্ভীনু প্রকট করিতে বেদ বাঙ্‌লা কথাতে।
বন্যা, বাত্যা, বিবিধ ভুরিয়া ভাসি সত্যপ্রবাহে,
ছেয়াশীতে ইতি করি, যজু, সত্য সামশ্রমী ; হে !* ॥ ৮

* মন্দাক্রান্তা ছন্দে পাঠ করিতে হই

যজুর্বেদ সংহিতা।

"সেই সবিতৃদেবের বরণীয় ভর্গ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয়স্বীয় কর্ত্তব্য-মুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই"।

ভূমিকা।

এই জগতের মধ্যে আর্য্যদিগের প্রত্যক্ষ যদি কোন স্যার পদার্থ থাকে, তবে তাহা বেদ; যদি কোন পদার্থকে উপাদেয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তাহা বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর্য্য জাতির যদি কোন অবিনশ্বর সম্পত্তির অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র বেদই সেই সম্পত্তি; আর্য্যগণের ধর্ম্মমূল যদি কিছু থাকে, তবে তাহাই বেদ; বেদই আর্য্যধর্ম্মের ভিত্তি ও একমাত্র অবলম্বন; সকল জাতিতেই সকল ধর্ম্মেরই পরম শত্রু পাপীয়সী নাস্তিকতা রাক্ষসী প্রায় সদা সর্ব্বত্রই উপস্থিত রহিয়াছে, ঐ রাক্ষসীর স্বভাব-সুলভ চির-প্রসারিত করযুগল হইতে পরিত্রাণ পাইবার যদি কিছু উপায় থাকে, তবে তাহা আগম; আর্য্যসন্তানের বেদই একমাত্র সেই আগম, আর্য্যগণ এই বেদের প্রভাবেই সাংসারিক সুখ-সম্পত্তির সর্ব্বথা অধিকারী থাকিয়াও এই বেদের প্রভাবেই পরাৎপর পরমেশ্বরের লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন; গোভিল, আশ্বলায়ন, মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই বেদেরই বিধি ও নিষেধ বাক্যগুলি যথাস্মরণ অনুশীলন করত সূত্র ও সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন; মার্কণ্ডেয়, ব্যাস প্রভৃতি উপদেষ্টারা এই বেদেরই আখ্যায়িকা ভাগ পল্লবিত করিয়া বিবিধ বিস্তৃত বহুতর পুরাণ শাস্ত্রের প্রচারক হইয়াছেন; কঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণও এই বেদেরই কবিত্ব আদর্শ করিয়া আদি কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন; যাঁহাদের প্রসাদবলে দণ্ডী, কালিদাসাদি মহাত্মারাও কবি হইতে

ইচ্ছা করিয়াছেন, পাণিন্যাদি মুনিগণ যাহার বোধ সৌকর্য্যার্থ আজন্ম সচেষ্ট হইয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন; স্থৌলাষ্ঠীবী, শাকপুণি, যাস্ক প্রভৃতি ঋষিগণ যাহার শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত অঙ্গ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন; যাহার ভাব-গত বিবাদ মীমাংসা করণার্থ জৈমিনি প্রভৃতি মহামুনিরা আজন্ম শিষ্য পরম্পরায় আয়াস পাইয়াছেন; পরমর্ষি কপিলাদি যোগিগণ ঈশ্বরাদি বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করুন না কেন, এক মাত্র যে বেদের দোহাই দিয়াই আস্তিক শিরোভূষণ হইয়া রহিয়াছেন; বৌদ্ধাদি শাস্ত্র-প্রণেতৃ দার্শনিকগণ বিজ্ঞান, পরলোক, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি স্বীকার করিয়াও যে বেদের অবমাননা করায় চিরদিনের জন্য আর্য্যসমাজে তিরস্কৃত রহিয়াছেন; যে বেদের রচনাদি অনুকরণেও বিবিধ আধুনিক গ্রন্থ আর্য্য-ললাট-ফলকে ছুস্ত্যজরূপে খোদিত ভাবে দেদীপ্যমান দেখাযায়; যে বেদকে আদিম আর্য্যগণ কার্য্যবিশেষে শাস্ত্র ও শস্ত্র উভয় প্রকারেই ব্যবহার করিতেন; তাঁহাদের সন্ততিগণ যাহার মূলান্বেষণে অদ্যাপি স্তব্ধীভাব অবলম্বন করেন; এই আর্য্য ভূমিতে কত শতবার রাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্র-প্লাবনাদি পরিবর্ত্তনকারী অমোঘ কারণকূট ব্যতীত হইল পরং অদ্যাপি যে বেদের দৃঢ় বন্ধন মূলতঃ যথাবৎ সর্ব্বত্র সমুজ্জ্বল রহিয়াছে; যাহার অনুশাসনে অনন্যোপায় আর্য্যদিগকে গর্ভাধান প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতে ভূমিসাৎ হইবার পর পর্য্যন্তও অবশ্যই থাকিতে হয়; আজিও যাহার শাসন প্রতি আর্য্য-দেহে প্রতি আর্য্য-মনে দৃঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই আর্য্য-জীবন-সর্ব্বস্ব বেদ যে আর্য্যজাতির সর্ব্বথা অনুশীলনীয় ইহাকে অস্বীকার করিবেন? এবং ঈদৃশ অস্বীকারকারীকে আর্য্য-সমাজ-চ্যুত করিতে কেই বা উপেক্ষা করিবেন?—আমরা অদ্য সেই আর্য্য-ধর্ম্ম-ভিত্তি পরমপবিত্র, বেদের অনুশীলনে সর্ব্বসাধারণের প্রবৃত্তি লওআইবার জন্য দেশীয় ভাষায় যথাজ্ঞান অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহাতে যদিও অন্য কিছু উপকার না হউক পরং সেকালে অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্পন্ন হইত? এই জিজ্ঞাসার ঔৎসুক্য অবশ্যই কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইবে—এদিকে, যে কোন রূপেই হউক একবার মাত্র ইহা আর্য্য ভ্রাতৃগণের সোৎসাহ নয়নাঞ্চলাবলোকিত হইলেই মদীয় তাবৎ শ্রম সফল হইবে এবং তাঁহাদের অকৃত্রিম সহায়তায় ক্রমে সমস্ত বেদগুলির দেব-সংস্কৃত ভাষাকে অসংস্কৃত ভাষায় পরিণত করিতে পারিলেই স্বয়ং সুসংস্কৃত হইলাম বিবেচনায় জন্মের সাফল্য জ্ঞানে পরম সুখী হইতে পারিব। ইহাই—একমাত্র আমার স্থির সিদ্ধান্ত ও ইহাই ঈদৃশ বহুব্যয়, বহুদ্যোগ, বহ্বায়াস, বহুক্ষমতা ও বহুকাল-সুসাধ্য মহৎকার্য্যে মাদৃশ অসদৃশ ব্যক্তির প্রবৃত্তির উত্তেজক॥

বেদ—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি অংশে বিভক্ত। পদ্যময় রচনাবলি সঙ্গৃহীত হইয়া ঋক্ নামে, গদ্যময় রচনাবলি সঙ্গৃহীত হইয়া যজু নামে, গীতিময় রচনাবলি সঙ্গৃহীত হইয়া সাম নামে প্রসিদ্ধ হয়; এই রূপ রচনানুসারে বেদবিভাগ হইবার পূর্ব্বে ঐ সমস্তই ত্রিবিধ রচনা-বিমিশ্র থাকায় ত্রয়ী নামে ব্যবহৃত হইত সেই অবস্থাতেই ঐ ত্রয়ী বেদহইতে অঙ্গিরোবংশাবতংস মহর্ষি অথর্ব্বা ঐহিক প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করিয়া তাহাই অধ্যাপন,যজনাদি দ্বারা সুপ্রচলিত করত স্বীয় নামে প্রথিত করেন সুতরাং ত্রয়ী বেদের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথর্ব্ব নামে অদ্যাপি পরিচিত রহিয়াছে, অপর বৃহৎ অংশটি মহর্ষি বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচনানুসারে ভাগত্রয়ে বিভাগীকৃত হইয়া অবধি বেদ চতুরংশ ইহা সার্ব্বজনীন হইয়াছে।

এই স্থলে ইহাও বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, ঐ ত্রয়ীর আদিবিভক্ত অংশদ্বয়ের কার্য্যত দুইটি সম্প্রদায় দাঁড়াইয়াছে, যখন ঐ অথর্ব্ব নামক ক্ষুদ্রাংশের অনুসারে কোন যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিতহয় তাহাতে এই ত্রিভাগীকৃত বৃহৎ অংশের কোনরূপ অপেক্ষা থাকে না—এইরূপ যখন এই বৃহদংশীয় কোন যাগাদির অনুষ্ঠান করিতে হয় তখন ঐ ক্ষুদ্রাংশ অথর্ব্বের কোন আবশ্যকই থাকে না পরং বৃহদংশের তিন অংশই পরস্পর-সাপেক্ষ,বৃহদংশের অনুসারে কোন একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তাহাতে ঋগ্বেদের, যজুর্ব্বেদের ও সাম বেদের এই বেদাংশত্রয়েরই আবশ্যক হয় অর্থাৎ যেমন কেবল অথর্ব্ব বেদ লইয়া অথর্ব্ববেদীয় যাগানুষ্ঠান হইতে পারে, তদ্রূপ কেবল ঋগ্বেদ মাত্রে বা কেবল যজু অথবা সামবেদমাত্রে কোন যাগই সম্পন্ন হইতে পারে না, উহারা সম্পূর্ণই পরস্পরাপেক্ষ—একটি অশ্বমেধ ক্রতু আরম্ভ করিলে উহাতে গদ্য, পদ্য, গীতি ত্রিবিধ মন্ত্রেরই অপেক্ষা হইয়া থাকে পরং ঐ তিন প্রকারের সমস্ত মন্ত্র ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের একত্র দুর্লভ সুতরাং ঐ ভাগত্রয়েরই উপযোগিতা উপস্থিত হয় পক্ষান্তরে ঐ যজ্ঞের উপযোগী কোন মন্ত্রই অথর্ব্ব নামক ক্ষুদ্রাংশে না থাকায় তাহার কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হয় না—এইরূপ অথর্ব্ব বেদীয় শ্যেনাদি যাগের অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গদ্য, পদ্য, গীতিময় মন্ত্রগুলি একত্র অথর্ব্ব বেদেই সঙ্গৃহীত থাকা প্রযুক্ত ঐ অনুষ্ঠানে ঐ ত্রিভাগীকৃত বৃহদংশের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না—অথর্ব্ব বেদের সহিত এই বেদত্রয়ের সর্ব্বথা অসম্বদ্ধ ভাবের ইহাই একমাত্র নিদান॥

অধুনা কোন অংশ আমাদের প্রথম অবলম্বনীয়? ইহার বিচার উপস্থিত হইলে —যে অংশের আধিক্য ও যাহাতে ধন্য, যশস্য, প্রশস্য, পারলৌকিকাদি কার্য্যানুষ্ঠানই সমধিক দেদীপ্যমান রহিয়াছে,

তাঁহারইপ্রাধান্য বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক অথবা আমি স্বয়ং ঐ অংশের ব্যবহর্ত্তা (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষ ক্রমে চিরদিন ঐ অংশেরই শাসনাধীন থাকায় এবং উঁহারই অধ্যয়নে স্বীয় ব্রহ্মচর্য্য সম্পন্ন করায় উঁহাই আমার সাদরে সমানে ব্যবহর্ত্তব্য রহিয়াছে) বলিয়াই হউক প্রথমতঃ এই বৃহদংশেই পরিশ্রম কর্ত্তব্য হইবায় তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলাম।

এই বেদত্রয়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই কোথাও বা বিমিশ্রভাবে কোথাও বা অমিশ্রভাবে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য অনির্ণেয় পরং কর্ম্ম লইয়া পৌর্ব্বাপর্য্য অনায়াসেই নির্ণয় করা যাইতে পারে কারণ যজুর্ব্বেদের বিধানানুসারে ও যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র প্রয়োগেই অধিকতর যাগের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ভূমি যজুর্ব্বেদীরাই প্রস্তুত করিতে সমর্থ, ঋগ্‌বেদীরা ঐ সকল ভিত্তিতে চিত্রকর্ম্ম করেন মাত্র—ঐ ভূমিতে অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অধিকাংশ মন্ত্রগুলিই ঋগ্‌বেদের সুতরাং তাঁহারা যজুর্ব্বেদ-বিনির্ম্মিত যজ্ঞদেহের রঞ্জনকারিমাত্র, সামবেদীরা ঐ যজ্ঞাদির উপাস্য দেবতার স্তুতি-গায়ক সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা ঐ রঞ্জিত দেহে মণি-মুক্তা হীরকাদি আভরণ স্বরূপ সামগুলি সজ্জিত হইয়া থাকে মাত্র। অতএব বেদত্রয়ের ব্যাখ্যাতা ভগবান্ সায়ণাচার্য্য সামবেদের ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"যজুর্ভি র্দ্দেহঃ সম্পাদ্যতে ঋগ্‌ভিশ্চ তস্য ভূষণম্।
আশ্রিতম্ মণিমুক্তাদিস্থানীয়ম্‌স্তথা॥
যজুর্জানি যদ্দেহস্থানীয়ানিস্তদ্বিভূষণম্।
সামাত্মানমণিমুক্তাস্থানীয়ান্যস্মাস্বিতাঃ॥

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলীয় অষ্টমাষ্টকের দ্বিতীয়াধ্যায়ের অন্তিম ঋকেও ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যথা—

"ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্
গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ"॥

অর্থ—অধ্বর্য্যুপদে প্রতিষ্ঠিত যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্ সকল* যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাণ করিবে হোতৃ-পদবী সমধিরূঢ় ঋগ্‌বেদীয় ঋত্বিক্‌গণ স্তোত্র শস্ত্রাদি লক্ষণাত্মক ঋঙ্মন্ত্র সমূহের পাঠে যজ্ঞকে পুষ্ট করিবে, উদ্গাতৃপদ-প্রাপ্ত সামবেদী ঋত্বিকেরা শক্বরী প্রভৃতি ঋক্‌সকলকে সামগানরূপে পরিণত করত যজ্ঞের শোভা সম্পাদন করিবে এবং

* এই বহুবচন দিয়া ব্যাখ্যানের তাৎপর্য্য—ঐ অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ত্রিবিধ ঋত্বিজেরই সহকারীরা আছেন। যজ্ঞে ১৬ জনা বৃত হইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে যজমান—যাগকর্ত্তা, ব্রহ্মা =কার্য্যপরিদর্শক এই দুই জনা ব্যতিরিক্ত অপর ১৪ জনাই ঐ শ্রেণীভুক্ত; তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা এই ত্রয় প্রধান ঋত্বিক্ এবং নেতা, পোতা, প্রস্তোতা প্রভৃতি তাঁহাদেরই সহকারী।

ত্রিবেদজ্ঞ ব্রহ্মা নামক সমস্ত পর্য্যবেক্ষক জনৈক ঋত্বিক্ ঐ ঋত্বিক্গণের দোষা দোষের প্রতি লক্ষ্য করিবে।

উল্লিখিত প্রকারে সমস্ত যাগেরই মূল-ভিত্তি যজুর্ব্বেদ ইহাই দৃঢ়ীকৃত হইল বটে পরং তাহাতেও কিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞেয় এই —যে, সকল যাগেরই বিধিবাক্য এই বেদেই থাকিবে ঐরূপ নহে, যথা—গবাময়ন সত্রের বিধি সামবেদে শ্রুত হইয়াছে, তাহার বিধান যজুর্ব্বেদে নাই পরং ঐ গবাময়ন সত্রের দেহটা যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রেই প্রস্তুত হইবে, ঐ সত্রটি পশুযাগ সুতরাং পশুযাগের দেহ নির্ম্মাণার্থ যজুর্ব্বেদের যে সকল সাধারণ নিয়ম শ্রুত রহিয়াছে তৎসমস্তই, তথায় উপযোগী হইবে, ঐ সত্রটির অনুষ্ঠানে প্রথমতঃ অধ্বর্য্যুর আবশ্যক হইবেই হইবে, (সামবেদী) উদ্গাতৃগণ কেবল আবশ্যকানুসারে যথাসময় সামগানমাত্র করিয়াই কৃতকার্য্য হইবেন অতএব ইহা বলা বাহুল্য— যে, সকল যজ্ঞের বিধান সকল বেদে নাই—যজুর্ব্বেদে অধিকাংশ যজ্ঞের বিধান থাকিলেও অপর বেদদ্বয় ঐরূপ বিধান-শূন্যও নহে, ঋগ্-বেদ ও সামবেদে যজুর্ব্বেদ-বিহিত যজ্ঞের বিধান নাই পরং অন্যান্য যজ্ঞের বিধান আছে, অপরঞ্চ যেরূপ যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞে অধ্বর্য্যুকৃত্য আছে ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয় যজ্ঞেও তদনুরূপই অধ্বর্য্যুকৃত্য আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তাহা যজুর্ব্বেদ-বিহিত মূল যাগের অনুকরণেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন বিধান দৃষ্ট হয়, তাহাকেই প্রকৃতিযাগ অর্থাৎ মূলযাগ বলা যায়; যাহাতে অধিকাংশ বা স্থূলাংশ মূল যাগের ন্যায়, সেই যাগের জন্য যে বিশেষ বিশেষ বিধান হইয়াছে তন্মাত্র স্থলেই প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহাকে বিকৃতি যাগ বলা যায়। যজুর্ব্বেদেই অধ্বর্য্যু-মন্ত্র সকল শ্রুত হইয়াছে সুতরাং প্রায় সমস্ত প্রকৃতি যাগই যজুর্ব্বেদীয়, ঋগ্বেদে তত্তদ্ যাগে ব্যবহর্ত্তব্য ঋক্গুলি ও সামবেদে ঐরূপ সামগুলি বিহিত হইয়াছে মাত্র।

এতাদৃশ অবস্থায় এই বেদত্রয়ের জ্ঞান কাণ্ড লইয়া পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিতে না পারিলেও ব্যবহারে যজুই যে প্রথম, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য অতএব সর্ব্ব প্রথমে যজুর্ব্বেদই অবলম্বন করা যাইতেছে।

এই বেদের শাখা, ষড়শীতি। অধ্যাপকগণের অধ্যাপন-শৈলীভেদ ও ব্যবহার-ভেদই শাখা-ভেদের নিদান। কোন এক অধ্যাপকের নিকট দূরদূরাগত পাঁচজনা ছাত্র অধ্যয়ন-সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পরস্পরাবলোকনের আশা ত্যাগ পূর্ব্বক বহুতর গিরি, নদী, বনাদি দুর্গমমার্গ অতিক্রম করত স্ব স্ব দেশে উপস্থিত হইয়া (পুস্তক-শূন্য) শ্রুতমাত্র বেদবিদ্যার অধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইলে যদিচ ধর্ম্মশাস্ত্রের গুরুতর শাসনে সম্যধিক বিস্মৃতি না হউন তথাপি মনুজ-স্বভাব-সুলভ কথঞ্চিন্মাত্র বিস্মৃতি ও পৌর্ব্বাপর্য্যের ব্যতিক্রম কে নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেপারে, সুতরাং

তাঁহার অধীতবৎ অধ্যাপন কখনই সম্ভাবিত নহে—কোন কোন মন্ত্রের এক চরণ, কোন কোন মন্ত্রের দুই চরণ, কোন কোন মন্ত্র সমূলেই বিস্মৃত হইয়াছেন এবং স্বর, উচ্চারণ ও পৌর্ব্বাপর্য্যের অবস্থাও সেই রূপ ঘটিয়াছে, তাঁহার ছাত্রেরা তাহাতেই শিক্ষিত হইলেন গর্ভাধানাদি গৃহকার্য্যের অনুষ্ঠান বা অগ্ন্যাধানাদি যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান সমস্তই সে প্রদেশে তাঁহারই উপদেশানুসারে হইতে লাগিল ঐ প্রদেশটি সমস্ত তাঁহারই শিষ্যশাখা* হইয়া উঠিল ঐ বেদখানিও ঐ দেশে, কালক্রমে দেশান্তরে তাঁহার শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। পুনশ্চ তদীয় ছাত্রবর্গের মধ্যে যাঁহারা বিদেশী—তাঁহারাও স্ব স্ব দেশে ঐরূপ আধিপত্য বিস্তার করায় আরও শাখা বৃদ্ধি হইল এই রূপে প্রত্যেক বেদই বহুশাখ হইয়াছে পরং অনেকগুলি সর্ব্বথা সৌসাদৃশ্য গুণে একভাবাপন্ন হইয়া পৃথক নামে প্রসিদ্ধ হয় নাই, অনেকগুলি সম্প্রদায়-শূন্য হইয়া পড়ায় নির্বংশ হইয়াছে, অবশেষে চরণব্যূহকারের সময়ে তাঁহার অনুসন্ধানে যজুর্ব্বেদের ষড়শীতি মাত্র শাখা প্রচলিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সকল বেদেরই সকল শাখা এতদূর সদৃশ যে অনেক শাখায় যৎসামান্য পুস্তক-কৃত পাঠভেদ মাত্র বলিলেও সম্ভবপর হয় পরং ঔখ্যা এক, এবং আপস্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী, হিরণ্যকেশী, ঔধেয়া (বা ঔধেয়া) এই পঞ্চ প্রকার খাণ্ডিকেয়, সমষ্টিতে এই ছয়খানি তৈত্তিরীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই তৈত্তিরীয়ের সহিত অপরাপর শাখার এতদূর প্রভেদ যে, যেমন শুক্ল ও কৃষ্ণ, সেই জন্যই এই তৈত্তিরীয়কে কৃষ্ণ যজু ও অপরাপরগুলিকে শুক্ল যজু বলাযায় এবং ভুক্ত অন্ন বমন করিলে যেরূপ বিকৃত ও বিমিশ্রভাব দৃষ্ট হয় শুক্ল যজুর সম্বন্ধে কৃষ্ণ যজুও সেইরূপ, (বোধহয়) এই জন্যই ইহা গুরু-রোষে যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক বান্ত হইয়াছিল এই প্রবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। অশীতি শাখা সম্পন্ন শুক্ল যজুর মধ্যে বাজসনেয় ঋষির বিভিন্নদেশীয় সপ্তদশ* শিষ্যের সপ্তদশ প্রকার অধ্যাপন ও ব্যবহারাদির ভেদে সপ্তদশ শাখায় আবির্ভাব হয় সুতরাং জাবালী, কাণ্বী, মাধ্যন্দিনী, শাপীয়া তাপনীয়া; কাপালী, পৌণ্ড্রবৎসী, আবটিকী, পামাবটিকী (পরমাবটিকী বা), পারাশরীয়া, বৈধেয়া, বৈনেয়া, ঔধেয়া, গালবী বৈজবী ও কাত্যায়নীয়া—এই সপ্তদশ বাজসনেয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে ভাষ্যকারগণ প্রায় সকলেই মাধ্যন্দিনী শাখা অবলম্বন করিয়াই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন এবং এই শাখার ব্রাহ্মণই সমধিক দেখা যায় অতএব আমিহ তদনুযায়ী এই শাখাই—করণীয় অনুবাদের আদর্শ করিলাম ॥

---

* শিষ্য অর্থাৎ শাসনাধীন, শাখা অর্থাৎ

* যজুর্ব্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার মহীধর বাজসনেয়ের ছাত্র পঞ্চদশমাত্র স্বীকার করেন।

ইহার প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ২৮ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত দর্শপৌর্ণমাস যাগ; তাহার পরে, অধ্যায়ের অবশিষ্টভাগ পিতৃযজ্ঞ;—তৃতীয়াধ্যায়ে অগ্ন্যাধান, অগ্নিহোত্র, অগ্ন্যুপস্থান, চাতুর্ম্মাস্য;—চতুর্থাধ্যায় হইতে অষ্টমাধ্যায়ের ৩২ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ;—তাহার পর ৫ কণ্ডিকায় ষোড়শীযাগ;—অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে দ্বাদশাহাদি;—নবমাধ্যায়ের ৩৪ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত বাজপেয় যাগ,—৩৫ কণ্ডিকা হইতে দশমাধ্যায়ের ৩০ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত রাজসূয় যজ্ঞ;—৩১ হইতে অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত চরকসৌত্রামণি;—একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত ৮অধ্যায়ে অগ্নিচয়নাদি;—ঊনবিংশ হইতে অধ্যায়ত্রয়ে সৌত্রামণি যাগ;—দ্বাবিংশাধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ শেষ পর্য্যন্ত অশ্বমেধ ক্রতু শ্রুত হইয়াছে। অনন্তর ষড়বিংশাধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থভাগ, উল্লিখিত যজ্ঞ সমুদয়ের পরিশিষ্ট স্বরূপ। এতন্মধ্যে দর্শপৌর্ণমাস ও পিতৃযজ্ঞ—ইষ্টিনামে খ্যাত, অগ্ন্যাধান প্রভৃতি—হৌত্রনামে প্রসিদ্ধ, অগ্নিষ্টোমাদি অপর গুলি—পাশুক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে॥

এই প্রক্রমে আরও দুই একটি কথা বক্তব্য হইয়াছে।—প্রথমত স্ব-সন্নিধিস্থ একখানি মাত্র হস্ত-লিখিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই শাখার অনুবাদ মাত্রে প্রবৃত্ত হই পরে পাঠান্তরাদি জ্ঞাতব্য হইবায় দ্বিতীয় পুস্তকের অনুসন্ধানে আয়াস করি এবং এই সময়েই জর্ম্মন দেশে মুদ্রিত তৃতীয় আদর্শেরও অনুসন্ধিৎসা বলবতী হয়। যদিও বিবিধ বিদ্যাসম্পন্ন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলালমিত্র মহোদয়ের অনুকম্পায়* এসিয়াইটিক্‌সোসাইটীর কোন পুস্তকই আমার দুর্লভ নহে এবং তথায় ইহার অভাবও নাই এইরূপ কলিকাতাস্থ বা বারাণসীস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়াদির অধ্যক্ষগণের সহৃদয়তায় তত্তৎস্থানের পুস্তকও অনায়াস-লভ্য তথাপি ঐ সকল পুস্তক দীর্ঘকাল স্বায়ত্তে রক্ষণ তত্তৎস্থানীয় নিয়ম-বিরুদ্ধ। অতএব অত্রত্য বিদ্বন্মণ্ডলী ও ধনিবিদ্যোৎসাহিমণ্ডলী, এই উভয় শ্রেণীতে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রায় চতুর্দিক্ হইতে 'নাই নাই' এই শব্দই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, একমাত্র মহামহিম 'আদিব্রাহ্মসমাজ' আস্তিক্যভাবে পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহারই সরলোৎসাহে কৃত-প্রযত্ন হই। পূর্ব্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই চিরহতভাগ্য বাঙ্গলা দেশে যদিও হস্ত লিখিত বেদ সুলভ না হউক কিন্তু জর্ম্মনের মুদ্রিত উহা অবশ্যই অনেকানেক ধনী,কৃতবিদ্য বা বিদ্যাদরতৎপর, বিদ্যোৎসাহী মহাশয়ের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে—এক্ষণে চৈতন্য হইল, এক্ষণে বুঝিলাম যে এপর্য্যন্ত আমা-

* এই মিত্র মিত্রমহোদয়ের সুকৃতিতেই প্রথমত বিশ্ববিখ্যাত "এসিয়াইটিক্" সভার কার্য্যে সসম্মানে আহূত হই।

দের দেশের এতাদৃশ উন্নতি হয় নাই, এখনও অস্মদ্দেশীয় ধীমদ্বর্গের ততদূর হিতাহিত বোধের সমুন্মেষ হয় নাই যে, মৃতভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ যে ভাষা, সেই ভাষার গ্রন্থ স্কন্ধার্পিত না হইলেও এক-কালে ১৫৹৲ টাকা মূল্য দানে পূর্ব্বক গৃহীত হয়! সুতরাং যে মুদ্রিত পুস্তকের অস্তিত্ব দর্শনে পুনর্মুদ্রণে নিরস্ত ছিলাম, তাহা আর কার্য্যকর হইল না অপরঞ্চ ঐ দ্বীপান্তর মুদ্রিত পুস্তকে অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় রাজন্যগণ বা প্রাচীন হিন্দু-সম্প্রদায় শ্রদ্ধালু না হইবায় উহা সর্ব্ব-দেশ ব্যাপী হইতে পারে নাই অতএব কেবল অনুবাদ মাত্রের প্রচারক না হইয়া মূলের প্রচারও বিধেয় বিবেচনায় ভারত-বর্ষীয় পুস্তক লিখনের প্রণালীতে ইহার সটীক অঙ্কনারম্ভ করিলাম।

স্বর চিহ্নাভাবে যথাস্বর পাঠের ব্যতিক্রমে এতৎপ্রদেশীয় চণ্ডীপাঠের ন্যায় অনেকেই যথেচ্ছ "নাকী সুর" অবলম্বন করিতে পারেন! (অনেকের এইরূপ ভ্রম আছে যে স্বর বেদেই ব্যবহার্য্য, অনেকের কি মহা-মান্য বোপদেবাদি বৈয়াকরণগণও ঐরূপ ভ্রমাবর্ত্তে মগ্ন থাকিয়া স্ব স্ব রচিত ব্যাকরণে স্বর প্রকরণের নামও স্মরণ করেন নাই, বস্তুতঃ ঐটি নিতান্ত ভ্রম; যে কোন ভাষায় যখন যে শব্দ উচ্চারিত হইবে উহা কখনই স্বর-শূন্য হইতে পারে না, অকারাদি বর্ণমাত্রই কোন না কোন স্বরের অধীন, এই জন্য উহারা স্বরবর্ণ বলিয়াই পরিচিত হইয়া থাকে। কণ্ঠ,-তালু প্রভৃতি স্থানের ঊর্দ্ধভাগগত উচ্চারণ হইলেই উদাত্ত নামে পরিচিত হয় এবং নীচভাগে হইলেই অনুদাত্ত ও বিমিশ্রভাগে হইলেই স্বরিত সুতরাং কোন স্বরবর্ণই এই উদাত্তানুদাত্ত-স্বরিতের হস্তচ্যুত হইতে সমর্থ নহে,কারণ তাহারাই স্বর, যেরূপ পৃথিবীর মৃচ্ছূন্যাকার ধারণ নিতান্ত অসম্ভব সেইরূপ স্বরবর্ণের স্বরশূন্যাকার ধারণও নিতান্ত অসম্ভব। ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে অশুদ্ধি তিন প্রকার —বর্ণাশুদ্ধি, মাত্রাশুদ্ধি ও স্বরাশুদ্ধি। যে দোষে প্রকৃত অর্থের বোধে ব্যাঘাত জন্মে অর্থাৎ কোন স্থলে অভীপ্সিতান্য অর্থের বোধ হয় কোথাও বা নিরর্থক হইয়া পড়ে, সেই দোষবিশেষকে অশুদ্ধ বলা যায়; যথা—'সমস্ত আনয়ন কর' এই অভিপ্রায়ে 'সকল' শব্দের প্রয়োগ করিতে বর্ণাশুদ্ধি ঘটায় যদি "শকল" শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা হইলেই 'বিষ্ঠার আনয়ন কর, এই রূপ অনভীপ্সিত অর্থ প্রকাশ পায় এবং 'ষকল' শব্দের উচ্চারণে ঐ বাক্যটি অন-র্থকপ্রায় হইয়া পড়ে। এই রূপ একমাত্র [হ্রস্ব], দ্বিমাত্র [দীর্ঘ], ত্রিমাত্র [প্লুত]—ইহাদের উচ্চারণের ব্যতিক্রমেও অশুদ্ধ ঘটিয়া থাকে এবং উদাত্তাদি স্বরের ব্যতি ক্রমেও অশুদ্ধ দোষ ঘটে—'রাম-দাস' এই পদে সমাস আছে, এস্থলে 'রামের দাস' এই রূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ? বা 'রাম, যাঁহার দাস' এই রূপ বহুব্রীহি? অথবা 'রাম নামক দাস' এই কর্ম্মধারয়? কোন সমাস নির্ণীত

হইতে পারে? এবং তাহার নির্ণায়কই বা কে? অভিপ্রায় প্রক্রমাদি নির্ণায়ক হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা হইলে শব্দটী উচ্চারণ না করিয়া হস্ত মুখ ভঙ্গ্যাদি দ্বারাও মূকের ন্যায় হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিতেই বা কে রোধক হইবেন? বস্তুত স্বরই এ স্থলে নির্ণায়ক। রামদাস এই পদে চারিটি স্বরবর্ণ আছে—তন্মধ্যে যদি দ্বিতীয় স্বরটি উদাত্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে তবে উহা বহুব্রীহি, যদি চতুর্থটি উদত্ত উচ্চরিত হইয়া থাকে তবে তৎপুরুষ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ উভয়ই উদাত্ত উচ্চরিত হইয়া থাকে তাহা হইলেই উহা কর্ম্মধারয়। এস্থলে বিবেচনীয়—যেরূপ দন্ত্যসকারের উচ্চারণ স্থলে তালব্য বা মূর্দ্ধন্য উচ্চরিত হইলে অশুদ্ধ হয়, হ্রস্ব স্থলে দীর্ঘ বা প্লুত উচ্চরিত হইলে অশুদ্ধ হয় সেই রূপ উদাত্ত স্থলে অনুদাত্ত ও স্বরিত উচ্চরিত হইলেও অশুদ্ধ হইল কি না? সুতরাং ব্যাকরণের মধ্যে যেরূপ বর্ণাশুদ্ধি ও মাত্রাশুদ্ধির শাসন আবশ্যক, স্বরাশুদ্ধির শাসনটিও তদ্বৎ আবশ্যক হইতেছে কি না? যদি মুগ্ধবোধাদিতে ঐ শাসন সাদরে সমুপদিষ্ট হইত তাহা হইলে কি ভট্টাচার্য্যগণ স্তব স্তোত্র পাঠে যথেচ্ছ নাকীসূর অবলম্বন করিতে সাহসী হইতেন? অথবা তাঁহারা যখন উচ্চারণ সময়ে বর্ণাশুদ্ধির প্রতিই লক্ষ্য করেন না তখন তাহাতেই বা কি হইত!) এই বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া স্বরচিহ্নাদিরও উপেক্ষা করিলাম না। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধভাগস্থিত রেখাটি উদাত্তের চিহ্ন এবং নিম্নস্থ সরল রেখাটি স্বরিতের অপর আরও দুই একটি চিহ্ন আছে উহারা নিম্নগত হইলে অনুদাত্তেরই বিভেদ এবং ঊর্দ্ধগত হইলে উদাত্তেরই বিভেদ বলিয়া জানিতে হয়। পাঠ-ভেদ সংগ্রহেও আমরা ত্রুটি করিব না, মূলের পাঠভেদ প্রায়ই দুর্লভ—টীকার পাঠভেদে অসঙ্গত বা অশুদ্ধ পাঠ অবশ্য উপেক্ষণীয়, তদতিরিক্ত অর্থান্তর-ব্যঞ্জক বা দুর্ব্বোধ পাঠগুলিই সংগ্রহণীয়।

আবশ্যকানুসারে টীপ্পনীও করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি পরং স্বীয়পাণ্ডিত্য প্রকাশে উন্মত্ত হইয়া গ্রন্থ বাহুল্য বা গ্রন্থান্তরের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত নহি। কাত্যায়ন সূত্রাদির দিদৃক্ষু দর্শক বৃন্দের পরিতোষার্থ অধ্যায়াঙ্কাদি সংগৃহীত হইবে পরং ব্যাকরণ সূত্রের অধ্যায়াদি প্রদর্শন নিতান্ত নিরর্থক বিবেচনায় তাহাতে নিরস্ত থাকিলাম। টীকাকারগণ কর্ত্তৃক ব্যাকরণ সূত্রের প্রতীক গ্রহণই বিস্তর বাহুল্য, তদুপরি পুনঃ অধ্যায়াঙ্কাদি নিবেশ অতি বাহুল্যমাত্র।

শাখাভেদে কি রূপ ভেদ? তৎপ্রকাশার্থ কাণ্বশাখীয় সংহিতা গ্রন্থখানিরও প্রকাশে সমুদ্যত থাকিলাম। এই টীকাই তাহার টীকা এবং এই অনুবাদই তাহার অনুবাদ। উপসংহারে সামান্যতঃ সর্ব্বকৃতবিদ্য-মণ্ডলী সন্নিধানে সবিনয়ে নিবে-

দন—এই আরব্ধ সংহিতা গ্রন্থখানি যতদিন সমাপ্ত না হইবে ততদিন যিনি সাহায্যদানে সমর্থ হইবেন এবং অকাতরে সোৎসাহে প্রতি বর্ষের বর্ষারম্ভেই প্রার্থনামাত্রেই মূল্যদানে (অসতি প্রতিবন্ধকে) আপনাকে সক্ষম বিবেচনা করিবেন তাঁহাদের অর্থানুকূল্যই আমাদের সকৃতজ্ঞ গ্রহণীয়; ধন্য, প্রশস্য ও শ্লাঘ্য॥

"আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাদ্যঃ স্খলন্নপি।
ন হি সদ্বর্ত্মনা গচ্ছন্ স্খলিতেষ্বপ্যপোদ্যতে"
(মহেন্দ্রপালিত)

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

—০:০—

মূল্যের নিয়ম।

১। অনুবাদের সহিত—দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম ১০৲। [প্রেরণ ব্যয় আমাদের] প্রতিখণ্ডের নগদ ১৲ যাঁহারা গ্রন্থ শেষে সমুদয় খণ্ড একত্র গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগকেই প্রতিখণ্ডের নিয়মে মূল্য ও প্রেরণব্যয় নিয়মিতরূপ দিতে হইবে এতদ্ভিন্ন এক এক খণ্ড নগদমূল্যে বিক্রীত হইবেনা।

২। অনুবাদ ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত মাত্রের অথবা অনুবাদ মাত্রের—দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম ৫৲ [প্রেরণব্যয় খণ্ড প্রতি ১০] প্রতি খণ্ডের নগদ ॥০।

৪। 'প্রত্নকম্রনন্দিনী'র গ্রাহকগণ অনুবাদের সহিত লইলে অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন॥

• বাঙ্গলা প্রতিখণ্ডে কত পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইবে তাহার নিয়ম নাই, যে খণ্ডে যতগুলি মন্ত্র থাকিবে, প্রায় সকলগুলির অর্থই সেই খণ্ডেই রাখিতে চেষ্টা করা যাইবে সুতরাং পৃষ্ঠার ন্যূনাতিরেক ও হইতে পারিবে।

অধ্যক্ষ।

যজুর্বেদ সংহিতা

মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখা

১—দর্শপূর্ণমাস।

[প্রথম অধ্যায়]

(১ম কণ্ডিকা)

প্রতিপদ্ তিথিতে দর্শযাগ করিতে হয় তৎপূর্ব্বদিবস অমাবাশ্যা তিথিতে প্রাত:কালের নিত্যকার্য্য = অগ্নিহোত্র হোম সমাপন করিয়া সেই অগ্নিতে 'মমাগ্নেবর্চ্চ' ইত্যাদি মন্ত্রে সমিদাধান* কার্য্য করণানন্তর বৎসাপাকরণ† করিবে (দর্শযাগে হোমার্থ দধির আবশ্যক হয়, সেই দধির জন্য রাত্রে দুগ্ধ দোহন করিতে হইবে, অতএব প্রাত:কালে যথা নিয়ম গো-দোহন হইলে পরে বৎসাপাকরণ করিতে হয়)। এই বৎসাপাকরণ কার্য্য সাধনার্থ একটি দণ্ড (পাছুনি) আবশ্যক, সেই জন্য অধ্বর্য্যু নামক যজুর্ব্বেদীয় প্রধান ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক পলাশ বৃক্ষের শাখা ছেদনীয় হইতেছে অতএব প্রথম মন্ত্র—

'হে শাখে! যজ্ঞের ফলে দেশ বহুন্ন হইবে✽, সেই আশয়ে যজ্ঞের অঙ্গ = বৎসাপাকরণ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তোমাকে ছিন্ন করিতেছি'। ১

---

* মন্ত্রপূত যজ্ঞকাষ্ঠ অগ্নিতে স্থাপন করাকে সমিদাধান বা অগ্ন্যাধান বলা যায়।

† গাভীগণ হইতে বৎসদিগকে পৃথক্করণ।

✽ বেদের মতে যজ্ঞ হইতে ধূম হয়, সেই ধূমে মেঘ সমুৎপন্ন হইলে সুবৃষ্টি হইতে থাকে সুতরাং দেশ বহুন্ন হইয়া পড়ে।—সম্প্রতি ইউরোপীয় সিদ্ধান্তে রণস্থলে তোপ ছুটিতে থাকিলে তাঁহাদের মতে শব্দে, আমাদের মতে ধূমে ২৪ঘণ্টার মধ্যেই অতিবৃষ্টি হয়। (সো০৮১.৫ ১)

অতঃপর দ্বিতীয় মন্ত্রে শাখাদণ্ড সংলগ্ন ধূলি বিদূরিত করত যদি বক্র থাকে ঋজু করিবে—

'হে শাখে! যজ্ঞের ফলে দেশ বহুরস হইবে, সেই আশয়ে যজ্ঞের অঙ্গ=বৎসাপাকরণ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তোমাকে নির্ম্মল ও ঋজু করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বৎসগণকে ঐ দণ্ডের দ্বারা গাভীপাল হইতে পৃথক্ করিবে—

'হে বৎসগণ! তোমরা ক্রীড়া-পরবশ সুতরাং বায়ুবেগে দিগ্‌দিগন্তরে ধাবমান হও, বায়ু দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক।৩

চতুর্থ মন্ত্রে গাভীগণকে ঐ দণ্ডেব দ্বারা অন্য পথ=যে পথে ঐ বৎসগণের সহিত চাক্ষুষ না হয় এতাদৃশ পথ প্রদর্শন করাইবে—

'হে গাভীগণ! আমরা শ্রেষ্ঠতম* কার্য্য আরম্ভ করিযাছি তৎসাধনার্থ সবিতা দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত-তৃণ বন প্রাপ্ত করান† ।৪

পঞ্চম মন্ত্রের দ্বাবা ঐ গাভীগণেব বৎসাপাকরণ জন্য ক্ষোভ নিবারণার্থ অভয়দান পুরঃসর প্রবোধিত করিবে।

'হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা, অবধ্য, গাভীগণ! তোমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশঙ্কভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করত ইন্দ্রদেবতার ভাগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্দ্ধন কর, তোমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বা চৌর প্রভৃতি পাপীগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না, তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহু-পরিবার হইতে থাকিবে। ৫

যষ্ঠ মন্ত্রে ঐহস্তস্থ শাখাদণ্ড অগ্ন্যাগারের সম্মুখে উচ্চ প্রদেশে দণ্ডায়মান করিয়া রক্ষিত কবিবে—

'হে শাখে! তুমি এই উন্নত প্রদেশে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত যজমানের ঐ গাভীগণকে রক্ষা কর। ৬

২য় কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ শাখাদণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক পবিত্র* স্থাপন করিবে—

'তুমি ইন্দ্রদেবতাব দুগ্ধের শোধক হইতেছ, এই স্থানে অবস্থিতি কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উখা† গ্রহণ করিবে—

'হে উখে। তুমি মৃণ্ময সুতরাং পৃথিবী রূপিণীত বটই অধিকন্তু তোমার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয় অতএব দ্যুরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। ২

---

* কর্ম্ম তিন প্রকার—প্রশস্ত-পরিবারাদির পোষণ, অপ্রশস্ত - চৌর্য্যাদি, শ্রেষ্ঠ-বাপী কূপাদি; শ্রেষ্ঠতম—যজ্ঞ।

† অর্থাৎ তোমরা অদ্য প্রচুর তৃণাদি অদন করিলে যজ্ঞের জন্য প্রচুর দুগ্ধ লাভ করিতে পারিব।

* একত্রিত কতকগুলি কুশকে পবিত্র বলা যায়। এই পবিত্র দ্বারা যজ্ঞীয় দুগ্ধ ছানিত হয় বা ছাঁকা যায়—'দুধ ছাঁকনা'।

† 'পাক পাত্র, হাঁড়ি।'

পরে গার্হপত্য* নামক অগ্নির উত্তর-ভাগে কতকগুলি অঙ্গার বিকীর্ণ করত তাহাতেই তৃতীয় মন্ত্রে উখা স্থাপন করিবে—

'হে উখে! তোমার উদরে অবকাশ আছে সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষ লোকও তোমার অধীন অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষ লোকও বলিতে পারি? এতাবতা তুমি ত্রিলোক স্বরূপ, সমস্ত দুগ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ স্বীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবা, বক্র হইও না। সাবধান! তোমার দার্ঢ্যের ন্যূনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিঘ্ন উপস্থিত হইবে সুতরাং যজমান আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে পারেন অতএব তিনি যাহাতে বক্র না হএন!!।৩

—০—

৩য় কণ্ডিকা।

সেই শাখাদণ্ডে বদ্ধ কতিপয় কুশাত্মক পবিত্র প্রথম মন্ত্রে উখার উপরি স্থাপন করিবে, ঐগুলির অগ্রভাগ উত্তরদিকে থাকিবে। এই পবিত্রে দুগ্ধ ছানিত বা ছাঁকিত হইবে—

'হে শাখাস্থ পবিত্র! তুমি দুগ্ধের পাবক=শোধক অতএবই 'পবিত্র' নামে অভিহিত হইয়া থাক এই উখার উপরি শত শত, সহস্র সহস্র ধারা বিস্তার কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই কুশাচ্ছাদিত উখাতে দুগ্ধ ঢালিবে—

'হে দুগ্ধ! যজ্ঞীয় সুপবিত্র শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও সবিতা দেবতা তোমাকে পবিত্র করুন।২

তৃতীয় মন্ত্রে গো-দোহক কে জিজ্ঞাসা করিবে—

'কোন গাভীটি দোহন করিলে?।৩

—০—

৪র্থ কণ্ডিকা।

"অমুক গাভীটি দোহন করা হইয়াছে" গো-দোহক কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে প্রথম মন্ত্র—

'সেইটি 'বিশ্বায়ু' অর্থাৎ যজ্ঞীয় সমস্ত ঋত্বিক্‌গণের আয়ুর্বর্দ্ধক।১

পুনঃ ঐরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে দ্বিতীয় মন্ত্র—

সেইটি "বিশ্বকর্ম্মা" অর্থাৎ যজ্ঞীয় সমস্ত কার্য্যের সম্পাদনকারী।২

পুনঃ ঐরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বক্তব্য তৃতীয় মন্ত্র—

'সেইটি 'বিশ্বধায়া' অর্থাৎ যজ্ঞীয় সমস্ত দেবগণের পোষয়িতা।৩

ঐ দুগ্ধ হইতে ইন্দ্রদেবতার জন্য পৃথক করিয়া চতুর্থ মন্ত্রে তাহাতে সোমবল্লীরস আতঞ্চন* প্রদান করিবে—

* পশ্চিম দ্বারে স্থাপিত অগ্নি, যথায় প্রত্যেতাগ্নি প্রধান কার্য্যস্থল ও যথায় প্রবর্গ্য কার্য্য হইয়া থাকে।

* দুগ্ধকে দধি করিবার জন্য যে অম্লাদি দ্রব্য প্রদান করা যায় সেই দ্রব্যকে আতঞ্চন বলা যায় অর্থাৎ দম্বল।

'এই ইন্দ্রের ভাগ দুগ্ধকে সোমরসে আতঞ্চন করিতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ঐ দুগ্ধ যজ্ঞ গৃহের মধ্যে কোন এক স্থানে সাবধান পূর্ব্বক রক্ষিত করিবে—

'হে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বরক্ষক, দেবতা! এই হব্যও তোমার দৃষ্টিগত ও রক্ষণীয় অতএব রক্ষাকর। ৫

—০—

৫ম কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে যজমান পূর্ব্বভাগে স্থাপিত আহবনীয়* নামক অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া জলস্পর্শ করত যজ্ঞভার গ্রহণ করিবে—

'হে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অধিপতি অগ্নি! আমি এই ক্রিয়াভার গ্রহণ করিতেছি, ইহাতে যেন সমর্থ হই! আমার এই ক্রিয়াটি যেন সুসিদ্ধ হয়!! ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐরূপ অগ্নিসাক্ষ্য ও জলস্পর্শ পূর্ব্বক যজমান প্রতিজ্ঞা করিবে—

'এই আমি অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্য আশ্রয় করিলাম—এই যজ্ঞে অসত্য ভাষণাদি অসত্য ব্যবহার করিব না। ২

—

৬ষ্ঠ কণ্ডিকা।

এই রূপে যজমান, ক্রিয়াভারাদি স্বীকার করিয়া ব্রহ্মা—সকল ঋত্বিক্‌গণের কার্য্য-পরিদর্শক জনৈক বরণ করত তাঁহার নিকটে 'অপঃপ্রণয়ন* কার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তদ্বিষয়ক আদেশ দান করিবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন তুমি পুনরাদেশ† পর্য্যন্ত মৌনভাব অবলম্বন কর—যজমান এই আদেশ প্রাপ্ত হইলে অধ্বর্য্যু একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ জল লইয়া আহবনীয় অগ্নির উত্তরাংশে প্রথম মন্ত্রে উহা স্থাপন করিবে—

'হে পাত্র! কে তোমাকে এই যজ্ঞ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে? সেই সর্ব্বনিয়ন্তা প্রজাপতি দেবতাই তোমাকে নিয়োগ করিতেছেন। কিজন্য তুমি এই রূপে নিয়োজিত হইতেছ? সেই প্রজাপতি দেবতার সন্তোষার্থই তুমি এইরূপে নিয়োজিত হইতেছ। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শূর্পক্ষ ও অগ্নিহোত্রহবণী¶ গ্রহণ করিবে—

'হে শূর্প! হে অগ্নিহোত্র হবণী। যজ্ঞীয় কার্য্যের জন্য তোমাদিগকে গ্রহণ করিতেছি—অনেকগুলি কার্য্যে তোমাদিগকে

---

* পশ্চিম দ্বারস্থ 'গার্হপত্য' অগ্নির পূর্ব্বে 'প্রাচীন বর্হি' নামক দক্ষিণ বেদী, তাহারও পূর্ব্বদিকে স্থাপিত অগ্নিকে 'আহবনীয়' অগ্নি বলা যায়, হোতার প্রধান কার্য্যস্থান।

* অর্থাৎ যজ্ঞীয় সমস্ত উপকরণে অভ্যুক্ষণার্থ মন্ত্রের দ্বারা জল প্রস্তুত করন।

† পঞ্চদশ কণ্ডিকোক্ত হবির্নিবপন কালে, পুনরাদেশ হইবে।

‡ অর্থাৎ কুল—ধান চাল ঝাড়িবার যন্ত্র। শূর্পের দ্বারা ধান্য লইয়া উলুখলে প্রক্ষেপ করিতে হয় এবং পুনঃ তাহা হইতে উদ্ধৃত করত তুষ কণাদি-শূন্য করিতে হয় ইত্যাদি যজ্ঞে তাহার প্রয়োজন।

¶ শকটে অবস্থিত ধান্য পৃথক্করণ ও প্রেক্ষণার্থ উদকধারণাদি তাহার কার্য্য।

ব্যাপ্ত থাকিতে হইবে এই জন্যই তোমাদিগকে গ্রহণ করিতেছি। ২

—০—

৭ম কণ্ডিকা।

গৃহীত ঐ শূর্প ও অগ্নিহোত্রহবণী, প্রথম মন্ত্রে অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রে কিঞ্চিৎ (অগ্নিতাপে) উষ্ণ করিবে—

'এই তাপে প্রত্যেক বাধা দগ্ধ হইল, শত্রুগণও প্রত্যেকে দগ্ধ হইল। ১

'এই তাপে ইহাতে আশ্রিত বাধা সকল নিঃশেষে দগ্ধ হইল, শত্রুগণও নিঃশেষে দগ্ধ হইল। ২

অনন্তর, পুরোডাশ নামক হবির পাকার্থ স্থাপিত গার্হপত্য নামক অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে সমাগত ধান্য-শকটের নিকটে তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত গমন করিবে—

'আমি এই সুবিস্তীর্ণ অবকাশ=আকাশ অনুসরণ করিতেছি (আমার গমনকালে) উভয় পার্শ্বস্থ সমস্ত বাধা বিদূরিত হউক।৩

৮ম কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে সেই ধান্যবাহী শকটের ধুর* স্পর্শ করিবে—

তুমি ধুর নামে প্রখ্যাত অতএব হিংসকগণের হিংসাকর; যে ব্যক্তি আমাদের হিংসা করিতে উদ্যত, তাহার হিংসা কর; আমরা যাহার হিংসা করিতেইচ্ছা করি, তাহার হিংসা কর; (অর্থাৎ সর্ব্ব অস্মদাদির শত্রু বিনাশ কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই শকটের উপস্তম্ভনের* পশ্চাদ্ভাগীয় ঈষা† স্পর্শ করিবে—

'হে ঈষাদণ্ড! তুমি দেবগণের অদনীয় বস্তুর বাহক হইতেছ সুতরাং অতিশয় পবিত্র; হবির উপযোগী ধান্যে পরিপূর্ণ এই শকট তুমি বহন করিতেছ অতএব দেবগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র, অধিক কি, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী (অর্থাৎ তোমাকে ধান্য-পূর্ণ শকটে লগ্ন দেখিয়াই দেবতারা স্বয়ং তোমার সাহিত্য অবলম্বন করেন=তুমি যথায় উপস্থিত হও তাঁহারা সেই স্থলেই আসিয়া উপস্থিত হএন। ২

—০—

৯ম কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণের অভিপ্রায় করিবে—

'হে ঈষাদণ্ড। তুমি দেবগণের হবি

---

* বলীবর্দ্দ যুগলের স্কন্ধের কাষ্ঠ বা স্থূল বংশ-দণ্ড—জোআল।

† হিংসার্থ ধুর্ব্বী ধাতু হইতে ধুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে সুতরাং ধুর শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ হিংসাকারী।

* বলীবর্দ্দ ধুর শকট হইতে পৃথক করিবার সময় ঐ শকটের অগ্রভাগীয় ধুর কাষ্ঠ ভূমিপতিত না হয়, এই আশয়ে যে পরস্পর আশ্লিষ্ট বক্রভাবান্বিত বংশদণ্ডদ্বয় ঐ অগ্রভাগে ঠেকা দেয়া যায় ঐ ঠেকা কে উপস্তম্ভন বলা যায়; উহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমস্ত প্রদেশেই প্রত্যেক শকটেই থাকে ও ব্যবহৃতও হয়, কিন্তু বাঙ্গালা প্রদেশে উহার ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না।

† ধুর হইতে শকট পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ কাষ্ঠ থাকে, ঐ কাষ্ঠকে ঈষা বলা যায়।

(অদনীয়) ধারণ করত ঋজুভাবে অবস্থিতি করিতেছ; আমি আরোহণ করিব অতএব দৃঢ় হও, বক্র হইওনা, তোমার যজ্ঞপতি অর্থাৎ যজমান যেন বক্র না হন অর্থাৎ তুমি বক্র হইলেই আমি ভূ-পতিত হইব তাহা হইলেই যজ্ঞে ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে কাজেই যজমান বক্র হইবেন ।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে আরোহন করিবে—

'যজ্ঞপুরুষ আরোহণ করুন। ২

তৃতীয় মন্ত্রে শকটস্থিত ধান্য গুলির আচ্ছাদন অপনয়ন করত ধান্যগুলি তাহাতেই প্রসারিত করিয়া দিবে—

'বায়ু প্রবেশে শুষ্ক হউক এই অভিপ্রায়ে বিস্তারিত করিতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে সেই ধান্যগুলির সহিত মিশ্রিত তৃণাদি নিষ্কাশন পূর্ব্বক বিদূরিত করিবে—

'বাধা অপনীত হইল। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধান্য সকল উত্তোলন পূর্ব্বক শূর্পে রক্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে—

'হে অঙ্গুলিগণ তোমরা পাঁচটিতে ধান্য গ্রহণপূর্ব্বক এই শূর্পে প্রদান কর। ৫

১০ম কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে আ-বাহুযুগল দীর্ঘ হস্তে ধান্য-গ্রহণ করিবে—

'হে ধান্যসঙ্ঘ! আমার কি ক্ষমতা যে তোমাদিগকে সংগ্রহ করি! আমি সেই জগৎপ্রসবিতার প্রেরণে, অশ্বী দেবদ্বয়ের বাহুযুগলে ও পূষাদেবতার হস্তদ্বয়েই তোমাদিগকে গ্রহণ করিতেছি। ১

কতকগুলি পৃথক্ করিয়া—

'অগ্নিদেবতার প্রীতির জন্য এই অংশ গ্রহণ করিলাম। ২

অপর কতকগুলি পৃথক করিয়া—

'অগ্নিষোম নামক যুগল দেবতার প্রীতির জন্য এই অংশ গ্রহণ করিলাম। ৩

—০—

১১শ কণ্ডিকা।

'অবশিষ্টগুলি লইয়া—

ব্রাহ্মণ ভোজনাদির জন্য অবশিষ্টগুলি লইলাম, সঞ্চয় করিবার জন্য নহে।১

সেই শকটে থাকিয়া তথা হইতেই পূর্ব্বমুখে দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত যজ্ঞভূমি দর্শন করিবে—

'ঐ আমাদের স্বর্গ-সাধন যজ্ঞভূমি দেখিতেছি।২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ শকট হইতে অবরোহণ করিবে—

'পৃথিবীস্থ যজ্ঞ-গৃহখানি দৃঢ় হউক*। ১

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত যজ্ঞের নাভি প্রদেশে† গমন করিবে—

* অর্থাৎ আমি ধান্যভার লইয়া অবরোহণ করিতেছি আমার স-ভার লক্ষে অভিনব নির্ম্মিত যজ্ঞ ভূমির কোন হানি না হয়।

† যজ্ঞ গৃহের পূর্ব্বদ্বারোপান্তে স্থাপিত যূপ স্তম্ভের পশ্চিমস্থ উত্তরবেদীর মধ্যভাগকে নাভি বলা যায়; যথায় প্রতিহর্ত্তার প্রধান কার্য্য স্থল।

'এই সুবিস্তীর্ণ আকাশপথে গমন করিতেছি, উভয় পার্শ্বস্থ সমস্ত বাধা দূরীভূত হউক। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে সেই নাভিতে ধান্যগুলি রক্ষা করিবে—

হে ধান্যসকল। তোমাদিগকে এই পৃথিবীস্থ যজ্ঞীয় নাভিতে স্থাপন করিতেছি, তোমরা মাতৃক্রোড়ে অবস্থিতিব ন্যায় স-যত্নে থাকিবা। হে অগ্নে! ইহা তোমা প্রভৃতি দেবগণের হব্য,রক্ষা কর—যেন কোনরূপে অপচয় না হয়। ৫

—০—

১২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে কতিপয় কুশার দ্বারা দুইটি কুশা দীর্ঘে সমান করিয়া ছিন্ন করিবে (যে দুইটি কুশা ছিন্ন করিবে তাহা অন্তর্গর্ভ বা শুষ্কাগ্র না হয়)—

'হে পবিত্র কুশাদ্বয়! তোমরা যজ্ঞসম্বন্ধী হও। ১

পরে হবির্গ্রহণীতে* জল লইয়া, ঐ কুশাদ্বয় দ্বারা দ্বিতীয় মন্ত্রে মন্ত্রপূত করিবে।

'হে জল! সবিতৃদেবের প্রেরণায় নিযুক্ত থাকিয়া,* তোমাকে ছিদ্র-শূন্য ও সূর্য্যরশ্মি তুল্য† পবিত্র এই পবিত্রক‡ দ্বারা মন্ত্রপূত করিতেছি। ২

পরে ঐ জলপূর্ণ অগ্নিহোত্র হবণী বাম হস্তে লইয়া, ঐ কুশাদ্বয় দ্বারা তৃতীয় মন্ত্র পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত অবিরত উর্দ্ধসঞ্চালন করিবে। ৩

'হে জল দেবি! আমাদের এই যজ্ঞের অধিপতি যজমান, বিলক্ষণ ধনী, ইনি সম্প্রতি দেবগণকে হবিঃ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন,—তোমরা সততই অগ্রে বহনশীলা ও অগ্রেই পবিত্রকারিণী সুতরাং ভরসা করি, ইহাঁকেও এই যজ্ঞে অবশ্যই অগ্রসর করিবা (ইনি যেন হতোৎসাহ না হএন)। ৪

—০—

১৩ কণ্ডিকা।

এ প্রথম মন্ত্রটিও পূর্ব্ববৎ উর্দ্ধসঞ্চালনে ব্যবহর্ত্তব্য—

*—হবির্গ্রহণী—যাহাতে হোম করিবার জন্য হবি গৃহীত হয়, অগ্নিহোত্রহবণীও ইহাকেই বলা যায়।

*—এই স্থানে গায়ত্রীর অর্থ স্মরণীয়। সমস্ত কার্য্যেই নিজের কর্তৃত্বাভিমান দূর করাই উদ্দেশ্য।

†—ছিদ্রশূন্য—বায়ু। বায়ু এবং সূর্য্যরশ্মিকে কতদূর শোধক—পবিত্র? তাহা কেহই অনবগত নহে সুতরাং এই উভয়ই এস্থলে শোধকের প্রধান দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইল।

‡—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (২ কং ১ মং) কুশা সমূহকে পবিত্র বলা যায়।

'হে জল দেবি! বৃত্রাসুরের সহিত যৎকালে ইন্দ্রের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি তোমাকে আত্মীয় বিবেচনায় বরণ করেন, তুমিও সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয়তা স্বীকার করিয়াছ (অতএব এক্ষণে তাঁহাদের আত্মীয়তানুরোধেও আমাদিগকে এই মহদনুষ্ঠানে সাহসী কর)। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ জল দ্বারা ঐ জলই প্রোক্ষণ করিবে—

'হে জল দেবি! (তোমার দ্বারা যজ্ঞীয় সমস্ত উপকরণ প্রোক্ষণ করিতে হইবে অতএব প্রথমত) তোমাকেই প্রোক্ষণ করি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নিভাগ হবি* প্রোক্ষণ করিবে (এই রূপ চতুর্থ প্রভৃতি)—

'হে হবি! অগ্নিদেবতার সেবনীয় তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ৩

'হে হবি! অগ্নিষোম নামক যুগল দেবতার সেবনীয় তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ৪

'হে উদূখল, মুসল প্রভৃতি যজ্ঞীয় উপকরণগণ! তোমরা এই দেবযাগে দেবগণের কার্য্যে উপস্থিত হইয়াছ, অতএব এই প্রোক্ষিত জল-প্রোক্ষণে পবিত্র হও; যেহেতু তোমরা ত্বষ্টা (ছুতর) প্রভৃতি নীচ জাতির দ্বারা প্রস্তুতীকৃত অতএব তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া শুদ্ধ করিতেছি। ৫

* —১৩শ কণ্ডিকায় ২য় মন্ত্র দেখ।

---

১৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে কৃষ্ণ মৃগের চর্ম্ম হস্তে গ্রহণ করিবে—

'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি এই উদূখলের আধারের উপযুক্ত। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ চর্ম্মখানি আপসাইয়া ঝাড়িবে—

'এই কৃষ্ণাজিনে তৃণ, ধূলি প্রভৃতি যাহা কিছু মলদ্রব্য ছিল সমস্তই দূরীকৃত হইল এবং যজমানের বিদ্বেষীরাও তাহারই সহিত দূরীকৃত হইল। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ চর্ম্ম ভূমিতে পাতিবে—

'হে কৃষ্ণাজিন! তুমি এই অখণ্ড পৃথিবীরই ত্বক্ হইতেছ অতএব পৃথিবী তোমাকে আত্মীয় ভাবে অবগত হউন। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ পাতিত চর্ম্মের উপরি উদূখল স্থাপন করিবে—

'হে উদূখল! তুমি যদিচ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পরং যেরূপ দৃঢ়, তাহাতে তোমাকে প্রস্তরময়ও বলা যাইতে পারে, তোমার মূলদেশ যথোপযুক্ত স্থূল সুতরাং তুমি

অবঘাত করিলে স্থির ভাবেই অবস্থিতি করিতে পার। অতএব তোমাকে এই পৃথিবীর ত্বক্ কৃষ্ণাজিনের উপরি স্থাপিত করিতেছি, ইনি তোমাকে আত্মীয়ভাবে অবগত হউন।

— :—

১৫ কণ্ডিকা।

তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার জন্য আনীত, রক্ষিত সেই ধান্য* গ্রহণ করত প্রথম মন্ত্রে ঐ উদুখলে নিঃক্ষেপ করিবে—

হে হবনীয় ধান্য! তোমাকে অগ্নিতে প্রদান করিলেই অগ্নির (জ্বালা) বৃদ্ধি হয় অতএব তুমি অগ্নির শরীর বলিলেই হয়, সেই অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের তৃপ্তির উদ্দেশে তোমায় এই উদুখলের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি। অত পর যজমান মৌন ব্রত† ত্যাগ করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে মুসল গ্রহণ—

'মুসল! তুমি যদিচ কাষ্ঠ নির্ম্মিত ত থাপি যেরূপ সুদৃঢ়, তাহাতে বোধ হয় এক খণ্ড সুদীর্ঘ শিলা, দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য তোমায় গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ মুসল সেই উদুখলে রক্ষণ করিবে—

'মুসল! তুমি দেবগণের তৃপ্তির জন্য, এই হবনীয় ধান্যগুলিকে তুষাদি মুক্ত কর—ভালরূপে এই কার্য্য কর—তণ্ডুল গুলি যেন উৎকৃষ্ট হয় (অধিক ভগ্ন বা তুষ-যুক্ত না হয়)। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে যজমান বা তাহার পত্নী অথবা তদাদিষ্ট অন্য যে কেহ অবঘাত দ্বারা ঐ তুষবিমোক কার্য্য করিবে, তাহাকে আহ্বান করিবে—

'কে হবি প্রস্তুত করিবে? আগমন কর, কে হবি প্রস্তুত করিবে? আগমন কর, কে হবি প্রস্তুত করিবে? আগমন কর। ৪

—০—

১৬ কণ্ডিকা।

অত.পর অপর একজন ঋত্বিক্ প্রথম মন্ত্র পাঠ করত শম্যা* দ্বারা দৃষৎ† পৃষ্ঠে বারদ্বয় এবং উপলখণ্ডে‡ একবার আঘাত করিবে—

'হে যজ্ঞীয় আয়ুধ!¶ তোমার শব্দ

* —১০ম ও ১১শ কণ্ডিকা দেখ।

† —এই কণ্ডিকায় মৌনব্রত ধারণ করা হই য়াছে।

* —চরু পেষণার্থ পাতনীয় প্রস্তর খণ্ডের কাঠিন্য রহিত করিবার জন্য তাহার নিম্ন প্রদেশে লৌহ কীলক পুঁতিতে হয়, সেই কীলককে শম্যা বলা যায়।

†, ‡ —দৃষৎ—প্রস্তরখণ্ড—শীল, উপল—উপ-রিস্থল শিলা—নোড়া।

¶ —এই সূক্ত একটি সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা আছে, তাহার সারাংশ যথা—'বহু রাজার একটি

অতি কষ্টের, কদ-পাত্রাদিরও, হইলেও তোমাকে আমরা মধুরভাষী বলিয়া থাকি, তোমার শব্দে, অসুরাদির অয়ত্রি পক্ষীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে পারে। হে আয়ুধ! এই যজ্ঞের ফলে দেশে অন্ন ও জল অপরিমিত প্রার্থনীয়। তোমার সাহায্যে আমরা সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শূর্প গ্রহণ করিবে—

'হে শূর্প। তুমি বৃষ্টির জলে বর্দ্ধনশীল বংশ শলাকার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ উদুখলস্থ তুষবিমুক্ত তণ্ডুলগুলি এই শূর্পে গ্রহণ করিবে—

'হে ধান্যোদ্ভূত তণ্ডুল। তোমরা বৃষ্টির জলেই বৃদ্ধিশীল, এই শূর্পও সেই রূপ অতএব আত্মীয় জ্ঞানে ইহার সাহিত্য অবলম্বন কর। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ শূর্প সঞ্চালন পূর্ব্বক তুষ কণাদি উড়াইয়া দিবে—

'তুষ, কণা প্রভৃতি বিরোধীদ্রব্য দূরীভূত হইল, তাহারই সহিত আলস্যাদি অরাতিকুলও দূরীভূত হইল। ৪

পঞ্চমমন্ত্রে কঙ্করাদি বাছিয়া ফেলিবে—

'হবি দ্রব্যের সমস্ত বাধাই বিদূরিত হইল। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে সূক্ষ্মকণা ও ধূলি প্রভৃতি উড়াইয়া দিবে—

'হে তণ্ডুল সকল! এই শূর্পের চালনে সমুত্থিত বায়ু, তোমাদিগকে সূক্ষ্মকণাদি হইতে পরিষ্কৃত করুন। ৬

সপ্তম মন্ত্রে ঐ তুষবিমুক্ত সুপরিষ্কৃত তণ্ডুলগুলি অচ্ছিদ্র অঞ্জলি দ্বারা শূর্প হইতে পাত্রান্তরে গ্রহণ করিবে—

'হে তণ্ডুল সকল! হিরণ্যপাণি* সবিতা

বৃষভ ছিল, ঐ বৃষভের বাক্যই অসুরঘ্ন মন্ত্র ছিল, দেবাসুরে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই সেই বৃষভ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া ঘোর নাদ করিতে থাকিত, সেই গভীর নাদে প্রকাশিত অসুরঘ্ন মন্ত্রটি, যে কোন অসুর দলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূপাতিত হইত সুতরাং অসুর দলের ভয়াবহ চিন্তা সমুৎপন্ন হইলে কৌশলে ঐ বৃষভকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অসুর-যাজী পুরোহিতদ্বয় ছদ্মভাবে মনু রাজার আত্মীয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক সেই মনুরাজা কর্ত্তৃকই একটী গোমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করান, তাহাতেই সেই বৃষভ আহুত হয় কিন্তু দেবগণের চাতুরীতে ঐ মন্ত্র নষ্ট না হইয়া মনুর জায়াকে আশ্রয় করে কাজেই অসুরদল পুনঃ সেই রূপ চিন্তাপরায়ণ থাকিয়া পুনশ্চ ঐ কৌশলে মনু-পত্নীরও বধ সাধন করিল পরং তথাপি দেবগণের অনির্ব্বচনীয় কৌশলে সেই মন্ত্র নষ্ট না অসুর হস্তগত না হইয়া যজ্ঞীয় শম্যাদ্বয়ে আশ্রিত হইল, তদবধি ঋত্বিকগণ অসুরকৃত কোন রূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলেই ঐ শম্যাদ্বয় দৃষৎ ও উপলের উপরি সবলে আঘাত করিতে আরম্ভ করেন ঐ আঘাতোত্থ শব্দে সেই অসুরঘ্ন মন্ত্রটি প্রকাশ পাইবায় অসুরনাশে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। এই জন্য এই শম্যাদ্বয় প্রকৃতিকে মন্ত্রীয় স্বভাবে বলা যায়। ব্যাখ্যারিকার প্রকৃত কথা দিয়েছে ৰংপ্রণীত আখ্যায়িকাদি দেখ।

* —একলে নিম্নলিখিত রূপ আখ্যায়িকা আছে, যথা—কোন সময়ে মনুর বৃষভাকৃতি একটি

দেবতা হিরণ্যপাণি সবিতা তোমাকে পাত্রান্তরে গ্রহণ করুন। ৭

—•—

১৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে উপবেশ* গ্রহণ করিবে—

'হে উপবেশ! (তুমি তীব্র অঙ্গার সকল ইতস্তত সঞ্চালন করিতে সমর্থ অতএব) প্রগল্ভ হইতেছ।১

আমাৎ† ক্রব্যাৎ‡ দেবযজ এই ত্রিবিধ অগ্নির প্রথমদ্বয়কে পরিত্যাগ করিবার জন্য দ্বিতীয় মন্ত্র—

'হে আহবনীয় অগ্নে! আমাৎ অগ্নিকে অপগত কর এবং ক্রব্যাৎ অগ্নিরও উপস্থিতি নিবারণ কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে তৃতীয় অগ্নির আবির্ভাব প্রার্থনা—

'হে আহবনীয় অগ্নে! এই বেদীতে দেবযজ* অগ্নির আবির্ভাব হউক। ৩

পরে কতকগুলি অঙ্গার স্থাপন করিয়া চতুর্থ মন্ত্রে তাহার উপর কপাল† রক্ষা করিবে—

'হে কপাল! তুমি এই স্থলে অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি কর, অন্তরীক্ষভাগ দৃঢ় কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই সম্পাদ্য পুরোডাশ হবি প্রস্তুত করিবার জন্য আরাধ্য তোমাকে পুরোডাশ পাকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি। ৪

—০—

১৮ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠে বামহস্তাঙ্গুলির দ্বারা এক খানি অঙ্গার শূন্যে নিক্ষেপ করিবে—

'হে শূন্যে ক্ষিপ্ত অগ্নে। অস্মদাদির ক্রিয়মাণ সুমহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানটি বাধা-শূন্য কর। ১

পূর্ব্ব স্থাপিত কপালের পশ্চাদ্ভাগে দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় কপাল স্থাপন করিবে—

'হে দ্বিতীয় কপাল! তুমিও পুরোডাশের ধারক হইতেছ, অন্তরীক্ষ ভাগ যেন দৃঢ় থাকে!—পুরোডাশপাকোৎপন্ন জ্বালায়

সময় উপস্থিত হইলে তাহাকে অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রাশিত্র-গ্রহারে সবিতৃ দেবতার পাণিদ্বয় ছিন্ন হয়, পরে দেবগণ হিরণ্ময় পাণি প্রস্তুত করিয়া দেন; তদবধি সবিতা 'হিরণ্যপাণি' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

*—পলাশ শাখার স্থূলাংশ খণ্ডীকৃত, সূক্ষ্মভাগকে উপবেশ বলা যায়।

†—আমাৎ=লৌকিক অগ্নি। তুম শব্দে অপক্ব, অপক্ব ভক্ষকারী অগ্নিকে আমাৎ বলা যায়।

‡—ক্রব্যাৎ=চিতার অগ্নি; ক্রব্য শব্দে মাংস মাংস ভক্ষণকারী অগ্নিকে ক্রব্যাৎ বলা যায়।

*—দেবযজ=যজ্ঞীয় অগ্নি। যাহাতে সকল দেবতার উদ্দেশেই পৃথক পুরোডাশাদি হবি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

†—কপাল=খাপরা।

অন্তরীক্ষ লোকে যেন কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত না হয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সম্পাদ্য পুরোডাশ হবি প্রস্তুত করিবার জন্য, বাধা অপনয়ন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি। ২

পূর্ব্ব স্থাপিত কপালের পূর্ব্বভাগে তৃতীয় মন্ত্রে তৃতীয় কপাল স্থাপন করিবে—

'হে তৃতীয় কপাল। তুমিও পুরোডাশের ধারক হইতেছ, দ্যুভাগেও যেন কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত না হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সম্পাদ্য পুরোডাশ হবি প্রস্তুত করিবার জন্য, বাধা অপনয়ন কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি। ৩

পূর্ব্ব স্থাপিত কপালের দক্ষিণভাগে চতুর্থ মন্ত্রে চতুর্থ কপাল স্থাপন করিবে—

'হে চতুর্থ কপাল। সকল দিক্ দৃঢ় করিবার জন্য তোমাকে স্থাপন করিতেছি।৪

এই কপাল চতুষ্টয়ের উত্তরে দুই খানি ও দক্ষিণে দুইখানি,এই চারিখানি কপাল পঞ্চম মন্ত্রে স্থাপন করিবে—

'হে কপালচতুষ্টয়। তোমরা এই প্রথম কপালের বৃদ্ধি বাবক অর্থাৎ সহায়ক হইতেছ। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐ অষ্ট কপালের* নিম্নভাগে চতুর্দ্দিকে ভালরূপে অঙ্গারাচ্ছাদন করিবে—

'হে কপাল সকল! অঙ্গিরোবংশাবতংস ভৃগু মহর্ষির প্রকাশিত তাপে* প্রতপ্ত হও। ৬

—০—

১৯ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রত্রয়ের কার্য্য ও ব্যাখ্যা সমস্তই পূর্ব্ববৎ† এস্থলে 'কৃষ্ণাজিন' এই মাত্র বিশেষ। ১, ২, ৩

এই পাতিত কৃষ্ণাজিনের উপরি দৃষৎ স্থাপন করিবে—

'হে দৃষৎ। তুমি পর্ব্বতাংশ হইতেছ, (পর্ব্বতগণ যে রূপ স্থিরভাবে বিবিধ তরু-গুল্মাদির ধারক, তুমিও সেই রূপ এই পেষণার্থ উপস্থিত তণ্ডুলের) স্থির ধারক হইতেছ, এই চর্ম্ম পৃথিবীর ত্বক্ হইতেছে তুমিও পৃথিবীর অস্থি—পর্ব্বত খণ্ড অত এব তোমরা পরস্পর পরমাত্মীয় জ্ঞানে দৃঢ় আলিঙ্গন কর। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ঐ দৃষৎ খণ্ডের নিম্ন প্রদেশে শম্যা স্থাপন করিবে—

---

* অগ্নি দেবতার জন্য যে পুরোডাশ পাক। করিতে হয়, তাহা এই আটখানি কপালেই সম্পন্ন হয়, এই জন্যই আগ্নেয় পুরোডাশকে অষ্টকপাল বলা যায়।

*—প্রথমে অগ্নিকে ব্যবহার করিতে কেহই জানিতেন না,পরে ভৃগুঋষিই প্রথম ইহার ব্যবহার প্রকাশ করেন। সামবেদের ছন্দ আর্চ্চি-কের প্রথম প্রপাঠকীয় নবম এবং অষ্টাদশ মন্ত্র দেখ।

†—চতুর্দ্দশ কণ্ডিকার প্রথম তিনটি।

'হে শম্যে! তুমি দ্যুলোকেরও স্তম্ভন কারিণী হইতেছ (অতএব এই দৃষৎকে স্তম্ভন ভাবে স্থাযী করিতে অবশ্যই সমর্থ)। ৫

ষষ্ঠমন্ত্রে দৃষদুপরি উপল গ্রহণ করিবে—

'হে উপলে! তুমি পেষণ ব্যাপারের ধারিকা এবং পর্ব্বত সম্ভূতা অতএব তোমার অধস্তন এই পার্ব্বতী দৃষৎ, তোমাকে স্থিতিভাবে বক্ষে ধারণ করুন। ৬

—:—

২০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ দৃষদুপরি তণ্ডুল গ্রহণ করিবে—

'হে তণ্ডুল! যেহেতু তোমরা ধান্য সম্ভূত অতএব* দেবগণকে প্রীত কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ তণ্ডুল পেষণ করিবে—

হে তণ্ডুল! যজমানের প্রাণ বৃদ্ধির জন্য তোমাকে পেষণ করি, যজমানের উদান বৃদ্ধির জন্য তোমাকে পেষণ করি, যজমানের ব্যান বৃদ্ধির জন্য তোমাকে পেষণ করি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ পিষ্ট তণ্ডুল অচ্ছিদ্র অঞ্জলি দ্বারা কৃষ্ণাজিনে গ্রহণ করিবে—

'হে হবি! যজমানের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি কামনায় তোমাকে এই সুদীর্ঘ কৃষ্ণাজিন পাত্রে গ্রহণ করা যাইতেছে—হিরণ্যপাণি সবিতা দেবতাই তোমাকে অচ্ছিদ্র পাণিদ্বয়ে গ্রহণ করিতেছেন। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ হবি নিরীক্ষণ করিবে—

'যজমানের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষসাধন কামনায তোমার প্রতি প্রীতি দৃষ্টি করিতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ঐ পিষ্ট সমুদাযে গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিবে—

'হে আজ্য। তুমি গোদুগ্ধ-সম্ভূত। ৫

—০—

২১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত পবিত্র-সংযুক্ত পাত্রীতে* ঐ পিষ্ট গ্রহণ করিবে—

'হে পিষ্ট। হৃদিস্থ সবিতৃ দেবতার প্রেরণাবশে, অশ্বিনামক দেবযুগলের বাহুদ্বয়ের এবং পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে তোমাকে এই পাত্রীর মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ পিষ্ট সমুদাযে উপসর্জ্জনী† প্রদান করিবে—

*—প্রীত্যর্থ 'ধি' ধাতু হইতে ধান্য শব্দ নিষ্পন্ন হইযাছে সুতরাং ধান্য শব্দের প্রকৃতি গত অর্থই প্রীতিকারক।

*—স্রুব, জুহূ প্রভৃতিকে পাত্রী বলা যায়।

†—দৃষদ্ধৌত পিষ্টাংশ মিশ্রিত জল অর্থাৎ শিলধোয়া পিঠালির গোলা।

এই উপসর্জ্জনীতে যে জলীয় ভাগ আছে, তাহা এই পিষ্টসমুদায়ের জলীয় ভাগে মিশ্রিত হউক ; এই উপসর্জ্জনীতে যে ওষধি*ভাগ আছে,তাহা এই পিষ্ট সমুদায়ের ওষধি ভাগের সহিত মিশ্রিত হউক; এই উপসর্জ্জনীতে যে রেবতী নাম আছে, তাহা এই পিষ্ট সমুদায়েব জগতী নামেব সহিত মিশ্রিত হউক†; এই উপসর্জ্জনীতে যে মাধুর্য্য আছে,তাহা এই পিষ্টসমুদায়ের মাধুর্য্যের সহিত মিশ্রিত হউক। ২

---

২২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ উপসর্জ্জনী, পিষ্ট সমুদায়ের সহিত ভালরূপে বিমিশ্র করিবে—

'হে উপসর্জ্জনী ও পিষ্ট সমুদায়! পুরোডাশ প্রস্তুত করিবার জন্য তোমাদিগকে ভালরূপে বিমিশ্র করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নির জন্য এক ভাগ হবি নিরূপণ করিবে—

'এই ভাগটি অগ্নির।' ২

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নিষোম নামক দেবযুগলের ভাগ নিরূপণ করিবে—

'এই ভাগটি অগ্নিষোম নামক যুগ্ম দেবতার। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে পূর্ব্ব পরিচিত অষ্টকপালে পুরোডাশ পাকের উপযুক্ত গব্য ঘৃত ঢালিয়া দিবে—

'হে ঘৃত! দেবগণেব অন্ন প্রস্তুত করিবাব জন্য তোমাকে এই তপ্ত কপালাষ্টকে নিক্ষেপ করিতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ঐ দ্রবীকৃত ঘৃতে পুরোডাশ নিক্ষেপ করিবে—

'হে পুরোডাশ! তুমি এই ঘৃতোপরি দেদীপ্যমান হও আর আমাদের যজমান এই কার্য্যের ফলে দীর্ঘায়ু হউন। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐ কপালাষ্টকে তপ্ত দ্রবীভূত ঘৃতে পতিত পুরোডাশ সঞ্চালন পূর্ব্বক ভর্জ্জন করিবে—

'হে পুরোডাশ! তুমি স্বভাবতই বিস্তীর্ণ ও প্রসৃত,* এই কপাল মধ্যে ভালরূপে বিস্তীর্ণ ও প্রথিত হও এবং যজমানও লোকত্রয়ে সুপ্রথিত হউন। ৬

সপ্তম মন্ত্রে উহাতে জল প্রদান করিবে—

'পুরোডাশ! অগ্নি তোমার ত্বক্ নষ্ট

---

*—ফল, পক্ক হইলেই যে সকল বৃক্ষের বিনাশ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বৃক্ষ বলা যায় সেই জন্যই ধান্য, গোধুম প্রভৃতি ওষধি।

†—শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রুত আছে যে জলের নাম রেবতী ও ওষধির নাম জগতী ১, ২, ২, ২।

*—অর্থাৎ তরল পিষ্ট যে স্থানে রাখা যায়, সেই স্থানেই ব্যাপক হইয়া পড়ে-ইহা লোকে প্রসিদ্ধ।

করিতে না পারেন—এই অভিপ্রায়ে এই জলসেক করিতেছি*। ৭

অষ্টম মন্ত্রে উহা সঞ্চালন পুরঃসর সুপক্ক করিবে—

'পুরোডাশ! দ্যুস্থ সবিতা দেবতা তোমাকে ভাল রূপে সুপক্ক করুন। ৮

---

২৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ পুরোডাশ অগ্নি হইতে নামাইয়া পাত্রীত্রয়ে রক্ষা করিবে—

'পুরোডাশ! ভীত হইবা না এবং চঞ্চলও হইবা না, স্থির থাক অর্থাৎ ঢালিবার সময়ে ভূপতিত হইও না। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ভস্ম দ্বারা অথবা উপবেশ দ্বারা ঐ পুরোডাশ আচ্ছাদিত করিবে—

'এই পুরোডাশ গ্লানি শূন্য হউক এবং যজমানের প্রজা সন্ততিও গ্লানি-শূন্য হউক। ২

তৃতীয়াদি মন্ত্রত্রয়ে পাত্রী-ধৌত পুরোডাশাংশ মিশ্রিত জল দেবত্রয়কে† প্রদান করিবে—

'হে পাত্রী-ধৌত, পুরোডাশাংশ বিমিশ্র জল! ত্রিত নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমায় প্রদান করিতেছি। ৩

'হে পাত্রী-ধৌত, পুরোডাশাংশ বিমিশ্র জল! দ্বিত নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমায় প্রদান করিতেছি। ৪

'হে পাত্রী-ধৌত, পুরোডাশাংশ বিমিশ্র-জল! একত নামক দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমায় প্রদান করিতেছি। ৫

---

২৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে বামহস্তে স তৃণ স্ফ্য* গ্রহণ করিবে—

'হে স্ফ্য! সবিতৃ দেবতার প্রেরণাবশে, অশ্বি দেবদ্বয়ের বাহুযুগল এবং পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ, যজ্ঞ কার্য্যে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

---

* — ঐ পিষ্ট প্রথমে ঘৃতে ভাজিয়া পরে তাহাতে জল প্রদান করিবে অন্যথা পুড়িয়া যাইতে পারে অর্থাৎ তলায় চুঁইয়া যাইতে পারে।

† — এস্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে, যথা— অগ্নি, কোন সময়ে, কোন কারণে, ভীত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করেন, দেবগণ তাহা অবগত হইয়া তথা হইতে পুনরানয়ন করেন, সেই জলবাস সময়ে অগ্নিবীর্য্য-সম্ভূত একত, দ্বিত ও ত্রিত নামক দেবতাত্রয় আবির্ভূত হন, তাঁহারা যজ্ঞে নূতন ভাগ পাওয়া দুষ্কর বিবেচনায় অবশেষে পাত্রী-প্রক্ষালণ মাত্র ভাগ লাভে পরিতোষ স্বীকার করেন।

* — স্ফ্য=খোন্তা, যাহার দ্বারা মৃত্তিকা খনন করা যায়।

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ স্ফ্য বাম হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে—

'স্ফ্য! তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ সুতরাং বহু-দীপ্তি ও বহু-নাশক এবং তুমি যেরূপ উগ্রতেজা তাহাতে তোমাকে বায়ু স্বরূপও বলাযায়, আপাতত এই যজ্ঞে যাহা কিছু আঘাত করিতে তোমায় প্রয়োগ করি তাহা সুসম্পন্ন কর। ২

---

২৫ কণ্ডিকা।

যে স্থানে যূপস্তম্ভ প্রোথিত কবিতে হইবে, সেই স্থানেব তৃণাদি বিদূরিত করিয়া, এই প্রথম মন্ত্রে খনন করিবে—

'হে দেব যজনি, পৃথিবি! তোমার প্রিয় সন্ততি ওষধিমূল তৃণাদিতে আঘাত কবিতেছি না। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পুরীষের প্রতি*—

'হে পুরীষ! তোমরা গোষ্ঠে গমন কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বেদী দর্শন করিবে—

'হে বেদি! সূর্য্য দেবতা তোমার প্রতি বর্ষণ করুন। ৩

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত উৎখাত** মৃত্তিকা উৎকরে (খামারে) ফেলিয়া দিবে—

'হে সবিতৃ দেব! যে কেহ আমাদিগকে দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহার দ্বেষ করি—এই উভয়বিধ শত্রুকেই পৃথিবীর শেষ সীমায় শতং পাশে বন্ধন কর—কোন কালেই তাহাদিগকে মুক্ত করিও না অর্থাৎ যজ্ঞে বিঘ্নকাবী দস্যুদল যেন এস্থানে উপস্থিত হইতে না পারে। ৪

---

২৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পুনঃ খনন করিবে-

'পৃথিবীস্থ এই বেদীর, অভ্যন্তরস্থ যূপস্তম্ভ প্রোথনের বাধা অবরু দূর† কবিতেছি। ১

দ্বিতীয়াদি মন্ত্রত্রয় পূর্ব্ববৎ‡। ২, ৩, ৪

'হে অররো! তুমি শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন করিতে পারিবা না। ৫

'হে বেদি! তুমি পৃথিবী স্বরূপা তোমার উপজীব্য রস দ্যুলোক গমন করিতে সমর্থ নহে। ৬

সপ্তমাদি মন্ত্রত্রয় পূর্ব্ববৎ¶। ৭, ৮, ৯

---

* - মৃত্তিকাতে সবলে খোন্তা আঘাত করিবার সময়ে চতুর্দ্দিকে যে মৃৎপিণ্ড সকল উড়িতে থাকে; তাহাকেই পুরীষ বলাযায়।

** - গর্ত্তের মধ্য হইতে যে মৃত্তিকাদি বহিষ্কৃত হয়, তাহাকেই উৎখাত বলা যায়।

† - গর্ত্ত খনন করিতে করিতে যে সকল ইঁটপাটকেল বাহির হয়, তাহাদিগকেই অরব বলা যায়।

‡, ¶ পঞ্চ বিংশতি কণ্ডিকার দ্বিতীয়াদি মন্ত্রত্রয় দেখ। এস্থলে অররুর প্রতি ও তৎপরে রসের প্রতি এই মাত্র বিশেষ!

২৭ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে সেই গর্ত্তের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্ফ্য দ্বারা পূর্ব্ব পরিগ্রহ* করিবে—

'বেদি! এই দিকে গায়ত্রীচ্ছন্দ তোমাকে রক্ষা করুন।১

'বেদি! এই দিকে ত্রিষ্টুপছন্দ তোমাকে রক্ষা করুন।২

'বেদি! এই দিকে তোমাকে জগতী চ্ছন্দ রক্ষা করুন।৩

চতুর্থ প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে সেই গর্ত্তের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্ফ্য দ্বারা উত্তর পরিগ্রহ† করিবে—

'বেদি! তোমাতে আর প্রস্তরখণ্ডাদি নাই সুতরাং এক্ষণে তোমাকে পৃথিবীর সুন্দরভাগ বলিতে পারি এবং অররু প্রভৃতি অসুরের উপদ্রব-শূন্য হইয়াছ সুতরাং শান্তিস্থানও হইয়াছ।৪

'বেদি! এক্ষণে তুমি সুখাধার হইয়াছ, দেবগণ সুখে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।৫

'বেদি! এক্ষণে তোমার উপরি হবনীয় অন্ন ও রস রাখিতে পারা যায়।৬

---

২৮ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে বেদি সম্মার্জন করিবে—

'হে বেদি! পূর্ব্বকালে দেবগণ পৃথিবীর যে সার ভাগ, বিবিধ যোদ্ধৃ-কোলাহলের মধ্য হইতেই আত্মসাৎ করত বেদের সহিত চন্দ্রলোকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সারভাগই তুমি, এই বিবেচনায় আমরা যাগ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি*।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে আগ্নীধ্রকে† আদেশ করিবে—

'আগ্নীধ্র! বেদী সম্মার্জিত হইয়াছে অতঃপর ইহার উপরি প্রোক্ষণী আনয়ন কর।২

তৃতীয় মন্ত্রে স্ফ্য ত্যাগ করিবে—

'আমাদিগের শত্রু নাশ কর।৩

---

*, †—লক্ষ্মণ, সীতাকে গণ্ডির মধ্যে রাখিয়া রামের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন ইহা সুপ্রসিদ্ধ। ঐ রূপ গণ্ডিদান অথবা রেখাকরণকে পরিগ্রহ বলা যায়। বেদীতে গর্ত্ত খনন করিবার পূর্ব্বে যে রেখাকরণ তাহাকে পূর্ব্ব পরিগ্রহ এবং তৎপরে যে রেখাকরণ তাহাকেই উত্তর পরিগ্রহ বলা যায়।

*—পূর্ব্বকালে দেবাসুরে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবগণ চক্রান্ত করিয়া পৃথিবীর সারভাগ উদ্ধৃত করত বেদত্রয়ের সহিত চন্দ্রলোকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই অভিপ্রায়ে—যে যদি এই মহাযুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয় তবে পৃথিবীর এই সারাংশ আশ্রয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান বলে পুনশ্চ অসুর নাশ করিতে পারিব।

†—আগ্নীধ্র=অগ্নিতে নিরন্তর সমিৎ প্রক্ষেপকারী হোতৃবিশেষ।

২৯ কণ্ডিকা।

প্রথম অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রে স্রুব উষ্ণ করিবে—

'এই তাপে প্রত্যেক বাধা নিঃশেষে দগ্ধ হইল, শত্রুগণও প্রত্যেকে দগ্ধ হইল। ১

'এই তাপে ইহাতে আশ্রিত বাধাসকল নিঃশেষে দগ্ধ হইল, শত্রুগণও নিঃশেষে দগ্ধ হইল। ২

তৃতীয় মন্ত্রে স্রুব সম্মার্জ্জন কবিবে—

'হে স্রুব। তুমি তীক্ষ্ণধাব না হইযাও শত্রুক্ষযকাবী, দেশ বহুন্ন হউক এই কামনাতেই তোমাকে অন্নবান্ কবিতে উদ্যত হইযাছি, প্রক্ষালন করি। ৩

চতুর্থ অথবা পঞ্চম মন্ত্রে স্রুক্‌ত্রয উষ্ণ করিবে—

'এই তাপে প্রত্যেক বাধা দগ্ধ হইল, শত্রুগণও প্রত্যেকে দগ্ধ হইল। ৪

'এই তাপে ইহাতে আশ্রিত বাধা সকল নিঃশেষে দগ্ধ হইল, শত্রুগণও নিঃশেষে দগ্ধ হইল। ৫

'হে স্রুক্‌ত্রয়! তোমরা তীক্ষ্ণধার না হইয়াও শত্রু নাশে সমর্থ, দেশ বহুন্ন হউক এই কামনায তোমাদিগকে অন্নবান্ কবিতে উদ্যত হইযাছি, প্রক্ষালন করি। ৬

৩০ কণ্ডিকা।

গার্হপত্যাগ্নির দক্ষিণে উপবিষ্ট যজমান-পত্নীকে মুঞ্জনির্ম্মিত যোক্ত্র* দ্বারা প্রথম মন্ত্রে সন্নহন† করিবে—

'হে যোক্ত্র। তুমি এই পৃথিবীর রশনা হইতেছ। ১

দ্বিতীয মন্ত্রে উহা উদ্গ্রহন‡ করিবে—

'হে যোক্ত্র! তুমি এই সর্ব্বব্যাপী যজ্ঞে ব্যাপক হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নিতাপে আজ্য দ্রব কবিবে—

'উৎকৃষ্ট বস লাভেব জন্য তোমায বিলাপিত কবিতেছি। ৩

অধোমুখী যজমান-পত্নী চতুর্থ মন্ত্রে ঐ ঘৃত দর্শন কবিবে—

'হে আজ্য। প্রীতি দৃষ্টিতে তোমাকে দর্শন কবিতেছি, আজ্য! তুমি অগ্নিব জিহ্বা স্বরূপ হইতেছ, তুমি প্রতিগৃহে—প্রতি যজ্ঞে দেবগণেব (সুন্দররূপে) আ-হ্বানকারী¶ হইতেছ। ৪

---

* — এক প্রকাব ফাঁশ।

† — বন্ধন। ‡ — মোচন।

¶ — যে হেতু তোমার প্রীতিবশেই দেবগণ যজ্ঞ স্থানে আগমন করিয়া থাকেন।

৩১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে আজ্যোৎপবন করিবে—

'হে আজ্য। সবিতৃদেবতার প্রেরণা বশে, ছিদ্রশূন্য বায়ু ও সূর্য্যদেবের অনন্তরশ্মি—এই উভয় পবিত্র বস্তুর দ্বারা তোমাকে পবিত্র করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রোক্ষণী উৎপবন করিবে—

'হে প্রোক্ষণী। সবিতৃদেবতার প্রেরণা বশে, ছিদ্রশূন্য বায়ু ও সূর্য্যদেবের অনন্তরশ্মি—এই উভয় পবিত্র বস্তুর দ্বারা তোমাকে পবিত্র করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আজ্যাবেক্ষণ করিবে—

'হে আজ্য। তুমি তেজ স্বরূপ, তুমি শুক্রূপ, তুমি অমৃতস্বরূপ; আমি তোমাকে প্রীতি দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে এক বার, স্রুব দ্বারা ও বারচতুষ্টয় জুহূদ্বারা আজ্য গ্রহণ করিবে—

'হে আজ্য। তুমি দেবগণের আনন্দধাম হইতেছ, তুমি দেবগণের নিকটে গৃহীত নাম হইতেছ, তুমি দেবগণের অতি প্রিয় হইতেছ, তুমিই দেবগণের সম্মাননীয় হইতেছ, তুমি যাগের প্রধান উপকরণ হইতেছ। ৪

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ব স্থাপিত প্রোক্ষণী* লইয়া প্রথম মন্ত্রে হোমীয় কাষ্ঠের আঁটিগুলি খুলিয়া প্রোক্ষণ করিবে—

'হে প্রিয়, কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠসজ্ঞ। তোমরা অতি কঠিন বৃক্ষে সমুৎপন্ন, তোমাকে অগ্নিতে প্রদান করিবার জন্য প্রীতি পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে বেদী প্রোক্ষণ করিবে—

'হে প্রিয় বেদি। তোমার উপরি কুশা আস্তরণ করিব, প্রথমত তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে কুশার আঁটিগুলি প্রোক্ষণ করিবে—

'হে প্রিয় কুশাসজ্ঞ। তোমাদিগকে স্রুক্ত্রয়েরণ† সাহিত্য অবলম্বন করিতে হইবে অতএব প্রীতি পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিতেছি। ৩

* —প্রঃঅঃ৬কঃপ্রঃমঃ দেখ। ৪পৃঃ ২স্তঃ।

† —স্রুক্ তিন প্রকার, যথা—জুহূ, উপভৃৎ ও ধ্রুবা।

২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে অবশিষ্ট প্রোক্ষণী বেদীর মূলে প্রক্ষেপ করিবে—

'হে অবশিষ্ট প্রোক্ষণি! এই বেদীর মূলদেশ, সিক্ত কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে কুশার আঁটিগুলি বন্ধনশূন্য করিবে—

হে কুশাসজ্ঘ! তোমরা যজ্ঞের শিখা স্বরূপ হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে কতকগুলি কুশা ঐ বেদির উপরি আস্তরণ করিবে—

'হে বেদি! দেবতারা এই স্থানে আসীন হইবেন, তাঁহাদের উপবেশনার্থ ঊর্ণাসন (কম্বল, গালিচা প্রভৃতি) সদৃশ এই কুশাসন বিস্তৃত হইতেছে। ৩

আজ্য গ্রহণ কালে পরিধির বহিঃ পতিত 'আজ্য' চতুর্থ প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে অগ্নির পারিষৎ দেবতাত্রয়কে* প্রদান করিবে—

'ভুবপতি দেবতার উদ্দেশে ইহা পরিত্যক্ত হইল। ৪

'ভুবনপতি দেবতার উদ্দেশে ইহা পরিত্যক্ত হইল। ৫

'ভূতপতি দেবতার উদ্দেশে ইহা পরিত্যক্ত হইল। ৬

---

৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে বেদীর উপরি পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে ক্রমে পরিধিত্রয়* প্রদান করিবে—

'হে পরিধে! এই বেদীস্থ অগ্নিতে হোমকালে সমস্ত বিঘ্ন নিবারণের জন্য তোমাকে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব রক্ষা করুন, অপিচ তুমি কেবল অগ্নিরই পরিধি নহ প্রত্যুত যজমানেরও পরিধি এবং তুমিই ক্ষণৈক মধ্যে অগ্নিময় হইবা অতএব তুমি স্বয়ং অগ্নি, হে স্তুত্য তোমায় স্তব কবি। ১

'হে দক্ষিণদিক্‌স্থ পরিধে! এই বেদিস্থ অগ্নিতে হোমকালের সমস্ত বিঘ্নাশঙ্কা দূরীভূত করিবার জন্য তুমি ইন্দ্রের বাহু

* —এই দেবত্রয় অগ্নির ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এস্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে, যথা—কোন সময়ে অগ্নির ভ্রাতৃগণ যজ্ঞ ভাগের জন্য বিবাদ করিয়া অবশেষে বষট্‌কারের ভয়ে ভীত হইয়া ভূ-গর্ভে পলায়ন করেন, সেই দুঃখে অগ্নিও পলায়ন পরায়ণ হন, পরে দেবগণ অভয় দান করিলে পুনরাগমন করেন এবং তৎকালেই দেবগণ কর্ত্তৃক ঐ ভ্রাতৃগণের জন্য যজ্ঞভাগ এই রূপ নিরূপিত হয় যে, বেদীস্থ পরিধির বহিঃ যাহা কিছু হবি পতিত হইবে তাহাতে ঐ ভ্রাতৃত্রয়েরই অধিকার হইবে।

* —শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রুত আছে যে, এ পরিধিত্রয় দিক্‌ত্রয়ের পরিরক্ষক, পূর্ব্বদিকে স্বয় সূর্য্যই রক্ষক ১, ৩, ৪, ৮।

স্বরূপ হইতেছ। তুমি কেবল এই অগ্নিরই পরিধি নহ ইত্যাদি। ২

'হে উত্তরদিকৃস্থ পরিধে! এই বেদিস্থ অগ্নিতে হোমকালের সমস্ত বিঘ্নাশঙ্কা দূর-করিবার জন্য মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে তোমাকে রক্ষা করুন তুমি কেবল এই অগ্নিরই পরিধি নহ ইত্যাদি। ৩

---

৪ কণ্ডিকা।

এক মন্ত্রাত্মক এই রুণ্ডিকাদ্বারা প্রথম পরিধির উপরি প্রজ্বলিত সমিধ্ স্থাপন করিবে—

'এই অধ্বরে বর্দ্ধনশীল, দ্যুমান্, বীতি-হোত্র, কবি, অগ্নে! তোমাকে সম্যগ্ দীপ্ত করিতেছি। ১

---

৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে দ্বিতীয় পরিধিতে সমিধ্ রক্ষা করিবে পরং ঐ পরিধি স্পর্শ করিবে না—

'তুমি অগ্নির সম্যগ্ দীপয়িতা হইতেছ।১

আহবনীয় নিরীক্ষণ করত দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

'হে আহবনীয়! যে কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হউক, সূর্য্য দেবতা তোমাকে রক্ষা করিবেন। ২

তৃতীয় মন্ত্রে দুইটি কুশা তির্য্যগ্‌ভাবে স্থাপিত করিবে—

'হে তৃণদ্বয়! তোমরা সাবিতৃ দেবতার বাহু স্বরূপ হইতেছ। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ কুশাদ্বয়ের উপরি প্রস্তর* স্থাপন করিবে—

'হে প্রস্তর! দেবগণের উপবেশনার্থ উর্ণাসন স্বরূপ তোমাকে আস্তরণ (পাতন) কবিতেছি। ৪

ঐ আস্তৃত প্রস্তরে পাণি স্পর্শ পূর্ব্বক পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবে—

'বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ† তোমার উপরি আসীন হউন। ৫

---

৬ কণ্ডিকা।

বাম হস্ত যুক্ত দক্ষিণ হস্তে প্রস্তরের উপরি জুহূ‡ স্থাপিত করিবে—

---

*—প্রস্তর=দর্ভমুষ্টি অর্থাৎ এক মুষ্ট কুশা।

†—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং=এই সবনত্রয়ে, এই দেবত্রয় যথাক্রমে আরাধ্য হইয়া থাকেন।

‡—জুহূ=স্রুক্‌বিশেষ। পলাশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, বাহুপ্রমাণ, যজ্ঞপাত্র; হোম করিবার হাতা বলিলেও হয়।

'তুমি জুহূ নামে প্রসিদ্ধ সুতরাং সর্ব্বদাই ঘৃতে সিঞ্চিত, সম্প্রতিও দেবগণের প্রিয়তম পদার্থ এই আজ্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই প্রিয় আসনে=প্রস্তরে আসীন হও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উপভৃৎ* স্থাপন করিবে—

'তুমি উপভৃৎ নামে প্রসিদ্ধ সুতরাং সর্ব্বদাই ঘৃতে সিঞ্চিত, সম্প্রতিও দেবগণের প্রিয়তম এই আজ্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই প্রিয় আসনে= প্রস্তরে আসীন হও। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ধ্রুবা† স্থাপন করিবে—

'তুমি ধ্রুবা নামে প্রসিদ্ধ সুতরাং সর্ব্বদাই ঘৃতে সিঞ্চিত, সম্প্রতিও দেবগণের প্রিয়তম এই আজ্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই প্রিয় আসনে=প্রস্তরে আসীন হও। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে আগ্নেয় পুরোডাশ বেদীর উপরি গ্রহণ করিবে—

'হে আগ্নেয় পুরোডাশ! দেবগণের প্রীতি-স্থান আজ্যের সহিত এই প্রিয় আসনে আসীন হও। ৪

অবশিষ্ট পুরোডাশ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবে—

'হে বিষ্ণো! এই সত্যময় যজ্ঞে যে সমস্ত পুরোডাশ আছে, তৎসমস্ত যথা স্থানেই রক্ষা কর; কেবল পুরোডাশ কেন? সমুদায় যজ্ঞই রক্ষা কর, যজ্ঞকর্ত্তাকেও রক্ষা কর। ৫

ষষ্ঠমন্ত্রে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিবে—

'আমি যজ্ঞের শরীর নির্ম্মাতা, প্রথম প্রবর্ত্তক আমাকেও রক্ষা কর। ৬

---

৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে রজ্জুবদ্ধ এক আঁটি সমিধ লইয়া তদ্দ্বারা প্রত্যেক পবিধিতে প্রদক্ষিণক্রমে বারত্রয় অগ্নি সম্মার্জ্জন করিবে—

হে বাজজিৎ অগ্নে! তোমাতে অনেকানেক বাজ উপস্থিত হইবে, তোমাকে বাজজিৎ জানিয়া সম্মার্জ্জন করি। ১

প্রাঙ্ মুখ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে দেবগণকে নমস্কার করিবে—

যে দেবগণ এই অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ করিতেছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার করি—

দক্ষিণামুখ, উত্তানাঞ্জলি হইয়া তৃতীয় মন্ত্রে পিতৃগণকে নমস্কার করিবে—

'যে পিতৃগণ এই অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ

---

*–উপভৃত=স্রুখিশেষ। জুহূর সমীপে থাকিয়া আজ্য ধারণ করে,–এই জন্যই ইহাকে উপভৃৎ বলা যায়।

†–ধ্রুবা=স্রুখিশেষ। বিকঙ্কত (বেঁইচী) বৃক্ষের কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাহুপ্রমাণ বটপত্রাকৃতি যজ্ঞীয় পাত্রকে ধ্রুবা বলা যায়। ইহাতেই হোমীয় আজ্য থাকে।

করিতেছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে জুহূও উপভৃৎ গ্রহণ করিবে—

'হে জুহু! হে উপভৃৎ! মৎসম্পাদ্য এই যজ্ঞে তোমরা নিযত হও অর্থাৎ সতর্ক হও। ৪

---

৮ কণ্ডিকা।

'হে জুহূ ও উপভৃৎ! অদ্য দেবগণের সেবার জন্য আজ্যপূর্ণ তোমাদিগকে ধারণ করিতেছি, যেন ভূ পতিত না হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বেদীর উপরি আরোহণ করিবে—

'হে যজ্ঞব্যাপক,বেদি! আমি পাদদ্বারা তোমায় আক্রমণ করিলাম। ২

তৃতীয় মন্ত্রে প্রজ্বলিত অগ্নির ছায়াভাগে আসীন হইবে—

'হে অগ্নে! তোমার ছায়াগত ভূভাগে উপবিষ্ট হইতেছি। হে বেদি! বসুমতি! তুমি যজ্ঞমণ্ডপের মধ্যে প্রধান স্থান। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে হবন করিবে—

'ইন্দ্র এই যজ্ঞের প্রভাবেই প্রভাবশালী হইয়াছেন এই জন্যই ইহার এত উচ্চ মহিমা। ৪

---

৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি স্বীয় আহ্বাতৃকার্য্য* অবশ্য অবগত হও—স্বীয় দৌত্য-কার্য্যও† অবশ্য অবগত হও। দ্যাবা-পৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুন এবং তুমিও দ্যাবাপৃথিবীকে রক্ষা কর। ১

'আজ্য মিশ্রিত এই হবি, দেবগণের তুষ্টি সাধনার্থই প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহারা এতৎ-প্রাপ্তে তুষ্ট হইয়া আমাদের ইষ্ট সিদ্ধ করুন—এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ২

তৃতীয় মন্ত্রে জুহূদ্বারা ধ্রুবাকে অঞ্জিত করিবে—

'এই ধ্রুবাতে স্থিত আজ্যের জ্যোতিতে জুহূস্থ আজ্য, জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হউক। ৩

---

১০ কণ্ডিকা।

প্রধান যাগের পরে পুরোডাশ শেষ ভোজন,করিবার সময়ে হোতা যজমানকে আশীর্ব্বাদ করিলে যজমান বলিবে—

'ইন্দ্র দেবতা এই ভুজ্যমান মদীয় ইন্দ্রিয় সকল সবল করুন, মঘবান্ আমাকে মঘবান্‡ করুন,আমাদিগের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হউক, আমার প্রার্থিত এই

---

*—'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং হোতারং ইত্যাদি [ঋ০ ১ ১,১,১।

†—'অগ্নিং দূতং ইত্যাদি সা০ ১,১ ১,৩।

‡—মঘ শব্দে ঐশ্বর্য্য।

আশীর্ব্বাদ প্রকৃতরূপে কার্য্যতঃ পরিণত হউক। ১

অগ্নীধ্র দ্বিতীয় মন্ত্রে হুতশেষ পুরোডাশ ভক্ষণ করিবে—

'এই আরাধিতা পৃথিবী, আমাদের মাতা; মাতা পৃথিবী আমাকে শেষ ভক্ষণে অনুমতি প্রদান করুন, মাতঃ! অগ্নিতে অনুক্ষণ সমিৎ প্রদান করিতেং জাঠরাগ্নি অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াছে (মুখে প্রক্ষেপ) এই সুন্দর আহুত হইল। ২

—:়:—

১১ কণ্ডিকা।

পুনশ্চ ঐরূপ—

'এই আবাধিত সবিতা আমাদের পিতা; পিতা সবিতা, আমাকে শেষ ভক্ষণ অনুমতি প্রদান করুন, পিত:! অগ্নিতে অনুক্ষণ সমিৎ প্রদান করিতেং জাঠরাগ্নি অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াছে (মুখে প্রক্ষেপ) এই সুন্দর আহুত হইল। ১

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রাশিত্র গ্রহণ—

'হে প্রাশিত্র! সবিতৃ দেবতার প্রেবণে অশ্বী দেবদ্বয়ের বাহুদ্বয় এবং পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

দন্তে স্পৃষ্ট না হয় এইরূপে প্রাশিত্র ভক্ষণ করিবে—

'হে প্রাশিত্র! তোমাকে অগ্নির আস্যে ভক্ষণ করিতেছি। ৩

—:়:—

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে এবং ইহাব পর মন্ত্রে ব্রহ্মা, সবিতৃ দেবের আরাধনা পূর্ব্বক, যজমানবে সমিদাধান কবিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করিবে—

'হে সবিতৃদেব! সর্ব্ব প্রথমে এই যজ্ঞের যথাকর্ত্তব্য উপদেশ বৃহস্পতি প্রাপ্ত হন, যে হেতু তিনি তোমার যজ্ঞীয় ব্রহ্মা,এতাবতা এই যজ্ঞ তোমাবই শিক্ষা নুসারে হইতেছে অতএব এই যজ্ঞ রক্ষা কব, ইহাব অধিপতি যজমানকে রক্ষা কব এবং ইহার ব্রহ্মা আমি, আমাকেও রক্ষা কর। ১

—০—

১৩ কণ্ডিকা।

'সবিতৃদেবতার সর্ব্বব্যাপী চিত্ত আমাদের যজ্ঞীয় আজ্যে আকৃষ্ট হউক। দেবগণের যজ্ঞীয় ব্রহ্মা বৃহস্পতি, এই যজ্ঞ সুবিস্তৃত করুন, তিনি এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্ন সমাপ্ত করুন। সমস্ত দেবতারাই এই যজ্ঞে তৃপ্তি লাভ করুন। (যজমানের প্রতি) আমার প্রার্থনাগুলি তিনি স্বীকার করত তোমাকে সমিদাধানের অনুমতি

প্রদান করুন—যাও, সমিধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ১

—:০:—

১৪ কণ্ডিকা।

হোতা, প্রথম মন্ত্রে অগ্নিতে এক আঁটি সমিধ প্রদান করিবে—

হে অগ্নে। এই তোমার সমিধ, ইহাব দ্বাবা তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, এবং পরিতৃপ্ত হও, আমরাও এই কার্য্যের ফলে যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই এবং পরিতৃপ্তও হই। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠে অগ্নি সম্মার্জ্জন করিবে—

'হে বাজজিৎ অগ্নে। তোমাতে অনেকানেক বাজ* উপস্থিত হইযাছিল, তোমাকে বাজজিৎ জানিয়া সম্মার্জ্জন করি।২

—০—

১৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রদ্বযে জুহ এবং উপভৃৎ ব্যূহন† কবিবে—

আমি ভরসা করি—অগ্নিষোম দেবযুগলের তৃপ্তি সাধনে জয়ী হইব! কারণ পুরোডাশাদি আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে আমিও সেই উৎসাহে জুহূ ও উপভৃৎ নামক স্রুগ্দ্বয়কে উৎসাহিত করিতেছি। ১

যে আমাদিগের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাহার বিদ্বেষ করি, অগ্নিষোম দেবতারা তাহাকে নিরাকৃত করুন পুবোডাশাদি হবির নির্ব্বিঘ্ন স্বীকার প্রসাদে আমবা এই স্রুগ্দ্বয়কে অপোহন* করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রটি প্রথমেব ন্যায় এবং চতুর্থটি দ্বিতীয়েব ন্যায়, সর্ব্বপ্রকারেই এক রূপ, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয়ে অগ্নীষোম দেবতা এবং এই মন্ত্রদ্বয়ে ইন্দ্রাগ্নী দেবতা এইমাত্র দেবতার নামে বিভেদ বিবেচনীয়। ৩, ৪

—০—

১৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে মধ্যম পরিধি জুহূদ্বারা ঘৃতসিক্ত করিবে—

'হে মধ্যম পরিধে! রুদ্রগণের প্রীতির জন্য তোমায় ঘৃতাক্ত করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ পরিধি—

*—বাজ শব্দে অন্ন, এস্থলে পুরোডাশ রূপ অন্ন।

†—এস্থলে ব্যূহন শব্দে স্থানভ্রষ্ট করত অন্যোন্য বিপরীত দিকে রক্ষণ, ইহাই ঐ স্রুক্দ্বয়ের উৎসাহীকরণ। অতএব এই সময়ে পশ্চিমদিক্ স্থিত জুহূ পূর্ব্বদিকে আনিবে এবং পূর্ব্বদিক্ স্থিত উপভৃৎ পশ্চিমদিকে আনিবে।

*—অপোহন=নিরাকরণ=ত্যাগ।

'হে দক্ষিণ পরিধে। রুদ্রগণের প্রীতির জন্য তোমায় ঘৃতাক্ত করিতেছি।

তৃতীয় মন্ত্রে উত্তর পরিধি—

'হে উত্তর পরিধে! আদিত্যগণের প্রীতির জন্য তোমায় ঘৃতাক্ত করিতেছি।৩

চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তর গ্রহণ—

'প্রস্তর! দ্যাবা পৃথিবী তোমাকে অবগত হউন। মিত্রাবরুণ বৃষ্টিবদ্বারা তোমাকে রক্ষা করুন। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ঐ প্রস্তরের অগ্রভাগ জুহূতে, অধোভাগ উপভৃৎ নামক স্রুচে ও মূলভাগ ধ্রুবার মধ্যে ঘৃতাক্ত করিবে—

এই ঘৃতাক্ত প্রস্তর আস্বাদন করত অন্তরীক্ষচারী দেবগণ যথাতথা বিচরণ করুন। ৫

ঐ প্রস্তর হইতে একটি কুশা পৃথক্ করিয়া নিম্ন হস্ত করত ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে—

'হে প্রস্তর! তুমি বায়ুলোকে—অন্তরীক্ষে বায়ুর বিচিত্রগতি অবলম্বন কর এবং পৃথিবীর মঙ্গলকামনায় দ্যুলোকেও গমন কর, তথা হইতে এই লোকে বৃষ্টি প্রেরণ কর। হে অগ্নে! তুমি তেজোরূপ সুতরাং চক্ষুর পালয়িতা, আমার চক্ষু রক্ষা কর। ৬

১৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে মধ্যম পরিধি অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে—

'হে আহবনীয় অগ্নে! অসুর-কৃত উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পশ্চিমদিগ্ বিভাগে যে পরিধি স্থাপিত হইয়াছিল, তোমার প্রিয় সেই এই পরিধি, তোমাতে সমর্পণ করিতেছি, ইহা যেন তোমা হইতে বিচ্যুত না হয়। ১

অপর পরিধিদ্বয় এক কালেই দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে—

'হে পরিধিদ্বয়! তোমরাও অগ্নির ভক্ষণীয় হও।২

১৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঘৃতাক্ত প্রস্তরগুলি অগ্নিতে হবন করিবে—

এই পরিধির উপরি রক্ষিত প্রস্তরে আসীন, দ্রবীভূত ঘৃত ভোজনে স্ফীত, সংস্রবভাগী*, হে সমস্ত দেবগণ! আমাদের এই বাক্যগুলি সাদরে গ্রহণ কর, অদ্য এই যজ্ঞে তোমরা পরিতৃপ্ত হও—এই আহুতি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক, ইহা অবশ্যই সুন্দররূপে গৃহীত হইবে। ১

*—দ্রবীকৃত ঘৃতকে সংস্রব বলা যায়।

১৯ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে জুহূ ও উপভৃৎ শকটধুরে নিক্ষেপ করিবে—

হে স্রুগ্‌দ্বয়! তোমরা ঘৃতাক্ত হইয়াছ, শকট ধুরদ্বয় ঘৃতাক্ত কর। তোমরা নির্ব্বিবাদ সুখময়, আমাদিগকেও নির্ব্বিবাদ সুখী কর। ১

'যজ্ঞ! তোমাকে নমস্কার, তোমার বৃদ্ধি হউক, এই অনুষ্ঠানের ন্যূনাতিরিক্ত দোষ উপশম কর, আমার এই অনুষ্ঠান, সুন্দর অনুষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন হউক। ২

---

২০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ধ্রুবা স্রুক্ গার্হপত্য অগ্নিতে হবন করিবে—

'যজমানের মঙ্গলকারী, বহুভোজী, হে গার্হপত্য অগ্নে! তুমি আমাদিগকে বজ্রপাৎ হইতে রক্ষা কর! আমাদিগকে বন্ধন হইতে রক্ষা কর! আমাদিগকে দুর্ভোজন হইতে রক্ষা কর! আমাদিগের ভক্ষণীয় অন্ন জল নির্ব্বিষ কর! আমাদিগকে সুখশয্যায় শয়ান কর!—এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হইবে। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে* স্রুবা হবন করিবে—

'সংবেশপতি* অগ্নির উদ্দেশে ইহা সুন্দর আহুত হইতেছে—(এই আহুতির ফলে আমরা সংবেশ সুখলাভ করিব।

'প্রখ্যাত যশঃ-সহোদরা সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে এই সুন্দর আহুতির ফলে আমরা যশস্বী হইব। ৩

---

২১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে যজমান-পত্নী বেদ† ত্যাগ করিবে—

'যেহেতু তোমার নাম বেদ অতএব‡ হে দেব! তুমি এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত সমস্তই বিদিত আছ,—দেবগণকে তৎসমস্তই বিদিত কর এবং আমাকেও মঙ্গল সংবাদের বেদয়িত্রী কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে যজ্ঞে আগত দেবগণকে বিসর্জ্জন করিবে—

---

*—প্রাচীনবর্হি নামক প্রধান বেদীর দক্ষিণদিক্ স্থিত অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি কুণ্ডস্থ অগ্নিকে দক্ষিণাগ্নি বলা যায়, ঐ কুণ্ডপ্রান্তই ব্রহ্মানামক সর্ব্বপরিদর্শক ঋত্বিকের প্রধান স্থান।

*—স্ত্রী পুরুষের সাভিলাষে একত্র শয়নকে সংবেশ বলা যায়।

†—কুশমুষ্টি নির্ম্মিত পদার্থ বিশেষকে বেদ বলা যায়, ইহা বেদী প্রস্তুত করিবার প্রথমেই প্রস্তুত করিতে হয়।

‡—বেদ শব্দ, বিদধাতু হইতে নিষ্পন্ন সুতরাং উহার প্রকৃত অর্থই বিদিত হওয়া।

'দেবগণ এই যজ্ঞানুষ্ঠান সমস্তই অবগত হইলেন অতঃপর স্বীয় স্বীয় গন্তব্য মার্গ অবলম্বন করুন। হে মনের অধিপতি দেব। তুমি এই যজ্ঞ বৃত্তান্ত এরূপে ঘোষিত কর, যেন বোধ হয়—সর্ব্বত্রগ বায়ু দেবতাই ইহা বহন করিতেছেন। ২

২২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে বর্হিঃ ত্যাগ করিবে—

এই যজ্ঞে সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ ও বিশ্বেদেবা নামক দেবদলের সহিত ইন্দ্র—এই কুশাসবল,সংস্কৃত ঘৃতে সিক্ত করুন,ইহারা দ্যুমণি*আদিত্যজ্যোতি প্রাপ্ত হউক। সর্ব্ব দেবোদ্দেশে আহুত এই কুশা সকল সুন্দব আহুত বলিয়া গৃহীত হউক। ১

২৩ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ব স্থাপিত† পাত্র প্রথম মন্ত্রে বিসর্জ্জন কবিবে—

'হে পাত্র। কে তোমাকে এই যজ্ঞ কার্য্য হইতে অবসর দিতেছে? সেই সর্ব্বনিয়ন্তা প্রজাপতি দেবতা তোমাকে অবস্থিত করিতেছেন। কিজন্য তুমি এই রূপে অবস্থিত হইতেছ? সেই প্রজাপতি দেবতার সন্তোষার্থই এই রূপে অবস্থিত হইতেছ। যজমানের পুত্রপৌত্রাদি পোষণ কর।

দ্বিতীয় মন্ত্রে পুবোডাশ-কপালের সহিত তণ্ডুল কণাগুলি কৃষ্ণাজিনের অধোভাগে নিক্ষেপ করিবে—

'হে কণাসমূহ! তোমরা রাক্ষসের ভাগ অতএব যথেচ্ছ গমন কর। ২

২৪ কণ্ডিকা।

যজমান, অঞ্জলিপুটে পূর্ণপাত্র গ্রহণ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

আমি অদ্য প্রচুর অন্নের সহিত সঙ্গত হইতেছি, প্রচুর পাণীয়েব সহিত সঙ্গত হইতেছি; স্বীয় শরীবেব সৌন্দর্য্য, বল, তেজ প্রভৃতির উন্নতি লাভ করিতেছি, অ[illegible] আমার মনে সুন্দর শান্তি স্থাপিত হইল, বিখ্যাত বদান্য ত্বষ্টৃদেবতা আমাকে প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন পরং আমার শরীরে যে সকল দোষ আছে তাহা সংশোধন করুন। ১

২৫ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে বিষ্ণুক্রম* ক্রমণ করিবে—

* —দ্যুলোকের মণি সূর্য্য।

†—প্র০ অ০ ৬ক০ দেখ।

*—সেই বেদীর উপরি দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে কতিপয় পদ বিচরণ করিবে এবং সে সময়ে মনে মনে করিবে যে এই যজ্ঞের অধি[illegible] নায়ক বিষ্ণুদেবতাই এই সঞ্চরণ করিতেছেন।

'বিষ্ণু, জগতীচ্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদে দ্যুলোক আক্রমণ করিয়াছেন, যে কেহ আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহার দ্বেষ করি, তাহাকে ভাগ দেন নাই—দূর করিয়া দিয়াছেন। ১

'বিষ্ণু ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোরূপ স্বীয় পাদে অন্তরীক্ষ লোক আক্রমণ করিয়াছেন, যে কেহ আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহার দ্বেষ করি, তাহাকে ভাগ দেন নাই—দূর করিয়া দিয়াছেন। ২

'বিষ্ণু গায়ত্রীচ্ছন্দোরূপ স্বীয পাদে ভূলোক আক্রমণ করিয়াছেন, যে কেহ আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহার দ্বেষ কবি, তাহাকে ভাগ দেন নাই—দূর করিয়া দিয়াছেন। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে অন্ন নিরীক্ষণ করিবে—

'এই অন্নের ভাগ হইতেই সেই দ্বেষ্টৃ-বর্গকে নিরাশ করিয়াছেন। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ভূমি নিরীক্ষণ করিবে—

'এই যজ্ঞীয় ভূমির নির্ব্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠার জন্যই সেই দ্বেষ্টৃবর্গকে নিরাশ করিয়াছেন। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে সূর্য্য অবেক্ষণ করিবে—

'আমরা এই যজ্ঞের ফলে সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইলাম। ৬

সপ্তম মন্ত্রে আহবনীয় নিরীক্ষণ করিবে—

'আমরা এই জ্যোতির সহিত সঙ্গত হইলাম। ৭

---

২৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে সূর্য্যাবেক্ষণ করিবে—

'হে রশ্মিরূপ* সূর্য্য। তুমি স্বয়ম্ভু, তুমি দেব শ্রেষ্ঠ, তুমি তেজঃপুঞ্জ, আমাকে তেজঃ প্রদান কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবে—

আমি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছি। ২

---

২৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে গার্হপত্যোপস্থান করিবে—

'হে গৃহপতি নামক অগ্নে! গৃহপতির (তোমাব) প্রসাদে আমি গৃহপতি হই! এবং গৃহপতির (আমার) যত্নে তুমিও গৃহপতি হও অর্থাৎ তোমাব প্রসাদাৎ আমি গৃহেব নির্ব্বিরোধ কর্ত্তৃত্বে থাকিয়া যেন এই গৃহে তোমায রক্ষা করিতে সমর্থ হই!—তোমার এবং আমার এই অন্যোন্য উপকার জনিত গৃহপতিত্ব

---

* —পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই ছয়দিকে ছয় রশ্মি ও মণ্ডল-মধ্যস্থিত স্বয়ংই রশ্মিরূপে=রশ্মিপুঞ্জ, উঁহাই সপ্তম স্বরূপ অতএব সূর্য্যকে সপ্তরশ্মি, সপ্তাশ্ব প্রভৃতি বলা যায়।

যেন বহু হেমন্ত* ভোগ করিতে পারা যায়। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিবে—

'আমি সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করি। ২

২৮ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে, স্বীকৃত দর্শপৌর্ণমাস ব্রত বিসর্জ্জন করিবে—

'হে অগ্নে! তুমিই ব্রতসমস্তের অধিনায়ক, আমার এই ব্রতানুষ্ঠান সমাপ্ত হইল, এই মহদনুষ্ঠানে আমি নিতান্ত অসমর্থ হইলেও তোমার প্রসাদাৎ সমর্থ হইয়াছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠে যথাবস্থান—

'এই আমি' যেরূপ আছি সেই রূপই আছি। ২

॥ দর্শপৌর্ণমাস* সমাপ্ত ॥

* – পূর্ব্বকালে হেমন্ত ঋতুতে নববর্ষারম্ভ পরিগণিত হইত অতএবই অগ্রহায়ণ মাসের আবির্ভাব হইয়াছে, অগ্র=প্রথম, হায়ন=বর্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম মাস। এতাবতা বহু হেমন্ত শব্দে বহু বৎসর বুঝিতে হইবে শ্রুতির মধ্যে অনেক স্থলে 'বহু শরৎ' এরূপও উল্লিখিত দেখা যায় শরৎ তাহাও এই অভিপ্রায়ে, শরৎ শব্দে গত, যে ঋতুতে বৎসর সমাপ্ত হয় তাহাকেই শরৎ বলা যায়।

* – এস্থলে যজুর্ব্বেদীয় ঋত্বিক্=অধ্বর্য্যু প্রভৃতি কর্ত্তৃক যাহা যাহা সম্পাদ্য তন্মাত্রই শ্রুত হইয়াছে, অন্যান্য কর্ত্তব্য অন্যান্য বেদে দ্রষ্টব্য; তন্মধ্যেও দর্শপৌর্ণমাসে যে সকল বিশেষ কর্ত্তব্য তাহাই এ প্রকরণে শ্রুত হইয়াছে, ইহার পরিশিষ্ট, বড়্‌বিংশাধ্যায় হইতে উত্তর খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

(পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ)

২৯ কণ্ডিকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধ তণ্ডুল দ্বারা অগ্নিতে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে—

'হে অগ্নে! তুমি কব্য* বহন করিয়া থাক অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে এই কব্য তোমার নিকটে সমর্পিত হইতেছে, এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ১

'হে সোম! তুমি পিতৃগণের অধিষ্ঠান অতএব তোমার উদ্দেশে এই অগ্নিতে কব্য আহুত হইতেছে, এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ২

তৃতীয় মন্ত্রে উল্লিখন—

বেদীস্থ দুর্দান্ত রক্ষোগণ দূরীভূত হইল। ৩

৩০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপণ করিবে—

'যে সকল অসুরগণ স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ করত পিতৃ-অন্ন লোভে পিতৃরূপ ধারণ করিয়াছে এবং যাহারা সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীর ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে এই অগ্নি এই পিতৃযজ্ঞ হইতে বিদূরিত করুন। ১

৩১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে—

'এই পিতৃযজ্ঞে পিতৃগণ হৃষ্ট হউন, স্বীয় স্বীয় ভাগ অংশানুসারে গ্রহণ করুন।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্বাসত্যাগ করিবে—

'পিতৃগণ বিলক্ষণ হৃষ্ট হইলেন, স্বীয় স্বীয় ভাগ অংশানুসারে গ্রহণ করিলেন। ২

৩২ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি মন্ত্রষট্‌কে পিতৃ-নমস্কার—

'পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; বসন্ত ঋতুর উদয়ে বস্তুমাত্রই যেন রসবান্ হয়। অর্থাৎ তোমাদের প্রসাদে দেশে ভালরূপ বসন্ত হউক। ১

'পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার, গ্রীষ্ম ঋতুর উদয়ে বস্তুমাত্রই যেন শুষ্ক হয়। অর্থাৎ ভালরূপ গ্রীষ্ম হউক। ২

'পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার, বর্ষা ঋতুর উদয়ে বস্তুমাত্রই যেন সজীব হয়! অর্থাৎ ভালরূপ বর্ষা হউক। ৩

'পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার;

*—কবি শব্দে ক্রান্তদর্শী=পিতৃগণ, কবির উদ্দেশে প্রদেয় পিণ্ডাদির নাম কব্য।

শরৎ ঋতুর প্রসাদে দেশ বহুন্ন হউক অর্থাৎ ভালরূপ শরৎ হউক। ৪

'পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; হেমন্তের উদয়ে জীবমাত্রেই যেন মত্ত হয়। অর্থাৎ হিম পতন ভালরূপ হউক। ৫

'পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার; শীত ঋতুর উদয়ে যেন সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করি! অর্থাৎ ভালরূপে শাত হউক। পিতৃগণ! তোমাদিগকে বার বার নমস্কার করি। ৬

সপ্তম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঈক্ষণ করিবে—

'হে পিতৃগণ! আমাদিগকে গৃহস্থ করিয়াছ—আমরাও যথাসাধ্য এই বিদ্যমান প্রদেয় উপস্থিত করিতেছি। ৭

অষ্টম মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে দশা-সূত্র, ঊর্ণা অথবা স্বীয় লোম প্রদান করিবে—

'হে পিতৃগণ! এই তোমাদিগের পরিধেয় বসন, পরিধান কর। ৮

---

৩৩ কণ্ডিকা।০

এই মন্ত্রে পুত্রকাম পত্নী মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে—

'হে পিতৃগণ! এই ঋতুতেই যেন পুরুষের সঞ্চার হয়'! তোমরা এই গর্ভে, নীরোগ, কুমার পোষণ কর। ১

---

৩৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পিণ্ড সিঞ্চন করিবে—

'হে জলদেব। অন্ন, ঘৃত ও দুগ্ধ বাহিনী এই উদকধারারূপ তোমরা পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত হইতেছ—আমার পিতৃগণ ইহাতেই পরিতৃপ্ত হউন।

(পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ সমাপ্ত)

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

—০—

(অগ্নিহোত্র)

চারিজনা ঋত্বিকে আহার করিতে পাবে, ইহার উপযুক্ত অন্নপাক করিয়া, উদ্বাসনানন্তর* সেই উথাস্থ অন্নেব মধ্যে একটি গর্ত্ত কবত, সেই গর্ত্তে ঘৃত স্থাপন করিবে. সেই ঘৃত বিলাপিত হইলে, তাহার মধ্যে তিনটি অশ্বত্থ-সমিধ সিক্ত কবিয়া অধ্বর্যু—হোতা, উপহোতা ও আগ্নীধ্র এই ঋত্বিকৃত্রয়েব হস্তে যথাক্রমে বণ্ডিকাত্রয়ে-প্রদান কবিবে—

১ কণ্ডিকা।

'হে ঋত্বিক্গণ। তোমরা অগ্নিদেবতাব পবিচর্য্যা কর,এই অতিথিকে ঘৃতে উদ্বোধিত কব, এই অগ্নিকুণ্ডে হব্য সকল আহুত কর। ১

২ কণ্ডিকা।

'হে ঋত্বিক্গণ! তোমবা দীপ্তিমান্, জাতপ্রজ্ঞ, সম্যগ্ দীপ্ত, অগ্নিতে সুস্বাদু ঘৃতাহুতি প্রদান কর। ২

*—উদ্বাসন—কেন গালন বা মাড় বিসর্জ্জন।

৩ কণ্ডিকা।

হে কম্পন স্বভাব অগ্নে! সেই প্রসিদ্ধ তোমাকে ঘৃতের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতেছি। হে চিরতরুণ! দীপ্তি প্রভাবে অতি বৃহৎ হও।৩

৪ কণ্ডিকা।

চতুর্থ মন্ত্র সকলের প্রতি লক্ষ্য করত বলিবে—

'হে অগ্নে। হবি-সমন্বিত ঘৃতাক্ত এই সমিধ্গুলি তোমাতে উপস্থিত হউক। হে কান্তিমৎ। মদীয় সমিধগুলি গ্রহণ কব। ৪

৫ কণ্ডিকা।

স্ফ্য দ্বাবা উল্লিখিত ভূমিতে সম্ভাব*স্থাপন করত তদুপরি এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্রদ্বযে জ্বলন্ত কাষ্ঠে অগ্নি গ্রহণ করিবে—

'অগ্নে। তুমি ভূলোক, ভুবলোক ও স্বর্লোক=এই লোকত্রয়ের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছ। ১

হে দেবযজনি পৃথিবি। সেই প্রসিদ্ধ তোমার পৃষ্ঠে অন্নাদি লাভ কামনায় অন্ন-

*—জল, সুবর্ণ, ক্ষারমৃত্তিকা, ইন্দুরমৃত্তিকা ও শর্করা—এক পাত্রে, পৃথক পৃথক স্থিত, এই পাঁচ বস্তুকে সম্ভার বলা যায়।

ভক্ষক এই অগ্নি স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নে! দ্যুলোক যেরূপ বহুতর তারকাদি মণ্ডিত, আমিও যেন সেই রূপ বহু প্রজা সমন্বিত হই! এবং পৃথিবী যে রূপ বহ্বাশ্রয়, আমিও যেন সেই রূপ বহ্বাশ্রয় হই। ২

—•—

৬ কণ্ডিকা।

মন্ত্রত্রয়ে যথাক্রমে গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই অগ্নিত্রয় আধান (স্থাপন) করিবে—

এই সর্ব্বত্রগামী, প্রাষ্ঠবর্ণ অগ্নিই তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যরূপে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া থাকেন, উদিত হইয়াই ভূতসমস্তের নির্ম্মাণ-ভূমি মাতৃরূপা এই পৃথিবীকে প্রসন্না করেন, এবং পিতৃরূপে সমস্ত প্রাণিবর্গের পালয়িতা দ্যুলোকেরও প্রকাশক হইয়া থাকেন। ১

———

৭ কণ্ডিকা।

এই দেবতারই দীপ্তি, সমস্ত শরীরে প্রাণাপানাদি বায়ু সঞ্চালন হেতু জাঠর রূপে বিচরণ করিতেছে। ইনিই দ্যুলোকে মহান্ প্রবৃদ্ধ বিদ্যুদ্রূপে দৃশ্য হইয়া থাকেন। ১

———

৮ কণ্ডিকা।

এই দেবতা ত্রিংশৎ দিবসই প্রত্যহ প্রতি গৃহে বাক্যের ন্যায় চির বিরাজমান আছেন, ইনি অরণীদ্বয় হইতে প্রথম পতিত হইয়া গার্হপত্যে পরে আহবনীয়ে অনন্তর দক্ষিণ রূপে স্থাপিত হইয়া থাকেন সুতরাং পতঙ্গ*। ১

—::—

৯ কণ্ডিকা।

সায়ং কালীন হোমের মন্ত্র—

'এই অগ্নি, জ্যোতিঃ স্বরূপ, এই দৃশ্যমান জ্যোতিই অগ্নি। অগ্নি দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ১

প্রাতঃকালীন হোমের মন্ত্র—

'এই সূর্য্য, জ্যোতিঃ স্বরূপ, এই দৃশ্যমান জ্যোতিই সূর্য্য। সূর্য্যদেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ২

ব্রহ্মবর্চ্চসকাম যজমান সায়ংকালে এই তৃতীয় মন্ত্রে হোম করিবে—

'এই অগ্নি বর্চ্চঃ স্বরূপ, বর্চ্চই অগ্নি, অগ্নি দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি স্বাহুতি হউক।

ঐ কামনায় প্রাতঃকালের মন্ত্র—

* —পতঙ্গ—পক্ষী যেরূপ এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে, পুনঃ বৃক্ষান্তরে গমন করে, সেইরূপ।

'এই সূর্য্য, বর্চ্চঃ স্বরূপ, বর্চ্চই সূর্য্য; সূর্য্য দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ৪

দ্বিতীয় মন্ত্রের বিকল্পে এই পঞ্চম মন্ত্রও ব্যবহৃত হইতে পারে—

'এই জ্যোতিই সূর্য্য, সূর্য্যই জ্যোতি, এই জ্যোতির উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি স্বাহুতি হউক। ৫

---

১০ কণ্ডিকা।

সায়ং প্রাতঃ কালদ্বয়ে এই কণ্ডিকা-শ্রুত মন্ত্রদ্বয়ে হোম করিলেও করা যায়। প্রথম মন্ত্র সায়ংকালীন হোমের—

'সবিতৃ দেবতার প্রভাবে ঐশ্বর্য্যবতী রাত্রির সহিত বর্ত্তমান প্রীত অগ্নি আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র প্রাতঃকালীন হোমের—

'সবিতৃ দেবতার প্রভাবে ঐশ্বর্য্যবতী উষার সহিত বর্ত্তমান, প্রীত, সূর্য্য আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুন। ২

—০—

১১ কণ্ডিকা।

সায়মাহুতি আহুত হইলে পরে, বৎসপ্রী-গোত্রোদ্ভব গোতম বিরূপাদি ঋষিদৃষ্ট, এই একাদশ কণ্ডিকা হইতে ষট্‌ত্রিংশৎ কণ্ডিকা সমাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি কণ্ডিকা-শ্রুত মন্ত্রগুলি তিন তিন বার পাঠ করত বারত্রয় আহুতি প্রদান করিবে—ইহাতেই আহবনীয় ও গার্হপত্য এই উভয়বিধ অগ্নিরই উপস্থান সম্পন্ন হইবে।

প্রথমত আহবনীয়োপস্থান—

'অগ্নি, দূরে বা নিকটে থাকুন, তাঁহার প্রীতি সাধনার্থ যাগকার্য্যে প্রবৃত্ত, আমরা, কতিপয় মন্ত্র* উচ্চারণ করিতেছি তিনি সমস্তই শ্রবণ করুন।

---

১২ কণ্ডিকা।

'অগ্নি—দ্যুলোকে মস্তকস্বরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, পৃথিবী লোকে ককুৎসদৃশ উচ্ছ্রিত ও সর্ব্বত্রেই আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, অন্তরীক্ষ লোকেও ইনিই বৃষ্টির কারণ মেঘের পোষক। ১

—০—

১৩ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্রাগ্নী† দেবদ্বয়! তোমাদিগকে উভয়কেই আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি;

*—যাহার অর্থ, মনন করত উচ্চারণ করিলে ইষ্টসিদ্ধ হয়, তাহাকেই মন্ত্র বলা যায়।

†—মহীধর, এস্থলে ইন্দ্রাগ্নী শব্দের অর্থে বলেন-ইন্দ্র শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ ও অগ্নি শব্দে অগ্রে আনীত। আহবনীয় অগ্নিতে সমস্ত দেবোদ্দেশেই আহুতি প্রদত্ত হইয়াথাকে এই জন্য উহাকে ঐশ্বর্য্যবান্ বলা যায়, অরণীদ্বয় হইতে অগ্নি আবির্ভূত হইয়া প্রথমত গার্হপত্যে

তোমরা উভয়ে একত্র মৎ প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে পরিতৃপ্ত হও; তোমরা উভয়েই অন্ন, পানীয় দানে সমর্থ অতএব তোমাদিগকে উভয়কেই অন্ন লাভের জন্য আহ্বান করি। ১

—০—

১৪ কণ্ডিকা।

'হে আহবনীয় অগ্নে! এই ঋতু বিশেষে লব্ধ* গার্হপত্যাগ্নি তোমার উৎপত্তি স্থান, যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি এক্ষণে ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইযাছ, হে আহবনীযাগ্নে! তাহা জানিয়া কর্ম্মান্তর সাধনার্থ দক্ষিণ কুণ্ডে আরোহণ কর, অস্মাদের ধন-বর্দ্ধক হও। ১

—:০:—

১৫ কণ্ডিকা।

'ভৃগুবংশোৎপন্ন অপ্নবান্ প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহুব্যাপী, বিচিত্ররূপ, অগ্নিকে প্রতি যাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন — যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই স্তবনীয় সেই এই আহবনীয় নামক প্রধান অগ্নি ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন।

—০—

১৬ কণ্ডিকা।

'এই অগ্নিরই চিরন্তন দ্যুতি অনুসরণ করত লজ্জাশূন্য* ঋত্বিক্‌গণ গাভী হইতে সহস্র২ কার্য্যের উপযোগী, পবিত্র, দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন। ১

———

১৭ কণ্ডিকা।

'হে অগ্নে! তুমি জাঠররূপে শরীর রক্ষক হইতেছ, আমার শরীর নীরোগে রক্ষা কর। ১

'হে অগ্নে! তুমি পাচকণ্†রূপে আয়ুঃপ্রদ হইতেছ, আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান কর।

'হে অগ্নে! তুমি সূর্য্যরূপে তেজঃপুঞ্জ হইতেছ, আমাকে তেজস্বী কর। ৩

'হে অগ্নে! তুমি বিদ্যুৎরূপী সর্ব্বত্রগ

নীত হয়, এই জন্য (এস্থলে) উহাকেই অগ্নি বলা যায়। এতাবতা 'ইন্দ্রাগ্নী' শব্দে এস্থলে আহবনীয় ও গার্হপত্য এই অগ্নিদ্বয়।

* – ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিশেষের ঋতুবিশেষে যজ্ঞদীক্ষায় অগ্নি লাভ হইয়াথাকে, যথা - 'বসন্ত কালে ব্রাহ্মণ অগ্নি-গ্রহণে দীক্ষিত হইবে,— 'শরৎকালে ক্ষত্রিয়' ইত্যাদি।

*—সায়ংকালে দোহন করিবার সময়ে যদি আলোক না থাকে=অন্ধকারাবৃত স্থান হয়, তবে অদর্শন-নিবন্ধন ভূমিতেও দুগ্ধধারা পতিত হইতে পারে সুতরাং তজ্জন্য দোগ্ধা লজ্জিত হইতে পারেন পরং আলোক থাকিলে ঐ লজ্জা ঘটিতে পারে না অতএব 'লজ্জাশূন্য' বিশেষণ প্রদত্ত হইল।

† – যে অগ্নিতে রন্ধন হয় উনুনের অগ্নি।

হইতেছ, আমার শরীরে যে কোন স্থানে বিদ্ব্যদংশ ন্যূন আছে. তাহা পূরণ কর। ৪

—০—

১৮ কণ্ডিকা।

'হে অগ্নে! দ্যুতিমান্. তোমাকে চির-সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা দ্যুতিমান্ হইতেছি। অগ্নে! অন্নবান্ তোমাকে চিরসন্দীপিত কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা অন্নবান্ হই-তেছি। অগ্নে! বলবান্ তোমাকে চির-সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা বলবান্ হইতেছি। অগ্নে। শত্রু-দমনক তোমাকে চিরসন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমবা শত্রু-দমনকারী হইতেছি। ১

'হে চিত্রাবসো!* তোমাব কল্যাণে আরব্ধ যজ্ঞ পার প্রাপ্ত হউক†। ২

১৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র উপবিষ্ট হইয়া পাঠ করিবে—

'হে অগ্নে। তুমি যেমন সূর্য্যের বর্চ্চঃ-সমন্বিত‡, ঋষিগণের স্তুতি সমন্বিত এবং প্রিয় দ্রব্যাদি-সমন্বিত;—আমিও যেন সেরূপ, তোমার প্রসাদে নীরোগ আয়ুঃ-সমন্বিত ব্রহ্মবর্চ্চঃ-সমন্বিত, পুত্র পৌত্রাদি সমন্বিত এবং প্রভূত ধন-সম্পন্ন হই! ১

—০—

২০ কণ্ডিকা।

এতদাদি কণ্ডিকাত্রয়ে গাভী-সমীপ গমন করিবে—

'হে গাভীসকল! তোমরা প্রশস্ত অদনীয় বস্তুব* আধাব, তোমাদের প্রসাদে আমবাও যেন ঐরূপ প্রশস্ত বস্তুর উপভোগে সমর্থ হই! তোমরা প্রশস্ত পূজনীয় তোমাদের প্রসাদে আমরাও যেন পূজনীয় হই। তোমরা বীর্য্যবৎ বস্তুব প্রসূতি, আমরাও যেন তোমাদের প্রসাদে বীর্য্যবান পুত্রাদি লাভ কবি। তোমরা অনেকের পক্ষে† প্রভূত ধনের আধাব, আমরাও যেন তোমাদের প্রসাদে প্রভূত ধন ভোগ করিতে সমর্থ হই। ১

২১ কণ্ডিকা।

'হে রেবতী‡ গাভীসকল। তোমরা

*—বিচিত্র নক্ষত্রমণ্ডলী বসতি করেন যে সময়ে সেই সময়কে চিত্রাবসু বলা যায় সুতরাং চিত্রা-বসু=রাত্রি অথবা রাত্রির আলোক অগ্নি।

†—অর্থাৎ রাত্রে যেন চৌরাদির উপদ্রব না হয়।

‡—শতপথ ব্রাহ্মণ দেখ ২, ৩, ৪; ২৪।

*—শৃত, শর, দধি, মস্তু, আতঞ্চন, নবনীত, ঘৃত, আমিক্ষা, বাজিন ইত্যাদি।

†—দুগ্ধাদি বিক্রেতার পক্ষে।

‡—রৈ শব্দে ধন, সকল পশুকেই রেবৎ বলা যায় কারণ সকল পশুদ্বারাই ব্যবহারাজীবীরা রৈ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

এই যজ্ঞযোনি* অগ্নিহোত্র মণ্ডপে সম্প্রতি বিরাজমান থাক, পশ্চাৎ দোহনানন্তর এই সমীপবর্ত্তী লোকদ্বয়ে এই দৃষ্টপ্রায় গোষ্ঠে সঞ্চরণ কর, অনন্তর যজমানের গৃহে পুনরাগমন করত রাত্রি যাপন কর— এই যজমানের গৃহেই চিরদিন বসতি কর, অন্যত্র কুত্রাপি গমন করিও না। ১

—০—

২২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে গো স্পর্শ করিবে—

'হে গৌ! তুমি অতি নিকটস্থ, তুমি বিচিত্র বর্ণা, তুমি এই যজ্ঞে প্রচুর রস দান কর এবং আমার গো-স্বামিত্ব অবিচলিত রাখ। ১

গার্হপত্যে গমন করত দ্বিতীয় মন্ত্র—

রাত্রিকালে দেদীপ্ত হে গার্হপত্যাগ্নে। আমরা যেন চিরদিনই এইরূপ শ্রদ্ধা বুদ্ধি সহকারে হবি লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হই; ২

—০—

২৩ কণ্ডিকা।

'সমস্ত যজ্ঞে রক্ষকরূপে বিরাজমান, সত্যের উদ্দীপক ও অস্মদীয় গৃহে বর্দ্ধমান এই গার্হপত্য অগ্নিকে নমস্কার।

—০—

২৪ কণ্ডিকা।

'হে গার্হপত্যাগ্নে! পুত্রগণ পিতাকে যেরূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত হয়, আমিও যেন তোমায় সেই রূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত হই! আমাদিগের কল্যাণের চেষ্টা কর। ১

—০—

২৫ কণ্ডিকা।

হে গার্হপত্যাগ্নে। বরণীয় তুমি আমাদিগের সমীপস্থায়ী হও, ত্রাতা হও এবং কল্যাণকর হও। ১

'বসুনামে প্রসিদ্ধ অগ্নি বসু*-বর্দ্ধক রূপে আমাদিগকে ব্যাপ্ত হও এবং দ্যুতিমান্ ধন প্রদান কর। ২

—০—

২৬ কণ্ডিকা।

'হে প্রদীপ্ত, সর্ব্বদীপক, গার্হপত্যাগ্নে! এই ঋত্বিক্‌গণের জন্য তোমার নিকটে নিত্য সুখ প্রার্থনা করি। ১

'তুমি আমাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর, আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, সমস্ত পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ২

—০—

২৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে গো-সমীপ গমন করিবে—

* —অগ্নিহোত্রেই যজ্ঞের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়।

*—বসু=ধন।

'হে ইড়ে। আগমন কর, হে অদিতে। আগমন কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গো-স্পর্শ করিবে—

'হে গো! তুমি সর্ব্বসাধারণের বাস্পৃহণীয়, অত্র আগমন কর। আমাদিগকে প্রদান করণার্থ যে ফল ধারণ করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। ২

২৮ কণ্ডিকা।

অগ্নি দর্শন করত পূর্ব্বাভিমুখ দণ্ডায়মান হইয়া এতদাদি নয়টি মন্ত্রে আহবনীয়োপস্থান করিবে—

হে ব্রহ্মণস্পতে। উশিক্-প্রসূত কাক্ষীবান্* নামক আমাকে সোমের অভিষব কার্য্যে অধিকারী কর। ১

২৯ কণ্ডিকা।

'যিনি ধনবান, যিনি রোগহন্তা ধনবেত্তা পুষ্টিবর্দ্ধক, যিনি তদাগ্রসত্রী, তিনিই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। ১

৩০ কণ্ডিকা।

'যাহারা যাগবিমুখ = কখনই দেবোদ্দেশে বা পিতৃগণোদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় করে না, সেই নাস্তিক মনুষ্যের নৃশংস বুদ্ধি ও ধূর্ত্ততা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে! হে ব্রহ্মণস্পতে! আমাদিগকে রক্ষা কর।১

৩১ কণ্ডিকা।

'মিত্র দেবতা, অর্য্যমা দেবতা এবং বরুণ দেবতা—এই দেবত্রয়েরই মহৎ দ্যুতিমান্ ও অতিস্করণীয় পালন শক্তি আমাদিগের প্রতি কার্য্যকর হউক। ১

৩২ কণ্ডিকা।

এই দেবত্রয়ের রক্ষিত ব্যক্তির, কি গৃহে কি পথিমধ্যে—কি দুর্গম গহন কাননে, কোন স্থলেই পাপবুদ্ধি নৃশংস রিপুগণ কিছুই করিতে পারে না। ১

৩৩ কণ্ডিকা।

সেই অদিতিপুত্র* দেবত্রয়, আশ্রিত ব্যক্তির জীবন রক্ষণার্থ, তাহার প্রতি অজস্র জ্যোতিঃ বিতরণ করিতে থাকেন।১

৩৪ কণ্ডিকা।

হে ঐশ্বর্য্যবন্! তুমি আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি কখনই কুপিত হও না প্রত্যুত

* —কাক্ষীবানের পিতার নাম দীর্ঘতমা এবং মাতার নাম উশিক্।

†—সোম লতা হইতে সুরা প্রস্তুতীকরণকে অভিষব বলা যায়। তাহার নিয়মাদি পরে সোম প্রকরণে প্রকাশিত হইবে।

* -অদিতি=অখণ্ডশক্তি।

তাহাকে শোধিত কর। মঘবন্! আশ্রিতগণ তোমার দান বার বার প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ১

---

৩৫ কণ্ডিকা।

আমরা সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। ১

---

৩৬ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে। যাহার দ্বারা তুমি সমস্ত যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, সেই অপ্রতিহত-গতি রথে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে আবৃত করত রক্ষা কর। ১

(ইতি বৃহদুপস্থান)

---

৩৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ক্ষুল্লকোপস্থান* সম্পন্ন হইবে—

'ভূলোক, ভুবলোক ও দ্যুলোক—এই লোকত্রয়ান্তর্ব্যাপী হে অগ্নে। তোমার প্রসাদে, আমি যেন ঈদৃশ সাধু পরিজন লাভ করি, যাহাতে 'প্রশংসিত প্রজাবান্' বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারি! আমি যেন ঈদৃশ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র লাভ করি, যাহার দ্বারা 'প্রশংসিত পুত্রবান্' বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারি। আমি যেন ঈদৃশ উৎকৃষ্ট ও সমধিক সম্পত্তি লাভ করি, যাহাতে 'প্রশংসিত সম্পত্তিমান্' বলিয়া বিখ্যাত হই'। ১

নিত্যাগ্নিহোত্রী গ্রামান্তর গমন কালে, দ্বিতীয় মন্ত্রে গার্হপত্যোপস্থান করিবে—

হে মনুজ-হিত-সাধক (গার্হপত্য*) অগ্নে। আমার পুত্রাদি প্রজাগুলিকে রক্ষা কর।২

তৃতীয় মন্ত্রে আহবনীয়োপস্থান করিবে—

হে ভূয়োভূয় প্রশংসা সহ-দত্ত আহুতিভুক্ (আহবনীয়†) অগ্নে। আমার গো বৎস প্রভৃতি পশুপাল রক্ষা কর। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করিবে—

হে সতত গমনশাল। (দক্ষিণাগ্নে ‡) আমার অন্ন সকল রক্ষা কর। ৪

---

*—ক্ষুল্লকোপস্থান=ক্ষুদ্রোপস্থান অর্থাৎ-সংক্ষেপ উপস্থান।

*—গার্হপত্য নামক অগ্নিই গৃহের অধিপতি সুতরাং উহাই মনুজ-হিত-সাধক।

†—আহবনীয় অগ্নিতেই অধিকতর আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে এই জন্যই উহার নাম আহবনীয়।

‡—দক্ষিণাগ্নিই গার্হপত্য অগ্নি হইতে সর্ব্বদা আনীত হইয়া স্থাপিত হইয়া থাকে।

৩৮ কণ্ডিকা।

প্রবাস হইতে প্রত্যাগত নিত্যাগ্নিহোত্রী প্রথমেই সমিৎপাণি হইয়া অগ্ন্যাগার প্রবেশ করত এই মন্ত্রে আহবনীয়োপস্থান করিবে -

হে সম্যক্ প্রদীপ্ত অগ্নে। প্রধানতঃ তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবাস হইতে আসিতেছি,—তুমি আমার গৃহের সমস্ত সংবাদই অবগত আছ, তুমি প্রভূত ঐশ্বর্য্যবান্,—আমাকে যশ ও বল প্রদান কর। ১

৩৯ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই মন্ত্রে গার্হপত্যোপস্থান করিবে—

এই গার্হপত্য অগ্নিই আমাদের গৃহের অধিপতি, ইনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী,—হে গৃহস্বামিন্। পুত্র কলত্রাদির রক্ষণার্থ আমাকে যশ ও বল প্রদান কর। ১

৪০ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করিবে—

এই অগ্নি পশুগণের হিতৈষী, ইনি ধনবান্ ও পুষ্টিবর্দ্ধন,—হে পশু-হিত অগ্নে। আমাকে পশুরক্ষণার্থই যশ ও বল প্রদান কর। ১

৪১ কণ্ডিকা।

অনন্তর এতদাদি মন্ত্রত্রয়ে গৃহ প্রবেশ করিবে-

হে গৃহসকল। তোমাদের অধিবাসী উপস্থিত নাই বিবেচনায় ভীত হইও না, —আমি প্রবাস হইতে সমধিক তেজস্বী হইয়া প্রত্যাগত হইলাম, আমি যেন তোমাদিগকেও তেজস্বী করত প্রবেশ করিতেছি, এসময়ে আমার মন বিশুদ্ধ আছে এবং মেধাও সচেত রহিয়াছে, আমি আন্তরিক আনন্দ সহকারে এই গৃহসকলে প্রবেশ করিতেছি। ১

৪২ কণ্ডিকা।

আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, তখন যে গৃহ সকলকে স্মরণ করিতাম, যে গৃহগুলিতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতাম, সেই গৃহ সকলকে অদ্য আহ্বান করিতেছি,—আমি কৃতঘ্ন নহি—ইহা তাঁহারা অবগত হউন। ১

৪৩ কণ্ডিকা।

আমি এই গৃহ হইতে যাত্রাকালে -গো-

ধনগণের সুখস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মেষ ও ছাগাদিরও সুখস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং আমাদের এই গৃহে অন্ন ও রস সুরক্ষিত থাকুক এরূপও প্রার্থনা করিয়াছিলাম; অদ্য শান্তি-কামনায়— কল্যাণকামনায় সেই এই গৃহ সকল পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছি, আমি নিতান্ত কল্যাণ-প্রার্থী আমার এই গৃহেই যেন ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণই সাধিত হয়। ১

(অগ্নিহোত্র সমাপ্ত)

[চাতুর্ম্মাস্য]

—•—

৪৪ কণ্ডিকা।

চাতুর্ম্মাস্য যাগ চারি পর্ব্বে বিভক্ত— বিশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীরীয় তন্মধ্যে বৈশ্বদেব ও শুনাসীরীয় এস্থলে উপদেশ্য নহে, অবশিষ্ট দ্বয়ের প্রথমটি প্রথমে বিহিত হইতেছে।

বরুণপ্রঘাস নামক পর্ব্বের অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ও উত্তর উভয় বেদীতেই হবি আহুত হইলে পরে প্রতিপ্রস্থাতা* তথায় যজমান-পত্নীকে আনাইয়া তাঁহার ব্যভিচার দোষ জিজ্ঞাসা করিবে—তুমি কাহার সহিত নষ্ট হইয়াছ? তোমার উপপতি কে? বা কে কে? পরে পত্নী সত্যরূপে উপপতির পরিচয় দান করিলে প্রতিপ্রস্থাতা তাহাকে অগ্নির সমীপে আনাইয়া এই মন্ত্র পাঠ করাইবে—

হে প্রঘাস নামক হবির ভক্ষণকারী পাপহারী মরুদ্গণ। তোমরা করম্ভ* হবির ভক্ষণে অতিশয় প্রীত হও জানিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। ১

—

৪৫ কণ্ডিকা।

যজমান ও যজমানপত্নী উভয়ে একত্র

*—প্রতিপ্রস্থাতা=অনৈক ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞীয় কর্ম্মচারী। কার্য বিশেষে আহ্বান এবং সরোষে জিগমিষু যজ্ঞীয় ব্যক্তিদের প্রত্যানয়ন প্রভৃতি প্রতিপ্রস্থাতার প্রধান কার্য্য।

*—দধি-মিশ্রিত সক্তু (ছাতু)।

হইয়া করম্ভপূর্ণ কতকগুলি* করম্ভ পাত্র† শূর্পোপরি মস্তকে ধারণ করত বেদির পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভাগে দণ্ডায় মান হইয়া এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে হবন করিবে—

আমরা গ্রাম মধ্যে বা অরণ্যে অথবা কোন সভার মধ্যে যে কোন স্থলেই হউক যে কোন ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে যাহা যাহা পাপ করিযাছি, অদ্য এই আহুতি প্রদানে তৎ-সমস্তই বিনষ্ট করিতেছি। ১

৪৬ কণ্ডিকা।

সঙ্গ্রামে সতত নিবিষ্টচিত্ত, মরুদ্গণের সহিত বর্ত্তমান হে ইন্দ্র!‡ হে বলবন্! তোমার জন্য যজ্ঞীয় ভাগ অবশ্যই আছে তুমি বৃষ্টি প্রদানে সমস্ত চরাচরকে পরিতৃপ্ত করিযা থাক, তোমার তৃপ্তির জন্য যবময়ী পূপাণ¶ অবশ্যই আছে আপাতত তোমারই পরমাত্মীয় মরুদ্গণকে আহুতি প্রদত্ত হইল এবং বন্দনাও করা হইতেছে, আমরা যেন পাপে বিনষ্ট না হই। ১

৪৭ কণ্ডিকা।

যজমান স্বীয় পত্নীকে এই মন্ত্র পাঠ করাইবে—

আমাদের পরম সহায যজ্ঞীয কর্ম্মকর্ত্তা এই ঋত্বিক্‌গণ সম্প্রতি সানন্দে স্তুতি সহকারে এই (বরুণপ্রঘাস) প্রধান কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন, অতঃপর ইঁহারা দেবগণের সন্তুষ্টির জন্য ইহারই অবশিষ্ট ক্রিযাগুলিও সমাপন করুন অনন্তর কিছু ক্ষণের জন্য এই যজ্ঞমণ্ডপেই স্বীয় স্বীয় বিশ্রামাগারে বিশ্রাম লাভ করুন। ১

৪৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে বরুণপ্রঘাস পর্ব্বের অবভৃথ ক্রিযা সম্পন্ন করিবে—

* যতগুলি সন্ততি আছে বা প্রার্থনীয় তত-গুলি।

† ইহা যবপিষ্টের দ্বারা বাটীর আকারে প্রস্তুত করিতে হয অর্থাৎ যবের পিঠালির বাটী

‡ ইন্দ্র শব্দে এস্থলে মেঘচালক তেজোবিশেষ এবং বৃত্র শব্দে মেঘ, মেঘ সমস্তকে চালন করাই সঙ্গ্রাম (দেবতাতত্ত্ব দেখ)।

¶—ঐ করম্ভ পাত্রের দ্বারা করম্ভ প্রদান।

* ক্রিযাশেষে নদী বা অন্য কোন জলাশযের তটে গমন করত জলমধ্যে কলশী প্রভৃতি স্নান পাত্র অধোমুখে স্থাপন করত কতকগুলি মন্ত্র পাঠাদি করিতে হয অবশেষে দম্পতীতে সুস্নাত হইযা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয ইহাকেই অবভৃথ ক্রিয়া বলা যায। পরে যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা অর্থাৎ সর্ব্ব যজ্ঞীয প্রধান কর্ম্মদ্রষ্টা কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করেন যে—তোমরা সুস্নাত হইযাছ? এই জন্য ঐ ব্রহ্মার নামান্তর সৌস্নাতিকী

হে মন্দগাত জলাশয়। যদিচ তুমি বেগেও প্রবাহিত হইতে পার। কিন্তু এক্ষণে মন্থরগতি অবলম্বন কর ইহাই প্রার্থনীয় (অর্থাৎ আমরা যেন তোমার বেগে ভাসিয়া না যাই।) আমরা বিশ্বাস করি—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক যাহাকিছু পাপ করিয়াছিলাম অদ্য এই অবভৃথ ক্রিয়াতে তৎসমস্তই প্রক্ষালিত হইল এবং মর্ত্ত্য স্বভাব সুকর অজ্ঞানিত পাপও যাহা কিছু করিয়াছিলাম তাহাও প্রক্ষালিত হইল হে দেব। তোমার প্রসাদে আমরা যেন সর্ব্বদাই বিবিধ অনিষ্টকারী পাপ রিপুর হস্তে পরিত্রাণ পাই। সতত আমাদিগকে রক্ষা কর। (অর্থাৎ আর যেন আমাদিগ কর্ত্তৃক পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত না হয়।)। ১

---

৪৯ কণ্ডিকা।

অতপর সাকমেধ পর্ব্বের কিছু বলা যাইতেছে—

হে দর্ব্বি * তুমি শানে পরিপূর্ণ হইবায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ, এই আকারেই ইন্দ্রদেবতার সমীপে গমন কর, ভরসা করি পুনরাগমন কালেও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভিত হইবে। হে শতক্রতো ইন্দ্র। অদ্য যেন আমরা তোমার সহিত পণ্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—আমরা তোমার তৃপ্তির জন্য এই অন্ন উপস্থিত করিলাম, তুমি ইহার বিনিময়ে (মূল্যস্বরূপ) বল বিতরণে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। ১

---

৫০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে—

(ইন্দ্র বলিতেছেন)—আমাকে হবি প্রদান কর, আমি তোমাকে তাহার মূল্য প্রদান করিতেছি। (যজমান বলিতেছেন—) আমাকে মূল্য প্রদান কর, আমি যেন তোমাকে হবি প্রদান করিয়াইছি, আমাকে নিহার প্রদান কর, আমি ত্বৎপ্রাপ্ত নিহারের নিহারত্ব অবশ্য সিদ্ধ করিব†—এই আহুতি সুন্দররূপে কৃতকার্য্য হউক। ১

---

৫১ কণ্ডিকা।

সাকমেধাঙ্গ পিতৃযজ্ঞে, এই মন্ত্রে এবং ইহার পরমন্ত্রে আহবনীয়োপস্থান করিবে—

● —দর্ব্বি=কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত হাতা।

*—মনেং এইরূপ কল্পনা করিবে

† নিহার শব্দে মূলে র দ্বারা ক্রেতব্য বস্তু সুতরাং তাহার বিনিময়ে মূল্য অবশ্যই দেয়

স্বয়ংপ্রদাপ্ত, মেধাবী, পিতৃগণ সংপ্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন, ইঁহারা প্রাপ্ত আহুতির স্বীকারে অতিশয় নূতন বিবিধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন সুতরাং ইন্দ্র তুমি অবশ্য সন্তুষ্ট হইয়াছ অতএব এই পিতৃগণের সহিত সম্মিলন উদ্দেশে হবি নামক স্বীয় অশ্বদ্বয়* স্বীয় রথে। সত্বর সংযুক্ত কর। ১

——

৫২ কণ্ডিকা।

হে সমদর্শিন্। মঘবন্। আমরা তোমাকে বন্দনা করি তুমি আমাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, আমাদের কামনা পরিপূরণার্থ পূর্ণ বন্ধুর† হইয়া অবশ্য আগমন কর—

হে ইন্দ্র। তুমি অবিলম্বে হবি নামক স্বীয় অশ্বদ্বয়কে স্বীয় রথে সংযুক্ত কর। ১

——

৫৩ কণ্ডিকা

এতৎ প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে গাৰ্হপত্যোপস্থান করিবে—

আমরা পিতৃগণের অভিমত নারাশংস* স্তোত্রে মনকে আহ্বান করিতেছি। ১

——

৫৪ কণ্ডিকা

আমাদিগের মন পুনরাগত হউক। আমরা সেই মনের সাহায্যে এই যজ্ঞানুষ্ঠানটি নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত করিব, এতাদৃশ কার্য্য সমস্তে সম্যক দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ হইব, অধিক কি জীবন ধারণের উপযুক্ত হইব এবং সৌর জগতের সুখানুভব করিতে পারিব।। ১

——

৫৫ কণ্ডিকা।

হে পিতৃগণ। তোমাদের প্রত্যর্থ, মন, সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে (আমাদের মন আর আমাদের নিকট নাই) তাহা

---

* উহারা সমুদ্র হইতে জল আহরণ করে এই জন্য উহাদের নাম হরি এবং উহারা অতি বেগগতি ও ইন্দ্রনামক তেজে বিশেষকে বহন করে এইজন্যই অশ্বস্থানীয় দেং তত্ত্ব দেখ।

†—গতি কার্য্যের প্রধান উপযোগী মনই এস্থলে রথ, এই জন্য ই মনের নামান্তর মনো রথ ইহা প্রসিদ্ধ (বিশেষ দেং দেখ।

‡—বন্ধুর শব্দে রথনীড় অর্থাৎ রথসংযুক্ত স্থলে বা বাক্স।

* স্তোত্র দুই প্রকার দৈবশংস ও নারশংস। যাহাতে অন্তরীক্ষস্থ ইন্দ্রাদি বা দ্যুস্থ সূর্য্যাদি দেবগণের শংসন=প্রশংসা প্রকাশ পায় তাহাকে দৈবশংস বলা যায় এবং যাহাতে নরলোকের শংসন হয় তাহাকেই নারাশংস বলা যায়। মন, নরলোকের শরীরাভ্যন্তরীণ বস্তু এস্থলে সেই মনের প্রকাশ পাইতেছে সুতরাং এই মন্ত্র নারাশংস।

আমাদিগকে পুনঃ প্রদান কর, আমরা যেন তোমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিয়া ঐ মনের সাহায্যে সাংসারিক সুখ ভোগে সমর্থ হই। ১

---

৫৬ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নির উপস্থান করিবে—

হে সোম।* তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত আমরা, তোমার প্রসাদে মনস্বী হইয়া প্রজা, পশু, সম্পত্তি প্রভৃতি বিবিধ সাংসারিক সুখ উপভোগ করি।। ১

---

৫৭ কণ্ডিকা।

অতপর সাকমেধাঙ্গ পিতৃয জ্ঞরই শেষাংশ ত্র্যম্বকযাগ† আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে হবন ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আখুৎকরে‡ হুতাবশষ্ট ক্ষেপণ করিবে—

হে রুদ্র।¶ এই পুরোডাশ ভাগটি তোমার, তুমি স্বীয় ভগিনী অম্বিকার* সহিত প্রীতি পূর্ব্বক ভোগ কর আমার এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ১

হে রুদ্র। এই পুরোডাশ ভাগটিও তোমারই এবং এই বিল মধ্য শায়ী মূষিকও তোমারই বক্ষণীয় পশু অতএব শেষ ভাগটি ইহাকেই প্রদত্ত হইতেছে। ২

---

৫৮ কণ্ডিকা।

পরে এই কণ্ডিকা এবং ইহার পর কণ্ডিকা যথাক্রমে পাঠ করিবে—

আমরা ত্র্যম্বক† রুদ্র দেবতার প্রসাদে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর উপভোগে সমর্থ হইতেছি আমাদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সম্পত্তি প্রার্থনীয় এবং আমাদিগের স্থিরমতি প্রার্থনীয়।। ১

---

* সোম শব্দে চন্দ্র চন্দ্রলোকেই পিতৃগণের বসতি অতএব শেষ মন্ত্রে চন্দ্রলোকেরও স্তব করা হইতেছে।

† —ইহাকেই রুদ্র যাগও বলা যায়।

‡ —ইঁদুরের গর্ত্ত মুখে যে মাটীর ঢিবি থাকে তাহাকেই আখুৎকর বলা যায়,

¶ —এস্থলে রুদ্র শব্দে মেঘ-গর্জ্জনের নিদান বিদ্যুদগ্নি-বিশেষ (দে০ দেখ)।

* —অম্বিকা শব্দের প্রকৃত অর্থ গমনশীলা অর্থাৎ জগৎ এই অম্বিকাকেই রুদ্রের ভগিনী স্বরূপে ব্যাখ্যা করা হইতেছে

† —তিনটি অম্বিকা নাম্নী ভগিনী যাঁহার, তাঁহাকেই ত্র্যম্বক বলা যায় ভুলোক অন্তরীক্ষ লোক ও দ্যুলোক এই লোকত্রয়ই গমনশীল সুতরাং অম্বিকা শব্দের বাচ্য, ইহারাই বিদ্যুদগ্নি বিশেষ-রুদ্র দেবতার ভগিনী স্থানীয়। অথবা অম্বক শব্দে নেত্র, লোকত্রয়ের নেত্রই যাহার প্রকাশে উৎকৃষ্ট হয় তাহাকেই ত্র্যম্বক=ত্রিনেত্র বলা যায়।

৫৯ কণ্ডিকা।

হে রুদ্র! তুমি স্বযং উৎকৃষ্ট ভেষজ*, আমাদেব পুত্র,পৌত্র, ভ্রাতাদি পরিজনের এবং গো, অশ্ব, মেষ, মেষী প্রভৃতি পশু-গণেব নিবাপদ জীবনেব জন্য স্বীয ভেষজ স্বরূপ প্রকাশ কব। ১

---

৬০ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্রদ্বযে যজমান ও যজমানপত্নী যথাক্রমে বাবত্রয় অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে—

আমবা—দিব্য যশঃ-সৌবভে পূর্ণ, ধন-ধান্যাদি পুষ্টিব বর্দ্ধযিতা ত্র্যম্বক দেবতাব অর্চ্চনা কবিতেছি, আমবা যেন তাঁহাব প্রসাদে উর্ব্বারুকেব ন্যায† জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে চিবমুক্ত হই। এবং সেই অমৃত হইতে যেন বঞ্চিত না হই।। ১

আমবা—দিব্য যশঃ-সৌবভে পূর্ণ, ধর্ম্মা-ধর্ম্মজ্ঞ এই ত্র্যম্বক দেষতাব অর্চ্চনা কবিতেছি; আমবা যেন তাঁহাব প্রসাদে এই প্রসিদ্ধ জন্ম মৃত্যু বন্ধন হইতে চির-মুক্ত হই। এবং এই পতি হইতে বিচ্ছিন্ন না হই।। ২

---

৬১ কণ্ডিকা।

ত্র্যম্বক যাগেব হুতাবশিষ্ট পুবোডাশাদি মূতিদ্বযে* গ্রহণ কবত বংশযষ্টিব উভযত: সংলগ্ন করিযা† স্বীয় স্কন্ধে লইযা কিঞ্চিদ্দূবে কোন উন্নত স্থাণু বা বৃক্ষ বা বংশ-দণ্ড অথবা বল্মীক-পিণ্ডোপবি (গাভী-গণ আঘ্রাণ কবিতে না পারে এরূপ ভাবে) এই মন্ত্র পাঠ করত স্থাপন কবিবে—

হে রুদ্র। এই হবিঃশেষগুলি তোমাব অবস‡ হইবে, ইহাবই সাহায্যে তুমি এই সুদীর্ঘ গন্তব্য পথ অতিক্রম করত স্বীয় বাসভূমি মূজবান্ নামক গিরিবর শিখরে¶ উপস্থিত হইতে পারিবা। তুমি সততই এখানে বিস্তৃত-ধনুষ্ক, তুমি স্বীয তেজে

*—বিদ্যুৎ যে কত উৎকৃষ্ট ভেষজ? তাহা ভেষজ-ব্যবসাযীবা বিশেষ অবগত আছেন।

†-যে সকল ফল অত্যন্ত পক্ক হইল বৃন্ত হইতে স্বযংই বিচ্ছিন্ন হইযা ভূ-পতিত হয, তাহাদিগকেই উর্ব্বারুক বলা যায়।

*—ধান্যাদি বহন কার্য্যেব উপযোগী তৃণাদি-নির্ম্মিত পাত্র বিশেষকে মূতি বলা যায অর্থাৎ ডালা বা ধুচুনী।

†—অর্থাৎ বাঁকে কবিযা।

‡—দূব পথ গমন কালে, পথিমধ্যে তড়াগাদি সমীপে উপবিষ্ট হইযা যে ওদনাদি ভক্ষ্য ভক্ষণ করা যায, তাহাকেই অবস বলা যায।

¶—যেহেতু ঐ পর্ব্বতেব উপরি উদিত মেঘে সর্ব্বদাই ইন্দ্র ধনু দেখা যায়, সেই জন্যই উহাই রুদ্রেব প্রধান বাসস্থান বলিযা বর্ণিত হইযাছে।

নাকলোক পর্য্যন্তও আচ্ছন্ন করিয়া গমনে সমর্থ সুতরাং তোমার অন্য কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক নাই। ১

ঐ মূর্তিদ্বয় পূর্ব্ব বিহিত প্রকারে উন্নত বৃক্ষাদির উপরি স্থাপনানন্তর বেদীর সমীপে প্রত্যাগত হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে উদক স্পর্শ করিবে—

হে রুদ্র! তুমি আমাদের চর্ম্মান্তর্ব্বর্ত্তীও হইতেছ*; আমাদের শারীরিক সমস্ত বিপদ অতিক্রম করত রক্ষণাভিপ্রায়ে কল্যাণ স্বরূপে স্বস্থানে বসতি কর। ২

---

৬২ কণ্ডিকা।

অনন্তর যজমানের মস্তকাদি মুণ্ডিত হইবে,—সেই সময়ে প্রথমত যজমান স্বয়ং এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

জমদগ্নি ঋষির যেরূপ ত্র্যায়ুষ* কশ্যপ ঋষির যেরূপ ত্র্যায়ুষ এবং দেবগণের যেরূপ ত্র্যায়ুষ আমাদিগেরও সেইরূপ ত্র্যায়ুষ হউক। ১

---

৬৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে লৌহ ক্ষুর গ্রহণ করিবে—

হে ক্ষুর! তোমার পিতা বজ্র কিন্তু তুমি শান্ত স্বভাব ইহা প্রসিদ্ধ; আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমি যেন আঘাত প্রাপ্ত না হই।। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে মুণ্ডন করিবে—

হে যজমান! তোমাকে মুণ্ডন করিতেছি তুমি এই ক্রিয়ার ফলে প্রচুর অন্ন, বিস্তৃত প্রজা, বহুতর ধনপুষ্টি, উৎকৃষ্ট প্রজনন-সামর্থ্য ও প্রসংশনীয় বল লাভ করিবা।২

*—সকলের শরীরেই চর্ম্মান্তর্ব্বর্ত্তী বিদ্যুৎ আছে, এই জন্যই রুদ্র দেবতাকে কৃত্তিবাস

*—ত্র্যায়ুষ শব্দে বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থাত্রয়ের আয়ুত্রয়।

(চাতুর্মাস্য সমাপ্ত)

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

[অগ্নিষ্টোম]

১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে যজ্ঞশালা প্রবেশ করিবে—

যে স্থলে সমস্ত দেবগণ প্রীতি উপভোগ করেন, সেই, এই, পৃথিবীস্থ দেবযজন-ভূমিতে সমুপাগত হইতেছি। এই দুস্তব জলধি প্রায অতি বিস্তৃত দেবযজন যেন আমরা (গদ্যময বাণী) যজুব সাহায্যে এবং (পদ্যময়) ঋক্ ও (গীতিময়) সাম সাহায্যে অনাযাসে সন্তবণক্ষম হইযা উৎকৃষ্ট অন্ন ও বহু পুষ্টি-সাধন অতুল ঐশ্বর্য্যলাভে পবিতৃপ্ত হইতে পাবি।। ১

অনন্তব যজমানের মস্তক-কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতিব মুণ্ডন হইবে। তৎপূর্ব্বেই এই দ্বিতীয মন্ত্রে ঐ কেশ মূল সকল ভালরূপে জল সিক্ত করিবে—

এই জল দেবতারা নিশ্চয আমার কল্যাণ-কব হউন। ২

তৃতীয় মন্ত্রে অচিরজাত কতকগুলি কুশা ছেদন করত শাণিত ক্ষুরের তৈক্ষ্ণ পরিক্ষা করিবে—

হে কুশাসকল! অ-তীক্ষ্ণধার (ভোঁতা) ক্ষুবের দ্বারা ক্ষৌবে যে কষ্ট হইতে পারে, তাহা হইতে ত্রাণ কর অর্থাৎ তোমাদের দ্বাবাই তাহা পরীক্ষিত হউক। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ক্ষৌর করিবে—

হে ক্ষুর! তুমি যেন ইঁহার রক্তপাৎ করিও না। ৪

---

২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে স্নান করিবে—

মাতৃবৎ জীবন বক্ষক, জল দেবতাবা আমাদিগকে শুদ্ধ করুন, আমরা ঘৃতে পরিপ্লুত হইযাছি, আমাদিগকে পবিত্র করুন, মস্তকোপরি দীয়মান বা বহমান এই জলধারার সহিতই আমাদের সমস্ত পাপ ভাসিযা যাউক্। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে জলাশয হইতে উথান করিবে—

এখন আমি অন্তর্ব্বহি: সর্ব্বত: পবিত্র, এই জল হইতে উথান করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ক্ষৌম* পরিধান করিবে—

হে ক্ষৌম। তুমি, কি দীক্ষণীয়†—কি উপসদ‡ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ, আমি এই স্নানে সুন্দর কান্তি লাভ করত, সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পরিধান করিতেছি। ৩

—•—

৩ কণ্ডিকা।

যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগে, কুশাসনে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম মন্ত্রে আপাদ মস্তকে অনুলোমক্রমে¶ নবনীত মর্দ্দন করিবে

হে গব্য নবনীত। তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ, আমাকে তেজ প্রদান কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে চক্ষুদ্বয়ে ত্রৈককুৎ* অঞ্জন (অলাভে অন্য অঞ্জন) ধারণ করিতে পারে—

হে অঞ্জন। তুমি বৃত্রের† কনীনক‡ স্বরূপ হইতেছ¶, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ সাধনে সমর্থ, আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ সাধন কর ২

---

৪ কণ্ডিকা

এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্রত্রয় পৃথক পৃথক সপ্ত সপ্ত বার পাঠ করত কুশ পবিত্র দ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে—

---

* শাণ বা অতসী বল্কলে প্রস্তুত কৃত বসনকে ক্ষৌম বলা যায়

†—দীক্ষা=প্রথম উপদেশ যথা সোম যাগের মধ্যে অগ্নিষ্টোম সোম যাগে যেরূপে সোমাহবনাদি করিতে হয় তাহা ইহাতেই উপদিষ্ট হওয়া আছে অতএব ইহাকে দীক্ষণীয় যজ্ঞ বলা যায়

‡ উপসদ=সমীপ-প্রাপ্ত যথা—বাজপেয়াদি অগ্নিষ্টোমে উপদিষ্ট হইলেই বাজপেয়াদিতেও অধিকার হয় ইহাতে তার সোমাহবনাদির উপদেশাপেক্ষা থাকে না এবং কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় মাত্র এই জন্যই ওপাও উপসদের নামান্তর যায় ওপ শব্দে নিয়ম।

¶—অনুলোম=লোমানুক্রম অর্থাৎ শরীরস্থ লোম সকলের গতির অনুযায়ী পাক দেব গতির বিরুদ্ধ নহে সুতরাং মস্তক হইতে আরম্ভ এবং ক্রমে পদাঙ্গুষ্ঠে সমাপ্ত ইহারই বিপরীতকে প্রতিলোম কহে যায়

*—ত্রিককুৎ নামক পর্ব্বত শ্রেণীতে সমুৎপন্ন অঞ্জনকে ত্রৈককুৎ বলা যায়। ত্রিককুৎকেই বোধ হয় এক্ষণে ইন্দ্রজা দ্র বা সাতপুর পাহাড় বলা যায়

† বৃত্র শব্দে সূর্য্য মণ্ডলের আবরক—মেঘ (বেদ০ দেখ

‡ চক্ষুর মধ্যস্থ কৃষ্ণবিন্দু

¶—ত্রিককুৎ পর্ব্বতের তিনটী শৃঙ্গ চূড়া আছে মেঘবৃন্দ গমনকালে প্রায়ই তাহাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে তাহাতেই এই অঞ্জন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণবর্ণ এবং এই পর্ব্বতে মেঘের স্থিতি নিরন্তর, এই জন্যই মেঘের কনীনক বলিয়া বর্ণিত হইল। অপরঞ্চ ইহা বৈদ্য শাস্ত্রে চক্ষুরোগের প্রধান ঔষধি

চিৎপতে।* ছিদ্রশূন্য বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে পবিত্রাত্মার পরিরক্ষক দেবতা। আমি পবিত্র দ্বারা পূত হইলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ কর, আমি যে কামনায় পবিত্র হইতেছি, তোমার প্রসাদে তাহাতে যেন সমর্থ হই। ১

বাক্পতে।† ছিদ্রশূন্য বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে পবিত্রাত্মার পরিরক্ষক ইত্যাদি। ২

সবিতঃ।‡ ছিদ্রশূন্য বায়ু ও স্বীয় রশ্মির দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। হে পবিত্রাত্মার পরিরক্ষক ইত্যাদি। ৩

---

৫ কণ্ডিকা।

অনন্তর অধ্বর্য্যু, যজমানকে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন—

হে দেবগণ। এই প্রবৃত্ত যজ্ঞে তোমাদিগের নিকটে বর্ণনীয় ফল প্রার্থনা করি দেবগণ। এই যজ্ঞ সম্বন্ধে বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য অদ্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ১

---

* – চিৎপতি = চিত্তের অধিষ্ঠাতৃদেবতা।

† – বাক্পতি = বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা।

‡ – সবিতা = সর্ব্বান্তর্যামী দেবতা।

৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্র-চতুষ্টয়ে একৈকক্রমে এককালে হস্তদ্বয়েরই কনিষ্ঠিকা প্রভৃতি চারিটি অঙ্গুলি সঙ্কুচিত করিবে সুতরাং চতুর্থমন্ত্রে উভয় হস্তে মুষ্টি সম্পন্ন হইবে—

আমি মনের সহিত এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি (অর্থাৎ আমার এই প্রবৃত্তি বাহ্যিক নহে) ১

আমি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতেই যজ্ঞ লাভ করিয়াছি। ২

আমি এই দ্যুলোক ও ভূলোক হইতেই যজ্ঞ লাভ করিয়াছি। ৩

আমি এই প্রবহমান বায়ু হইতেই যজ্ঞ লাভ করিয়াছি, এক্ষণে অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলাম—ইহা সুসিদ্ধ হউক। ৪

---

৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাস্থ অন্নগ্রহণ করত তদ্দ্বারা পঞ্চ মন্ত্রে ও পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রেকে—এই ছয়টি মন্ত্রে স্থালী হইতে স্রুব দ্বারা ছয়টি ঔদ্গ্রহণ* আহুতি প্রদান করিবে—

আকূতি† ও প্রবৃত্তির প্রেরক যে অগ্নি,

---

* – গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ সূচনকে ঔদ্গ্রহণ বলা যায়।

† – করিব করিব এইরূপ ধারাবাহিনী প্রবল ইচ্ছাকে আকূতি বলা যায়।

তাঁহার উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ১

মেধা ও মনের প্রবর্ত্তক যে অগ্নি, তাঁহার উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ২

দীক্ষা ও তপশ্চর্য্যার* প্রবর্ত্তক যে অগ্নি, তাঁহার উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ৩

সরস্বতী† ও পুষ্টিরক্ষ‡ সাধন যে অগ্নি, তাঁহার উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ৪

বিশ্ব সংসারের কল্যাণকর, দ্যোতমান, প্রভূত জলরাশির এবং দ্যাবা পৃথিবীর ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষের অপিচ বৃহস্পতি+ দেবতার উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ৫

---

*—দীক্ষা—যজ্ঞীয় প্রথমোপদেশ গ্রহণ, তপশ্চর্য্যা—গৃহীত আরব্ধ যজ্ঞীয় নিয়মাদি প্রতিপালন।

†—মন্ত্রোচ্চারণ শক্তি।

‡—পুষ্টি=পোষণ, উচ্চারিত মন্ত্রাদির যথাভাব ব্যবহারতঃ রক্ষণ।

+—এই বৃহৎ সৌর জগতের পালয়িতা সূর্য্যকে বৃহস্পতি বলা যায় (দে০ দেখ।

৮ কণ্ডিকা।

কি, ধনের জন্য—কি, বলের জন্য—কি, পুষ্টির জন্য—সমস্ত ইষ্ট সাধনের জন্যই, এই সমস্ত মানবমণ্ডলি যে সর্ব্বনিয়ন্তৃ-দেবতার সখ্য প্রার্থনা করে*, তাঁহারই উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ১

---

৯ কণ্ডিকা।

যজমান ও যজমানপত্নীর উপবেশনার্থ যে কৃষ্ণাজিনদ্বয় পাতিত হইবে তাহারই সন্ধিভাগ স্পর্শ করত যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে কৃষ্ণাজিনদ্বয়! তোমরা ঋক্ ও সামের দ্বারা প্রণীত শিল্পস্বরূপ† হইতেছ, তোমাদিগকে স্পর্শ করি, যে পর্য্যন্ত যজ্ঞের শেষ ঋক্ পঠিত না হয় তাবৎ আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। তোমরা যে হেতু

---

*—তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

†—কৃষ্ণ যজুতে (৬, ১, ৩) এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে। যথা—'দেবগণ ঋক্ ও সামকে যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করিলে, ইহারা কৃষ্ণমৃগ রূপ ধারণ করিল সুতরাং এই কৃষ্ণমৃগের চর্ম্মে যে শুক্লবর্ণ দেখা যায় তাহাই ঋক্ বেদের রূপ ও যে কৃষ্ণবর্ণ দৃশ্য হয় তাহাই সামবেদের রূপ।

আধার স্বরূপ হইতেছ অতএব আমারও আধার হও। তোমাকে নমস্কার করি, এই যজ্ঞে আমার যেন কোনরূপ বাধা না হয়। ১

১০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে মেখলা* গ্রহণ করিবে—

হে মেখলে। তুমি আঙ্গিরস ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত† অন্ন-রস হইতেছ, তুমি ঊর্ণাতন্তুর ন্যায় সুকোমল, আমি তোমাকে ধারণ করি, তুমি আমাকে অন্ন রস প্রদান কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ মেখলার নীবি‡ বন্ধন করিবে—

হে মেখলে! তুমি সোমদেবতার প্রিয়তম, আমার নীবি হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে মস্তকে উষ্ণীশ ধারণ করিবে—

হে উষ্ণীশ। তুমি এই বহুব্যাপী যজ্ঞের কল্যাণ স্বরূপ হইতেছ, আমি যজমান অতএব আমারও কল্যাণ কর। ৩

ত্রিবলি বা পঞ্চবলি কৃষ্ণবিষাণ* এই চতুর্থ মন্ত্রে উত্তরীয় বসনের দশাতে বন্ধন করিবে†—

হে কৃষ্ণবিষাণ। আমাদের দেশের কৃষি সুশস্য কর। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঔডুম্বর‡ দণ্ড গ্রহণ করিবে—

হে বনস্পতি-সম্ভূত দণ্ড! তুমি উন্নত হও, যে পর্য্যন্ত এই যজ্ঞীয় শেষ ঋক্‌টি পঠিত না হয় তাবৎ আমাকে পাপ হইতে বিশেষরূপে রক্ষা কর। ৬

১১ কণ্ডিকা।

যজমান প্রথম মন্ত্র পাঠে ঋত্বিকগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান কার্য্যে আদিষ্ট করিবে—

হে ঋত্বিকগণ। এই দেখ যজ্ঞাগ্নি, এই

* —এই মেখলা, বিমিশ্র শণ ও মুঞ্জে, বেণীর ন্যায় ত্রিবৃত আকারে প্রস্তুত করিতে হয় এবং বস্ত্রের নিম্নে পরিহিত হয় (যেমন ঘুন্সি)।

† —এস্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে যথা—অঙ্গিরোবংশাবতংস ঋষিগণ স্বর্গে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে আহারার্থ আনীত অন্নরস ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে আপনারা সমভাগ লইয়া উদ্বৃত্ত ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন তাহা হইতেই এই শণ ও মুঞ্জের প্রথম উৎপত্তি।

‡ —দুই মুখ একত্র করিয়া গ্রন্থি বন্ধনকে নীবি বলা যায়।

* —কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গকে কৃষ্ণবিষাণ বলা যায়, ঐ শৃঙ্গে তিনটী বা পাঁচটী রেখা থাকিবে।

† —এই শৃঙ্গের দ্বারা কণ্ডূয়ন (চুলকান) প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

‡ যজ্ঞ ডুমুরের ডাল।

দেখ যজ্ঞীয় অন্যান্য উপকরণ অতঃপর ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে যজমান আচমন করিবেন—

আমি এই আরব্ধ অনুষ্ঠানের সুসিদ্ধির জন্য চিরসুখের নিদান, যজ্ঞ কার্য্যের উপযুক্ত তেজস্কর দৈবী বুদ্ধি প্রার্থনা করি। এতাদৃশ সর্ব্ব প্রশংসনীয় বুদ্ধি আমাদের বশীভূত হউক। ২

তৃতীয় মন্ত্রে সকলেই অ-মৃণ্ময় পাত্রে দুগ্ধ পান করিবে—

যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং মনের সহিত কার্য্যকর*, তাঁহারা এই অনুষ্ঠানে নিপুণতা প্রদর্শন করত আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমি তাঁহাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছি এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ৩

---

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত স্বীয় নাভিমণ্ডল স্পর্শ করিবে—

সুখসেব্য, জলবৎ তরল, পীত, দুগ্ধ দেবতা! আমাদের উদরে অবিলম্বে সুজীর্ণ হও। আমরা তোমার সেবনে অল্প বা অধিক সর্ব্ব প্রকার রোগেরই অলক্ষ্য হইয়া থাকি এবং ক্ষুৎপিপাসা-দোষ শূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে যজ্ঞকার্য্যের অভ্যুন্নতি সাধনে সমর্থ হই অতএব অমৃত জ্ঞানে পান করিয়া থাকি। ১

---

১৩ কণ্ডিকা।

প্রস্রাব করিবার পূর্ব্বে এই মন্ত্র পাঠ করত কৃষ্ণবিষাণ দ্বারা কতকগুলি ঘুটিং বা তৃণ গ্রহণ করিবে—

হে যজ্ঞপুরুষ! এই পৃথিবী তোমার যজ্ঞীয় শরীর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত মূত্রত্যাগ করিবে—

আমি মূত্র ত্যাগ করিতেছি, ইহা প্রজোৎপাদনের নিমিত্ত রেতঃ নহে অতএব হে দুগ্ধপান-জন্য বিকৃত জল! পাপরূপ তুমি আমার শরীর হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে সেই মূত্রোপরি ঐ গৃহীত লোষ্ট্র বা তৃণগুলি প্রক্ষেপ করিবে—

হে পৃথিবী-সম্ভব! এই পৃথিবীতেই মিশ্রিত হও। ৩

---

১৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠে বেদীর অধোভাগে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে শয়ন করিবে—

*—ইন্দ্রিয় সকল।

হে অগ্নে। তুমি ভালরূপে জাগ্রত থাক, আমরা কিঞ্চিৎকাল সুখে নিদ্রিত হই। নিদ্রিতাবস্থায় আমাদিগকে তুমি সতর্কতার সহিত রক্ষা কর। আরও প্রার্থনীয়—তোমার প্রসাদে পুনশ্চ যেন প্রবুদ্ধ হই (এই নিদ্রাই যেন মহানিদ্রা না হয়। ১

---

১৫ কণ্ডিকা।

প্রবুদ্ধ হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে

সেই মন আমাতে পুনরাগত হইল, সেই আয়ু পুনরাগত হইল, সেই প্রাণ পুনরাগত হইল, সেই আত্মা পুনরাগত হইল, সেই চক্ষু পুনরাগত হইল, সেই শ্রোত্র পুনরাগত হইল। যিনি সমস্ত শরীরের হিতসাধনে তৎপর যাঁহার বাধা দানে কেহই সমর্থ নহে, সেই শরীর রক্ষক (জাঠর) অগ্নি আমাদিগকে শারীরিক উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।১

---

১৬ কণ্ডিকা।

যজ্ঞেদীক্ষিত যজমান কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইলে বা যজ্ঞ বিরুদ্ধ ভাষণ করিলে, ক্রোধ শান্তির পরে সেই দোষ পরিহারের জন্য এই প্রথম মন্ত্র জপ করিবে—

হে অগ্নি দেবতা। এই মনুষ্যলোকে তুমিই* ব্রত-রক্ষক অতএব সমস্ত যজ্ঞে তুমিই বিশেষ স্তবনীয়। ১

অগ্নিতে হবনার্থ আনীত উপস্থিত সুবর্ণ খণ্ড স্পর্শ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে সোম। ধনদাতা সবিতা দেবতা আমাদিগকে এই ধন প্রদান করিয়াছেন তুমিও এই প্রকার প্রদান কর, বার বার প্রদান কর। ২

---

১৭ কণ্ডিকা।

যজ্ঞশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্রুবাস্থ ঘৃত জুহুতে চারিবার গ্রহণ করিয়া কুশা তৃণে সুবর্ণ খণ্ড বন্ধন করত এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষেপ করিবে—

হে শুভ্রবর্ণ অগ্নে। এই ঘৃতই তোমার শরীর স্বরূপ।† এবং এই হিরণ্য তোমার তেজ।‡ অতএব এই ঘৃতরূপ শরী

---

* যদি কোন দস্যু দল জানিতে পারে যে যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রকাশ্যরূপে সুবর্ণখণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা হইলে হঠাৎ উৎপাৎ উপস্থিত হইতে পারে এই জন্যই বোধ হয় সেই সময়ে দ্বারা ররোধ ব্যবস্থা হইয়াছে।

†—ঘৃতাহুতি দ্বারা বহ্নিশিখা প্রবৃদ্ধ হয় ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সুতরাং ঘৃতকে অগ্নির শরীর বলিয়া স্তব করা যায়।

‡—অগ্নিতেজ শব্দে হিরণ্য ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতি-সিদ্ধ ৩, ২, ৪, ৮।

বেব দ্বাবা এই হিবণ্যে মিলিত হওত ভ্রাজ* লাভ কব।১

পবে এই কণ্ডিকাব অবশিষ্টাংশ ও অগ্রিম কণ্ডিকাব আদ্যাংশ মিলিত, মন্ত্রেক পাঠে উহা অগ্নিতে হবন কবিবে—

বাক্য। তুমি অতিশয় বেগ গতি অথচ মনেব অধীন, এই যজ্ঞ কায্য সিদ্ধিব জন্য প্রীতি স্বরূপ—২

---

১৮ কণ্ডিকা।

—অব্যর্থ প্রযুক্ত তোমাব প্রকাশে আমি যেন শাবীব যন্ত্র সকলেব দার্ঢ্য লাভ কবি। এই আজ্য সুন্দব আহুত হউক। ১

এই মন্ত্রে সেই কুশতৃণে বদ্ধ জুহস্থ সুবর্ণ, জুহূ হইতে উদ্ধৃত কবিবে—

হে হিবণ্য। তুমি দীপ্যমান,তুমি আহ্লা দেব নিদান, তুমি অগ্নিদাহেও ক্ষযহীন, তুমি সমস্ত দেবগণেব প্রীতি কাবণ ২

---

১৯ কণ্ডিকা।

এই (ঊনবিংশ ও বিংশ) কণ্ডিকাদ্বযে সোমক্রযণী† মন্ত্রপূত কবিবে—

* —ভ্রাজ শব্দে প্রকৃষ্ট দীপ্তি সোম (বল্লী বা চন্দ্র) দেবতাকেও ভ্রাজ বলা যায় তৈঃ ৩,২,৪ ৯।

† যাহার বিনিময়ে সোমলতা ক্রীত হইবার উপক্রম হয়, সেই গাভীকে সোমক্রযণী বলা যায়।

হে বাক্রূপ* সোমক্রযণি। তুমি চিত্ত স্বরূপা,† তুমি মনঃস্বরূপা, তুমি বুদ্ধি-স্বরূপা। তুমি (যজ্ঞকার্য্যে প্রতিপদেই) দক্ষিণা। তুমি (জাতিতে) ক্ষত্রিযা‡। তুমি এই যজ্ঞেব প্রধান উপকবণ। তুমি অদীনা। তুমি দ্বিশীর্ষা¶। তুমি আমাদেব

* —এই গাভী বাস্তবিক সোমের মূল্য নহে—ইহা মূল্যের প্রাতভূমাত্র সুতবাং ইহ ব সোম-ক্রযণীত্ব বাক্যমাত্রেই পর্য বসন্ন অতএব ইহাকে বাক্যদৈবত বা বাক্রূপ অথবা বাঙ মাত্র বলা যায়।

† —অন্তঃকবণ তিন প্রকাব চিত্ত,মন ও বুদ্ধি। এস্থলে ঐ বৃত্তিত্রযরূপে সেই সোমক্রযণী গাভীব স্তুতি হইতেছে। কোন একটি পদার্থ দেখিযা সর্ব্ব প্রথমেই একটা কিছু দেখিলাম—এইরূপ যে চৈতন্য=জ্ঞান,তাহাই চিত্তেব কার্য্য তাহাব অব্যহিত ক্ষণেই ইহা এই হইতে পাবে এই সঙ্কল্প জ্ঞানটি মনেব কার্য্য, পবক্ষণেই ইহা এই বটে এই নিশ্চয জ্ঞানটি বুদ্ধিব কার্য্য। যেরূপ হস্ত পাদাদি দশটী কবণ দ্বারা বস্তুব বাহ্যিক গ্রহণ সম্পন্ন হয, সেইরূপ এই তিনটিব দ্বাবা অন্তবে গ্রহণ সম্পন্ন হইযা থাকে এই জন্যই ইহাদিগকে অন্তঃকবণ বলা যায়

‡ শ্রুতিতে উক্ত হইযাছে যে ইন্দ্র, বরুণ সোম এবং রুদ্র এই চাবি দেবতা ক্ষত্রিয (মাধ্যং বৃহং ১,২ ১৩ ও কাণ্বং বৃহং ১,৪,১১) সোম শব্দে চন্দ্র এবং সোমলতা, বেদে সোমলতা ও সোম (চন্দ্র) দেবতা একাত্মরূপেই সর্ব্বত্র স্তুত হইযা থাকেন সোমলতা বা চন্দ্রলতা সোম বা চন্দ্র উভযই ক্ষত্রিয। এস্থলে তদ্বিনিমযে প্রতিভূরূপে প্রদেয গাভীটিও সেই অনুসারে ক্ষত্রিযা।

¶ —দ্বিশীর্ষ শব্দে সংবৎসর-সাধ্য জ্যোতিষ্টো-মাদি সোম-যাগ এই যাগ সকল দুইভাগে

এই যজ্ঞে ক্রমে প্রাঙ্‌মুখী ও প্রত্যঙ্‌মুখী হও*। এই যজ্ঞের ইষ্টদেবতা ইন্দ্র, তাঁহারই প্রীতিব জন্য তোমাকে উপস্থিত করা হইযাছে অতএব মিত্র দেবতা তোমাব দক্ষিণ পাদ বন্ধন করুন† এবং পূষা‡ দেবতা তোমাকে গন্তব্য পথে বক্ষা করুন¶। ১

২০ কণ্ডিকা।

আমবা তোমাকে সোমাহরণে প্রবৃত্ত করিতেছি, এই মহৎকার্য্যে তোমাব মাতা তোমাকে অনুমতি দান করুন, তোমাব পিতা তোমাকে অনুমতি দান করুন, তোমাব সহোদর ভ্রাতা তোমাকে অনুমতি দান করুন, তোমার সযূথ্য* বন্ধুগণ তোমাকে অনুমতি দান করুন। হে দেবি! তুমি ইন্দ্রের প্রীতি সাধন উদ্দেশে সোমলতা দেবতাকে লাভ করিবাব জন্য গমন কব, রুদ্র দেবতা তোমাকে প্রবৃত্ত করুন, তুমি সোমসখা হইযা† পুনবাগমন কর।১

২১ কণ্ডিকা।

সোমক্রযণী উত্তরদিকে চালিত করিবে এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন কবত এই মন্ত্র পাঠে স্তুতি করিবে—

হে সোমক্রযণি। তুমি বসুদেবতাব শক্তি স্বরূপা, তুমি অদিতি, তুমি রুদ্রশক্তি, তুমি আদিত্য শক্তি, তুমি চন্দ্র শক্তি; বৃহস্পতি দেবতা তোমাকে সুখের জন্য বমণ করুন, রুদ্রদেবতাও বসুগণের সহিত একত্র হইযা তোমাকে উপভোগ করুন। ১

২২ কণ্ডিকা।

সোমক্রযণীব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষট্‌পদ গমনানন্তব সপ্তম পদ ভূমিতে ...

বিভক্ত। প্রথম ষণ্মাস-সাধ্য আদি ভাগকে 'প্রাযণীয' এবং দ্বিতীয ষণ্মাস-সাধ্য শেষ ভাগকে 'উদযনীয' বলা যায—এই প্রাযণীয ও উদযনীয কালদ্বযই এতাদৃশ যজ্ঞের প্রধান আদরণীয অতএব ইহা শীর্ষ—মস্তক বলিযা স্তুত হইযা থাকে, এই জন্যই ঈদৃশ যাগকে দ্বিশীর্ষ বলা যায এস্থলে সোমক্রযণী গাভীকে দ্বিশীর্ষ বলায যজ্ঞ স্বরূপে স্তুতি সম্পন্ন হইল।

\- প্রথমত সোম-ক্রেতাব প্রতি প্রাঙ্‌মুখী, পরে যজ্ঞীয অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণেব প্রতি প্রত্যঙ্‌মুখী।

† - বৈদিককালে, গাভীব গলদেশে বন্ধনরজ্জু দিবার রীতি ছিল না।

‡ - সূর্য্য। ¶ - অর্থাৎ আলোক প্রদান করুন।

* —অর্থাৎ যে পালের মধ্যে তুমি সর্ব্বদা অব স্থিতি কর, সেই পালের (এক এক পাল গাভি একত্র সঞ্চরণাদি করে, ইহা বোধ হয কাহাব অবিদিত নহে। † —অর্থাৎ সোম লইযা।

হইবে এবং তথায় ঐ সোমক্রয়ণীর খুর-চিহ্নে কিঞ্চিৎ হিরণ্য-খণ্ড স্থাপন করত তদুপরি এই প্রথম মন্ত্রে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে—

অদিতি পৃথিবীর মস্তক স্বরূপ এই দেব যজন* ভূমিতে আমি এই ঘৃত ক্ষরণ করিতেছি—এই সোমক্রয়ণীর পদ-চিহ্ন ঘৃত সিক্ত করিতেছি।১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত স্ফ্য দ্বারা বারত্রয় পরিলিখন† করিবে—

হে সোমক্রয়ণীর পদ-চিহ্ন। তুমি আমা দিগতে রমণ কর।২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ পরিলিখিত মৃৎপিণ্ড স্থালীতে গ্রহণ করিবে—

হে সোমক্রয়ণীর পদচিহ্ন। আমরা তোমার বন্ধু।৩

চতুর্থ মন্ত্রে উহা যজমানকে প্রদান করিবে—

হে যজমান। এই তোমার ঐশ্বর্য্য। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে উহা যজমান গ্রহণ করিবে—

অবশ্য ইহা আমার ঐশ্বর্য্য। ৫

*—যে ভূমিতে দেবগণের যজন=পূজন=প্রীতি-সাধন, হইয়া থাকে তাহাকেই দেবযজন বলা যায় অর্থাৎ যজ্ঞমণ্ডপ।

†—মৃদন্তঃ-প্রবিষ্ট বর্ত্তুল, ত্রিকোণ বা চতুরস্রাদি প্রকারে খননোপযোগী চিহ্ন করণ।

ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত অধ্বর্য্যু স্বীয় হৃদয় স্পর্শ করিবে—

আমরা (ঋত্বিক্‌গণ) যেন এই ঐশ্বর্য্য-ভোগে বঞ্চিত না হই। ৬

পরে ঐ মৃৎপিণ্ড যজমান পত্নীকে প্রদত্ত হইবে এবং সেই সময়ে নেতা* এই সপ্তম মন্ত্র ঐ পত্নীকে পাঠ করাইবে—

কুলবধূতে (আমাতে) এই ঐশ্বর্য্য চির-স্থিত হউক। ৭

---

২৩ কণ্ডিকা।

অনন্তর সোমক্রয়ণীর দৃষ্টির সহিত যজমান পত্নীর দৃষ্টি যোগ করাইয়া অর্থাৎ উহারা পরস্পরাবলোকন করিতে থাকিলে সেই সময়ে যজমান-পত্নীকে এই আশী-র্মন্ত্র পাঠ করাইবে—

হে সোমক্রয়ণি। তুমি যজ্ঞীয় প্রধান দক্ষিণা, বিশালনেত্রা তুমি প্রদীপ্ত বুদ্ধিতে সুস্পষ্ট রূপে আমাকে (পত্নীকে) দেখিতেছ। তুমি আমার আয়ু নষ্ট করিও না, আমিও তোমার আয়ু নষ্ট করিব না,——হে দেবি। আমি তোমার এই

*—নেতা=উন্নেতা, অধ্বর্য্যুর সহকারী জনৈক ঋত্বিক্‌।

সম্যক্ দর্শনের ফলে যেন বীর পুত্র লাভ করি। ১

২৪ কণ্ডিকা।

যজমান, অধ্বর্য্যুকে লক্ষ্য করিয়া এই চারিটি মন্ত্র পাঠ করত ক্রীত সোমগুলি চারিভাগ করিবে—

হে অধ্বর্য্যো। তুমি এই সোম দেবতাকে আমার এই নিবেদন অবগত করাও। (যথা—) 'হে সোম। তোমার এই ভাগ গায়ত্রী ছন্দে* ব্যবহৃত হইবে। ১

হে অধ্বর্য্যো। তুমি এই সোম দেবতাকে আমার এই নিবেদন অবগত করাও। (যথা—)'হে সোম। তোমার এই ভাগ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে† ব্যবহৃত হইবে।২

হে অধ্বর্য্যো। তুমি এই সোম দেবতাকে আমার এই নিবেদন অবগত করাও। (যথা—) 'হে সোম। তোমার এই ভাগ জগতী ছন্দে‡ ব্যবহৃত হইবে।৩

হে অধ্বর্য্যো। তুমি এই সোম দেবতাকে আমার এই নিবেদন অবগত করাও। (যথা—) হে সোম! তুমি উষ্ণিক্ প্রভৃতি সমস্ত ছন্দোবর্গের সাম্রাজ্য লাভ কর*।৪

পূর্ব্বমুখ উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্রে ঐ সোম আলভন করিবে—

হে ক্রীত-সোম। এক্ষণে তুমি আমাদিগের, এই দৃশ্যমান শুক্র প্রভৃতি তোমার গ্রহ†,যে সকল মহাত্মারা ত্বদীয় সারাসার বুঝিতে সমর্থ তাঁহারা অদ্য তোমাকে ইহাতে চয়ন‡ করুন।৫

২৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র দশবার পাঠ করিতে২ মস্তকের উষ্ণীষ দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ¶ করিয়া, তাহাতেই সোমবল্লীগুলি গ্রহণ করিবে—

*—অর্থাৎ অগ্নিদেবতার হব্য হইবে। সাম বেদীয় দৈবত ব্রাহ্মণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রগুলি প্রায়শ অগ্নির জন্যই।

†—অর্থাৎ ইন্দ্র দেবতার হব্য হইবে। সা০ দৈ০ ব্রা০ দেখ।

‡—অর্থাৎ বিশ্বেদেবা দেবতাদিগের হব্য হইবে, সা০ দৈ০ ব্রা০ দেখ।

*—অর্থাৎ উষ্ণিক্ ছন্দে আরাধ্য সবিতৃ দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দে আরাধ্য সোম দেবতা, বৃহতীচ্ছন্দে আরাধ্য বৃহস্পতি দেবতা, বিরাট্-ছন্দে আরাধ্য মিত্রাবরুণ দেবতার হব্য হইবে। সা০ দৈ০ ব্রা০ দেখ।

†—গ্রহ শব্দে সোম রসের আধার পাত্র। ঐ পাত্রগুলির নাম—শুক্র, ঐন্দ্রবায়ব, অগ্নিষোমীয় ইত্যাদি।

‡—অর্থাৎ কোন্ বল্লীটী স-সার কোন্টী অ-সার পরীক্ষা করত বাছাই করিয়া গ্রহ গুলিতে রক্ষা করুন।

¶—রজ্জুর ন্যায় পাক দিয়া লইবে।

যে দেবতায় তেজঃপুঞ্জ দ্যাব্যা পৃথিবীব ধ্যে সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান, যিনি ক্রান্ত-র্ম্মা, যিনি অ-প্রতিহত-ক্রিয়, যিনি বমণীয় ন-দাতা, যিনি সমস্ত চরাচবেব প্রিয়তম, যনি অনুপম কল্পনা শক্তি সম্পন্ন কবি, াঁহার অপরিমেয় দীপ্তি সকলের উপরেই বরাজিত রহিযাছে, নভোমণ্ডলেও এই অনন্ত নক্ষত্র মণ্ডল যাঁহার দীপ্তিতে দীপ্তি ান্, যিনি কৃপাবশে স্বর্গ নির্ম্মাণে সিদ্ধ-সঙ্কল্প, হিবণ্যপাণি,—সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতাকে অর্চ্চনা করি।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ উষ্ণীষেব মুখদ্বয় মিলন কবত ঐ গাঁইট বন্ধন কবিবে—

হে সোম! প্রজাবা তোমাকে দেখিযা সুখী হইবে এইজন্য তোমাকে বন্ধন কবিযা লইযা যাইতেছি।২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ গাঁইটেব মধ্যে অঙ্গুলী দান পূর্ব্বক বিবব* কবিবে—

হে সোম! প্রজাগণযেন তোমাকে জীবিত প্রাপ্ত হয় এবং তুমিও যেন তাহাদিগকে জীবিত প্রাপ্ত হও।৩

— —

*—বিবর করিবে অর্থাৎ দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিবে, অন্যথা বায়ু-প্রবেশাভাবে শুষ্ক হইযা নষ্ট হইতে পারে।

২৬ কণ্ডিকা।

যাবৎ পবিমিত সুবর্ণে সোম ক্রয় করা স্থির হইয়াছে সেই সোম মূল্য সুবর্ণ-খণ্ড সোমপুঞ্জে স্পর্শ করাইয়া প্রথম মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে সোম! তুমি দীপ্ত, তোমাকে এই দীপ্ত সুবর্ণ খণ্ডের বিনিময়ে ক্রয় করি-তেছি, হে সোম! তুমি আহ্লাদকব পদার্থ, তোমাকে এই আহ্লাদকব সুবর্ণ খণ্ডেব বিনিমযে ক্রয করিতেছি, হে সোম! তুমি অমৃত, তোমাকে এই অমৃত সুবর্ণ খণ্ডেব বিনিমযে ক্রয করি-তেছি।১

দ্বিতীয মন্ত্রে এই সুবর্ণখণ্ড, সোমবিক্রে-তাব হস্তে প্রদান কবত তাহাকে কম্পমান* করিবে—

হে সোম-বিক্রেতঃ! তোমাকে সোমেব মূল্য এই সুবর্ণ খণ্ড প্রদত্ত হইতেছে, পূর্ব্ব-দত্ত মূল্য প্রতিভূ গাভীটি প্রতিপ্রদান কব।২

তৃতীয মন্ত্রে সোমবিক্রেতাকে পুনশ্চ সোম মূল্য-প্রতিভূ একটি গাভী প্রদান করত সম্প্রতি দত্ত সুবর্ণখণ্ড পুনবাদান করিবে—

*—হস্তে সুবর্ণ গ্রহণ করিলেই দস্যুভয উপ-স্থিত হয সুতবাং কম্পন-সম্ভাবনা অথবা অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিতেও হর্ষে কম্পন সম্ভব।

হে সোমবিক্রেতঃ! তোমাকে সোমের মূল্য-প্রতিভূ এই গাভীটিই পুনঃ প্রদত্ত হইল, ইতি পূর্ব্বে দিয়াছি যে সুবর্ণ খণ্ড তাহা প্রতিপ্রদান কর।৩

চতুর্থ মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ পাঠ করত পশ্চিমাভিমুখ অজার* সহিত সম্ভাষণ করিবে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ পাঠে ক্রেয়ঃ সোমকে উত্তেজিত করিবে—

হে অজে। তুমি প্রজাপতির শরীর।† এবং প্রজাপতির রূপ‡ হইতেছ সুতরাং অতিশয় স্তবনীয়। হে সোম। এই উৎকৃষ্ট পশুর বিনিময়ে তোমাকে ক্রয় করিতেছি, তোমার প্রসাদে যেন বহুতর পোষ্য পোষণ করিতে সমর্থ হই। ৪

---

২৭ কণ্ডিকা।

বাম হস্তে সোম-বিক্রেতাকে অজা প্রদান করত প্রথম মন্ত্র পাঠে দক্ষিণ হস্তে সোম গ্রহণ করিবে—

হে সোম। তুমি বন্ধুরূপে¶ আমাদিগের নিকটে আগমন কর, সাধুমিত্রবর্গের পালয়িতা হও।১

অনন্তর যজমানের দক্ষিণ উরুতে বস্ত্র আস্তৃত করত তদুপরি দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই সোম স্থাপন করিবে—

হে সোম। তুমি এই ইন্দ্র* পুরুষের (যজমানের) দক্ষিণ উরু আশ্রয় কর, এই উরু তোমায় ইচ্ছা করে—তুমিও ইহাকে ইচ্ছা কর সুতরাং এই সম্বন্ধ অবশ্য তোমাদের পরস্পর সুখের জন্য হইবে। ২

সেই সোমবিক্রয়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে স্বানাদি¶ সোমরক্ষক সপ্তদেবতা।† তোমরা আমাদিগকে এবং সোমক্রয়ার্থ উপস্থাপিত এই হিরণ্যাদি বস্তু-চয়কে রক্ষা কর, যেন কোন শত্রু-কর্ত্তৃক আমরা বিনষ্ট না হই। এবং এই গুলিও যেন অপহৃত না হয়। ৩

---

*—অজা=ছাগ।

†—'প্রজাপতির তপঃপ্রভাবে এই অজা-শরীর উৎপন্ন হইয়াছে' ৩৩৩,৮।

‡—'প্রজাপতি ত্রিগুণ সুতরাং ত্রিরূপী এবং অজাও বর্ষে বারত্রয় প্রসব করে, এই সাদৃশ্যে অজাকে প্রজাপতির রূপ বলা যায়' ৩৩,৩,৮।

¶—সোমকে বন্ধন-দশাপন্ন রাখায় যদি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন সেই ক্রোধের উপশম করণার্থ বন্ধু বলিয়া স্তব করা হইতেছে।

*—দেবগণ সোমবল্লী ক্রয় করিয়া ইন্দ্রের দক্ষিণ উরুতে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্র যজমান ছিলেন, এইজন্য যজমান মাত্রকেই ইন্দ্র বলা যায়, (তৈত্তিরি)। বস্তুত ইন্দ্র=ঐশ্বর্য্যবান্ সুতরাং যজমান ইন্দ্র।

¶—স্বান, ভ্রাজ, অঙ্ঘারি, বম্ভারি, হস্ত, সুহস্ত ও কৃশানু।

২৮ কণ্ডিকা।

গৃহীত-সোম যজমান উপবিষ্ট থাকিযাই এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ পাঠ করণানন্তর উত্থান করত অপরার্দ্ধ পাঠ করিবে;—।

হে অগ্নে। আমাকে অসদ্ব্যবহার হইতে রক্ষা কর। সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত কর। (উত্থান) সোমাদি দেবগণকে লক্ষ্য করিয়া আমি উত্থান করিলাম, এই কর্ম্মফলে যেন উৎকৃষ্ট আয়ু লাভ করি। এবং সেই আয়ু চিরদিন যেন শুভকার্য্যে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হই! ১

২৯ কণ্ডিকা।

ঐ সোমের গাঁইট মস্তকে লইয়া, হস্তদ্বয় গাত্র বস্ত্রের মধ্যে বা পৃষ্ঠভাগে প্রচ্ছন্ন করত এই মন্ত্রে শকটকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিবে—

আমরা অদ্য কল্যাণকর পাপশূন্য সেই পথ অবলম্বন করিতেছি, যে পথে চৌরাদির উৎপাৎ নাই এবং যে পথে গমনে অবশ্যই ইষ্ট লাভ হইবে। ১

৩০ কণ্ডিকা।

ঐ শকটের উপরি প্রথম মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন পাতিবে—

হে কৃষ্ণাজিন! তুমি অদিতির ত্বক্ স্বরূপ হইতেছ।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উহারই উপরি সেই সোমের গাঁইট রক্ষা করিবে—

হে সোম। তুমি এই অদিতিকে আশ্রয় কর।২

অনন্তর সেই সোম স্পর্শ করত তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

বৃষভ* দেবতা দ্যুলোককে স্তম্ভিত করুন—এ সময়ে যেন কোনরূপ বৃষ্টিপাতাদি উৎপাৎ উপস্থিত না হয়। এবং অন্তরীক্ষও স্তম্ভিত করুন—এ সময়ে ঝটিকাদি কোন উৎপাৎ যেন উপস্থিত না হয়। অপর, পৃথিবীর বিস্তৃততাও পরিমিত করুন অর্থাৎ চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টিতৈক্ষ্ণ বিধান করুন—কোন দিক্ হইতেই যেন কোনরূপ শত্রু আক্রমন করিতে না পারে। সমস্ত ভুবন এ সময়ে শান্তভাব অবলম্বন করুক। সম্রাট্ অবগত হউন যে, এই সমস্ত ক্রিয়াই বরুণ† দেবতার সন্তোষার্থ অনুষ্ঠিত হইতেছে।৩

* — বর্ষণকারী দেবতাকে বৃষভ বলা যায় অর্থাৎ বৃষ্টি প্রভৃতির কারণ তেজ।

† — বরুণ=আবরক। এখানে দুঃখের আবরণকারী, তদীয় বিশেষ পরিচয় অগ্রিম মন্ত্রে।

৩১ কণ্ডিকা।

সেই উষ্ণীশ বস্ত্রের শেষ ভাগ কৃষ্ণাজিনের সহিত দৃঢ় বদ্ধ করত এই স্তুতি মন্ত্র পাঠ করিবে—

যে বরুণ দেবতা জলরাশি=সমুদ্র গর্ভে ও অন্তরীক্ষ বিস্তার রাখিযাছেন, পুরুষজাতিতে বীর্য্য স্থাপন করিযাছেন, স্ত্রীজাতির বক্ষে দুগ্ধের সঞ্চার করিযাছেন, প্রাণী মাত্রেরই হৃদযে সঙ্কল্প উত্থাপিত করিযা থাকেন, জীবমাত্রেরই উদরে জাঠরাগ্নি উদ্দীপিত রাখিযাছেন, দ্যুলোকে সূর্য্যের সংস্থান করিযাছেন, তিনিই অদ্রি শিখরে পাষাণ সন্ধিতে সোমবল্লীর উৎপত্তি নিযম করিযাছেন, তিনিই আমাদের নমস্য, তাঁহাকেই নমস্কার। ১

৩২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে অশ্বযুক্ত শকটের উপরি সম্মুখ ভাগে সেই কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত উষ্ণীশবস্ত্রে দৃঢ়বদ্ধ সোমগুলি ভালরূপে স্থাপন করিবে—

হে সোমোদর* কৃষ্ণাজিন। সূর্য্য ও অগ্নির দৃষ্টি পথ গমন কর†, যাহাতে তাঁহাদের আলোকে* প্রদীপ্ত হইযা এই অশ্বগণের দ্বারা বাহিত হইতে পার। ১

৩৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে সোমবাহী দ্বিতীয়† শকটে বৃষভদ্বয যোজনা করিবে—

হে বৃষভদ্বয। তোমরা শকটের ধুরা বহনে সমর্থ, তোমরা শকট-বহনে ক্লেশ বোধে অশ্রুপাৎ কর না, তোমরা শৃঙ্গ দ্বারা কাহাকেউ পীড়ন কর না (গুঁতাও না) এবং তোমাদিগকে এই শকটে যুক্ত দেখিযা ঋত্বিকৃগণ আশ্বস্ত হওত স্বীয় স্বীয় কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইযা থাকেন অতএব তোমরা আগমন করত সানন্দে এই শকটে যুক্ত হও, এবং

*-অর্থাৎ যাহার উদরে=মধ্যে সোম রহিয়াছে।

†-অর্থাৎ রাজমার্গে গমন কর, অন্ধকারাবৃত সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথে গমন করিও না, কারণ, তাদৃশ পথে দস্যুভয সম্ভব। তিত্তিরি বলেন—'যে পথে সূর্য্যের এবং অগ্নির আলোক আছে, সে পথে দস্যুদলের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত অল্প।

*-দিবসে সূর্য্যালোকে এবং রাত্রে অগ্নির আলোকে।

†—যদিও মূলে 'দ্বিতীয' পদের উল্লেখ নাই কিন্তু ইতিপূর্ব্বের মন্ত্রেই অশ্বদ্বযের উল্লেখ রহিযাছে পুনশ্চ এস্থলে এই মন্ত্রে বৃষভদ্বযের উল্লেখ হইতেছে সুতরাং শকটদ্বয়ই সম্পন্ন হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ পরেই (২১কণ্ডিকায) শকটদ্বযের স্পষ্ট উল্লেখও পাওয়া যাইবে।

নিরাপদে যজমানের যাজ্ঞীয় গৃহ সকলে উপস্থিত হও। ১

---

৩৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত যজমান ঐ শকট চালনা করিবে— *

হে সোম! তুমি আমার বন্ধ্যাংকর হইতেছ অতএব হে ভুবস্পতে! আমার যজ্ঞমণ্ডপা পত্নীশালা প্রভৃতি সমস্ত গৃহেই তোমাকে গমন করিতে হইবে। তোমাকে আমি লইয়া যাইতেছি,ইহা এই পরিমধ্যে চোরেরা যেন অবগত না পায়। দস্যুরা যেন অবগত না হয়। ছি দ্রুজনেরা যেন অবগত না হয়। ভুজ্জন খলেরাও যেন অবগত না হয়। অপ্রতিহত বল তুমি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতবেগে, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হও, সে স্থলে আমার এবং তোমার স্থান সুসংস্কৃত রহিয়াছে। ১

[সোমক্রয়ণী সমাপ্ত]

---

৩৫ কণ্ডিকা।

(সোমাগমন)

প্রাতপ্রস্থাতা প্রাচীনবংশ যজ্ঞশালার সম্মুখেই যে স্থলে উত্তরবেদী প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই স্থলে কৃষ্ণসারঙ্গ বা (তদভাবে) লোহিত সারঙ্গ একটি মৃগ লইয়া সোমাগমনের প্রতীক্ষা করিবে এবং সোমবাহী শকটদ্বয় তথায় উপস্থিত হইলেই সেই মৃগ আলম্ভন করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

এই দৃশ্যাদৃশ্য চরাচরের একমাত্র মিত্র এবং সমস্ত ঋত্বিদের আবরণকারী দেবতার সমক্ষে, এই তেজোময় দেবতার উদ্দেশে এই নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলাম ঋত্বিকগণ! তোমরা ইহাকে সাদর পূজা বলিয়া অঙ্গীকার কর, এবং যে দেবতা দূর হইতে দেখিতেছেন ও দেখা দিতেছেন যাহার প্রভায় সমস্ত দেবতা প্রভাশালী বিজ্ঞানবীজ, দ্যুলোকের অধিপতি সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ সেই এই দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য শস্ত্র মন্ত্র সকল পাঠ কর। ১

---

*—যজ্ঞশালা দুই অংশে বিভক্ত—প্রাচীনবংশ ও উদগ্বংশ, উদগ্বংশ এখন সু নির্ম্মিত হয় নাই উহা উত্তরবেদী নির্ম্মাণের পরে নির্ম্মিত হইবে

●—এস্থলে আলম্ভন=বধ। এই মৃগবলিটি সোমাগমনের আহ্লাদ সূচক, ইদানীন্তন আহ্লাদ কার্য্যে বা সম্মান রক্ষণার্থ ইহার পরিবর্ত্তেই শতঘ্নী (তোপ)-ধ্বনি হইয়া থাকে?

†—স্তুতিমন্ত্র দ্বিবিধ, স্তোত্র এবং শস্ত্র। যে মন্ত্র গীত হইয়া সাধারাকার ধারণ করে তাহাই

৩৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে শকটে উত্তম্ভন* প্রদান করিবে—

হে কাষ্ঠদণ্ড। তুমি বরুণ দেবতার প্রীতির জন্য এই শকটে উত্তম্ভন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে বৃষভদ্বয়কে শম্যা-মুক্ত করিবে—

হে শম্যা-দ্বয়। তোমরা স্কম্ভসর্জ্জনীগ‡ হইতেছ, বরুণ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাদিগকে উন্মুক্ত করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত চারিজনা ঋত্বিক আসন্দীর আনয়ন করত রক্ষা করিবে+

স্তোত্র এবং পদ বাগিন্দ্রিয়ের স্তুতি তাহাকেই শস্ত্র বলা যায়।

*—উত্তম্ভন=উপস্তম্ভ। (৫ প্র০ স্থ০ দ্রষ্টব্য।

† শম্যা শব্দে কালক এবং বৃষভদ্বয়ের স্কন্ধ দেশে যুগ (জোয়াল) প্রদত্ত হইলে ঐ জোয়াল স্কন্ধে স্থির রাখিবার জন্য বৃষভদ্বয়ের গলার বহির্ভাগে যে কাষ্ঠনির্ম্মিত কীলকদ্বয় থাকে তাহাই কীলক, তাহাই খুলিয়া বৃষভদ্বয়কে ছাড়িয়া দিবে।

‡ স্কম্ভসর্জ্জনী=বোধকারিণী অর্থাৎ তোমরাই বৃষভকে শকটে বদ্ধ করিয়া যুগ বহন করাইয়া থাক।

• উড়ুম্বর কাষ্ঠের নির্ম্মিত নাতিপরিমাণে দীর্ঘ, চারিদিকেই অবস্থিত মুঠম হাত) পরিমিত প্রশস্ত, দিব্য কার্পাস তন্তুতে মণ্ডিত পীঠ(পীঁড়ি)কে আসন্দী বলা যায়।

+ এই আসন্দী প্রাচীনবংশ শালার পূর্ব্বে

হে আসন্দি। বরুণ দেবতার প্রীত্যর্থ আনীত এই সোমবল্লীর গাঁইট রক্ষা করিবার আধার হও। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে তদুপরি কৃষ্ণাজিন পাতিবে—

হে কৃষ্ণাজিন। বরুণ দেবতার প্রীত্যর্থ আনীত এই সোমবল্লীর গাঁইট রাখিবার জন্য পাতিত আসন্দীর উপরি আস্তরণ হও। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে উহারই উপরি, শকটে আনীত সোম বল্লীর সেই গাঁইট স্থাপন করিবে—

হে সোম। বরুণ দেবতার প্রীত্যর্থ আনীত তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর। ৫

---

৩৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে সোমের নিকট প্রার্থনা করিবে—

হে সোম। ঋত্বিকগণ তোমাকে লইয়া যে যে স্থানে যে যে সময়ে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, সেই সেই স্থানে সেই সেই সময়ে তোমাকে যেন প্রচুর রূপে লাভ করিতে পারি।—হে

উদীচ্যংশ শালার স্থান রাখিয়া তৎপূর্ব্বে প্রস্তুত উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ স্থৈমিক বেদীর উপরি রক্ষিত হইবে এবং ইহার পূর্ব্বেও উত্তরবেদী নির্ম্মাণের স্থান থাকিবে

সোম! তুমি যজমান গৃহের কল্যাণ-বৃদ্ধি-কারী, তুমি যজ্ঞপারাবারের তরণী। তোমার প্রসাদে যজমানগণ পুত্র লাভ করিয়া থাকে, তোমার প্রসাদে শত্রুগণ পরাভূত হইয়া থাকে, এই যজ্ঞীয় গৃহ সকলে প্রচারিত হও। ১

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ পঞ্চম অধ্যায় ॥

১ কণ্ডিকা।

(সোম নির্ব্বপণ)

এই কণ্ডিকার পাঁচটি মন্ত্রের প্রতিমন্ত্র পাঁচবার পাঠ করত ঐ সোমবল্লী খণ্ড খণ্ড করিবে,* প্রতি পাঠেই এক এক খণ্ড হইতে থাকিবে সুতরাং আনীত সোমবল্লী, সমুদায়ে (২৫) পঞ্চ বিংশতি অংশে বিভক্ত হইবে—

হে সোম! তোমাকে অগ্নি দেবতার শরীর বলিলেও হয়, বিষ্ণু দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছি। ১

হে সোম। তোমাকে সোম দেবতার শরীর বলিতেও পারা যায়, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছি। ২

হে সোম। তুমি যজ্ঞমণ্ডপে সমাগত অতিথির প্রধান আতিথ্য* হইতেছ, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছি। ৩

হে সোম। শত্রুদমনার্থ শ্যেনবৎ উদ্যোগী, সোমাহরণকারী, মদীয় যজমানের কল্যাণ কামনায়,—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছি। ৪

হে সোম। ধনসম্বন্ধিনী পুষ্টির সম্পাদয়িতা এই যজ্ঞীয় অগ্নির সাহায্যে যজ্ঞাধিষ্ঠাতার প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছি। ৫

---

* এই খণ্ড খণ্ড করণকেই নির্ব্বপণ বা নির্ব্বাপ বলা যায়।

*—যাহার দ্বারা অতিথির সন্তোষ সাধিত হয় তাহাকেই আতিথ্য বলা যায়।

২ কণ্ডিকা।

(অগ্নি চয়ন)

ঐ সোমবল্লীর কোন একখণ্ড প্রথম মন্ত্রে বদীর উপরে গ্রহণ করিবে—

হে সোম-খণ্ড! তুমি এক্ষণে অগ্নির উৎপত্তির স্থান হও।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে, ঐ সোম খণ্ডের উপরি ইগাছি কুশা প্রদান করিবে—

হে দর্ভদ্বয়! তোমরা অগ্নির উৎপত্তির জন্য বীর্য্য বর্ষণ কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে, ঐ কুশাদ্বয়ের উপরি অধারণি* স্থাপন করিবে—.

হে অরণে। অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম, অদ্য হইতে তোমার নাম উর্ব্বশী। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে, আজ্যস্থালীতে উত্তরারণি স্পর্শ করাইবে—

হে আজ্য। তুমি আয়ু।৪

পঞ্চম মন্ত্রে, ঐ অধরারণির উপরি উত্তরারণি স্থাপন করিবে—

হে অরণে। অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম, অদ্য হইতে তোমার নাম পুরূরবা। ৫

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মন্ত্রে, ঐ অরণীদ্বয় মন্থন করত অগ্নি প্রকাশ করিবে—

হে অগ্নে! গায়ত্রীচ্ছন্দের অধিষ্ঠাতা দেবতার* বলে তোমাকে মন্থন করিতেছি। ৬

হে অগ্নে! ত্রিষ্টুপ্ছন্দের অধিষ্ঠাতা দেবতার† বলে তোমাকে মন্থন করিতেছি।৭

হে অগ্নে! জগতীচ্ছন্দের অধিষ্ঠাতা দেবতার‡ বলে তোমাকে মন্থন করিতেছি।৮

---

৩ কণ্ডিকা।

মথিত অগ্নি লইয়া আহবনীয় অগ্নির সহিত এই মন্ত্রে যোগ করিবে—

হে অগ্নিদ্বয়! তোমরা উভয়েই আমাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য স-মনস্ক হও—স-চেত হও—ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশূন্য হও। এই যজ্ঞপতি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন।—হে জাতবেদা! অদ্য আমাদের কল্যাণকর হও।১

---

*—যে কাষ্ঠখণ্ড মন্থন করিলে অগ্নি সমুদ্ভূত হয় তাহাকেই অরণি বলা যায়. তন্মধ্যে প্রথমে স্থাপ্যমান অরণিকে অধরারণি কহে, উহাই স্ত্রী-স্থানীয় এবং তাহার উপরি স্থাপ্য অরণিকে উত্তরারণি কহে, উহাই পুরুষ-স্থানীয়; এই স্ত্রীর নাম উর্ব্বশী এবং এই পুরুষের নাম পুরূরবা, এই রূপ স্ত্রী পুরুষের সংযোগে মন্থনের দ্বারা অগ্ন্যুৎপত্তি ক্রিয়াকে অগ্নিচয়ন বলা যায়।

*—অগ্নি। †—ইন্দ্র। ‡—বিশ্বেদেবা।

৪ কণ্ডিকা।

আজ্য স্থালী হইতে স্রুবা দ্বারা আজ্য গ্রহণ করত এই মন্ত্রে সেই অগ্নিদ্বয়ে আহুতি প্রদান করিবে—

যে অগ্নি ঋষিকুমার*, যিনি দুষ্টাভিসম্পাতাদি হইতে রক্ষক, যিনি এক্ষণে এই আহবনীয় অগ্নির সহিত ঐকাত্ম্য অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি আমাদের সুখ প্রদ হওত প্রমাদাদি-শূন্য হইয়া নিরন্তর যাগ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, হে অগ্নে! তোমাতে প্রদত্ত ভাগ হবিগুলি যথাযথ দেবগণের সমীপে উপস্থিত কর অর্থাৎ তোমাতে প্রদান করিলেই তাঁহাদের তৃপ্তি সম্পন্ন হউক।১

———

৫ কণ্ডিকা।

ধ্রুবা স্থিত আজ্য, স্রুবার দ্বারা ব্রতপ্রদান পাত্রে† এই মন্ত্র পাঠ করত গ্রহণ করিবে—

হে আজ্য! তোমাকে—সদাগতি (বায়ু) দেবতার উদ্দেশে, বহু-ব্যাপ্ত প্রবাহ-শালী (জল) দেবতার উদ্দেশে, শরীর রক্ষণকারী (অগ্নি) দেবতার উদ্দেশে, সর্ব্বব্যাপী (আকাশ) দেবতার উদ্দেশে, আমাদের আধার-ভূত (ভূমি) দেবতার উদ্দেশে এবং এই সমস্তে অধিষ্ঠিত ওজিষ্ঠ* (আত্মা) দেবতার উদ্দেশে—এই পাত্রে গ্রহণ করিতেছি।১

বেদীর দক্ষিণ শ্রোণীর† উপরি ঐ আজ্য পাত্র রক্ষা করত ঋত্বিক্গণ ও যজমান সকলে মিলিত হইয়া ঐ পাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে আজ্য! অদ্য পর্য্যন্ত সকলেই তোমাকে পূজা করিয়া আসিতেছে এবং তুমিও পূজার উপযুক্ত. যেহেতু তুমি সমস্ত দেবতার সার পদার্থ. তুমি স্বয়ং অনিন্দনীয় এবং আমাদিগকেও নিন্দিত কার্য্য হইতে রক্ষণকারী এবং অনিন্দিত পদ প্রদাতা, আমরা অদ্য সবলান্তঃকরণে তোমাকে

---

* – ঋত্বিক্গণ ঋষি, তাঁহারাই উৎপন্ন করিলেন সুতরাং ঋষি কুমার।

† — যে পাত্রে আজ্য গ্রহণ করত ঋত্বিক্গণ ব্রত কার্য্যে সর্ত্ত-বদ্ধ হইয়া অনুষ্ঠানারম্ভ করেন, এই পাত্রকে ব্রতদান পাত্র বলা যায়।

* — ওজঃশব্দে শরীরস্থ অষ্টম ধাতু, উহাই শরীরের সার, উহাকে বলও বলা যায়। সেই ওজঃ যাহার ভালরূপ আছে, তাহাকেই ওজিষ্ঠ বলা যায়।

† – বেদীর আগ্নেয় ও ঈশান কোণকে অংশ =স্কন্ধদেশ এবং বায়ু ও নৈর্ঋত কোণকে শ্রোণী=পাছা বলা যায়। এতাবতা এস্থলে 'বেদীর দক্ষিণ শ্রোণী' বলিতে বেদীর নৈর্ঋত কোণ বুঝিতে হইবে।

স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করত যজ্ঞীযানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ কবিলাম,অতঃপর আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন কব। যে পথ-চাবী হইযা আমবা নিরাপদে এই মহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পাবি।। ২

---

৬ কণ্ডিকা।

যজমান আহবনীযাগ্নিতে একটি সমিধ প্রদান কবত এই মন্ত্রে দীক্ষানুমতি প্রার্থনা কবিবে—

হে অগ্নে। তুমি এই জ্যোতিষ্টোমাদি ব্রতেব পাতা,তোমাব শবীব আমাব হউক এবং আমাব এই শবীব তোমাব হউক, হে ব্রত-পালক অগ্নে। আইস; আমবা উভযে এক মন হইযা এই মহৎ ব্রতানুষ্ঠান সম্পন্ন কবি। (সোমের প্রতি) হে দীক্ষাধিপতে সোম। এই দীক্ষায* অনুমতি প্রদান কব। হে উপসদ্রূপ তপস্যাব অধিপতে সোম। এই উপসত্তপোনুষ্ঠানে† অনুমতি প্রদান কব।১

৭ কণ্ডিকা।

(সোমাভিষব)

অধ্বর্য্যু, তৎসহকাবী তিন জনা* ও ব্রহ্মা† এবং যজমান এই পাঁচ জনে এই মন্ত্র পাঠ করত সোমাপ্যাযন‡ কবিবে—

হে সোম দেবতা। ইন্দ্র দেবতাব প্রীতিব জন্য তোমাব অংশু অংশু¶ আপ্যাযিত হউক, অদ্য একধন+ সকল এই যাগ-মণ্ডপে উপস্থিত হইযাছে—ইন্দ্র দেবতা ইহা অবগত আছেন, তোমাকে পান কবিতে পাইবেন এই আশযে ইন্দ্র আ-প্যাযিত হউন এবং তুমিও ইহা অবগত থাকিযা ইন্দ্রকে আপ্যাযিত কব। আমাব প্রকৃত বন্ধু এই ঋত্বিক্‌গণকে যথোপযুক্ত ধনাদি এবং মেধাদি দানে আপ্যাযিত

---

*—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেব প্রথম কার্য্য সোম-দীক্ষা, সোমে দীক্ষা হইলেই অন্যান্য সমস্ত কার্য্যে অধিকাব হয অতএব এই মন্ত্রে দীক্ষা প্রার্থিত হইবায় ইহার পর সোমাপ্যাযন, সোম-কণ্ডন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অধিকার হইযা রহিল।

† এই সোম যাগের কোন বিশেষ অগ্নিকে উপসদ বলা যায, তাঁহাবই উপাসনা উপসৎ-তপস্যা বলিযা প্রসিদ্ধ। ইহা অনতিদূবেই দৃষ্ট-চব হইতেছে।

*—অধ্বর্য্যুব সহকাবী—প্রতিপ্রস্তোতা নেষ্টা, উন্নেতা।

†—সকল ঋত্বিক্‌গণেব কার্য্যদ্রষ্টা, ত্রিবেদ-বিৎ ঋত্বিক্।

‡—শুষ্কপ্রায সোমবল্লী সকলকে জল-সেকাদি দ্বাবা সজীবপ্রায কবণকে সোমাপ্যাযন বলা যায।

¶—অংশু শব্দে পর্ব্ব=গাঁট।

+—সোম সকল কণ্ডন কবণার্থ যে সকল জল-কুম্ভ সৌমিক বেদীব উপবি আনীত হয, তাহা দিগকে 'একধন' বলা যায।

কর। হে সোমদেব! তোমার প্রসাদে কল্যাণ হউক—অদ্যই সোমাভিষব* ক্রিয়ার শেষ দিন হউক (অর্থাৎ অদ্যই এই সোমাভিষব ক্রিয়ার সমাপ্তি হউক।১

পরে ঐ সকল ঋত্বিক্‌গণ স্বীয় স্বীয় বাম হস্ত প্রস্তরের† উপরি উত্তানা‡ করিয়া তদুপরি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোম নিহ্নবন§ করিবে—

হে সোম¶ প্রেষ্যমাণ‖ ঐশ্বর্য্যের জন্য অভীপ্সিত সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হউক! আমরা এক্ষণে সত্যবাদী+ অতএব আমাদের এই প্রার্থনাও অবশ্যই সত্য হইবে! দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সকলকে নমস্কার÷ ।২

৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র ত্রয়ে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই দিনত্রয়ে উপসদ্ দেবতার প্রীতির জন্য আহুতিত্রয় প্রদান করিবে—

প্রথম দিনের প্রথম মন্ত্র—

হে উপসদ্ নামক অগ্নে! তোমার যে শরীর লোহময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন*, যে শরীর আমাদিগের অভিমত ফলদানে সমর্থ, যে শরীর গহ্বরাদিতেও দৃষ্ট হয়, সেই শরীর আমাদের উগ্র বাক্য† বিনষ্ট করুন—সেই শরীর আমাদের দ্বেষ বাক্য‡ বিনষ্ট করুন। এই প্রদত্ত আহুতি তোমার তৃপ্তিকর হউক।১

---

*—সোমাভিষব=সোম কণ্ডন। কণ্ডন=কাঁড়ান অর্থাৎ উদূখলের মধ্যে মুশল দ্বারা অথবা হস্তের উপরি হস্তদ্বারা আহত করিয়া (ছেঁচিয়া) জল পূর্ণ কলশে নিক্ষেপাদি। ইহাকে সুত্যাও বলা যায়। এই ক্রিয়ার দ্বারাই সোম সুরাও প্রস্তুত হয়।

†—অঙ্গুলী গুলির পৃষ্ঠভাগ, নিম্নভাগে করণ অর্থাৎ চীত হস্ত।

‡—এক প্রকার স্থিত বস্তুকে অন্য প্রকার করণ—বিকৃত করণ, এস্থলে ছেঁচন।

¶—অর্থাৎ যাহা তুমি অবশ্যই প্রেরণ করিবে

+—যজ্ঞদীক্ষা স্থানে 'সত্য কহিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে (অগ্নিহোত্র প্রকরণ দেখ)

÷—তিত্তিরি বলেন—এইরূপ নমস্কারেই লোকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়া থাকে। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" এই সূত্রেরই প্রকাশ পাইয়াছে।

*—এস্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে, যথা—অসুরগণ দেবগণের নিকটে পরাজিত হইয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হইল, পরে তপঃ-প্রভাবে এই লোকত্রয়ে অদৃশ্য-পূর্ব্ব তিনটি পুরী নির্ম্মাণ করিল—পৃথিবীতে লৌহময়ী, অন্তরীক্ষে রজতময়ী এবং দ্যুলোকে হিরণ্ময়ী। অনন্তর দেবগণ সেই পুরীসকল দগ্ধ করাইবার মানসে উপসদ্ নামক অগ্নির আরাধনা করেন, অগ্নি তদনুরোধে এককালেই তিনটি শরীর প্রকাশ করত ঐ সমস্ত পুরী ভস্মসাৎ করেন; তদবধি উপসদ অগ্নির এই তিন শরীর।

†—অন্ন ও পানীয় বস্তুর অ-লাভে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতুরের কাতরোক্তিকে উগ্রবাক্য বলা যায়। কখনও যেন ঐরূপ কাতর না হই! ইহাই প্রার্থনীয়।

‡—মহাপাতকাদি জন্য মনস্তাপের পশ্চাত্তাপ

দ্বিতীয দিনে দ্বিতীয মন্ত্র—

হে উপসদ্ নামক অগ্নে। তোমার যে শরীর রজত ময গৃহে বাস করিয়া থাকেন ইত্যাদি—২

তৃতীয দিনে তৃতীয মন্ত্র

হে উপসদ নামক অগ্নে তোমার যে শরীর সুবর্ণ ময গৃহে বাস করিয়া থাকেন, ইত্যাদি—৩

---

১ কণ্ডিকা।

(উত্তর বেদী নির্ম্মাণ)

উত্তরবেদী নির্ম্মাণ। কর্ত্তা চারটী খনন করিতে হইবে। প্রথম চারিটি সমসূত্রপাত চতুর্দ্দিকে চারিটি শম্যা পুতিয়া স্ফ্য দ্বারা চারিটি চতুরস্র রেখা করিবে।

হে পৃথিবি। তুমি আমার দৃষ্টিতে সন্তপ্ত জীবের একমাত্র পালক হইতেছে।১

হে পৃথিবি। তুমি আমার দৃষ্টিতে অনন্ত রত্নের আকর ও হইতেছ।২

হে পৃথিবি। আমাকে যাচঞা বৃত্তি হইতে রক্ষা কর যেন যাচঞা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে না হয়।৩

হে পৃথিবি। আমাকে মন পীড়া হইতে রক্ষা কর যেন মনোবেদনায় কাতর হইতে না হয়।৪

পঞ্চম মন্ত্রে, ঐ বেদী চতুষ্টয়ের অন্যতর বেদী অবলম্বন করত স্ফ্য দ্বারা চাত্বাল খনন করিবে—

হে মৃত্তিকে তোমাকে খনন করি যেহেতু—ইহা নভো নামক অগ্নি অবগত হউন ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে গর্ত্ত হইতে পুরীষোত্তোলন করিবে

হে কম্পনশীল* অগ্নে তুমি আয়ু নামে অবগত হও ৬

উক্তিকে শ্বেত বাক বলা যায় কখন ইহাও যেন না ঘটে ইহাই দ্বিতীয প্রার্থনা।

*—যে স্থানে বেদী নির্ম্মাণার্থ মৃত্তিকা খনন করা যায় ঐ স্থানকে চাত্বাল বলা যায় এই চাত্বালটি প্রাচীনবংশ শালার পূর্ব্বে, উদগ্বংশা শালা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত স্থান ত্যাগ করিযা তৎপূর্ব্বে হইবে

†অর্থাৎ যাহাতে বেদীর ধার গুলি ও মধ্য ভাগ উচ্চ নীচ তির্য্যক্ না থাকে।

‡—কিন্তু বেদীটি বিষম কোণ হইবে—বেদীর পূর্ব্বাংশ হইতে পশ্চিমাংশ ক্রমে প্রশস্ত হইবে।

* অগ্নির কম্পন স্বাভাবিক, অঙ্গারে বা প্রজ্বলিত জ্বালাতে প্রসিদ্ধই আছে, অগ্নি শব্দের প্রকৃতি গত অর্থও ঐরূপ এবং এই নিমিত্তই অগ্নির নামান্তর অঙ্গিরস অগ্নি বা অঙ্গিরস কম্পনার্থ অগ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়।

সপ্তম মন্ত্রে উত্তরবেদীর স্থানে ঐ মৃত্তিকা সকল নিক্ষেপ করিবে—

হে অগ্নে ! যে হেতু তুমি এই দৃশ্যমান পৃথিবীতে রহিয়াছ অতএব তোমার যে অনিন্দনীয় যজ্ঞীয় নাম, সেই নামে তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করি। ৭

অষ্টম মন্ত্রে অপর রেখা অবলম্বন করত স্ফ্য দ্বারা ঐ চাত্বাল খনন করিবে—

পঞ্চমবৎ। ৮

নবম মন্ত্রে ঐ গর্ত্ত হইতে পুরীষোত্তোলন করিবে—

ষষ্ঠবৎ। ৯

দশম মন্ত্রে উত্তরবেদীর স্থানে ঐ মৃত্তিকা সকল নিক্ষেপ করিবে—

হে অগ্নে ! যেহেতু তুমি দ্বিতীয় পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) রহিয়াছ অতএব ইত্যাদি। ১০

একাদশ মন্ত্রে অপব রেখা খনন—

ষষ্ঠাষ্টমবৎ। ১১

দ্বাদশ মন্ত্রে পুরীষোত্তোলন—

সপ্তম নবমবৎ। ১২

ত্রয়োদশ মন্ত্রে মৃত্তিকা প্রক্ষেপ—

হে অগ্নে। যেহেতু তুমি তৃতীয় পৃথিবীতে (দ্যুলোকে) রহিয়াছ অতএব— ইত্যাদি। ১৩

চতুর্দ্দশ মন্ত্রে চতুর্থ রেখা খনন, পুরীষোত্তোলন এবং মৃত্তিকা* প্রক্ষেপ সমস্তই সম্পন্ন করিবে—

হে মৃত্তিকে ! দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে উত্তরবেদী প্রস্তুত হইবে অতএব পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎ সম্প্রতিও তোমাকে আমি আহরণ করিতেছি। ১৪

---

১০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে শম্যা পুঁতিয়া ঐ বেদীর চারিদিক্ ও মধ্যভাগ সমান করিবে—

হে উত্তরবেদি। তুমি সিংহী, শত্রুগণ তোমার নিকট মৃগ শাবক সদৃশ, দেবগণের প্রীতির জন্য তুমি নির্ম্মিত হইতেছ, দৃঢ় হও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ বেদী প্রোক্ষণ করিবে—

হে উত্তর বেদি। তুমি সিংহী, শত্রুগণ তোমার পরাক্রমে অভিভূত, দেবগণের প্রীতির জন্য বিশুদ্ধ হও। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ বেদী প্রকিরণ করিবে*—

হে উত্তরবেদি ! তুমি সিংহী, শত্রুগণ তোমার নিকটে অবশ্য পরাভূত, দেবগণের প্রীতির জন্য শোভিত হও। ৩

---

*—কঙ্কর, সিকতা, টিল, তৃণাদি, বাছিয়া ফেলিবে।

· ১১ কণ্ডিকা।

এই চারি মন্ত্রে* ঐ উত্তরবেদীর পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিক্ জল দ্বারা হস্ত-মার্জ্জিত করিবে—

হে উত্তরবেদি। এই পূর্ব্বদিকে,অষ্টবসুর সহিত বর্ত্তমান ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন।১

হে উত্তরবেদি! এই পশ্চিমদিকে একাদশ রুদ্রের সহিত বর্ত্তমান বরুণ দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন।২

হে উত্তরবেদি। এই দক্ষিণদিকে, পিতৃগণের সহিত বর্ত্তমান যম দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন।৩

হে উত্তরবেদি। এই উত্তর দিকে, দ্বাদশ অদিত্যের সহিত বর্ত্তমান বিশ্বকর্ম্মা দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন*।৪

পঞ্চম মন্ত্রে মার্জ্জনাবশিষ্ট জল বেদীর বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিবে—

আমি এই তপ্ত† জল যজ্ঞীয় বেদীর বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিতেছি।৫

---

১২ কণ্ডিকা।

এই বেদীর উভয় শ্রোণি এবং উভয় অংশ ও নাভিতে কিঞ্চিৎ২ হিরণ্য স্থাপন করিয়া, তাহা দৃষ্ট করত তদুপরি জুহূ দ্বারা এই কণ্ডিকার পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে।১

প্রথম আহুতি দক্ষিণ অংশে*, মন্ত্র—

হে উত্তরবেদি! তুমি বিক্রমে সিংহী তোমাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক—

দ্বিতীয় আহুতি উত্তর শ্রোণিতে†, মন্ত্র—

হে উত্তরবেদি! তুমি বিক্রমে সিংহী, তুমি আদিত্যগণের প্রীতি-ভাজন, তোমাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ২

তৃতীয় আহুতি দক্ষিণ শ্রোণিতে‡, মন্ত্র—

হে উত্তরবেদি! তুমি বিক্রমে সিংহী, তুমি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রীতি-ভাজন, তোমাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক।৩

চতুর্থ আহুতি উত্তর অংশে¶, মন্ত্র—

হে উত্তরবেদি! তুমি বিক্রমে সিংহী, তুমি প্রজা ও ধনধান্যাদির সম্পাদয়িত্রী, তোমাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক।৪

*—এই চারি মন্ত্রের অনুযায়ীই পূর্ব্বাদি দিকে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল নির্ণীত হইয়াছে।

†—তপ্ত=অগ্রাহ্য এবং অসুরগণের উপযুক্ত।

*—আগ্নেয় কোণে।

†—বায়ু কোণে।

‡—নৈর্ঋত কোণে।

¶—ঈশান কোণে।

পঞ্চম আহুতি নাভিতে*, মন্ত্র—

হে উত্তরবেদি! তুমি বিক্রমে সিংহী, যজমানের উপকারার্থ দেবগণের আহ্বান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াথাক, তোমাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল,—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক।৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐ বেদীর উপরি জুহূ গ্রহণ করিবে—

হে আজ্য-যুক্ত জুহূ! জরায়ুজাদি সর্ব্বপ্রকার প্রাণিগণের প্রীত্যর্থ, তোমাকে এই বেদীর উপরি গ্রহণ করিতেছি।৬

---

১৩ কণ্ডিকা।

পীতুদারু† কাষ্ঠ নির্ম্মিত পরিধিত্রয় দ্বারা উত্তরবেদীর নাভিতে প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে পূর্ব্ববৎ‡ পরিধি দান করিবে—

হে মধ্যম পরিধে! তুমি এই স্থলে স্থির ভাব অবলম্বন করত পৃথিবীকে দৃঢ় কর।১

হে দক্ষিণ পরিধে! তুমি এই স্থির যজ্ঞে নিবসতি করত অন্তরীক্ষকে দৃঢ় কর।২

হে উত্তর পরিধে! বিনাশ-শূন্য এইযজ্ঞে নিবসতি করত দ্যুলোককে দৃঢ় কর।৩

চতুর্থ মন্ত্রে নাভির মধ্য বিন্দুতে সম্ভার* স্থাপন করিবে—

হে সম্ভার! তোমরা অগ্নির পুরী হইতেছ।৪

---

১৪ কণ্ডিকা।

(হবির্দ্ধান ক্রিয়া)

ইদানীং গার্হপত্যরূপে অবস্থিত যে আহবনীয়† সেই অগ্নিতে এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিয়া হবির্দ্ধানাবর্ত্ত করিবে‡—

---

*—উত্তর-বেদীর মধ্যবিন্দু।

†—দেবদারু।

‡—দর্শপূর্ণমাসেষ্টির ন্যায় অর্থাৎ পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর এই দিক্‌ত্রয়ে।

*—সম্ভার শব্দে যজ্ঞীয় উপকরণ। এস্থলে গুগ্‌গুলু সুগন্ধিতেজন (তেজপত্র) ও কতকগুলি ভেড়ার লোম।

†—বেদীর পূর্ব্বদিকে স্থাপিত অগ্নিকে আহবনীয় এবং পশ্চিমে স্থাপিত অগ্নিকে গার্হপত্য বলা যায়। এক্ষণে প্রাচীনবংশ শালার মধ্যস্থিত ঐষ্টিক বেদীর পূর্ব্বে স্থাপিত আহবনীয় অগ্নির পূর্ব্বে, উদগ্বংশা শালার পূর্ব্ব সীমায়, উত্তর বেদী নামক একটী নূতন বেদী হইবায় সুতরাং মধ্য-পতিত ঐ আহবনীয়কে উত্তরবেদীর সম্বন্ধে গার্হপত্যও বলা যাইতে পারে।

‡—আহবনীয় অগ্নির ঈশান ও অগ্নিকোণে সোমাদি-হব্য-বাহী শকটদ্বয় রক্ষিত হইয়াছে ঐ শকটকে হবির্দ্ধান বলা যায়, অর্থাৎ সেব

অতি মহান্ সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণের অধীন*, হোতৃকার্য্যে ব্রতী এই ব্রাহ্মণগণ, এই যজ্ঞ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন এবং যথাযথ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় চালনেও তৎপর হইয়াছেন,—যিনি প্রাণিমাত্রেরই মনোবৃত্তি অবগত আছেন একমাত্র তিনিই ইহা সম্পন্ন করুন! সেই জগৎপ্রসবিতা দেবতার স্তুতি অসীম, তাহারই প্রীত্যর্থ এই আহুতি প্রদত্ত হইল, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক।১

---

১৫ কণ্ডিকা।

উদগ্বংশা শালার দক্ষিণ পথ দিয়া দক্ষিণ

গণের হব্যবাহী শকট। ঐ শকটদ্বয় বৃষ্টি বাতাতপাদিতে নষ্ট হইতে পারে অতএব উহার রক্ষণার্থ প্রকোষ্ঠদ্বয়ে একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ মণ্ডপটি উদগ্বংশা শালার পূর্ব্ব সীমা স্বরূপ উত্তর বেদীর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে সৌমিকী বেদীর দক্ষিণে নির্ম্মিত হইবে। সেই স্থলে প্রথমতঃ এই শকটদ্বয় লইয়া যাইতে হইবে, পশ্চাৎ তদুপরি মণ্ডপ রচিত হইবে, ঐ মণ্ডপেরও নাম হবির্দ্ধান মণ্ডপ, এই জন্য এই আহুতি প্রদান হইতে আরব্ধ এই ক্রিয়াকে হবির্দ্ধান ক্রিয়া বলা যায়।

*—এই ব্রাহ্মণ = ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্। ত্রিবেদবিৎ এবং সমস্ত ঋত্বিকের অধ্যক্ষতা ও কার্য্যদর্শনে উপযুক্ত ও নিবিষ্টচিত্তই 'ব্রহ্মা' পদাধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

শকট* লইয়া যাইবে এবং পথিমধ্যে তদীয় দক্ষিণ চক্রে এই মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে——

সর্ব্বব্যাপী দেবতা এই সমস্ত চরাচরে বিক্রান্ত রহিয়াছেন, ভূলোকে, অন্তরীক্ষ লোকে ও দ্যুলোকে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য পদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহার পদ প্রত্যেক ধূলির মধ্যে অন্তর্হিত রহিয়াছে; আমরা সেই পদের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদান করিতেছি,—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

---

১৬ কণ্ডিকা।

ঐ পথদিয়াই উত্তর শকট†ও লইয়া যাইবে এবং গমনকালে পথিমধ্যে তদীয় উত্তর চক্রে এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে—

হে দ্যাবাপৃথিবি!‡ তোমরা এই যজমানের কল্যাণার্থ বহু শস্যবতী হও, বহু ধেনুমতী হও, বহু যবসবতী¶ এবং প্রজা-

---

*—আহবনীয় অগ্নির অগ্নিকোণে রক্ষিত যে শকট, তাহাকে দক্ষিণ শকট বলা যায়।

†—আহবনীয় অগ্নির ঈশানকোণে রক্ষিত শকটকে উত্তর শকট বলা যায়।

‡—দ্যুলোক এবং ভূলোক।

¶—যবস শব্দে উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য।

বৰ্দ্ধিনী হও। যে সর্ব্বব্যাপী দেবতা সর্ব্ব দিগ্ব্যাপী অনুপম অমিত কিরণের প্রভাবে এই দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব কক্ষায় অবিচলিত রাখিযাছেন, পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন সেই দেবতার উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইল—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

---

১৭ কণ্ডিকা।

হবির্দ্ধান-দ্বারে* ঐ শকট উপস্থিত হইলে প্রতিপ্রস্থাতা† যজমান-পত্নীকে তথায় উপস্থিত করিবে, পত্নী হুত শেষ আজ্য লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত ঐ উভয় শকটেরই অক্ষধুর‡ সিক্ত করিবে—

হে অক্ষধুরদ্বয়। তোমরা দেব সমাজে প্রসিদ্ধ,অদ্য আমাদের যজ্ঞ সংবাদ তাঁহা দের শ্রবণোদ্দেশে উচ্চৈর্ঘোষিত কর। ১

অনন্তর যথাস্থানে ঐ শকটদ্বয় উপস্থিত হইলে যজমান এই মন্ত্র পাঠে উহাদিগকে প্রাঙ্মুখে দৃঢ়রূপে রক্ষা করিবে—

হে হবির্দ্ধানদ্বয়। তোমরা এই স্থানে প্রাঙ্মুখ অবস্থিতি কর, মদীয় এই অধ্বর কার্য্য সম্পন্ন করত ঊর্দ্ধে প্রচার কর সাবধান। যেন বক্র হইয়া ভূপতিত হইও না। ২

তৃতীয় মন্ত্রে যজমান অক্ষে আঘাত করত শব্দ করিবে—

হে গৃহসদৃশ শকট দেবতারা। তোমাদিগের বাহক পশুগণের থাকিবার উপযুক্ত স্থানও যজমানের গৃহে অপর্য্যাপ্ত হউক—এরূপ আদেশ কর এবং আমার জন্য আয়ু ও প্রজা বৃদ্ধিরও অনুমতি কর। ৩

চতুর্থমন্ত্রে উত্তরবেদীর পশ্চিমে প্রক্রমত্রয়* দূরে ঐ শকটদ্বয় স্থাপন করিবে—

হে শকটদ্বয়। পৃথিবীর এই রমণীয় প্রদেশে তোমরা সানন্দে বাস কর। ৪

---

১৮ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এই মন্ত্রে দক্ষিণশকটে উপস্তম্ভন প্রদান করিয়া পরে স্থূণা† পুঁতিবার জন্য ভূমি খনন করিবে—

---

*—যে স্থলে এই হবির্দ্ধান নামক শকটের রক্ষণার্থ মণ্ডপ প্রস্তুত হইবে তৎসমীপে।

†—প্রতিপ্রস্থাতা অধ্বর্য্যুর প্রধান সহকারী ঋত্বিক্—ইঁনি অধ্বর্য্যুর অর্দ্ধেক দক্ষিণা লাভ করেন।

‡—অক্ষ-ধুর শব্দে—অক্ষের অর্থাৎ চক্রের, ধুর=অগ্রভাগ।

*—প্রক্রমত্রয়=তিন ধাপ।

†—স্থূণা=গৃহ-স্তম্ভ।

সর্ব্বব্যাপী দেবতার কতই স্তুতি করিব ? তাঁহার মহিমা অসীম ; যিনি এই পার্থিব পরমাণু সকল সৃজন করিয়াছেন, যিনি উপরিতন দ্যুলোককে উপরি ভাগেই স্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি লোকত্রয়ে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই দেবতাত্রয়ের স্তুতিতে সতত স্তুত হইতেছেন—সেই বিষ্ণুদেবতার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল।১

১৯ কণ্ডিকা।

প্রতিপ্রস্থাতা এই মন্ত্রে উত্তরশকটে উপস্তম্ভন দান করত স্থূণা পুঁতিবার জন্য ভূমি খনন করিবে—

হে সর্ব্বব্যাপিন্ !এই মহামণ্ডল দ্যুলোক হইতে বা এই সুপ্রথিত পৃথিবী হইতে অথবা এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতেই হউক, স্বীয় উভয় হস্ত ধনে পরিপূর্ণ করত আমাদিগকে দক্ষিণহস্তেই হউক বা বামেই হউক প্রদান কর। তোমার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইল। ১

২০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত মধ্যম ছদি* অবলম্বন করিবে—

*—গৃহাচ্ছাদক বিস্তৃত তৃণরাশি—চাল।

যে সর্ব্বব্যপী দেবতার বিক্রমস্থান ভূরাদি পাদত্রয়ে এই সমস্ত সচরাচর বাস করিতেছে,তিনিই বিষ্ণু, তিনি প্রভাবে—পৃথিবী চর, গিরি-গহ্বর-শায়ী, ভয়ানক, মৃগেব (সিংহের) ন্যায়, এই বিশ্ব সংসারে সতত স্তবনীয়* ।১

২১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে মণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারেররাটীণ† প্রস্তুত করিবে—

হে তির্য্যক্ বংশচীর ! তুমি এই যজ্ঞীয় মণ্ডপের ররাটী হইতেছ।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্নপ্ত্রদ্বয়ঞ্চ‡ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবে—

*—গিবিগহ্বরশায়ী সিংহ যেরূপ অন্যান্য সমস্ত মৃগের রাজা ও পূজ্য ; পরমাত্মন্ । তুমিও সেইরূপ অন্যান্য আত্মার (আমাদের) রাজা ও পূজ্য। তাঁহার শাসন অনিবার্য্য সুতরাং ভয়ানকও বলা হইল।

†—দ্বারস্তম্ভদ্বয়ের উপরি অধোমুখ অর্দ্ধ বৃত্তাকার তির্য্যক বংশচীরকে ররাটী বলা যায়, ইহাই ঐ মণ্ডপের ললাট-স্থানীয়।

‡—ঐ ররাটীর অগ্রভাগদ্বয় স্তম্ভদ্বয়ের গাত্রে উভয় পার্শ্বে যে স্থলে বন্ধন করিতে হইবে, সেই স্থল হইতেই একগাছি দর্ভমালা (কুশের মালা) লম্বমান হইবে সুতরাং ঐ উপরিত ররাটী ওষ্ঠ এবং এই অধস্তন মালা অধর রূপে বর্ণিত হইতে পারে ; এই ররাটীপ্রান্ত এবং

হে ররাটী প্রান্তদ্বয়! তোমরা এই যজ্ঞীয় মণ্ডপের শ্নপত্র হইতেছ।২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ ররাটী ছদির সহিত সীবন করণার্থ লম্প্‌জনী* গ্রহণ করিবে—

হে লম্প্‌জনি! তুমিই এই যজ্ঞীয় মণ্ডপের সূচী।৩

চতুর্থ মন্ত্রে বজ্জু গ্রন্থি প্রদান করিবে—

হে গ্রন্থে! তুমি এই যজ্ঞীয় মণ্ডপের গ্রন্থি সুতরাং সুদৃঢ় হও।৪

পঞ্চম মন্ত্রে প্রাগ্বংশ† স্পর্শ দ্বারা তদীয় দার্ঢ্য নিরূপণ করিবে—

হে প্রাগংশ! তুমি এই যজ্ঞীয় মণ্ডপের ছদির মধ্যগত প্রধান বংশ, এই মণ্ডপের দাঢ্য পরীক্ষণার্থ তোমাকে স্পর্শ করিতেছি।৫

———

২২ কণ্ডিকা।

(উপররঞ্চ)

প্রথম মন্ত্রে অভ্রি গ্রহণ স্বীকার—

হে অভ্রে! সবিতৃ দেবতার প্রেরণাবশে, অশ্বি দেবদ্বয়ের বাহুযুগল এবং পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ, উপরব কার্য্যে গ্রহণ করিতেছি।১

ঐ অভ্রি খননোন্মুখ করত দ্বিতীয় মন্ত্রে দৃঢ় মুষ্টি করিবে—

অভ্রে! তুমি আমাদের উপকারিণী*।২

তৃতীয় মন্ত্রে অভ্রির দ্বারা আগ্নেয় কোণ হইতে [illegible] চারি কোণে চারিটি [illegible] পার্থ [illegible]। ঐ পরিলিখন প্রাদেশ [illegible] বর্ত্তুলাকার হইবে।

এই [illegible] চারিটি [illegible] করণার্থ চারিটি পরিলিখন [illegible] ইহা দ্বারা যজ্ঞ বিঘ্নকারী রক্ষো[illegible] গণ বাণাও কৃন্তন করা হইতেছে।৩

চতুর্থ মন্ত্রে এবং পর কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে ঐ চারিটি পরিলিখনানুসারে বাহু পরিমাণে চারিটী অবট প্রস্তুত করিবে—

মালা-প্রান্তের যে সন্ধিস্থল তাহাকেই শ্নপত্র বল যায়। শ্নপত্র=ওষ্ঠাধরের উভয়পার্শ্ব গত সন্ধি।

*—প্রলম্ব রজ্জু বিশিষ্ট বৃহৎ সূচি

†—পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বায়মান রূপে স্থাপিত ঐ মণ্ডপের ছদির প্রধান অবলম্বন বৃহৎ বংশ (আড়া)।

‡—যেস্থানে সোমের অভিষবণ (ছাঁচন) করিতে হয় ঐ স্থানের নাম উপরব। ঐ স্থানস্থ চতুঃসীমা কোণের চারিটী গর্ত্তকেও এই জন্যই উপরব বলা যায়

¶—অভ্রি শব্দে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কুদাল।

*—অভ্যি শব্দ শব্দ-স্বভাবে পুংলিঙ্গ এবং অভ্রি শব্দও সেইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ অতএব এস্থলে অভ্যকে পুরুষ অভ্রিকে তদীয় পত্নী কল্পনা করা হইয়াছে।

†—আগ্নিকোণে, নৈর্ঋতকোণে, বায়ুকোণে পরে ঈশানকোণে।

‡—গর্ত্ত।

¶—তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ বিস্তৃত পরিমাণ।

হে ঘোরতর শব্দকারী উপরব। তুমি মহান্ হইতেছ—মহান্ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য, এইরূপে উচ্চৈর্ধ্বনি করিতে থাক—যাহাতে যজ্ঞবিঘ্নকারী রক্ষোগণ বিনষ্ট হয়, বলগ* বিদূরিত হয় এবং যজ্ঞের বিশেষ উপকার হয়।৪

---

২৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে আগ্নেয় কোণের অবট হইতে উৎখাত উৎকিরণ† করিবে—

আমার আত্মজ পুত্র বা মদীয় কোন অমাত্য যদি আমার অহিত চেষ্টায় এই স্থলে বলগ স্থাপন করিয়া থাকে, এই উৎখাতের সহিত তাহাও আমি উৎকিরণ করিতেছি‡।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে নৈর্ঋত কোণের অবট হইতে উৎখাত উৎকিরণ করিবে—

ধনে, কুলে ও মানাদিতে আমার সদৃশই হউক বা অসদৃশই হউক, তাহা কর্ত্তৃক যদি কদাপি আমার অহিত চেষ্টায় এই স্থলে বলগ স্থাপিত হইয়া থাকে, এই উৎখাতের সহিত তাহাও আমি উৎকিরণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বায়ুকোণের অবট হইতে উৎখাত উৎকিরণ করিবে—

সম্বন্ধী হউক বা অসম্বন্ধীই হউক, তাহা কর্ত্তৃক ইত্যাদি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঈশান কোণের অবট হইতে উৎখাত উৎকিরণ করিবে—

সম বয়স্ক হউক বা ন্যূনাতিরেক বয়স্কই হউক, তাহা কর্ত্তৃক ইত্যাদি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে চারি অবট হইতেই যথাক্রমে নিঃশেষে উৎখাত উৎকিরণ করিবে—

আমার অহিত চেষ্টায় শত্রুগণ কর্ত্তৃক এই এই স্থলে যদি বলগ স্থাপিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই উৎখাতের সহিত

---

*—এস্থলে বলগ শব্দে গর্ত্ত খনন কালে তন্মধ্য হইতে প্রকাশ্যমান অস্থি, কেশ, নখাদি।

†—গর্ত্তের মৃত্তিকাদি উপরি আনয়ন।

‡—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রকাশিত রহিয়াছে—যে, একদা রক্ষোগণ দেবগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবশেষে অভিচার (মারণাদি অহিতাচার) অনুষ্ঠান করে; সেই অনুষ্ঠানে গর্ত্তের (অবটের) মধ্যে অস্থি, কেশ, নখাদি (বলগ) স্থাপন করিতে হয়; ইন্দ্র ঘটনাক্রমে স্বীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উপরব প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবট খনন করিতে করিতে ঐগুলি প্রাপ্ত হন এবং গর্ত্তের মৃত্তিকাদির (উৎখাতের) সহিত উহাও উপরি উত্তোলন (উৎকিরণ) করেন তদনুষ্ঠানেই রক্ষোগণ অভিভবিত হয়।

উৎক্ষিরণ করা হইল সুতরাং এক্ষণে শত্রুগণ শূন্য-মনোরথ হইল।৫

---

২৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার চারি মন্ত্রে আয়েয়াদি যথাক্রমে অভিমর্শন* করিবে—.

হে প্রথম অবট! তুমি স্বয়ংই দেদীপ্যমান, তোমার প্রসাদে আমার শত্রুগণ বিনষ্ট হউক।১

হে দ্বিতীয় অবট! তুমি ইদানীং এই সত্রে† দেদীপ্যমান; তোমার প্রসাদে, যাহারা আমার প্রতি দর্প প্রকাশ করে তাহারা বিনষ্ট হউক।২

হে তৃতীয় অবট! তুমি এই ঋত্বিকগণের সকলেরই নয়নে দেদীপ্যমান তোমার প্রসাদে রক্ষোগণ বিনষ্ট হউক।৩

হে চতুর্থ অবট! তুমি সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান, তোমার প্রসাদে কপট মিত্রগণ বিনষ্ট হউক।৪

---

২৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে অবট সকল যথাক্রমে* প্রোক্ষণ† করিবে—

হে বলগহন,‡ রক্ষোহন¶, যজ্ঞীয় অবট সকল! তোমাদিগকে প্রোক্ষণ করিতেছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রে অবনয়ন§ করিবে—

হে বলগহন, রক্ষোহন, যজ্ঞীয় অবট সকল! তোমাদিগকে অবনয়ন করিতেছি।২

---

* —সজলহস্তে চিক্কণ করাকে অভিমর্শন বলা যায় অর্থাৎ হস্তমার্জ্জন।

†—সোমযাগ তিন প্রকার—একাহ, অহীন ও সত্র। একদিনে যাহা সম্পন্ন হয় তাহা একাহ, দুইদিনের অধিক দ্বাদশদিন পর্য্যন্তে যাহা সম্পন্ন হয় তাহা অহীন এবং তদতিরিক্ত কালে যাহা সম্পন্ন করিতে হয় তাহাকেই সত্র বলা যায়।

*—অর্থাৎ প্রথমে অগ্নেয়কোণে তৎপরে নৈর্ঋতকোণে ইত্যাদি।

†—প্রোক্ষণ=জলসিঞ্চন।

‡—বলগ সমস্তের হন্তা অর্থাৎ ইন্দ্র বা এই যজমান এই অবট করিতে প্রবৃত্ত হইবাতেই শত্রুগণ কর্ত্তৃক অভিচারার্থ প্রোথিত বলগ সকল প্রকাশ পাইল সুতরাং এই অবটই বলগহন্তা। বস্তুত গর্ত্ত (অবট) করিবার সময়ে অস্থি কেশাদি (বলগ) যাহা কিছু ভূগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে ঐ গর্ত্তই তাহার কারণ সুতরাং ঐ গর্ত্তকে বলগ হন বলিয়া স্তব করা যায়।

¶—ঐ বলগ সকল প্রকাশ পাইবায় রক্ষোগণ পূর্ণমনোরথ হইল না সুতরাং এই অবট (গর্ত্ত) রক্ষোগণের হন্তা। বস্তুত রক্ষঃ শব্দে গর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত ইট, পাটকেল, চিল, খোলা প্রভৃতি আবর্জ্জন।

§—প্রোক্ষণের অবশিষ্ট জল ঢালিয়া দেওন।

তৃতীয় মন্ত্রে অবস্তরণ* করিবে—

হে বলগহন, রক্ষোহন, যজ্ঞীয় অবট সকল। তোমাদিগকে অবস্তরণ করিতেছি।৩

চতুর্থ মন্ত্রে উপধানণ† করিবে—

হে বলগহন, রক্ষোহন, যজ্ঞীয় অবট সকল। তোমাদিগকে ভাগদ্বয়ে উপধান করিতেছি।৪

পঞ্চম মন্ত্রে পর্য্যূহন* করিবে—

হে বলগহন, রক্ষোহন, যজ্ঞীয় অবট সকল। তোমাদিগকে ভাগদ্বয়ে পর্য্যূহন করিতেছি।৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে তদুপরি লোহিতবর্ণ অধিষবণ† স্থাপন করিবে—

হে অধিষবণ। তুমিও যজ্ঞের প্রধান উপকরণ।৬

সপ্তম মন্ত্রে তদুপরি পাঁচটি গ্রাবা‡ স্থাপন করিবে—

হে গ্রাবসকল। তোমরাও যজ্ঞের প্রধান উপকরণ। ৭

---

*—অর্থাৎ সেই গর্ত্তগুলির উপরি কতকগুলি কুশা পাতিয়া দিবে।

†—বাঁশের বাখারির উভয় মুখ সূচীবৎ তীক্ষ্ণাগ্র করিবে এবং ঐ বাখারির উপরি অঙ্গুলি মধ্যবধানে অবস্থিত পরিমাণে দীর্ঘ কুশা পাতিয়া ঐ বাখারির সহিত গ্রন্থিবন্ধন করিবে—এইরূপ বাখারিকে 'অধিষবণ-ফলক' বলা যায়। এইরূপ ফলকদ্বয় প্রস্তুত করিয়া একটি আগ্নেয় হইতে বায়ুকোণে, অপরটি তাহার উপরি ঈশান হইতে নৈর্ঋতকোণে ঐ গর্ত্তগুলিতে প্রোথিত করিয়া অর্থাৎ একটির এক অগ্রভাগ আগ্নেয়কোণের ভিতরে এবং অপর অগ্রভাগ বায়ুকোণের গর্ত্তের ভিতরে থাকিবে দ্বিতীয়টির এক অগ্রভাগ ঈশানকোণের গর্ত্তের ভিতরে এবং অপর অগ্রভাগ ঐ প্রথম ফলকের মধ্যভাগের উপর হইয়া নৈর্ঋতকোণের গর্ত্তের ভিতরে থাকিবে। এই ফলকদ্বয়েরই উভয় মুখ গর্ত্তের মধ্যে বাহু পরিমাণে প্রবিষ্ট থাকিবে এবং অপর (মধ্য) অংশ সমুদয়ই ভূভাগের উপরি মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকিবে, এই সমস্ত ক্রিয়াকে উপধান ক্রিয়া বলা যায়।

*—যে ফলকের মুখগুলি গর্ত্তের মধ্যে নিবিষ্ট আছে, সেই গুলির উপরি গর্ত্তের মধ্যে মৃত্তিকা-পূর্ণ করত ঐ ফলকদ্বয় দৃঢ়তর রূপে পুঁতিবে—যাহাতে নিশ্চল হয়।

†—যাহার উপরি সোমের অভিষব অর্থাৎ মাড়ন সম্পন্ন হয়, সেই চর্ম্মকেও অধিষবণ বলা যায়, এস্থলে তাহাই গ্রাহ্য। লোহিত বর্ণের অর্থাৎ রক্তবর্ণ লোহিত মৃগের চর্ম্ম।

‡—গ্রাবা—শিলাখণ্ড। এই শিলার দ্বারাই সোম রস মর্দ্দিত হইবে।

২৬ কণ্ডিকা।

(ঔদুম্বরী প্রয়োগ)

সদোমণ্ডপের* মধ্যে যে স্থলে ঔদুম্বরী† নিখাতক‡ হইবে, সেই স্থলে অবট করা আবশ্যক হইতেছে অতএব পূর্ব্ববৎ¶ এ স্থলেও প্রথম মন্ত্রে অভ্রি স্বীকার—দ্বিতীয় মন্ত্রে দৃঢ় মুষ্টিকরণ—তৃতীয় মন্ত্রে পরিলিখন করিবে—

পূর্ব্ববৎ। ১। ২। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ অবটের চতুর্দ্দিকে জল সক্ত আর্দ্র ভূমিতে যব বপন করিবে।

হে শস্য! তোমার নাম 'যব' অতএব আমাদের দ্বেষ্টৃগণকে যব কর—আমাদের শত্রুবর্গকে যব কর*। ৪

পঞ্চম মন্ত্রের অংশত্রয়ে ঔদুম্বরীর অগ্র-মধ্য-মূল ক্রমে অংশশ প্রোক্ষণ করিবে—

হে ঔদুম্বরীর অগ্রভাগ! দ্যুলোকের প্রীতির জন্য তোমাকে প্রোক্ষণ করিতেছি (১)। হে ঔদুম্বরীর মধ্যভাগ! অন্তরীক্ষ লোকের প্রীতির জন্য তোমাকে প্রোক্ষণ করিতেছি (২)। হে ঔদুম্বরীর মূলভাগ! ভূলোকের প্রীতির জন্য তোমাকে প্রোক্ষণ করিতেছি (৩)। ৫

ঐ প্রোক্ষণাবশিষ্ট জল সেই অবটে ষষ্ঠ মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে—

এই জলে পিতৃগণের বসতিস্থান পবিত্র হউক। ৬

সপ্তম মন্ত্রে সেই অবটের চতুর্দ্দিগে প্রাগগ্র ও উদগগ্র কুশা আস্তৃত করিবে—

হে কুশাসমূহ! তোমরা পিতৃগণের আসন হও—পিতৃগণ এই স্থানে সুখে আসীন হউন। ৭

---

*—প্রাগ্বংশা শালার পূর্ব্বে এবং উদ্বংশা শালার শেষ সীমা হবির্দ্ধান মণ্ডপের পশ্চিমে অর্থাৎ উদগ্বংশা শালার আদিভাগের মধ্যস্থলে ঔদুম্বরী স্থাপিত হইবে এবং ঐ ঔদুম্বরীর উপরি অতি বৃহৎ আচ্ছাদন মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে এবং সেই মণ্ডপ সদোমণ্ডপ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে; এক্ষণে সেই ভবিষ্যৎ নামই ব্যবহৃত হইতেছে।

†—যজমান-পরিমিত উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) কাষ্ঠের গুঁড়ি।

‡—গর্ত্ত খনন করত উহাতে পুঁতিয়া রাখা। এ পর্য্যন্ত ঐ ঔদুম্বরী ঐ মণ্ডপের একদেশে শয়ান রহিয়াছে।

¶—এই অধ্যায়ের ২২ কণ্ডিকা উপসব প্রকরণ দেখ।

*—যব শব্দ পৃথক্-করণার্থ যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াথাকে অতএব 'যব কর' অর্থাৎ পৃথক্ কর=দূর কর।

২৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঔডুম্বরী উচ্ছ্রয়ণ* করিবে—

হে ঔডুম্বরী দেবতা! আমরা তোমাকে উচ্ছ্রিত করিতেছি—তোমার প্রভাবে দ্যুলোক স্তম্ভিত হউক, অবকাশ পরিপূর্ণ হউক এবং পৃথিবী সুদৃঢ় হউক।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ ঔডুম্বরী অবটে প্রক্ষেপ করিবে—

হে ঔডুম্বরি! দীপ্যমান বায়ু দেবতা তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে এই অবটে প্রবিষ্ট করান† এবং মিত্রাবরুণ‡ দেবতারা চিরদিন তোমাকে রক্ষণ করত নিজ কর্ত্তব্য সাধন করুন।২

তৃতীয় মন্ত্রে পাংশু দ্বারা পর্য্যূহন করিবে—

হে ঔডুম্বরি! তুমি ব্রাহ্মণ জাতির স্তবনীয়, ক্ষত্রিয় জাতির স্তবনীয় ও বৈশ্য জাতিরও স্তবনীয়—তোমাকে এই অবটে পর্য্যূহন করিতেছি।৩

চতুর্থ মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ দণ্ডের* দ্বারা চতুর্দিকে খাবত্রয় পর্য্যূষণ† করিবে—

হে ঔডুম্বরি! ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রজাতি ও আমাদিগের প্রজা এবং আয়ু সুদৃঢ় কর। ৪

---

২৮ কণ্ডিকা।

ঔডুম্বরী স্পর্শ করত প্রথম মন্ত্র পাঠ করিবে‡—

হে ঔডুম্বরি! তুমি এই স্থলে সুস্থির হও এবং তোমার প্রসাদে যজমান ও প্রজা ও পশু প্রভৃতির সুখে সুখী হওত এই বিদ্যমান শরীরে সুস্থির হউন। ১

---

*—ঊর্দ্ধমুখ করত উত্তোলন।

†—অর্থাৎ এই অবটে প্রবল বায়ুবিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

‡—পর্য্যূহ, [illegible]।

*—যে দণ্ড ৯অ০ ১ক০ ৬মন্ত্রে অগ্ন্যাগারের সম্মুখে উচ্চপ্রদেশে দণ্ডায়মান রক্ষিত হইয়াছে।

†—ঐ দণ্ড দ্বারা ঐ ঔডুম্বরীর মূলে মৃত্তিকা ঠাসিয়া দেওন, যাহাতে উহা সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাকে।

‡—"শ্রুতি এবং স্মৃতি এই উভয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিবাক্যই বলবান্" এই বিধির উদাহরণ রূপে মাধবাচার্য্যাদি কর্ত্তৃক এইস্থলই প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—এস্থলে ঔডুম্বরী স্পর্শ বিহিত হইতেছে,—স্মৃতিতে ঔডুম্বরী সমস্তই বস্ত্রে আবৃত করিবার বিধি আছে? অতএব বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতির বিধি অগ্রাহ্য পূর্ব্বক স্পর্শই বিধেয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঔদুম্বরীর বিশাখায়* হবন করিবে——

এই হূয়মান ঘৃতে দ্যাবাপৃথিবী পরিপূর্ণ হউক।২

অনন্তর তৃতীয় মন্ত্রে সদোমণ্ডপের উপরি ছদি আরোপণ করিবে†—

হে কট! তুমি ঐশ্বর্য্যবান্ যজমানের এই সদোমণ্ডপের ছদি হইতেছ; তোমার ছায়াতেই এই সমস্ত ঋত্বিগাদি আসীন হইয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য হোমাদি অনুষ্ঠান করিবেন।৩

---

২৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঐ ছদির উপরি ভালরূপে কুট্যবদারণ‡ করিবে—

হে স্তোত্র, শব্দে বর্ণনীয় ইন্দ্র! তোমার প্রীতিসাধন, সমস্ত স্তুতিবাক্যই অদ্য এই কুটিরূপে পরিণত হউক। তুমি দীর্ঘায়ু, তোমার এই স্তুতিও দীর্ঘায়ু হউক—এই ক্রিয়া তোমার প্রীতিসাধন হউক।১

---

৩০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে লম্পূজনী গ্রহণ—

হে লম্পূজনি! তুমি ইন্দ্রদেবতার সূচি হইতেছ, তোমাকে এই ছদিব উপরি কুটি সীবন কার্য্যার্থ গ্রহণ করিতেছি।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রন্থিদান——

হে গ্রন্থে! তুমি ইন্দ্রের প্রীতি উদ্দেশে প্রদত্ত হইতেছ, অবিচলিতভাবে চিরাবস্থিতি কর।২

তৃতীয় মন্ত্রে সদঃ* সম্বোধন—

হে সদঃ! তুমি ইন্দ্র দেবতার প্রীতিসাধনার্থ মৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইতেছ।৩

হবির্ধান মণ্ডপের অপর পার্শ্বে বায়ু-

---

*—যে স্থান হইতে বৃক্ষশাখা সমুৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষশাখা-মূলকে বিশাখ বলা যায়। এই উদুম্বর-মূলের শাখাসকল ছিন্ন হইলেও বিশাখচিহ্ন অবশ্যই আছে।

†—অর্থাৎ ঐ ঔদুম্বরী স্থাপনের পরে সদোনামক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই আবরণার্থ মণ্ডপ-মধ্যগত প্রাচীন বংশের (আড়ার) উপরি বংশাদি-নির্ম্মিত ছদি (চাল) উত্তোলন করিবে।

‡—অর্থাৎ উলু প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

*—সদঃ শব্দে এই নবনির্ম্মিত সদোমণ্ডপ। সদঃ—সভা। অর্থাৎ প্রাচীনবংশ শালার মধ্যে [illegible] বেদী এবং পশ্চিমে গার্হপত্য আদি, দক্ষিণে [illegible], উত্তরে আগ্নীধ্রীয় ভূমি ও পূর্ব্বে আহবনীয় আদি, এই সমুদায় [illegible] দেব-

কোণে এবং এই সদোমণ্ডপের বাহি কিঞ্চিৎ উত্তরভাগে আগ্নিধ্রীয় নামক অগ্নির স্থান করিবে।‡ তাহাই এই চতুর্থ মন্ত্রেআলম্ভন করিবে—

হে আগ্নিধ্রীয অগ্নে! তুমি সমস্ত দেবতাবই আবাহন স্থান।৪

৩১ কণ্ডিকা।

(ধিষ্ণ্যং প্রকরণ)

সদোমণ্ডপে ঈশান্নকোণে আগ্নিধ্রীয় ধিষ্ণ্য প্রস্তুত কবিয়া তদুপরি যথাবিধি অগ্নি স্থাপন করণানন্তর এই প্রথম মন্ত্রে সেই অগ্নির নামকরণ করিবে—

হে আগ্নিধ্রীয় ধিষ্ণ্য। সর্ব্ব প্রথমে তোমাতেই অগ্নি স্থাপিত হইবে ঐ অগ্নি ক্রমে হোতৃ ধিষ্ণ্যা দতে গমন কবিবে অতএব তোমাতে অবস্থিত অগ্নিকে বিভু (ব্যাপক) বলা যায এবং তোমাব দক্ষিণে ও উত্তরে ঋত্বিক্‌গণের গমনাগমনেব পথ এই জন্য অপর নাম প্রবাহণ*। ১

অনন্তব সদোমণ্ডপেব মধ্যগত যে প্রশস্ত পথ, সেই পথ-দ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে এবং

[illegible]জন নামে বিশেষরূপে আখ্যাত, ইহাকেই দেবানাং ওকঃ' অর্থাৎ দেবালয় বা দেবমন্দির বলা যায এবং ইহারই পূর্ব্বদিকে সম্মুখেই এই সভা মণ্ডপ প্রস্তুত হইল, এই মণ্ডপেই ঋত্বিকাদিগণের কার্য্য-সভা। এই অনুসারেই ইদানীং শিবালয়াদি এবং তৎসম্মুখে সভামণ্ডপ প্রস্তুত করিবার রীতি হইয়াছে।

*—যদ্যপিও সদোমণ্ডপের মধ্যে হোতা প্রভৃতি সপ্তঋত্বিকেরই অগ্নিকুণ্ড পৃথক্‌ নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং তন্মধ্যে আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিকেরও একটি অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাচিত হইবে পরং এটি তাহাদের অন্তর্গত বা সমকক্ষ নহে, ইহা যেরূপ গাহর্পত্যীয় বা গার্হপত্য প্রভৃতি, সেইরূপ একটি প্রধান অগ্নিকুণ্ড।

†—স্পর্শ।

‡—অগ্নির [illegible] [illegible] [illegible] নির্দ্দিষ্ট সাধারণ বেদীকে ধিষ্ণ্য বলা যায়। আগ্নীধ্র,

*মৈত্রাবরুণ, হোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি পোতা, নেষ্টা ও অচ্ছাবাক্‌ এই সপ্ত ঋত্বিকেব সাতটি পৃথক্‌ ধিষ্ণ্য, এই সাতটি, সদোমণ্ডপের মধ্যে নির্ম্মিত হইবে, তন্মধ্যে দক্ষিণ ভাগে দুইটি এবং অপরগুলি উত্তর ভাগে, মধ্যে—প্রাচীনবংশশালা হইতে উত্তরবেদী গমনাগমনের পথ।

*—ত্রিভিরি বলেন—'ধিষ্ণ্য গত অগ্নিগুলির দুইটি দুইটি নামকরণ পূর্ব্বাবধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে' অতএব এই আগ্নিধ্রীয় অগ্নির বিভু ও প্রবাহণ এই নামদ্বয়ে অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই ধিষ্ণ্যটি আগ্নীধ্র নামক ঋত্বিকের অধীন কার্য্য [illegible]। আগ্নীধ্র—উদ্গাতার দ্বিতীয় সহকারী, ইনি [illegible], ইঁহার দক্ষিণা—উদ্গাতার দক্ষিণার তৃতীয়াংশ।

পূর্ব্ব স্থাপিত ঔড়ুম্বরীর অগ্নি কোণে,হোতৃ ধিষ্ণ্য নির্ম্মাণাদির পরে তদুপরি স্থাপিত অগ্নির এই দ্বিতীয় মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে হোতৃ ধিষ্ণ্য! তোমাতে অধিষ্ঠিত অগ্নি এই যজ্ঞের প্রধান কার্য্য নির্ব্বাহক অতএব বহ্নি নামে প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হবিই ইহা ত প্রদত্ত হইয়া থাকে ও তৎসমস্তই ইনি বহন করিয়া থাকেন এইজন্য হব্যবাহনও বলা যায়*।২

এই হোতৃ ধিষ্ণ্যের দক্ষিণে মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্য নির্ম্মাণাদি করত তদুপরি স্থাপিত অগ্নির এই তৃতীয় মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্য! তোমাতে অধিষ্ঠিত এই অগ্নি আমাদের প্রকৃত মিত্র অতএব ইঁহাকে শ্বাত্র বলি এবং ইনি হোতার দোষ আবরণ করিয়া থাকেন এইজন্য প্রচেতা (বরুণ) নামেও বিখ্যাত†।৩

সদোমণ্ডপের মধ্যগত পূর্ব্ব-দ্বারের উত্তর-পার্শ্বে এবং হোতৃ ধিষ্ণ্যেরও উত্তরে ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ধিষ্ণ্য নির্ম্মাণাদি করত, তাহাতে অধিষ্ঠিত অগ্নির এই চতুর্থ মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে ব্রাহ্মণাচ্ছংশি ধিষ্ণ্য! তোমাতে স্থাপিত এই অগ্নি দেবতাদিগের প্রীত্যুদ্দেশে প্রদক্ষিণাদির বিভাগকর্ত্তা অতএব তুথ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যে ঋত্বিকের যেরূপ ভাগাদি প্রাপ্য তৎসমস্তই অবগত আছেন, এই জন্য ইঁহাকে বিশ্ববেদাও বলা যায়*।

৩২ কণ্ডিকা।

ব্রাহ্মণাচ্ছংশি ধিষ্ণ্যের কিঞ্চিদুত্তরেই পোতৃ ধিষ্ণ্য নির্ম্মাণাদি করত তাহাতে অধিষ্ঠিত অগ্নির এই প্রথম মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে পোতৃ ধিষ্ণ্য! তোমাতে স্থাপিত এই অগ্নি অতিশয় সুসজ্জিত অতএব ইঁহাকে উশিক্ এবং কবিও বলা যায়।† ১

*—এই ধিষ্ণ্যটি হোতৃ নামক ঋত্বিকের প্রধান কার্য্যস্থান। হোতা=ঋগ্বেদীয় প্রধান ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মার সহিত ইঁহার তুল্য দক্ষিণা।

†—এই ধিষ্ণ্যটি মৈত্রাবরুণ নামক ঋত্বিকের প্রধান কার্য্য স্থান। মৈত্রাবরুণ=হোতার প্রথম সহকারী, এজন্য ইনি হোতার অর্দ্ধেক দক্ষিণা পাইতে অধিকারী।

*—এই ধিষ্ণ্যটি ব্রাহ্মণাচ্ছংশী নামক ঋত্বিকের প্রধান কার্য্যস্থান। ব্রাহ্মণাচ্ছংশি=ব্রহ্মার প্রথম সহকারী [illegible], ইনি ব্রহ্মার অর্দ্ধেক দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

†—এই স্থানটি পোতার প্রধান কার্য্য স্থান [illegible] উদ্গাতার তৃতীয় সহকারী ঋত্বিক্, ইনি [illegible], উদ্গাতার চতুর্থাংশ দক্ষিণা [illegible]।

পোতৃধিষ্ণ্যের কিঞ্চিদুত্তরে নেষ্টৃধিষ্ণ্য নির্ম্মাণাদি করত তাহাতে অধিষ্ঠিত অগ্নির এই দ্বিতীয় মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে নেষ্টৃ ধিষ্ণ্য। তোমাতে স্থাপিত এই অগ্নি অজ্বারি ও বম্ভারি* উভয় নামেরই যোগ্যপাত্র†।২

নেতৃধিষ্ণ্যের কিঞ্চিদুত্তরে এবং মণ্ডপ-মধ্যগত আগ্নীধ্রের কিঞ্চিদ্ দক্ষিণে অচ্ছাবাক ধিষ্ণ্য নির্ম্মাণাদি করত তাহাতে অধিষ্ঠিত অগ্নির এই তৃতীয় মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে অচ্ছাবাক ধিষ্ণ্য‡। তোমাতে স্থাপিত এই অগ্নি, পুরোডাশ ভাগ লাভ করিয়াথাকেন—পুরোডাশ, প্রধান হব্য ও অন্ন অতএব ইনি অবস্যু¶ এবং দুবস্বান্* এই উভয় নামেই প্রসিদ্ধ।৩

সদোমণ্ডপের মধ্যে এইরূপে হোতৃ-ধিষ্ণ্য প্রভৃতি সপ্ত ধিষ্ণ্য প্রস্তুত ও তত্ত-নামকরণ করণানন্তর ঐ মণ্ডপের বহিঃ, দক্ষিণ কোণে, উত্তর কোণে স্থাপিত আগ্নীধ্র অগ্নির সমসূত্রপাৎ দক্ষিণে মার্জ্জালীয় ধিষ্ণ্য নির্ম্মাণ করত তাহাতে অধিষ্ঠিত অগ্নির এই চতুর্থ মন্ত্রে নামকরণ করিবে—

হে ধিষ্ণ্য। তোমাতে স্থাপিত এই অগ্নি সমস্ত ঋত্বিগাদির শোধক অতএব শুন্ধ্যু নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থলেই যজ্ঞীয় পাত্রসকল ধৌত মার্জ্জিত হইয়াথাকে অতএব ইঁহাকে মার্জ্জালীয়ও বলাযায়†।৪

অনন্তর সদোমণ্ডপের পূর্ব্বভাগবর্ত্তী উত্তরবেদীস্থ আহবনীয় অগ্নির নামকরণ করিবে—

হে উত্তরবেদীয় আহবনীয় অগ্নে‡

---

* ৪অ০ ২৭ক০ [illegible] হইয়াছে—অজ্বারি ও বম্ভারি ইঁহারা সোম রক্ষক সপ্তদেবতার অন্তর্গত। অজ্ব=পাপ, যিনি নষ্ট করেন তিনি অজ্বারি এবং যিনি এই চরাচরকে পালন করেন তিনি বম্ভারি।

† এই স্থানটি নেষ্টার প্রধান কার্য্যস্থান। নেষ্টা, অধ্বর্য্যুর দ্বিতীয় সহকারী, ইনি অধ্বর্য্যুর তৃতীয় অংশ দক্ষিণা লাভ করেন।

‡ এই স্থানটী অচ্ছাবাকের প্রধান কার্য্যস্থান। অচ্ছাবাক, হোতার দ্বিতীয় সহকারী, ইনি হোতার তৃতীয় অংশ দক্ষিণা লাভ করেন।

¶ অবস্ শব্দে অন্ন, [illegible] করেন তাঁহাকে অবস্যু বলাযায়।

* দুবস্ শব্দে হব্য, দুবস্বান্—হব্যবান্।

† এইস্থানটী অধ্বর্য্যুর প্রধানস্থান। অধ্বর্য্যু= যজুর্ব্বেদীয় প্রধান ঋত্বিক্। ইঁহার, হোতা প্রভৃতির তুল্য দক্ষিণা।

‡ এই অগ্নির আধার ভূমি [illegible] আহবনীয় [illegible] বলা যায়। [illegible] ঋত্বিকের প্রধান কার্য্যস্থান। [illegible] প্রধান ঋত্বিকের দ্বিতীয় সহ

তুমি বিবিধ দেবতার তুষ্টি-সাধন আহুতি গ্রহণ করিয়াথাক অতএব সকলেরই কর-গ্রহীতা সম্রাট্ এবং পয়োব্রতাদি অনু-ষ্ঠানে কৃশ-তনু যজমানদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া-থাক সেইজন্য কৃশানু শব্দেও প্রসিদ্ধ।৫

সদোমণ্ডপের পশ্চিম এবং ঐষ্টিক বেদীর উত্তর, বহিষ্পবমান* ধিষ্ণ্য নির্ম্মা-ণাদি করত ষষ্ঠ মন্ত্রে তদীয় নামকরণ করিবে—

হে বহিষ্পবমান! যেহেতু তুমি পরি-ষদ্গণেরণ† আধার-ভূমি অতএব পবিষদ্য শব্দে বিখ্যাত এবং তোমাব আশ্রযেই সকলে পবিত্র হইযাথাকেন অতএব পবমানও তোমার অপব নাম।৬

সদোমণ্ডপের পূর্ব্বদ্বারস্থ উত্তববেদীব সম্মূত্র উত্তরে চাত্বালঞ্চ প্রস্তুত হইযাছে, এই সপ্তম মন্ত্রে তাহাবই নামকরণ করিবে—

হে চাত্বাল। যেহেতু তুমি শূন্য-গর্ভ অতএব তোমাকে নভঃ (আকাশ) বলা যায এবং ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনাগমন করেন* অতএব প্রত ক্ষাও তোমার নামান্তর।৭

এই চাত্বালের অব্যহিত দক্ষিণে শামিত্র ধিষ্ণ্য; এই অষ্টম মন্ত্রে তদীয় নামকরণ করিবে—

হে শামিত্র।† এই স্থানে পবিত্র পশু বিশসনঞ্চ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াথাকে অতএব তোমাকে মৃষ্ট অর্থাৎ পবিত্র বলা যায এবং পশুব হৃদয জিহ্বাদি হব্য এই স্থানেই অগ্নি-পক্ক হইযাথাকে সেই জন্য হব্যসূদন ওঋ তোমার নামান্তব। ৮

কারী প্রতিহর্ত্তা নামক ঋত্বিকেব তুল্যপদ। ইহাঁর দক্ষিণাও প্রতিহর্ত্তার ন্যায ব্রহ্মার তৃতী-য়াংশ। ইহাঁরও কার্য্য দ্বার-রক্ষণ।

* এই ধিষ্ণ্যটি সদোমণ্ডপের বহিঃ এবং এইস্থানে ঋত্বিক্‌গণ মন্ত্র-স্নানাদি দ্বারা পবিত্র হইয়া থাকেন এইজন্য ইহাকে বহিষ্পবমান বলাযায়।

† স্তব পাঠ করণার্থ সমবেত ঋত্বিক্‌গুলীকে পরিষদ্ বলাযায়।

‡ চতুষ্কোণরূপে পুষ্করিণীর ন্যায় খাত ভূমি, এই খাত হইতেই মৃত্তিকা লইযা সমস্ত বেদী প্রস্তুত হইযাথাকে।

* চাত্বালের অব্যবহিত দক্ষিণ পার্শ্বে বলিদানের স্থান, ঐ স্থানে গমনাগমনের অন্য পথ না থাকায সুতরাং এই চাত্বাল প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

† এই স্থলে বলিদান ও মাংসপাক উভয়ই সম্পন্ন হইয়াথাকে।

‡ প্রাণনাশক্রিয়াকে বিশসন বলা যায বৈধ হইলেই তাহা পবিত্র হইল।

¶ হব্যের সূদন অর্থাৎ পাকহেতু=পাক স্থান

শেষ মন্ত্রে সদোমণ্ডপের মধ্যে পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী ঔডুম্বরীর নামকরণ করিবে—

হে ঔডুম্বরি। তুমি যেহেতু উদ্গাতার প্রধান কার্য্যস্থান অতএব ঋতধামা নামে প্রসিদ্ধ* এবং তুমি উন্নত-শিখর সেই জন্যই স্বর্জ্যোতিও বলাযায়।৯

---

৩৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ব্রহ্মাসনের নামকরণ—

হে ব্রহ্মাসন-ধিষ্ণ্য। তোমার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, চতুর্ব্বেদ-বেত্তা সুতরাং জ্ঞান-সমুদ্র অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি তোমাকেও সমুদ্র বলাযায় এবং তিনি সমস্ত ঋত্বিকের কার্য্য পরিদর্শনে ব্রতী সেই জন্য বিশ্বব্যচাঃ নামে প্রসিদ্ধ. তদনুসারে তোমাকেও নামান্তর বিশ্বব্যচা।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শালাদ্বার্য্যধিষ্ণের উপরি স্থাপিত অগ্নির নামকরণ—

হে শালাদ্বার্য্যধিষ্ণ্যস্থ অগ্নে।* এই স্থানে অজ† ও একপাৎ‡ পরব্রহ্মের তুষ্টিসাধন হইযাথাকে অতএব তোমাকেও অজ ও একপাৎ বলাযায়।২

তৃতীয় মন্ত্রে প্রাজহিতধিষ্ণ্যস্থ অগ্নির¶ নামকরণ—

হে প্রাজহিত অগ্নে। তোমার ক্ষয় নাই+ অতএব তোমাকে অহি বলাযায়

---

* উদ্গাতা=সামবেদীয় প্রধান ঋত্বিক্। হোতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মার সমান দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। ইহাঁর প্রধান কার্য্য সামগান। ঋত=দে সামগান, তাহারই ধাম-স্থান ঋতধামা ঔডুম্বরী। উদ্গাতা এই ঔডুম্বরী স্পর্শ করিয়া গান করিবে—ইহাই শ্রুতিবিধান।

† সদোমণ্ডপের মধ্যে, অগ্নিকোণ-প্রান্তে, উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, স্বল্পোচ্চবেদিকা।

‡ বিশ্ব=সমস্ত যজ্ঞ ভূমি তাহাতে, ব্যচস=গুণ দোষ লক্ষ্য করত ভ্রমণ যিনি করেন তিনিই বিশ্বব্যচা'

* শালা=প্রাচীনবংশা শালা, তদীয় দ্বার দেশ=উদগ্বংশা শালার পশ্চিমপ্রদেশ এতাবতা উভয় শালার মধ্যগত ধিষ্ণ্যস্থ আহবনীয় অগ্নিই এই অগ্নি।

† অজ=যাঁহার জন্ম নাই সুতরাং হ্রাস, বৃদ্ধি, জরা, মৃত্যু কিছুই নাই।

‡ একপাৎ=অদ্বিতীয় পালক।

¶ প্রাচীনবংশা শালার মধ্যে, পশ্চিমে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণাংশে, পত্নীশালা, যেস্থলে যজমান পত্নী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন, তাহারই পশ্চিমে এই প্রাজহিত ধিষ্ণ্যস্থ অগ্নি। প্রাজহিত=প্রজাগণের হিত অগ্নি অর্থাৎ গার্হপত্য অগ্নি।

+ অর্থাৎ প্রাচীনবংশার মধ্যগত ঐষ্টিক বেদীর পূর্ব্বভাগে স্থাপিত আহবনীয় অগ্নির গার্হপত্যত্ব হইল কিন্তু ইহাঁর গার্হপত্যত্ব পূর্ব্ববৎ অবিতথই থাকিল, (৭৪পৃ ২স্তং দেখ) সুতরাং ইহাঁর হ্রাসহীন হইল না অতএব 'অ-হি'-হীনতা-শূন্য।

এবং তুমিই মূল অগ্নি* সেইজন্য বুধ্ন্য নামেও প্রসিদ্ধ।৩

(ইতি ষোড়শ ধিষ্ণ্য প্রকরণ)

চতুর্থ মন্ত্রে সদোভিমর্শন†—

হে মণ্ডপ! এই স্থানে ঋত্বিক্‌গণ স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানান্তর্গত মন্ত্র বাক্য সকল সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিতে থাকেন সুতরাং তুমি বাগধিষ্ঠান অতএব তোমাকে বাক্ বলা যায় এবং তুমি ইন্দ্র দেবতার‡ প্রধান স্থান সেইজন্য ঐন্দ্র ও ঋত্বিক্‌গণের প্রধান কার্য্য-সভা এই কারণে সদ অভিধানেও অভিহিত হইয়াথাক।৪

পঞ্চম মন্ত্রে দ্বার্য্যভিমর্শন¶—

এই যজ্ঞীয় দ্বারদেশে স্থাপিত তোমরা আমাকে কোনরূপে সন্তপ্ত করিওনা+।৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে যজমান দেবযানপথ সংস্কারার্থ* সূর্য্যাভিমন্ত্রণ† করিবে—

হে অধ্বপতে‡ সূর্য্য! আমরা যে কোন পথে গমন করি সেই পথেই আমাকে বর্দ্ধিত কর আপাতত এই দেবযান পথে আমার কল্যাণ হউক।৬

---

* অগ্ন্যাধান কালে সর্ব্বপ্রথমে এই অগ্নিরই আধান হইয়াথাকে পরে ক্রমে অন্যান্য অগ্নির অতএব ইহা বুধ্ন-মূল। তৃতীয়াধ্যায় ৬ষ্ঠ ও ৮ম কণ্ডিকা দেখ।

† সদোমণ্ডপটী হস্ত-মার্জ্জিত করিবে।

‡ ইন্দ্র শব্দে অমিত ঐশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যবান্ যজমান ও মেঘচালক বায়ু ও সূর্য্য বা তেজোবিশেষ।

¶ দ্বার প্রদেশে উভয় পার্শ্বে স্থাপিত কদলী-স্তম্ভাদি জলধৌত করিবে।

+ অর্থাৎ মদীয় এই যজ্ঞে দ্বার সংক্রান্ত কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। = দ্বারপতন বা দ্বারে দস্যুপ্রবেশাদি না হয়।

* প্রাচীনবংশ শালার মধ্যস্থ ঐষ্টিক বেদীর উত্তরদ্বার হইতে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আহবনীয় কুণ্ডের ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাভিমুখ হওত পুনঃ পূর্ব্বমুখে উদগংশ শালার মধ্য-গত ঔডুম্বরীর দক্ষিণ দিয়া সরল রেখাক্রমে সদোমণ্ডপের মধ্য দিয়া গমন করত বামে ব্রাহ্মণাচ্ছংশি ধিষ্ণ্য ও দক্ষিণে হোতৃধিষ্ণ্য রক্ষা করত সদোমণ্ডপের বহিঃ উত্তরাভিমুখ হইয়া সদোমণ্ডপের ঈশান কোণে অধিষ্ঠিত আগ্নীধ্র ধিষ্ণ্যকে দক্ষিণহস্তে রাখিয়া পুনঃ পূর্ব্বাভিমুখ হওত সৌমিক বেদীর উত্তরে কিঞ্চিৎ যাইয়া চাত্বালের পশ্চিম ও ঐ সৌমিক বেদীর পূর্ব্বভাগে পুনশ্চ দক্ষিণাভিমুখ বাহিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ বামে তির্য্যক্ হওত উত্তরবেদীর পশ্চিমদ্বারে উপনীত হইয়াছে যে পথ, তাহাকেই "দেবযানপথ" বলাযায়।

† সূর্য্যাভিমন্ত্রণ অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক প্রার্থনা।

‡ যেহেতু পথসকল শুষ্ক বা সরস, সুবাত বা কুবাত, প্রকাশ বা অন্ধকার হইবার একমাত্র কারণ সূর্য্যই অতএব সূর্য্যকে অধ্বপতি অর্থাৎ পথের শুভাশুভ করণক্ষম বলা যায়।

৩৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঋত্বিগভিমন্ত্রণ* —

হে ঋত্বিকৃগণ। তোমরা আমাকে (যজমানকে) মিত্র-চক্ষে দর্শন করণ†।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ধিষ্ণ্যাভিমন্ত্রণ‡—

হে সগর¶ ধিষ্ণ্যগত অগ্নি সকল। সগর নামে প্রসিদ্ধ+ তোমরা,অদ্য আমাদিগকর্ত্তৃক সগর× হইতেছ। হে অগ্নিসকল। তোমরা আমাকে রৌদ্র মুখ হইতে– রক্ষা কর। হে অগ্নিসকল। আমাকে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ কর—সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা কর। তোমাদিগকে নমস্কার, আমাকে বিনষ্ট করিও না§।২

* ঋত্বিকৃগণের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক প্রার্থনা।

† বন্ধু, বন্ধুকে যে ভাবে দেখিয়া থাকে সেইরূপে দেখ অর্থাৎ বন্ধু বলিয়া কার্য্যত স্বীকার কর।

‡ আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য প্রভৃতি ধিষ্ণ্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাৎ পূর্ব্বক প্রার্থনা।

¶ গর - স্তুতি, তাহার সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ স্তবনীয়।

+ সগর=স্তুতিযুক্ত, বিভু, প্রবাহণ প্রভৃতি প্রত্যেকের দুই দুইটি স্তুতিযুক্ত নাম প্রসিদ্ধই রহিয়াছে।

× সমানরূপে স্তুত। অর্থাৎ কি আগ্নীধ্রীয় ধিষ্ণ্য, কি হোতৃধিষ্ণ্য সকল ধিষ্ণ্যকেই সমভাবে স্তব করিতেছি।

– অর্থাৎ যে পথে ভীত হইতে হইবে তাদৃশ পথ হইতে।

§ অর্থাৎ তোমাদিগের দ্বারা কোনরূপে যজ্ঞবিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

৩৫ কণ্ডিকা।

[অতঃপর সোমনয়ন* ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে অতএব তৎপূর্ব্বকৃত্য পৃষদাজ্য হোম বিহিত হইতেছে]

প্রথম মন্ত্রে ধ্রুবার মধ্যে পাঁচ বার পৃষদাজ্য† গ্রহণ করিয়া তাহাতেই সমিধের অন্তভাগ সিক্ত করিবে—

হে জ্যোতিঃস্বরূপ আজ্য। তুমি সর্ব্বরূপ হইতেছ, সর্ব্ব দেবগণের সন্তোষার্থ তোমাতে এই সমিদন্ত অক্ত করিতেছি।১

ঐ পৃষদাজ্যাক্ত সমিধ প্রচরণীতে‡ গ্রহণ করত বারদ্বয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে প্রদীপ্ত আহবনীয় অগ্নিতে আহুত করিবে—

হে সোম দেবতা। তুমি, তনু কৃন্তক দস্যুদলের, অনিষ্টকারী চৌরগণের এবং অন্যান্যরূপ উপদ্রবকারী দ্বেষ্টৃবৃন্দের পক্ষে যম স্বরূপ হইতেছ,—পক্ষান্তরে আমাদের জন্য প্রভূত বল হইতেছ — তোমাতে আহুত এই হব্য সুন্দররূপে গৃহীত হউক।২

* সোম লইয়া শকটের উপরি রক্ষণ।

† পৃষৎ=বিন্দু, এস্থলে দধিবিন্দু; আজ্য= ঘৃত সুতরাং পৃষদাজ্য শব্দে দধিবিন্দু যুক্ত ঘৃত।

‡ প্রচরণী=জুহূর ন্যায় হোম সাধন একপ্রকার স্রুক্।

প্রীয়মাণ সোমদেবতা মৎপ্রদত্ত এই আজ্য পান করুন। আমাদের এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক।৩

৩৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র যজমানকে পাঠ করাইবে—

হে বিশ্বজ্যোতিঃ। আমরা যেন তোমাব প্রসাদে ন্যায়পথে ধনলাভ করি।—দেব। তুমি বিদ্বান্, তোমার প্রসাদে আমিও যেন সর্ব্ব পদার্থ বিষযক জ্ঞান লাভ করি।—আমাদিগকে নিন্দনীয কৌটিল্য পাপ পথ হইতে দূবে বক্ষা কব। তোমাকে ভূযো ভূয নমস্কাব।১

৩৭ কণ্ডিকা।

সদোমণ্ডপের ঈশান কোণে নির্ম্মিত আগ্নীধ্রীয় মণ্ডপস্থ ধিষ্ণ্যেব উপবি অগ্নি স্থাপনানন্তর ঐ স্থানে গ্রাব, দ্রোণকলশ, সোমপাত্র রক্ষণ করিবে. ও পবে এই মন্ত্রে ঐ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিযে—

এই অগ্নি আমাদিগকে অভিলষিত ধন প্রদান করুন, এই অগ্নি রণাঙ্গনে দ্বেষ্টৃ সেনাদলকে ছিন্ন ভিন্ন কবিতে করিতে অগ্রসর হউন, ইনি শক্রবলাক্রান্ত অন্ন জয় করুন, ইনিই আনন্দ সহকারে (অক্লেশে) সকলপ্রকার অরিষ্ট বিনষ্ট করুন; আমার এই আজ্যাহুতি, সুন্দব রূপে গৃহীত হউক।১

৩৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে উত্তরবেদীস্থ আহবনীয়াগ্নি-কুণ্ডে আহুতি প্রদান কবিবে—

হে যজ্ঞ ব্যাপিন্ অগ্নে। বহুল পরিমাণে স্বীয বিক্রম প্রকাশ কর, আমাদিগের বাসস্থানের বাহুল্য বিধান কর; হে ঘৃতযোনে। ঘৃত পান কব, আমাদেব যজ্ঞপতিকে (যজমানকে) বর্দ্ধিত কর।১

৩৯ কণ্ডিকা।

হবির্দ্ধান মণ্ডপের মধ্যে বক্ষিত দক্ষিণ শকটের উপরি কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করিয়া প্রথম মন্ত্রে তদুপবি চর্ম্মবদ্ধ সোমের গাঁইটটি স্থাপন কবিবে—

হে সবিতৃদেব। তোমার প্রেরণাবশেই এই সোম লাভ করিযাছি অতএব তুমিই ইহা রক্ষা কর, ইহা যেন কোন দুরাত্ম-কর্ত্তৃক নষ্ট না হয়। ১

দ্বিতীয়মন্ত্রে ঐ কৃষ্ণাজিনের উপরি গাঁইট খুলিযা প্রসারিত করিবে—

হে সোমদেব! তুমি দেবতা, অতএব তুমি

দেবতাদিগকে ইহা উপায়ন কর এবং আমি মনুষ্য, অতএব আমি মদীয় মনুষ্য-দিগকে (ঋত্বিক্‌গণকে) ধনসম্বন্ধিনী পুষ্টির সহিত উপায়ন করি।২

তৃতীয় মন্ত্রে হবির্দ্ধান মণ্ডপ হইতে নির্গত হইবে—

যে আমি তৎকাল পর্য্যন্ত সোমে হুতমনা ছিলাম, সেই আমি এই—ইহা হইতে বিরত হইলাম, বরুণদেবতার পাশ হইতে বিমুক্ত হইলাম।৩

৪০ কণ্ডিকা।

যজমান ইতিপূর্ব্বে অগ্নির সহিত স্বীয় শরীরের পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন*, অধুনা এই মন্ত্রে তাহাই প্রতিপ্রদান করা হইতেছে—

হে অগ্নে! তুমি এই জ্যোতিষ্টোমাদি ব্রতের পাতা, তোমার যে শরীর, আমার হইয়াছিল, তাহা তোমারই হউক এবং আমার যে শরীর, তোমার হইয়াছিল, তাহা আমারই হউক। (সোমের প্রতি) হে দীক্ষাধিপতে সোম! তোমার অনুমতি ক্রমেই দীক্ষিত হইয়াছি,—হে উপসদ্রূপ তপস্যার অধিপতে সোম! তোমার অনুমতিক্রমেই এই উপসদ্রূপো-হনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি অতএব হে ব্রতপালক দেব! আমাদিগের উভয়েরই কর্ত্তব্য* যথাযথ সুসম্পন্ন হউক।১

* ৫অ০ ৬ক০ ৬৭পৃ০ ১স্ত০ দেখ।

৪১ কণ্ডিকা।

[যূপ প্রকরণ]

যূপ স্তম্ভ ছেদন করিবার জন্য গমন করিতে হইবে, সেই গমন সুফল হউক এই কামনায় ধ্রুবার মধ্যে চারিবার আজ্য গ্রহণ করত এই মন্ত্রে আহবনীয় কুণ্ডে হোম করিবে—

(হে যজ্ঞব্যাপিন্ অগ্নে!—ইত্যাদি ৩৮ক০ ৯২পৃ০ ২স্ত০ দেখ)।১

৪২ কণ্ডিকা।

হুত-শেষ আজ্য গ্রহণ করত তক্ষাবণ† সহিত বনে গমন করিয়া এই প্রথম-মন্ত্রে একটি যূপ্যঞ্চ‡ বৃক্ষ অভিমর্ষণ¶ বা অভিমন্ত্রণ+ করিবে—

* অর্থাৎ আমার কর্ত্তব্য—নির্দোষ অনুষ্ঠান এবং তোমার কর্ত্তব্য পূর্ণ ফলদান।

† তক্ষা—বর্দ্ধকি—ছুতার।

‡ পলাশ, খদির, বিল্ব প্রভৃতি যূপের উপযুক্ত বৃক্ষকে যূপ্য বলা যায় এবং তদতিরিক্ত লিম্ব, জম্বীর প্রভৃতিকে অযূপ্য বলাযায়।

¶ অর্থাৎ সেই হুত দ্বারা ঐ বৃক্ষের অভ্যমর্দ্দন।

+ ঐ হুত স্পর্শ করাইয়া মন্ত্রপাঠ।

হে পুরোবর্ত্তি যূপ বৃক্ষ! অনেকানেক অযূপ্য বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আসিযাছি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন অযূপ্য বৃক্ষের নিকটে যাই নাই এবং যেহেতু তোমাকে নিকটে পাই-লাম অতএব দূরে স্থিত যূপ্য বৃক্ষের অন্বেষণেও যাইতে হইল না, আরও নিকটে যেসকল যূপ্য বৃক্ষ পাইযাছিলাম, সে সমস্ত মনোনীত না হইবায় তাহাও ত্যাগ করিয়া আসিযাছি। হে বনস্পতে দেব! দেবযজন কার্য্যের জন্য তোমার সেবা করি, দেবগণও দেবযজনের জন্যই তো-মার সেবা করিযাথাকেন। (স্রুবা দ্বারা স্পর্শ*) বিষ্ণু† দেবতার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে কুশান্তর্দ্ধান‡ করিবে—

হে ওষধে! স্বধিতিরP ভয় হইতে এই রক্ষণীয় ভাগকে রক্ষা কর।২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ যূপ্য বৃক্ষে কুঠারাঘাত করিবে—

হে স্বধিতে! এই কুশচিহ্নিত স্থানের নিম্নে বা ঊর্দ্ধে, রক্ষণীয় ভাগে যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়।৩

---

৪৩ কণ্ডিকা।

যৎকালে ঐ ছিন্নবৃক্ষ ভূ-পতিত হই-তেছে, সেই সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে যূপবৃক্ষ! দ্যুলোকের লিখন* করিও না, অন্তরীক্ষ লোকের লিখন করিও না, তুমি পৃথিবীর বস্তু, পৃথিবীতেই আসিযা সম্মিলিত হও। এই অতি তীক্ষ্ণ শাণিত স্বধিতি তোমাকে সুনির্ম্মাণ করুক এবং এই কার্য্য যেন আমাদের মহা সৌভাগ্যের নিদান হয়।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শাখা প্রশাখাদি ছেদন পূর্ব্বক যূপ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে—

হে বনস্পতে! দেব! এই স্কন্ধশাখা যে মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই মূল হইতে শত শত শাখা পুনরঙ্কুরিত হউক এবং আমরাও এই কার্য্যের ফলে (পুত্র পৌত্রাদি) সহস্র সহস্র শাখা সম্পন্ন হই।২

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

---

* সেই হুতশেষ ঘৃত যে স্রুবাতে আছে তাহাই স্পর্শ করাইবে।

† বিষ্ণু শব্দে সর্ব্বব্যাপক দেবতা এবং যজ্ঞ ও যজমান।

‡ অর্থাৎ যে স্থান দ্বিখণ্ড করিতে হইবে সেই স্থানে কুশাবন্ধন দ্বারা চিহ্নিত করিবে অন্যথা অনভিমত স্থানেও কুঠারাঘাত হইতে পারে।

P স্বধিতি—কুঠার।

* পূর্ব্বকালে লিখন শব্দের অর্থ হিংসন ছিল; অক্ষর বিন্যাস যে স্বপ্নেরও অগোচর ছিল—ইহাও তাহার অন্যতর প্রমাণ।

॥ অথ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

১ কণ্ডিকা।

উত্তর বেদীর পূর্ব্বভাগে, যজ্ঞশালার পূর্ব্বভাগীয় প্রতীহার ভূমির পশ্চিমে, দ্বারোপান্তে যূপস্তম্ভ* নিখাত হইবে।

তদর্থ,—এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে অভ্রিস্বীকার, দ্বিতীয়ে দৃঢ়মুষ্টিকরণ, তৃতীয়ে পরিলিখন, চতুর্থে যব বপন, পঞ্চমে অগ্র-মধ্য মূলাং প্রোক্ষণ, ষষ্ঠে আসিঞ্চন, সপ্তমে কুশাপ্রাসন কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তন্মধ্যে,

প্রথম তিনটির অর্থ—পঞ্চমাধ্যায়ীয় ২২ কণ্ডিকার প্রথম তিনটি দেখিলেই জানা যাইবে‡ এবং ঐ অধ্যায়েরই ২৬ কণ্ডিকা দর্শনে¶ অবশিষ্টগুলিরও অর্থ-বোধ অবিজ্ঞাত থাকিবে না।১—৭

২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে, যূপাবটে শকল+ নিক্ষেপ করিবে—

হে শকল। তুমি অগ্রসর হইতেছ, উন্নেতৃগণ* তোমাকে অক্লেশেই এই অবটে প্রবেশ করাইতে পারিবেন†। ভরসা করি তুমি ইহা অবশ্যই অবগত আছ যে তোমার উপরি অপর দ্বিতীয় খণ্ড স্থাপিত হইবে।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ শকলের উপরিভাগে ঘৃত লিপ্ত করিবে—

হে শকল। সবিতা দেবতা তোমাকে ঘৃতাক্ত করিতেছেন‡।২

তৃতীয় মন্ত্রে চষালের¶ আদি ও অন্ত্য উভয়ত ঘৃতাক্ত করত ঐ শকলের উপরি স্থাপন করিবে—

* ইহাতেই যজ্ঞীয় পশুবন্ধন হইবে।

† অত্যুচ্চ যূপস্তম্ভের দণ্ডায়মানাদি কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে অংশত্রয় করা হইয়াথাকে এবং স্থাপন কালে উহা উপর্য্যুপরি স্থাপিত হইয়া স্তম্ভাকার ধারণ করে।

‡ ৭৮পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ দেখ।

¶ ৮২পৃষ্ঠা ১ম স্তম্ভ দেখ।

+ যূপস্তম্ভের মূলভাগকে শকল বলা যায়। শকল শব্দের প্রকৃত অর্থ খণ্ড।

* যাঁহারা ঐ যূপ উত্তোলন করত ঐ অবটে নিক্ষেপ করেন, সেই ঋত্বিক্‌গণকে উন্নেতা বলা যায়।

† অর্থাৎ প্রথমে 'শকল' নামক আদিখণ্ড, পরে 'চষাল' নামক মধ্যখণ্ড, তদুপরি 'যূপ' নামক অগ্রভাগ—এইরূপে খণ্ডে খণ্ডে স্থাপন করিতে লঘুভার হইয়াথাকে, অন্যথা একদা অখণ্ড স্তম্ভ উত্তোলনে গুরুতর ভার হইত, সুতরাং অতিকষ্টে বলপ্রকাশ পূর্ব্বক তুলিতে হইত।

‡ অর্থাৎ "ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ (গায়ত্রী)" সকলই সবিতা দেবতার প্রেরণা-বশে হইতেছে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই "স্বয়ং করোমীতি বৃথাভিমানম্"।

¶ যূপস্তম্ভের বলয়াকার মধ্য ভাগকে চষাল বলাযায়।

হে চষাল! তোমাকে এই শকল নামক যূপাংশের উপরি স্থাপন করিতেছি—এই কর্ম্মফলে দেশীয় ওষধি*কুল সুফল প্রসব করুক।৩

চতুর্থ মন্ত্রে যূপোচ্ছ্রযণ† কবিবে—

হে যূপ। তদীয় অগ্রভাগ দ্যুলোক স্পর্শ করিয়াছে, মধ্যভাগে অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ হইযাছে এবং অধোভাগেব দ্বারা পৃথিবী দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।৪

---

৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ যূপস্তম্ভ অবটে ভালরূপে প্রোথিত করিবে—

হে যূপ! যে স্থানে আমরা গমন করিতে ইচ্ছা করি, যে স্থানে সূর্য্যদেবের অতি-প্রকাশ কিরণজাল সুবিস্তীর্ণ বহিয়াছে এবং যেস্থলে সামগগণ উচ্চৈর্গান করিয়াথাকেন—সেই এই যজ্ঞীয উৎকৃষ্ট স্থান তোমারই।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে পাংশুপর্য্যূহণ কবিবে—

হে যূপ। তুমি ব্রাহ্মণ জাতির স্তবনীয, ক্ষত্রিয় জাতির স্তবনীয ও বৈশ্যজাতিরও স্তবনীয়—তোমাকে এই অবটে পর্য্যূহণ কবিতেছি।২

তৃতীয মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ দণ্ডেব দ্বারা চতুর্দিকে বারত্রয পর্য্যূযণ কবিবে—

হে যূপ। ব্রাহ্মণজাতিব দৃঢতা সম্পন্ন কর, ক্ষত্রিয জাতিব দৃঢতা সম্পন্ন কর, বৈশ্য জাতিব দৃঢ়তা সম্পন্ন কব এবং যজমানের আয়ু সুদৃঢ় কব।৩

---

৪ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, শকল নামক যূপেব মূলভাগ যজমানকে স্পর্শ করাইয়া এই মন্ত্র পাঠ করাইবে—

হে ঋত্বিকৃগণ। এই দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু দেবতাব কার্য্য কৌশলেব অপূর্ব্ব পবীক্ষা দান করিতেছে, যাঁহার কার্য্য প্রভাবে আমবা এতাদৃশ কার্য্যজাতে স্বতই আবদ্ধ হইযাথাকি! তিনি দেদীপ্যমান এই সমস্ত পদার্থেরই উপযুক্ত সখা।১

---

৫ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, চষাল নামক মধ্যভাগ যজমানকে দর্শাইয়া পাঠ করাইবে—

---

* ফল পরিপক্ক হইলে যে সমস্ত বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায় তাহাকেই ওষধি বলা যায়, যথা—ধান্য, গোধূম, মুদ্গ প্রভৃতি।

† অর্থাৎ ঐ চষাল নামক মধ্যভাগের উপরি তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ যূপাগ্র উত্তোলিত ও স্থাপন করিবে।

সূরিগণ সেই বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র দেখিতেছেন, দেখ—দ্যুলোকে উদিত এই সূর্য্যমণ্ডল যেন তাঁহারই চক্ষু।১

৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে এই যূপের নাভি পরিমাণ উচ্চে ত্রিগুণা*, ত্রিব্যামা†, কৌশী‡ রশনা¶ ত্রিবারৃত্ত বেষ্টন করিবে—

হে যূপ। তুমি রশনা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইতেছ। যজ্ঞ সম্বন্ধী মনুষ্যগণ তোমাকে ভালরূপে বেষ্টিত করুন এবং মর্ত্ত্যশ্রেষ্ঠ এই যজমানও সেইরূপ বিবিধ ধনে পরিবেষ্টিত হউন।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে অগ্নিষ্ঠার+ উত্তরভাগে× স্বরু— অবগূহন§ করিবে—

হে স্বরো। তুমি দ্যুলোক-সম্ভব* হইতেছ।২

তৃতীয় মন্ত্রে বর্ষিষ্ঠের† দক্ষিণে বিতষ্ট নামক দ্বাদশ‡ যূপ স্থাপন করিবে—

হে যূপ। পৃথিবীর মধ্যে এই তোমার আশ্রয়স্থান, আরণ্য পশুই তোমার ভোগ্য পদার্থ।৩

৭ কণ্ডিকা।

[আগ্নীষোমীয় পশু প্রয়োগ]

প্রথম মন্ত্রে তৃণ গ্রহণ—

হে তৃণসঙ্ঘ। তোমাদের দেখিয়া পশু নিকটস্থ হইবে।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ তৃণরাশি মেধ্য পশুর মুখে স্পর্শ করাইয়া ক্রমে অভীষ্ট স্থলে লইয়া আসিবে—

---

* ত্রিগুণীকৃত পাক দেওআ।

† বাহুদ্বয় প্রসারিত পরিমাণকে ব্যাম বলাযায়, তাহার ত্রিগুণ দীর্ঘ।

‡ কুশা-নির্ম্মিত। ¶ পশুবন্ধন রজ্জু।

+ যূপের আদ্যভাগ যাহা শকল নামে প্রসিদ্ধ উহা অষ্টাশ্রি (আটপল) নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যে অশ্রি উপররেদীস্থ অগ্নির সম্মুখে থাকে সেই পশ্চিম ভাগীয় অশ্রিকে অগ্নিষ্ঠা বলা যায়।

× শামিত্র বেদীর দক্ষিণপ্রান্তে।

- বোধহয় ছাড়কাটের অর্গল (খিল)। ইহাও যূপেরই অংশবিশেষ।

§ শামিত্র বেদীর নিম্নপ্রদেশে গুপ্তভাগে স্থাপন।

● অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে বৃষ্টি হইয়াথাকে এবং সেই বর্ষে যূপবৃক্ষের সৃষ্টি স্থিতি অতএব এই যূপাংশকে দ্যুলোক-সম্ভব বলা যায়।

†,‡ বর্ষিষ্ঠ অতিশয় প্রবৃদ্ধ। এস্থলে দ্বাদশটি যূপ বা যূপাংশ ব্যবহৃত হইতেছে—১ম শকল, এই শকলই অষ্টাশ্রি হইবায় ইহাই অষ্টসংখ্যায় পরিগণিত হইয়াথাকে, ৯ম চষাল, ১০ম অগ্র, ১১শ স্বরু ও দ্বাদশ বিতষ্ট (হাড়কাট)। ইহার মধ্যে বিতষ্টের সম্বন্ধ স্বরুই পূর্ব্বতন=রক্ষ অতএব উহাকেই বর্ষিষ্ঠ বলা যায়।

যে সমস্ত দেবগণ হবি কামনা করেন এবং যজমানকে স্বর্গ প্রাপ্ত করাইবেন, সেই সমস্ত দেব সমীপে পশুরা আগমন করিয়াথাকে। (ত্বষ্টার প্রতি) হে ত্বষ্টঃ!* তুমি এই পশুকে স্বীয় কার্য্যে† ব্যবহৃত কর—দেবতারা এই হব্য আস্বাদন করুন।২

৮ কণ্ডিকা।

পশুব প্রতি—

হে রেবন্তঃ‡ পশো। তোমবা যজমানের গৃহে সর্ব্বদাই প্রবৃদ্ধ হইতে থাক। (ব্রহ্মাব প্রতি) হে বৃহস্পতে! এই সমস্ত পশু ধন উদক-ধারা পাতে নিশ্চল কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্রেব প্রথমার্দ্ধে, দ্বিগুণীকৃত ব্যাম পবিমিত কৌশী বশনার দ্বারা পশুর শৃঙ্গে নাগপাশ নামক ফাঁস বন্ধন করিবে, ঐ বন্ধনের গাঁইট বা মুখ দক্ষিণ শৃঙ্গাভিমুখ হইবে—দ্বিতীয়ার্দ্ধ পাঠে শমিতাকে সমর্পণ করিবে—

হে দেবগণের হব্য! তোমাকে যজ্ঞীয় পাশে বন্ধন করিতেছি। (শমিতাকে অর্পণ) মনুজ-শ্রেষ্ঠ শমিতা* অবশ্যই ইহা শমন† করিতে সমর্থ।২

৯ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ পশু যূপে বন্ধন কবিবে—

আমি সবিতৃ দেবতাব প্রেবণাবশে, অশ্বি দেবদ্বযেব বাহুবলে এবং পূষাব হস্তদ্বযে—অগ্নি ও সোম দেবতাব প্রীতিব উদ্দেশে এই তাঁহাদেব সেবনীয় হব্য, যূপে বন্ধন কবিতেছি।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ওষধি তৃণ দ্বাবা জলগ্রহণ কবত মার্জনপূর্ব্বক পশু-প্রোক্ষণ কবিবে—

হে পশো। অগ্নি এবং সোম দেবতার প্রীতিব জন্য তোমাকে এই ওষধি তৃণ-পুঞ্জেব জলকণে প্রোক্ষিত কবিতেছি। তোমার মাতা, পিতা, সোদব ভ্রাতা এবং সতত একত্র স্থাযী সখা, তোমাকে এই কার্য্যোপযোগী হইতে অনুমতি প্রদান করুন।২

● ত্বষ্টা ছুতার।

† অর্থাৎ 'যে কার্য্য করণার্থ তুমি অত্রাগত হইযাছ সেই কার্য্যে—বধকার্য্যে।

‡ রৈ শব্দে ধন, পশুপালনাদি ব্যবহারা জীবের পশুই ধনসংগ্রাহক অতএব পশুদিগকে রেবান্ অর্থাৎ ধনবান্ বলাযায়।

* শমিতা শামিত্র বেদীর প্রধান কার্য্যানুষ্ঠানকারী পশুঘাতী।

† বৈধরূপে পশুহনন।

১০ কণ্ডিকা।

যে তৃণ মুষ্টি দ্বারা প্রোক্ষণ করা হইল, এই মন্ত্র পাঠ করত তাহাই সজল ঐ পশুর মুখে ধারণ করিবে—

হে পশো। তৃণ জল পান করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াথাক অতএব ইহা পান কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে তদীয় হৃদয় প্রোক্ষণ করিবে—

হে পশো। এই জল দেবতারা তোমাকে আস্বাদন করুন যেহেতু তুমি প্রথমত ইহাদিগকর্ত্তৃক আস্বাদিত হইলে দেবযোগ্য হবি বলিয়া গৃহীত হইতে পার।২

ইহার পরেই উত্তরাঘার হোম হইবে অনন্তর এই তৃতীয় মন্ত্রের ভাগক্রমে ঐ পশুর ললাট, স্কন্ধদ্বয় ও শ্রোণিয় জুহূর দ্বারা ঘৃতাক্ত করিবে—

ললাটাঞ্জন—

হে পশো। তোমার প্রাণবায়ু, বাহ্য বায়ুর সহিত সম্মিলিত হউক।ক

স্কন্ধাঞ্জন*—

স্কন্ধাদি অঙ্গ সমস্ত যাগ কার্য্যের উপযোগা হউক।খ

শ্রোণ্যঞ্জন—

যজ্ঞপতি (যজমান) আশীর্ব্বাদের সহিত মিলিত হউন। গ।৩

---

১১ কণ্ডিকা।

বিশসিতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাস* এবং যূপ হইতে স্বরু গ্রহণ করত, উহা জুহূর মধ্যে ঘৃতাক্ত করিয়া ঐ উভয় দ্বারা পশুর ললাট স্পর্শ করাইবে—

হে স্বরু ও শাস! তোমরা ঘৃতে অক্ত হইয়াছ, অধুনা এই পশুকে পশুজন্ম হইতে উদ্ধার কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্র যজমানকে পাঠ করাইবে—

হে ধনবৎ অস্মদাশীর্ব্বাক্য। এই যজমানের অভীষ্টদ হইয়া অন্তরীক্ষ-ব্যাপী হও এবং এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু দেবতার সহিত ঐকাত্ম্যভাবে স্বয়ংই এই হবির যাগে প্রবৃত্ত হও ও এই পশুর তনুর সহিত মিশ্রিত হও।২

তৃতীয় মন্ত্রে পশূৎসর্গ—

সর্ব্বপ্রকার দেবগণের উদ্দেশে এই পশু আহুত হইতেছে, তাহাদিগকর্ত্তৃক সুন্দররূপে গৃহীত হউক।৩

---

* দুই স্কন্ধ অঞ্জন করিতে একই মন্ত্র বারদ্বয় পাঠ করিবে।

* শাস শব্দে খড্‌গ বা অন্য কোন রূপ দ্বিধাকারী অস্ত্র।

১২ কণ্ডিকা।

নিযোজনী* দ্বিগুণিত করিয়া বপা-শ্রপণীদ্বয়†দ্বারা চাত্বালে নিক্ষেপ করিবে—

. হে নিয়োজনি! তুমি এই চাত্বালে পতিত হইযা সর্পাকাব বা অজগরাকাব ধারণ করিও না‡।১

অনন্তর প্রতিপ্রস্থাতা পত্নীশালা হইতে পান্নেজন¶-হস্তা পত্নীকে এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পুব:সব আনযন কবিবে—

হে যজমানপত্নি। এক্ষণে এই সুবিস্তৃত যজ্ঞশালা শত্রু শূন্য অতএব এই ঘৃতকুল্যা সদৃশ দেবযানমার্গে+ শামিত্র ভূমিতে আগমন কর।২

---

১৩ কণ্ডিকা।

পান্নেজন পাত্রে জলগ্রহণ—

হে বিশুদ্ধ জলদেবতারা! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য পশুশোধন করিতে হইবে অতএব এই পান্নেজন পাত্রে সুপ্রবিষ্ট হও।

আমরা তোমাদেরই প্রসাদে দেব-কার্য্যে সুপ্রবিষ্ট হওত তাঁহাদেব হব্য পবিবেশনে যেন সমর্থ হই।১

---

১৪ কণ্ডিকা।

পত্নী ঐ মৃত পশুর সমীপে উপবিষ্ট হইযা পান্নেজন পাত্রেব জলে তদীয মুখাদি অষ্টাঙ্গ শোধন কবিবে—

হে পশো। আমি তোমাব বাগিন্দ্রিয শোধন করি।

হে পশো। আমি তোমার প্রাণেন্দ্রিয় শোধন করি।২

হে পশো! আমি তোমাব চক্ষুরিন্দ্রিয শোধন করি।৩

হে পশো। আমি তোমাব শ্রোত্রেন্দ্রিয় শোধন করি।৪

হে পশো। আমি তোমাব নাভিচ্ছিদ্র শোধন করি।৫

---

* যে রজ্জুতে পশুবন্ধন করাযায সেই রজ্জুকে নিযোজনী বলাযায।

† বপা শব্দে মেদ (চর্বি) বপাশ্রপণী—বপা পাক করিবার যুগ্মযন্ত্র অর্থাৎ একখানি পাত্রের উপরি বপা রাখিযা সেইরূপ আর একখানির দ্বারা আচ্ছাদিত করত তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপে বন্ধন করিযা যে যুগ্মযন্ত্রে পাক করা যায তাহাকেই বপাশ্রপণী বলা যায।

‡ অর্থাৎ তোমাকে দেখিযা সর্পজ্ঞানে হঠাৎ কেহ ভীত না হয।

¶ যে কলশীর জলে ঐ পশুর পাদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গ ধৌত হইবে, সেই কলশের নাম পান্নেজন।

+ অর্থাৎ এই যজ্ঞে এতাদৃশ অত্যধিক ঘৃত আহুত হইয়াছে ও হইতেছে যে এই দেবযান মার্গও ঘৃতকুল্যার আকার ধারণ করিয়াছে কুল্যা শব্দে পয়ঃ-প্রণালী [illegible]

হে পশো। আমি তোমার পুংচিহ্ন শোধন করি। ৬

হে পশো! আমি তোমার পায়ুদেশ শোধন করি। ৭

হে পশো। আমি তোমার পাদচতুষ্টয় শোধন করি। ৮

---

১৫ কণ্ডিকা।

পরে যজমান ও অধ্বর্য্যু উভয়ে সেই পান্নেজন শেষ জলে সেই পশুর মস্তক-প্রভৃতি সমস্ত শরীর ভালরূপে ধৌত করিবে—

হে পশো! তোমার মন শান্ত হউক।১

হে পশো। তোমার বাক্য শান্ত হউক।২

হে পশো! তোমার প্রাণ শান্ত হউক।৩

হে পশো! তোমার চক্ষু শান্ত হউক।৪

হে পশো! তোমার শ্রোত্র শান্ত হউক।৫

হে পশো। তোমার সম্বন্ধে যে সমস্ত ক্রূর কার্য্য* করা হইয়াছে এবং এক্ষণেও যাহা যাহা† করিতে উপস্থিত হইয়াছি তৎসমস্তই প্রশমিত হউক, দোষ-শূন্য হউক এবং পরিশুদ্ধ হউক।৬

সপ্তম মন্ত্রে ঐ পান্নেজন পাত্রের অবশিষ্ট জল সেই মৃত পশুর জঘন প্রদেশে ঢালিয়া দিবে—

চিরদিনই যজমানের কল্যাণ হউক।৭

অনন্তর ঐ পশু উত্তান করিয়া নাভির অগ্রে চারি অঙ্গুল ব্যবধানে অষ্টম মন্ত্রে তৃণ বন্ধন করিবে—

৪অ০ ১কং দেখ।৮

অষ্টম মন্ত্রে ঐ তৃণ চিহ্নিত স্থানে ঘৃতাক্ত শাস আঘাত করত তৃণবদ্ধ উদর ত্বচ ছিন্ন করিবে—

হে শাস। এই চিহ্নিতাতিরিক্ত প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিও না।৮

---

১৬ কণ্ডিকা।

যে তৃণে নাভির অগ্রপ্রদেশ বন্ধন করা হইয়াছিল, অধ্বর্য্যু বামহস্তে তদীয় অগ্রভাগ ও দক্ষিণ হস্তে মূলভাগ গ্রহণ করত দ্বিগুণিত করিয়া এই মন্ত্রে সেই পশু-শোণিতে অক্ত করিবে—

হে শোণিতাক্ত তৃণ। তুমি রক্ষোগণের ভাগ হইতেছ।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উহা উৎকরে নিক্ষেপ করিবে—

এই রক্ষোগণ নিরস্ত হইল।২

অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই তৃণের

---

* বন্ধন নিরোধনাদি।

† হৃদয়চ্ছেদাদি।

উপবি যজমান দণ্ডায়মান হইয়া এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

এই আমি রক্ষোগণের উপবি উত্থান করিলাম, এই আমি রক্ষোদলকে বিনাশ করিলাম, এই আমি রক্ষোবৃন্দকে অন্ধতম নরকে প্রেরণ কবিলাম।৩

পশুর উদব হইতে, বপা নিষ্কাশন করিয়া উহা পূর্ব্বভাগ বপাশ্রপণীব মধ্যে গ্রহণ করত চতুর্থ মন্ত্রে তাহাতে ঘৃত প্রদান পুবঃসর উত্তবভাগ বপাশ্রপণীব দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে—

দ্যাবাপৃথিবী স্বরূপ এই উপবিতন ও অধস্তন বপাশ্রপণী পাত্র দ্বযেব মধ্যগত বপা, ঘৃতে আচ্ছাদিত হউক।৪

পঞ্চম মন্ত্রে অধ্বর্য্যু বাম হস্ত-ধৃত তৃণাগ্রে বপা-বিন্দু গ্রহণ করিয়া আহবনীযে নিক্ষেপ কবিবে—

হে বাযো। সমস্ত বপাব সাব এই বিন্দু তুমি পান কর।৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐ বপাশ্রপণী হইতে স্রুবা দ্বারা বপা গ্রহণ করত আহবনীয় অগ্নিতে অভিঘার* করিবে—

অগ্নি ইহা পান করুন এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক।৬

অনন্তব ঐ অগ্নিতেই বিশাখা নামক বপাশ্রপণী* প্রাগগ্র করিয়া এবং অপব বপাশ্রপণীরং† প্রত্যগগ্র কবিযা এই সপ্তম মন্ত্রে আহুত কবিবে—

আমি তোমাদিগকে এই অগ্নিতে সুন্দবরূপে আহুত কবিতেছি, তোমবা পবিণামে এই ঊর্দ্ধাকাশে বাযুব সহিত সম্মিলিত হও।৭

---

১৭ কণ্ডিকা।

অনন্তব পত্নীব সহিত যজমান এবং ঋত্বিক্‌গণ সকলে একত্র হইযা চাত্বালস্থ উদকে এই মন্ত্রে মার্জন কবিবে—

হে উদক। পশুহনন-জন্য এই পাপ এবং এই নিন্দা ও এতৎসংক্রান্ত অস্ম দাদির শরীব-লগ্ন মল এই জলে ধৌত হইযা প্রবাহিত হউক। মিথ্যাব্যবহাব-দ্বাবা যদি কোন দ্রোহ করিযা থাকি এবং অনপবাধী ব্যক্তিকে যদি অভিশপ্ত করিযা থাকি—সেই সমস্ত পাপ হইতে জল দেবতা ও বায়ুদেবতা আমাদিগকে উন্মুক্ত করুন।১

---

১৮ কণ্ডিকা।

সেই পশুর হৃদয় ভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে প্রথম মন্ত্রে জুহূস্থ পৃষদাজ্য অভিঘার করিবে—

---

* ধারাক্রমে প্রদান।

*—দ্বিশূলা। †—একশূলা।

হে পশো। তোমার মন দেবগণের মনের সহিত সম্মিলিত হউক এবং ত্বদীয় প্রাণ দেবগণের প্রাণের সহিত সম্মিলিত হউক। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে মাংস-পাক-ভাণ্ড হইতে অভিঘার-ক্রমে আজ্যপাত্রে বারদ্বয় বসা* গ্রহণ করিবে- —

হে বসে। যদিচ তুমি অত্যল্প কিন্তু জল-সহকারে অগ্নিপাকে বিলক্ষণ প্রবৃদ্ধ হইতেছ, তোমাকে বায়ু দেবতার এবং পূষা দেবতার সন্তোষার্থ এই আজ্যপাত্রে গ্রহণ করিতেছি, ইহার দ্বারা অন্তরীক্ষ ব্যথিত হউক না†। ২

তৃতীয় মন্ত্রপাঠে পার্শ্ব‡ দ্বারা অথবা অসির দ্বারা ঐ বসা, পাত্রস্থ আজ্যে মিশ্রিত করিবে --

বসার দোষ ভাগ বিদূরিত হউক। ৩

---

* মাংস হইতে নির্গত, ঘৃতের ন্যায় স্নেহাত্মক দ্রব পদার্থ বিশেষ।

† পরিতৃপ্তরূপে বসা পান করিলেই শরীরাভ্যন্তরের অন্তরীক্ষ ব্যথিত হইয়াথাকে অর্থাৎ তৃষ্ণাধিক্য উপস্থিত হয় এতাবতা অন্তরীক্ষ ব্যথার প্রার্থনায় পর্য্যাপ্ত পান প্রার্থিত হইল।

‡ পৃষ্ঠদণ্ড বা অন্য কোন অস্থি-সমূহকে পার্শ্ব বলা যায়।

১৯ কণ্ডিকা।

গৃহীত বসার অর্দ্ধপ্রায় হোম-হবনীতে লইয়া প্রথম মন্ত্রে অগ্নিতে হবন করিবে—

হে ঘৃতমিশ্রিত বসারূপ হব্য! তুমি অন্তরীক্ষ-দেবগণের তৃপ্তি সাধনার্থ আহুত হইতেছ—যে সকল দেবগণ ঘৃত পানে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাঁহারা এতদীয় ঘৃত পান করিবেন এবং যাঁহারা বসা পানে ইচ্ছা করেন তাঁহারা বসা ভাগই পান করিবেন—আমার এই আহুতি স্বাহুতি হউক। ১

অবশিষ্ট বসা লইয়া দ্বিতীয়াদি ছয়টি মন্ত্রে অভিঘার-ক্রমে প্রদক্ষিণানুসারে ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে—

পূর্ব্বাদি দিক্‌স্থ দেবগণের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

অগ্নি কোণাদি প্রদিক্‌-স্থ দেবগণের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩

অধোভাগাদি আদিক্‌-স্থ দেবগণের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৪

মধ্যভাগাদি বিদিক্‌-স্থ দেবগণের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৫

ঊর্দ্ধভাগাদি ঊর্দ্দিক্-স্থ দেবগণের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ৬

দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত লোকীয় দিগ্‌দেবতাগণের উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৭

পশু সম্মর্শন*——

কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে, এই প্রত্যেক অঙ্গেই ইন্দ্র† সম্বন্ধী প্রাণঞ্চ দেদীপ্যমান ছিল; কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে এই প্রত্যেক অঙ্গেই ইন্দ্রসম্বন্ধী উদানশ্ব নিহিত ছিল। হে ত্বষ্টঃ+ দেব। তোমার অস্ত্রে এই অঙ্গ সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপে খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, এক্ষণে তৎসমস্তই যেন একাকারে একত্রীকৃত হইতেছে;—হে পশু-মাংস সমূহ। তোমার বন্ধুগণ, তোমার মাতা, তোমার পিতা—এবিষয়ে অনুমোদন করুন—।

২১ কণ্ডিকা।

পশুর পশ্চাদ্ভাগীয় মাংস (পাছা) অংশত্রয় করিয়া তাহার অংশৈককে তির্য্যক্ রূপে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিবে, পরে প্রতিপ্রস্থাতা তদীয় একৈক খণ্ড গ্রহণ করত এই একাদশ মন্ত্রে একাদশ আহুতি প্রদান করিবে এবং প্রত্যেক আহুতির শেষে বষট্‌কর্ত্তা বষট্‌কার করিতে থাকিবে—

সমুদ্রং গচ্ছ* স্বাহা†। ১

অন্তরিক্ষং গচ্ছ স্বাহা। ২

দেবং সবিতারং গচ্ছ স্বাহা। ৩

মিত্রাবরুণৌ গচ্ছ স্বাহা। ৪

অহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা। ৫

ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহা। ৬

দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাহা। ৭

* খণ্ড-খণ্ডীকৃত পশুর মাংসাদি একত্র করত স্পর্শ করন।

† ভাষ্যকার এস্থলে ইন্দ্র শব্দে আত্মা বলেন।

‡ হৃদয়-বায়ু। ¶ কণ্ঠ-বায়ু।

+ সূত্রধর—ছুতোর।

+ এই মন্ত্রের অর্থান্তরে মৃত-পশুর প্রাণদান অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনও প্রকাশ পাইয়াথাকে। ইহাই "গোমেধাদি যজ্ঞে যজ্ঞ-কার্য্য সাধনান্তে পুনশ্চ হত পশুকে জীবিত করা হইত"—এই প্রবাদের মূল। বস্তুত ইহা পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র নহে, ইহার পরের মন্ত্রটি দেখিলেই সপ্রমাণ হইবে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে স্বীয় পিতা মাতাকে বলিদান করিতেও আর্য্যগণ ত্রুটি করিতেন না, তাঁহারা অনায়াসে একবার কিছুক্ষণের জন্য স্বর্গ বেড়াইয়া আসিতে পারিতেন। অপর অসুরগণও স্বীয় অভীষ্ট সাধনার্থ মনু রাজার স্ত্রী-মেধাদির উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইত না (৯পৃঃ ২স্তঃ টীপ্‌পনী দেখ)। মৃতের পুনরুজ্জীবন শ্রুতিতে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধই আছে।

* গমন কর।

† এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক।

যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহা। ৮

সোমং গচ্ছ স্বাহা। ৯

দিব্যং নভো গচ্ছ স্বাহা। ১০

অগ্নিং বৈশ্বানরং গচ্ছ স্বাহা। ১১

অনন্তর দ্বাদশ মন্ত্রে স্বীয় মুখ স্পর্শ করিবে—

হে হৃদয সম্বন্ধি মদীয মানস! সংযত হও = স্থানভ্রষ্ট = চঞ্চল হইও না*। ১২

ত্রয়োদশ মন্ত্রে স্বরু হবন করিবে—

হে স্বরো! আহুত তোমার ধূম দ্যুলোক পর্য্যন্ত গমন করুক, তোমার জ্যোতিতে নভস্তল প্রদীপ্ত হউক এবং তোমার ভস্মে পৃথিবী পরিপূর্ণা হউক—এই আহুতি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক†। ১৩

২২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত শুষ্কার্দ্র সন্ধিতে* হৃদযশূল† উপগূহন করিবে‡—

হে হৃদয শূল! তুমি এই প্রদেশীয জল বা ওষধি তৃণের হানিকর হইও না। ১

পরে সমস্ত ঋত্বিক্‌গণ ও যজমান দ্বিতীয ও তৃতীয মন্ত্রে মার্জন করিবে—

হে বরুণ! যেহেতু তুমিই সমস্ত দৃশ্যা দৃশ্য চরাচরের এক অধিপতি অতএব একমাত্র তোমারই সমীপে প্রার্থনা করি—প্রত্যেক ভয়স্থান হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর¶। ২

হে বরুণ! যদিচ গোজাতি 'অহন্তব্য' বলিযাই চিরপ্রসিদ্ধ কিন্তু যজ্ঞকার্য্যের অনুরোধে তাহাও অনেকগুলি এই যজ্ঞে হনন করা হইযাছে—আমাদিগকে এই পাপ হইতে মুক্ত কর। ২

---

* পশু হননাদি পূর্ব্বক হোমাদি কার্য্যে অধিক কাল ব্যাপৃত থাকায কোমল মানব হৃদযের বৈচিত্ত সম্ভব,—এই মন্ত্রে তাহাই সাবধান করা হইল এবং লোভী পুরুষের মনোমত খাদ্য দর্শনে জিহ্বাগ্র হইতে লালাগত হইয়াথাকে—এতদ্দ্বারা তাহার নিবারণও সম্ভব।

† কোন পার্থিব দ্রব্য প্রজ্বলিতরূপে দগ্ধ হইলেই তাহাতে ধূম, জ্যোতি এবং ভস্ম—এই ত্রিবিধ দৃশ্য দেখা যায়, তাহাই এস্থলে প্রার্থনীয়।

* শুষ্ক ভূমি এবং আর্দ্র ভূমি—এই উভয প্রকার ভূমির মিলন স্থলে।

† পশুর হৃদয-মাংস যে শূলে অর্থাৎ লৌহ-শলাকায (ছিঁচকে) গ্রন্থন করিয়া অগ্নির উত্তাপে পরিপক্ক করা যায সেই শূলকে হৃদয-শূল বলা যায।

‡ অধোমুখ করিযা পুঁতিবে। তীক্ষ্ণাগ্র-প্রদেশ ঐ শূলের মুখ-স্থানীয এবং ক্রমশ স্থূলাগ্রভাগ মূল-স্থানীয।

¶ পারস্য ভাষায "কবীমা" নামক গ্রন্থের প্রথম কবিতাটী অবিকল ইহারই অনুবাদ।

তৃতীয় মন্ত্রে উদকাভিমন্ত্রণ করিবে— জল এবং ওষধি সকল আমাদিগের পরমবন্ধু হউন এবং তাঁহারাই, যাহারা আমাদিগের সৎকার্য্যে দ্বেষ করে, সেই বিপক্ষগণের পরম শত্রু হউন। ৩

(পশু প্রয়োগ সমাপ্ত)

---

২৩ কণ্ডিকা।

(সোমাভিষবের শেষভাগ)*

রবি অস্তাচলগামী না হইতেই মাস্ত নান্ত পশুকাণ্ড সমাপন করিয়া প্রবাহযুক্ত নদ্যাদি হইতে বসতীবরী† গ্রহণ করিবে। পশুকাণ্ড সমাপন করিতেই যদি বায়্য-পতিকে সূর্য্যদেব অস্ত হইয়া যান, তবে যজমান কৃত সোম‡ হইলে স্বীয় গৃহ স্থিত নিনাহ্য মণিকর্ণ হইতে অন্যথা সমীপস্থ কোন কৃত সোমের গৃহ স্থিত নিনাহ্য মণিক হইতেই ঐ বসতীবরী গ্রহণ করিবে। যদি সমীপে কোনও কৃত সোমের বাস না থাকে তাহা হইলে উল্কা বা হিরণ্যখণ্ড ধারণ করত প্রবাহযুক্ত জলাশয় হইতে বসতীবরী গ্রহণ করিবে। তদায় মন্ত্র—

এই হবিষ্মান উদক, হে বষ্মান্† আমি তোমাকে আবিবাসন‡ করিতেছি, এই উদকে যজ্ঞ দেবতা¶ হবিষ্মান হইবেন। এবং সূর্য্যও হবিষ্মান্ হউন—। ১

---

২৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে আনীত বসতীবরী শালা দ্বার্য্যের পশ্চিমভাগে স্থাপন করিবে—

---

* ইহার প্রথম প্রয়োগ ৭০পৃষ্ঠার মন্ত্রে।

† যে জলে সোমাভিষব সম্পন্ন হয় সেই জলকে বসতীবরী বলা যায়।

‡ অর্থাৎ যদি ইতিপূর্ব্বে কোন রূপ সোম-যাগ করিয়া থাকেন।

¶ নিনাহ্য—পুঁতিয়া রাখিবার উপযুক্ত, মণিক—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত জল-পাত্র অর্থাৎ অতি বৃহৎ জালা।

* শতপথ ব্রাহ্মণে (৩।৯,।১) শ্রুত আছে 'যজ্ঞে পশুর শিরশ্ছেদ হইয়া থাকে সেই রস ভাসিয়া সমস্ত জলাশয়ে প্রবেশ করে পশুর মস্তক, যজ্ঞীয় হবি সুতরাং সকল উদকই হবিষ্মান।

† যজমানই সমস্ত হবির অধ্যক্ষ সুতরাং যজমানকে হবিষ্মান্ বলা যায়।

‡ স্বস্থান হইতে প্রচ্যুতীকরণ এস্থলে— জলসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া জলাংশ গ্রহণ।

¶ দেবতাগণ প্রশংসা বাচী সুতরাং যজ্ঞের দেবতাত্ব বিচিত্র নহে (দে০ ত০ দেখ)।

+ এই উদকে সোমের অভিষব হইলে সোম-রূপ হবি প্রস্তুত হইয়া যজ্ঞেরই সম্পত্তি হইয়া থাকে সুতরাং যজ্ঞও হবিষ্মান।

— অর্থাৎ ইহাতে হবি প্রস্তুত হইবে তাহা সূর্য্য গ্রহণ করুন।

হে বসতীবরীসকল!* তোমাদিগকে এই অবিনশ্বর গৃহ অগ্নির সমীপে স্থাপন করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ বসতীবরী দক্ষিণদ্বার পথে আনয়ন করত উত্তরবেদীর দক্ষিণ শ্রোণিতে উহা স্থাপন করিবে—

হে বসতীবরীসকল। তোমরা ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতার ভাগ হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ বসতীবরী সেই উত্তর বেদীর উত্তর শ্রোণিতে স্থাপন করিবে—

হে বসতীবরীসকল! তোমরা মিত্র এবং বরুণ দেবতার ভাগ হইতেছ। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ বসতীবরী আগ্নীধ্রীয়ের পশ্চাৎ স্থাপন করিবে—

হে বসতীবরী সকল। তোমরা যাবতীয় দেবতার ভাগ হইতেছ। ৪

পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করিবে—

এই সমস্ত জল চিরদিন সূর্য্যরশ্মিতে রক্ষিত হইতেছিল এবং যে জল আমরা অধিকার করিলেই সূর্য্য যেন পরিতাপে অস্তাচলগামী হইলেন, সেই, এই জলসকল আমাদের এই অধ্বর পরিতৃপ্ত করুন। ৫

---

* জল মাত্রেরই বহুবচনান্ত প্রয়োগ সংস্কৃত শাস্ত্রের নিয়ম।

২৫ কণ্ডিকা।

ইহার পরেই আজ্যাসাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে অনন্তর সোম লইয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপে গমন করত বিস্রসন* পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ দক্ষিণ শকটের ঈষান্তরালে অভিষবার্থ আনীত পাষাণের স্থূলভাগে এই মন্ত্রে স্থাপন করিবে—

হে সোম। হৃদয়বান্ মনুষ্যগণের জন্য, মনস্বী পিতৃগণের জন্য, দ্যুবাসী দেবগণের জন্য এবং বিশেষত সূর্য্যদেবের জন্য তোমাকে উপাবহারার্থ† করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; এই অধ্বরকে উন্নত কর, এই যজ্ঞীয় বষট্‌কর্ত্তা সপ্ত হোতাকে দ্যুলোকে দেবত্ব দান কর। ১

---

২৬ কণ্ডিকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সোম উপাবরোহণ‡ করিবে—

হে সোম। রাজন্। তুমি এই সমস্ত ঋত্বিক্‌গণকে স্বীয় প্রজা বোধে অনুকম্পা কর। ১

এই সমস্ত প্রজারা তোমাকে উপাবরোহণ¶ করুন। ২

* বিশেষরূপে পতন অর্থাৎ ছড়াইয়া।
† উপাবহার—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে উপহার।
‡ উপাংশুসবন হইতে নিম্ন পাত্রান্তরে গ্রহণ।
¶ নমস্কারাদিদ্বারা নম্রীভবন।

পরে হোতা কর্ত্তৃক 'অভূতুষা রুশৎপশুঃ' কথিত হইলে অধ্বর্য্যু প্রচরণী দ্বারা ঐ সোমরসে চারিবার আজ্য গ্রহণ করত তৃতীয় মন্ত্রে চারিটি আহুতি প্রদান করিবে—

অগ্নি দেবতা সমিৎপূর্ব্বক এই আহুতিতে আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। জল দেবতারা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। বাগ্‌বাদিনী দেবীরা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। হে গ্রাবসকল! বি দ্বগণের ন্যায় নিবিষ্ট চিত্তে তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর। সবিতা দেবতা আমার আহ্বান শ্রবণ করুন। আমার এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩

---

২৭ কণ্ডিকা।

জলাশয়াদির তট-প্রান্তে গমন করত এই মন্ত্রে আহুতি দান করিবে—

হে জল দেবতারা! হবিষ্য, বীর্য্যবান্, তৃপ্তিসাধন, তোমাদের পুত্রস্বরূপ এই উদ্ধৃত জলসমূহ,—তোমরা যে সমস্ত দেবগণের ভাগ, সেই সমস্ত গ্রহপায়ী* দেবগণের উদ্দেশে তোমরাই প্রদান কর। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক*। ১

---

২৮ কণ্ডিকা।

জলে হুত আজ্য প্রথম মন্ত্রে মৈত্রাবরুণ চমসের দ্বারা অপোহন করিবে†—

হে আজ্য তুমি দেবোচ্ছিষ্ট হইয়াছ। ১

দ্বিতীয়মন্ত্রে ঐ চমসে উদক গ্রহণ—

হে জল! মদীয় বসতীববীর পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

জলাশয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া চাত্বালের প্রান্তে ঐ বসতীবরীর সহিত মৈত্রাবরুণ চমসস্থ উদক, তৃতীয় মন্ত্রে মিশ্রিত করিবে—

এই মৈত্রাবরুণ চমসস্থ জল, এই বসতীবরী জলের সহিত সম্যক্ মিশ্রিত হউক; ওষধিসকলও ওষধিসকলের সহিত মিশ্রিত হউক। ৩

---

২৯ কণ্ডিকা।

যদি অগ্নিষ্টোম-সংস্থ জ্যোতিষ্টোম

---

* গ্রহ শব্দে সোম-পান-পাত্রস্থ অংশীকৃত সোমরস, অবিলম্বেই ইহা সবিস্তার বর্ণিত হইবে।

* তিত্তিরি বলেন—বসতীবরী গ্রহণের পূর্ব্বেই এই আহুতিটি প্রদান করিতে হয়, কারণ, ইহা ঐ গ্রহণীয় জলের মূল্য স্বরূপ।

† অর্থাৎ তাবাইয়া দিবে।

হয় তাহাহইলে প্রচরণীতে লিপ্ত আজ্য-
শেষ লইয়া এই মন্ত্রে হবন করিবে। যদি
উক্থ-সংস্থ জ্যোতিষ্টোম হয় তাহাহইলে
উহা এই মন্ত্রে প্রথম পরিধিতে স্পর্শমাত্র
করাইবে। যদি ষোড়শি-সংস্থ জ্যোতি-
ষ্টোম হয় তাহাহইলে এই মন্ত্রে ররাটী
স্পর্শ করাইবে। যদি অতিরাত্র-সংস্থ
জ্যোতিষ্টোম হয় তাহা হইলে এইমন্ত্রে
হৃদি স্পর্শ করাইবে. এবং যদি অন্যান্য-
সংস্থ* জ্যোতিষ্টোম হয় তাহাহইলে
এই মন্ত্রে হবির্দ্ধান মণ্ডপে প্রবেশ
করিবে—

হে অগ্নে! মহতি সঙ্গ্রামে যে
মনুষ্যকে তুমি রক্ষা করিয়াথাক অথচ
ধনবিলাভের জন্য যাহার আহ্বানে উপ-
স্থিত হইযাথাক, সেই মনুষ্য তোমার
প্রসাদে অক্ষয় অন্ন লাভ করে।—আমার
এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

---

* জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ, সপ্তসংস্থ অর্থাৎ সপ্ত
বিধ হইয়াথাকে। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, উক্থ,
ষোড়শী, ও অতিরাত্র নামক চারিপ্রকার
জ্যোতিষ্টোমের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা হইল
অতএব অন্যান্য পদে অত্যগ্নিষ্টোম, আপ্তো-
র্যাম ও বাজপেয়।

৩০ কণ্ডিকা।

মন্ত্রদ্বয়ে উপাংশুসবন* গ্রহণ করিবে—

হে উপাংশুসবন! সবিতৃ দেবতার
প্রেরণাবশে, অশ্বী দেবযুগলের বাহুদ্বয়ের
সাহায্যে ও পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ে তোমাকে
গ্রহণ করিতেছি তুমি অভীষ্ট ফলপ্রদ
হইতেছ, এই অধ্বরকে সুমহান্ কর।
উৎকৃষ্ট বজ্রসদৃশ তোমার দ্বারা ইন্দ্র
দেবতার উদ্দেশে—বলবৎ, মাধুর্য্যযুক্ত,
সবস সোম প্রস্তুত করিতেছি। ১,২

যজমান স্বীয় বক্ষে নিগ্রাভ্য† গ্রহণ
করত তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে নিগ্রাভ্য! তোমরা দেবগণের
নিকটে চিরপ্রসিদ্ধ, এক্ষণে এই যাগে
মদীয় তৃপ্তি-সাধন কর। ৩

---

* সোমাভিষব করিবার প্রস্তরকে উপাংশু-
সবন বলা যায়। এই প্রস্তর গ্রহণ করিয়া
অবধি যেপর্য্যন্ত হিঙ্কর্ত্তা কর্ত্তৃক হিঙ্কার প্রযুক্ত
না হইতেছে তাবৎ উপাংশু অর্থাৎ মৌন
হইয়া সোমের সবন—অভিষব কার্য্য সম্পন্ন
করিতে হয়—এই জন্যই এই শিলাখণ্ডকে
উপাংশুসবন বলা যায়।

† সোমাভিষব কালে যে জলদ্বারা বারম্বার
সোম সিঞ্চিত করাযায় সেই জলকে নিগ্রাভ্য
বলা যায়।

৩১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে নিগ্রাভ্যাশাসন* করিবে—

হে নিগ্রাভ্য! আমার মন পরিতৃপ্ত কর, আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত কর, আমার শ্রোত্র পরিতৃপ্ত কর, আমার আত্মা পরিতৃপ্ত কর, আমার (পুত্র পৌত্রাদি) প্রজাবর্গ পরিতৃপ্ত কর, আমার (গো, বৎস প্রভৃতি) পশুপাল পরিতৃপ্ত কর, আমার আত্মীয় বন্ধু পরিজন সকলকেই পরিতৃপ্ত কর—আমার আত্মীয় কেহই যেন কোনরূপ তৃষ্ণায় কাতর না হয়।১

---

৩২ কণ্ডিকা।

অধিষবণ চর্ম্মের উপরি সেই উপাংশুসবন স্থাপন করিয়া তদুপরি এই পঞ্চমন্ত্রে পঞ্চ মুষ্টি সোম গ্রহণ করিবে—

হে সোম! (প্রাতঃসবনের) বসু দেবতা† এবং (মাধ্যন্দিন সবনের) রুদ্র দেবতার সহিত বর্ত্তমান ইন্দ্র* দেবতার জন্য তোমাকে পরিমিত করিতেছি। ১

হে সোম! (তৃতীয় সবনের) আদিত দেবতার সহিত বর্ত্তমান ইন্দ্র দেবতার জন্য তোমাকে পরিমিত করিতেছি। ৩

হে সোম! সোমহারী† শ্যেন দেবতার জন্য তোমাকে পরিমিত করিতেছি।

হে সোম! অভীষ্ট ধনদ অগ্নি‡ দেবতার জন্য তোমাকে পরিমিত করিতেছি। ৫

---

২৩ কণ্ডিকা।

উপাংশু সবনে গৃহীত সোমগুলি এই মন্ত্রে স্পর্শ করিবে—

---

* অর্থাৎ নিগ্রাভ্যের নিকটে আশীঃপ্রার্থনা করিবে।

† বৈদিকমতে সর্ব্বসাকল্যে ৩৩টি মাত্রই দেবতা, অন্যান্য সমস্তই এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার বিভূত্যাদি (দে০ ত০ দেখ) তন্মধ্যে—বসুগণ ৮, রুদ্রগণ ১১, আদিত্যগণ ১২ ও প্রজাপতি এবং ইন্দ্র। বসুগণ = পৃথিবীর দেবতা = অগ্নি। রুদ্রগণ – অন্তরীক্ষের দেবতা – বায়ু। আদিত্যগণ – দ্যুলোকের দেবতা = সূর্য্য। প্রজাপতি ও ইন্দ্র শব্দে ঈশ্বরই প্রায় লক্ষ্য, অনেক স্থলে অগ্নি বায়্বাদির বোধকও হইয়াথাকে।

* এস্থলে ইন্দ্র শব্দে ঈশ্বর, ঈশ্বর যে, সমস্ত চরাচরের সহচর ইহা কে অস্বীকার করিবে?

† শতপথে (৩৯৪১০) এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা কল্পিত রহিয়াছে। যথা—'গায়ত্রী শ্যেনরূপে দ্যুলোক হইতে সোমাহরণ করিয়াছেন বস্তুত "যে তাঁহাকে গান করে, তাহার ত্রাতা" = গায়ত্রী শব্দে ঈশ্বরই লক্ষ্য এবং ঈশ্বরের শ্যেনরূপে বর্ণনাও অনেক স্থলে শ্রুত হইয়াছে "শ্যেনোগৃধ্রাণাম্"—ইত্যাদি ঋ০ ৯,৫,১১,৬।

‡ প্রথম চারিটি মন্ত্রের সাহিত্যে এই মন্ত্রস্থ অগ্নিপদও সেই ব্রহ্মাগ্নি বাচক হইতে পারে।

হে সোম! তোমার যে জ্যোতি দ্যুলোকে, যে জ্যোতি পৃথিবীতে, যে জ্যোতি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে,—সেই জ্যোতিঃ-প্রভাবে এই যজমানের ইষ্ট ধন বিস্তার কর এবং তৎপ্রদানার্থ ফলদ ইন্দ্র দেবতাকে (যজমানানুকূল) অবগত করাও। ১

---

৩৪ কণ্ডিকা।

সেই সোমগুলির উপরি হোতৃচমসের দ্বারা এই মন্ত্রে নিগ্রাভ্য সিঞ্চন করিবে—

শত্রু-হৃদয়-মর্দ্দনকারী, ইষ্ট প্রদ, সোমপালক হে নিগ্রাভ্য-দেবতাসকল! তোমরা প্রযুজ্যমান সিঞ্চন কার্য্যে দ্রুত-চল হও; দেবগণের সমীপে এই যজ্ঞ উপনীত কর; এই সোমসমূহ কর্তৃক পীত হও অর্থাৎ সোমে শোষিত হও।১

---

৩৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে উপাংশুসবনের দ্বারা সোমপ্রহরণ করিবে—

হে সোমসকল! তোমরা আঘাতে ভীত হইও না, তোমরা কম্পিত হইও না, রস প্রদান কর। হে দ্যাবাপৃথিবি! তোমরা স্বয়ং দৃঢ় থাকিয়া এই উপাংশুসবনের আঘাতে সোম-সমূহকে সুদৃঢ় কর, এই সোমের রস বৃদ্ধি কর। এই বজ্রাঘাতে যজমানের পাপসকলই বিনষ্ট হইতেছে, সোম নষ্ট হইতেছে না—বরং সুসংস্কৃত হইতেছে। ১

---

৩৬ কণ্ডিকা।

প্রতিপ্রহারোত্থ সোমাংশু সকল হোতৃচমসের মধ্যে গ্রহণ করত যজমানকে নিগ্রাভ* পাঠ করাইবে—

পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর—চতুর্দ্দিক্ হইতেই সোমাংশু সকল প্রত্যাগত হউন —(তাঁহারা সকলেই বলুন—)

হে মাত! আমরা তোমার সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্ষতি-পূরণে প্রবৃত্ত হইলাম—ইহা যজ্ঞীয় সকলেই অবগত হউন। ১

---

৩৭ কণ্ডিকা।

অঙ্গ ইন্দ্র! তুমি অতি বলবান্ দেবতা, তোমার প্রসাদেই মনুষ্যগণ প্রশংসা লাভ করে, হে মঘবন্! তোমার সম্বন্ধে

---

* এই ৩৬কণ্ডিকাত্মক মন্ত্র এবং ইহার পর মন্ত্রকে নিগ্রাভ বলা যায়। প্রতিপ্রহারে যে সমস্ত সোমের অংশু চতুর্দ্দিকে উড়িয়া যাইবে এই মন্ত্রদ্বয় পাঠে তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবে।

এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে—যে, তুমিই আমাদিগকে সুখী করিতে সমর্থ; তোমা হইতে অন্য, কেহই নাই; তুমিই একমাত্র আমাদের সুখয়িতা*।

* এই মন্ত্রে স্পষ্ট একেশ্বর বাদ প্রকাশিত হইল।

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ সপ্তম অধ্যায় ॥

১ কণ্ডিকা।

(গ্রহ গ্রহণ প্রকরণ)

(প্রাতঃ সবন*)

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই—এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয়ে এবং পর কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে সাকল্যে মন্ত্রত্রয়ে বারত্রয় বৈকঙ্কত স্রুবে উপাংশুনামক প্রথম গ্রহ† গ্রহণ করিবে—হে সোম। আমাদিগের হস্ত-পূত তুমি সর্ব্ব-কাম-ফল-বর্ষী স্বীয় অংশুদ্বয়ের সহিত* বাচস্পতি দেবতার† প্রীতির উদ্দেশে এই পাত্রে গমন কর। ১

* অগ্নিষ্টোমাদি সোমযাগ সবনত্রয়ে সম্পন্ন হইয়াথাকে। সোম ঘটিত ক্রিয়াকেই সবন বলা যায় সুতরাং প্রাতঃসবন শব্দে—প্রাতঃকালীন সোম-বিভাগ সোম-গ্রহণ সোমাহুতি প্রভৃতি।

† গ্রহ শব্দে, যজ্ঞীয় দেবগণের উদ্দেশে গৃহীত সোম পরং কোন ২ স্থলে সেই সোমপাত্রকেও গ্রহ বলা যায়। প্রাতঃ সবনে সাকল্যে পঞ্চবিংশতি গ্রহ গ্রহণ করিতে হয়, উপাংশু প্রভৃতি তাহারই পরিচায়ক নামকরণ—১উপাংশু—২অন্তর্য্যাম—৩ঐন্দ্রবায়ব—৪মৈত্রাবরুণ—৫আশ্বিন—৬শুক্র—৭মন্থী — ৮আগ্রয়ণ - ৯উক্থ—১০ধ্রুব - ও ঋতুগ্রহ ত্রয়োদশ—২৪ঐন্দ্রাগ্ন এবং ২৫বৈশ্বদেব। কিন্তু এই পঞ্চবিংশতি গ্রহের আধার পাত্র চতুর্ব্বিংশতিমাত্র; কারণ—অন্তিম গ্রহ,ষষ্ঠগ্রহ-পাত্রেই গৃহীত হইয়াথাকে।

* এই সময়ে অংশুদ্বয়ও গ্রহণ করিবে।

† বাচস্পতি দেবতা = মন, প্রজাপতিও মনের নামান্তর। প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোমাদি মৌনভাবে করিতে হয় এইজন্যই এইগ্রহকে উপাংশুগ্রহ বলা যায়।

হে সোম! দেব! তুমি যে সকল দেবগণের ভাগ, সেই সমস্ত দেবগণেরই প্রীতির উদ্দেশে এই পাত্রে গমন কর।২

---

২ কণ্ডিকা।

হে সোম! আমাদিগের অন্ন সকল সুস্বাদু কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ গৃহীত অংশুদ্বয় সোমাধার পাত্রে পুনর্নিক্ষেপ করিবে—

হে সোম! অহিংসনীয়* ও জাগরণশীল† তোমার যে সোম নামটি, তাহারই প্রীতি উদ্দেশে অংশুদ্বয় পুনঃ প্রদত্ত হইতেছে। ২

ঐ উপাংশুগ্রহ হস্তে লইয়া হোম করিবার মানসে উত্থান করত এই সৌমিক বেদী হইতে নির্গমনোদ্যত হইবে—

উদ্দেশ্য দেবতার প্রীতির জন্য ইহা সুন্দররূপে আহুত হইতেছে। ৩

চতুর্থমন্ত্রে আহবনীয়াভিমুখে গমন করিবে—

এই সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়া গমন করিতেছি। ৪

---

৩ কণ্ডিকা।

গৃহীত উপাংশুগ্রহ প্রথম মন্ত্রে হবন করিবে—

হে প্রাণরূপ উপাংশুগ্রহ! যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণের হিতার্থ, দিব্য এবং পার্থিব প্রাণিগণের হিতার্থ,তুমি মৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছ—মন, তোমার প্রতি আধিপত্য করুন। হে প্রশংসিত-জন্মন্! প্রজাপতি দেবতার প্রীত্যর্থ তোমাকে আহুত করিতেছি—এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

পশ্চিম বিভাগীয় পরিধির উপরি সোমলিপ্ত হস্ত স্বাভিমুখ উত্তান স্থাপন করত তদুপরি ঐ পাত্র রক্ষা করিয়া এই দ্বিতীয় মন্ত্রে মার্জন করিবে—

হে পাত্র! মরীচিপালক দেবগণের তৃপ্তির জন্য তোমাকে মার্জ্জিত করিতেছি। ২

অভিচার-কাম* ব্যক্তি এই সময়েই

---

* অর্থাৎ এই নামের হিংসক নাই, যেহেতু সোমরস সকলেরই প্রিয়বস্তু।

† যে কেহ পান করিয়াছে অথবা নাই করিয়াছে, সকলের অন্তঃকরণেই সোম নামটি চিরজাগরুক আছে (যেমন—দিল্লীকা লাড্ডু)।

* শত্রুর মারণ, উচ্চাটনাদি ক্রিয়াকে অভিচার বলা যায়।

বস্ত্র, ত্বক ও বাহু প্রভৃতিতে সংলগ্ন অংশু সকল এই তৃতীয়মন্ত্রে হবন করিবে—

হে দীপ্যমান অংশুদেব! যাহার বধ কামনায় তোমাকে সাধনা করিতেছি সেই এই অমুকনামক* মদীয় শত্রু সত্যই অকস্মাৎ মহাপীড়ায় নিহত হউক—ফট্† । ৩

চতুর্থমন্ত্রে ঐ উপাংশু গ্রহ যথাস্থানে স্থাপন করিবে—

হে উপাংশুগ্রহ প্রাণ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৪

পরে উপাংশুসবন আনয়ন করত উত্তরাভিমুখ করিয়া পঞ্চম মন্ত্রে এই উপাংশু গ্রহের সহিত সংলগ্ন করিয়া রক্ষা করিবে—

হে উপাংশুসবন! ব্যান দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এইস্থানে স্থাপন করিলাম। ৫

---

৪ কণ্ডিকা।

সূর্য্যোদয়ের পরে এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে অথবা পর কণ্ডিকাত্মক, মন্ত্রে উপযাম* দ্বারা অন্তর্যাম নামক দ্বিতীয় গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে অন্তর্যাম গ্রহ! তুমি এই উপযামে গৃহীত হইতেছ। মঘবন্ ইন্দ্র!† এই গৃহীত সোম-রস তুমি রক্ষা কর—ইহাই আমাদিগের যজ্ঞীয় সম্পত্তি, ইহার রক্ষণেই যজ্ঞ রক্ষা হইবে। ১

---

৫ কণ্ডিকা।

এই উপযাম পাত্রের অন্তরে এই দ্যাবাপৃথিবী স্থাপন্ করিলাম এবং তদন্তরে বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষও সুতরাং স্থাপিত হইল। হে মঘবন্ ইন্দ্র! সম-তোষ অন্যান্য সমস্ত আত্মীয় দেবগণের সহিত এই অন্তর্যাম লাভে স্বয়ং পরিতৃপ্ত হও এবং লোকত্রয়কে পরিতৃপ্ত কর। ১

---

৬ কণ্ডিকা।

(এই কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র

---

* এই স্থানে সেই শত্রুর নামোল্লেখ হইবে।

† প্রায় হোমমাত্রেই স্বাহা শব্দের প্রযোগ করিতে হয় কিন্তু অভিচারহোমে স্বাহার পরিবর্ত্তে ফট্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াথাকে। ফট্ অর্থাৎ বিশীর্ণ হউক।

* যে সকল পাত্রে গ্রহ নামক সোমাংশ সকল গৃহীত রক্ষিত হয়, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলশকে উপযাম বলা যায়। উপাংশু নামক প্রথম গ্রহ ত্ররে গ্রহণ করা হইয়াছে সুতরাং তজ্জন্য উপযামের আবশ্যক হয় নাই।

† এস্থলে ইন্দ্র = সূর্য্য।

এবং প্রদর্শিত তৃতীয় কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র একরূপ সুতরাং এস্থলেও তাহাই দ্রষ্টব্য)

তৃতীয় মন্ত্রে যথাস্থানে পাত্র স্থাপন করিবে—

হে অন্তর্যাম গ্রহ! উদান দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্রদ্বয়ে ঐন্দ্রবায়ব নামক তৃতীয় গ্রহ অর্দ্ধ গ্রহণ করিবে—

হে অগ্রে পানকারী বায়ো! সর্ব্বব্যাপিন্! তোমার সহস্র২ বাহন* আছে, তৎসাহায্যে অবিলম্বে অস্মৎসমীপে আগমন কর। হে দেব! যে সুস্বাদু সোম মদ্যের কিঞ্চিদংশ পূর্ব্বে পান করিয়াছ, তাহাই এক্ষণে তোমার নিকটে উপস্থিত করিতেছি। ১

হে তৃতীয় গ্রহ! তোমাকে বায়ু দেবতার জন্য গ্রহণ করিতেছি। ২

---

৮ কণ্ডিকা।

গৃহীত অর্দ্ধ পৃথক্ রাখিয়া পুনশ্চ অপরার্দ্ধ এই মন্ত্রদ্বয়ে উপযামে গ্রহণ করিবে—

হে ইন্দ্রবায়ু!* তোমাদের জন্যই ইহা অভিষুত হইয়াছে, এই রস পান করিবার জন্য তোমরা আগমন কর—যেহেতু, এই সোমরস তোমাদিগেরই পেয় হইতে ইচ্ছা করিতেছে। ১

হে তৃতীয় গ্রহ! তুমি এইমাত্র একদা বায়ু দেবতার উদ্দেশে উপযামে গৃহীত হইয়াছ, ইন্দ্রবায়ু যুগ্মচর দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য পুনশ্চ গৃহীত হইতেছ। ২

পরে দশাপবিত্রের† দ্বারা ঐ উপযাম পাত্রের গাত্র লগ্ন সোম মুছিয়া এই তৃতীয় মন্ত্রে যথাস্থানে স্থাপন করিবে—

হে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ! এই তোমার স্থান সমপ্রীত যুগ্মচর ইন্দ্রবায়ু দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

* অনেকানেক টীকাকারেরা এই বাহন পদে মৃগ, নির্ণয় করিয়াছেন বস্তুত রূপকমাত্র।

* অন্তরীক্ষস্থ বায়ুর সহচর তেজই এস্থলের ইন্দ্র সুতরাং সেই তেজের সহিত বর্ত্তমান বায়ুকে ইন্দ্রবায়ু বলা যায়, এই ইন্দ্রবায়ুর অনুগ্রহেই সুবৃষ্টি হইয়াথাকে।

† দশাপবিত্র শব্দে বস্ত্রাঞ্চলীয় ছিলা।

৯ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্রদ্বয়ে মৈত্রাবরুণ নামক চতুর্থ গ্রহ উপয়ামে গ্রহণ করিবে—

হে মিত্রাবরুণ যুগ্মচর দেবদ্বয়!* তোমাদের জন্যই ইহা অভিষুত হইয়াছে; আমার এই আহ্বান অবশ্য শ্রবণ করিতে হইবে। ১

হে চতুর্থ গ্রহ! তুমি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য এই উপযামে গৃহীত হইতেছ। ২

---

১০ কণ্ডিকা।

গৃহীত মৈত্রাবরুণ গ্রহে কুশাচ্ছাদন করিয়া তদুপরি প্রথম মন্ত্রে দুগ্ধ-ধারা-পাৎ করিবে-

দেবগণ হব্য লাভে, গোবৃন্দ যবস লাভে, যেরূপ পুলকিত হন,—মদীয় বহু দুগ্ধ গাভীগণের লাভে আমিও সেইরূপ আনন্দিত রহিয়াছি, যাহার প্রসাদে এই সকল সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইতেছি। হে মিত্রাবরুণ। তোমরা সর্ব্বদাই আমার সেই গোধনগুলিকে রক্ষা কর—তাহারা যেন কখন স্থানান্তরে গমন না করে।

* অহোরাত্র।

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ পাত্র যথাস্থানে স্থাপন করিবে—হে মৈত্রাবরুণ গ্রহ! এই তোমার স্থান; মিত্রাবরুণ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ২

---

১১ কণ্ডিকা।

আশ্বিন নামক পঞ্চম গ্রহ গ্রহণ—

হে অশ্বী দেবদ্বয়*! তোমাদের সেই বাক্য দ্বারা এই যজ্ঞ পূর্ণ কর,—যে বাক্য, মধুমতী ও সত্য অথচ প্রিয়। ১

হে পঞ্চম গ্রহ! তুমি অশ্বী নামক যুগ্মদেবতার প্রীতির জন্য এই উপযামে গৃহীত হইতেছ। ২

হে আশ্বিনগ্রহ! এই তোমার স্থান; মধুময় অশ্বি-দেবতাদের প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

১২ কণ্ডিকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে শুক্র নামক ষষ্ঠ গ্রহ গ্রহণ করিবে। এই গ্রহের উপযাম বিল্ব বা বিকঙ্কত কাষ্ঠের হইবে—

* অশ্বি-দেবতাদ্বয় – দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ অণ্ডাকার জগতের অধস্তন ও উপরিতন ভাগ।

হে ইন্দ্র !* তুমি যে সকল যজ্ঞে পুনঃ পুনঃ সোমরস পান করত পরিতৃপ্ত হইয়াথাক,—সেই সমস্ত যজ্ঞে প্রাচীন-নিয়মে, পূর্ব্বপ্রথানুসারে, সর্ব্বপ্রকারে, প্রত্যক্ষ যাগ-ফল বর্ষণ করিয়াথাক। তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ,† যজ্ঞে কুশাসনোপসেবী, স্বর্গবেত্তা এবং শত্রু-নাশক। ১

হে ষষ্ঠগ্রহ! তুমি শণ্ড‡ নামক দেবতার নিরাসের জন্য এই উপযামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ঐ গ্রহ যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিবে—

হে শুক্রগ্রহ! এই তোমার স্থান, এই স্থানে অবস্থান করত যজমানের বীরত্বভাব রক্ষা কর। ৩

চতুর্থমন্ত্রে অধ্বর্য্যু এই গ্রহের অপমার্জন করিবে। যথা—যূপ প্রস্তুত করিবার সময়ে যে সমস্ত কাষ্ঠখণ্ড নির্গত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি যূপ-প্রোথনে ও শ্বাত্রাদি কার্য্যে এবং মাংসপাকে ব্যবহৃত হইয়াছে; অবশিষ্টের মধ্য হইতে খণ্ডদ্বয় অধ্বর্য্যু গ্রহণ করত একখণ্ড প্রোক্ষিত করিয়া ঐ গ্রহের উপরি আচ্ছাদন করিবে এবং অপর অপ্রোক্ষিত খণ্ড দ্বারা ঐ গ্রহ অপমার্জন করিবে। মন্থী* গ্রহেরও এই রূপে এই মন্ত্রে অপমার্জন করিতে হইবে. পরং সেই অপমার্জনা প্রতিপ্রস্থাতা কর্ত্তৃক হইবে—

শণ্ড অপমার্জিত হইল। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে অধ্বর্য্যু শুক্র গ্রহ হস্তে লইয়া এবং প্রতিপ্রস্থাতা মন্থী গ্রহ হস্তে লইয়া হবির্দ্ধান মণ্ডপ হইতে বহির্গত হওত উত্তর বেদীস্থ আহবনীয়াভিমুখে যাত্রা করিবে—

হে গ্রহ! যে দেবগণ তোমাকে পান করিবেন তাঁহারাই তোমাকে নিরাপদে আহবনীয় প্রদেশে উপনীত করুন। ৫

পরে উত্তরবেদীর সমীপস্থ হইয়া, ষষ্ঠমন্ত্রে দক্ষিণ শ্রোণীতে অরত্নি যোগ করিয়া তদুপরি অধ্বর্য্যু শুক্র গ্রহ এবং

---

* এস্থলে ইন্দ্রশব্দে শুক্রগ্রহ।

† নভোমণ্ডলে সাধারণো, সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে শুক্রকে বৃহৎ দেখায়।

‡ ভাষ্যকার বলেন—শণ্ড শুক্রাচার্য্যের পুত্র এবং ইনি অসুরগণের পুরোহিত বস্তুত শণ্ডশব্দে বৃষ্টি-প্রতিবন্ধক সূর্য্যতেজোবিশেষ।

* মন্থীগ্রহ ৭ম গ্রহ, ইহার পরেই তাহার গ্রহণ বিহিত হইবে।

*† বিপরীত মার্জন অর্থাৎ অন্যান্য স্থলে প্রোক্ষিত মার্জনীর দ্বারা মার্জন হয়, এস্থলে অপ্রোক্ষিত মার্জনীর দ্বারা ইত্যাদি বৈপরীত্য।

উত্তর শ্রোণীতে অরত্নি যোগ করিয়া তদুপরি প্রতিপ্রস্থাতা মন্থী গ্রহ স্থাপন করিবে—

হে বেদিশ্রোণি! তোমাকর্ত্তৃক এই গ্রহের হানির সম্ভাবনা নাই। ৬

১৩ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, যূপের দক্ষিণ ভাগে গমন করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে গ্রহ! তুমি সুবীর, তোমার প্রসাদে আমাদের যজমান বীর পুত্র লাভ করুন!* যজমানের প্রতি কৃপাবান্ হইয়া বিবিধ ধন সম্পত্তির সহিত আগমন কর।১

অনন্তর অধ্বর্য্যু যূপের পশ্চিম ভাগে গমন করত দ্বিতীয় মন্ত্রে অবত্নি সন্ধান করিবে—

এই শুক্র গ্রহ ভূলোকের সহিত দ্যুলোকের সঙ্গমকারী স্বকীয় দীপ্তিতে দীপ্যমান রহিয়াছেন†। ২

তৃতীয় মন্ত্রে সেই অপ্রোক্ষিত মার্জনী অধ্বর্য্যু পরিত্যাগ করিবে—

শণ্ড নিরস্ত হইল।৩

অধ্বর্য্যু স্বীয় গ্রহপাত্রের আচ্ছাদন, সেই প্রোক্ষিত যূপকাষ্ঠখণ্ড, চতুর্থ মন্ত্রে আহবনীয়ে প্রদান করিবে—

হে যূপকাষ্ঠ-খণ্ড! তুমি শুক্রগ্রহের অধিষ্ঠান হও। ৪

১৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র যজমান পাঠ করিবে—

হে সোমরস! আমরা যেন তোমার প্রসাদে বংশানুগতক্রমে সুবীর্য্য ধন সম্পত্তির বিতরণে সমর্থ হই! অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা যূপের উভয়ত থাকিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইযা প্রথমে অধ্বর্য্যু এই মন্ত্রে শুক্র গ্রহ এবং পরে প্রতিপ্রস্থাতা অন্য মন্ত্রে* মন্থী গ্রহ হবন করিবে—

সমস্ত ঋত্বিগ্‌গণ কর্ত্তৃক বরণায় সেই† সংস্ক্রিয়াই মুখ্য এবং বরুণ, মিত্র বা অগ্নি নামে বিশ্রুত সেই‡দেবতাই মুখ্য।২

* গ্রহগণের সহিত পার্থিব জলাদির সম্বন্ধ আছে—ইহা সমুদ্রাদির জোয়ার ভাটা, এবং অন্তর্বৃদ্ধি রোগীর পূর্ণিমার যাতনা দেখিলে ই জানা যায় এতাবতা শুক্রগ্রহের সম্বন্ধানুসারে শরীরে বীর্য্যের ন্যূনাধিক্য হওআও সম্ভব এইজন্যই বীর্য্যের নামান্তর শুক্র।

† কৃষ্ণপক্ষে শুক্রোদয়ে কতদূর আলোক হয় বোধহয় ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

* পরে প্রকাশ পাইবে।

†,‡ টীকাকার বলেন—সেই শব্দে ইন্দ্রার্থ এবং অপর সেই শব্দে ইন্দ্রদেবতা বুঝিতে হইবে। এতদীয় প্রমাণস্বরূপে ৪অং ২০কণ্ডিকায় হে 'দেবি!' ইত্যাদি মন্ত্রের উল্লেখ করেন (৫৭পৃ০ ২স্তং০)। ইন্দ্র শব্দের প্রকৃত অর্থ তেজ শুক্রগ্রহও তেজোময় সুতরাং এস্থলে শুক্রই ইন্দ্র।

১৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথমভাগও পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রেরই অবশিষ্টাংশরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—

অনুপম চেতনাবান্ মুখ্য দেবতা বৃহস্পতি* যাঁহার মন্ত্রী, সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এই অভিষুত সোমরস আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক।১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

হোতৃ কর্তৃক স্বাহা শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক যে সুস্বাদু সোম আহুত হইল, তৎপানে ইন্টদেবতারা সুপ্রীত হউন, এবং সুহুত জানিয়া পরিতৃপ্ত হউন।২

অধ্বর্য্যু তৃতীয় মন্ত্রে হোতাকে কর্ম্ম সমাপ্তি জানাইবে—

শুক্রগ্রহহোম সম্পন্ন হইল ৩

১৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয়ে মন্থী নামক সপ্তম গ্রহ উপযামে গ্রহণ করিবে

এই অনুপম কান্তিমান্ (চন্দ্র) দেবত, জল বর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া পৃশ্নিগর্ভ* ও জ্যোতির্জরায়ু† বৃষ্টি প্রেরণ করিয়া থাকেন। মেধাবিগণ উদক সঙ্গম বিষয়ে ইহাঁকে সূর্য্যের প্রিয় পুত্র বোধে স্তব করিয়াথাকেন‡।১

হে সপ্তমগ্রহ। তুমি মর্ক¶ নামক দেবতার নিরাসের জন্য এই উপযামে গৃহীত হইতেছ।২

১৭ কণ্ডিকা।

গৃহীত মন্থী গ্রহ এই প্রথম মন্ত্রে সক্তু× মিশ্রিত করিবে—

* বৃহস্পতি শব্দেও সূর্য্য কিন্তু এস্থলে বৃহস্পতি গ্রহ বুঝিতে হইবে এবং ইন্দ্র শব্দে শুক্রগ্রহ বুঝিতে হইবে অপরঞ্চ এই উভয় গ্রহের পরস্পর রাজা মন্ত্রীভাব কাব্যমাত্র এই কাব্য অবলম্বন করিয়াই স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্র এবং তদীয় মন্ত্রী বৃহস্পতি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে

* পৃশ্নি শব্দে সূর্য্য ও দ্যুলোক পার্থিব রস সকল সূর্য্যের রশ্মিতে আকৃষ্ট হইয়া দ্যুলোকে মেঘরূপে প্ররূঢ় হওত কালপ্রাপ্তে বৃষ্ট হইয়া থাকে অতএব এস্থলে ঐ মেঘরূপ গর্ভের পিতা—সূর্য্য এবং মাতা—দ্যুলোক।

† জ্যোতি=বিদ্যুৎ তাহাই এস্থলে জরায়ু=গর্ভ বেষ্টন

‡ এতাবতা বৃষ্টিপাতে যদিও সূর্য্যই নিদান কিন্তু চন্দ্রেরও সাহায্য আবশ্যক এইমাত্র প্রকাশিত হইল

¶ ভাষ্যকার বলেন—মর্ক শুক্রাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র ইনিও অসুরগণের পুরোহিত। এই কল্পিত আখ্যায়িকা ভাগ অবলম্বন করিয়াই প্রহ্লাদ চরিত্রের গুরুমহাশয় শণ্ডামার্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বস্তুত মর্কও বৃষ্টির প্রতিবন্ধক চন্দ্রতেজোবিশেষ।

× যবের ছাতু

লঘু হস্ত, মেধাবী, ঋত্বিগ্দ্বয় (অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা)যে হবনীয সোম-বস সমূহে কার্য্যতঃ সোৎসাহ বিশেষ মনোনিবেশ বাখিযাছেন, (তাহা নিতান্ত ধ্রুব অতএব) বহু ধন* (অধ্বর্য্যু) ঋত্বিক্ হস্ত স্থিত তাহাতে অঙ্গুলি সমূহ দ্বাবা ভালরূপে সক্তু মিশ্রিত কবিতেছেন।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ গ্রহ যথানির্দ্দিষ্ট স্থলে স্থাপন কবিবে—

হে মন্থিগ্রহ এই তোমাব স্থান, এই স্থানে অবস্থিতি কবত যজমানেব প্রজা বক্ষা কব।২

তৃতীয মন্ত্রে প্রতিপ্রস্থাতা এই গ্রহেব পূর্ব্ববৎ (১১৭পৃ০ ১২ক০ ৭ম০)অপমার্জন কবিবে—

মর্ক অপমার্জিত হইল।৩

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পূর্ব্ববৎ (১১৭পৃং ১২কং ৫ম) ।৪।৫

---

১৮ কণ্ডিকা।

প্রতিপ্রস্থাতা যূপেব উত্তবভাগে গমন কবত এই মন্ত্র পাঠ কবিবে—

হে গ্রহ! তুমি সুপ্রজা, তোমাব প্রসাদে আমাদেব যজমান সুন্দব অর্থাৎ অভিলষিত প্রজা লাভ করুন। যজমানেব প্রতি কৃপাবান্ হইযা বিবিধ ধন সম্পত্তিব সহিত আগমন কব।১

অনন্তব প্রতিপ্রস্থাতা যূপেব অপব ভাগে (পশ্চাৎ) গমন কবত দ্বিতীয মন্ত্রে অবর্ত্তি সন্ধান করিবে—

এই মন্থী গ্রহ ভূলোকেব সহিত দ্যুলোকেব সঙ্গমকাবী স্বকীয দীপ্তিতে দীপ্যমান বহিযাছেন।২

তৃতীয মন্ত্রে প্রতিপ্রস্থাতা সেই অপ্রোক্ষিত মার্জনী পবিত্যাগ কবিবে—

মর্ক নিবস্ত হইল ৩

প্রতিপ্রস্থাতা স্বীয গ্রহপাত্রেব আচ্ছাদন, সেই প্রোক্ষিত যূপকাষ্ঠ খণ্ড চতুর্থ মন্ত্রে আহবনীয়ে প্রদান কবিবে—

হে যূপকাষ্ঠ খণ্ড! তুমি মন্থিগ্রহেব অধিষ্ঠান ৪

---

১৯ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা এবং পব কণ্ডিকা পাঠ কবত ধাবাদ্বয়ে ক্ষবিতরূপে আগ্রয়ণ নামক অষ্টম গ্রহ গ্রহণ কবিবে—

যে দেবগণ স্বীয মহিমাব প্রভাবে দ্যুলোকে একাদশ সংখ্যায পরিগণিত, পৃথিবীতেও ঐ একাদশ, অন্তবীক্ষেও একা

---

* প্রতিপ্রস্থাতা অপেক্ষা অধ্বর্য্যুব দক্ষিণা অধিক, এইজন্য এস্থলে অধ্বর্য্যুকে বহুধন বলা হইল।

দশ, সেই (রুদ্র*) দেবতারা এই যজনীয় আগ্রয়ণ গ্রহ সেবন করুন।১

---

২০ কণ্ডিকা।

হে গ্রহ। তুমি উপযাম নামক পাত্রে গৃহীত হইতেছ। তোমার নাম আগ্রয়ণ। সুন্দর আগ্রয়ণ† হইয়া এই যজ্ঞ রক্ষা কর, যজ্ঞপতিকে রক্ষা কর এই যজ্ঞ দেবতা স্বীয় সামর্থ্যে তোমাকে রক্ষা করুন,তুমিও তাঁহাকে রক্ষা কর। প্রাতরাদি সবনত্রয়ও তোমাকর্ত্তৃক সর্ব্বভাবে পরিরক্ষিত হউক ১

---

২১ কণ্ডিকা

অনন্তর বারত্রয় হিঙ্কার‡ করিয়া ইহা পাঠ করিবে -

এই সোম এই গ্রহপাত্রে ক্ষরিত হই তেছে ব্রাহ্মণজাতির প্রীতির জন্য, ক্ষত্রজাতির প্রীতির জন্য, এই অভিষব কারী যজমানের প্রীতির জন্য, অন্নের জন্য, রসের জন্য, বৃষ্টির জন্য, ব্রীহি যবাদি শস্যের জন্য, অধিক কি দ্যুলোক ভূলোক উভয় লোকের এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ লোকের সমস্ত চরা চরের প্রীতির জন্য—সকলেরই আনন্দ পরিবর্দ্ধনার্থ এই সোম এই গ্রহ পাত্রে ক্ষরিত হইতেছে। হে গ্রহ। সমস্ত দেব গণের প্রীতির নিমিত্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে যথাস্থানে পাত্র স্থাপন—

হে আগ্রয়ণ গ্রহ। বিশ্বেদেবা দেবতার অর্থাৎ সকল দেবতার প্রীতির জন্য তো মাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি।২

---

২২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে উক্থ্য নামক নবম গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে উক্থ্যগ্রহ। তুমি বৃহদ্বান্* বয়স্বান্† ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য, এই উপ যামে গৃহীত হইতেছ, তোমাকে উক্থের‡ সাহিত্যে দেবতাদিগের তৃপ্তিকর জানি

---

* একাদশ রুদ্রের পরিচয় মৎকৃত দেবতা তত্ত্ব দেখ।

† আগ্র শব্দে শ্রেষ্ঠতা। অয়ন=প্রাপ্তির কারণ সুতরাং আগ্রয়ন=শ্রেষ্ঠতা-প্রাপক।

‡ হিঙ্কার শব্দে 'হুম' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এক প্রকার হুঙ্কার।

* অর্থাৎ বৃহৎ নামক সাম (সামবেদীয় আ০ গা০ ১,২ ১২ মন্ত্র) যাঁহার প্রিয়।

† বয়=অন্ন অর্থাৎ খাদ্য (চর্ব্ব্য চষ্য, লেহ্য, পেয়) এস্থলে সোমরস। বয়ঃ যাঁহার প্রিয় তিনি বয়স্বান্। অথবা বয়ঃশব্দে, যৌবন।

‡ গীতি-শূন্য মন্ত্র, যাহাকে শস্ত্র বলা তাহাকেই উক্থ বলা যায়। এই গুহ্য না ংশত্রয় করিয়া প্রশাস্তা বা মৈ

গ্রহণ করিতেছি। (ইন্দ্রের প্রতি) হে ইন্দ্র! তোমার যে প্রিয় বৃহৎ এবং বয়.* তাহাই প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া তোমার প্রীতি প্রার্থনা করি। (পুনশ্চ সোমের প্রতি) হে সোম! যজ্ঞাধিপতির পরিতোষার্থ তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে উকথ্যগ্রহন এই তোমার স্থান, উকথ-প্রিয় দেবতাদিগের প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি।২

প্রতিপ্রস্থাতা এই উকথ্য স্থালীস্থ সোম, অংশত্রয় কবত এই তৃতীয় মন্ত্রে এক-কালীন—অথবা অগ্রিম কণ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রত্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, অংশশ. মিত্রা-বরুণ, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাগ্নি—এই দেবত্রয়কে উৎসর্গ করিবে—

হে উকথ্য স্থালী-স্থিত সোম। তোমাকে দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়া মিত্রাবরুণ প্রভৃতি দেবগণেব প্রীত্যর্থ গ্রহণ করিতেছি।৩

---

২৩ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু পূর্ব্বকৃত অংশত্রয়ের অংশৈক প্রথম মন্ত্রে প্রশাস্তৃ সমীপে সমর্পণ করিবে—

দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়া মিত্রাবরুণ দেবতার প্রীতির জন্য এই অংশ গৃহীত হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় অংশ ব্রাহ্মণাচ্ছং-সীর সমীপে সমর্পণ কবিবে—

দেবগণেব তৃপ্তিকর জানিয়া ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য এই অংশ গৃহীত হই-তেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক।২

তৃতীয় মন্ত্রে তৃতীয় অংশ অচ্ছাবাকেব সমীপে সমর্পণ করিবে—

দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়া ইন্দ্রাগ্নি দেবতার প্রীতির জন্য এই অংশ গৃহীত হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক।৩

উকথাদি সোম সংস্থাতে* তৃতীয় সবনে পূর্ব্বোপাত্ত মন্ত্রত্রয়েব পরিবর্ত্তে—এই চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র ব্যবহৃত হইবে—

দেবগণেব তৃপ্তিকর জানিযা ইন্দ্রাবরুণ দেবতার প্রীতিব জন্য এই প্রথম অংশ গৃহীত হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিঘ্নে পরি-সমাপ্ত হউক।৪

দেবগণেব তৃপ্তিকর জানিযা ইন্দ্রা-বৃহস্পতি দেবতার প্রীতির জন্য এই দ্বিতীয় অংশ গৃহীত হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক।৫

ব্রাহ্মণাচ্ছংসী ও অচ্ছাবাক—এই ঋত্বিক্ ত্রয় কর্ত্তৃক উকথমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মিত্রাবরুণাদি দেব-ত্রয়কে প্রদত্ত হইয়াথাকে অতএব ইহা উকথের সাহিত্যে দেবগণের তৃপ্তিকর

* এস্থলে বয়: শব্দে অন্ন।

* সপ্ত সোমসংস্থা। অর্থাৎ সপ্ত নামে সপ্ত-প্রকার সোমযাগ। যথা—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নি-ষ্টোম, উকথ, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয় এবং আপ্তোর্যাম। ইহার মধ্যে অগ্নিষ্টোমই সর্ব্ব-প্রধান, অন্যান্যগুলি প্রায় ঐরূপ কোন কোন স্থলে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে মাত্র অতএব অগ্নিষ্টোম প্রকৃতি যাগ এবং অপর ছয়টিকে বিকৃতি যাগ বলাযায়। এস্থলে উকথাদি বলায় পাঁচ প্রকার সোমযাগ গৃহীত হইল।

দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়া ইন্দ্রাবিষ্ণু দেবতার প্রাতির জন্য এই তৃতীয় অংশ গৃহীত হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক।৬

---

২৪ কণ্ডিকা।

ধ্রুব নামক দশম গ্রহ গ্রহণ—

দেবগণ এই গ্রহটিকে—দ্যুলোকের মস্তক স্বরূপ, অন্তরীক্ষের সীমা স্বরূপ, সমস্ত নরলোকের হিতকারী, অবিচল-প্রায, অগ্নির ন্যায দেদীপ্যমান, ক্রান্ত-দর্শী ও নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে সম্রাট্, সমস্ত জনগণের অতিথিবৎ আদরণীয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের মুখ-পাত্র* করিয়া সৃজন করিয়াছেন।১

---

২৫ কণ্ডিকা।

হে দশম গ্রহ! অবিচল বসতি, সূর্য্যাদি সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলে অপেক্ষাকৃত ধ্রুব ও অচ্যুত, ধ্রুবনামে প্রসিদ্ধ দেবতাব প্রীতির জন্য এই উপযাম পাত্রে গৃহীত হইতেছ।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে ধ্রুব গ্রহ! তোমার এই স্থান; সমস্ত নরলোকের হিতকারী দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি।২

তৃতীয় মন্ত্রে ধ্রুব পাত্রস্থ সমস্ত সোম হোতৃ চমসে সিঞ্চন করিবে—

স্থির মনে ও স্থির বাক্যে এই ধ্রুব সোম; পাত্রান্তরে আসিঞ্চন করিতেছি। হে ইন্দ্র! অস্মদাদির প্রজাবর্গকে একমন, স্থির প্রতিজ্ঞ ও শত্রু শূন্য করিতে তুমিই সমর্থ।৩

---

২৬ কণ্ডিকা।

সোমাভিষব কালে এবং গ্রহ পাত্রে গ্রহণ করিতে অবশ্যই সোমাংশ ভূম্যাদিতে পতিত হইবে, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠে ঘৃতহোম করত সেই প্রত্যবায় দূর করিবে—

হে সোম! তোমাকে গ্রহ পাত্রে গ্রহণাদি করিতে যে সকল তদীয়াংশ ভূম্যাদিতে পতিত হইয়াছে, অভিষব কালে গ্রাব দ্বারা কণ্ডন করিতে করিতে যেসকল ত্বদীয় খণ্ড গ্রাব চ্যুত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে উড়িয়া গিয়াছে, অধিষবণ ফলকদ্বয়ের মধ্য হইতে যে সকল ত্বদীয়াংশ (রস) অপচিত হইয়াছে, অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক ব্যবহার কালে যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে, এবং

---

* মুখপাত্র শব্দে পানপাত্র, চমষ। এস্থলে তাদৃশ প্রিয়তম।

পবিত্র হইতেও যে সকল রস-বিন্দু ভূপতিত হইয়াছে, ত্বদীয় সেই অংশ সকল মনে মনে গ্রহণ করত এই আহুতি প্রদান করিতেছি।১

অধ্বর্য্যু বেদি হইতে যে তৃণদ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন,তাহার একটি এই দ্বিতীয় মন্ত্রে চাত্বালে ক্ষেপণ করিবে—

হে চাত্বাল। তুমি দেবগণের স্বর্গ গমনের উৎক্রমণ* হইতেছ।২

---

২৭ কণ্ডিকা।

অনন্তর, যজমান, গৃহীত গ্রহ সকল যথাক্রমে একৈক অবকাশ মন্ত্রে† নিরীক্ষণ করিবে—

হে উপাংশুগ্রহ। তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার প্রাণ বায়ু সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।১

হে উপাংশুসবন। তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার ব্যান বায়ু সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।২

হে অন্তর্যাম গ্রহ! তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার উদান বায়ু সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৩

হে ঐন্দ্রবায়বগ্রহ। তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমারে বাক্য সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৪

হে মৈত্রাবরুণগ্রহ! তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার কার্য্য ও কার্য্য-নৈপুণ্য সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৫

হে আশ্বিন গ্রহ। তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার শ্রোত্র সম্বন্ধি বর্চ্চো বর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৬

হে শুক্র ও মন্থিগ্রহ। তোমরা উভয়ে স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার চক্ষুর্দ্বয় সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৭

---

২৮ কণ্ডিকা।

হে আগ্রয়ণ গ্রহ! তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার আত্ম সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৮

হে উক্থ্য গ্রহ। তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার শারীরাদি বল সম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।৯

হে ধ্রুবগ্রহ! তুমি স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার আয়ুসম্বন্ধি বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।১০

হে পূতভৃৎ ও আধবনীয় গ্রহ! তোমরা উভয়ে স্বভাবতই বর্চ্চঃপ্রদ, আমার সমস্ত প্রজাবর্গের বর্চ্চোবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হও।১১

---

* সোপান।

† এই কণ্ডিকা এবং পরকণ্ডিকার মন্ত্রগুলিকে অবকাশ মন্ত্র বলাযায়।

২৯ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে দ্রোণ কলশ নিরীক্ষণ করিবে—

তুমি কে? তোমার কি পরিচয়? তুমি কার? তোমার কি নাম? আমরা, যে তোমার, যে নাম সতত অন্তঃকরণে জাগরুক রাখিযাছি এবং তোমাকে সোম রসে পূর্ণ করিযা অতিশয় পরিতৃপ্ত হই যাছি সেই কি তুমি?* ।১

দ্বিতীয় মন্ত্র ঐ কলশের উপরি জপ করিবে—

হে অগ্নে! হে বাযো! হে সূর্য্য! আমি যেন তোমাদের প্রসাদে সাধু প্রজাবর্গে পরিবেষ্টিত হওত 'সুপ্রজাবান' বলিযা বিখ্যাত হই। আমি যেন সাধু পুত্র পৌত্রাদি লাভ করত 'সুপুত্রবান্' বলিযা বিখ্যাত হই। আমি যেন উৎকৃষ্ট ধন সম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হইযা 'সুসম্পত্তিমান' বলিযা বিখ্যাত হই। ।২

— ০ —

৩০ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু প্রথম মন্ত্রে উপযাম পাত্রে প্রথম ঋতুগ্রহ† গ্রহণ করিবে—

হে প্রথম ঋতুগ্রহ! তুমি উপযাম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, মধু* দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি ।১

প্রতিপ্রস্থাতা দ্বিতীয় মন্ত্রে উপযাম পাত্রে দ্বিতীয় গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে দ্বিতীয় ঋতুগ্রহ! তুমি উপযাম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, মাধব† দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি ।২

অধ্বর্য্যু তৃতীয় মন্ত্রে তৃতীয় —

হে তৃতীয় ঋতুগ্রহ! তুমি উপযাম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, শুক্র‡ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৩

প্রতিপ্রস্থাতা চতুর্থ মন্ত্রে চতুর্থ—

হে চতুর্থ ঋতুগ্রহ! তুমি উপযাম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, শুচি¶ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৪

---

* সুরাপায়ীগণ সুরাধারের স্তুতি যেরূপ ভাবে করিযা থাকে, এস্থলে তাহাই স্মর্ত্তব্য

† দ্বাদশ মাস এবং একটি অধিমাস, বা মলমাস, এই ত্রযোদশ মাস দেবতার আরাধনার্থ উপযাম পাত্র সকলে গৃহ্যমাণ সোমরসকে ঋতু গ্রহ বলা যায়। এই ত্রযোদশ পাত্র সোমরসের দ্বারা বসন্তাদি ষট ঋতুর উপাস্য সিদ্ধ হয় এই জন্যই ইহাদিগকে ঋতুগ্রহ বলা যায়।

* এই মাসে পুষ্পাদিতে অতিরিক্ত মধু উৎপন্ন হয়। চৈত্র—বসন্ত ঋতু।

† ইহা মধু মাসের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অতএব মাধব। বৈশাখ—বসন্ত।

‡ শুচ্-রক্, শুচ ধাতুর অর্থ শোষণ। জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্ম।

¶ শুচ-কিন্, শুচ ধাতুর অর্থ শোষণ। আষাঢ—গ্রীষ্ম

অধ্বর্য্যু পঞ্চম মন্ত্রে পঞ্চম—

হে পঞ্চম ঋতুগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, নভো* দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৫

প্রতিপ্রস্থাতা ষষ্ঠ মন্ত্রে ষষ্ঠ—

হে ষষ্ঠ ঋতুগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, নভস্যা† দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৬

অধ্বর্য্যু সপ্তম মন্ত্রে সপ্তম—

হে সপ্তম ঋতুগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, ঈষঞ্চ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৭

প্রতিপ্রস্থাতা অষ্টম মন্ত্রে অষ্টম—

হে অষ্টম ঋতুগ্রহ! তুমি উপযামে গৃহীত হইতেছ, ঊর্জ্জ¶ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৮

অধ্বর্য্যু নবম মন্ত্রে নবম—

হে নবম ঋতুগ্রহ! তুমি উপযাম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, সহো+ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৯

প্রতিপ্রস্থাতা দশম মন্ত্রে দশম—

হে দশম ঋতুগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, সহস্য* দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১০

অধ্বর্য্যু একাদশ মন্ত্রে একাদশ—

হে একাদশ ঋতুগ্রহ তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, তপো† দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১১

প্রতিপ্রস্থাতা দ্বাদশ মন্ত্রে দ্বাদশ—

হে দ্বাদশ ঋতুগ্রহ! তুমি উপযামে গৃহীত হইতেছ, তপস্যাঞ্চ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১২

যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অধ্বর্য্যু ত্রয়োদশ মন্ত্রে ত্রয়োদশগ্রহও গ্রহণ করিতে পারিবে—

হে ত্রয়োদশ ঋতুগ্রহ! তুমি উপযামে গৃহীত হইতেছ, অংহস্পতি¶ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১৩

---

৩১ কণ্ডিকা।

প্রতিপ্রস্থাতা, এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র দ্বয়ে ঐন্দ্রাগ্ন নামক চতুর্ব্বিংশ+ গ্রহ গ্রহণ করিবে—

---

* যে কালে সূর্য্য (ন ভাতি) মেঘেতে আচ্ছাদিত থাকেন। শ্রাবণ—বর্ষা।

† নভস্ শব্দে মেঘ, মেঘবিশিষ্ট। ভাদ্র—বর্ষা।

‡ ঈষ শব্দে অন্ন, অন্নকর। আশ্বিন—শরৎ।

¶ ঊর্জ্জ শব্দে রস, রসবান্। কার্ত্তিক—শরৎ।

+ যে কালে হিম-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। অগ্রহায়ণ—হেমন্ত।

● সহস্=বল, বলকর। পৌষ—হেমন্ত।

† যে কালে সূর্য্য অত্যন্ত তাপ দান করেন। মাঘ—শিশির।

‡ তপস্যাদি করিতে বা তীর্থপর্য্যটনাদি করিবে[ভাল। ফাল্গুন—শিশির।

¶ অংহঃ=পাপ, তাহার অধিপতি মলমাস—ইহা দ্বাদশ ঋতুতেই হইতে পারে।

+ ধ্রুব গ্রহ পর্য্যন্ত দশম পরিগণিত হইয়াছে অনন্তর ঋতুগ্রহ ত্রয়োদশ সুতরাং ইহা চতুর্ব্বিংশ

হে ইন্দ্রাগ্নী ! ঋগ্‌যজুঃসাম মন্ত্রে সূর্য্য-তুল্য বরণীয়, সুসংস্কৃত এই সোমরস পান করণার্থ তোমরা আগমন কর এবং যজমানের প্রার্থনায় অনুকূল হইয়া এই সোমের যথাভাগ পান কর। ১

হে চতুর্বিংশ গ্রহ। তুমি এই উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, ইন্দ্রাগ্নি নামক যুগ্মচর দেবদ্বয়েব প্রীতিব জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয মন্ত্রে যথাস্থানে ঐ গ্রহ পাত্র স্থাপন করিবে—

হে ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ। এই তোমার স্থান; যুগ্মচর ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য তোমাকে এইস্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

৩২ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রদ্বযেও প্রতি-প্রস্থাতা ঐন্দ্রাগ্ন নামক চতুর্বিংশ গ্রহ গ্রহণ করিতে পারিবে—

যে যজমানগণ অগ্নি ইন্ধন করিযা থাকে* যাহারা অনুক্রমে বর্হিরাস্তরণ† করিয়াথাকে, চিরযুবা ইন্দ্র যাহাদিগের সখা। ১

হে চতুর্বিংশ গ্রহ। তুমি তাদৃশ যজ-মানেব যজ্ঞে এই উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, অগ্নীন্দ্র নামক যুগ্মচর দেবদ্বয়েব প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।২

এই তৃতীয় মন্ত্রেও ঐ গ্রহ যথাস্থানে স্থাপন করিতে পারিবে—

হে ঐন্দ্রাগ্নগ্রহ। এই তোমাব স্থান; যুগ্মচব অগ্নীন্দ্র দেবদ্বয়েব প্রীতিব জন্য তোমাকে এইস্থানে স্থাপন কবিতেছি। ৩

৩৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রদ্বযে অথবা পব কণ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রদ্বযে অধ্বর্য্যু দ্রোণ কলশ হইতে শুক্র গ্রহ পাত্রে বৈশ্বদেব নামক পঞ্চবিংশ গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে বিশ্বেদেবা দেবতাবা! তোমরা আমাদিগের সকল প্রকাবেই রক্ষক

পক্ষান্তরে যদি অধিমাস গ্রহটি গৃহীত না হয় তাহা হইলে ইহা ত্রয়োবিংশ। অপরঞ্চ উপাংশু-সবনকেও গ্রহ বলিযা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকে ষড়্‌বিংশ পক্ষান্তরে পঞ্চ-বিংশও বলা যাইতে পারে। অথবা ঋতুগ্রহগুলি এক সংখ্যায় পরিগণিত হইলে ইহা ১১শ বা ১২শ।

* নিত্য হোমাদি কার্য্যে তৎপর।

† অর্থাৎ ইষ্টি, পশু, সোম, চাতুর্মাস্যাদি যাগে হোতৃকার্য্য করিয়াথাকেন।

মনুষ্যগণ তোমাদের প্রসাদেই পুষ্ট হইয়া থাকে, যজমানগণের ফলপ্রদও তোমরাই অতএব এই অভিযুত সোম পান করণার্থ আগমন কর। ১

হে পঞ্চবিংশগ্রহ! তুমি এই উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

এই তৃতীয় মন্ত্রে অথবা পর কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে ঐ গ্রহ যথাস্থানে স্থাপন করিবে—

হে বৈশ্বদেবগ্রহ। এই তোমার স্থান; বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রীতিব জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৩৪ কণ্ডিকা।

হে বিশ্বেদেবা দেবগণ! তোমবা মদীয় এই যজ্ঞে আগমন কর, আমার আহ্বান গ্রাহ্য কর, এই বিস্তীর্ণ কুশোপরি আসীন হও। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ব্ববৎ। ২,৩।

[ইতি প্রাতঃ সবন গ্রহাঃ]

[অথ মাধ্যন্দিন সবন গ্রহাঃ]

৩৫, কণ্ডিকা।

মরুত্বতীয় নামক তিনটি গ্রহ ক্রমে মন্ত্রত্রয়ে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথম মরুত্বতীয় ঋতুগ্রহ পাত্রে গ্রহণ করিবে—

হে মরুত্বন্* ইন্দ্র! শর্য্যাতি† রাজার যজ্ঞে যেরূপ সোম রক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ এই যজ্ঞেও সোম রক্ষা কর এবং সেইরূপ অভিযুত সোমের যে অংশ তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা পান কর। হে বিক্রান্ত! তোমার সুনীতি ও ত্বৎ-প্রদত্ত সুখ উপলব্ধি করত দূরদর্শী প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিকগণ চিরদিনই তোমার পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছেন। ১

হে প্রথমগ্রহ। তুমি এই উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, মরুত্বান্ ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

হে প্রথম মরুত্বতীয় গ্রহ। এই তোমার স্থান; মরুত্বান্ ইন্দ্রদেবতার প্রীতির

---

* মরুৎ=বায়ু, তদ্বান্। পার্থিব তেজ, অন্তরীক্ষ তেজ ও উপরিতন (দ্যুলোকের) তেজ—এই ত্রিবিধ তেজই ইন্দ্র শব্দের বাচ্য, এস্থলে মরুত্বান্ এই বিশেষণ থাকায়, অন্তরীক্ষ দেবতা বায়ুর সহচর যে ইন্দ্র তাঁহারই বোধ হইল।

† বেদের মধ্যে যে সকল শব্দ কোন ব্যক্তি বিশেষের নামবাচক শ্রুত হইয়াথাকে উহা কাল্পনিক, বস্তুত উহা কোন প্রকৃত ব্যক্তির নাম নহে, উহা বেদপুরুষের মনঃ-কল্পিত নাম, পরে ঐ নামে মনুষ্যও হইতে পারে।

জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৩৬ কণ্ডিকা।

দ্বিতীয় মরুত্বতীয় বিক্রপাত্রে সশস্ত্র গ্রহণ করিবে—

যিনি উচিত সময়ে জলবর্দ্ধক, যিনি ব্রীহি ধান্যাদির পরিবর্দ্ধক, যিনি উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যবান্, যিনি দ্যুলোকেও দৃশ্য, যিনি মেঘাদির শাস্তা, যিনি বিশ্বের পালনে অনলস, যিনি নূতন যজমানের রক্ষণার্থ সতত উদ্যত-বজ্র, যিনি বলপ্রদ, —অদ্য আমরা এই যজ্ঞে সেই মরুত্বান্ ইন্দ্রকে আহ্বান করি। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ব্ববৎ*। ২,৩

এই চতুর্থ মন্ত্রে, ঋতুপাত্রে তৃতীয় মরুত্বতীয় গ্রহণ করিবে—

হে তৃতীয় মরুত্বতীয় গ্রহ! মরুৎ দেবতাদিগের বল সম্পাদনার্থ তোমাকে এই ঋতুগ্রহে গ্রহণ করিতেছি। ৪

---

৩৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয় এবং উত্তর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ও এই মরুত্বতীয় গ্রহণে নিযুক্ত হইবে—

হে বিক্রান্ত ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান্, তুমি বৃত্রহা, অধুনা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া মরুদ্গণের সহিত সপরিবারে এই সোমরস পান কর। শত্রুগণকে বধ কর, সঙ্গ্রাম নিবৃত্ত হউক,—অধিক কি সর্ব্বপ্রকারে আমাদিগকে নির্ভয় কর। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ব্ববৎ। ২,৩

---

৩৮ কণ্ডিকা।

হে জলবর্ধক মরুৎ-সহচর ইন্দ্র! স্বধার* সহিত সোমরস পান করত প্রমত্ত হও,† তুমি প্রতিপদারম্ভ‡ অভিষুত সোমসমস্তের রাজা¶ অতএব এই

---

* পূর্ব্ব কণ্ডিকাতে "হে প্রথমগ্রহ!" এবং 'হে প্রথম মরুত্বতীয় গ্রহ!'—এস্থলে 'হে দ্বিতীয় গ্রহ!' এবং "হে দ্বিতীয় মরুত্বতীয় গ্রহ!"—এইমাত্র বিশেষ।

* পুরোডাশ, ধানা, মন্থ, দধি, পয়স্যা—ইত্যাদি অন্নকে স্বধা বলাযায়।

† এই স্থলে ভাষ্যকার বলেন—বর্দ্ধক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বৃত্র (মেঘ) গণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তজ্জন্যই মত্তভাব আবশ্যক।

‡ যদি চ যজুর্ব্বেদীদিগের প্রতিপৎতিথিতে সোমাভিষব আরম্ভ হয় না কিন্তু সামবেদীদিগের হইয়াথাকে।

¶ অর্থাৎ তোমারই প্রীতির জন্য এতাদৃশ বৃহৎ আয়োজন, তুমি পরিতৃপ্ত রূপে এই মধু পান কর।

মধু'র ঊর্ম্মিকে জঠরে স্থান প্রদান কর*। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ব্ববৎ। ২,৩

---

৩৯ কণ্ডিকা।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে, মাহেন্দ্র নামক চতুর্থ গ্রহ গ্রহণ কবিবে—

রাজা যেরূপ প্রজাবর্গের অভিলাষ পূর্ণ কবিয়া থাকেন সেইরূপ মনুষ্যদিগের অভীষ্ট-পূরক, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকেরও প্রভু, অনুপম বলবান্, মহাপ্রভাবশালী, ইন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুকূল থাকিয়া আমাদিগের বীর্য্য বৃদ্ধি করুন এবং আমাদিগকর্ত্তৃক বর্ণিত ও সংকৃত হউন। ১

হে চতুর্থ গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, তোমাকে মহেন্দ্র দেবতার প্রীতিব জন্য গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে উহা যথাস্থানে স্থাপন—

হে মহেন্দ্র গ্রহ! এই তোমার স্থান; মহেন্দ্রদেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করি। ৩

---

৪০ কণ্ডিকা।

ইচ্ছা করিলে এই কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রেও মাহেন্দ্র গ্রহ গ্রহণ ও তৃতীয় মন্ত্রে উহা যথাস্থানে স্থাপন করা যাইতে পারে—

যে মহাপ্রভাবশালী ইন্দ্র, জলধর মেঘবৃন্দের ন্যায় বলবান্, তিনি এই বৎস যজমানের স্তোমে বর্ণিত হইতেছেন। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ। ২,৩

[ইতি মাধ্যন্দিন গ্রহাঃ]

[অথ দক্ষিণা]

৪১ কণ্ডিকা।

বস্ত্র-বদ্ধ সুবর্ণ জুহূর মধ্যে নিক্ষেপ করত, চতুর্গৃহীত আজ্যের সহিত শালাদ্বার্য্য অগ্নিতে* এই মন্ত্রে প্রথম আহুতি প্রদান করিবে—

রশ্মিগণ†, সেই প্রসিদ্ধ জাতপ্রজ্ঞ সূর্য্য দেবতাকে এই বিশ্বমণ্ডলের অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রতি নিয়ত ঊর্দ্ধে বহন করিতেছেন। এই দেবতার উদ্দেশে দীয়মান এই হবি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

অর্থাৎ এতাদৃশ সর্ব্বাধিক মধু পান কর—যে উদধের অভ্যন্তরে ঢেউ খেলাইয়া দাও।

* ইহাকেই "দক্ষিণ হোম" বলা যায়।

† এই রশ্মিগণই সপ্ত অশ্ব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

৪২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি প্রদান—

আহা কি আশ্চর্য্য! এই কিরণ পুঞ্জ দেবতা প্রতিদিনই উদিত হইতেছেন, ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত লোকত্রয়ে স্বীয় কিরণজাল বিস্তীর্ণ করত সমস্ত বিশ্বসংসারের চক্ষূরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, ইনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই জীবন এবং সূর্য্য নামে প্রসিদ্ধ। এই দেবতার উদ্দেশে দীয়মান এই হবি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

---

৪৩ কণ্ডিকা

পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৬ কণ্ডিকা দেখ। ১

---

৪৪ কণ্ডিকা।

পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৭ কণ্ডিকা দেখ। ১

---

৪৫ কণ্ডিকা।

যজমান, হস্তে হিরণ্য লইয়া শালার পূর্ব্বভাগে দণ্ডায়মান হওত, আগ্নীধ্রীয় বেদীর বহিঃ দক্ষিণে দণ্ডায়মানা দক্ষিণা রূপা গাভীগণকে এই প্রথম মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিবে—

হে চন্দ্র-দক্ষিণা* গাভীগণ! আমরা তোমাদের রূপ ধারণ করিয়াছি† অতএব আমাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হও। যজ্ঞে কোন্ ঋত্বিকের কীদৃশ দক্ষিণা? ইহা এই ব্রাহ্মণ (আগ্নীধ্র ঋত্বিক্) সমস্তই অবগত আছেন, ইনি তোমাদিগকে যজ্ঞীয় নিয়মে যথাভাগ আমাদিগকে বিতরণ করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠে যজমান ঐ গাভীপাল লইয়া সদোমণ্ডপের মধ্যে গমন করিবে—

হে দক্ষিণারূপা গাভীসকল! অদ্য আমি তোমাদিগকে পাইয়া কি দেবযান মার্গ কি পিতৃযান মার্গ সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ২

---

* চন্দ্র শব্দে সুবর্ণ; যজ্ঞে গাভীরূপ দক্ষিণা প্রদানানন্তরই সুবর্ণ দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াথাকে অতএব গাভী পাইলেই সুবর্ণও পাইবার আশা থাকে এইজনাই চন্দ্র প্রাপ্তিরূপ আশার নিদান যে গাভী দক্ষিণা তাহাকে 'চন্দ্রদক্ষিণা' বলাযায়।

† এস্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে—"পূর্ব্ব কালে পশুগণ স্বীয় দান সহ্য করিতে না পারিয়া রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, দেবগণও সেই রূপ ধারণ করিলে তাহারা স্বীয় জাতি বিবেচনায় তাঁহাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইল" শতপথ ৪,৩,৪,১৪।

‡ স্বীয় জাতিতে মিশ্রণ; ইহা কি চেতন কি অচেতন সর্ব্বপ্রকার পদার্থেরই স্বভাবসিদ্ধ। গাভীগণ গাভীপালে, অজাগণ অজাপালে, মেষগণ মেষপালে এবং উপরি প্রক্ষিপ্ত মৃত্তিকা (পৃথিবীর বস্তু) পুনর্নিম্নে (পৃথিবীতে), উপরি

তৃতীয় মন্ত্রে ঋত্বিক্‌গণের প্রতি ঈক্ষণ—

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা এরূপ যজ্ঞ কর, যাহাতে তোমাদের যথাভাগ দক্ষিণা পূর্ণ হইয়াও কিছু গাভী উদ্বৃত্ত হয়। ৩

---

৪৬ কণ্ডিকা।

যজমান এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত আগ্নীধ্রীয় বেদীতে উপবিষ্ট আগ্নীধ্র ঋত্বিকের সমীপে গমন করিবে—

যাঁহার পিতা যশস্বী, যাঁহার পিতামহ যশস্বী,যাঁহার পিতা ঋষি বলিয়া বিখ্যাত, যিনি স্বয়ং ঋষি, যাঁহার নিকটে দক্ষিণা-সমস্ত সঞ্চয় করিতে হয়,—ভরসাকরি এই পথে এইমাত্রই সেই ব্রাহ্মণকে (আগ্নাধ্রকে) লাভ করিব। ১

যজমান দ্বিতীয় মন্ত্রে আগ্নীধ্রীয় বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত ঋত্বিকের দক্ষিণা একত্র ঐ আগ্নাধ্র ঋত্বিকের হস্তে প্রদান করিবে—

হে দক্ষিণা-সমস্ত! তোমরা আমা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া সমস্ত ঋত্বিক্‌গণের সমীপে যথাভাগ উপস্থিত হও এবং তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করত এই কর্ম্ম-ফল আমাতে প্রেরণ কর। ২

প্রক্ষিপ্ত জল (পৃথিবীর বস্তু) পুনর্ব্বিশ্রে (পৃথিবীতে) তাহার প্রসিদ্ধ নিদর্শন।

৪৭ কণ্ডিকা।

সুবর্ণ প্রতিগ্রহে মন্ত্র—

হে হিরণ্য! বরুণ দেবতা, অগ্নিস্বরূপ আমাকে তোমায় প্রদান করিতেছেন, আমি তোমাকে পাইয়া যেন অমৃতত্ব লাভ করিলাম! তুমি দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি কর,এবং প্রতিগ্রহীতার সুখকারী হও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গো-প্রতিগ্রহণ—

হে গৌ! বরুণ দেবতা, রুদ্ররূপ আমাকে তোমায় প্রদান করিতেছেন, আমি তোমাকে পাইয়া যেন অমৃতত্ব লাভ করিলাম! তুমি দাতার বল বৃদ্ধি কর এবং প্রতিগ্রহীতার অন্ন-বৃদ্ধি-কারিণী হও। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বস্ত্র-প্রতিগ্রহণ—

হে বসন! বরুণ দেবতা, বৃহস্পতিরূপ আমাকে তোমায় প্রদান করিতেছেন আমি তোমাকে পাইয়া যেন অমৃতত্ব লাভ করিলাম! তুমি দাতার ইন্দ্রিয়-শক্তি বৃদ্ধি কর এবং প্রতিগ্রহীতার সুখ-কারী হও। ৩

চতুর্থমন্ত্রে অশ্ব-প্রতিগ্রহণ—

হে অশ্ব! বরুণ দেবতা, যমরূপ আমাকে তোমায় প্রদান করিতেছেন, আমি তোমাকে পাইয়া যেন অমৃতত্ব

লাভ করিলাম। তুমি দাতার অশ্ববৃদ্ধি কর এবং প্রতিগ্রহীতার পশুসম্পত্তি বৃদ্ধি কারী হও। ৪

---

৪৮ কণ্ডিকা।

মন্থ ওদন তিল প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু প্রতিগ্রহের মন্ত্র—

কোন্ মহাত্মা দান করিতেছেন? যাঁহার যজ্ঞফল কামনা, তিনিই দান করিতেছেন এবং যাঁহার এই সকল বস্তু ভোগের কামনা তিনিই গ্রহণ করিতেছেন সুতরাং অভিলাষই দাতা এবং অভিলাষই প্রতিগ্রহীতা অতএব হে অভিলাষ! অভিলষণীয় এই সমস্ত বস্তুই তোমার। ১

[দক্ষিণা প্রকরণ সমাপ্ত]

—০—

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ অষ্টম অধ্যায় ॥

১ম কণ্ডিকা।

[তৃতীয় সবনে গ্রহ গ্রহণ]

প্রথম কণ্ডিকা-ত্রয়ে আদিত্য নামক* প্রথম গ্রহ গৃহীত হইবে। তন্মধ্যে এই প্রথম মন্ত্রে প্রতিপ্রস্থাতা দ্রোণ কলশ হইতে উপয়ামে সোমগ্রহণ করিবে—

হে সোম! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ। ১

উপয়াম-পাত্র-লগ্ন সোম দ্বিতীয় মন্ত্রে আদিত্য স্থালীতে সিঞ্চন করিবে—

হে সোম। আদিত্যগণের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আদিত্য স্থালীতে সংস্রব সিঞ্চন করত আদিত্য পাত্র দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিবে—

হে বহু-স্তুত যজ্ঞপুরুষ! এই সোম তোমারই, তুমিই ইহাকে রক্ষা কর, কোন রক্ষোদল নষ্ট করিতে না পারে। ৩

---

* ইহাকেই পূতভৃত গ্রহও বলাযায়।

২য় কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্র! তুমি কদাপি কাহারও অনিষ্টকারী নহ প্রত্যুত যজমানের প্রতি অনুকূল হওত প্রদত্ত হবি সেবন করিয়া-থাক, হে মঘবন্! পুনশ্চ যজমানকে (সেবিত হবির পরিবর্ত্তে) অপরিমিত অভীষ্ট প্রদান করিয়াথাক॥ ১

হে গ্রহ! এতাদৃশ আদিত্য দেবতাদিগের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

---

৩ কণ্ডিকা।

হে আদিত্য! তুমি কখনও প্রমত্ত হও না; তুমি আমাদিগের উভয় জন্মেরই* পরিরক্ষক; হে আদিত্য এই দিব্য তৃতীয় সবনে তোমার প্রীতির জন্য, এই ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিকর সুধোপম হবি প্রস্তুত রহিয়াছে॥ ১

হে গ্রহ! আদিত্য দেবগণের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

---

৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রদ্বয়ে ঐ গৃহীত সোমে দধি মিশ্রিত করিবে—

হে আদিত্যগণ! তোমাদিগের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ আনীত হইয়াথাকে অতএব তোমরা আমাদিগকে অবশ্যই সুখী করিবা হে আদিত্যগণ! তোমাদের স্বভাব সিদ্ধ অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদিগের প্রতি সম্মুখীন হউক এবং নাস্তিকদলে যে ধনোপার্জনের বুদ্ধি আছে, তৎসমস্তও তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করুক॥ ১

হে সোম! আদিত্যগণের প্রীতির জন্য তোমাতে দধি মিশ্রিত করিতেছি। ২

---

৫ কণ্ডিকা।

অনন্তর প্রথম মন্ত্রে উপাংশু সবনের দ্বারা ঐ দধি উহাতে পেষণ করত ভাল-রূপে মিশ্রিত করিবে—

হে বিবস্বন্ আদিত্য! ইহা তোমার পান করিবার উপযুক্ত সোম অতএব ইহা পান করত প্রসন্ন হও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে পত্নী এই পূতভৃত পাত্র দর্শন করিবে—

হে যজ্ঞীয় কর্ম্মচারিগণ! যদিচ তোমরা আশীর্দ্দাতা তথাপি আমার এই আশীর্ব্বাক্যে শ্রদ্ধা কর—এই দম্পতী (পত্নী ও যজমান) ক্রিয়মাণ এই যজ্ঞের বর্ণনীয় ফল লাভ করুন! (সেই ফলে) ইহাঁরা

---

* এস্থলে উভয় জন্ম বলিতে—ইহ জন্ম ও পরজন্ম হইতে পারে; ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মাতৃগর্ভে জন্ম ও উপনয়ন জন্মও হইতেপারে।

এক পুত্র লাভ করুন এবং সেই পুত্র সম্পত্তিমান্ হউক। অপরঞ্চ সেই পুত্র ঋণাদি পাপ শূন্য হইয়া স্বগৃহে পরিবৰ্দ্ধিত* হউক। ২

—০—

৬ ও ৭ কণ্ডিকা।

ঋত্বিক্‌গণ সবনীয় পুরোডাশ ইড়া† ভক্ষণ করিয়া এবং সবন সম্বন্ধি অন্যান্য যাবৎ কার্য্য সমাপন করত উপাংশু পাত্রে বা উপয়াম পাত্রে এই কণ্ডিকা দ্বয়াত্মক মন্ত্রদ্বয়ে সাবিত্র নামক দ্বিতীয় গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে জগৎ প্রসবিত:। অদ্য আমাদিগের জন্য ভজনীয় কর্ম্মফল প্রসব কর এবং ইহার পরেও এইরূপ আনন্দ প্রতিদিনই যেন লাভ করি।। দেব! আমরা এই কর্ম্মের প্রভাবে যেন ভজনীয় ভূরি নিবাস উপভোগ করিতে পারি।। ১

হে সাবিত্র নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ। তুমি এই উপযামে গৃহীত হইতেছ; তুমি অন্নের ধারয়িতা অতএব আমার সম্বন্ধে বহুতর অন্ন বিতরণ কর। এই যজ্ঞকে প্রীত কর; এই যজ্ঞপতিকে প্রীত কর, ভগ নামে প্রসিদ্ধ সবিতৃ দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

—

৮ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রদ্বয়ে সাবিত্র গ্রহ পাত্রেই মহা বৈশ্বদেব নামক তৃতীয় গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে মহা বৈশ্বদেব গ্রহ। তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণের আকর, তুমি সুপ্রতিষ্ঠ, তুমি বৃহদুক্ষ* দেবতার ভক্ষ্য। ১

হে তৃতীয় গ্রহ! বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রীতির জন্য তোমাকে এই উপযামে গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে যথাস্থানে স্থাপন—

হে মহা বৈশ্বদেব গ্রহ! এই তোমার স্থান, বিশ্বেদেবা দেবতাদিগের প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

—

৯ কণ্ডিকা।

উপাংশু গ্রহ-পাত্রে বা অন্তর্যাম গ্রহ-পাত্রে প্রতিপ্রস্থাতা প্রথম মন্ত্রে, পাত্নীবত নামক চতুর্থ গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে দীপ্যমান সোম! তুমি এই উপ-

* অর্থাৎ "অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে" মহাভারত।

† অর্থাৎ সবনে উপস্থিত পুরোডাশরূপ খাদ্য।

* মহৎ সেচয়িতা অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত বৃষ্টিপ্রদ।

য়ামে গৃহীত হইতেছ ; বৃহস্পতি*-কর্তৃক অভিযুত, বীর্য্যবান্, রসরূপী,পত্নী-সংযুক্ত তোমার অনুগ্রহে ভরসাকরি অন্যান্য (উপাংশু প্রভৃতি) গ্রহসকলও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিব। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ইহতে প্রচরণীশিষ্ট† আজ্য মিশ্রিত কবিবে—

আমি উপরিভাগে বিদ্যমান রহিয়াছি, আমি অধোভাগেও রহিয়াছি,এই দৃশ্যমান মধ্যভাগ অন্তরীক্ষই আমাব পিতা, আমি ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে উভয়ত্রই সূর্য্যকে দেখিতেছি, দেবগণের যে পরম গুহ্য তাহাই আমি‡। ২

---

১০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে এই গ্রহ অগ্নির উত্তরভাগে হবন করিবে—

হে পত্নীবন্ অগ্নে।¶ ত্বষ্ট্-দেবতার সহিত সমপ্রীত হইয়া এই সোমরস পান কর। এই আহুতি সম্যক্ গৃহীত হউক।১

উদ্গাতা পত্নীকে উত্তর দ্বাব পথে সদো মণ্ডপে প্রবেশ করাইয়া স্বীয় দক্ষিণ ভাগে উপবিষ্টা সেই পত্নীকে অবলোকন করিবে ; অনন্তর নেষ্টা সেই পত্নীকে পশ্চিম দ্বার দিয়া সদো মণ্ডপে পুনঃপ্রবেশ করাইয়া উদ্গাতার উত্তর ভাগে তাঁহাকে দণ্ডায়মানা করত বলিবে 'উদ্গাতার প্রতি দৃষ্টিপাৎ কর' তৎকালে সেই পত্নী এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত তাঁহাকে অবলোকন করিবে—

হে উদ্গাতঃ। তুমিই প্রজাপতি, তুমিই ফলবর্ষকারী বৃষা, তুমি রেতো ধাবয়িতা, আমাকে ত্বদীয় রেতঃ প্রদান কর। হে প্রজাপতে! হে ফলবর্ষকারিন্! হে রেতো ধারয়িতঃ! তোমার অনুগ্রহে আমি যেন বীর্য্যবান্ পুত্র লাভ করি।। ২

---

১১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে হারিয়োজন নামক পঞ্চম গ্রহ দ্রোণ-কলশে উপয়াম দ্বারা গ্রহণ করিবে—

হে পঞ্চম গ্রহ! তুমি উপয়ামের দ্বাবা গৃহীত হইতেছ, তুমি হরিত বর্ণ এবং হারিয়োজন* নামে প্রসিদ্ধ ; হরিদ্বয়ের তুষ্টির জন্য† তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।১

* ভাষ্যকার বলেন এস্থলে বৃহস্পতি শব্দে যজমান বা অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ।

† হোম করিতে করিতে প্রচরণীতে অবশিষ্ট যাহা আছে।

‡ এই হেঁয়ালির অর্থবোধ বিশেষ উপদেশ ও যত্ন ভিন্ন হইতে পারে না।

¶ গার্হপত্য অগ্নি সমীপেই যজমান-পত্নীর বাসস্থান,অতএব ইঁহাকে পত্নীবান্ বলা যায়।

* এই গ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে জানিয়া সেই স্থলে আগমনার্থ ইন্দ্র স্বীয় রথে হরি (অশ্ব) যোজনা করেন—এই জন্য ইহাকে হারিয়োজন বলা যায়।

† ভাষ্যকার বলেন—এই গ্রহের উপাস্য দেবতা ঋক্ ও সামবেদ সুতরাং এস্থলে হরি শব্দে ঋগ্বেদ ও সামবেদ কিন্তু এই কণ্ডিকারই পরভাগ এবং হারিয়োজন এই আখ্যাটির

দ্বিতীয় মন্ত্রে হারিয়োজন গ্রহে ধানা* মিশ্রিত করিবে—

হে ধানাসকল! তোমরা ইন্দ্রদেবতার অশ্বদ্বয়ের প্রীতির জন্য এই হারিযোজন নামক গ্রহ-সোমে মিশ্রিত হইতেছ। ২

[ইতি তৃতীয় সবনগ্রহাঃ]

[অথ শেষ ক্রিয়া]

১২ কণ্ডিকা।

অনন্তর সমস্ত ঋত্বিক্‌গণ এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ সোম-রস সিক্ত ধানা ভক্ষণ করিয়া শেষ উত্তর বেদীতে নিক্ষেপ করিবে—

হে সোমসিক্ত ধানারূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য! তুমি, যজুর্ম্মন্ত্রে ইষ্ট, স্তোমে (ঋক্‌ মন্ত্রে) স্তুত, এবং উক্‌থে (সাম মন্ত্রে) শস্ত; সম্প্রতি উপহূত, তোমার ভক্ষণ ফলে অশ্ব লাভ করা যায়, তোমার ভক্ষণফলে গো লাভও করা যায়। ১

---

১৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক ছয়টি মন্ত্রে ছয়টি শাকল* হোম করিবে —

হে শকল! অগ্নিতে আহূয়মান তুমি, আমা কর্ত্তৃক দেব সম্বন্ধে যে কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিনষ্ট কর। ১

হে শকল! অগ্নিতে আহূয়মান তুমি, আমা কর্ত্তৃক মনুষ্যসম্বন্ধে যে কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিনষ্ট কর। ২

হে শকল! অগ্নিতে আহূয়মান তুমি, আমা কর্ত্তৃক পিতৃসম্বন্ধে যে কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিনষ্ট কর। ৩

হে শকল! অগ্নিতে আহূয়মান তুমি, আমা কর্ত্তৃক আত্ম-সম্বন্ধে যে কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিনষ্ট কর। ৪

হে শকল! অগ্নিতে আহূয়মান তুমি, আমা কর্ত্তৃক সংসর্গজাত যে কোন পাপ হইয়াছে তাহা বিনষ্ট কর। ৫

হে শকল! আমি জ্ঞাত অজ্ঞাত যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, অগ্নিতে আহূয়মান তুমি তৎসমস্তই বিনষ্ট কর। ৬

প্রকৃতিগত অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় ইহা ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়েরই উপাসনায় প্রবৃত্ত। প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্র=সূর্য্য ও কিরণজালই তদীয় অশ্ব।

* ধানা=যবভাজা।

* শকল শব্দে খণ্ড, যূপ প্রস্তুত করিবার পরে তাহারই যে সকল কাষ্ঠখণ্ড মাংসপাকাদি হইয়াও অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাই হোম করিবে।

১৪ কণ্ডিকা।

যজমান, চাত্বালের অপরদিকে কতিপয় পূর্ণপাত্রের* উপরি হরিত কুশা আচ্ছাদন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪ কণ্ডিকা দেখ। ১

১৫ কণ্ডিকা

এই মন্ত্র প্রভৃতি নব মন্ত্রে সমিষ্ট যজুর্হোমণ† করিবে; তন্মধ্যে প্রথম—

হে মঘবন্ ইন্দ্র! আমাদিগকে, উৎকৃষ্ট মন প্রাপ্ত করাও,—উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত করাও,—উৎকৃষ্ট ধীমৎসংসর্গ প্রাপ্ত করাও,—উৎকৃষ্ট কল্যাণ প্রাপ্ত করাও,—পরব্রহ্ম প্রাপ্ত করাও,—যজ্ঞিয় দেবগণের জন্য যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইল তাহা তাঁহাদিগের সুদৃষ্টিতে প্রাপ্ত করাও। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

১৬ কণ্ডিকা।

দ্বিতীয়—

দ্বিতীয়াধ্যায়ের ২৪ কণ্ডিকা দেখ। ১

* পূর্ণপাত্র=উদকপূর্ণ কলশ।

† এই নব মন্ত্রে নয়টি আহুতিকে সমিষ্ট যজুর্হোম বলা যায়।

১৭ কণ্ডিকা।

তৃতীয়—

দানশীল ধাতৃ দেবতা, সবিতৃ দেবতা, নিধিপ প্রজাপতি দেবতা, দীপ্যমান অগ্নি দেবতা, ত্বষ্টৃ দেবতা ও বিষ্ণু দেবতা— অস্মদ্দত্ত এই হবি প্রীতি পূর্ব্বক সেবন এবং তদ্বিনিময়ে যজমানকে সুন্দর প্রজাবর্গ ও ধন সম্পত্তি প্রদান করুন। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

১৮ কণ্ডিকা।

চতুর্থ—

যে বসু দেবতারা এই যজ্ঞে সেব্যমান হওত আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যাগমনের জন্য ভালরূপ সুবিধা করা হইয়াছে*, তাঁহারা আহুত হবি সকল আহরণ ও বহন করত এই যজমানকে যথেষ্ট বসু প্রদান করুন। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

[ইতি শেষ ক্রিয়া]

[অথ বিসর্জন]

১৯ কণ্ডিকা।

পঞ্চম—

হে অগ্নে! যজ্ঞীয় হবি গ্রহণে অভিলাষী

* অর্থাৎ পথি ভক্ষণের জন্য যথেষ্ট হবি দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল দেবগণকে এই যজ্ঞে আবাহন করিয়াছিলে* তাঁহাদিগকে—'হে সমস্ত দেবগণ! তোমরা এই যাগে পর্য্যাপ্তরূপে পুরোডাশাদি অন্ন ভক্ষণ করিয়াছ এবং যথেষ্ট সোম পানও করিয়াছ অতঃপর বায়ুমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি স্বর্গীয় স্থান সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রতিগমন কর' এইরূপ নিবেদন করত স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতি-প্রেরণ কর। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

২০ কণ্ডিকা।

ষষ্ঠ—

হে অগ্নে! সম্প্রতি এই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, আমরা দেবগণের আহ্বান কার্য্যে আপনাকেই বরণ করিয়াছিলাম; আপনিও স্বীকৃত কার্য্য যতদূর উৎকৃষ্ট হইতেপারে সেইরূপ করিয়া যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন এবং এতাবৎকাল যজ্ঞবিঘ্ন সকলও উপশমিত রাখিয়াছিলেন; আপনি অধুনা যজ্ঞ সমাপ্ত হইল অবগত হইয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করুন; আপনি এতাদৃশ কার্য্য সমস্তে অতিশয় উপযুক্ত। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

* যজ্ঞে, অগ্নিই দেবগণের প্রধান আহ্বাতা এই জন্যই অগ্নির নাম হোতা, দূত ইত্যাদি।

২১ কণ্ডিকা।

সপ্তম—

দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্র দেখ। ১

২২ কণ্ডিকা।

অষ্টম—

হে যজ্ঞ! যজ্ঞে গমন কর, যজ্ঞপতিতে গমন কর, স্বীয় স্থানে গমন কর। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

নবম—

হে যজমান! সূক্ত ও বাকে* অনুষ্ঠীয়মান সর্ব্ববীরং† এই ত্বদীয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল, এক্ষণে তুমি ইহার ফল-ভোগ কর। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

২৩ কণ্ডিকা।

যজমানের হস্তে স্থিত কৃষ্ণবিষাণ‡ এবং কটিস্থ মেখলা¶ প্রথম মন্ত্রে চাত্বালে ক্ষেপণ করিবে—

* সূক্ত=ঋগ্বেদীয় মন্ত্র। বাক্=সামবেদীয়।

† যজ্ঞে, বীর শব্দে সোম, পশু, সবনীয় চরু, পুরোডাশ ইত্যাদি। সকল প্রকার বীর অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে যজ্ঞে তাহাকেই সর্ব্ববীর বলা যায় অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ।

‡ দ্বিতীয়াধ্যায়ের দশম কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রে (৫৩ পৃ০ ২স্তং০) ইহা গৃহীত হইয়াছিল।

¶ দ্বিতীয়াধ্যায়ের দশম কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে (৫৩পৃ০ ১স্তং০) ইহা গৃহীত হইয়াছিল।

হে মেখলা রজ্জু! তুমি জলে পতিত হইয়া সর্পাকার ধারণ করিও না; হে বিষাণ। তোমাকেও যেন অজগরের ন্যায় বোধ না হয়। ১

[অথ অবভৃথ ক্রিয়া]

অবভৃথ ক্রিয়া করিতে গমনোদ্যত, চাত্বাল সমীপে উপস্থিত, প্রাঙ্মুখ যজমানকে অধ্বর্য্যু এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করাইবে—

সূর্য্যের উপাসনা করিতে অবভৃথ স্নানে গমনোদ্যত যজমানের গমনক্লেশ নিবারণার্থ, বরুণ রাজা, রাজমার্গ সুপ্রশস্ত করুন*। এবং মর্ম্মভেদী বাক্য প্রয়োগে পটু দুরাত্মগণের হৃদয়ান্তর্বীক্ষে এই পাদক্রমণ সকল বিহিত হউক†। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত গমন করিবে—

বরুণ দেবতার পাশ অভিষ্ঠিত রহিয়াছে, বরুণ দেবতাকে নমস্কার। ৩

---

* যাজ্ঞিকেরা অবভৃথ ক্রিয়া করিতে নদীতটে গমনোদ্যত হইলেই ঋত্বিক্‌গণ এবং অন্যান্য দর্শকবৃন্দ তাঁহার সহগামী হইতেন সুতরাং সেই পথটি সুপ্রশস্ত করিয়া দেওআ রাজার কর্ত্তব্য হইত। যে স্থলে রাজাই স্বয়ং যজমান সে স্থলে এই মন্ত্রটী পথপ্রশস্ত করিবার আদেশ স্বরূপ।

† অর্থাৎ এই কর্ম্ম সমাপ্তির অবস্থা দর্শনে নিন্দকগণ অতিশয় ক্লেশ পায়।

২৪ কণ্ডিকা।

জলমধ্যে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া তদুপরি চতুর্গৃহীত আজ্যে এই মন্ত্রে হোম করিবে—

হে অগ্নে! অপান্নপাৎসংজ্ঞক তোমার স্বীয় বদন এই জলে প্রবেশ করাও অসুর কৃত যজ্ঞ-বিঘ্ন হইতে রক্ষা কর। হে অগ্নে! প্রত্যেক অবভৃথেই* সমিদ্‌যাগ হইয়াথাকে এবং প্রতি অবভৃথেই ত্বদীয় জিহ্বা ঘৃত আস্বাদন করে। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

---

২৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঋজীষকুম্ভ† জলে প্রক্ষেপ করিবে কিন্তু ডুবাইবে না অর্থাৎ ভাসাইয়া রাখিবে—

হে কুম্ভ! এই সমুদ্রের জলের মধ্যে তোমার হৃদয়াকাশ প্রবেশ করিতেছে, যে সমস্ত ওষধী (সোম) তোমাতে প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতেও এই জল প্রবেশ করিতেছে। হে যজ্ঞপতে সোম! যজ্ঞীয়

---

* অশ্বমেধে অনেকবার অবভৃথ স্নান হয়।

† সার-শূন্য সোমকে অর্থাৎ সোমের ছিব্‌ড়েকে ঋজীস বলা যায়। সেই সমস্ত ঋজীস যে কুম্ভে রক্ষিত হয় সেই ঋজীষ-পূর্ণ-কুম্ভ ঋজীষ-কুম্ভ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সূক্ত বাক্যে সামবেদীয় নমঃ সাম তোমার প্রীতির জন্য বিধান করি। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

---

২৬ কণ্ডিকা।

ঐ ঋজীষ কুম্ভ জলে ভাসিতে থাকিবে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া এই মন্ত্রে উপস্থান করিবে—

হে জল দেবতারা। এই ঋজীষ কুম্ভ তোমাদের গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, ইহা তোমাদের পক্ষে ভার নহে অতএব প্রীতি পূর্ব্বক ইহাকে ধারণ কর। হে সোম! এক্ষণে এই তোমার স্থান, ইহাতেই কল্যাণ পথে বাহিত ও প্রতিবাহিত হও।১

---

২৭ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ঐ কুম্ভ জলমগ্ন করিয়া স্বয়ংও নিমজ্জন স্নান করিবে—

এই মন্ত্রের অর্থ তৃতীয়াধ্যায়ের ৪৮ কণ্ডিকা (৪৪পৃং ১স্তং) দেখ। ১

অনন্তর যজ্ঞাগারে পুনরাগত হইয়া নিত্য স্থাপিত আহবনীয় অগ্নিতে দ্বিতীয় মন্ত্রে সমিদাধান করিবে—

দেবগণের সম্বন্ধিনী সমিৎ সন্দীপিতা হইতেছ। ২ [ইতি বিসর্জন ও অবভৃথ]

[অথ প্রায়শ্চিত্ত]

২৮ কণ্ডিকা।

অনুবন্ধ্যা* গর্ভিণী হইলে তদ্বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে। যদি অনুবন্ধ্যা বশা† গর্ভিণী হয়, তাহা হইলে বিশসনান্তে সেই গর্ভ এই মন্ত্রে পৃথক্ করিবে—

এই গর্ভ দশ মাসের পূর্ণাবয়ব গর্ভের ন্যায় জরায়ুর সহিত সচল হউক! যেমন বায়ু সচল, যেমন সমুদ্র সচল, এই গর্ভও সেইরূপ সচল ভাবে জরায়ুর সহিত নির্গত হউক। ১

---

২৯ কণ্ডিকা।

বশাবদান‡ সকল হবনানন্তর এই মন্ত্রে গর্ভরক্ত হোম করিবে—

হে বশে! তোমার গর্ভ যজ্ঞীয় দেবগণের তৃপ্তির জন্যই হইয়াছিল; তোমার যোনি, হিরণ্ময়ী; এপর্য্যন্তও যে গর্ভের কোন অঙ্গ খণ্ডিত হয় নাই, তাহা তদীয় মাতার সহিত সম্মিলিত করিতেছি¶। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক।১

* বধ করিবার জন্য আনীত পশু।

† স্ত্রী গো অর্থাৎ গাভী।

‡ গাভী-মাংস-খণ্ড।

¶ অর্থাৎ যেখানে মা গিয়াছে, বৎসও সেই স্থানেই যাও।

৩০ কণ্ডিকা।

প্রতিপ্রস্থাতা প্রচরণীতে সমস্ত গর্ভ-রস গ্রহণ করিয়া (অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক স্বিষ্টকৃৎ হোম সম্পন্ন হইলে পরে) হবন করিবে—

বিচিত্র বর্ণ, ধীর, বদান্যবর, ইন্দু দেবতা এই উদরান্তর্ব্বর্ত্তী রসের মহিমা ব্যক্ত করুন। এই একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, অষ্টাপদী* অনুবন্ধ্যাকে ত্রিভুবনে প্রথিতা করুন। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

—

৩১ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ব বিহিত সমিষ্ট যজুর্হোমের পরে শামিত্র বেদীস্থ অগ্নিতে উষ্ণীশে বেষ্টিত গর্ভ হোম করিবে, এই মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দের প্রয়োগ হইবে—

দ্যুলোকে বিশেষ মহিমান্বিত যে মরুদ্গণ, তাঁহারা যাহার গৃহে আহুত হইয়া গর্ভসার ভক্ষণ করেন, সেই ব্যক্তি চিরদিন তাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হয়। ১

—

৩২ কণ্ডিকা।

শামিত্রে প্রক্ষিপ্ত সেই গর্ভ অঙ্গার-নিচয়ে এই মন্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে—

সুবিপুল ভূলোক ও দ্যুলোক এই যজ্ঞে কৃপাবারি বর্ষণ করুন, আমি যেন হিরণ্য-ধন-ধান্য-পশু-প্রজা প্রভৃতি বিবিধ প্রযোজনীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ হই। ১

—•—

* এক, দ্বি ক্রমে সংখ্যা গণনা করিয়া চতুষ্পদী গাভী এবং তাহাই চতুষ্পদ গর্ভের সহিত সঙ্কলিত করিলে অষ্টাপদী হইল।

॥ অগ্নিষ্টোম সমাপ্ত ॥

[অথ ষোড়শী যাগ]

৩৩ কণ্ডিকা।

প্রাতঃ সবনে আগ্রয়ণ গ্রহ গ্রহণানন্তর আগ্নেয় অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করিয়া পরে চতুষ্কোণ খাদির উলূখলে এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে বা পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে অথবা তৎপরকণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে ষোড়শী নামক একটি অতিরিক্ত গ্রহ গ্রহণ করিবে—

হে বৃত্রহন্! তোমার হরী* আমাদিগের মন্ত্র-প্রভাবে রথে যুক্ত হইযাছেন অতঃপর ঐ রথে আরূঢ় হও! —অভিষবে ব্যবহৃয-মাণ এই গ্রাবার শব্দেই তোমার মন আমাদিগের যজ্ঞের প্রতি অভিমুখ হউক।১

হে নবম গ্রহ! তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, ষোড়শীযাগে আহূত ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

এই তোমার স্থান; ষোড়শী যাগে আহূত ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৩

——

৩৪ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্র! সুদীর্ঘ কেশে পরিশোভমান, কক্ষ্য-বন্ধনে* সুবদ্ধ, তরুণ-বয়স্ক ত্বদীয় অশ্বদ্বয়কে নিশ্চয় রথে যোগ কর অনন্তর সোমপান করিবার মানসে আমাদিগের আবাহন গ্রাহ্য কর। ১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ। ২। ৩

——

৩৫ কণ্ডিকা।

হরী দেবতারা, অপ্রতিহত-পরাভব ইন্দ্র দেবতাকে ঋত্বিক্‌গণের স্তুতি শ্রবণার্থ যজমানগণের যজ্ঞ-মণ্ডপে আনয়ন করুন।১

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ব্ববৎ। ২। ৩।

——

৩৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ষোড়শি-গ্রহোপস্থান† করিবে—

যে পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট অপর কেহ জন্মায নাই, নাই, যিনি এই ত্রিভুবনে সতত সর্ব্বত্রই প্রবিষ্ট রহিযাছেন, সেই ষোড়শী দেবতা প্রজাপতি রূপে স্ব-সৃষ্ট প্রজা সমূহে সম্যক্ রমমাণ থাকিয়া ইহা-

——

* হরীশব্দে হরিতবর্ণ ইন্দ্রাশ্বদ্বয়।

* অশ্বের মধ্য-বন্ধন রজ্জুকে কক্ষ্যা বলা যায়, ইহা স্থূল অশ্বে ব্যবহৃত হইত।

† ষোড়শী নামক পরব্রহ্মের উপাসনা।

দিগের পালনের জন্য তিনটি জ্যোতিঃ* সৃজন করিয়াছেন। ১

---

৩৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ষোড়শি-গ্রহ ভক্ষণ করিবে—

হে ষোড়শিগ্রহ! সম্রাট্ ইন্দ্র† এবং রাজা বরুণ‡, ইহাঁরা উভয়েই তোমার অগ্রভাগ ভক্ষণ¶ করিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের আহারের পরে আমি ভক্ষণ করিতেছি। বাগ্‌দেবী+ সোমাস্বাদ করত প্রাণের সহিত পরিতৃপ্ত হউন। এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। ১

॥ ষোড়শী যাগ সমাপ্ত ॥

—০—

[অথ দ্বাদশাহ]

৩৮ কণ্ডিকা।

দ্বাদশাহ যাগের মধ্যে বিশেষত ছয় দিবসে সম্পাদ্য সুতরাং ষড়হ নামে প্রসিদ্ধ একটি অঙ্গযাগ আছে তাহাকে পৃষ্ঠ্যযাগও বলা যায় ঐ যাগের প্রথম দিনত্রয়ে প্রতি দিন একটি একটি অতিগ্রাহ্য* গ্রহ গৃহীত হইয়াথাকে। এই কণ্ডিকা প্রভৃতি কণ্ডিকাত্রয়ের প্রথম প্রথম ভাগে ঐ অতিগ্রাহ্যত্রয় যথাক্রমে গৃহীত হইবে এবং পর পর ভাগে তত্তৎ-শেষ ভক্ষিত হইবে। প্রথম মন্ত্রে উৎবোধন—

হে সুকর্ম্মন্; বর্চ্চঃপ্রদ অগ্নে! অস্মাদিগতে (ঋত্বিক্‌গণে) সুন্দর বীর্য্য প্রেরণ কর, এই যজমানকে পুষ্টি সম্পত্তি প্রাপ্ত করাও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে প্রথম অতিগ্রাহ্য গ্রহ! তুমি, বর্চ্চঃপ্রদ অগ্নি দেবতার প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে প্রথম অতিগ্রাহ্য গ্রহ! এই তোমার স্থান; বর্চ্চঃপ্রদ অগ্নিদেবতার প্রীতির

---

* অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য।

† বাজপেয় যাগ করিলেই সম্রাট্ ও ইন্দ্র বলা যায় (শতপথ ৫,১,১,১৩)।

‡ রাজসূয় যাগ করিলে রাজা ও বরুণ বলা যায় (শতপথ ৫,১,১,১৩)।

¶ ভক্ষণ=পান। + জিহ্বা।

* সোমযাগে সবনত্রয়ে নিয়মিত যতগুলি গ্রহ গ্রহণ করিতে হয় তাহা পূর্ব্বে অগ্নিষ্টোম প্রকরণেই সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে, বিশেষত যাগবিশেষে যে সকল গ্রহ অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে হয় তাহাদিগকেই অতিগ্রাহ্যগ্রহ কহে।

জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করি-তেছি।৩

চতুর্থ মন্ত্রে শেষ ভক্ষণ—

হে বর্চ্চস্বিন্ অগ্নে! তুমি দেবগণের মধ্যে অতিশয় বর্চ্চস্বী, তোমার প্রসাদে আমিও যেন মনুজদলে অতিশয় বর্চ্চস্বী হই! ৪

---

৩৯ কণ্ডিকা।

দ্বিতীয় অতিগ্রাহ্য। প্রথমমন্ত্রে উদ্‌বোধন—

হে ইন্দ্র। সবলে উত্থান পূর্ব্বক অধিষবণ চর্ম্মে অভিষুত সোম পান করত স্বীয় হনুদ্বয় কম্পমান কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে দ্বিতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ। বলবান্ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে দ্বিতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ। এই তোমার স্থান; বলবান্ ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে শেষ ভক্ষণ—

হে বলবত্তম ইন্দ্র। তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্, আমিও যেন তোমার প্রসাদে মনুজদলে অতিশয় বলবান্ হই। ৪

---

৪০ কণ্ডিকা।

তৃতীয় অতিগ্রাহ্য। প্রথম মন্ত্রে উদ্‌বোধন—

এই প্রজ্ঞাহেতু কিরণপুঞ্জ, দেদীপ্যমান অগ্নির ন্যায় প্রতি ব্যক্তিরই দৃষ্টিগত হইতেছেন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে তৃতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ। দেদীপ্যমান সূর্য্য দেবতার প্রীতির জন্য তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে তৃতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ। এই তোমার স্থান; দেদীপ্যমান সূর্য্য দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে শেষ ভক্ষণ—

হে প্রদীপ্ত সূর্য্য! তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে অতিশয় দীপ্তিমান্, আমিও যেন তোমার প্রসাদে মনুজদলে অতিশয় দীপ্তিমান্ হই। ৪

॥ দ্বাদশাহ সমাপ্ত ॥

[অথ গবাময়ন সত্র]

৪১ কণ্ডিকা।

গবাময়ন সত্রে* বিষুবন্নামক মধ্যম-দিনে† সৌর্য্য পশুপালম্ভের পরে এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয়ে একটি অতিগ্রাহ্য গ্রহ গৃহীত হইবে। প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন—

কিরণরাজি, সর্ব্বদৃক্ এই সূর্য্যদেবতাকে সমস্ত জগতের দৃষ্টির জন্য* উদ্বহন করিয়া থাকেন। ১

● সোম যাগ তিন প্রকার; একাহ, অহীন ও সত্র†—এক দিবসে সবনত্রয়ে যে সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহাদিগকে একাহ বলা যায়; যথা—অগ্নিষ্টোম ষোড়শী প্রভৃতি। ততোঽধিক কালে যে সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়, তাহাদিগকে অহীন বলা যায়, যথা—গর্গত্রিরাত্র, দ্বাদশাহ প্রভৃতি। দ্বাদশদিনাতিরিক্ত কালে যে সকল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় তাহাদিগকে সত্র বলাযায়, যথা গবাময়ন, অশ্বমেধ প্রভৃতি।

† গবাময়ন সত্র দশমাস-সম্পাদ্য ও দ্বাদশমাস-সম্পাদ্য দুই প্রকারই বিহিত আছে। তন্মধ্যে সংবৎসর-সাধ্য গবাময়ন সত্রের ১ম দিন প্রায়ণীয় অতিরাত্র নামে প্রসিদ্ধ, ২য় চতুর্বিংশ, ৩য় উক্থ, ৪র্থ জ্যোতির্গো, ৫ম আয়ুর্গো, ৬ষ্ঠ আয়ুর্জ্যোতিঃ,—এই ছয় দিবসকে আভিপ্লবিক ষড়হ বলা যায়। এই রূপ চারি আভিপ্লবিকে ২৪ দিন হইল অনন্তর ত্রিবৃৎ-স্তোম-সাধ্য একাহ, পঞ্চদশ-স্তোম-সাধ্য দ্বিতীয়াহ, সপ্তদশ-স্তোম-সাধ্য তৃতীয়াহ, একবিংশ-স্তোম-সাধ্য চতুর্থাহ, ত্রিণব-স্তোম-সাধ্য পঞ্চমাহ, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম-সাধ্য ষষ্ঠাহ,—এই ছয়দিবসকে পৃষ্ঠ্য ষড়হ বলা যায়। এইরূপে একমাস সম্পন্ন হইল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাসও অবিকল এই রূপ। ষষ্ঠমাসের প্রথমেই আভিপ্লবিক ত্রয়, তাহার পরেই পৃষ্ঠ্য সুতরাং চতুর্বিংশতি হইল; ২৫শ দিন অভিজিৎ, তাহার পরে দিনত্রয় প্রথম স্বর, দ্বিতীয় স্বর ও তৃতীয় স্বর, ২৯শ দিবস প্রায়ণীয় ও ঐ মাসের শেষ দিবসকে চতুর্বিংশ বলাযায়। এইরূপে বৎসরের প্রথম ষণ্মাস অতীত হইবে॥—॥ দ্বিতীয় ষণ্মাসের ১ম দিন তৃতীয় স্বর, ২য় দ্বিতীয় স্বর, ৩য় প্রথম স্বর, ৪র্থ বিশ্বজিৎ, পরে পৃষ্ঠ্য ৬দিন এবং আভিপ্লবিক ত্রয়, এইরূপে ২৮তি দিবস গত হইলে ২৯শ দিবসকে মহাব্রত ও মাসের শেষদিনকে অতিরাত্র বলা যায়। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ এই চারিমাসের প্রথম ৬ দিন পৃষ্ঠ্য এবং তাহার পরে প্রতিলোম ক্রমে আভিপ্লবিক চতুষ্টয়। শেষ মাসের প্রথমেই আভিপ্লবিকত্রয়, ১৯শ দিন গোষ্টোম, ২০শ আয়ুষ্টোম, ২১শ হইতে দশ দিবস দশরাত্র। এইপ্রকারে উত্তর ষণ্মাসও অতীত হইবে। পবং এইরূপে ৩৬০ দিবস মাত্র হইল কিন্তু বৈদিক বৎসর ৩৬১ দিবসে পরিগণিত হইয়াথাকে অতএব ১৮০দিনের পরে ও ১৮০ দিনের পূর্ব্বে ষণ্মাসদ্বয়ের সন্ধিস্থানে একটি মধ্যম দিবসও সত্র যাগে ব্যবহৃত হইয়াথাকে, এই মধ্যম দিবসকে 'বিষুবৎ' বলা যায়।

* সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হইলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, অন্যথা গাঢ়তমসাচ্ছন্ন জগতে দৃষ্টির সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে অতিগ্রাহ্য গ্রহ! দেদীপ্যমান সূর্য্য দেবতার প্রীতির জন্য তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে অতিগ্রাহ্য গ্রহ! তোমার এই স্থান; দেদীপ্যমান্ সূর্য্য দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৪২ কণ্ডিকা।

হবির্দ্ধান মণ্ডপ এবং আগ্নীধ্র বেদী এই উভয়ের মধ্যস্থলে,রোহিণী* গাভীকে এই মন্ত্রে দ্রোণকলশ আঘ্রাণ করাইবে—

হে মহি! তুমি এই কলশ আঘ্রাণ কর; এই সোম সার নাসারন্ধ্রে তোমাতে প্রবিষ্ট হউক এবং পুনশ্চ বলকর রস (দুগ্ধ) রূপে নির্গত হউক; তুমিই সহস্র সংখ্যা পূরণ কর, স্থূলধারে দুগ্ধদাত্রী গোসম্পত্তি আমার গৃহে পুনঃ প্রবিষ্ট হউক*। ১

---

৪৩ কণ্ডিকা।

যজমান সেই রোহিণীর কর্ণে এই মন্ত্র জপ করিবে—

হে ইড়ে! হে রন্তে! হে হব্যে! হে কাম্যে! হে চন্দ্রে! হে জ্যোতে! হে অদিতে! হে সরস্বতি! হে মহি! হে বিশ্রুতি! হে অঘ্নে!† এত গুলি নামে তোমার আহ্বান সুপ্রসিদ্ধ সুতরাং তুমি বহু-মর্য্যাদ; আমার এই সাধু কার্য্য দেবতাদিগকে অবগত করাও। ১

---

* গর্গত্রিরাত্র নামক ত্রিসুত্যা(১) অহীন যাগে এক সহস্র গো দক্ষিণার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে যে গোটি সহস্র সংখ্যার পূরণ তাহাকেই রোহিণী বলা যায়। (১)—এই যাগে দিনত্রয়ে সুত্যাত্রয় সম্পন্ন হইয়াথাকে অতএব ইহা ত্রিসুত্যা বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

* অর্থাৎ এসময়ে সহস্র গাভী দান করায় আমি গোসম্পত্তি-শূন্যপ্রায় হইয়াছি অতএব প্রার্থনা করি এই কার্য্যের ফলে পুনশ্চ যেন এই সম্পত্তি সমধিক লাভ করিতে পারি।

† ১ম নাম, ইড়া=যাহাকে সকলেই স্তব করে। ২য়, রন্তা=যাহা সকলের দৃষ্টিতেই রমণীয়। ৩য়, হব্যা=যাহাকে যজ্ঞেও আহ্বান করা যায়। ৪র্থ, কাম্যা=যাহাকে দেবগণও কামনা করেন। ৫ম, চন্দ্রা=যাহাকে দেখিয়া সুরাসুরে সকলেই আহ্লাদিত হয়। ৬ষ্ঠ, জ্যোতা=দ্যোতা অর্থাৎ দেবতা। ৭ম, অদিতি=পূর্ণাবয়বা। ৮ম, সরস্বতী=দুগ্ধবতী। ৯ম, মহী=মান্যা। ১০ম, বিশ্রুতি=বিখ্যাতা। ১১শ, অঘ্ন্যা=যজ্ঞাতিরিক্ত স্থলে যাহাকে হনন করা অতি নিষিদ্ধ।

৪৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে বা পর কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে অথবা তৎপর কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে মহাব্রতাহে* প্রাজাপত্য পশুপালম্ভের পরে ঐন্দ্র নামক গ্রহ গৃহীত হইবে। প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন—

হে ইন্দ্র! সংগ্রামে বিজয়ী হও! যাহারা তোমাকে পরাজয় করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে অধঃপতন কর! এবং যে আমাদিগকে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত, তাহাকে অন্ধতমঃ প্রাপ্ত করাও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে মহাব্রতীয় ঐন্দ্রগ্রহ! তুমি বিজয়ী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে মহাব্রতীয় ঐন্দ্রগ্রহ! এই তোমার স্থান; বিজয়ী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৪৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন—

যে ইন্দ্র বজ্রনির্ঘোষের কারণ অতএব বাচস্পতি বলিয়া বিখ্যাত, যিনি এই সমস্ত অন্নাদির সৃষ্টি, স্থিতি, নাশের সাক্ষাৎ নিদান অতএব বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, যিনি মনের সদৃশ বেগগমনে সমর্থ অদ্য আমরা অন্নলাভের জন্য সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি—বিশ্বসংসারের কল্যাণকারী তিনি আমাদিগের সমস্ত হবন* সাধুবাদের সহিত সেবন করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে মহাব্রতীয় ঐন্দ্রগ্রহ! তুমি বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে মহাব্রতীয় ঐন্দ্রগ্রহ। এই তোমার স্থান; বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৪৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন—

হে বিশ্বকর্ম্মন্! ত্রাতা, অবধ্য, ইন্দ্রনামে প্রসিদ্ধ তোমাকে হবিঃপ্রদান দ্বারা ও বর্দ্ধনবাক্যে† প্রীত করিতেছি—পূর্ব্ব-

---

* সপ্তম মাসের ঊনত্রিংশত্তম দিবস।

* হবন= আহ্বান অথবা আহুতি।

† চাটু বাক্যে হিন্দীতে যাহাকে 'বড়াবা' বলে।

কালেও প্রজাগণ তোমাকে উগ্র ও বিশেষ আহ্বান-যোগ্য জানিয়া সম্যক্ রূপে নমস্কার করিত। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ—

হে মহাব্রতীয় ঐন্দ্র গ্রহ! তুমি বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছে। ২

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন—

হে মহাব্রতীয় ঐন্দ্রগ্রহ! এই তোমার স্থান; বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রদেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি।৩

---

৪৭ কণ্ডিকা।

যে ঔডুম্বর পাত্রে অংশু গৃহীত হইয়াছে সেই পাত্রে-চমস হইতে কিঞ্চিৎ নিগ্রাভ লইয়া তাহাতে তিনটি সোমলতা প্রক্ষেপ করণানন্তর ঐ পাত্র হইতে এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে তিনটি অদাভ্য গ্রহ* গ্রহণ করিবে। প্রথম অদাভ্য গ্রহণ—

হে প্রথম অদাভ্য গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, গায়ত্রীচ্ছন্দে বর্ণনীয় অগ্নিদেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

দ্বিতীয় অদাভ্য গ্রহণ—

হে দ্বিতীয় অদাভ্য গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে বর্ণনীয় ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয় অদাভ্য গ্রহণ—

হে তৃতীয় অদাভ্য গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, জগতীচ্ছন্দে বর্ণনীয় বিশ্বেদেবা দেবতাদিগের প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঐ অদাভ্যত্রয়েরই স্তুতি সম্পাদিত হইবে—

হে অদাভ্যনামে গৃহীত সোম! অনুষ্টুপ্ ছন্দটি স্তুতির জন্যই হইয়াছে। ৪

---

৪৮ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই মন্ত্রে ও পরকণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে আহবনীয় সমীপে গমন করত কতিপয় অংশুদ্বারা অদাভ্য গ্রহ স্থিত সোম পরিচালন করিবে—

হে সোম! ইতস্ততঃ ধাবমান মেঘের উদরে বর্ত্তমান যে বারিনিচয় রহিয়াছে তৎসমুদয়ের বর্ষণ কামনায় তোমাকে কম্পিত করিতেছি। হে সোম! জগতের কল্যাণকর যে মেঘোদক তাহারই বর্ষণ

---

* এইরূপ নিয়মে উপয়ামে গৃহীত গ্রহকেই অদাভ্য বলা যায়।

কামনায় তোমাকে কম্পিত করিতেছি। সোম! আমাদিগের অত্যন্ত প্রীতিকর যে মেঘোদক, তাহারই বর্ষণ কামনায় তোমাকে কম্পিত করিতেছি। হে সোম! অমৃত স্বরূপ যে মেঘোদক, তাহারই বর্ষণ কামনায় তোমাকে কম্পিত করিতেছি। হে সোম! এই দিনমানে, সূর্য্যরশ্মিতে, নিগ্রাভ্য জলে, বিশুদ্ধরূপ তোমাকে কম্পন করিতেছি। ১

---

৪৯ কণ্ডিকা।

হে বৃষভ রূপী* সোম! তোমার ককুৎ স্বরূপ† ঐ শুক্লবর্ণ আদিত্য দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, উনিই তোমার পুরোগামী সখা, যেহেতু সোমই সোমের পুরোগামী হইতে পারেন। তোমার 'অদাভ্য' এইটি জাগরণ শীল নাম, এই নামে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ অদাভ্য হোম করিবে—

হে সোম! সোমরূপ তোমাকে এই সোমাহুতি প্রদত্ত হইতেছে এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

---

* অভীষ্ট-বর্ষণ-কারী, পক্ষান্তরে ষণ্ড।

† প্রধান, পক্ষান্তরে ষণ্ডের স্কন্ধোপরিভাগ।

৫০ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে উলূখলস্থ অংশুগুলি সোমে নিক্ষেপ করিবে—

হে সোম দেবতা! তোমাকে পাইতে সকলেই কামনা করে, অধুনা তুমি অগ্নিদেবতার প্রিয় খাদ্য হও। ১

হে সোম দেবতা। তুমি সকলেরই অভিলষিত বস্তু, অধুনা ইন্দ্রদেবতার প্রিয় খাদ্য হও। ২

হে সোম দেবতা! তুমি আমাদিগের বন্ধু, বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রিয় খাদ্য হও। ৩

[সত্রোত্থান]

৫১ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু সমস্ত দীক্ষিতগণকে* জিজ্ঞাসা করিয়া অনন্তর নূতন গার্হপত্যে† এই এই মন্ত্রে প্রথম আহুতি প্রদান করিবে—

হে গোবৃন্দ। এই যজমানেই তোমাদের রতি হউক—ইঁহার গৃহেই তোমরা রমণ কর। এই যজমানেই তোমাদের সন্তোষ হউক—ইঁহার গৃহেই তোমাদের সন্তোষ দৃঢ়-মূল হউক। ১

---

* ব্রতিগণকে।

† শালাদ্বার্য্য ধিষ্ণ্যে ৮৯পৃ০ ২স্তং০ দেখ।

দ্বিতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি প্রদান—মাতার ধারয়িতা অথচ সমীপে পাইলে মাতারই ভক্ষক, ধরুণ দেবতা* আমাদিগকে পশু পুত্র স্বর্ণাদি সম্বন্ধী ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ২

---

৫২ কণ্ডিকা।

দীক্ষিতগণ সকলে একত্র হইয়া উত্তর হবির্দ্ধানের অপর কুবরীর† অবলম্বন করত সত্রর্দ্ধি সংজ্ঞক সাম গান করিবে—

হে উত্তর হবির্দ্ধান। তুমি এই সত্রের সমৃদ্ধি হইতেছ, আমবা তোমার প্রসাদেই পবংজ্যোতি লাভ করত অমর হইবার আশা করি! পৃথিবী হইতে দ্যুলোক অধিবোহণেব আশা করি। দেবগণকে অবগত হইতে আশা করি! স্বর্গীয় জ্যোতি উপভোগেরও আশা করি। ১

---

৫৩ কণ্ডিকা।

অনন্তর সেই দীক্ষিতগণ এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ কবত দক্ষিণ হবির্দ্ধানের অক্ষের অধ:পথে নিঃসৃত হইবে—

হে সম্মুখ-সঙ্গ্রাম-বিজয়ী, পর্ব্বত-সহচর ইন্দ্র দেবতা! যে যে বৃত্রদল আমাদের সহিত সঙ্গ্রাম করণার্থ সেনা সঙ্গ্রহ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে বজ্র-প্রহারে নিশ্চয় বধ কর; হে বিক্রান্ত! তাহাবা দূরে নিবিড় গহনাদিতে পলায়ন-পরায়ণ হইলেও ভরসা কবি তোমাব এই বিদারয়িতা আয়ুধের নিকটে পরিত্রাণ পাইবে না, ইহা সর্ব্বত্র গমনে সমর্থ সুতবাং সকলস্থলেই তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র মনে মনে পাঠ কবত সকলেই মৌনভাবে স্বীয় অভীষ্ট চিন্তন করিবে—

হে ভূর্ভুবঃস্বঃ। আমরা যেন তোমাদেরই প্রসাদে সুন্দর প্রজাবর্গে ভূষিতহইয়া "সুপ্রজাবান্" বলিয়া বিখ্যাত হই। আমবা যেন তোমাদেব প্রসাদে গুণবান্

---

* অগ্নি। অগ্নি. পৃথিবী হইতেই—পার্থিব পদার্থ হইতেই প্রকাশ পান সুতবাং অগ্নিব মাতা পৃথিবী, অগ্নি ভিন্ন পৃথিবী বা পার্থিব কোন পদার্থই থাকিতে পারে না, সমস্ত পদার্থেই অগ্নির সত্তা আছে অথচ অগ্নি স্বীয় সমীপে কোনও পার্থিব পদার্থ পাইলে দহন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন অতএব অগ্নিই এই ধরুণ দেবতা এই জন্যই সুন্দর কবি—অগ্নিকে "স্বযোনিভক্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন "স্বযোনিভক্ষধ্বজ-সম্ভবানাং জুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু" ইত্যাদি।

† চক্র-কাষ্ঠা, যুগন্ধরা।

পুত্র পৌত্রাদি লাভ করত "সুপুত্রবান্" বলিয়া বিখ্যাত হই! আমরা যেন তোমাদের প্রসাদে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ করত "সুসম্পত্তিমান্" বলিয়া বিখ্যাত হই। ২

(সত্রোত্থান মন্ত্র সমাপ্ত)

---

৫৪ কণ্ডিকা।

[যজ্ঞচিকিৎসা]

[মৃণ্ময় ঘর্মপাত্র* যদি ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহা স্পর্শ করিয়া,—যদি ঘর্মদুহা† গাভীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই মৃত্যুস্থানেই অপর একটি ঘর্মদুহা গাভীকে উত্তরাভিমুখে অথবা পত্নীশালার পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মানা করাইয়া তদীয় পুচ্ছের দক্ষিণ ভাগীয় অস্থির উপরি,—এবং স্থালী স্থিত বা স্রুকস্থ কিংবা পৃষদাজ্য-গত হবনীয়‡ পদার্থ ভ্রষ্ট হইলে,—এই কণ্ডিকা হইতে উনষষ্ঠি কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্র পর্য্যন্ত চতুস্ত্রিংশৎমন্ত্রের যথাবশ্যক কোন এক মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে—

যে সময়ে যজমান সোম যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মনেং সোম চিন্তা করিবে, সেই সময়ে যদি উল্লিখিত প্রকারের* কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে, তাহা হইলে 'পরমেষ্ঠিনে স্বাহা' এই মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১

যৎকালে যজমান 'যাগার্থ সোম আবশ্যক' ইত্যাদি, বাক্যে সোম শব্দ ব্যবহার করিবে, তৎকালে যদি উল্লিখিত প্রকারের কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 'প্রজাপতয়ে স্বাহা' এই মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২

যৎকালে যজমান সোম প্রাপ্ত হইবে, তৎকালে যদি উল্লিখিত প্রকারের কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 'অন্ধসে স্বাহা' এই মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৩

সোম, যথাভাগ রক্ষিত হইলে পরে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, 'সবিত্রে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৪

দীক্ষার পরে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিশ্বকর্মণে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৫

সোমক্রয়ণী আনীতা হইলে পরে যদি

---

* ঘর্ম্ম শব্দে রৌদ্র, রৌদ্রে পক্ক দুগ্ধ দোহন পাত্রকে ঘর্ম্মপাত্র বলা যায়।

† যে গাভীকে ঘর্ম্মে=রৌদ্রে দণ্ডায়মানা করত দোহন করা যায় তাহাকেই ঘর্ম্মদুহা বলা যায়।

‡ ঘৃত, দুগ্ধ, চরু, সোম ইত্যাদি।

* ঘর্ম্মপাত্র ভগ্ন ইত্যাদি।

কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'পূষ্ণে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৬

৫৫ কণ্ডিকা।

সোম, ক্রয়ার্থ উপস্থাপিত হইতে হইতে যদি কোন বিঘ্ন হয় 'ইন্দ্রায় মরুত্বতে চ স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৭

সোম ক্রয় করিবার সময়ে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'অসুরায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৮

সোম ক্রীত হইলে পরে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'মিত্রায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৯

সোম যজমানের ক্রোড়ে উপস্থিত হইলে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্য-হোম করিবে। ১০

সোম শকটে বহন করিতে করিতে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিষ্ণবে নরন্ধিষায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১১

৫৬ কণ্ডিকা।

শকট হইতে নামাইবার সময়ে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১২

আসন্দীতে* সোম রক্ষিত হইলে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বরুণায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৩

সোম আগ্নীধ্রে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৪

সোম হবির্দ্ধানে বিদ্যমান থাকিতে থাকিতে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'ইন্দ্রায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৫

সোম কণ্ডনার্থ নীয়মান হইলে পরে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'অথর্ব্বণে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৬

৫৭ কণ্ডিকা।

সোম কণ্ডনার্থ খণ্ড খণ্ড করিলে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৭

সোম বৃদ্ধি করিবার সময়ে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিষ্ণবে আপ্রীতপায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৮

সোম অভিষব করিতে করিতে যদি

*আসন্দী=সোম রাখিবার মঞ্চ।

কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'যমায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ১৯

অভিষুত সোম কলশে রক্ষণকালে যদি কোন্ বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিষ্ণবে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২০

দশা পবিত্র দ্বারা সোম পূয়মান করিবার সময়ে* যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বায়বে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২১

সোম পূত† হইলে পরে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'শুক্রায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২২

ঐ পূত সোমে যৎকালে দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে সেই সময়ে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় তৎকালেও 'শুক্রায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৩

যখন ঐ সোমে সক্তু মিশ্রিত করিবে সেই সময়ে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'মন্থিনে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৪

---

৫৮ কণ্ডিকা।

গ্রহ পাত্র সমস্তে সোম গ্রহণ করিলেপরে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ' স্বাহা মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৫

ঐ গ্রহ হোম করিতে উদ্যত হইলে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'অসবে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে।২৬

হোম করিতে করিতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে 'রুদ্রায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৭

হুত-শেষ সোম ভক্ষণার্থ সদোমণ্ডপের মধ্যে আনীত হইলে পরে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে 'বাতায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৮

"হে ব্রহ্মন্। এই হুত শেষ পান করি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'নৃচক্ষসে স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান কবিবে।২৯

সোম পান করিতে করিতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে 'ভক্ষায স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৩০

ভক্ষণানন্তর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে 'পিতৃভ্যো নারাশংসেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৩১

---

৫৯ কণ্ডিকা।

ঋজীসকুম্ভ লইয়া অবভৃথার্থ গমন কালে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'সিন্ধবে

* ছাঁকিবার সময়ে। † ছাকা।

স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে।৩২

জলের উপরি' সেই কুম্ভ উপস্থিত করিলে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় 'সমুদ্রায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৩৩

ঋজীষকুম্ভ জলমগ্ন করিলে পরে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে 'সলিলায় স্বাহা' মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ৩৪

[যজ্ঞচিকিৎসা সমাপ্তা]

সোম রস স্কন্ন* হইলে এই চতুর্থ মন্ত্রে তাহাতে জল সিঞ্চন করিবে—

যে দেবতাত্বয়ের প্রভাবে লোকত্রয় স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলবান্, যাঁহাদিগের সমকক্ষ কেহই নহে, যাঁহারা এই লোকত্রয়ে আধিপত্য করিতেছেন, যাঁহারা যজ্ঞে প্রথমেই আহূত হইয়াথাকেন—আমাদিগের স্কন্ন সোম তাঁহাদিগের প্রাত্যর্থই গত হইয়াছে। ৪

---

৬০ কণ্ডিকা।

সোম স্কন্ন হইলে পূর্ব্বমন্ত্রে উদক সিঞ্চন করিবে অথবা এই মন্ত্রে অভিমর্শন করিবে—

এই যজ্ঞ দ্যুলোকে দেবগণের সমীপে গমন করিয়াছে অতএব আমি ধন লাভ করিব, এই যজ্ঞ অন্তরীক্ষ লোকে পিতৃগণের নিকটে গমন করিয়াছে অতএব আমি ধন লাভ করিব, এই যজ্ঞ ভূলোকে মনুষ্যগণের সমীপে গমন করিয়াছে অতএব আমি ধন লাভ করিব ; এই যজ্ঞ যে কোন লোকে গমন করুক আমার কল্যাণ অবশ্যই হইবে। ১

---

৬১ কণ্ডিকা।

সোমলতার আবর্জনাগুলি ঘর্ম্ম পাত্রে গ্রহণ করত ঐ ঘর্ম্ম পাত্র সহ তৎসমস্ত এই মন্ত্রে হোম করিবে*—

যাঁহারা এই যজ্ঞে চতুস্ত্রিংশৎ আকারে সুবিস্তীর্ণ† যাঁহারা স্বযং স্বধা‡ হইয়া এই যজ্ঞকে পোষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোন অংশ ছিন্ন রহিয়াছে তৎসমস্তই এই ঘর্ম্ম পাত্রে আমি সঙ্গ্রহ করিলাম। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক।

* ভূম্যাদিতে পতিত অথবা কলসে বা আতপাদি-তাপে শুষ্ক অর্থাৎ যে কোনরূপে হউক অপচিত।

* কাত্যায়ন সূত্রে ইহার বিনিযোগ নাই কিন্তু শাখান্তরে ইহা মহাবীর-হোম বা ঘর্ম্ম-হোম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† সোম-চিন্তা হইতে সোমপ্লাবন পর্য্যন্ত সোমের ৩৪ অবস্থা। ৫১ কণ্ডিকা হইতে ৫৯ কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ স্বধা=অন্ন, এস্থলে পানীয়রূপ অন্ন।

এই ঘর্ম্মপাত্রও দেবগণের প্রীতির জন্য গমন করুন। ১

---

৬২ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ববিহিত চতুস্ত্রিংশৎ আহুতির কোন একটি আহুতি প্রদত্ত হইলেই যজমান এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

যে যজ্ঞের ধূমরাশি দিগ্‌ব্যাপী হওত নভস্তলগামী হইতেছে, সেই এই যজ্ঞ আমাকে প্রজাসম্বন্ধে মহামহিম করুন, আমি যেন ধন-সম্পত্তি ও পূর্ণ আয়ু লাভ করি।। ১

৬৩ কণ্ডিকা।

যদি যূপস্তম্ভের উপরি কাক আরোহণ করে তাহা হইলে উদ্গাতা এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান রূপ শান্তি করিবে—

হে সোম!, এই যূপস্তম্ভ পবিত্র কর। হিরণ্য, অশ্ব, পুত্র, গাভী ইত্যাদির সহিত অপর্য্যাপ্ত অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক।১

[ইতি প্রায়শ্চিত্ত]

(গবাময়ন সমাপ্ত)

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ নবম অধ্যায় ॥

[বাজপেয়]

১ কণ্ডিকা।

কার্য্যারম্ভেই এই মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে—

হে সবিতৃদেব! প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য বাজপেয় নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি, এই যজ্ঞে আমাকে যজ্ঞপতি রূপে প্রবৃত্ত কর। দেদীপ্যমান্ সহস্ররশ্মিন্! তুমিই সমস্ত অন্নের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী এবং তুমিই সমস্ত বাক্যের অধিপতি অতএব তোমারইনিকট প্রার্থনীয় —এই যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন প্রদানকর! এবং আমাদিগের বাক্য, আস্বাদ-যুক্ত কর। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক!। ১

---

২ কণ্ডিকা।

প্রাতঃসবনে পূর্ব্ববিহিত আগ্রয়ণ গ্রহ গ্রহণানন্তর পূর্ব্বোক্ত তিনটি অতিগ্রাহ্য গ্রহও গ্রহণ করিয়া ষোড়শী নামক গ্রহ গ্রহণ করিলেপরে পুনশ্চ পাঁচটি ঐন্দ্র গ্রহ গ্রহণ করিবে—

প্রথম মন্ত্রে প্রথম—

হে প্রথম গ্রহ! তুমি ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ; ধ্রুবসদ্, নৃসদ্, মনঃসদ্ তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয় জানিয়া গ্রহণ করিতেছি; এই তোমার স্থান, ইন্দ্র দেবতার প্রিয়তম তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ১

হে দ্বিতীয় গ্রহ! তুমি ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ; অপ্সুষদ্, ঘৃতসদ্, ব্যোমসদ্ তোমাকে ইন্দ্রদেবতার প্রিয় জানিয়া গ্রহণ করিতেছি, এই তোমার স্থান, ইন্দ্র দেবতার প্রিয়তম তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ২

হে তৃতীয় গ্রহ। তুমি ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ; পৃথিবীসদ্, অন্তরীক্ষসদ্, দিবিসদ্, দেবসদ্, নাকসদ্ তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয় জানিয়া গ্রহণ করিতেছি; এই তোমার স্থান, ইন্দ্র দেবতার প্রিয়তম তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি।৩

---

৩ কণ্ডিকা।

এই প্রথম মন্ত্রত্রয়ে চতুর্থ গ্রহ গ্রহণ—

হে চতুর্থ গ্রহ! জল সমস্তের রস* এবং জল সমস্তের রসেরও রস†, অন্ন সমস্তের উৎপাদক‡, নিত্য¶, সূর্য্যে সম্বদ্ধ তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

হে চতুর্থ গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ; তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয় জানিয়া, ইন্দ্র দেবতারই প্রীতির জন্য গ্রহণ করিতেছি। ২

---

*,† রস শব্দে সারপদার্থ। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫,১,২,৬) শ্রুত হইয়াছে—যে "জল হইতে বায়ুর ন্যায় এক প্রকার সার পদার্থ নির্গত হইয়াথাকে"। জল মন্থিত করিলে উহা অংশদ্বয়ে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে বায়ুবৎ অংশকে জলের সার এবং অপর অংশকে জলের সারের সার বলিয়া স্বীকার করা যায়।

‡ যেরূপ ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে উহা তদবস্থায় অঙ্কুরোৎপাদনের উপযোগী হয় না প্রত্যুত বিগলিত হইয়া যব; সেইরূপ ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিলেই উহা অন্নোৎপাদনে সমর্থ হয় না প্রত্যুত উহাই সার ও সার-সার রূপে পরিণত হইলে প্রকৃত উপযোগী হইয়াথাকে।

¶ যাবৎ চন্দ্রদিবাকরৌ।

হে চতুর্থ গ্রহ! এই তোমার স্থান; ইন্দ্র দেবতার প্রিয়তম তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

---

৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রত্রয়ে পঞ্চম গ্রহ গ্রহণ—

যে সমস্ত গ্রহ, মেধাবী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য মননীয় ঊর্জ্জাহুতি রূপে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত বিশিপ্র* গ্রহ সমস্তের সার অন্ন ও রস† আমি সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিতেছি। ১

হে পঞ্চম গ্রহ! তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয় জানিয়া ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্যই গ্রহণ করিতেছি। ২

হে পঞ্চম গ্রহ! এই তোমার স্থান, তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয়তম জানিয়া এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

অধ্বর্য্যু অক্ষের উপরি সোম গ্রহ এবং নেষ্টা অক্ষের অধোভাগে সুরাগ্রহ এক কালে ধারণ করত এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে সোম ও সুরাগ্রহ! তোমরা যে রূপ উভয়ে সম্মিলিত হইলে, তোমাদের প্রসাদে আমরাও যেন এই রূপ কল্যাণের সহিত সম্মিলিত হই।। ৪

পরে পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত অধ্বর্য্যু ও নেষ্টা ঐ ঐ গ্রহ স্বীয় সমীপে প্রত্যাবৃত্ত করিবে—

হে সোম ও সুরা গ্রহ! তোমরা যে রূপ উভয়ে বিযুক্ত হইলে তোমাদের প্রসাদে আমরাও যেন ঐ রূপ পাপ হইতে বিযুক্ত হই।। ৫

---

৫ কণ্ডিকা।

মহামরুত্বতীয গ্রহ গ্রহণের পরে মাহেন্দ্র গ্রহ গ্রহণের পূর্ব্বে এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত রথবাহী শকট হইতে রথ নামাইবে*—

হে রথ! তুমি বজ্র সদৃশ কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়াছ, তোমার প্রসাদে যোদ্ধৃগণ অন্ন লাভ করিয়া থাকেন, এই যজমানও যেন তোমার প্রসাদে যথেষ্ট অন্ন লাভ করেন।১

---

* শিপ্র শব্দে হনু ও নাসিকা, এস্থলে হনু। সোমপানে হনুচালনের প্রয়োজন নাই অতএব উহাকে বিশিপ্র বলা যায়।

† সকল প্রকারের পদার্থেরই স্থূল ভাগ অন্ন এবং তরল ভাগ রস। তন্যপায়ী শিশুর মল ও মূত্রই তাহার পরিণাম-নিদর্শন।

* তদানীন্তন, বংশাদি নির্ম্মিত ভারবাহী শকটের উপরি আবশ্যকানুসারে কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মেরু-মন্দিরের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধগৃহ স্থাপিত হইত, তাহাই রথ। অদ্যাপিও পাঞ্জালাদি প্রদেশে ঐরূপ রথ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবতারিত সেই রথের ধুর গ্রহণ করত চাত্বালকে দক্ষিণ পথে প্রদক্ষিণ করাইয়া এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত নির্দ্দিষ্ট বেদীর উপরি উহা স্থাপন করিবে—

অন্ন-বলে বলবান্ আমরা অখণ্ডিতা সুপ্রসিদ্ধা এই মাতা বসুমতীকে স্তুতি-বাক্যে অনুকূলা করিয়াথাকি; যে বসুমতীতে এই সমস্ত চরাচর নিবসতি করিতেছে, সবিতৃ দেবতা আমাদিগকে সেই বসুমতীতেই সুস্থাপিত করুন। ২

৬ কণ্ডিকা।

স্নানার্থ যাইতেছে যে সকল অশ্ব তাহাদিগকে এই প্রথম মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে—

জলের মধ্যে অমৃত রহিয়াছে. জলেতেই আরোগ্য ও পুষ্টিকর ভেষজ আছে;—হে অশ্বগণ! এতাদৃশ সুপ্রশস্ত জলে স্নানার্থ প্রবেশ কর। ১

স্নান করিয়া প্রত্যাগত অশ্বগণকে দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে—

হে দীপ্যমান জল দেবতারা! প্রচণ্ড-বেগবাহী, ককুৎসদৃশ সমুচ্ছ্রিত, অন্নপ্রদ, আপনাদের ঊর্ম্মিমালাতে এই অশ্ব সকল ধৌত হইয়া আসিয়াছে অতএব ইঁহারাও যজমানের ঈপ্সিতানুরূপ অন্নপ্রদানে সমর্থ হউক। ২

৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে রথে দক্ষিণ অশ্ব যোজনা করিবে—

বায়ু, মন এবং সপ্তবিংশতি গন্ধর্ব্বগণ*— ইঁহাদের সমক্ষেই এই অশ্ব রথে যোজিত হইতেছে, তাঁহারা ইহাকে স্বীয় স্বীয় বেগের অংশ প্রদান করুন। ১

৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে রথে উত্তর অশ্ব যোজনা করিবে—

হে বাজিন্! তুমি এই ইন্দ্রের রথে যোজিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগগামী হও, রথের দক্ষিণ ভাগ শোভান্বিত কর, মহাপ্রভাবশালী মরুৎ দেবতারা তোমাকে রথে যোগ করুন এবং ত্বষ্টৃদেবতা তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেগশক্তি প্রদান করুন। ১

৯ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ রথে দক্ষিণাপ্রষ্টি† যোজিত করিবে—

হে বাজিন্! তোমার হৃদয়ে যে বেগ আছে, শ্যেন পক্ষীতে যে বেগ দেখা

* ভাষ্যকার বলেন সপ্তবিংশতি=নক্ষত্র ও গন্ধর্ব্বগণকে পৃথিবীর ধারয়িতা।

† দক্ষিণধুরে যোজনীয় তৃতীয় অশ্ব।

বায়, বায়ুতে যে বেগ রহিয়াছে, তুমি সেই সমস্ত বেগে প্রভূত বেগবান্ এবং সেই সমস্ত বলে প্রভূত বলবান্ হইয়া সঙ্গ্রামে শক্র-সেনা-নিবেশ পরাভব করত প্রচুর অন্ন জয় কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ইহাদিগকে বার্হস্পত্য চরু আঘ্রাণ করাইবে—

হে বাজ-জেতঃ, বাজযাগে গমনকারী, বাজিগণ! বৃহস্পতির ভাগ এই চরু আঘ্রাণ কর। ২

---

১০ কণ্ডিকা।

উৎকর প্রদেশে নাভিপ্রমাণ উচ্চ একটি স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে এবং তাহারই উপরি রথচক্র রক্ষিত আছে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞে ব্রহ্মা এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ঐ চক্রে আরোহণ করিবে—

যাঁহার প্রেরণা অনুল্লঙ্ঘনীযা সেই দেবতার প্রেরণা-বশে আমি বৃহস্পতির* উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ কামনায় এই চক্রে আরোহণ করিতেছি। ১

ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে ব্রহ্মা এই মন্ত্রে ঐ চক্রে আরোহণ করিবে—

যাঁহার প্রেরণা অনুল্লঙ্ঘনীয়া, সেই দেবতার প্রেরণা-বশে, আমি ইন্দ্রের* উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ কামনায় এই চক্রে আরোহণ করিতেছি। ২

যজমান প্রভৃতির সপ্তদশ রথ, ঔদুম্বরী† প্রদক্ষিণ করত দেবযজন দেশে পুনরাগত হইলে, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের যজ্ঞে এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ পুরঃসর সেই রথচক্র হইতে অবরোহণ করিবে—

যাঁহার প্রেরণা অনুল্লঙ্ঘনীয়া সেই দেবতার প্রেরণা-বশে, আমি বৃহস্পতির উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ কামনায এই চক্রে আবোহণ করিয়াছিলাম। ৩

ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত অবরোহণ করিবে—

যাঁহার প্রেরণা অনুল্লঙ্ঘনীয়া, সেই দেবতার প্রেরণা-বশে, আমি ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ কামনায় এই চক্রে আরোহণ করিয়াছিলাম। ৪

---

১১ কণ্ডিকা।

সপ্তদশ প্রকার দুন্দুভির মধ্যে একটি

---

* বৃহস্পতি=ব্রাহ্মণ যজমান।

* ইন্দ্র=ক্ষত্রিয় যজমান।

† এই ঔদুম্বরী দেবযজন, হইতে সপ্তদশ শর প্রক্ষেপ দূরে প্রোথিত থাকিবে। ইহাকেই চক্রাকারে (ঘোড়দৌড়ের ন্যায়) প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

দুন্দুভি* মন্ত্রে বাদন করিবে অপরগুলি অমন্ত্রক বাদন করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের যজ্ঞে প্রথম মন্ত্র—

হে দুন্দুভে! তুমি বৃহস্পতিকে এই আশীঃ আদেশ কর—'বৃহস্পতে! তুমি বাজ† জয় কর'। এবং তুমিই সাহায্যকারী হওত জয় করাইয়া দাও। ১

ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে দ্বিতীয় মন্ত্র—

হে দুন্দুভে! তুমি ইন্দ্রকে এই আশীঃ আদেশ কর—'ইন্দ্র! তুমি বাজ জয় কর'। এবং তুমিই সাহায্যকারী হওত জয় করাইয়া দাও। ২

---

১২ কণ্ডিকা।

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বাদিত হইয়াছে যে দুন্দুভি উহা বিপ্রযজ্ঞে প্রথম মন্ত্রে, ক্ষত্রিয়-যজ্ঞে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ বাদ্যাগার হইতে নিম্নে অবতারণ করিবে অনন্তর অপরগুলিও অমন্ত্রক নিম্নে অবতারণ করিবে—

হে দুন্দুভিসকল! তোমাদিগের প্রদত্ত সেই আশীর্ব্বাক্য সত্যই হইয়াছে, যে বাক্যানুসারে তোমরা এই বৃহস্পতিকে বাজ-জয়ে কৃতকার্য্য করিয়াছ। হে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যন্ত্রসকল! অতঃপর অনুমতি কর—বৃহস্পতির রথ প্রধাবিত হউক। ১

হে দুন্দুভিসকল! তোমাদিগের প্রদত্ত সেই আশীর্ব্বাক্য সত্যই হইয়াছে, যে বাক্যানুসারে তোমরা এই ইন্দ্রকে বাজজয়ে কৃতকার্য্য করিয়াছ। হে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যন্ত্রসকল! অতঃপর অনুমতি কর—ইন্দ্রের রথ প্রধাবিত হউক। ২

---

১৩ কণ্ডিকা।

যজমান প্রথম মন্ত্র পাঠ করত রথে আরোহণ করিবে—

যিনি এই সমস্ত জগৎকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রেরণ করিতেছেন,-যাঁহার প্রেরণাদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয়, সেই দেবতার প্রেরণাবশে "বৃহস্পতি বাজ জয় করিয়াছেন" এই ভবিষ্যৎ আশীর্ব্বাক্যানুসারে ভরসা করি এই রথারোহণে বাজ-জয়ে সমর্থ হইব।। ১

অশ্বদিগকে লক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে বাজজিৎ বাজিগণ! তোমরা স্বীয়

---

* প্রাচীনবংশ-শালা-স্থিত উত্তরবেদীর উত্তরে অনতিদূরেই উচ্চ মঞ্চের উপরি বাদ্যাগার (নবদখানা) প্রস্তুত হইয়াথাকে তন্মধ্যে সপ্তদশ প্রকার দুন্দুভি অর্থাৎ বৃহৎ ঢক্কা ও ভেরী, তূরী প্রভৃতি বাদন যন্ত্র রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি দুন্দুভি—বৃহৎ ঢক্কা।।

† অন্ন বা বাজপেয় সাধক যাগ।

পাদবিক্ষেপে পথ স্তম্ভিত-প্রায় করত কাষ্ঠামাত্র কালে* যোজন†-প্রমাণ গমন কর। ২

১৪ কণ্ডিকা।

ইত আরভ্য ১৮ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত ৫টি মন্ত্রে অশ্বাভিমন্ত্রণ করিবে—

গ্রীবা, কক্ষ এবং আস্য-বন্ধনে সুসংযত‡ এই বাজী, ক্ষিপণির¶ আঘাতের অপেক্ষা না করিয়াই বেগগমন করেন, রথীর অভিপ্রায়মাত্রেই অদ্রি, পাষাণ, গর্ত্ত, কণ্টকাদি অতিক্রম করেন, পথের উচ্চ নীচ বক্রভাবও ইঁহার গতির বৈলম্ব-সাধনে সমর্থ নহে। ১

১৫ কণ্ডিকা।

লক্ষ্য স্থানে অবিলম্বে উপস্থিত হইবার জন্য অতিশয় ত্বরা গমনে অদ্রি, পাষাণ, গর্ত্ত, কণ্টকাদি অতিক্রম করত উচ্চে ধাবিত ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগে উড্ডীন এই অশ্বের অঙ্কসকল+ যেন পক্ষাকার ধারণ করিয়াছে—ধরিত্রী যেন ইহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ংই পলায়ন পরায়ণা হইয়াছেন*। ২

১৬ কণ্ডিকা।

কান্তিমান্ বাজিসকল, দেবকার্য্যালয় এই যজ্ঞস্থলে আহূত হইয়া পরিমিত ধাবনে উপস্থিত হওত অত্রত্য অহি, বৃক এবং রক্ষোগণকে অবিলম্বে স্তম্ভিত করণ পুরঃসর আমাদিগকে বিঘ্ন-শূন্য করত কল্যাণকারী হউন। ৩

১৭ কণ্ডিকা।

যে অশ্বসকল কুটিল গমনে শিক্ষিত, যাঁহারা নর-সঙ্কেত-বোধে সমর্থ, যাঁহারা পরিমিত ধাবনে নিযুক্ত, যাঁহারা সহস্রঃ পোষী এই যজ্ঞে ভজনীয়, যাঁহাদের প্রভাবে সংগ্রামে অপর্য্যাপ্ত ধন-লাভ হইয়া থাকে, তাঁহারা আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন। ৪

* কাষ্ঠা=অষ্টাদশ নিমেষ, এস্থলে অতিস্বল্প সময়মাত্র-বোধে তাৎপর্য্য।

† যোজন=চারিক্রোশ।

‡ গ্রীবাতে উরোবন্ধ, কক্ষে অর্থাৎ কক্ষ সমীপে পর্য্যাণদেশে সন্নাহরজ্জু, আস্যে কবিকা।

¶ চাবুকের।

+ বস্ত্র, চামরাদি অশ্ব-ভূষণ।

* যাঁহারা কখন ধূম-যানে আরোহণ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে দৃষ্টিপাৎ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা অনায়াসেই বুঝিবেন।

১৮ কণ্ডিকা।

হে বাজিগণ! তোমরা মেধাবী, তোমরা দীর্ঘজীবী, তোমরা যজ্ঞবিৎ, তোমরা প্রত্যেক যজ্ঞেই প্রতি যজমানের অভীষ্ট-সাধনার্থ আহূত হইয়াথাক; সম্প্রতি এই মধু পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া এই দেবাধিষ্ঠিত পথে গমন কর। ৫

—

১৯ কণ্ডিকা।

যজমান রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই প্রথম মন্ত্রে চাত্বালোৎকরে স্থিত নৈবার চরু স্পর্শ করিবে—

আমার গৃহে প্রচুর অন্ন আগমন করুন! এই দ্যুলোক ও ভূলোক আমার পিতা ও মাতা স্বরূপে আমাকে রক্ষণ ও প্রতি-পালন করুন! এই সোম আমার পান সমন্ধে অমৃত হউন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ সোম, অশ্বগণকে আঘ্রাণ করাইবে—

হে বাজগামিন্! বাজজেতঃ! বাজিগণ! বৃহস্পতির (আমার) ভাগ এই চরু পবিত্র অন্তঃকরণে আঘ্রাণ কর। ২

—•—

২০ কণ্ডিকা।

প্রজাপতি দেবতার প্রীতি কামনায় এই কণ্ডিকার দ্বাদশ মন্ত্রে দ্বাদশ আহুতি প্রদান করিবে—

আপি* নামক প্রজাপতি† দেবতার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ১

স্বাপি‡ নামক ইত্যাদি। ২

অপিজ¶ নামক ইত্যাদি। ৩

ক্রতু‖ নামক ইত্যাদি। ৪

বসু+ নামক ইত্যাদি। ৫

অহর্পতি× নামক ইত্যাদি। ৬

মুগ্ধাহ÷ নামক ইত্যাদি। ৭

মুগ্ধবৈনংশি+ নামক ইত্যাদি। ৮

অন্ত্যায়নবৈনংশি(ঃ) নামক ইত্যাদি। ৯

অন্ত্যভৌবন— নামক ইত্যাদি। ১০

ভুবনপতি= নামক ইত্যাদি। ১১

---

* ব্যাপক।

† সংবৎসরকালাত্মক দ্বাদশাদিত্য।

‡ সর্ব্বব্যাপী।

¶ পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিশীল।

‖ কর্ম্মঠ।

+ জগতের স্থিতি-কারণ।

× দিবাপতি। ÷ জড়।

+ বিনাশশীল।

(ঃ) সীমাবান্।

— ত্রিভুবনই যাঁহার সীমা।

= ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ে সমর্থ।

অধিপতি* নামক ইত্যাদি। ১২

---

২১ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম ছয় মন্ত্রে যজমান আশীঃ প্রার্থনা করিবে—

এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে আমার আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হউক। ১

এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে আমার প্রাণ (বল) বৃদ্ধি হউক। ২

এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি হউক। ৩

এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে আমার শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি হউক। ৪

এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে আমার পৃষ্ঠবল বৃদ্ধি হউক। ৫

এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে যজ্ঞ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হউক। ৬

সপ্তম মন্ত্রে পত্নীর সহিত একত্র হইয়া নিশ্রেণী† দ্বারা যূপে আরোহণ করিবে—

আমরাও প্রজাপতির প্রজা‡। ৭

অষ্টম মন্ত্রে যজমান গোধূম¶ স্পর্শ করিবে-

হে ঋত্বিক্‌গণ! আমরা স্বর্গ লাভ করিয়াছি*। ৮

নবম মন্ত্রে যজমান স্বীয় মস্তক যূপ হইতেও উন্নত করিবে—

আমরা অমর হইলাম†। ৯

---

২২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ যূপারূঢ় যজমান চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিবে—

এই দিক্‌চতুষ্টয়ে যে সমস্ত বীর্য্য আছে, তাহা যেন আমরা লাভ করি! এই দিক্‌চতুষ্টয়ে যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, তাহা যেন আমরা লাভ করি! এই দিক্‌চতুষ্টয়ে যে সমস্ত মহৎকার্য্য আছে, তাহা যেন আমরা লাভ করি! এই দিক্‌চতুষ্টয়ে যে সমস্ত প্রভাব আছে, তাহা যেন আমরা লাভ করি! (অর্থাৎ এই জগতে সর্ব্ববিষয়েই আমরা যেন অগ্রগণ্য হই!। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত নিম্নে ভূ-প্রদেশে দৃষ্টিপাৎ করিবে—

মাতৃরূপা এই পৃথিবীকে বার বার নমস্কার করি। ২

---

* সমস্ত প্রাণিবর্গের উৎপত্তি, স্থিতি, বিনাশে সমর্থ।

† বাঁশের বা কাঠের মই অথবা খর্জ্জুরী বৃক্ষ।

‡ অর্থাৎ একাধিক [illegible]।

¶ গোধূম-পিষ্ট-নির্ম্মিত চষাল।

* অর্থাৎ স্বর্গ লাভের নিশ্চয়তা হইল।

† অর্থাৎ "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

পরে উত্তর বেদীর অপরভাগে স্থাপিত ঔডুম্বরী আসন্দীতে এই তৃতীয় মন্ত্রে চর্ম্মাস্তরণ করিবে—

হে আসন্দি! ইনিই তোমার রাজা। ৩

ঐ আসন্দীর উপরি আস্তৃত চর্ম্মোপরি চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত যজমানকে উপবেশন করাইবে—

হে যজমান! তুমি এই রাজ্যের নিয়ন্তা, তুমি এই প্রজাসমস্তের শাসনকর্ত্তা, তুমি এই রাজ্যের চিরশান্তিরক্ষক। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য, রাজ্যের শান্তি-পূর্ণতার জন্য, ধন-সম্পত্তি বর্দ্ধনার্থ এবং প্রজাপালনের জন্য তোমাকে এই স্থানে উপবেশন করাইতেছি। ৪

২৩ কণ্ডিকা।

• ইত আরভ্য সপ্ত-কণ্ডিকাত্মক সপ্ত মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রস্থ সম্ভৃত* স্রুব দ্বারা আহবনীয়ে সপ্ত আহুতি প্রদান করিবে†—

এই সমস্ত অন্নের উৎপাদক যে প্রজাপতি, সর্ব্বপ্রথমে ওষধি ও জলের মধ্যে সোমবল্লী সৃজন করিয়াছেন; তাঁহার প্রসাদেই—সেই ওষধি ও জল দেবতারা আমাদের জন্য অমৃতস্বরূপ হউন। এবং আমরা যেন এই রাজ্যে সাধারণের হিতকারী হইয়া জাগ্রত ভাবে কালযাপন করিতে পারি। এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। ১

২৪ কণ্ডিকা।

এই সমস্ত অন্নের উৎপাদক যে প্রজাপতি এই ভূলোক এবং এই দ্যুলোক এবং অন্যান্য সমস্ত লোক সৃজন করিয়াছেন, এই সমস্ত চরাচর যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই আহুতি-দানে প্রবৃত্ত হই নাই, সম্রাট্‌ (যজমান) আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, প্রজাপতি ইহা অবগত হইয়া সম্রাট্‌কে পুত্র পৌত্রাদি প্রজার সহিত অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পত্তি প্রদান করুন। এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ২

২৫ কণ্ডিকা।

এই সমস্ত অন্নের উৎপাদক যে প্রজাপতি, আ-ব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভুবনের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বপ্রকারে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি পুরাতন, যিনি প্রকৃত

* সম্ভৃত = একত্রীকৃত অর্থাৎ [illegible], ক্ষীর প্রভৃতি বিবিধ হবনীয় একত্রিত।

† এই সপ্ত আহুতি, [illegible] উপাসনা।

বিদ্বান্, যিনি প্রকৃত রাজা, সর্ব্বত্রই যাঁহার গতি শক্তির পরিচয় পাওআ যায়,—তিনি চিরদিনই আমাদিগের প্রজা ও সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহার প্রীতি উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৩

---

২৬ কণ্ডিকা।

এই সমস্ত অন্নের উৎপাদক যে প্রজাপতি আমাদিগের প্রতিপালনার্থ সোম, প্রদীপ্ত অগ্নি, আদিত্যগণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং বৃহস্পতিকে সৃজন করিয়াছেন সেই দেবতার প্রীতি উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৪

---

২৭ কণ্ডিকা।

যিনি অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বাক্য, বিষ্ণু, সরস্বতী এবং অন্নবান্ সবিতা—এই সমস্ত দেবগণকে আমাদিগের অভীষ্ট দানার্থ সতত নিবিষ্ট রাখিয়াছেন; সেই দেবতার প্রীতি উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৫

---

২৮ কণ্ডিকা।

এই অগ্নিতে অধিষ্ঠিত হে দেব! আমাদিগের এই অনুষ্ঠানে কল্যাণ আদেশ কর! আমাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ কর! হে সর্ব্বজিৎ! তুমিই একমাত্র প্রার্থনা-পূরণে সক্ষম অতএব আমাদিগকে প্রার্থনীয় প্রদান কর। ৬

---

২৯ কণ্ডিকা।

হে প্রেরয়িতৃ-দেবতা! তোমার প্রসাদে—অর্য্যমা, পূষা এবং বাগ্দেবতা বৃহস্পতি—ইঁহারা আমাদিগকে যথেষ্ট ইষ্ট প্রদান করুন। ৭

---

৩০ কণ্ডিকা।

অনন্তর হুত-শেষ লইয়া তাহাদ্বারা যজমানকে অভিষিক্ত করিবে—

হে বৃহস্পতে! সর্ব্ব-প্রেরয়িতৃ-দেবতার প্রেরণা-বশে, অশ্বিদ্বয়ের বাহু-যুগল এবং পূষার হস্ত-দ্বয়ের সাহায্যে, বাগ্দেবী সরস্বতীর প্রভাবে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি; হে বৃহস্পতে! অমুকনামক* তোমাকে সাম্রাজ্যে অভিষেক করিতেছি। ১

---

৩১ কণ্ডিকা।

অতঃপর ইহা আরত্য চারি কণ্ডিকার

---

* এই স্থলে যজমানের নাম উচ্চারণ করিবে।

সপ্তদশ উজ্জিতি* মন্ত্রে, সপ্তদশ অক্ষরাত্মক† প্রজাপতির প্রীতি উদ্দেশে, সপ্তদশ আহুতি প্রদান করিবে—

অগ্নি, একাক্ষর-প্রভাবে উৎকৃষ্টরূপে প্রাণ জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ‡ জয় করিতে পারি। ১

অশ্বিদ্বয়, দ্ব্যক্ষর প্রভাবে দ্বিপদ মনুষ্যাদিকে উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ২

বিষ্ণুদেবতা, অক্ষরত্রয়ের প্রভাবে উৎকৃষ্টরূপে লোকত্রয় জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৩

সোম, চারি অক্ষরের প্রভাবে চতুষ্পদ, পশ্বাদিকে উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৪

---

৩২ কণ্ডিকা।

পূষা, পঞ্চাক্ষরের প্রভাবে পঞ্চদিক্ উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৫

সবিতা, ষড়ক্ষর প্রভাবে ষট্ ঋতু উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৬

মরুদ্‌গণ, সপ্তাক্ষর-প্রভাবে সপ্ত গ্রাম্য-পশু উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৭

বৃহস্পতি, অষ্টাক্ষর-প্রভাবে অষ্টাক্ষর-পাদা গায়ত্রী ছন্দকে উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৮

---

৩৩ কণ্ডিকা।

মিত্র, নবাক্ষর-প্রভাবে ত্রিবৃৎ স্তোম উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ৯

বরুণ, দশাক্ষর-প্রভাবে দশাক্ষরপাদা বিরাট্ ছন্দ উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ১০

ইন্দ্র, একাদশাক্ষর-প্রভাবে একাদশাক্ষর-পাদা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ১১

বিশ্বেদেবা দেবতারা দ্বাদশাক্ষর-প্রভাবে

---

* এই ১৭ মন্ত্রকেই উজ্জিতি বলাযায়।

† 'ও শ্রাবয়'= ৪ অক্ষর, 'অস্তু শ্রৌষট্' = ৪ অক্ষর, 'যজ'= ২ অক্ষর, 'যে যজামহে'= ৫ অক্ষর, 'বষট্'= ২ অক্ষর—এই সপ্তদশ অক্ষর সর্ব্বদা যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রজাপতিরূপে এই সপ্তদশ অক্ষরেরই উপাসনায় এই সপ্তদশ মন্ত্র নিযুক্ত হইবে।

‡ অর্থাৎ একাক্ষর-প্রভাবে প্রাণকে।

দ্বাদশাক্ষর-পাদা জগতী ছন্দ উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি! ১২

---

৩৪ কণ্ডিকা।

বসুগণ, ত্রয়োদশাক্ষর-প্রভাবে ত্রয়োদশ স্তোম উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি! ১৩

রুদ্রগণ, চতুর্দ্দশাক্ষর-প্রভাবে চতুর্দ্দশ স্তোম উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ১৪

আদিত্যগণ, পঞ্চদশাক্ষর প্রভাবে পঞ্চদশ স্তোম উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি! ১৫

অদিতি, ষোড়শাক্ষর-প্রভাবে ষোড়শ স্তোম উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি! ১৬

প্রজাপতি, সপ্তদশাক্ষর-প্রভাবে সপ্তদশ স্তোম উৎকৃষ্টরূপে জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি। ১৭

॥ ইতি বাজপেয় ॥

[অথ রাজসূয়]

৩৫ কণ্ডিকা।

ফাল্গুনমাসের প্রথম দশমীতে অনুমতি দেবতার প্রীতির জন্য অষ্টাকপাল পুরোডাশ প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ হবি পেষণ করিবার সময়ে দৃষদের নিম্নে স্থাপিত শম্যার পশ্চাদ্ভাগে পতিত তণ্ডুল-পিষ্ট, স্রুবে গ্রহণ করত এবং দক্ষিণাগ্নি হইতে উল্মুক জ্বালিয়া লইয়া দক্ষিণ দিগ্বিভাগে কিঞ্চিদ্গমন করত যে স্থলে ভূভাগ স্বয়ং স্ফুটিত হইয়াছে সেই স্থলে অথবা ঊষর ভূমিতে ঐ উল্মুক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে এই প্রথম মন্ত্রে হোম করিবে*—

হে পৃথিবি! ইহা তোমার ভাগ, অতএব ইহা তুমি প্রীতি পূর্ব্বক সেবন কর। এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। ১

আহবনীয় হবি পূর্ব্বাদিক্রমে চতুর্দ্দিকে স্থাপিত চারি অগ্নিকুণ্ডে ভাগক্রমে স্থাপন করত অবশিষ্টাংশ, মধ্যে স্থাপিত অগ্নিতে স্থাপন করিয়া ঐ পঞ্চাগ্নিতেই স্রুব দ্বারা দ্বিতীয়াদি পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চ আজ্যাহুতি প্রদান করিবে†—

* ইহাকেই বর্ষমিষ্টি কহে।
† ইহাকেই পঞ্চবাতীয় কর্ম্ম বলা যায়।

যে দেবতারা পূর্ব্বদিগ্বাসী এবং যাঁহাদের নিয়ন্তা অগ্নি, তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে*; ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ২

যে দেবতারা দক্ষিণদিগ্বাসী এবং যাঁহাদের নিয়ন্তা যম, তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে†; ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৩

যে দেবতারা পশ্চিমদিগ্বাসী এবং বিশ্বেদেবা দেবতারা যাঁহাদের নিয়ন্তা, তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে‡, ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৪

যে দেবতারা উত্তরদিগ্বাসী এবং যাঁহাদের নিয়ন্তা মিত্রাবরুণ অথবা বরুণ, তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে¶, ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৫

* এই প্রথমাহুতি উত্তরবেদীস্থ আহবনীয় অগ্নিতে আহুত হইবে।

† এই দ্বিতীয়াহুতি ঐষ্টিক বেদীর দক্ষিণে স্থাপিত দক্ষিণাগ্নিতে আহুত হইবে।

‡ এই তৃতীয়াহুতি ঐষ্টিক বেদীর পশ্চিমে স্থাপিত গার্হপত্য অগ্নিতে আহুত হইবে।

¶ এই চতুর্থ আহুতি উদগ্‌ বংশা শালাস্থ সদোমণ্ডপের বহিঃ-স্থাপিত আগ্নীধ্র অগ্নিতে আহুত হইবে।

যে দেবতারা উপরিভাগে অন্তরীক্ষে বা দ্যুলোকে বসতি করেন এবং যাঁহাদের নিয়ন্তা সোম; সেই হব্যভুক্ দেবগণের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে*, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৬

---

৩৬ কণ্ডিকা।

পঞ্চ অগ্নিকুণ্ডে, ভাগক্রমে স্থাপিত সেই আহবনীয়, একত্র করিয়া এই কণ্ডিকার পঞ্চ মন্ত্রে উত্তর বেদীতে স্থাপিত নাভিপ্রদেশীয় অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চ অগ্নিতে পঞ্চাহুতি প্রদান করিবে†—

এই পঞ্চ মন্ত্রের অর্থ অবিকল পূর্ব্ব কণ্ডিকার দ্বিতীয়াদি পঞ্চ মন্ত্রের অনুরূপ। ১—৫

---

৩৭ কণ্ডিকা।

অপামার্গ-তণ্ডুলঞ্চ হোম করিবার জন্য প্রথম মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নি হইতে প্রজ্বলিত উল্মুক গ্রহণ করিবে—

* এই আহুতি ঐষ্টিক বেদীর পূর্ব্বে ও সদোমণ্ডপের পশ্চিমে সুতরাং ভাগদ্বয়ে বিভক্ত যজ্ঞশালার মধ্যে স্থাপিত আহবনীয় অগ্নিতে আহুত হইবে।

† ইহাকেও পঞ্চবাতীয় কর্ম্ম বলাযায়।

‡ অপামার্গ=আপাঙ, তাহারই বীজের শস্য।

হে অগ্নে! তুমি শত্রু সেনা পরাভব কর, শত্রুদিগকে বিদূরিত কর; তুমি দুস্তর হইতেছ, অরাতিনিকরের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যজ্ঞ-নির্ব্বাহকারী এই যজমানকে বর্চ্চঃ প্রদান কর। ১

---

৩৮ কণ্ডিকা।

দেবযজন প্রদেশের উত্তরে বা পূর্ব্বে কিঞ্চিদ্দূরে ঐ গৃহীত উল্মুক স্থাপন করত প্রথম মন্ত্র পাঠে স্রুব দ্বারা তাহাতেই অপামার্গ-তণ্ডুলগুলি হোম করিবে—

যে দেবতা এই সমস্ত জগৎকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যকরণে প্রেরিত করিতেছেন, সেই দেবতার প্রেরণা-বশে এবং অশ্বি-দ্বয়ের বাহু-বলে ও পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে অধিকন্তু গৃহীত উপাংশু গ্রহের প্রভাবে এই আহুতি প্রদান করিতেছি, এই আহুতির প্রভাবেই রক্ষোকুল নিহত হইবে। এই আহুতি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

যে দিকে হোম করিবে সেই দিকেই এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ স্রুব ত্যাগ করিবে*—

স্রুব! রক্ষোগণের নাশার্থ তোমাকে ক্ষেপণ করিতেছি। ২

অনন্তর, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি সকলেই পশ্চাৎ অবলোকন না করিয়াই এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত দেবযজনে পুনঃ প্রবেশ করিবে—

আমরা রক্ষোকুল বিনষ্ট করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে অমুক** শত্রুকে বধ করা হইয়াছে, অমুক শত্রু হত হইয়াছে। ৩

---

৩৯ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু বামহস্তে স্রুবদ্বয় ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে যজমানের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ করিয়া এই কণ্ডিকা এবং পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রটি পাঠ করিবে—

হে যজমান! জগতের নিয়ন্তা, পরম দেবতা তোমাকে প্রজাবর্গের নিয়ন্তৃত্ব-কার্য্যে আধিপত্য প্রদান করুন। গৃহস্থগণের আরাধ্য অগ্নি দেবতা তোমাকে গৃহস্থগণের আধিপত্য প্রদান করুন। বনস্পতি-প্রধান সোম দেবতা, তোমাকে বনস্পতি বিষয়ে আধিপত্য প্রদান করুন।

---

* অর্থাৎ যদি পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বদিকেই নিক্ষেপ করিবে অন্যথা উত্তরে।

** এই স্থলে যে ব্যক্তি শত্রুর মধ্যে প্রধান তাহারই নামোল্লেখ করিবে॥

বাক্যের প্রকাশক বৃহস্পতি দেবতা, তোমাকে বাগ্‌বিষয়ে আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র দেবতা, তোমাকে জ্যৈষ্ঠ্যে আধিপত্য প্রদান করুন! পশুগণের রক্ষয়িতা রুদ্র দেবতা, তোমাকে পশুদলে আধিপত্য প্রদান করুন! সত্যস্বরূপ মিত্র দেবতা, তোমাকে সত্য ব্যবহারে আধিপত্য প্রদান করুন! ধর্ম্মরক্ষক বরুণ দেবতা, তোমাকে ধর্ম্মে আধিপত্য প্রদান করুন! ১

৪০ কণ্ডিকা।

হে সুহবির্দ্দেবগণ*! তোমরা অমুক মহাশয়ের† এবং অমুকী মহাশয়ার‡ পুত্র অমুক নামক* এই যজমানকে শত্রু শূন্য করত সুমহৎ ক্ষত্রধর্ম্মে, সুমহৎ জ্যৈষ্ঠ্যে, সুমহৎ জানরাজ্যে, সুমহৎ আত্মলাভে সক্ষম কর। ইনি তোমাদের প্রসাদে অদ্য হইতে অমুক জাতির† রাজা হইলেন। হে অমুক জাতি‡ প্রজাগণ! অদ্য হইতে ইনিই তোমাদের রাজা—ব্রাহ্মণদিগের (আমাদিগের) রাজা সোম—ইহা প্রসিদ্ধই আছে¶। ১

* ৩৯ কণ্ডিকাতে প্রার্থ্যমান পরমদেবতা প্রভৃতি বরুণ দেবতা পর্য্যন্ত অষ্টদেবতাকে সুহবির্দ্দেবতা বলা যায়।

† এই স্থলে যজমানের পিতার নামোল্লেখ।

‡ এই স্থলে যজমানের মাতার নামোল্লেখ।

* এইস্থলে যজমানের নামোল্লেখ করিবে।

†, ‡ এই স্থানদ্বয়ে, যে দেশের আধিপত্যে অভিষিক্ত করা হইতেছে সেই দেশীয় ব্যক্তি যে জাতি বা যে যে জাতি তাহারই উল্লেখ করিবে, যথা—কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি।

¶ এতাবতা ব্রাহ্মণগণ কোন মনুষ্যেরই অধীনত্ব স্বীকার করিলেন না সুতরাং তাঁহাদের প্রতি বস্তুত রাজারও আধিপত্য রহিল না।

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ দশম অধ্যায় ॥

১ কণ্ডিকা।

যজমানের অভিষেকার্থ সপ্তদশ ঔডুম্বর পাত্রে নৈমিত্তিক ও অনৈমিত্তিক সপ্তদশ প্রকার উদক* সঙ্গৃহীত হইয়াথাকে, তন্মধ্যে এই প্রথম মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উদক সঙ্গ্রহ করিবে—

মিত্রাবরুণ দেবতারা, যাহার দ্বারা ইন্দ্রকে নিঃশত্রু করত রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, আমরাও সেই (ব্যবহর্ত্তার) বীর্য্য-সম্পাদয়িত্রী† জ্ঞান-সম্পাদয়িত্রী, রাজ্যে অভিষেক কর্ত্রী, সুমধুরা জলদেবীঃ দিগকেঃ‡ এই গ্রহণ করিতেছি (১)। ১

---

২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে কল্লোলোদকে চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে কল্লোলে!* তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্র-প্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। (২)।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ কল্লোলা গ্রহণ করিবে—

হে কল্লোলে। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্র-প্রদা হইতেছ, অমুক নামক† যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (২)। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বৃষসেনোদকেঃ‡ চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে বৃষসেনে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্র-প্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক! (৩)।৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ বৃষসেনা গ্রহণ করিবে—

---

* যথা সারস্বত, বৃষউর্ম্মি, বৃষসেন, স্যন্দমান, প্রতিলোমা, অপযৎ, অপাম্পতি, নিবেষ্য, প্রত্যাতপে স্থাবর, আতপবর্ষ্য, সরস্য, কূপ্য, প্রুষ্বা, মধু, গোকল্য, দুগ্ধ ও ঘৃত। ক্রমেই এইগুলি প্রকাশিত হইতেছে।

† বেদে সর্ব্বত্রই 'আপোদেব্যঃ' বলিয়া ব্যবহার থাকায় এই প্রকরণের সকল নামগুলি ও বিশেষণগুলি স্ত্রীলিঙ্গ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

‡ বৈদিকনিয়মে জল-বিষয়ে সর্ব্বত্রই স্ত্রীলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত নির্দ্দেশ বিধেয়।

* কতিপয় মনুষ্য বা কতিপয় পশু অথবা বৃহৎ প্রস্তর কি গাড় জলে পতিত হইলেই যে জল উচ্ছ্রিত হয়, তাহাকেই কল্লোল কহে। ইহাকেই বৃষউর্ম্মিও বলা যায়।

† এইস্থলে যজমানের নাম গ্রহণ করিবে।

‡ অল্পজল নদ্যাদিতে সেনা সমূহ পার হইবার সময়ে যে জল সমুচ্ছ্রিত হয় তাহাকেই বৃষসেনা বলা যায়।

হে বৃষসেনে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (৩)। ৪

---

৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে অর্থেতোদকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে অর্থেতে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। (৪) ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ অর্থেতা গ্রহণ করিবে—

হে অর্থেতে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (৪)। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ওজস্বতুদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে ওজস্বতি! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমাব যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (৫)।৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ ওজস্বতী গ্রহণ করিবে—

হে ওজস্বতি! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (৫)। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে পরিবাহ্যদকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে পরিবাহিণি! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (৬)।৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ পরিবাহিণী গ্রহণ করিবে—

হে পবিবাহিণি। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (৬)। ৬

সপ্তম মন্ত্রে অপাম্পত্যুদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে অপাম্পতে। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদ হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (৭)।৭

---

* ভাটার সময়ের জল। ইহাকে স্যন্দমানাও বলা যায়।

† জোআরের সময়ের জল। ইহাকে প্রতিলোমাও কহে।

* নদ্যাদিতে চড়া পড়িলে ঐ চড়া বেষ্টন করিয়া উভয় মুখ যেস্থলে একত্রিত হয়, সেই স্থলের জল। ইহাকে অপযতীও কহে।

† সমুদ্রের জল।

অষ্টম মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ অপাম্পতি গ্রহণ করিবে—

হে অপাম্পতে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদ হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (৭)। ৮

নবম মন্ত্রে অপাঙ্গর্ভোদকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে অপাঙ্গর্ভে। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর, তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক (৮)। ৯

দশম মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ অপাঙ্গর্ভা গ্রহণ করিবে—

হে অপাঙ্গর্ভে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (৮)। ১০

---

৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে সূর্য্যত্বগুদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে সূর্য্যত্বগ্রূপে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (৯)। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ সূর্য্যত্বক্ গ্রহণ করিবে—

হে সূর্য্যত্বগ্রূপে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (৯)। ২

তৃতীয় মন্ত্রে সূর্য্যবর্চ্চউদকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে সূর্য্যবর্চ্চোরূপে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। (১০)। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ সূর্য্যবর্চ্চঃ গ্রহণ করিবে—

হে সূর্য্যবর্চ্চোরূপে। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (১০)। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে মান্দোদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

---

* নদ্যাদিতে যে স্থলে জল ঘূর্ণায়মান হয় তাহাকে আবর্ত্ত বলা যায়, সেই আবর্ত্তের জল। ইহাকে নিবেষ্যাও কহে।

† নদ্যাদির যে স্থানটি স্রোতঃ-শূন্য, সেই স্থানের জল। ইহাকে প্রত্যাতপে স্থাবরাও বলা যায়।

* রৌদ্র থাকিতে বৃষ্টি হইলে সেই জল। ইহাকেই আতপবর্ষ্যাও বলা যায়।

† সরোবরের জল। ইহাকে সরস্যাও কহে।

হে মান্দে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (১১)। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ মান্দা গ্রহণ করিবে—

হে মান্দে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (১১)। ৬

সপ্তম মন্ত্রে ব্রজক্ষিতোদকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে ব্রজক্ষিতে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর, তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (১২) ৭

অষ্টম মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ ব্রজাক্ষিতা গ্রহণ করিবে—

হে ব্রজক্ষিতে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (১২)। ৮

নবম মন্ত্রে বাশোদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে বাশে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (১৩)। ৯

দশম মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ বাশা গ্রহণ করিবে—

হে বাশে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (১৩)। ১০

একাদশ মন্ত্রে শবিষ্ঠোদকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে শবিষ্ঠে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (১৪)১১

দ্বাদশ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ শবিষ্ঠা গ্রহণ করিবে—

হে শবিষ্ঠে! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (১৪)। ১২

ত্রয়োদশ মন্ত্রে শকর্য্যদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

* কূপের জল। ইহাকে কূপ্যাও কহে।

† [illegible]দির অগ্রে পতিত নীহার। ইহাকে প্রুষাও কহে।

* মধু।

† প্রসূয়মান গাভীর গর্ভবেষ্টনের (অর্থাৎ যাহাকে জ[illegible]য়ু [ফুল] বলে, তাহার) জল। ইহাকে গোকল্যা কহে।

হে শক্করি! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্ গৃহীত হউক। (১৫)। ১৩

চতুর্দ্দশ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ শক্করী গ্রহণ করিবে—

হে শক্করি! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর! (১৫)। ১৪

পঞ্চদশ মন্ত্রে জনভৃতুকে* চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে জনভৃৎ! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক! (১৬)। ১৫

ষোড়শ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ জনভৃৎ গ্রহণ করিবে—

হে জনভৃৎ! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর। (১৬)। ১৬

সপ্তদশ মন্ত্রে বিশ্বভৃদুদকে† চতুর্গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান—

হে বিশ্বভৃৎ তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর, তোমাতে দীয়মান এই আহুতি সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। (১৭)। ১৭

অষ্টাদশ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে ঐ বিশ্বভৃৎ গ্রহণ করিবে—

হে বিশ্বভৃৎ! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক যজমানকে রাষ্ট্রপ্রদান কর। (১৭)। ১৮

ঊনবিংশ মন্ত্রে ঔডুম্বর পাত্রে স্বরাড়ুদক* গ্রহণ করিবে—

হে স্বরাট্! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা হইতেছ, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান কর।। ১৯

পৃথক্ পৃথক্ পাত্রস্থ ঐ সরস্বতী প্রভৃতি ১৭ এবং স্বরাট্ এই ১৮ প্রকার উদক এই বিংশ মন্ত্রে একটি ঔডুম্বর পাত্রে মিশ্রিত করিবে—

এই মধুমতী উদক সকল, এই মধুমতী উদক সকলের সহিত মিলিত হউন। ইঁহারা এই যজমানের সুমহৎ ক্ষত্র ধর্ম্মের সম্পাদয়িত্রী হইবেন। ২০

একবিংশ মন্ত্রে ঐ একীকৃত পাত্র সদোমণ্ডপের মধ্যে মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্যের সমক্ষে স্থাপন করিবে—

হে উদকসকল! তোমরা এই যজ

* দুগ্ধ। † ঘৃত।

* সূর্য্যতাপে তপ্ত জল। ইহাকে মরীচীও কহে।

মানের, প্রসিদ্ধ বলের সহিত সুমহৎ ক্ষত্রধর্ম্ম পরিবর্দ্ধন কারিণী হইয়া অপর্বাভূতভাবে এই স্থানে অবস্থিতি কর। ২১

---

৫ কণ্ডিকা।

মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্যের অগ্রে স্থাপিত অভিষেক পাত্রের সম্মুখে প্রথম মন্ত্রে খণ্ডৈক ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিবে—

হে চর্ম্ম! তুমি সোম দেবতার কান্তি হইতেছ*, আমি যেন তোমার ন্যায় কান্তিমান্ হই। ১

অভিষেক করিবার পূর্ব্বে, দ্বিতীয়াদি ছয়টি পার্থ মন্ত্রে † ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে—

অগ্নিদেবতার প্রীতির জন্য এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সম্যকরূপে গৃহীত হউক। ২ (১)

সোম দেবতার ইত্যাদি। ৩ (২)
সবিতা দেবতার ইত্যাদি। ৪ (৩)
সরস্বতী দেবতার ইত্যাদি। ৫ (৪)
পূষা দেবতার ইত্যাদি। ৬ (৫)
বৃহস্পতি দেবতার ইত্যাদি। ৭ (৬)

অভিষেক কার্য্য সমাপন হইলে পরে অষ্টমাদি ছয়টি পার্থ মন্ত্রে* ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে—

ইন্দ্র দেবতার প্রীতির জন্য এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সম্যক্‌রূপে গৃহীত হউক। ৮ (১)

ঘোষ† দেবতার ইত্যাদি। ৯ (২)
শ্লোক‡ দেবতার ইত্যাদি। ১০ (৩)
অংশ¶ দেবতার ইত্যাদি। ১১ (৪)
ভগ÷ দেবতার ইত্যাদি। ১২ (৫)
অর্য্যমা দেবতার ইত্যাদি। ১৩ (৬)

---

৬ কণ্ডিকা।

দুইটি পবিত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এই প্রথম মন্ত্রে এক এক খণ্ড সুবর্ণ বন্ধন করিবে—

হে পবিত্র! তোমরা যজ্ঞ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছ। ১

দ্বিতীয়াদি মন্ত্রদ্বয়ে ঐ পবিত্রদ্বয় দ্বারা মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্যের অগ্রে রক্ষিত সেই জলে যজমানকে উৎপবন+ করিবে—

* শতপথে শ্রুত হইতেছে যে "সোম, ইন্দ্রের প্রীতিলাভফলে পশুরাজ শার্দ্দূল হইয়াছিলেন" সুতরাং ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সোমেরই কান্তি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

† এই ছয়টি মন্ত্রকে পার্থ বলা যায়।

* এই ছয়টি মন্ত্রকেও পার্থ বলা যায়।

† ঘোষণাকারী (বোধ হয় ডঙ্কা)।

‡ পরম্পরাদোলনে প্রবৃদ্ধ. প্রবাদ।

¶ পুণ্য পাপের বিভাজক। ÷ ঐশ্বর্য্য।

+ অর্থাৎ যজমানের মস্তকাদিকে সিঞ্চন করিবে।

জগতের একমাত্র নিয়ন্তা সেই পরম দেবতার নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া সূর্য্যের রশ্মিতুল্য, ছিদ্রশূন্য এই পবিত্রে যজমানকে উৎপবন করিতেছি। ২

হে আপঃ! তোমরা রক্ষোগণ কর্ত্তৃকও অপরাভূতা, তোমরা বাক্যের প্রকৃত বন্ধু*, তেজ হইতে সমুৎপন্না†, বনস্পতি-প্রবর সোমের উৎপাদয়িত্রী‡ এবং বহুতর স্বাহাকারে সুসংস্কৃত হইয়াছ,—এই যজমানের রাজশ্রী সম্পাদন কর। ৩

---

৭ কণ্ডিকা।

প্রথমে সপ্তদশ পাত্রে সঙ্গৃহীত ও পরে একপাত্রে একত্রীকৃত অভিষেকার্থ রক্ষিত সেই জল এই মন্ত্রে চারিপাত্রে¶ বিভাগ করিবে—

এই চারি পাত্রস্থ সধমাদ÷, বীর্য্যবতী, অপরাভূতা, আপোদেবীরা সম্প্রতি অভিষেককার্য্যে নিযুক্তা হইয়াছেন। জল-শিশু স্বরূপ এই বরুণ*, মাতৃরূপা এই জলদেবীর ক্রোড়াধারে আদরে নীত হইবেন। ১

---

৮ কণ্ডিকা।

(বাজবেশ)

অধ্বর্য্যু প্রথম মন্ত্রে যজমানকে তার্প্য† পরিধান করাইবে—

হে তার্প্য! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী এই যজমানের উল্ব‡ হইতেছ। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে পাণ্ড্ব¶ পরিধান করাইবে—

হে পাণ্ড্ব! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী এই যজমানের জরায়ু÷ হইতেছ ২

তৃতীয় মন্ত্রে অধীবাস+ পরিধান করাইবে—

হে অধীবাস! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী এই যজমানের যোনি+ হইতেছ ৩

---

* কণ্ঠ শুষ্ক, হৃদয় শুষ্ক থাকিলে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

† তৈত্তিরীয়ারণ্যক (৮।১) প্রভৃতিতে স্পষ্ট আছে এবং রাসায়নিক বিদ্যাতেও পরীক্ষিত।

‡ ইহার প্রমাণ—শতপথ শ্রুতি ৫,৩,৫,১৮।

¶ এই চারি পাত্র—পলাশ, উডুম্বর, বট ও অশ্বত্থ—এই চারি প্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইবে।

÷ একত্র বাসে আমোদিত।

* যজমান

† ক্ষৌম, বল্কল বা ঘৃতাক্ত বস্ত্রের কৌপিন।

‡ জরায়ুর মধ্যগত জল। এস্থলে যজমানকে রক্ষণীয় গর্ভরূপে বর্ণনা করা হইতেছে।

¶ রক্ত কম্বলের বহির্ব্বাস।

÷ গর্ভ-বেষ্টন চর্ম্ম।

+ উত্তরীয়। ইহাকে কঞ্চুকও বলা যায়। ইহা গলদেশে বন্ধন করিতে হয়।

+ গর্ভ-সম্ভব স্থান।

চতুর্থ মন্ত্রে উষ্ণীশ* পরিধান করাইবে

হে উষ্ণীশ। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী এই যজমানের নাভিণ† হইতেছ। ৪

অধ্বর্য্যু পঞ্চম মন্ত্রে ধনু গ্রহণ করিবে—

হে ধনু। তুমি ইন্দ্রের বাত্র্যঘ্ন‡ হইতেছ।৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ধনুর বাহুতে§ গুণারোপ করিবে-

হে দক্ষিণ কোটে! তুমি মিত্র সম্বন্ধী+ হইতেছ। ৬

সপ্তম মন্ত্রে ঐ ধনুর অপর বাহুতে গুণারোপ করিবে—

হে বামকোটে! তুমি বরুণ সম্বন্ধী+ হইতেছ। ৭

অষ্টম মন্ত্রে উহা যজমানের হস্তে প্রদান করিবে—

হে ধনু! এই যজমান তোমার দ্বারা সমস্ত বাধ+ নাশ করুন। ৮

নবম মন্ত্রে এক প্রকার কতকগুলি বাণ গ্রহণ করিবে—

হে ইষো! তুমি শত্রুগণের বিদারণকারী হইতেছ। ৯

দশম মন্ত্রে দ্বিতীয় প্রকার কতকগুলি বাণ গ্রহণ করিবে —

হে ইষো। তুমি শত্রুদলের ভঙ্গকারী হইতেছ। ১০

একাদশ মন্ত্রে তৃতীয় প্রকার কতকগুলি বাণ গ্রহণ করিবে—

হে ইষো! তুমি শত্রুদিগের অতীব ভয়প্রদ হইতেছ ১১

দ্বাদশ মন্ত্রে প্রথম প্রকার ইষুগুলি যজমানের হস্তে সমর্পণ করিবে—

হে ইষো। তোমরা এই যজমানকে সম্মুখযুদ্ধে রক্ষা কর। ১২

ত্রয়োদশ মন্ত্রে দ্বিতীয় প্রকার ইষুগুলি সমর্পণ করিবে—

হে ইষো। তোমরা এই যজমানের পৃষ্ঠ রক্ষা কর। ১৩

চতুর্দ্দশ মন্ত্রে তৃতীয় প্রকার ইষুগুলি সমর্পণ করিবে—

হে ইষো। তোমরা এই যজমানকে ঊর্দ্ধাগত বিপৎ হইতে রক্ষা কর; অধিক কি, সর্ব্বদিকেই রক্ষা কর ১৪

---

* উষ্ণীষ মস্তকে বাঁধিয়া তাহার উভয় প্রান্ত নাভিদেশে অবলম্বন (গোঁজন) করিবে।

+ গর্ভ-সদন স্থান।

‡ ইন্দ্র=ক্ষত্রিয় যজমান, বাত্র্যঘ্ন=শত্রু-নাশক।

+ ধনুর বাহু=প্রান্তভাগ (হুল)।

মিত্র=দিবা। + বরুণ=রাত্রি। + শত্রু।

৯ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু যজমানকে এই মন্ত্র পাঠ করাইবে—

এই ভূমণ্ডলবাসী মনুষ্যমণ্ডলী এই যজমানকে অবগত হউন। গৃহপতি এই অগ্নি এই যজমানকে অবগত হউন। চিরপ্রথিতকীর্ত্তি ইন্দ্র এই যজমানকে অবগত হউন ধৃতব্রত (নিয়মচারী) মিত্রাবরুণ (সূর্য্য ও চন্দ্র) দেবদ্বয় এই যজমানকে অবগত হউন। পূষা এই যজমানকে অবগত হউন বিশ্বেদেবা দেবগণ এই যজমানকে অবগত হউন। বিশ্বসংসারের কল্যাণবিধাত্রী দ্যাবাপৃথিবী দেবতাদ্বয় এই যজমানকে অবগতহউন সুবিস্তীর্ণ আশ্রয়রূপ অদিতি (কাল বা দিক্) এই যজমানকে অবগত হউন। ১

---

১০ কণ্ডিকা।

সদোমণ্ডপে উপবিষ্ট দীর্ঘকেশ জনৈক ব্যক্তির মুখে অধ্বর্য্যু প্রথম মন্ত্রে তাম্র নিক্ষেপ করিবে—

দন্দশূক* নিন্দক ও রক্ষোগণ বিনষ্ট হইল। ১

অধ্বর্য্যু দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যজমানকে পূর্ব্ব দিকে পাদক্ষেপ করাইবে—

হে যজমান! তুমি এই পূর্ব্বদিক্ আক্রমণ কর; এই দিকে গায়ত্রী ছন্দ, রথন্তর সাম, ত্রিবৃৎস্তোম, বসন্ত ঋতু, ব্রাহ্মণ জাতি রূপ ঐশ্বর্য্য তোমাকে রক্ষা করুন। ২

---

১১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে যজমানকে দক্ষিণ দিকে পাদক্ষেপ করাইবে—

হে যজমান! তুমি এই দক্ষিণদিক্ আক্রমণ কর; এইদিকে ত্রিষ্টুপ ছন্দ, বৃহৎসাম, পঞ্চদশ স্তোম, গ্রীষ্ম ঋতু, ক্ষত্রিয় জাতিরূপ ঐশ্বর্য্য তোমাকে রক্ষা করুন। ১

---

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে যজমানকে পশ্চিম দিকে পাদক্ষেপ করাইবে—

হে যজমান! তুমি এই পশ্চিমদিক্ আক্রমণ কর এই দিকে জগতী ছন্দ বৈরূপ সাম, সপ্তদশ স্তোম, বর্ষা ঋতু, বৈশ্য জাতি রূপ ঐশ্বর্য্য তোমাকে রক্ষা করুন। ১

---

১৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে যজমানকে উত্তর দিকে পাদক্ষেপ করাইবে—

---

* দন্দশূক—দংশনশীল সর্পাদি, তৎসদ্ভাব যাহাদিগের তাহাদিগকেও দন্দশূক বলা যায়।

হে যজমান! তুমি এই উত্তরদিক্ আক্রমণ কর; এই দিকে অনুষ্টুপ্‌ছন্দ, বৈরাজ সাম, একবিংশ স্তোম, শরৎ ঋতু, ফল রূপ ঐশ্বর্য্য তোমাকে রক্ষা করুন। ১

——

১৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে যজমানকে ঊর্দ্ধাবলোকন করাইবে—

হে যজমান! উপরিভাগ আক্রমণ কর; এই দিকে পঁক্তি ছন্দ, শাকব ও রৈবত এই সামদ্বয় ত্রিণব এবং ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমদ্বয়, হেমন্ত ও শিশির ঋতুদ্বয় এবং বর্চ্চ ও দ্রবিণ ঐশ্বর্য্যদ্বয় তোমাকে রক্ষা করুন। ১

ব্যাঘ্রচর্ম্মের পশ্চাদ্ভাগে সীস* স্থাপন করত উহা দক্ষিণ পাদে আক্রমণ পূর্ব্বক এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে—

নমুচির মস্তক দূরীকৃত হইল। ২

——

১৫ কণ্ডিকা।

যজমান, প্রথম মন্ত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আরোহণ করিবে—

হে চর্ম্ম! তুমি সোম দেবতার কান্তিস্বরূপ হইতেছ, আমি যেন তোমার ন্যায় কান্তিমান্ হই। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে পাদতলে হিরণ্য ও ধারণ করিবে—

হে হিরণ্য! আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা কর‡।

তৃতীয় মন্ত্রে মস্তকে সৌবর্ণ মণ্ডল† ধারণ করিবে—

হে মণ্ডল! তুমি ওজঃ‡ হইতেছ তুমি সহঃ¶ হইতেছ এবং তুমি অমৃত÷ হইতেছ। ৩

——

১৬ কণ্ডিকা।

অনন্তর যজমান ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে মিত্র!+ হে বরুণ!+ হিরণ্যরূপ॥ ইন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তোমরা উভয়ে, প্রতিদিন, উষাকালের অব্যবহিত পরেই জাগ্রত হইও!—সূর্য্যও সেই সময়ে

* সীসক, যাহার অক্ষরাদি নির্ম্মাণ হয়।

* এতাবতা বল প্রার্থনীয়।

† অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত রাজমুকুট। এইমুকুটে অন্যূন নব ছিদ্র থাকিবে।

‡ সাহস। ¶ বল। ÷ চিরস্থায়ী

+ অর্থাৎ সখা, বাম বাহু।

+ অর্থাৎ শত্রু নিবারক, দক্ষিণবাহু।

÷ অর্থাৎ সুবর্ণ কটকাদি অলঙ্কারে ভূষিত

॥ সামর্থ্যবান্

উদিত হইয়া থাকেন, তদনন্তর, তোমরা গর্ত্তে আরোহণ করত* অদিতি† এবং দিতি‡ সকলকে যথাযথ সমীক্ষণ করিও॥ ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত উর্দ্ধীকৃত বাহুদ্বয় পুনর্যথাস্থিত করিবে—

হে বাহো! তুমি মিত্র হইতেছ÷ হে বাহো! তুমি বরুণ হইতেছ+। ২

---

১৭ ও ১৮ কণ্ডিকা।

সুবর্ণ সহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরি পূর্ব্ব-মুখ উপবিষ্ট যজমানের সম্মুখে অধ্বর্য্যু বা পুরোহিত, পলাশকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপিত সেই জলে এবং অপরাপর পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে, রাজভ্রাতা বা রাজজ্ঞাতি ঔদুম্বর পাত্রে স্থাপিত সেই জলে, অপর কোন ক্ষত্রিয়বট-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপিত সেই জলে, একজন বৈশ্য অশ্বত্থ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রে স্থাপিত সেই জলে, এই কণ্ডিকাদ্বয়ের যথাভাগ মন্ত্রপাঠে অভিষিঞ্চন করিবে। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু বা পুরোহিতের ব্যবহার্য্য মন্ত্রভাগ যথা)—

হে যজমান! তোমাকে চন্দ্রের নির্ম্মল যশের দ্বারা অভিষেক করিতেছি, তুমি সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজ-রাজ হওত ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় করত প্রজাপালন কর। হে সুহৃদির্দেবগণ। তোমরা অমুক মহাশয়ের পুত্র, অমুকী মহাশয়ার পুত্র, অমুক নামক এই যজমানকে শত্রুশূন্য করত সুমহৎ ক্ষত্রধর্ম্মে, সুমহৎ জ্যৈষ্ঠ্যে, সুমহৎ জানরাজ্যে, সুমহৎ আত্মলাভে সক্ষম কর! ইনি তোমাদের প্রসাদে অদ্য হইতে অমুক জাতির রাজা হইলেন। হে অমুক জাতি প্রজাগণ! অদ্য হইতে ইনিই তোমাদের রাজা - ব্রাহ্মণদিগের (আমাদিগের) রাজা, সোম - ইহা প্রসিদ্ধই আছে। ১

রাজ-ভ্রাতা বা রাজজ্ঞাতি কর্ত্তৃক ব্যবহার্য্য মন্ত্র ভাগ যথা—

---

* গর্ত্ত শব্দে ঈশ্বর, এতমত, প্রাতঃকালে প্রথমেই ঈশ্বর স্মরণ করিয়া অথবা তদানীন্তন অকস্মাৎ আপতিত শত্রুশরাদি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সিংহাসনের মধ্যে এবং রথের মধ্যে (নিজ শরীর গোপন করিবার উপযুক্ত) এক একটি গহ্বর থাকিত, তাহাই এ স্থলের লক্ষ্য।

† অদিতি=অখণ্ডিতা স্বীয় সেনা অথবা অদিতি=অদীন, পুণ্যাত্মা।

‡ দিতি—খণ্ডিতা পরসেনা অথবা দিতি দীন, পাপী।

॥ অর্থাৎ ঈশ্বর পরায়ণ বা রথে অথবা সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া স্বীয় সেনার বা পুণ্যাত্মার পুরস্কার করিও এবং পরসেনা বা পাপীর তিরস্কার করিও।

÷ এইটি বাম বাহুকে লক্ষ্য করিয়া

+ এইটি দক্ষিণ বাহুকে লক্ষ্য করিয়া।

হে যজমান! তোমাকে অগ্নির জ্বলৎ-প্রভাবের দ্বারা অভিষেক করিতেছি, তুমি সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজরাজ হওত ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় করত প্রজাপালন কর। হে সুহৃদ্বির্দেবগণ। তোমরা এই যজমানকে শত্রু শূন্য করত সুমহৎ ক্ষত্রধর্ম্মে, সুমহৎ জ্যৈষ্ঠ্যে, সুমহৎ জানরাজ্যে, সুমহৎ আত্মলাভে সক্ষম কর। ২

(অপর কোন ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্যবহার্য্য মন্ত্রভাগ যথা—)

হে যজমান। তোমাকে সূর্য্যের প্রচণ্ড দীপ্তির দ্বারা অভিষেক করিতেছি, তুমি সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজরাজ হওত ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় করত প্রজাপালন কর। হে সুহৃদ্বির্দেবগণ। তোমরা এই যজমানকে শত্রু-শূন্য করত সুমহৎ ক্ষত্রধর্ম্মে, সুমহৎ জ্যৈষ্ঠ্যে, সুমহৎ জানরাজ্যে, সুমহৎ আত্মলাভে সক্ষম কর। ৩

(বণিক্ কর্ত্তৃক ব্যবহার্য্য মন্ত্রভাগ যথা—)

হে যজমান। তোমাকে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিষেক করিতেছি, তুমি সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজরাজ হওত ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় করত প্রজাপালন কর। হে সুহৃদ্বির্দেবগণ। তোমরা এই যজমানকে শত্রু-শূন্য করত সুমহৎ ক্ষত্রধর্ম্মে, সুমহৎ জ্যৈষ্ঠ্যে, সুমহৎ জানরাজ্যে, সুমহৎ আত্মলাভে সক্ষম কর। ৪

---

১৯ কণ্ডিকা।

যজমান এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত গাত্রে পতিত অভিষেকোদক সকল কণ্ডূয়নীর দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে লিম্পন করিবে—

নৌ সকল*, বৃষভ-পর্ব্বত গুলির¶ পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রবহমান হইয়া স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট স্থলে‡ গমনানন্তর কিছুবা অধোদেশ পথে অলক্ষিতভাবে¶ কিছুবা উপরি পথে লক্ষিতভাবে+ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পর্ব্বতের মূলে ও উপরি উপস্থিত হয় × — উহারা চিরকালই ঐরূপ পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে—। ১

* নৌ শব্দের প্রকৃত অর্থ নৌকা কিন্তু এস্থলে নৌকার দ্বারা পার হইতে হয় একপ নদী।

† যাহা হইতে নদ্যাদি প্রকাশ পায়।

‡ সমুদ্রাদিতে।

¶ পর্ব্বতীয় রসাকর্ষণ শক্তির দ্বারা।

+ মেঘ বৃষ্টির দ্বারা।

× মূলের জল ঝরণা এবং উপরির জল বৃষ্টি

— এতাবতা জলের অনাদিত্ব বর্ণনারূপ স্তুতি সম্পন্ন হইল।

পরে অধ্বর্য্যু, দ্বিতীয়াদি মন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্ব্বক যজমানকে বারত্রয় বিষ্ণুক্রম ক্রমণ* করাইবে—

হে ক্রমণ। তুমি বিষ্ণুর প্রথমবার পাদ-বিক্ষেপের ফল, তোমার প্রভাবে এই যজমান ভূলোক জয় করিবেন। ২

হে ক্রমণ! তুমি বিষ্ণুর দ্বিতীয়বার পাদ-বিক্ষেপের ফল, তোমার প্রভাবে এই যজমান অন্তরীক্ষ-লোক জয় করিবেন। ৩

হে ক্রমণ! তুমি বিষ্ণুর তৃতীয়বার পাদ-বিক্ষেপের ফল, তোমার প্রভাবে এই যজমান দ্যু-লোক জয় করিবেন। ৪

——

২০ কণ্ডিকা।

অনন্তর সদোমণ্ডপের মধ্যে যজমানের পুত্রকে আনাইয়া তৎসমক্ষে এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর শালদ্বার্য্য অগ্নিতে একটি আহুতি প্রদান করিবে—

হে প্রজাপতে। প্রজাগণের পালনাদি-কার্য্যে সুনিপুণ তোমা হইতে ভিন্ন কেহই নাই, কেহ কখন হয় নাই, কেহ কখনও হইবেও না সুতরাং তুমিই একমাত্র আমাদের প্রার্থনা-পূরণে সমর্থ অতএব হে দেব! আমরা যে কামনা করিয়া হবন করি, তাহা সফল হউক—'ইঁহার* পিতা আমি এবং আমার পিতা ইনি'†—আমাদিগের পিতা-পুত্রের আন্তরিক ভাব ইহাই যেন চিরস্থায়ী হয় এবং আমরা যেন অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হই! এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

পলাশকাষ্ঠ-নির্ম্মিত অভিষেক পাত্রে অভিষেকাবশিষ্ট যে জল আছে, এই দ্বিতীয় মন্ত্রে তাহা আগ্নীধ্রীয় অগ্নিতে হবন করিবে—

হে রুদ্র। তোমার একটি উৎকৃষ্ট নাম ক্রিবিঃ‡; হে হবনীয় উদক। তুমি সেই নামের প্রীতির জন্য আহুত হইতেছ—তুমি আমার গৃহে আহূত হইতেছ অতএব ভরসাকরি অবশ্য আমার উপকারী হইতে পার।¶ এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

——

২১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে শকট হইতে রথাবতরণ—

হে রথ তুমি ইন্দ্রের+ আরোহণার্থ বজ্রের

* ক্রমণ=চলন। এইরূপ মন্ত্রপূত চলনকে বিষ্ণুক্রম বলাযায়। এস্থলে বিষ্ণু শব্দে যজমান (শতপথ ৫,৪,২,৬)।

* পুত্রের। † পুত্র।

‡ প্রলয়কারী।

¶ এতাবতা গৃহদাহ, বজ্রপাতাদি যেন না হয়।

+ যজমানের।

ন্যায় অতিচ্ছেদ্য কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত হইয়াছ। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রটি চারিবার পাঠ করত ঐ রথে ক্রমে চারিটি অশ্ব* যোজনা করিবে—

শাসনকারী মিত্রাবরুণ† দেবতার প্রশাসনে তোমাকে এই রথে যোগ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে রথারোহণ——

হে রথ। দেশের ভয় দূর করিবার জন্য এবং দেশে সুভিক্ষ সম্পাদনার্থ তোমাতে অর্জুন‡ আরোহণ করিলেন। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে যন্তা দক্ষিণাশ্বকে কশাঘাত করিবে—

হে রথধুববাহক অশ্ব। মরুদ্গণের ন্যায় স-বেগে শত্রুগণকে জয় কর। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে ঐ রথ গোবৃন্দের মধ্যে স্থাপন করিবে¶—

আমি যে কার্য্য আরম্ভ করিযাছিলাম তাহা মনোনীত রূপে সম্পন্ন হইল। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ধনুকের হুল দিয়া কোন একটি গাভীকে স্পর্শ করিবে—

আমি এতদিনে বীর্য্যবান্ হইলাম। ৬

---

২২ কণ্ডিকা।

ঐ স্থাপিত গোবৃন্দের অধিপতিকে গো: সংখ্যা পরিমাণে বা ততোধিক, দ্রব্য প্রদান করিয়া যূপের পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিদ্দূর গমন করত প্রত্যাগত হইয়া যজ্ঞশালার অন্তঃপাতি অযথা-প্রদেশে রথ সংস্থাপন করিবে এবং সেই সময়ে ঐ রথারূঢ় অন্যান্য আরোহিগণ এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে তুবাষাট্*, বজ্রহস্ত†, ইন্দ্র। দেব। তুমি রশ্মিগুলি‡ গ্রহণ করত যে রথে উপবিষ্ট হইয়া সুশিক্ষিত অশ্বগণকে আযত্ত রাখিযাছ—আমরা সেই রথেই আরূঢ় রহিয়াছি, আমরা যেন কখনও 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ বস্তু হানি না করি¶। ১

২৩ কণ্ডিকা।

অতঃপর যজমান রথ হইতে অবতরণ

---

* দক্ষিণ, উত্তর, দক্ষিণপ্রষ্টি ও উত্তরপ্রষ্টি।

† বাহুদ্বয়।

‡ যজমান (শতপথ ৫,৪,৩৭)।

¶ যজমান-ভ্রাতা, অভাবে যজমানের অন্য-কোন আত্মীয় কর্ত্তৃক এই গাভীগুলি ইতিপূর্ব্বেই আহবনীয় অগ্নির উত্তরভাগে রক্ষিত হইয়াছে।

* শত্রু পরাস্ত করিতে লঘু-হস্ত।

† অব্যর্থ সন্ধান। ‡ অশ্ব-রসনা=লাগাম।

¶ অর্থাৎ আমরা নাস্তিক নহি।

করিবার উপক্রম করিলে সেই সময়ে এই কণ্ডিকার প্রথমাদি চারিটি মন্ত্রে চারিটি আহুতি প্রদান করিবে—

গৃহপতি অগ্নির প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক*। ১

বনস্পতি সোমের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক†। ২

বলবান্ মরুদ্গণের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক‡। ৩

ইন্দ্রিয়বান্ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক¶। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে রথস্থ যজমান ভূভাগ দর্শন করিবে—

মাতঃ পৃথিবি! তুমি আমাকে ক্লেশ প্রদান করিও না, আমিও তোমাকে ক্লেশ দিব না। ৫

---

২৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাতে প্রকাশিত পরব্রহ্মের ১০টি নাম উচ্চারণ করত ঐ রথ হইতে উত্তীর্ণ হইবে—

যিনি শুচিষৎ হংস*, যিনি অন্তরীক্ষসৎ বসু†, যিনি বেদিষৎ হোতা‡, যিনি দুরোণসৎ অতিথি¶, যিনি নৃষৎ অজা+, যিনি বরসৎ গোজা×, যিনি ঋতসৎ ঋতজা+, যিনি অদ্রিষৎ অদ্রিজা।·—সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্মরণ করি ॥। ১

---

২৫ কণ্ডিকা।

যজ্ঞ শালার দক্ষিণভাগে স্থাপিত

---

*,†,‡,¶ এতাবতা জনপদের আধিপত্য, অরণ্যাদির আধিপত্য, বল এবং ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য প্রার্থিত হইল।

* শুচি=পবিত্র, তৎস্থানে বিদ্যমান হংস= আত্মা।

† অন্তরীক্ষে বিদ্যমান বায়ু

‡ বেদীর উপরি বিদ্যমান, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি।

¶ গৃহাগত অতিথি।

+ প্রতি মনুষ্য-শরীরে বীর্য্যরূপে বিদ্যমান।

× গো প্রভৃতি পশুর শরীরে বীর্য্যরূপে বিদ্যমান।

পৃথিবীতে বিদ্যমান, পর্ব্বতাদি-সৃজন-শক্তি।

। পর্ব্বতাদিতে বিদ্যমান, তরুগুল্মাদি-সৃজন শক্তি।

॥ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্বৈতাদ্বৈত উভয়মতে উভয়প্রকার। দ্বৈতমতে—আত্মাদির রক্ষকরূপে অভিন্নপ্রায় স্থিত। অদ্বৈতমতে—আত্মাদিরূপই তিনি।

রথ-বাহনের* দক্ষিণচক্রে দুইটি শতমান† বদ্ধ আছে, প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত যজমান ঐ দুইটি যথাক্রমে স্পর্শ করিবে—

হে শতমান! তুমি এইটুকু কিন্তু আয়ুর্বৃদ্ধির কারণ‡ অতএব আমার আয়ুর্বৃদ্ধি কর। ১

হে শতমান! তুমি রথচক্রে আবদ্ধ আছ কিন্তু তেজো বৃদ্ধিরণ¶ কারণ অতএব আমার প্রভাব বৃদ্ধি কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে উপগৃহীতা+ ঔডুম্বরী স্পর্শ করিবে—

হে ঔডুম্বরি। তুমি অন্নবৃদ্ধির কারণ×, আমার গৃহে অন্ন বৃদ্ধি কর। ৩

অধ্বর্য্যু চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত যজমানের বাহুদ্বয়, ব্যাঘ্রচর্ম্মে স্থাপিত মৈত্রাবরুণ পয়স্যাতে— আনত করিবে—

পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত এই যজমানের বীর্য্যপ্রকাশক হে বাহুদ্বয়। আমি তোমাদিগকে নত করিতেছি*। ৪

---

২৬ কণ্ডিকা।

পয়স্যার স্বিষ্টকৃৎ হোমের পূর্ব্বেই— মৈত্রাবরুণ ধিষ্ণ্যের সম্মুখে পতিত ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপরি ব্যূতা খাদিরী আসন্দী† এই মন্ত্রে স্থাপন করিবে—

হে ব্যূতা আসন্দি! তুমি সুখময়ী‡ এবং সুখোপবেশনের উপযুক্ত। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উহা অধীবাসে¶ আচ্ছাদিত করিবে—

হে অধীবাস। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাশ্রিত এই যজমানেব উপবেশনের উপযুক্ত আধার হইতেছ। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তদুপরি যজমানকে উপবেশন করাইবে—

হে যজমান! এই খট্বা সুখময়ী, ইহাতে

---

* যে শকটে রথ বাহিত হয় তাহাকেই রথ বাহন কহে।

+ শত রক্তিকা পরিমিত সুবর্ণখণ্ড। রক্তিকা= কুঁচ॥

‡,¶ অর্থাৎ সুবর্ণদানে দাতার আয়ু ও তেজ বৃদ্ধি হয়।

+ অর্থাৎ ঐ রথবাহনে আলিঙ্গিতা।

× অর্থাৎ শকটে করিয়াই অন্ন আনীত হইয়া থাকে।

মিত্রাবরুণ দেবতার প্রীতির জন্য রক্ষিত ছানা।

* অর্থাৎ ছানার ন্যায় উৎকৃষ্ট-মূল নিকৃষ্টপরিণাম ব্যক্তিব নিকটে নত থাকিবা।

† খদির কাষ্ঠের নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা বোনা, মাচা অর্থাৎ দড়ির খাট।

‡ যে হেতু জড়ের দুঃখ জ্ঞান নাই।

¶ দড়ির খাটে পাতিয়া বসিবার উপযুক্ত বস্ত্র বা বস্ত্রনির্ম্মিত কন্থাদি।

উপবিষ্ট হও—এই খট্টা সুখোপবেশন-যোগ্যা, ইহাতে উপবিষ্ট হও—এই অধী-বাস তোমার ন্যায় রাজ-পুরুষের উপ-বেশনের উপযুক্ত, ইহাতে উপবিষ্ট হও।৩

২৭ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ করত যজমানের হৃদয় স্পর্শ করিবে—

হে যজমান! যদি সাম্রাজ্য করিবে, তবে, অদ্য হইতে তুমি, ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্ব প্রকার প্রজা বিষয়ে সমভাবে বিচারক হইয়া অনুক্ষণ সাধারণের হিত কামনায় ব্রতী হওত দেশের বিবিধ উপদ্রব নিবা রণ করিতে নিষন্ন হও*। ১

২৮ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যজমানের হস্তে পাঁচটি অক্ষ† প্রদান করিবে—

হে যজমান! তুমি এই অক্ষ পঞ্চকের দ্বারা সকলকে পরাভব করিবা‡ সুতরাং ইহার দ্বারাই তুমি পঞ্চ দিক্* করতল করিতে সমর্থ হইবা।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে, যজমান, ব্রহ্মাকে পঞ্চবার আহ্বান করিবে এবং তৃতীয়াদি পঞ্চ মন্ত্রে ব্রহ্মা পঞ্চবার প্রত্যুত্তর দিবে—

(য০)—ব্রহ্মন্! ২

(ব্র০)—যজমান! মহামহিম তুমি, অনুল্লঙ্ঘ্য আদেশ দানে সমর্থ, প্রজাবর্গের নিয়ন্তা সুতরাং সবিতা। ৩

(য০)—ব্রহ্মন্! ২

(ব্র০)—হে যজমান! মহামহিম তুমি, অমোঘবীর্য্য, প্রজাবর্গের অনিষ্ট-নিবারক সুতরাং বরুণ। ৪

(য০)—ব্রহ্মন্! ২

(ব্র০)—হে যজমান! মহামহিম তুমি, ঐশ্বর্য্যবান্, দেশের শান্তিরক্ষক সুতরাং ইন্দ্র। ৫

(য০)—ব্রহ্মন! ২

(ব্র০)—হে যজমান! মহামহিম তুমি, আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট থাকিলেও পুনঃপুনঃ সেবনীয় এবং বিপক্ষ-যুবতিগণের রোদন কারণ সুতরাং রুদ্র।৬

(য০)—ব্রহ্মন্! ২

* (নিষন্ন—একপ্রকার বিপন্ন) অর্থাৎ মনো-নিবেশ কর।

† সুবর্ণ-নির্ম্মিত কড়ি (পাশা) ইহারই পঞ্চমটির নাম 'কলি'।

‡ পাঁচটি অক্ষ একরূপ (অধোমুখ বা ঊর্দ্ধমুখ) পতিত হইলেই জয়।

* পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ ও ঊর্দ্ধ।

(ব্র০)—হে যজমান। তুমি মহামহিম সুতরাং ব্রহ্ম বলিযাও বর্ণনীয। ৭

অষ্টম মন্ত্রে যজমান পুরোহিতকে অহ্বান করিবে—

বহুকার্য্য মঙ্গল-কার্য্য-নিপুণ প্রত্যেক সাধু কার্য্যে প্রবর্ত্তক, হে পুরোহিত। এই স্থলে আগমন কর। ৮

পুরোহিত অথবা অধ্বর্য্যু নবম মন্ত্র পাঠ করত যজমানকে স্ফ্য প্রদান করিবে*—

হে স্ফ্য। যেহেতু তুমি ইন্দ্রেরই বজ্র অতএব এই ইন্দ্রের (যজমানের) বশ বর্ত্তী হও। ৯

---

২৯ কণ্ডিকা।

অনন্তর যজমান ঐ স্ফ্য দ্বারা দ্যূত ভূমি অঙ্কিত করিযা তদুপরি এই প্রথম মন্ত্রে চতুর্গৃহীত আজ্যহোম করিবে—

ক্ষণমাত্রে দেখিতে দেখিতে যিনি অতি প্রবৃদ্ধ হইতে পারেন, যিনি গৃহিগণের গৃহ ধর্ম্মে প্রধান সাক্ষী সেই অতিবিপুল ধর্ম্মস্বরূপ অগ্নি দেবতা এই মদ্দত্ত হবি প্রীতি পূর্ব্বক ভক্ষণ করুণ। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই আহুত স্থলে অক্ষপাত করিবে—

হে অক্ষগণ। আহুতি প্রদান পূর্ব্বক সব গৃহীত তোমরা, অতি প্রচণ্ড সূর্য্যরশ্মির সহিত মিলিত হইয়া আমাকে রাজন্য-বর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রদান কর। ২

---

৩০ কণ্ডিকা।

যজমান এই মন্ত্র পাঠ করত ভক্ষণ-কালে সদোমণ্ডপে প্রবেশ করিবে—

সমস্ত জীবের প্রেরয়িতা সবিতা, বাক্যরূপা সরস্বতী, রূপের অধিষ্ঠাত্রী ত্বষ্টা, পশুগণের আত্মীয পূষা, এই ইন্দ্র দেবতা (স্বযং), বৃহস্পতি রূপ ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) ওজ স্বরূপ বরুণ, তেজোরূপ অগ্নি, ব্রাহ্মণগণের রাজা সোম এবং দশম দেবতা বিষ্ণু—ইঁহাদের অভিপ্রাযানুযাযী আমি প্রসর্পণ করিতেছি। ১

॥ ইতি রাজসূয় সমাপ্ত ॥

* এই স্ফ দ্বারা অক্ষক্রীড়ার ভূমি অঙ্কিত করিতে হইবে।

[অথ চরক সৌত্রামণী*]

৩১ কণ্ডিকা।

[সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী]

বিরূঢ়া† ও অ-বিরূঢ়া উভয় প্রকার ব্রীহি ক্ষৌমে বদ্ধ রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে অ-বিরূঢ়া ব্রীহি সোমরসে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে বিরূঢ়া ব্রীহি চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করত এইমন্ত্রে, পচিবার জন্য রক্ষা করিবে—

হে ব্রীহি সকল! অশ্বিদ্বয়ের প্রীতির জন্য (পচিয়া) সুরারূপে‡ পরিণত হও! সরস্বতীর প্রীতির জন্য (পচিয়া) সুরারূপে পরিণত হও! সুত্রামা¶ ইন্দ্রের প্রীতির জন্য (পচিয়া) সুরারূপে পরিণত হও। ১

এই রূপে ব্রীহি সোমে পচিতে দিয়া, পশু-বিশসনাদি কার্য্য করিবে এবং বপা-মার্জনান্ত কার্য্যসমস্ত শেষ হইলে ঐ সোমে পচা ব্রীহি এই দ্বিতীয় মন্ত্রে পবিত্রে পূত করিবে+—

বায়ু-পূত* সোম, এই পবিত্রে অধো-মুখে ক্ষরিত হওত আরও পবিত্র হইতেছে এবং ইন্দ্রের বন্ধুর ন্যায় সপ্রীত গ্রহণীয় হইতেছে। ২

---

৩২ কণ্ডিকা।

ঐ পূত সুরাতে বদরীফল-চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া বৈকঙ্কত† পাত্রে বা পাত্রত্রয়ে প্রথমাদি মন্ত্র চতুষ্টয়ে গ্রহণ করিবে—

হে সোম! কৃষী, একাকী হইলেও স্বীয় কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন অত্যধিক যব শস্যও যেরূপ যথাক্রমে কর্ত্তন করে, সেইরূপ, স্বল্পমাত্রও তুমি, দেবগণের অত্যধিক প্রিয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছ; কুশাসনোপবিষ্ট ঋত্বিক্‌গণ তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। ১

হে সোম! তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, তোমাকে অশ্বিদেবদ্বয়ের‡ প্রীতির জন্য গ্রহণ করিতেছি। ২

হে সোম! তুমি উপয়ামে গৃহীত হই-

---

* এইটি পৃথক্ কোন যজ্ঞ নহে ইহা রাজসূয় যাগেরই শেষভাগ, সুরাকাণ্ড।

† বিরূঢ়া—অঙ্কুরিতা।

‡ ইহাকেই পৈষ্টী সুরা বা ধেনোমদ কহে।

¶ ইন্দ্রিয়গণকে স্বীয় স্বীয় কার্য্য-সাগরে সুন্দর রূপে তারণকারী ক্ষীর।

+ অর্থাৎ কলশাদির মুখে সম্বনরূপে কতকগুলি কুশা পাতিয়া তাহাতেই ঐ কাঁজি ছাঁকিবে।

* শতপথে কথিত আছে—"সোম প্রথমে দুর্গন্ধ ছিল পরে দেবগণ বায়ুকে বলিলেন—'সোমকে সুগন্ধ কর' অনন্তর বায়ু সোমের দুর্গন্ধ নষ্ট করিয়া সুগন্ধ করিলেন" (১,২,৭,৩)।

† বৈকঙ্কত (বেইচী) কাষ্ঠের নির্ম্মিত।

‡ অর্থাৎ অহোরাত্র রূপ সময়ের।

তেছ, তোমাকে সরস্বতী দেবতার* প্রীতির জন্য গ্রহণ করিতেছি। ৩

হে সোম। তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, তোমাকে সুত্রামা ইন্দ্রদেবতার† প্রীতির জন্য গ্রহণ করিতেছি। ৪

---

৩২ কণ্ডিকা।

অনন্তর সুরাগ্রহ সম্বন্ধে এই কণ্ডিকাত্মক অনুবাক্যা পাঠ করিবে—

হে সর্ব্ব জন-হিতকারী, অশ্বিদেবদ্বয়। যৎকালে ইন্দ্র; নমুচি অসুরের সহিত একত্র হইয়া এই সুবাম‡ বিশেষরূপে পান করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন; তৎকালে তোমরাই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছ¶। ১

---

৩৩ কণ্ডিকা।

তদনন্তর সুরাগ্রহ সম্বন্ধে এই কণ্ডিকাত্মক একটি যাজ্যা পাঠ করিবে—

হে মঘবন্। ইন্দ্র। যৎকালে তুমি বিশেষরূপে সুবাম পান করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলে, তৎকালে হিতকারিণী সরস্বতী কার্য্যত তোমার অনুগত হইয়াছিলেন* এবং সেইজন্যই অশ্বিদেবদ্বয়, পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করে সেইরূপ করিয়া কাব্যের দংশনার দ্বারা† তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১

● অর্থাৎ জিহ্বার।

† যাহার প্রেরণায় ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যপারাবার পার হইতে অর্থাৎ জগতে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হয় এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবান্ দেবতার অর্থাৎ জীবাত্মার।

‡ সুরাম শব্দে যাহা পান করিয়া চিত্ত আমোদিত হয়=সুরা।

¶ এইস্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে, যথা —"কোন সময়ে নমুচি নামক অসুর ইন্দ্রের সখা ছিলেন এবং ইন্দ্র তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, একদা উভয় বন্ধু একত্রে এই সৌত্রামণী সুরা পান করেন, ইত্যবসরে ঐ নমুচি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ইন্দ্রের বীর্য্যও সেই সুরার সহিত পান করেন সুতরাং বীর্য্যহীন ইন্দ্র বিপন্ন হইয়া অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতীকে এই বিপদ্ জ্ঞাপন করেন, তখন অশ্বিদেবতার তাঁহাকে জলের ফেনাতে নির্ম্মিত বজ্র প্রদান করেন এবং ঐ বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক সেই দুরাত্মা বিশ্বাসঘাতক নমুচির শিরশ্ছিন্ন হইলে অশ্বিদ্বয় তৎক্ষণাৎ উহার উদর বিদীর্ণ করত সেই পীত স বীর্য্য সোম পান করিয়া পরে বিশুদ্ধ ইন্দ্র বীর্য্য উদ্গীরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করেন শতপথ ১২,৩৪,৭। আখ্যায়িকামাত্রই নির্মূল কাব্যমাত্র, ইহা হইতে উপদেশ লাভ প্রয়োজনীয়।

* অর্থাৎ সে সময়ে তোমার স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতী আরূঢ়া থাকিলে তুমি আপনাকে বিপন্ন জ্ঞান করত তদুদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিতে না।

† অর্থাৎ জলের ফেনাতে নির্ম্মিত বজ্রনামাদি কার্য্যকৌশলে অথবা মন্ত্র প্রয়োগে, পক্ষান্তরে কাব্য রচনার দ্বারা, এতাবতা এইটিই যে 'কাল প্রকাশিত কাব্য রচনা' তাহাও এক প্রকার স্পষ্টই বলা হইল।

(চরক সৌত্রামণি সমাপ্ত)

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগ দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ একাদশ অধ্যায় ॥

[অগ্নিচয়ন]

যে কেহ অগ্নি চয়ন করিতে ইচ্ছা করিবে, সে ব্যক্তি ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপৎ তিথিতে পৌর্ণমাস ইষ্টি যথাবিধি সমাপ্ত করিয়া পুরুষ, অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগ—এই পাঁচটির দ্বারা যাগ করিয়া ঐ পঞ্চপ্রকার মুণ্ড ঘৃতাক্ত করত প্রথম চিতিতে* উপাধান করণার্থ† কোন এক স্থানে রক্ষা করিবে এবং তাহাদের কবন্ধগুলি কোন নষ্ট পুষ্করিণীতে (পচা পুকুরে) ক্ষেপণ করিবে। এস্থলে আরও স্মর্ত্তব্য—এই পুষ্করিণী হইতেই উখাদির‡ নির্ম্মাণ করিবার জন্য মৃত্তিকা ও জল গৃহীত হইবে। অনন্তর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে উখা-সম্ভরণ¶ হইবে। সেই জন্য আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি বেদী হইতে লইয়া সেই আহবনীয় বেদীর পূর্ব্বভাগে চতুস্কোণ একটি গর্ত্ত করিবে এবং সেই তড়াগ হইতে মৃৎপিণ্ড আনিয়া সেই গর্ত্তে আহবনীয় বেদীর সমান উচ্চ করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর সেই মৃৎপিণ্ড ও আহবনীয় বেদীর মধ্যদেশে বেলেমাটির ঢিবি আনিয়া রাখিবে কিন্তু ঐ বেলে মাটির ঢিবীতে একটি ছিদ্র এরূপ থাকিবে যাহার দ্বারা আহবনীয় ও পিণ্ডের পরস্পর দর্শন হইতে পারে। আহবনীয় বেদীর দক্ষিণে অশ্ব, গর্দ্দভ ও ছাগ—এই তিনটি পশু মুঞ্জের রজ্জুতে বন্ধন করত পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া রাখিবে। আহবনীয়ের উত্তরে বাঁশের এবং স্বর্ণ বা কোনরূপ চিত্রবর্ণের উভয় মুখ তীক্ষ্ণীকৃত অভ্রি স্থাপন করিবে। পরে গার্হপত্য অগ্নিতে ঘৃত সংস্কৃত করিয়া এবং জুহূ ও স্রুব ধৌত করিয়া স্রুবে অষ্টবার আজ্য গ্রহণ করত আহবনীয়াগ্নিতে পরিস্তরণ সমিদাধানাদি পুরঃসর ঊর্দ্ধ হস্তে অবিচ্ছিন্ন ধারা ক্রমে এই প্রথমাদি অষ্ট কণ্ডিকা পাঠ করত একটি আহুতি প্রদান করিবে—

১ কণ্ডিকা।

প্রজাপতি, অগ্নির জ্যোতিকে* সঙ্গ্রহ

---

* অগ্নিচয়নে পাঁচটি চিতিক্রিয়া হইয়াথাকে।

† পরেই প্রকাশিত হইতেছে।

‡ উখা—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত উদুখল।

¶ মৃত্তিকার উদুখল নির্ম্মাণ।

* অর্থাৎ গ্যাশকে।

করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিশ্চয় করিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক বুদ্ধি বিস্তাব কবত এই পৃথিবী হইতেই উহা লাভ কবিযা ছিলেন*। ১

২ কণ্ডিকা।

যে দেবতা এই বিশ্বসংসাবকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত কবিতেছেন, তাঁহাবই নিযোগে বিদ্যমান আমবা স্বর্গ লাভ কামনায় সমাহিত মানসে যথাশক্তি অগ্নিচযন কার্য্য কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছি। ১

৩ কণ্ডিকা।

যে দেবতা এই বিশ্বসংসাবকে স্বীয স্বীয কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত কবিতেছেন, তিনিই, যাঁহাবা স্বর্গে বিচবণকারী, যাঁহাবা স্বযং প্রদীপ্ত এবং যাঁহাদেব দীপ্তিতে এই ভূলোক পর্য্যন্ত আলোকিত হইযা থাকে এতাদৃশ দেবগণকে† এই অগ্নিচযন কার্য্যেব সাহায্যকাবী কবিযা নিযুক্ত করুন। ১

৪ কণ্ডিকা।

অতি মহান্ সুবিচক্ষণ* ব্রাহ্মণেব* অধীন, হোতৃ কার্য্যে ব্রতী এই ব্রাহ্মণ গণ†, এই অগ্নিচযন কার্য্যে মনোনিবেশ করুন এবং কার্য্যত যথাযথ হস্তপদাদি চালনেও তৎপব হউন‡,—যে দেবতা এই বিশ্বসংসাবকে স্বীয স্বীয কর্ত্তব্যা নুষ্ঠানে নিযুক্ত কবিতেছেন, যিনি প্রাণি মাত্রেবই মনোবৃত্তি অবগত আছেন, এক-মাত্র তিনিই ইহা সম্পন্ন করুন। তাঁহাব স্তুতি অসীম। ১

৫ কণ্ডিকা।

হে পত্নী ও যজমান। তোমাদেব এই কার্য্যে সেই অনাদি ব্রহ্মকেও যেন¶ নম উক্তিব দ্বাবা+ যোগ কবিতেছি×। বিজ্ঞগণ, তোমাব এই অসামান্য কীর্ত্তি পথে পথে গান করুন এবং এই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মেব, যে পুত্রসকল দিব্যধামে বহিযাছেন তাঁহাবা তাহা শ্রবণ করুন। ১

* অতএব পার্থিব শরীরধাবী পুরুষাদি পশু হইতে অগ্নিচযনে প্রবৃত্তি।

† সূর্য্য চন্দ্রাদিকে।

* ব্রহ্মার। † অথর্ব্বা প্রভৃতি ঋত্বিকগণ।

‡ অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রিতা না করেন।

¶ তাঁহাব যোগ সর্ব্বত্রই আছে অতএ যেন'।

× আবাধনাব দ্বাবা।

+ অর্থাৎ স্বীয সাক্ষাৎকাব কবিতেছি।

৬ কণ্ডিকা।

যাঁহার গতিতেই সূর্য্য চন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের গতি, যাঁহার মহিমাতেই সূর্য্য চন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের মহিমা, যাঁহার দীপ্তিতেই সূর্য্য চন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের দীপ্তি, যিনি এই পার্থিব স্থাবর জঙ্গম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি এরূপ অনন্ত লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি স্বীয় অনুপম মহিমাতে অশ্বরূপে* সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছেন,—তিনিই সেই ব্রহ্ম—তিনি সমস্ত জগৎকে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াথাকেন সুতরাং তাঁহাকে সবিতা বলা যায়। ১

৭ কণ্ডিকা।

হে সবিতা দেবতা! প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য অগ্নিচয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত যজমানকে পূর্ণমনোরথ কর। হে স্বয়ম্প্রভ।† হে গন্ধর্ব্ব।‡ তুমিই একমাত্র জ্ঞানের শোধন কর্ত্তা অতএব আমাদের জ্ঞান বিশুদ্ধ কর। এবং তুমিই একমাত্র বাক্যের অধিপতি অতএব আমাদের বাক্য আস্বাদযুক্ত কর। ১

৮ কণ্ডিকা।

হে সবিতা দেবতা। যে যজ্ঞে অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ পরিতৃপ্ত হইবেন, যে যজ্ঞে ব্রহ্মাপ্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ পরীক্ষিত হইবেন, যাহা অন্যান্য সমস্ত যজ্ঞেরই মূল*, যাহা ইহলোক এবং পরলোক উভয়লোক জয়ের কারণ,—ঈদৃশ এই অগ্নিচয়ন যজ্ঞ সুসম্পন্ন কর। এবং তোমার প্রসাদে ঋক্†, স্তোমঃ‡, গায়ত্র সাম¶, রথন্তর সাম+ ও গায়ত্র পথে বর্ত্তমান বৃহৎ সাম× —এই প্রধান মন্ত্র-

* কারণব্যূহ বা গণব্যূহ নামক বৌদ্ধ সূত্র গ্রন্থেও প্রাণিমাত্রের একমাত্র উদ্ধর্ত্তা "বালাহ" নামক অশ্বরাজের অনেক বর্ণনা দেখা যায়।

† যাঁহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য প্রকাশের আবশ্যক নাই।

‡ যিনি এই বিশ্ব চরাচরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন

* এই অগ্নিচয়নে লব্ধ অগ্নিই অন্যান্য সকল যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় সুতরাং এই যজ্ঞই অন্যান্য সকল যজ্ঞের মূলরূপে বর্ণিত হইল।

† ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র।

‡ কতিপয় ঋকের প্রথম-বিশেষ. ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ প্রভৃতি তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণের তৃতীয়াদি অধ্যায়ত্রয়ে বিহিত আছে।

¶ গায়ত্রীনামে প্রসিদ্ধ ঋকে গীত সাম।

\+ সামবেদীয় অরণ্যগানের ১,২,১,২১ সাম

× সামবেদীয় অরণ্যগানের ১,২,১,২৭ সাম।

গুলি—এই যজ্ঞে সফল হউক। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

---

৯ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রদ্বয় এবং দশম কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রটি—এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করত বৈণবী* গ্রহণ করিবে—

হে বৈণবি! অঙ্গিরা ঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে শ্রুত মন্ত্রের প্রভাবে যেরূপে এই পৃথিবীর ক্রোড় হইতেই পুরীষ্য অগ্নি সম্পাদন করিয়াছিলেন† সেইরূপে আমিও অগ্নিচয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া,—সবিতৃ-দেবতার প্রেরণা-বশে, অশ্বি দেবদ্বয়ের বাহুযুগল এবং পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে ও গায়ত্রীচ্ছন্দে শ্রুত মন্ত্রের প্রভাবে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১,২

---

১০ কণ্ডিকা।

হে বৈণবি! তোমার নাম অভ্রি, তুমি নারী‡ হইতেছ; আমরা, তোমার দ্বারা এবং জগতীচ্ছন্দের মন্ত্রের প্রভাবে, অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় এই পৃথিবীর উৎসঙ্গ হইতেই*, উদ্যোগ পূর্ব্বক পুরীষ্য অগ্নি† লাভ করিতে পারিব। ১

---

১১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে হিরণ্ময়ী বা কল্মাষী‡ অভ্রি গ্রহণ করিবে—

সবিতৃ-দেবতার প্রেরণাবশে, আমি, অনুষ্টুপ্ ছন্দের মন্ত্রে, অঙ্গিরা ঋষির ন্যায়, হিরণ্ময়ী অভ্রি হস্তে ধারণ করত এই পৃথিবীর উৎসঙ্গ হইতেই¶ অগ্নির জ্যোতি+ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১

---

১২ কণ্ডিকা।

ঐ অভ্রিদ্বয় হস্তে লইয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াই এই মন্ত্রে অশ্বাভিমন্ত্রণ করিবে—

হে বাজিন্! উৎকৃষ্ট সংবৎকে× লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে দৌড়িয়া আইস।

---

* বেণু=বাঁশ। তন্নির্ম্মিত খোন্তা। আহবনীয়ের উত্তরে পূর্ব্ব হইতেই ইহা স্থাপিত আছে। ১৯২ পৃ° ২স্তম্ভ ১১পংক্তি দেখ।

† এতাবতা পচাপুকুর হইতে পুরীষ্য অগ্নি অর্থাৎ গ্যাশ্ অঙ্গিরা ঋষিই প্রথমে প্রকাশ করেন।

‡ নারী=অরি-শূন্য অথবা নরা নামক খোন্তার স্ত্রী, ইহা কাব্যমাত্র।

* পচাপুকুর হইতে অথবা পচাপুকুরের পচা মৃত্তিকা হইতে।

† গ্যাশ্।

‡ বিচিত্র-বর্ণা।

¶ পচাপুকুর হইতে।

+ গ্যাশ্।

× ভাষ্যকার বলেন সংবৎ শব্দে এস্থলে যজ্ঞ-

ভূমি

হে অশ্ব! তোমার জন্ম দ্যুলোকে, তোমার নাভি অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীই তোমার স্থান*। ১

---

১৩ কণ্ডিকা।

অনন্তর গর্দ্দভাভিমন্ত্রণ করিবে—

হে পত্নী ও যজমান! তোমরা উভয়ে ধনবর্দ্ধক, অস্মদাদির হিতকারী, সাধার অগ্নির বহনে সমর্থ—এই রাসভকে এই যজ্ঞকার্য্যে গ্রহণ কর। ১

---

১৪ কণ্ডিকা।

তদনন্তর অজাভিমন্ত্রণ করিবে—

পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন আমরা,—উৎসাহবান্, ইন্দ্রিয়বান্ এই ছাগকে দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই আহ্বান করিয়াথাকি সুতরাং ইনিই আমাদের কার্য্যরক্ষক। ১

---

১৫ কণ্ডিকা।

স্পর্শ না করিয়াই, ভয়াদি প্রদর্শন দ্বারাই এই মন্ত্র পাঠ করত অশ্বকে পূর্ব্ব দিকে তাড়াইয়া দিবে—

হে অশ্ব! অস্মদাদির শত্রুদিগকে বধ করত এবং নিন্দকগণ কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ নিন্দাকে আক্রমণ করত আমাদিগের কল্যাণকারী হইয়া* অত্র পুনরাগত হওত পশুপালের মধ্যে দলপতিত্ব লাভ কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐরূপে গর্দ্দভকে তাড়াইয়া দিবে—

হে রাসভ! স্বীয় সখা পূষার সহিত† এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে গমন কর এবং আমাদিগের ভয় বিদূরিত করত‡ কল্যাণ পথে পুনরাগমন কর। ২

---

১৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐরূপে অজাকে তাড়াইয়া দিবে—

হে অজে! এই পৃথিবী হইতে পুরীষ্য অগ্নি আহরণ কর। ১

---

* ইহা বিরাট্ রূপে অশ্বের বর্ণনা।

* যজ্ঞীয় অশ্ব নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে থাকিলে সুতরাং শত্রুরা মনস্তাপে মৃতপ্রায় ও নিন্দকেরা মূকপ্রায় হইবে এবং ইহাই বিস্তর কল্যাণ।

† ভাষ্যকার বলেন 'একাকী দূর পথে গমন নিষিদ্ধ অতএব পূষার সহিত গমন বিহিত। পূষা=পৃথিবী"।

‡ ভাষ্যকার বলেন 'ব্যাঘ্রাদি ভয় বিদূরিত করত'।

সেই চতুষ্কোণ গর্ত্তে স্থাপিত মৃৎপিণ্ডের সমীপে, এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ব্রহ্মা যজমান ও অধ্বর্য্যু গমন করিবে এবং তৎসহ সেই অশ্ব, গর্দ্দভ ও ছাগও যাইবে—

আমরা পুরীষ্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হইতে যাইতেছি, অঙ্গিরাও এইরূপ করিয়াছিলেন। ২

তৃতীয় মন্ত্রে অনদ্ধাপুরুষকে* পুরীষ্য-ভাবে দর্শন করিবে—

আমরা পুরীষ্য অগ্নির সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অঙ্গিরাও এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৩

১৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত বল্মীকবপার দ্বারা† সেই মৃৎপিণ্ড অবলোকন করিবে—

যিনি উষোদয়ের প্রাক্ কালে (অর্থাৎ রাত্রে) অগ্নিরূপে প্রকাশক, যিনি, দিবসে সহস্র রশ্মিরূপে দ্যুলোকে উদিত হএন— যিনি দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন,— আমরা অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ সেই দেবতাকে অন্বেষণ করিতেছি। ১

১৮ কণ্ডিকা।

মৃৎপিণ্ড-সমীপে এই মন্ত্রে অশ্বাভিমন্ত্রণ করিবে—

এই বেগবান্ অশ্ব, রণপথে চালিত হইলে সমস্ত সঙ্গ্রামভূমি কম্পমান করেন, সম্প্রতি এই যাজ্ঞিক সভায় আনীত হইয়া স্থির চক্ষে এই পিণ্ডকে অবলোকন করিতেছেন। ১

১৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঐ মৃৎপিণ্ডের উপরি সেই অশ্বের সব্য পদ স্থাপন করিবে—

হে বাজিন্! এই ভূমি আক্রমণ করিয়া ভূমির দীপ্ত্যাদির দ্বারা ইহাতে অগ্নির পরীক্ষা করত আমাদিগকে জানাও—যে, এই মৃৎপিণ্ড হইতে অথবা যে স্থান হইতে এই মৃৎপিণ্ড আহৃত হইয়াছে, তথায় উদ্যোগ করিলে আমরা পুরীষ্য অগ্নি লাভ করিতে পারিব কি না? ১

* যে ব্যক্তি দেব-পিতৃ-মনুষ্য কার্য্যে অনুপযুক্ত অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য।

† অর্থাৎ আহবনীয় ও সেই মৃৎপিণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সেই ছিদ্রবিশিষ্ট বাল্মীক ঢিবির ছিদ্রপথে। বোধ হয় ইহা আগ্নেয় (গ্যাস্) মৃত্তিকা পরীক্ষা করিবার যন্ত্রবিশেষ।

২০ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, সেই অশ্বপৃষ্ঠে, স্পর্শশূন্য হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে অশ্ব! দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠদেশ, পৃথিবী তোমার পাদপীঠ, অন্তরীক্ষই তোমার আত্মা, সমুদ্রই তোমার নিবাস-স্থান*। তুমি সংগ্রামে যে আকারে দণ্ডায়মান হইয়াথাক, এই পিণ্ডের উপরিও সেই ভাবে সতেজ দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হও। ১

---

২১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত ঐ মৃৎপিণ্ড হইতে অশ্বের সব্য পদ অবতারিত করিবে—

হে ধনপ্রদ বাজিন্! এই স্থান হইতে উত্তীর্ণ হও! আমাদিগের যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াথাকে তাহা হইলে সুবুদ্ধি অনুসারে আমরা এই মৃৎপিণ্ড হইতে অথবা মৃৎপিণ্ডের আধার সেই নষ্ট পুষ্ট-রিণী হইতেই পুরীষ্য অগ্নির সম্পাদনে উদ্যোগী হইব। ১

---

২২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে অশ্বাভিমন্ত্রণ করিবে—

হে ধনপ্রদ, বেগবান্, অশ্ব! তুমি যে মৃৎপিণ্ডটি আক্রমণ করিয়াছিলে উহা বিশেষ কার্য্যকর বলিয়া স্থির হইয়াছে অতএব আমরা 'নাক' বলিয়া প্রসিদ্ধ উৎ-কৃষ্ট স্বর্গারোহণ আশয়ে প্রথমত সেই মৃৎপিণ্ডটি খনন করত পুরীষ্য অগ্নির আবিষ্করণে যত্নবান্ হইতেছি। ১

---

২৩ কণ্ডিকা।

সেই মৃৎপিণ্ড সমীপে উপবিষ্ট হইয়া অশ্বপদ-চিহ্নে এই কণ্ডিকা এবং পরকণ্ডি-কাত্মক মন্ত্রদ্বয় ব্যতিষক্তক্রমে* পাঠ করত আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে—

হে অগ্নে!† মনোনিবেশ সহকারে এই ঘৃতের দ্বারা সমস্তভুবনের নিবাস হেতু, তোমাকে সিঞ্চিত করিতেছি।—। তুমি, তির্য্যক্ প্রমাণে অতিশয় বিস্তৃত, বয়ঃ-ক্রমানুসারে অতিবৃদ্ধ, বিবিধ অন্নে পরি-পূর্ণ এবং সর্ব্বদা সোৎসাহ ও সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর। ১

---

* বৌদ্ধ ধর্ম্মে গণ্ড্যূহ নামক মহাযান গ্রন্থেও সেই বালাহ অশ্বরাজ সমুদ্রশায়ী বলিয়া বিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

* অর্থাৎ এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ ও পরকণ্ডিকাত্মক মন্ত্রের পরার্দ্ধ যোগে মন্ত্রৈক পাঠ করত প্রথম আহুতি এবং পরকণ্ডিকাত্মক মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ ও এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রের পরার্দ্ধ যোগে মন্ত্রৈক পাঠ করত দ্বিতীয় আহুতি।

† অর্থাৎ এই পিণ্ডান্তর্গত পুরীষ্য অগ্নে!

২৪ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! * তুমি প্রত্যক্ষ দেবতো-মাকে নিষ্কপট মানসে ভালরূপে ঘৃতে সিঞ্চিত কবিতেছি, তুমি প্রীতি সহকারে এই ঘৃত সেবন কর।—তুমি মর্ত্ত্যগণেব আশ্রয়ণীয়, দর্শনীয় কান্তিমান্, তোমাকে কোন রূপ নাস্তিকও অগ্রাহ্য করিতে পারে না। ১

---

২৫ কণ্ডিকা।

ঐ পিণ্ডোপবি অভ্রিদ্বারা উত্তরোত্তর রেখা-ত্রয় প্রদান করিবে, তন্মধ্যে এই মন্ত্রে প্রথমরেখা হইবে—

অন্ন রক্ষক, ক্রান্তদর্শী অগ্নি, যজমানকে (মূল্য) বিবিধ রত্ন প্রদান পুরঃসর বিবিধ হব্য স্বীকার করিয়া থাকেন। ১

---

২৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঐ বেখার উত্তবে দ্বিতীয়া রেখা অঙ্কিত করিবে—

হে বলজাত† অগ্নে! তুমি মেধাবী. তুমি সাধুগণের আশ্রয় ও অসাধু বিঘ্ন-কারী রক্ষোদলের হন্তা এবং তুমি সততই অসহ্য জ্বালা-জালে শোভমান, আমরা তোমাকে প্রতিদিন অর্চ্চনা করি। ১

---

২৭ কণ্ডিকা।

ঐ দ্বিতীয় বেখার উত্তরে, এই মন্ত্রে তৃতীয় রেখাপাত করিবে—

হে অগ্নে! তুমি দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া জগতের রস-শোষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছ, কি জলের মধ্যে, কি পাষাণের অন্তরে, কি অরণ্যে, কি ওষধিতে—তুমি সর্ব্বত্রই বিরাজমান রহি-য়াছ, হে নৃপতে। নরাদিদেহেও পবিত্র-রূপে তুমিই আধিপত্য করিতেছ। ১

---

২৮ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে অভ্রিগ্রহণ এবং পরমন্ত্রে সেই মৃৎপিণ্ড খনন করিবে—

হে অভ্রে। পৃথিবী হইতে পুরীষ্য অগ্নি প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে,—যাঁহার নিয়োগে এই সমস্ত চরাচর নিযুক্ত রহিয়াছে সেই সর্ব্বনিয়ন্তৃ দেবতার নিয়োগ বশে ও অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুবলে

* অর্থাৎ হে পুরীষ্য অগ্নির আশ্রয়।

† যেহেতু বল পূর্ব্বক অরণীদ্বয় মন্থন করিয়া উৎপন্ন করিতে হয়, সেই জন্যই বল-জাত বলা যায়।

এবং পূষা দেবতার হস্ত-সাহায্যে, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

ভূগর্ভ হইতে পুরীষ্য অগ্নি প্রকাশ করিবার জন্য, অদ্য আমিও অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। হে অগ্নে! তুমি জ্যোতিষ্মান্, তুমি সুমুখ, তুমি সততই স্বীয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ এবং প্রজাগণের হিতকারী, কল্যাণস্বরূপ তোমাকে এই পৃথিবীর ক্রোড় হইতে লাভ করিবার জন্য অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ২

---

২৯ কণ্ডিকা।

সেই খাত মৃৎপিণ্ডের উত্তরভাগে প্রাগ্‌গ্রীব* কৃষ্ণাজিন আস্তৃত করিয়া প্রথম মন্ত্র পাঠ করত তদুপরি পদ্মপত্র পাতিবে—

হে পত্র। তুমি যাবৎ জলের উপরি ভাসমান থাক, তৎকালে তোমার চতুষ্পার্শ্বেই উদকরাশি দর্শকের অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে, তুমি অগাধজলে বর্দ্ধমান হওত এতাদৃশ বৃহদাকার হইয়াছ ;— অদ্য তোমাকে পুরীষ্য অগ্নির আধার করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ পত্র বিস্তীর্ণ করিবে—

হে পত্র! তুমি দ্যুলোকের ন্যায় উরুভাবে প্রথিত হও। ২

৩০। ৩১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রদ্বয়ে সেই পাতিত কৃষ্ণাজিন এবং পুষ্করপর্ণ উভয়ই একত্র স্পর্শ করিবে—

ছিদ্রশূন্য, সুবিস্তীর্ণ, অবকাশবান্ তোমরা উভয়েই এই পুরীষ্য অগ্নিকে আচ্ছাদন কর—ইহাকে ধারণ কর, তোমরা ইহার বর্ম্মস্বরূপ এবং যজমানের শর্ম্মস্বরূপ হও। ১

স্বর্গবিৎ তোমরা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই যেন এই জ্যোতিষ্মান্ অগ্নিকে স্বর্গলাভের জন্য বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছ, এইরূপে চিরদিনই হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করত আচ্ছাদিত রাখিয়া থাক। ২

---

৩২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ মৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিবে—

হে অগ্নে! তুমি এই সমস্ত চরাচরের পালয়িতা, সর্ব্বপ্রথমে অথর্ব্বা ঋষিই তোমাকে প্রকাশ করিয়াছেন। ১

* অর্থাৎ সেই মৃগচর্ম্মের শিরোদেশ পূর্ব্বভাগে এবং অধোদেশ পশ্চিম ভাগে থাকিবে।

পরে এই দ্বিতীয় মন্ত্র এবং ৩৩ হইতে ৩৭ পর্য্যন্ত পঞ্চ কণ্ডিকাত্মক পাঁচটি, এই ছয়টি মন্ত্র পাঠ করত ঐ মৃৎপিণ্ড উভয় হস্ত দ্বারা এই কৃষ্ণাজিনে পাতিত পুষ্কর-পর্ণের উপরি রক্ষা করিবে—

হে অগ্নে! এই বিশ্বসংসারের কার্য্য-নির্ব্বাহক, ক্ষিত্যাদি সমস্ত ভূত পদার্থের শির:স্বরূপ (প্রধান)—পুষ্কর* হইতে, তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে অথর্ব্বা ঋষিই প্রকাশ করেন। ২ (১)

---

৩৩ কণ্ডিকা।

তুমি বৃত্রহা, তুমি পুরন্দর, তোমাকে অথর্ব্বা ঋষির পুত্র দধীচি ঋষিই সর্ব্ব-প্রথমে কার্য্যে ব্যবহৃত করেন। ১ (২)

---

৩৪ কণ্ডিকা।

পরে বৃষরাজা, পথে, দস্যুদলের আক্র-মণে স্বীয় প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব গুণে তো-মাকে লাভ করিয়া ব্যবহার করত সেই সমস্ত দস্যুকে পরাজিত করেন এবং সেই অবধি তোমাকে ধনঞ্জয় জানিয়া প্রত্যেক রণক্ষেত্রে যোদ্ধারা ব্যবহৃত করিয়া থাকেন। ১ (৩)

---

৩৫ কণ্ডিকা।

আহ্বানকার্য্যে নিযুক্ত হে অগ্নে! তুমি এই কৃষ্ণাজিনে পাতিত পুষ্করপর্ণকে স্বীয় বাসস্থান জানিয়া, ইহার উপরি অবস্থিতি কর, এই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত যজমানকে যজ্ঞফল প্রাপ্ত করাও। তুমি দেবগণের হবি বহন করিয়াথাক অতএব দেবগণের প্রিয়তম। এই যজমানকে অতিবিস্তৃত যশ প্রদান কর। ১ (৪)

---

৩৬ কণ্ডিকা।

*অগ্নি, তুমি যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হও (কেহ তাহা রোধ না করিলে) অবশ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হও; তোমার বুদ্ধি অত্যুৎকৃষ্ট; তুমি পৃথিবীর প্রধান নিবাসী তুমি সহস্র-পোষী, তোমার জিহ্বা (জ্বালা) অতীব পবিত্র, তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য বিলক্ষণ অবগত আছ এবং তাঁহাতে সু-নিপুণ, অধুনা হোতৃধিষ্ণ্যাদিতে যথাক্রমে গমন করত প্রদীপ্তরূপে হোতৃকার্য্য সম্পন্ন কর। ১ (৫)

---

* পুষ্কর শব্দে জল 'আপো বৈ পুষ্করং' শতপথ শ্রুতি ৬,৪,২,২।

৩৭ কণ্ডিকা।

হে যজ্ঞের উপযুক্ত, প্রশস্ত, অগ্নে! তুমি দেবগণের প্রিয়তম, মহান্, এই কৃষ্ণাজিনে পাতিত পুষ্করপর্ণে সম্যক্‌রূপে আসীন হও এবং পরে হোতৃধিষ্ণ্যাদিতে উপস্থাপিত হইয়া প্রদীপ্ত হও, অনন্তর আহুতি প্রাপ্তে দর্শনীয়, সঘন ধূম উদ্গীরণ কর। ১ (৬)

---

৩৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে সেই মৃৎপিণ্ডস্থ গর্ত্তে জল সিঞ্চন করিবে—

অমৃতরূপিণী জল দেবীরা, প্রজাবর্গের আরোগ্য কামনায় এই গর্ত্তে সিঞ্চিত হইতেছেন,—এইরূপ সিঞ্চিত স্থান হইতেই উৎকৃষ্ট ফলবান্ ওষধি তৃণ সকল উদ্ভিন্ন হইয়াথাকে। ১

---

৩৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত সেই পিণ্ডস্থ গর্ত্তে বায়ু প্রবেশ করাইবে—

উত্তানরূপে অবস্থিত, হে মৃৎপিণ্ড। তোমার এই বিকসিত হৃদয়ে, অন্তরীক্ষচারী বায়ু সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হউক। হে দেব! (বায়ো!) যে তুমি, সমস্ত দেবতারই প্রাণরূপে এই জগতে অবস্থিতি করিতেছ, অদ্য সেই তোমাকে (প্রাণরূপে নিবসতির জন্য) এই মৃৎপিণ্ড প্রদত্ত হইতেছে। ১

---

৪০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে সেই পাতিত কৃষ্ণাজিনের প্রান্তভাগ সকল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া বন্ধনার্থ সংগ্রহ করিবে—

সুন্দররূপে সমুৎপন্ন এই অগ্নি স্বীয় জ্যোতির সহিত এই স্বর্গতুল্য, ররণীয়, কৃষ্ণাজিন-নির্ম্মিত গৃহ প্রাপ্ত হউন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ত্রিবৃত মুঞ্জ-যোক্ত্র দ্বারা ঐ প্রান্ত সকল একত্র করিয়া ভালরূপে বন্ধন করিবে—

হে বিভাবসো অগ্নে! এই বিচিত্রবর্ণ কৃষ্ণাজিন রূপ বসন পরিধান কর। ২

---

৪১ কণ্ডিকা।

সেই কৃষ্ণাজিনে বদ্ধ মৃৎপিণ্ড গ্রহণ করত এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উত্থিত হইবে—

হে সুন্দর-যাগ-নির্ব্বাহক, অগ্নে! উত্থান কর— দৈব-বুদ্ধি-অনুসারে আমাদিগের

কল্যাণ কর এবং অশ্বাদাদির স্তুতিবশে, প্রাণিবর্গের দর্শনার্থ, মহৎ প্রকাশরূপে প্রকটিত হও। ১

---

৪২ কণ্ডিকা।

সেই মৃৎপিণ্ড গ্রহণ পুরঃসর এই মন্ত্র পাঠ করত পূর্ব্বাভিমুখে (যে স্থলে সে অশ্বাদি আছে) গমন করিবে—

হে দেব। (যাবৎ তোমাকে বহন করিতেছি তাবৎ) আমাদিগের কল্যাণার্থ ঊর্দ্ধেই অবস্থিতি কর। দেবগণের হবিবহনে সমর্থ, জ্বালা সমূহের সহিত আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি ঊর্দ্ধে উদিত সবিতা দেবতার ন্যায় অন্ন দাতা হও। ১

---

৪৩ কণ্ডিকা।

পরে ঐ পিণ্ড সেই অশ্বাদির সমীপে উপস্থিত করত ভূমিতে রক্ষা করিয়া অশ্বকে অগ্নিরূপে লক্ষ্য করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে অগ্নে। তুমি এই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে সমুজ্জল রহিয়াছ; ওষধিসকলের পোষয়িতা, ঊর্দ্ধে উদিত এই (চন্দ্র) সুন্দর মূর্ত্তি, তোমারই, রাত্রিগতে তমোনাশক, নানাবর্ণ রশ্মিজালে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন এই শিশু (নবোদিত সূর্য্য) মূর্ত্তিও তোমারই এবং এই জগতের পরিমাণকারী অন্তরীক্ষভাগে, সশব্দে হঠাৎ প্রদীপ্ত (বিদ্যুৎ) জ্যোতিও তুমিই। ১

---

৪৪ কণ্ডিকা।

অনন্তর রাসভকে লক্ষ্য করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে গমনক্ষম রাসভ। দৃঢ়কায় হও—বেগগমনে অশ্বও হও—স্বীয় পৃষ্ঠ বিস্তীর্ণ করত এই পুরীষ্য অগ্নি গ্রহণ কর—এই পুরীষ্য অগ্নিকে বহন কর। ১

---

৪৫ কণ্ডিকা।

অনন্তর অজাকে লক্ষ্য করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে অগ্নির প্রিয়পশু! * মর্ত্ত্যবাসী প্রজাগণের পক্ষে কল্যাণ প্রদ হও,—দ্যাবা

* ছাগকে অগ্নির প্রিয়পশু বলা যায় শত পথ ৬.৪.৪৪। এই জন্যই পুরাণে অগ্নির বাহন ছাগ উক্ত হইয়াছে।

পৃথিবীকে শোকান্বিত করিও না—অন্তরীক্ষকে শোকান্বিত করিও না—এবং বনস্পতিদিগকেও শোকান্বিত করিও না। ১

— —

৪৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে অশ্বের উপরি ঐ পিণ্ড ধারণ করিবে—

অশ্ব। পুরীষ্য অগ্নিকে ধারণ করত রাসভকে পশ্চাৎ ফেলিয়া হ্রেষা শব্দ পূর্ব্বক বেগে আগমন কর।—

তোমার পরমায়ু কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যেন তুমি ব্যাপাদিত না হও ১

অনন্তর সেই পিণ্ড অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে লইয়া এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক রাসভ-পৃষ্ঠে ধারণ করিবে—

হে রাসভ। জল হইতে সমুৎপন্ন 'সমুদ্রিয়' নামে প্রসিদ্ধ, যজ্ঞফল বর্ষণে সমর্থ এই পুরীষ্য অগ্নিকে ধারণ করত, যজ্ঞীয় কার্য্যের উপযোগিতা লাভ কর ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত উহা ঐ রাসভ পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলিত করিবে-

হে অগ্নে। হবি ভক্ষণার্থ আগমন কর। ৩

— —

৪৭ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ পিণ্ড অজোপরি স্থাপন করিবে—

হে অগ্নে। তুমি ঋত এবং তুমিই সত্য, এই অজোপরি রক্ষিত হইতেছ। ১

অনন্তর অধ্বর্য্যু, আহবনীয়-সমীপে সম্যক্‌রূপে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে অনন্ধ পুরুষকে সমীক্ষণ করিবে—

অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় আমরাও এই পুরীষ্য অগ্নিকে সঙ্গ্রহ করিতেছি। ২

ইতি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত আহবনীয়ের উত্তরে জলসিক্ত মার্জ্জিত, বালুকাময়, পূর্ব্বদ্বার, উৎকৃষ্ট পরিবৃত স্থান প্রস্তুতীকৃত রহিয়াছে; এই তৃতীয় মন্ত্র এবং পরকণ্ডিকাত্মক মন্ত্র পাঠ করত সে স্থলে ঐ পুরীষ্য অগ্নির আধার সেই পাঙ্কল মৃত্তিকা স্থাপন করিবে—

হে ওষধিসকল। তোমরা এই স্থলে আগমন কর—(আসিয়া) এই স্থলে আগত, কল্যাণকর, এই অগ্নিকে আমোদিত কর হে অগ্নে। তুমি আমাদের ব্যাধি এবং দুর্ভিক্ষ পীড়ার শান্তিকারক হইয়া এই স্থলে অবস্থিতি কর—আমাদেগের দুর্ম্মতি নাশ কর। ৩

—

৪৮ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! তোমরা এই অগ্নিকে পতিত্বে স্বীকার কর—এই অগ্নিই ঋতুকালে তোমাদের সনাতন যোনিদেশে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভরূপে পরিণত হইয়া থাকেন* সুতরাং তোমরা ইহাঁরই অনুগ্রহে সুন্দর কুসুমে শোভিত হইয়া পরে অভীষ্ট ফল লাভ করিয়াথাক। ১

---

৪৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রপাঠকরত সেই পিণ্ড এই স্থানে স্থাপনানন্তর ঐ পিণ্ড বাহক ছাগের কতক গুলি লোম গ্রহণ পুবঃসর অশ্বাদি বাহন ত্রয়কেই ঈশান কোণাভিমুখে ত্যাগ করিবে—

হে অগ্নে! সবলে প্রদীপ্ত তুমি, শত্রুগণকে, রক্ষোদলকে এবং ব্যাধিসমস্তকে বিশেষরূপে বাধা দাও। সুন্দর সুখাকর, সুন্দর আহ্বানীয়, এইপ্রবৃদ্ধ অগ্নির প্রণয়ন কার্য্যে নিবিষ্ট আমরা যেন সুখী হই। ১

৫০। ৫১। ৫২ কণ্ডিকা।

পঞ্চাশৎপ্রভৃতি কণ্ডিকাত্রয় পাঠ করত সেই পিণ্ডে পর্ণ-কষায় পক্ক জল* সিঞ্চন করিবে—

হে জল দেবী সমূহ! তোমরা যেহেতু প্রসিদ্ধ কল্যাণকারিণী অতএব আমাদিগকে নানাবিধ রসভোগে এবং রমণীয় সুমহৎ দর্শন কার্য্যে সমর্থ করিতেছ। ১।

মাতা যেরূপ প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে বালককে সুধোপম স্তন্য পান করান, তোমরাও সেইরূপ আমাদিগকে স্বীয় কল্যাণতম রসের অধিকারী করিতেছ। ২

তোমাদের যে গুণে এই চরাচর চরতৃপ্ত হইতেছে, আমরা পর্য্যাপ্তরূপে সেই গুণ ভোগ করিতে পারি। হে জলদেবী-সমূহ! আমাদিগকে এতাদৃশ প্রসাদ কর। ৩

---

৫৩ কণ্ডিকা।

ঐ কর্দ্দম পিণ্ডে এই মন্ত্রে ছাগলোম মিশ্রিত করিবে—

মিত্র দেবতা† এই মৃত্তিকাসমূহকে ছাগলোমরূপ জ্যোতির সহিত সুন্দররূপে মিশ্রিত করিতে সহায় হইয়াছেন; সুজাত,

---

পিতাই স্বয়ং পুত্র রূপে প্রকাশ পান, এই জন্যই সহধর্ম্মিণীর নামান্তর "জায়া"।

* অর্থাৎ পলাশের ছালের কাথ।

† দাক্ষিণ হস্ত।

জাতবেদা, অগ্নির আধার হে কর্দ্দম-পিণ্ড! আমি ইহাঁরই সহায়তায় তোমাতে সুন্দর রূপে ছাগলোম মিশ্রিত করিতেছি, প্রজাগণ আরোগ্য লাভ করুক। ১

---

৫৪ কণ্ডিকা।

পরে এই মন্ত্রে উহাতে শর্করা* লৌহ কিট্ট† ও পাষাণ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে—

যে রুদ্রসকল এই পৃথিবীতে শর্করাদি মিশ্রত করিয়া ইহ হইতেই বৃহৎ জ্যোতি সন্দীপিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কীর্ত্তি স্বরূপ এই শুভ্র কিরণ ভানু দ্যু মণ্ডলে প্রতিনিয়ত দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ১

৫৫। ৫৬ ৫৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্রয় পাঠ করত ঐ ছাগ-লোমাদি মিশ্রিত মৃত্তিকা মর্দ্দন দ্বারা (ঠাসিয়া কোমল করিবে—

সিনীবালী‡দেবতা ছাগলোমাদ মিশ্রিত এই মৃত্তিকাকে বসুগণ এবং রুদ্রগণ স্বরূপ অঙ্গুলিচয় সমন্বিত হস্তদ্বয়াদি দ্বারা বিশেষ মর্দ্দনাদি করত সুকোমল করুন। ১ (৫৫)

হে অদিতে!* সুকপর্দ্দা† সুকুরীরা‡, স্বৌপশা¶ সেই সিনীবালী দেবী উখা÷ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কোমলীকৃত মৃত্তিকা তোমার হস্তে সমর্পণ করুন।১(৫৬

অদিতি দেবতা স্বীয় সামর্থ্যে যথাশক্তি ঔৎকর্ষ বিধান পুরঃসর উখা প্রস্তুত করুন এবং এই আম-উখা, মাতা যেরূপ পুত্রকে ধারণ করেন সেইরূপ সযত্নে ধার্য্য স্থানে স্বীয় গর্ভে অগ্নিকে ধারণ করুন+।১(৫৭)

অনন্তর যজমান-পত্নী ঐ প্রস্তুত মৃৎপিণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া দ্বাদশাঙ্গুলি ব্যবধানে স্থানত্রয়ে রেখাবিশিষ্ট অষাঢ় নামক ইষ্টকা প্রস্তুত করিলে পরে যজমান ঐ পিণ্ড হইতেই মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক ৫৭) কণ্ডিকার শেষভাগ রূপ দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত স্বয়ং উখা প্রস্তুত করিবে—

* সূক্ষ্ম সিকতা।

† কিট্ট শব্দে যে কোন ধাতুর মল ভাগ সুতরাং লৌহকিট্ট লৌহমল।

‡ টীকাকার বলেন—সিনীবালী শব্দে চন্দ্রকলাযুক্ত অমাবস্যা অভিমানিনী দেবতা। বস্তুত মনও চন্দ্রদৈবত অতএব এস্থলে মনের প্রতি নিয়োগই সম্ভবপর।

* অদিতি=অদীনা, ইনিই বুদ্ধি, ইহাঁকেই হস্ত পদাদি ও চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দেবতাদিগের মাতা বলা যায়।

† কপর্দ্দ শব্দে কেশবিন্যাস, সুন্দর কেশবিন্যাস যাঁহার তাঁহাকেই সুকপর্দ্দা কহে।

‡ কুরীর=শিরোভূষণ। ¶ বিলাস চতুরা।

÷ পাকপাত্র (হাঁড়ি)।

+ পরিপক্ক হইবার জন্য।

হে মৃৎপিণ্ড! তুমি যজ্ঞের মস্তক স্বরূপ হইতেছ। ২ (২৭)

—

৫৮ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ঐ মৃত্তিকা প্রথিত করিবে—

হে উখে! অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় বসু দেবতারাও গায়ত্রী ছন্দের প্রভাবে তোমাকে নির্ম্মাণ করুন। তুমি যেহেতু পৃথিবীরূপা সুতরাং যাবচ্চন্দ্রার্ক স্থায়ী। আমি এক্ষণে যজমান, আমাকে পুত্র পৌত্রাদি প্রজা, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, যথেষ্ট গোধন ও প্রশস্ত বীর্য্য প্রদান কর এবং সহোদরগণের সহিত আমার যথোচিত সৌহার্দ্দ পরিবর্দ্ধিত কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ প্রথিত মৃত্তিকার প্রান্তভাগ সমস্ত ঊর্দ্ধমুখরূপে তুলিয়া প্রথম ধাতু* নির্ম্মাণ করিবে—

হে উখে! অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় রুদ্রদেবতারাও তোমাকে, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে নির্ম্মাণ করুন। তুমি যেহেতু অন্তরীক্ষরূপা হইতেছ ইত্যাদি। ২

পরে উহা জলের দ্বারা লিম্পন করিয়া সুচিক্কণাদি করত তৃতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় ধাতু নির্ম্মাণ করিবে—

হে উখে! অঙ্গিরা ঋষির ন্যায় আদিত্য দেবতারাও তোমাকে জগতীচ্ছন্দের প্রভাবে নির্ম্মাণ করুন। তুমি যেহেতু দিক্‌চয় স্বরূপা হইতেছ ইত্যাদি। ৩

—

৫৯ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই প্রথম মন্ত্রে উখার ঊর্দ্ধপরিমাণকে অংশত্রয়ে বিভক্ত করিয়া অংশদ্বয়ের উপরি ও তৃতীয়াংশের নিম্নে মৃণ্ময়ী মেখলা নির্ম্মিত করত উহা সজ্জীভূত করিবে এবং পরে ঐ মেখলার উপরি চতুর্দ্দিকে চারিটি স্তন* নির্ম্মাণ করিবে—

হে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত রেখে! তুমি অদিতি দেবতার প্রভাবে এই উখার কাঞ্চীগুণস্থানীয়া হইয়াছ। ১

* পেটা তৈজস ঘটাদি যেরূপ ভাগদ্বয়ে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালে মৃত্তিকার হাঁড়ি প্রভৃতিও ঐরূপেই নির্ম্মিত হইত, ঐ ভাগদ্বয়কে সংস্কৃত ভাষায় কপালদ্বয় এবং বৈদিক ভাষায় ধাতুদ্বয় বলা যায়।

* মৃত্তিকার মস্যাধার, বালকেরা যাহাতে সূত্রবর্ত্তন দ্বারা অঙ্গুলিতে লইয়া পাঠশালা গমন করে, তাহা স্মরণ করিলেই এই উখার আকৃতি মানস-পটে চিত্রিত হইবে।

দ্বিতীয় মন্ত্রে উখার মুখভাগ নির্ম্মাণ করিবে—

হে উখে! অদিতি দেবতার প্রভাবে তোমার এই মুখ বিনির্ম্মিত হইতেছে। ২

তৃতীয় মন্ত্রে সেই সুনির্ম্মিত উখা ভূমিতে রক্ষা করিবে—

দেবমাতা অদিতি, এই বিস্তৃতা মৃণ্ময়ী উখা প্রস্তুত করিয়া অগ্নির উপরি পাক-কার্য্য সম্পাদনার্থ স্বীয় পুত্রবর্গকে প্রদান করিতেছেন। ৩

---

৬০ কণ্ডিকা।

সপ্ত অশ্বলণ্ড* দক্ষিণাগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া এই কণ্ডিকাত্মক সপ্তমন্ত্রে একৈক ক্রমে ঐ উখার মধ্যে ও বাহিরে ভ্রমণ করাইয়া উহা ধূম-সন্তপ্ত করিবে—

হে উখে! অঙ্গিরা ঋষির ন্যায়, বসুগণও তোমাকে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রভাবে ধূপিত করিতেছেন(১)।—রুদ্র দেবতারাও তোমাকে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে ধূপিত করিতেছেন (২)।—আদিত্য দেবতারাও তোমাকে জগতীচ্ছন্দের প্রভাবে ধূপিত করিতেছেন (৩)। বিশ্বেদেবা দেবতারাও তোমাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে ধূপিত করিতেছেন (৪)। ইন্দ্র তোমাকে ধূপিত করিতেছেন (৫)। বরুণ তোমাকে ধূপিত করিতেছেন (৬)। বিষ্ণু তোমাকে ধূপিত করিতেছেন (৭)। ১—৭

---

৬১ কণ্ডিকা।

অষাঢ়া, উখা ও বিশ্বজ্যোতি—এই মৃৎ-পাত্রত্রয় অগ্নিপক করিবার জন্য প্রথম মন্ত্রে অভ্রিব দ্বারা চতুরস্র একটি গর্ত্ত খনন করিবে—

হে গর্ত্ত! সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবমাতা, অদিতি দেবী এই ভূ-পৃষ্ঠে খনন ক্রিয়ার দ্বারা তোমাকে নিষ্পন্ন করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ গর্ত্তে অষাঢ়া স্থাপন করিয়া তাহার উত্তরভাগে অধোমুখ উখা স্থাপন করত তদুপরি তৃণাদি আচ্ছাদিত করিবে—

হে উখে! সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী, দেবপত্নী, ওষধি* দেবীরা তোমাকে এই ভূ-পৃষ্ঠে পোষণ করুন। ২

পরে ঐ উখারই নিকটে অমন্ত্রক বিশ্ব-

* অশ্ববিষ্ঠার সুদীর্ঘ স্থূল বড় বড় ঘুঁটে।

* তৃণাদি ইন্ধন।

জ্যোতি স্থাপন করিয়া দক্ষিণাগ্নি হইতে আনীত অগ্নি দ্বারা এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত উহা প্রজ্বলিত করিবে—

হে উখে! সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী দেববাণী ধিষণা* দেবী এই ভূ পৃষ্ঠে তোমাকে ভালরূপে প্রজ্বলিত করুন। ৩

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত ঐ পাকণ† দর্শন করিতে থাকিবে—

হে উখে! সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী বরুত্রী‡ দেবী তোমাকে এই ভূ পৃষ্ঠে পরিপক করুন (৪)।—হে উখে! সমস্ত দেবগণেব অধিষ্ঠাত্রী গ্নাপ্প¶ দেবী তোমাকে এই ভূ-পৃষ্ঠে পরিপক করুন (৫)।—হে উখে! অচ্ছিন্ন পত্রাজনি+দেবীরাতোমাকে এই ভূ পৃষ্ঠে পরিপক করুন (৬)।৪—৬

৬২ কণ্ডিকা।

পরে ঐ উখা প্রভৃতি পাত্রত্রয় সুপক হইলে এই মন্ত্রে প্রপণগুলি* পৃথক্ করিবে—

অস্মদাদির পোষয়িতা মিত্র দেবতার চিরদিন সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ, রক্ষণ বিষয়ক যশ, কি বিচিত্র†? ১

৬৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ভস্মগুলি পৃথক্ করিবে—

হে উখে! যে সবিতা দেবতার সুন্দর পাণি‡ এবং অঙ্গুলিগুলিও অতিসুন্দর, তিনি তোমাকে এই ভস্মাচ্ছাদন হইতে প্রকাশ করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ অষাঢ়াকে বহিষ্কৃত করিয়া পরে উখাকে ঊর্দ্ধমুখ করিবে—

হে উখে! তুমি মৃণ্ময়ী, এতাবৎকাল মৃত্তিকাতেই অবস্থিতি করিয়াছ অতএব, বিশেষত সবিতা দেবতার অনুকম্পায় ভবসা করি কোনরূপ ক্লেশই পাও নাই, এক্ষণে উত্থিত হও—স্বীয় যশে দ্বিগ্বিদিক্ পরিপূর্ণ কর। ২

---

* ফুৎকারাদি।

† পাক—কুম্ভকারদিগেব ভাটি (পোয়ান)।

‡ অহোরাত্র, এতাবতা অহোরাত্র নিরন্তর উহা পরিপক হইবে।

¶ গ্না শব্দে বৈদিকছন্দ, এতাবতা যাবৎ পরিপক্ব হইবে তাবৎ নিরন্তর বেদ পাঠ হইবে।

+ জনি শব্দে এস্থলে নারী, গন্ধ-কাষ্ঠ ও নক্ষত্র—এই ত্রিবিধের অন্যতম।

* অর্দ্ধভস্ম ও অঙ্গারকপে পরিণত তৃণ কাষ্ঠাদি।

† অর্থাৎ এতাদৃশ উত্তাপেও উখা প্রভৃতি ক্ষুটিত, চটিত হয় না।

‡ মণিবন্ধের উপরিভাগকে বাহু এবং অধোভাগকে পাণি বলা যায়।

৬৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে উখা হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ করত পাক হইতে নিষ্কাশন করিবে—

হে উখে! এক্ষণে তুমি দৃঢ়কায় হইয়াছ অতঃপর এই প্যাক হইতে উত্থিত হও— উত্থিত হইয়া কার্য্যোপযোগিনী হও। ১

নিষ্কাশিত ঐ উখা এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত উত্তরভাগে স্থাপিত উখা-পাত্রের উপরি রক্ষা করিবে তদনন্তর অমন্ত্রক বিশ্বজ্যোতি নিষ্কাশিত করিবে—

মিত্র! উখা-পাত্র। এই উখা যেন স্ফুটিত, চটিত বা ভগ্ন না হয়—এই অভিপ্রায়ে তোমার উপরি রক্ষিত হইতেছে, ভরসা করি ইহা অবশ্যই যথাবৎ থাকিবে। ২

---

৬৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করত বার-চতুষ্টয় ঐ উখাতে বাহিরে ভিতরে ভালরূপে ছাগদুগ্ধ মাখাইবে—

হে উখে! বসুগণ তোমাকে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রভাবে ছাগদুগ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন (১) রুদ্রগণ তোমাকে ত্রিষ্টুপ ছন্দের প্রভাবে ছাগদুগ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন (২)।— আদিত্যগণ তোমাকে জগতী ছন্দের প্রভাবে ছাগদুগ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন(৩) বিশ্বেদেবা দেবতারা তোমাকে অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে ছাগদুগ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন (৪)। ১—৪

[ইতি উখা সম্ভরণ]

---

৬৬ কণ্ডিকা।

এইরূপে, উখা সম্ভরণ কার্য্য সমাপন করিয়া এবং অন্যান্য ইষ্টকাও শেষ করিয়া, ফাল্গুনমাসের অমাবশ্যায় দীক্ষিত হইয়া, ঔদ্গ্‌ভণ হোমকালে সোমমাত্রেই কর্ত্তব্য যে পাঁচটি ঔদ্গ্‌ভণ হোম* তাহা করিলে পরে বিশেষত এই অগ্নিচয়ন যাগে এই কণ্ডিকাত্মক সপ্ত মন্ত্রে আরও সাতটি ঔদ্গ্‌ভণ আহুতি প্রদান করিবে—

আকুতির প্রবর্ত্তক যে অগ্নি তাহাকে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

মন ও মেধার প্রবর্ত্তক যে অগ্নি ইত্যাদি। ২

চিত্ত ও বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক যে অগ্নি ইত্যাদি। ৩

বাক্য ও বিধৃতির প্রবর্ত্তক যে অগ্নি ইত্যাদি। ৪

প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ যেঅগ্নি ইত্যাদি। ৫

* ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম কণ্ডিকা দেখ (৫১ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ হইতে)।

মনু নামে প্রসিদ্ধ যে অগ্নি ইত্যাদি। ৬

বৈশ্বানর নামে প্রসিদ্ধ যে অগ্নি ইত্যাদি।৭

৬৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঈশ্বর স্মরণ করিবে—

কি ধনের জন্য, কি বলের জন্য, কি পুষ্টির জন্য, সমস্ত ইষ্ট সাধনের জন্যই, এই মানবমণ্ডলী যে সর্ব্বনিযন্তৃ-দেবতার সখ্য প্রার্থনা করে, তাঁহারই উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ১

৬৮ কণ্ডিকা।

অনন্তর দীক্ষণীয় কার্য্যগুলি সমস্ত শেষ করিয়া এবং কৃষ্ণাজিন দীক্ষাপ্রভৃতি দণ্ডোচ্ছ্রয়ণ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য সোমযাগ মাত্রেই করিতে হয় তাহাও সমাপন করিয়া অধ্বর্য্যু বা যজমান ঈশানাভিমুখ অথবা পূর্ব্বমুখ থাকিয়া এই কণ্ডিকা এবং পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত সুপ্রজ্বলিত অগ্নির উপরি প্রথমে শণকুলায়ে* আচ্ছাদিত পরে মুঞ্জকুলায়ে† পুনরাচ্ছাদিত উখা স্থাপন করিবে—

মাতঃ উখে! তুমি স্ফুটিত হইও না, বীরবৎ ধৈর্য্যশীলা হও!—অগ্নিও আমার এই প্রার্থনার উপযোগিতা করিবেন। ১

৬৯ কণ্ডিকা।

হে পৃথিবি! দেবি! উখে! তুমি এক্ষণে স্তন চতুষ্টয় ধারণ করত আসুরী মায়া (মোহিনী মূর্ত্তি) অবলম্বন করিয়াছ, যজমানের কল্যাণার্থ দৃঢ়া হও;—তোমাতে অন্ন পাক হইবে এবং তাহাই এই যজ্ঞে আবাহিত দেবগণের প্রীতিকর হইবে অতএব কার্য্যশেষ পর্য্যন্ত তুমি অভগ্নরূপে অবস্থিত করত কার্য্য সমাপ্তে উত্থিতা হইবা—ইহাই প্রার্থনীয়। ১

৭০ কণ্ডিকা।

উখ্য‡ অগ্নিতে ত্রয়োদশ মন্ত্রে প্রাদেশ পরিমিত ত্রয়োদশ সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে এই মন্ত্রে প্রথমত কার্ম্মুকী সমিৎ প্রদান—

যে দেবতার প্রধান ভক্ষ্য, পলাশ কাষ্ঠ; যাঁহার প্রধান পানীয়, ঘৃত; যিনি বরণীয়, যিনি বলেতে সমুৎপন্ন হএন, যাঁহার

* শণ-নির্ম্মিত, কুলায়=পক্ষিনীড়।

† মুঞ্জ-নির্ম্মিত, কুলায়=পক্ষিনীড়।

‡ উখার মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিকে উখ্য অগ্নি কহে।

ক্ষমতাদি সমস্তই অতিবিচিত্র, সেই অগ্নি দেবতা এই কার্ম্মুকী সমিৎ ভক্ষণ করুন।১

---

৭১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে (দ্বিতীয়) বৈকঙ্কতী সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে—

হে অগ্নে! আমরা কোন সঙ্গ্রামে শত্রু-পক্ষীয় সেনাগণ অপেক্ষা হীনবল হইলেও তোমার প্রসাদে তাদৃশ বিপৎ-সমুদ্র হইতেও যেন উত্তীর্ণ হই। এবং আমি যে দেশে বাস করিতেছি ইহা যেন অবশ্যই তোমার রক্ষণীয় হয়।২

---

৭২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে (তৃতীয়) ঔডুম্বরী সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে—

হে অগ্নে! বহুজন প্রিয়, পুরীষ্য* তুমি, অনেকের বুদ্ধির অগোচরপ্রায় অতীব দূরে থাকিলেও রোহিদশ্ব† রূপে অত্র আগমন কর—প্রকৃত কার্য্যের নির্ব্বাহক হও।৩

---

৭৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে (চতুর্থ) অপরশুবৃক্ণা* সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে—

হে যুব শ্রেষ্ঠ অগ্নে! আমরা যে কোন কাষ্ঠ তোমাতে অর্পণ করি, তৎসমস্তই ঘৃতের ন্যায় তোমার প্রিয় হউক—প্রীতি সহকারে ইহা সেবন কর।৪

---

৭৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে (পঞ্চম) অধঃশয়া† সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে—

হে অগ্নে! উপজিহ্বিকাগণ‡ যে কাষ্ঠ ভক্ষণ করিয়া থাকে, বম্রবৃন্দ¶ যাহাতে পরিব্যাপ্ত হয়, ঈদৃশ এই অধঃশয়া সমিৎ

---

* পুরীষ=পচাপাঁক, তাহা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ গ্যাস্।

† রক্তবর্ণ বাহন যাঁহার, তাঁহাকে রোহিদশ্ব বলা যায় বস্তুত রোহিদশ্বরূপে অর্থাৎ প্রসিদ্ধ দেদীপ্যমান রক্তবর্ণাকারে।

* অর্থাৎ যাহা পরশু—কুঠার, তাহাদ্বারা ছিন্ন নহে প্রত্যুত ঝটিকাদির আঘাতাদিতে ভগ্ন—ঈদৃশ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ।

† বৃক্ষের যে শাখা অধোদেশে শয়িত হয় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ আলিঙ্গন করে তাহাকেই অধঃশয়া কহে।

‡ উপজিহ্বিকা=পিপীলিকা সদৃশ ক্ষুদ্রজীব, ইহারা অধঃশয়া শাখাতে প্রায়ই দৃষ্ট হয়।

¶ বম্র—বল্মীক অর্থাৎ উই।

তোমাতে অর্পিত হইতেছে, ইহা তোমার ঘৃতের ন্যায় প্রিয় হউক—প্রীতি-সহকারে ইহা সেবন কর। ৫

---

৭৫ কণ্ডিকা।

অতঃপর ক্রমে আটটি মন্ত্রে প্রাদেশ পরিমিত আটটি পালাশী সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে—

অশ্বারোহী যেরূপ প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে অপ্রমত্ত ভাবে অশ্বের সমীপে অপর্য্যাপ্ত ঘাস উপস্থিত করে, হে অগ্নে! তোমার আশ্রিত আমরাও সেইরূপ এই দক্ষিণা-সহ সমিদ্রূপ অন্ন তোমাতে প্রদান পূর্ব্বক তোমাকে সন্তুষ্ট করত স্বীয় মঙ্গল প্রার্থনা করি! ৬

---

৭৬ কণ্ডিকা।

পৃথিবীর নাভিস্বরূপ এই উখার মধ্যে অগ্নি সমিদ্ধ হইলে আমরা অতি প্রচুর ধন সম্পত্তির জন্য সেই অগ্নিকে আহ্বান করি—তিনি হবি প্রভৃতি অদনীয় প্রাপ্তে অত্যন্ত আমোদিত হএন, যাজ্ঞিক মাত্রেই ইহাঁকে বৃহৎ বৃহৎ উক্থ মন্ত্রে স্তব করিয়া থাকেন, ইনি আমাদের প্রধান অর্চ্চনীয়, ইনি সর্ব্বত্রই বিজয়ী, ইহাঁর প্রভাবেই আমরা রণস্থলে স্ব স্ব শত্রুর পরাভবে সমর্থ হইয়া থাকি। ৭

---

৭৭ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! আমার সেনাদলে যে সকল সেনা অভীত্বরী*, আব্যাধিনী† অথবা উগণা‡ আছে এবং আমার দেশে যাবৎ স্তেন¶ ও তস্কর+ আছে, তৎসমস্তই তোমার প্রজ্বলিত আননে আহুত করিতেছি। ৮

---

৭৮ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! মলিম্লুচ্‌গণকে+ দংষ্ট্রা+ দ্বারা তস্করদিগকে+ জম্ভ্য॥ দ্বারা এবং স্তেনগণকে

* যাহারা রণস্থল হইতে পলায়ন-পরায়ণ।

† যাহারা চিরপীড়িত বা অস্ত্রাঘাতে অকর্ম্মণ্য ক্লেশ-জীবন-ধারী।

‡ যাহাদের চিত্তের স্থিরতা নাই, কিছু প্রলোভন পাইলে বিপক্ষ দলেও প্রবেশ করিতে পারে।

¶ চোর। + দস্যু (ডাকাইৎ)।

+ যাহারা গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যে দস্যুবৃত্তি করে, তাহাদিগকে মলিম্লুচ্ কহে।

+ দন্ত-পংক্তির মধ্যে উভয় পার্শ্বে যে এক একটী তীক্ষ্ণ দন্ত আছে; যাহা কেবল মাংস ভক্ষণেরই উপযোগী, তাহাদিগকেই দংষ্ট্রা বলা যায়।

+ যাহারা নির্জ্জন পথাদিতে দস্যুবৃত্তি করে, তাহাদিগকে তস্কর কহে।

॥ সম্মুখের দন্ত-পংক্তিকে জম্ভ্য বলা যায়।

হনুর্দ্বারা ভক্ষণ কর—ইহাবা তোমার উৎকৃষ্ট খাদ্য। ৯

৭৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! যাহারা নগরাদি মনুষ্যালয়েতেই বাস করে, মলিম্লুচ্ ও স্তেন নামে প্রসিদ্ধ এবং যাহারা অরণ্যাদি নির্জন প্রদেশে ভ্রমণ করে, তস্কর নামে প্রসিদ্ধ আর যাহারা গিরিগুহাদিতে বাস করে অঘায়ু* নামে প্রসিদ্ধ—এই সমস্তই তোমার জম্ভ্যদ্বয়ে গৃহীত হউক। ১০

৮০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি†, যাহারা দ্বেষী‡, যাহারা নিন্দক¶ এবং যাহারা জিঘাংসু+—এই চারি প্রকার শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর। ১১

৮১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তোমার প্রসাদে, আমার, ব্রহ্মতেজ সম্যক্ শাণিত হউক! বীর্য্য* সম্যক্ শাণিত হউক! বল† সম্যক্ শাণিত হউক! এবং আমি যাঁহার পুরোহিত, তাঁহার ক্ষত্রপ্রভাব ও জয়শীলতাও সম্যক্ শাণিত হউক। ১২

৮২ কণ্ডিকা।

অদ্য, এই অগ্নির প্রসাদে, আমার এই বাহু সর্ব্বোপরি উর্দ্ধীকৃত হইল—বর্চ্চও সকলের বর্চ্চকে অতিক্রম করিল—বলও সকল বলকে অভিভূত করিল। আমি মন্ত্রপ্রভাবে সমস্ত শত্রুবর্গকে অধঃপাতিত করিতেছি এবং সমস্ত আত্মীয়গণকে উন্নত করিতেছি। ১৩

৮৩ কণ্ডিকা।

এইরূপে ত্রয়োদশ মন্ত্রে সমিৎক্ষেপণ হইলে পরে যজমান ঐ উখ্য অগ্নিতে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পুনঃ সমিদাধান করিবে—হে অন্নপতে! আমাদিগকে, আরোগ্যহেতু ও বলকর অন্ন প্রদান কর! এবং পুত্রাদি প্রজা ও গো প্রভৃতি পশুগণের আহারদানে সমর্থ কর!—দাতার বৃদ্ধি চিরসিদ্ধান্তই আছে। ১

* ইহারা অতি যৎসামান্য লোভেও মনুষ্যের প্রাণ নাশ করে।

† অরাতি=যাহারা দেয় ধনাদি প্রদান করে না।

‡ দ্বেষী=যাহারা কার্য্যহানি করিবার চেষ্টায় থাকে।

¶ নিন্দক=যাহারা গুণকে দোষ বলিয়া বা অল্প দোষকে বহু করিয়া অথবা মিথ্যা দোষারোপ করিয়া সুখী হয়।

+ জিঘাংসু=যাহারা প্রাণবধে যত্নবান্।

* বীর্য্য=ইন্দ্রিয়-শক্তি।

† বল=শরীর-শক্তি।

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

[উখা প্রকরণ]

১ কণ্ডিকা ।

সমিদাধানের পরে যজমান ঈশান কোণে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত স্বীয় গ্রীবায় রুক্ম* পরিধান করিবে—

যেহেতু দ্যুলোকেও এই স্থরেতা অগ্নির স্থিতি প্রত্যক্ষ হইতেছে অতএব অমর ইনি এই আহুত হবি অদন করত এস্থলে চিরস্থায়ী হইবেন। আমি ইহাঁ-রই প্রসাদে অদ্য আয়ুর্বৃদ্ধিকর ও ধন-বানের চিহ্ন স্বরূপ, অতীব সমুজ্জ্বল দ্যুতিমান্, এই রুক্ম ধারণ করিতেছি। ১

---

২ কণ্ডিকা ।

প্রথম মন্ত্রে পরিমণ্ডল ইণ্ডদ্বয়† দ্বারা, আহবনীয় অগ্নিতে স্থাপিত সুতরাং সন্তপ্ত, উখা ধারণ করিবে—

হে উখে! দিবাভাগ ও রজনি ইহারা যেরূপ একান্তঃকরণ* অথচ বিভিন্নরূপ† এবং পরস্পর আলিঙ্গনেঃ‡ চিরপ্রবৃত্ত, এই ইণ্ডুদ্বয়ও সেইরূপ, ইহারা তোমাকে একটি শিশুর ন্যায় করিয়া ক্রোড়ীকৃত করিতেছে¶। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উহা ঐ স্থান হইতে উত্তোলন করিবে—

উপরিতন দ্যুলোক ও অধঃস্থ ভূলোক, এই উভয় লোকের মধ্যে অন্তরীক্ষে উত্তোলিত এই উখা অতীব শোভাকর হইয়াছে। ২

(ইতিপূর্ব্বে আহবনীয়ের অগ্রে স্থাপিত আসন্দীর উপরি উদ্গাতৃ-কর্ত্তৃক শিক্যবতী রক্ষিত রহিয়াছে) তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ উখা সেই শিক্যবতীতে+ স্থাপন করিবে—

---

* রুক্ম—কণ্ঠাভরণ বিশেষ, চীক। এই চীক তদানীং সুবর্ণ ফলকের নিম্নে ত্রিবৃৎ শণসূত্রে গ্রথিত, দোদুল্য-মান ২১ টি বৃহৎ মুক্তাফলে বা তাদৃশ বর্ত্তুল সুবর্ণাদি গোলকে পরিশোভিত হইত এবং ইহার পৃষ্ঠদেশে খণ্ডেক কৃষ্ণাজিন স্যূত থাকিত সুতরাং গ্রীবাস্বেদে মালিন্যাদি হইত না।

† ইণ্ডু শব্দে লৌহাদি নির্ম্মিত বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত দীর্ঘ শলাকা, যে ইণ্ডুদ্বয় একত্র করিলে মুখভাগে পরিমণ্ডল গোলাকার সম্পন্ন হয় তাহাকেই পরি-মণ্ডল ইণ্ডুদ্বয় কহে অর্থাৎ বেড়ী।

* অর্থাৎ যেরূপ দিবসের ও রজনির, উভয়েরই একমাত্র কালপরিমাণে একান্ত প্রবৃত্তি, সেইরূপ এই ইণ্ডুদ্বয়ের উভয়েরই তোমার গ্রহণেই একান্ত প্রবৃত্তি।

† দিবা, প্রকাশ, রাত্রি, অন্ধকার। এস্থলে একটি ইণ্ডু যদি পূর্ব্বমুখ, অপরটি পশ্চিম মুখ।

‡ দিবা যেন রজনিকে আলিঙ্গন করিতেই ধাব-মান ও রজনিও সেইরূপ দিবাকে আলিঙ্গন করিতে। এস্থলে উভয় ইণ্ডুর উভয় মুখ একত্র না হইলে পরি-মণ্ডলাকার হইবে না এবং পরিমণ্ডলাকার না হইলে উখাগ্রহণও সম্ভবপর নহে সুতরাং অন্যোন্য আশ্লিষ্ট।

¶ অর্থাৎ মাতা পিতা স্বীয় শিশুকে যেরূপ দৃঢ় অথচ কোমল হস্তে গ্রহণ করেন সেইরূপ, অন্যথা চ্যুত বা ভগ্ন হইতে পারে।

\+ শিক্য শব্দে শিকা বা ছিকা। ঐ উখা রাখিবার

ধনপ্রদ দেবগণ এই উখ্য অগ্নিকে ধারণ করুন। ৩

৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ষড়ুদ্যাম শিক্যের* ছয়টি উদ্যাম একত্রীকৃত করিয়া গ্রন্থি প্রদান করিবে—

যে দেবতার প্রভাবে এই জগতের সমস্ত বস্তু সর্ব্বদা বিবিধরূপ ধারণ করিতেছে—যিনি কি দ্বিপদ কি চতুষ্পদ, সকল প্রকার প্রাণীরই কল্যাণে চিরব্রতী রহিয়াছেন—যিনি দ্যুলোকের প্রধান দেবতা বলিয়া বিখ্যাত,—যাঁহার প্রয়াণে অগ্রে অগ্রে উষাদেবী পতাকাবাহিনীর ন্যায সতত গমন করিযা থাকেন; তিনিই আমাকে ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১

৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত সেই উখাবিশিষ্ট শিক্যবতী ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মণ্ডপের পূর্ব্বদিকের চালে ঝুলাইয়া দিবে—

হে উখান্তর্গত অগ্নে! তুমি যেহেতু ঊর্দ্ধে উড়িতে সক্ষম হইতেছ এবং মহান্ অতএব তোমাকে আমরা পক্ষিরাজ গরুড়রূপে বর্ণনা করি। ত্রিবৃৎ স্তোম তোমার মস্তক স্বরূপ,গায়ত্র সাম তোমার চক্ষু, বৃহৎ এবং রথন্তর এই উভয় সাম তোমার উভয় পক্ষ, পঞ্চদশ স্তোম তোমার অন্তঃকরণ, গায়ত্রী প্রভৃতি ২১টি ছন্দ (ঋক্) তোমাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গদ্য মন্ত্র সকল (যজুঃ) তোমার পরিচায়ক, বামদেব্য সাম তোমার মধ্য শরীর, যজ্ঞাযজ্ঞিয় নামক সামটি তোমার পুচ্ছ এবং হোতা প্রভৃতির ধিষ্ণ্য-স্থিত যে অগ্নি সকল তাহাই তোমার নখরবৃন্দ। হে গরুড়! আকাশে উড্ডীন হও—স্বর্গে গমন কর—স্বর্গে গিয়া উপস্থিত হও। ১

৫ কণ্ডিকা।

উখ্য অগ্নি ঊর্দ্ধ হস্তে গ্রহণ পুরঃসর যজমান এই কণ্ডিকার প্রথমাদি চারিটি মন্ত্রে চারিবার বিষ্ণুক্রম করিবে*—

হে বিষ্ণুর প্রথম পাদবিন্যাস! তুমি

জন্য, উড়ুম্বর কাষ্ঠের প্রাদেশ প্রমাণ চতুরস্র আসন্দী অর্থাৎ বীড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা শিকার মধ্যে গ্রথিত হইয়া থাকে উহাকেই শিক্যবতী বলা যায।

* উদ্যাম—ঊর্দ্ধাকর্ষণ-হেতু, বেণীকৃত রজ্জু। ছয়টি উদ্যাম অর্থাৎ বন্ধনী যে শিক্যের তাহাকেই ষড়ুদ্যাম শিক্য কহে।

* অর্থাৎ আপনাকে বিষ্ণু ভাবিযা পাদবিন্যাস করিবে। এবং এই চারিবার পাদবিন্যাসে ভূলোক, অন্তরীক্ষ লোক, দ্যুলোক এবং তুরীয় লোক গমন চিন্তা করিবে।

গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রভাবে এই ভুলোকে পরিব্যাপ্ত হও, তোমার প্রভাবে সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হইবে। ১

হে বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদবিন্যাস! তুমি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে আরোহণ করত অন্তরীক্ষ লোকে পরিব্যাপ্ত হও, তোমার প্রভাবে প্রাণঘাতক দস্যুদল সকল বিনষ্ট হইবে।২

হে বিষ্ণুর তৃতীয় পাদবিন্যাস। তুমি জগতীচ্ছন্দে আরোহণ করত দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত হও, তোমার প্রভাবে আত্মবঞ্চক=কৃপণ সকল বিনষ্ট হইবে। ৩

হে বিষ্ণুর চতুর্থ পাদবিন্যাস! তুমি অনুষ্টুপ্ ছন্দে আরোহণ করত তুরীয় লোকে পরিব্যাপ্ত হও; তোমার প্রভাবে দুর্জন সকল বিনষ্ট হইবে। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিবে—

হে অগ্নে! তুমি এই দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হও। ৫

---

৬ কণ্ডিকা।

উর্দ্ধবাহু হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত সেই শিক্যবতীতে স্থিত অগ্নি স্পর্শ করিবে—

এই অগ্নি, মেঘের ন্যায় গর্জন করত, পৃথিবীকে আস্বাদন করত, ও বৃক্ষাদিকে অঙ্কুরিত করত, সদ্যঃ সমুৎপন্ন হইয়াও দ্যাবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হওত, প্রভার সহিত দেদীপ্যমান হইতেছেন*।৬

---

৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি কণ্ডিকাচতুষ্টয়াত্মক চারি মন্ত্রে বারচতুষ্টয় সেই অগ্নিকে অবহরণ† করিবে—

হে অভ্যাবর্ত্তিন্‡ আমার জন্য আয়ু, বর্চঃ, প্রজা, ধন, ইষ্ট, মেধা, সুবর্ণালঙ্কার ও সুস্থতা লইয়া অবিলম্বে আমার সন্নিহিত হও। ১

---

৮ কণ্ডিকা।

হে অঙ্গিরঃ অগ্নে। তোমার আবৃত্তি শক্তি¶ অত্যধিক এবং উপাবৃত্তি+শক্তিও অত্যধিক। অতএব প্রার্থনা করি—আবৃত্তি শক্তির প্রভাবে আমাদিগকে অসংখ্য ধনে অধিকারী কর এবং উপাবৃত্তি শক্তির প্রভাবে নষ্টধন পুনঃপ্রাপ্ত করাও। ২

---

* মেঘরূপে অগ্নির বর্ণনা করা হইল।

† আত্মসমীপে আনয়ন।

‡ গমনাগমনক্ষম।

¶ যে শক্তি দ্বারা গমনাগমন করা যায় তাহাকে আবৃত্তি শক্তি কহে।

\+ যে শক্তি দ্বারা গমনাগমন করান যায় তাহাকে উপাবৃত্তি শক্তি কহে।

৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! অন্নের সহিত পুনরাগমন কর, রসের সহিত পুনরাগমন কর, জীবনের সহিত পুনরাগমন কর এবং পুনঃ পুনঃ কৃত পাপপুঞ্জ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৩

---

১০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! ধনের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হও এবং এই বিশ্বসংসারকে পরিতৃপ্ত কর। (বৃষ্টি) ধারা দ্বারা সমস্ত তৃণ, ধান্য, লতা, তরুগণকে সিঞ্চিত কর। ৪

---

১১ কণ্ডিকা।

নাভির উপরি অগ্নি ধারণ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে অগ্নে! আমি তোমাকে আহরণ করিলাম, অধুনা তুমি এই উখার মধ্যে স্থাপিত হইতেছ—চলনশূন্য হইয়া স্থির ভাবে ইহাতেই অবস্থিতি কর, আমার সমস্ত প্রজাবর্গ তোমাকে লাভ করিতে বাঞ্ছা করুক, আমার এই বিস্তৃত রাজ্য যেন তোমাশূন্য না হয়। ১

---

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে রুক্মপাশ ও শিক্যপাশ গলদেশ হইতে উর্দ্ধপথে উন্মুক্ত করিবে—

হে বরুণ! আমাদের উত্তম পাশ উর্দ্ধপথে নিষ্কাশিত হউক, অধম পাশ অধোপথে বিগলিত হইয়া যাউক এবং মধ্যম পাশ যথাস্থানেই শিথিল হইয়া বিগত হউক। হে আদিত্য† আমরা যেন অনপরাধী হইয়া তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত দীনতা-পরিহারে সমর্থ হই। ১

---

১৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত মণ্ডপের অগ্নিকোণে চালে উখাবিশিষ্ট শিক্যবতী পুনশ্চ ঝুলাইয়া রাখিবে—

অগ্নি, উষোদয়ে ঊর্দ্ধে উদিত হএন, নিশাকালেও জ্যোতি বিস্তার করত তমো দূর করেন, এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অগ্নি প্রকাশমাত্রই স্বীয় কিরণজালে সমস্ত তমো নাশ করত প্রতি গৃহই জ্যোতিঃপূর্ণ করিয়া থাকেন।১

---

১৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ঐ শিক্য হইতে উখ্য অগ্নি অবতারণ করিবে—

যিনি শুচিষৎ হংস, যিনি অন্তরীক্ষষৎ বসু, যিনি বেদিষৎ হোতা, যিনিদুরোণসৎ

● সর্ব্ব পাপ তাপ নিবারক।

† আদিত্য=অখণ্ডনীয় শক্তিমান্।

অতিথি, যিনি নৃষৎ অব্জা, যিনি ঋতসৎ, ঋতজা, যিনি অদ্রিষৎ অদ্রিজা—সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্মরণ করি*। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উহা আসন্দীতে স্থাপন করিবে—

হে অগ্নে! তুমি অতি মহান্। ২

---

১৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে এই অগ্নির উপস্থান করিবে—

হে অগ্নে! তুমি এক্ষণে সর্ব্বতত্ত্ববিৎ হইয়া মাতৃ-সদৃশী এই উখার উৎসঙ্গে উপবিষ্ট হও; স্বীয় তাপে ইহাকে সন্তপ্ত করিও না এবং স্বীয় জ্বালায় ইহাকে দগ্ধ করিও না, প্রত্যুত ইহার মধ্যে নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশ করত দেদীপ্যমান্ হও। ১

---

১৬ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি স্বীয় দীপ্তির সহিত এই উখার মধ্যে বাস কর,—

হে জাতবেদঃ! ইহাকে সমুপযুক্ত তাপে তপ্ত করত কল্যাণকারী হও। ২

---

১৭ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! সমস্ত দিগ্বিদিক্ শান্ত করিবার জন্য এই উখার মধ্যে স্বীয় বাস ভূমি জানিয়া আমার জন্য কল্যাণস্বরূপ হইয়া ইহাতে অবস্থিতি কর। ৩

---

* ১৮৬পৃ০ ২ স্তম্ভ দেখ।

১৮ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি ১২টি কণ্ডিকাত্মক ১২ টি বাৎসপ্র¶ মন্ত্রে পুনশ্চ উখ্য অগ্নির উপস্থান করিবে—

অগ্নি প্রথমত দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে বর্ত্তমান, দ্বিতীয় অগ্নি জাতবেদা নামে মনুষ্য কার্য্যে ব্যবহৃত, তৃতীয় অগ্নি সমুদ্র গর্ভে বিখ্যাত (বড়বা)*, স্বাধীনচিত্ত যজমানগণ সর্ব্বথা হিতকারী এই প্রসিদ্ধ অগ্নিকে ইন্ধন পূর্ব্বক জরাপর্য্যন্ত সেবা করেন। ১

---

১৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তোমার রূপত্রয়† আমরা অবগত আছি যে যে স্থলে‡ তুমি আহূত হইয়া থাক, তাহাও অবগত আছি; তোমার গুহ্য যে উৎকৃষ্ট নাম গুলি¶ আছে, তাহাও অবগত আছি; এবং যে উৎস হইতে+ তুমি প্রকাশিত হইয়া থাক, তাহাও অবগত আছি। ২

---

* ভলন্দন ঋষির পুত্র বৎসপ্রী, তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত মন্ত্রকে বাৎসপ্র কহে।

† পূর্ব্ব কণ্ডিকাতে বর্ণিত সূর্য্য, জাতবেদা ও বাড়ব। অথবা সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নি।

‡ গার্হপত্য, আহবনীয় অন্বাহার্য্য, পচন, আগ্নীধ্র প্রভৃতি।

¶ যবিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্রে পরিগণিত।

+ মেঘ হইতে বিদ্যুৎ অথবা পঙ্ক হইতে পুরীষ্য।

২০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! নর-হিতকারী, মহান্, প্রজাপতি, নর হিতের জন্য তোমাকে সমুদ্র গর্ভে* মেঘপুঞ্জে† দ্যুলোক নামে প্রসিদ্ধ তৃতীয় স্থানে‡ এবং পঙ্কিল মৃৎপিণ্ডে¶ সৃজন করত পোষণ করিয়া থাকেন।৩

২১ কণ্ডিকা।

অগ্নি মেঘের ন্যায়—গর্জন করত, পৃথিবীকে আস্বাদন করত, ওষধি বৃক্ষাদিকে অঙ্কুরিত করত, সদ্যঃ সমুৎপন্ন হইয়াও দ্যাবাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হওত, প্রভার সহিত দেদীপ্যমান হইয়াথাকেন।৪

২২ কণ্ডিকা।

অগ্নি, গো অশ্ব প্রভৃতি সম্পৎ দানে উদারচিত্ত, ধনের ধারয়িতা, অভিলষিত বস্তু সমস্তের অর্পণকারী, সোমযাগের রক্ষয়িতা, মনুষ্যলোকের প্রকৃত ধন, বল পূর্ব্বক মথ্যমানে সমুৎপাদ্য, জলের মধ্যেও সংস্থিত, প্রতিদিন উষোদয়ের পরেই নভোমণ্ডলে আদিত্য রূপে দীপ্যমান হইয়াথাকেন। ৫

* বাড়ব। † বিদ্যুৎ। ‡ সূর্য্য। ¶ পুরীষ্য।

২৩ কণ্ডিকা।

যে অগ্নি এই সমস্ত বিশ্বের বিজ্ঞান স্বরূপ হইয়া সকলেরই অন্তরে বাহিরে রহিয়াছেন, যিনি প্রতিদিন উদিত হইযাই অতি সুদৃঢ় অদ্রিরও রন্ধ্রভেদ করিয়া ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত স্বীয় জ্যোতিঃ পূর্ণ করেন, মনুজগণ তাহারই যজন করিতেছেন। ৬

২৪ কণ্ডিকা।

যে অগ্নি, অতিশয় কান্তিমান্, যিনি প্রসিদ্ধ শোধযিতা, যিনি দুষ্টে প্রীতিশূন্য, যিনি ভক্তের প্রার্থনাভিজ্ঞ, যিনি স্বয়ং অমর হইলেও মর্ত্ত্যভূমিতে মর্ত্ত্যগণের উপকারার্থ স্থাপিত; যিনি (সূর্য্য) স্বকীয় শুভ্র দীপ্তিতে দ্যুলোকস্থ নক্ষত্র মণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপন করত জগৎ পালন করিতেছেন;—তাঁহার এই সুন্দর ধূমপুঞ্জ ঊর্দ্ধ-গমন করিতেছে। ৭

২৫ কণ্ডিকা।

যেহেতু দ্যুলোকেও এই সুরেতা অগ্নির স্থিতি প্রত্যক্ষ হইতেছে অতএব অমর; ইনি, এই আহুত হবি অদন করত এস্থলে চিরস্থায়ী হইবেন। আমি ইহাঁরই প্রসাদে অদ্য আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর ও ধনবানের চিহ্ন স্বরূপ, এই অতীব সমুজ্জ্বল দ্যুতিমান্ রুক্ম ধারণ করিয়াছিলাম। ৮

২৬ কণ্ডিকা।

হে কল্যাণদীপ্তি অগ্নে! যে যজমান অদ্য তোমাকে ঘৃতসিক্ত অপূপ* প্রদান করিতেছে, হে যুবতম! তুমি তাহাকে দেবভক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া অনন্ত সুখ প্রদান কর। ৯

২৭ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! কীর্ত্তিমান্ যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত যজমান, প্রতি উকথকাণ্ড, স্তোত্র শস্ত্রাদি দ্বারা সম্পন্ন করিলে তুমি তাহাকে স্বীয় প্রিয়পাত্র কর—সূর্য্যের প্রিয়পাত্র কর এবং পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা তাহার বংশ, ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত করিতে থাক। ১০

২৮ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! যজমানগণ প্রত্যহ তোমার অর্চ্চনা-ফলে ইহলোকে বরণীয় ধন-ধান্য-গো-হিরণ্যাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় এবং পরে প্রভাময় সুপ্রকাশ অতিরমণীয় দেবপথ প্রাপ্ত হয়। ১১

২৯ কণ্ডিকা।

মনুষ্যমাত্রেরই সতত সেব্য, বৈশ্বানর নামে সুপ্রসিদ্ধ, সোমরক্ষক, অগ্নিদেবতাকে ঋত্বিক্‌গণ স্তব করিতেছেন এবং দ্যুলোক ও ভূলোক এই—দেবতাদ্বয়ও সাদরে আহূত হইতেছেন;—হে দেবগণ! তোমরা এই যজমানকে সুন্দর ঐশ্বর্য্য এবং বীর পুত্র প্রদান কর। ১২

৩০ কণ্ডিকা।

সেই উখ্য অগ্নির উত্তরভাগে শকট স্থাপন করিবে, ঐ শকটের ঈষাদণ্ড পূর্ব্বদিকে থাকিবে; তদুপরি এই মন্ত্রে সমিদাধান করিবে—

হে ঋত্বিগ্‌গণ! সমিৎপ্রক্ষেপ দ্বারা অগ্নির পরিচর্য্যা কর, অতিথিস্বরূপ এই অগ্নিকে জাগ্রত কর, এবং জাগ্রত হইলে ইহাঁতে সমস্ত হবি আহুত কর। ১

৩১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত আসন্দীর সহিত সেই উখ্য অগ্নি ঊর্দ্ধহস্তে শকটোপরি স্থাপন করিবে—

হে অগ্নে! সমস্ত দেবগণ তোমাকে চিতির প্রভাবে ঊর্দ্ধে ধারণ করুন। হে ঊর্দ্ধায়মান অগ্নে! তুমি বিভাবসু নামে প্রসিদ্ধ, আমাদিগের কল্যাণকারী হও—আমাদের প্রতি সুমুখ হও। ১

৩২ কণ্ডিকা।

অনন্তর ঐ শকটে বৃষভদ্বয় যোগ করিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বমুখ হওত পশ্চাৎ যথেচ্ছস্থলে গমন করিবে—

* রুটী।

হে অগ্নে ! তুমি কল্যাণকর জ্বালাতে সুন্দর প্রদীপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে স্বীয় মহতী প্রভার দ্বারা সমস্ত পথ প্রভান্বিত করত গমন কর; কিন্তু সাবধান!! আমার প্রজাগণের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়*। ১

—

৩৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে অক্ষ চালাইয়া দিবে—

এই অগ্নি, মেঘের ন্যায়—গর্জ্জন করত, পৃথিবীকে আস্বাদন করত, ওষধি বৃক্ষাদিকে অঙ্কুরিত করত, সদ্যঃ সমুৎপন্ন হইয়াও দ্যাবাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হওত, প্রভার সহিত দেদীপ্যমান হইতেছেন।১

—

৩৪ কণ্ডিকা।

অনন্তর অভীষ্ট স্থলে শকট উপস্থিত হইলে তাহা হইতে ঐ অগ্নি নামাইয়া শকটের উত্তর ভাগে উন্নত ও সিঞ্চিত প্রদেশে স্থাপনানন্তর এই মন্ত্রে তাহাতে সমিদাধান করিবে—

এই অগ্নি হবি সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন সুতরাং হবিঃ-প্রদাতা যজমানের আহ্বান অবশ্য শ্রবণ করিবেন। ইনি-এক্ষণে সূর্য্যের ন্যায় প্রচণ্ড দীপ্তিমান্ হইয়াছেন; ইনিই রণস্থলে অগ্রগ হইয়া থাকেন; অদ্য দেবগণের (ঋত্বিক্‌গণের) অতিথি; আমাদের কল্যাণ করুন। ১

—

৩৫ কণ্ডিকা।

প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে তড়াগাদি জলের সন্নিকটে উখা লইয়া গিয়া বট বা পলাশের পত্রের ঠোঙা দ্বারা এই মন্ত্রে ভস্ম বাহির করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে –

হে জলদেবতারা! এই উষ্ণ ভস্ম তোমরা গ্রহণ কর, এই ভস্ম সকল সুরভি সুখাবহ স্থানে প্রেরণ কর, ঋত্বিক্‌গণ এই ভস্মকে নমস্কার করিয়া থাকেন অতএব তোমরা ইহাকে মাতা যেরূপ পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপে ক্রোড়ে লও। ১

—

৩৬ কণ্ডিকা।

অনন্তর এই কণ্ডিকা ও পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয়ে পুনশ্চ ঐরূপ পত্রের ঠোঙা করিয়া উখা হইতে ভস্ম নির্গত করত জলে নিক্ষেপ করিবে—

হে ভস্মীভূত অগ্নে! এই জলই তোমার স্থান, ক্রমে এই জল হইতে সমুৎপন্ন বৃক্ষাদির মধ্যগত হইবা এবং ঐ কাষ্ঠসম্ভূত অরণিদ্বয় হইতে পুনশ্চ সমুৎপন্ন হইবা। ১

—

*অর্থাৎ পথপার্শ্বস্থ গৃহাদি যা এই শকট বা শকটস্থ কি পথস্থ মনুষ্যাদি দগ্ধ বা ক্লিষ্ট না হয়।

৩৭ কণ্ডিকা।

হে ভস্মীভূত অগ্নে! তুমি ওষধি-গর্ভেও* উৎপন্ন হইয়া থাক, বনস্পতি গর্ভেও সমুৎপন্ন হইয়া থাক† ; এমন কি সর্ব্ব-প্রকার প্রাণীর গর্ভেই সমুৎপন্ন হইয়া থাক‡ এবং এই জলের গর্ভেও চিরদিন বিরাজমান রহিয়াছ¶। ২

৩৮ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি চারি কণ্ডিকাত্মক চারিমন্ত্রে জলে প্রক্ষিপ্ত ভস্ম হইতে অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ভস্ম গ্রহণ করিবে —

হে অগ্নে। তুমি ভস্মরূপে স্বীয় উৎপত্তি কারণ=পৃথিবী, এবং মাতৃভুতা জল দেবীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হওত, পুনশ্চ স্বস্থান উখাতে আগমন কর। ১

৩৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি জল ও পৃথিবীর সহিত সম্মিলিত হইয়া পুনরাগত হওত, এই উখার মধ্যে, মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সযত্নে শায়িত হইতেছ—আমাদিগের অতিশয় কল্যাণকারী হও। ২

৪০ কণ্ডিকা।

যে অগ্নে! অন্নের সহিত পুনরাগমন কর, রসের সহিত পুনরাগমন কর, জীবনের সহিত পুনরাগমন কর এবং পুনঃ পুনঃ কৃত পাপপুঞ্জ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৩

৪১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! ধনের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হও এবং বিশ্বতৃপ্তিকর (বৃষ্টি) ধারার দ্বারা সমস্ত তৃণ, ধান্য, লতা তরুগণকে সিঞ্চিত কর। ৪

৪২ কণ্ডিকা।

তড়াগাদি তীর হইতে প্রত্যাগত হইয়া, অনামিকা অঙ্গুলীতে গৃহীত সেই ভস্ম, বিনা মন্ত্রে উখাতে স্পর্শ করাইবে অনন্তর এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে এবং পর-কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে. উখ্য অগ্নির উপস্থান করিবে—

হে স্বধাবন্, যুবতম, অগ্নে! ভুয়োভুয় কথিত এবং তোমার শ্রুতিপথে নীত, আমার বচনের অভিপ্রায় অবগত হও।

---

* অতএব গিরিশিখরে নিশাকালে আলোক পুঞ্জ প্রকাশ পায়।

† অতএব অরনিদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয় এবং দাবানলে বন দগ্ধ হইয়া থাকে।

‡ জাঠর নামে, অতএব ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক হইয়া থাকে।

¶ অতএব বড়বানল প্রকাশ পায়।

অগ্নে! কেহ বা নিন্দা করে, কেহ বা স্তুতি করে—ইহা এ মর্ত্ত্যভূমির চিরসিদ্ধ স্বভাব; আমি বন্দনশীল অতএব তোমাকে বন্দনা করিতেছি।১

---

৪৩ কণ্ডিকা।

হে ধনপতে! হে ধনপ্রদ! অগ্নে! তুমি বিদ্বান্, তুমি ধনবান্; আমার অভিপ্রায় অবগত হও—আমাদিগের দৌর্ভাগ্য দূর কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত সমিৎ দ্বারা* ঘৃত লইয়া উখ্য অগ্নিতে হোম করিবে†—

বিশ্বকর্ম্মা‡ অগ্নিতে আহুত এই হবি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক।২

---

৪৪ কণ্ডিকা।

অনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া এই মন্ত্রে, যে সমিৎ দ্বারা ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক হোম করা হইয়াছে সেই সমিৎ হবন করিবে—

হে অগ্নে! আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং বসুগণ উপশান্ত তোমাকে পুনরুদ্দীপিত করুন। হে ধনবেত্তঃ! ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের দ্বারা তোমাকে পুনরুদ্দীপিত করুন। অস্মদ্দত্ত ঘৃত দ্বারা তুমি স্বীয় শরীর পরিবর্দ্ধিত কর—যজমানের কামনা সত্য (সফল) হউক।১

* অর্থাৎ স্রুব দ্বারা নহে।

† ইহাকে প্রায়শ্চিত্তি হোম কহে।

‡ যাঁহা ভিন্ন বিশ্বসংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না।

[গার্হপত্য চয়ন]

৪৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পলাশ শাখার দ্বারা গার্হপত্য চিতির স্থান ব্যূদূহন* করিবে—

হে যমভৃত্যগণ! ইহা পৃথিবীর অবসান ভূমি, পিতৃগণ আমাদিগের গার্হপত্য চিতির জন্য এই স্থানেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তদনুসারে এই স্থানটুকু যম দেবতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন অতএব যে সকল তোমরা এস্থলে বহু কাল হইতে বসতি করিতেছ এবং যাহারা নূতন বাসারম্ভ করিয়াছ, সকলেই এস্থান ত্যাগ করত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে গমন কর।১

---

৪৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গার্হপত্য চিতির স্থানে ঊষ† প্রদান করিবে—

হে ঊষ! তুমি পশুদিগের সম্যক্ জ্ঞানসাধন এবং কাম-সম্পাদক হইতেছ, অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনা—তোমার ঐ কাম-সম্পাদন-সামর্থ্য আমাতে সমাগত হউক।১

---

* পতিত তৃণাদি ঐ স্থান হইতে দূরীকরণকে ব্যূদূহন কহে অর্থাৎ ঝাঁট দেওন।

† ক্ষার মৃত্তিকা।

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গার্হপত্য চিতির স্থানে সিকতা* প্রদান করিবে—

হে সিকতে! তুমি অগ্নির ভস্ম † হইতেছ এবং অগ্নিরই পুরীষ‡ হইতেছ অতএব এস্থলে স্বীয় ভস্মত্ব¶ ও পুরীষত্ব+ প্রকাশ কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে একবিংশতি বার গার্হপত্য চিতির স্থানে পরিশ্রিৎ ÷ প্রক্ষেপ করিবে—

হে পরিশ্রিদ্গণ! তোমরা এই ভূমিতে বিচিত ৷ হইতেছ,—চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইতেছ,—এমন কি ঊর্দ্ধ হইতেও বিচিত হইতেছ, এই গার্হপত্যায়তন সেবন কব।৩

[ইষ্টকোপধান]

৪৭ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু মণ্ডলেব দক্ষিণে উত্তর মুখ বসিয়া মণ্ডলের মধ্যে, দক্ষিণ হইতে উত্তর পঁক্তিদ্বয়ের উত্তর সীমায় এই মন্ত্রে অর্দ্ধবৃহতী* নামক একখানি পদ্যা † ইষ্টকা‡ পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ ক্রমে উপধান¶ করিবে—

ইনি সেই গার্হপত্য অগ্নি, যাঁহাতে— সহস্র২ দেবতার তৃপ্তিসাধন হয় এবং পানমাত্রেই মত্ততা উপস্থিত হয ঈদৃশ তৃপ্তিকর সোম প্রদান করিলে ইন্দ্র সেই আহুত সোমকে স্বীয় জঠরে স্থান দিয়া থাকেন; হে জাতবেদঃ! হবিভক্ষক তুমি ঋত্বিগ্‌যজমানগণ-কর্ত্তৃক সতত স্তুত হইয়া থাক। ১

---

৪৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে, ঐ ইষ্টকাব দক্ষিণে ঐরূপ পূর্ব্বপশ্চিম দীর্ঘে দ্বিতীয ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে অগ্নে! তোমার যে জ্যোতি দ্যুলোকে+, যাহা পৃথিবীতে÷, যাহা ওষধিতে +, যাহা সমুদ্রগর্ব্ভে**, যাহা অন্তরীক্ষে††, যাহা প্রাণিমাত্রের উদরে‡‡,—তাহা আমাদের অত্যাদরে যজনীয়। ২

---

* ভস্মের কঙ্কব, ইহা পাথরে কয়লাতেই অতিরিক্ত হইয়া থাকে ইহাই এস্থলে শুঃখীর কার্য্য করে।

† ছাই। ‡ বিষ্ঠা।

¶ ভাসকত্ব অর্থাৎ ভস্মের উপরি প্রজ্বলিত অগ্নির সমধিক জ্বালা প্রকাশ পায়।

+ পূরকত্ব, অর্থাৎ কিছু ছাই প্রথমে পাতিয়া স্থান পূর্ণ করত তদুপরি পাতিত স্বল্প অগ্নিও কার্য্যকর হয় অন্যথা স্বল্প অগ্নি উখা-গহ্বরে পড়িলে নির্ব্বাণ হইতেও পারে।

÷ শর্করা। ৷ ছড়ান।

* অর্থাৎ হস্তেক দীর্ঘ ও অর্দ্ধ হস্ত প্রশস্ত।

† টালী। ‡ ইঁট। ¶ ইঁট বসাইবাব নিয়মে স্থাপন।

+ সূর্য্য। ÷ বহ্নি। + তড়িৎ। ** বাড়ব।

†† বিদ্যুৎ। ‡‡ জঠর।

৪৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঐ দ্বিতীয় ইষ্টকার দক্ষিণে ঐরূপে তৃতীয় ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে অগ্নে! দ্যুলোকে যে সমুদ্র আছে, তুমি তাহাকে প্রাপ্ত হইতে গমনে সমর্থ এবং দ্যুলোকের দেবগণকে প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ। রোচনের* উপরিভাগে বা অধোভাগে যে সমস্ত জল আছে, তৎসমস্তের মধ্যেও তুমি বিরাজ করিতেছ।৩

---

৫০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঐ তৃতীয় ইষ্টকাব দক্ষিণে অর্থাৎ দক্ষিণ সীমায় স্বীয় ক্রোড় সন্নিধানে চতুর্থ ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে পুরীষ্য অগ্নির আধাব, ইষ্টকা সকল! ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিহীন তোমরা, পরস্পরে সম্প্রীত হইয়া পরস্পবে দ্রোহশূন্য হইয়া এই যজ্ঞ সম্পন্ন কব,—তোমাদিগের উপরি অধিষ্ঠিত অগ্নি বহুতর হবি গ্রহণ করিবেন। ৪

---

৫১ কণ্ডিকা।

অনন্তব মণ্ডলেব উত্তরে দক্ষিণাভিমুখ উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত উপহিত ইষ্টকাচতুষ্টয়ের পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘক্রমে দক্ষিণসীমায় এক খানি পাদমাত্রী* পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে অগ্নে! আহুতি প্রদাতা যজমানের জন্য যথেষ্ট অন্নের ব্যবস্থা কর, আমাদিগের যজমান যাহাতে সর্ব্বদা যাগ করিতে পারেন ঈদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান কর, চিরস্থায়ী গোধন প্রদান কর এবং তাঁহার পুত্রসন্তান হউক,—তিনি পুত্রাদি দ্বারা বহুপরিবার হউন। হে অগ্নে! আমাদিগের প্রতি তোমার সুমতি হউক। ৫

---

৫২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঐ ৫ম ইষ্টকাব উত্তরে ঐরূপে ষষ্ঠ ইষ্টকা উপধান করিবে—

'হে অগ্নে! ঋতু বিশেষে লব্ধ এই গার্হপত্যাগ্নি তোমাব উৎপত্তিব স্থান, ইহা হইতেই উৎপন্ন হইযা তুমি এক্ষণে ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইয়াছ, হে অগ্নে! এক্ষণে তাহা জানিয়া কর্ম্মান্তর সাধনার্থ এইস্থলে আরোহণ কর,—আমাদের ধন-বর্দ্ধক হও। ৬

---

৫৩ কণ্ডিকা।

পবিমণ্ডলের দক্ষিণে উত্তরমুখ উপবিষ্ট হইয়া এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করত উপহিত ইষ্টকাচতুষ্টয়ের পূর্ব্বে

---

* সূর্য্যমণ্ডলেব।

* দীর্ঘে ও প্রশস্তে পাদপ্রমাণ।

উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘক্রমে উত্তর সীমায় এক খানি পাদমাত্রী পদ্যা (৭ম) ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! সেই দেবতা কর্ত্তৃক তুমি স্থাপিত হইলে, দীপ্তিমান্ হইয়া এইস্থলে দীর্ঘকাল অবস্থিতি কর।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ ৭ম ইষ্টকার দক্ষিণে ঐরূপে অপর(৮ম)ইষ্টকা স্থাপন করিবে—

হে ইষ্টকে! সেই দেবতা কর্ত্তৃক তুমি সম্যক্ স্থাপিত হইলে দীপ্তিমান্ হইয়া এইস্থলে দীর্ঘকাল অবস্থিতি কর।২

---

৫৪ কণ্ডিকা।

অনন্তর তিনটি লোকম্পৃণা* ইষ্টকা অমন্ত্রক উপধান করিয়া পরে প্রতিবার মন্ত্র পাঠ করিয়া অপর দশটি লোকম্পৃণা ইষ্টকা উপধান করিবে। অথবা প্রথমে দুইটি অমন্ত্রক পরে দশটি মন্ত্র পূর্ব্বক এবং শেষটি অমন্ত্রক উপধান করিবে†—

হে ইষ্টকে। পূর্ব্ব সংস্থাপিত অষ্ট ইষ্টকদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই অথচ হওয়া আবশ্যক, সেই সকল অবকাশ তোমরা একৈক ক্রমে পূরণ কর এবং এরূপ ভাবে পরস্পর সম্মিলিত হও যেন উভয়ের মধ্যে ছিদ্র না থাকে;—অতি সুদৃঢ় হইয়া সংস্থিত হও; ইন্দ্রাগ্নী দেবতা এবং বৃহস্পতি দেবতা তোমাদিগকে এইস্থানে সংস্থাপিত করিলেন।১

---

৫৫ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ব মন্ত্র পাঠ করত যে যে ইষ্টকায় সাদন করিবে, এই মন্ত্র পাঠ করত সেই সেই ইষ্টকাতে সূদদোহসাধিবদন করিবে—

দেবগণের জন্ম হইলে† রোচনত্রয়ে‡ দ্যুলোক সম্বন্ধীণ¶ ও বিশের উপকারী× নানাবিধ অন্ন ও জল+ এইস্থলে÷ পরিপক্ক হইয়া থাকে।১

---

* ছোট ছোট ইঁট অর্থাৎ টালী নহে।

† এই ক্রিয়াকে সাদন কহে।

সূদ=জল, দোহ=অন্ন, ইহাদের অধিবদন=বস্তুতত্ত্ব কথন। এই ক্রিয়াকে সূদদোহসাধিবদন কহে। প্রতি ইষ্টকাতেই প্রথমে সাদন পরে সূদদোহসাধিবদন হইবে।

† অর্থাৎ সংবৎসরে সংবৎসরে অথবা সোমযাগে।

‡ অর্থাৎ প্রদীপ্ত স্থানত্রয়ে=ভূলোকে, অন্তরীক্ষলোকে এবং দ্যুলোকে অথবা সবনত্রয়ে=প্রাতঃসবনে, মধ্যসবনে এবং তৃতীয়সবনে।

¶ বৃষ্টি-জাত অথবা সোম সম্লিষ্ট।

× বিশ=বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও কৃষী অথবা যজ্ঞ।

+ ব্রীহি যবাদি ও ইক্ষুগব্যাদি অথবা পুরোডাশাদি ও অভিষুত সোমাদি।

÷ অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা এই বিচিত ইষ্টকাতে।

। এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা উভয়প্রকার হইয়া থাকে।

৫৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত চাত্বাল হইতে পুরীষ* আনিয়া গার্হপত্য চিতির উপরি নিক্ষেপ করিবে—

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী, যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্ন লাভ করিয়া থাকি, যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা;—সেই ইন্দ্র দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তুতি করিয়া থাকে।১

—

৫৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি চারি মন্ত্রে 'সমংবিলা' † করিয়া অনন্তর নিম্নে উখ্য অগ্নি স্থাপন করিবে—

হে চিত্য এবং হে উখ্য অগ্নে! তোমরা উভয়ে সম্মিলিত হইতেছ, পরস্পরে প্রীতিলাভ করত সদন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগ-কর্ত্তৃক আহৃত অন্ন ও রস স্বীকারপূর্ব্বক একমনে একবাক্যে আমাদিগের কল্যাণ কল্পনা কর।১

—

৫৮ কণ্ডিকা।

হে অগ্নিদ্বয়! আমি এই মন্ত্রপ্রভাবে তোমাদিগের মন, কর্ম্ম এবং চিত্ত একতাসূত্রে গ্রথিত করিতেছি; হে পুরীষ্য অগ্নে! এবং হে গৃহস্থ ব্যবহার্য্য প্রসিদ্ধ অগ্নে! তোমরা উভয়েই একান্তঃকরণে যজমানকে যথেষ্ট অন্ন ও রস প্রদান কর।২

—

৫৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি পুরীষ্য নামে প্রসিদ্ধ তোমার প্রসাদে আমরা পুষ্টি এবং ঐশ্বর্য্য উভয়ই লাভ করিতে পারি; সর্ব্বদিক্ শান্ত করিয়া এই স্থানকে স্বীয়াবাসভূমি জানিয়া স্থিরবাস কর।৩

—

৬০ কণ্ডিকা।

জাতবেদা নামে প্রসিদ্ধ হে অগ্নিদ্বয়! আমরা আশা করি—তোমাদের প্রসাদে এই ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবে, যজমানের শরীরাদিও সুস্থ থাকিবে এবং তোমরা উভয়ে একমনে একচিত্তে অকুটিল ভাবে অদ্য আমাদিগের যজ্ঞে কল্যাণকারী হইবে।৪

—

৬১ কণ্ডিকা।

শূন্যগর্ভ উখাকে সিকতা দ্বারা 'সমংবিলা' করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত শিক্য হইতে উখা নিষ্কাশন করিয়া গার্হপত্য অগ্নির উপরি স্থাপন করিবে এবং তন্মধ্যে অমন্ত্রক দুগ্ধ সিঞ্চন করিবে—

* পাঁক মাটী।

† পুরীষমৃত্তিকা দ্বারা গার্হপত্য চিতিকে পরিশ্রিৎ-তুল্য পরিপূর্ণ করাকে সমংবিলা কহে।

মাতা যেরূপ পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন, পৃথিবীও এই উখাস্থিত পুরীষ্য অগ্নিকে সেইরূপে গ্রহণ করিবেন; বিশ্ববন্দ্য বিশ্বকর্ম্মা প্রজাপতি ইহা অবগত হইয়া এই উখাকে শিক্য-পাশ হইতে বিমুক্ত করুন।।১

---

৬২ কণ্ডিকা।

হবিষ্যশন্ন হোমের * ন্যায় স্থানে † এই কণ্ডিকা প্রভৃতি কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রত্রয়ে একৈকক্রমে উপর্য্যুপরি নৈর্ঋতী ‡ নামক ইষ্টকাত্রয় দক্ষিণোত্তরে লম্বায়মান রূপে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্থাপন করিবে—

হে নিঋতে। ¶ যাহারা সোমাভিষবে প্রবৃত্ত নহে, এমন কি কথন কোনরূপ কর্ত্তব্য বৈদিক কার্য্য করে না, তাহাদিগের সঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা কর; যাহারা চোর বা যাহারা দস্যু তাহাদিগের গতি অনুসরণ কর; আমাদের বিপক্ষ দলের সহচরী হইতে ইচ্ছা কর। হে দেবি! তোমাকে নমস্কার।১

---

৬৩ কণ্ডিকা।

হে তীক্ষ্ণতেজাঃ নির্ঋতে! আমরা জন্ম মৃত্যুরূপ লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ আছি, তোমার প্রসাদে* আমরা এই বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারি!! সুতরাং তোমাকে নমস্কার করি। যম † এবং যমীর ‡ সহিত একমত হইয়া এই যজমানকে দুঃখ শূন্য উৎকৃষ্ট লোকে আরোহণ করাও। ২

---

৬৪ কণ্ডিকা।

হে ঘোররূপে নির্ঋতি দেবি! তোমাকে সকলেই পৃথিবীরূপা বলিয়া স্তব করিয়া থাকে, আমি তোমাকে ভালরূপে অবগত আছি অধুনা যজমানের বন্ধন-মোচনের জন্য তোমার মুখে ইষ্টকাহুতি প্রদত্ত হইতেছে। ৩

---

৬৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত শিক্য, রুক্ম, ইণ্ডুদ্বয় এবং আসন্দী ঐ নৈর্ঋতী ইষ্টকার পশ্চাদ্ভাগে নিক্ষেপ করিবে—

হে যজমান! তোমার গ্রীবাদেশে যে রুক্মপাশ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, এই গার্হপত্য স্থানে, নির্ঋতি দেবীর অনু-

---

* রাজসূয় প্রকরণে দেখ।

† অর্থাৎ স্বয়ং প্রদীর্ণ, ফাটা।

‡ তুষমাত্রের জালে পরিপক্ক, কৃষ্ণবর্ণ, পাদপ্রমাণ ইষ্টকাকে নৈর্ঋতী কহে অর্থাৎ ঝামা ইঁট।

¶ নির্ঋতি অলক্ষ্মী।

* অর্থাৎ অলক্ষ্মীর প্রসাদেই প্রথ বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে এবং বৈরাগ্য হইলেই তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি।

† যম=অগ্নি। ‡ যমী=পৃথিবী।

মতিক্রমে ঐ পাশ হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিতেছি। গলপাসমুক্ত তুমি এক্ষণে অক্লেশে অন্ন গলাধঃকরণ কর। ১

যজমান এবং নৈর্ঋতী ইষ্টকার মধ্যস্থলে জলপূর্ণ চমস আনাইয়া ব্রহ্মা অধ্বর্য্যু এবং যজমান দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত উত্থান করিবে—

যে দেবীর প্রসাদে এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই ভূতি* দেবীকে নমস্কার। ২

---

৬৬ কণ্ডিকা।

অনন্তর ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু এবং যজমান সেই নির্ঋতির প্রতি দৃষ্টিপাৎ নাকরিয়াই, উহাকে পশ্চাৎ করিয়া যজ্ঞশালা গমন করিবে পরে অধ্বর্য্যু এইমন্ত্রে সেই যজ্ঞশালার দ্বারস্থ গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিবে—

অগ্নিদেবতা রণস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় এবং সত্যপ্রতিজ্ঞতায় সবিতৃ দেবের ন্যায়— আমাদিগের নিরুপদ্রব বসতির কাবণ হউন এবং যজমানকে প্রজা, পশু প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের সহিত সঙ্গমিত করুন; তিনি এই সমস্ত বিশ্বেরই ক্রিয়া এবং রূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ১

---

৬৭ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, এই মন্ত্র এবং পর কণ্ডিকাত্মক দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা গার্হপত্য চিতির শ্রোণিভাগের পশ্চিমে দাঁড়াইয়া, প্রতিপ্রস্থাতার উত্তর-পূর্ব্বে ষট্ বা দশ অথবা চতুর্ব্বিংশতি বৃষে চালিত ঔডুম্বর সীর * অভিমন্ত্রণ করিবে—

. কৃষিকর্ম্মাভিজ্ঞ, অগ্নিক্ষেত্রবিৎ, ধীমদ্‌গণ দেবলোকে সুখ পাইবার অভিলাষে সীর যোগ করিয়া থাকে—প্রতি বৃষভযুগ্মে একৈক যুগ বহন করাইয়াথাকে। ১

---

৬৮ কণ্ডিকা।

কৃষকগণ সীর যোগ করুক, যুগবাহী বৃষভগুলির স্কন্ধে যথাযোগ্য যুগগুলি ন্যস্ত হউক, এইরূপ হইলে পরে তোমরা (ঋত্বিক্‌গণ) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক † বীজ বপন কর, অনন্তর সঞ্জাত ওষধিগুলি ক্রমে পরিপুষ্ট হউক, পরে পরিপক্ব হইলে তৎসমস্ত সৃণির দ্বারা‡ কর্ত্তিত হইয়া আমাদিগের অতিসমীপে (গৃহে) উপনীত হউক। ২

---

৬৯ কণ্ডিকা।

ঐ চিতির স্থানে, পরিশ্রিৎসমীপে, চারিদিকে চারিমন্ত্রে সীর কর্ষণ করিবে—

---

* ঐশ্বর্য্য।

* লাঙ্গল। † যাওষধী ইত্যাদি।

‡ দাত্র বা দা।

হে সুন্দর ফাল! তোমরা সুখে ভূমি কর্ষণ কর,——হালধারীরা বৃষভগণের সহিত সুখে গমন করুক, হে শুনাসীর দেব-দ্বয়।* সুবৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চন করত আমাদিগের এই কৃষ্ট ভূমিতে জনিষ্যমাণ ফলসকল সুপক্ক কর। ১°

৭০ কণ্ডিকা।

বিশ্বেদেবা দেবগণ এবং মরুদ্গণ-কর্ত্তৃক সাহায্যীকৃত এই সীতা† অমৃতোদকে সম্যক্ সিঞ্চিত হউক। হে সীতে। সমস্ত ক্ষেত্রজাত ওষধিসকল, অমৃতোদকে পরিপুষ্ট হইলে সতেজ হইবে অতএব তুমি অমৃতোদক সংগ্রহে আমাদিগের অনুকূল হও। ২

৭১ কণ্ডিকা।

ফাল বিশিষ্ট, সুদৃশ্য ও লঘুভার, লাঙ্গলে গমনক্ষম, বেগবান্, হৃষ্টপুষ্ট—গো, মেষ ও অশ্ব যোজনা করা হইতেছে; ভরসা করি ইহাদের দ্বারা সোমযাজী এই যজমানের ভূ কর্ষণ কার্য্য সুন্দর নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। ৩

*শুন=বায়ু, সীর=আদিত্য সুতরাং শুনাসীর=বায়ুাদিত্য।

† ফাল।

৭২ কণ্ডিকা।

হে কামদুঘে সীতে। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অশ্বিদ্বয়, পূষা এবং মদীয় প্রজাবর্গের ভোগার্থ, ওষধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ কর। ৪

৭৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক লাঙ্গল হইতে বৃষভগণকে বিমুক্ত করিয়া ঈশান কোণে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে (এই লাঙ্গল ও বৃষভবৃন্দ সুত্যা সমাপ্ত হইলে অধ্বর্য্যুর প্রাপ্য হইবে)——

হে অহন্তব্য, দেবকার্য্যের উপযোগী, বৃষভগণ! তোমাদিগকে লাঙ্গল হইতে বিমুক্ত করিতেছি; তোমাদের প্রসাদে আমরা ক্ষুৎপিপাসারূপ দুঃখ-পারাবার পার হইযাথাকি এবং ভরসা করি পরম জ্যোতিও প্রাপ্ত হইতে পারি। ১

৭৪ কণ্ডিকা।

জুহূ দ্বারা পঞ্চবার ঘৃত গ্রহণপূর্ব্বক সেই কৃষ্টভূমির মধ্যগত কুশস্তম্বের উপরি এই মন্ত্রে, ঊর্দ্ধ হস্তে, হবন করিবে—

অযবের সহিত* বর্ত্তমান সংবৎস

অযব=মাস।

দেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন (১)। অরুণীর* সহিত বর্ত্তমান উষা দেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন (২)। দংসেরা† সহিত বর্ত্তমান অশ্বিদেবদ্বয়ের‡ তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন (৩)। এতশের¶ সহিত বর্ত্তমান সূর্য্য দেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন (৪) ইড়ার+ সহিত বর্ত্তমান অগ্নিদেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘৃতাহুতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাঁহারা সুপ্রীত হউন (৫)। ১

* অরুণী=উষার বাহন গো, বস্তুত গোশব্দে জ্যোতি এবং জ্যোতির্ম্মন্ত্রকেই বহনকারীরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে এতাবতা অরুণী শব্দে অরুণিমা কান্তি।

†, ‡ অশ্বিদেবদ্বয়=দিবা ও রাত্রি, ইহাঁরাই স্বর্গীয় ভিষক্, যেহেতু ইহাঁদিগকর্ত্তৃকই সমস্ত জগৎ চিকিৎসিত হয়। দংশ=কর্ম্ম, যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই দিবা রাত্রির অনন্তর কালে সুতরাং ক্রিয়ামাত্রই অহোরাত্রের অঙ্গীভূত।

¶ এতশ=সূর্য্যের বাহক অশ্ব, অর্থাৎ কিরণপুঞ্জ।

+ ইড়া=পৃথিবী; অগ্নি পৃথিবীর প্রধান দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন, এই জন্যই পৃথিবীকে অগ্নির সহচরী কহে।

[ওষধি-বপন]

৭৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা হইতে ১৫ কণ্ডিকাত্মক ১৫ মন্ত্রে চমসের দ্বারা ওষধি-বীজ বপন করিবে—

হে ওষধিসমূহ! তোমরা প্রজা সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছ; বসন্ত, বর্ষা ও শরৎ তোমাদিগের উৎপত্তি-সময়, তোমাদিগ-হইতেই এই জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে, আমরা তোমাদিগের প্রধানতঃ সপ্তপ্রকার* এবং তদ্বিশেষ শত শত প্রকার† ভেদ অবগত আছি। ১

৭৬ কণ্ডিকা।

হে অম্ব! তোমাদিগের শত শত প্রকারভেদ আছে, এবং ঐ শত শত প্রকারেরও সহস্র সহস্র প্রকার বীজ আছে, তোমাদের সত্তাতেই এই জগতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, এই যজমানকে যেন কখন ক্ষুদ্রোগে পীড়িত হইতে না হয়। ২

৭৭ কণ্ডিকা।

ক্ষুধা পারাবার হইতে পারকারী হে লতা=ওষধিগণ! তোমরা অশ্বের ন্যায় বেগ গমনে অর্থাৎ আশু পুষ্পবান্ ও ফলবান্ হও। ৩

* ব্রীহি, গোধূম ইত্যাদি।

† শালিধান্য, নীবারাদি।

৭৮ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! হে মাতৃ সকল! হে দেবীসকল! তোমাদের নিকটে ইহাই প্রার্থনা করি—যে তোমাদের প্রসাদে যজমান, স্বীয় শরীরে স্বাস্থ্য এবং গো, অশ্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য লাভ করুন। ৪

৭৯ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! তোমাদের; ভূমিতে উৎপত্তি, তৃণস্তম্বে স্থিতি এবং তৃণপত্রে শেষ বসতি; এক্ষণে যজমানের গৃহে গতি কর। ৫

৮০ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! তোমরা যে যে গৃহে বিরাজমান আছ, সেই সেই গৃহপতি রণস্থলপ্রায় এই ভূমণ্ডলে রাজার ন্যায় স্ব-প্রভাবে দারিদ্র্য অসুরদিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম হন. অধিকন্তু তাঁহারা যেহেতু দারিদ্র্য রোগের ঔষধপ্রদ অতএব বিপ্র হইলেও ভিষক্ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। ৬

৮১ কণ্ডিকা।

যে সকল ওষধি অশ্বাদি পশুগণের উপযোগী, যে সকল ওষধি সোমযাগের উপযোগী, যে সকল ওষধি মনুষ্যাদির জীবন ধারণের উপযোগী এবং যে সকল ওষধি বিশেষ তেজস্কর,—যজমানের কল্যাণার্থ, তৎসমস্তেরই আবাহন করিতেছি। ৭

৮২ কণ্ডিকা।

হে পুরুষ! তোমার আত্ম-ধনের হিতকারী ওষধিসমস্তের সামর্থ্য, যেরূপ গো-পাল চারণভূমিতে যাইবার জন্য ব্যগ্রচিত্তে গোষ্ঠ হইতে এককালে পালে পালে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মৎকর্ত্তৃক এককালে ভূরি ভূরি প্রকাশিত হইতেছে। ৮

৮৩ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! তোমাদের মাতার নাম নিষ্কৃতি* অতএব ভরসা করি তোমরা অবশ্যই ক্ষুদ্রোগ হইতে আমাদের নিষ্কৃতি বিধান করিবা। তোমরা এই শীঘ্রমুখে ভূমিতে প্রসারিত হও এবং পরে আমাদিগকে ক্ষুধা রাক্ষসীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি করিও। ৯

৮৪ কণ্ডিকা।

এই ঔষধি-জাতি ওষধিসকল স্তেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত গোষ্ঠের ন্যায় † শরীর

---

* নিঃশেষে যাহা শস্যাদি সমুৎপাদন করিতে পারে, পৃথিবী।

† দস্যুদল যেরূপ গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়াই স্বীয় বিক্রম বিস্তার করত গোষ্ঠস্থ গোরক্ষকগণকে বিনাশ পূর্ব্বক গোষ্ঠের গোধন শূন্যতা সম্পাদন করে, এই ঔষধি সকলও শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াই স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করত শরীরস্থ সমস্ত রোগকে বিনাশ পূর্ব্বক শরীরে রোগ-শূন্যতা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

আক্রমণ করত শরীরস্থ সমস্ত ব্যাধি বিনাশ করিয়াথাকে। ১০

---

৮৫ কণ্ডিকা।

যেরূপ কোন জীবগৃভ্* কোন প্রাণীকে স্বায়ত্ত করিলেঐ প্রাণী দংশনাদির পূর্ব্বে ভয়মাত্রেই মৃত হয সেইরূপ ইহা হস্তে গ্রহণ করিলে সেবন করিবার পূর্ব্বেই ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১১

---

৮৬ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! যাহারা তোমাদিগকে সেবন করে, তাহাদিগের অঙ্গে, তোমরা, মর্ম্মচ্ছেদী দুর্জ্জনগণের মর্ম্মভেদী বাক্যের ন্যায়, পর্ব্বে পর্ব্বে (অর্থাৎ আনখাগ্র কেশান্ত) ব্যাপিয়া ব্যাধি বিদূরিত করিয়াথাক। ১২

---

৮৭ কণ্ডিকা।

হে ব্যাধিসকল! তোমাদের নিদান—কফ, পিত্ত, বাতের সহিত তোমরা পলায়ন কর; রোগীর হাহাকার নিবারিত হউক। ১৩

---

৮৮ কণ্ডিকা।

হে ওষধিসকল! তোমাদিগের মধ্যে একজন, একজনের প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং আর একজন আর একজনের প্রভাব হ্রাস করে এতাবতা তোমরা মিলিত হইলে অপূর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াথাক, অধুনা তোমরা সকলে আমার উপকারার্থ একমত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রভাব হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা রোগ নাশ করণে আমার অনুরোধ রক্ষা কর। ১৪

---

৮৯ কণ্ডিকা।

বৃহস্পতির সৃষ্টিতে বিবিধ ওষধি আছে— কেহ ফলবান্, কাহারও বা ফল ফল হয না; কাহারও পুষ্প হয, কাহারও বা পুষ্প হয না, কিন্তু সকল প্রকারই আমাদিগের রোগ নিবারণে সমর্থ অর্থাৎ কিছুই নিষ্প্রয়োজন সৃষ্ট হয নাই। ১৫

---

৯০ কণ্ডিকা।

[ঔষধ-মাহাত্ম্য]

অতঃপর ১২ কণ্ডিকা কোন যজ্ঞাদিতে বিশেষরূপে বিহিত নহে আবশ্যক মতে বিবিধ স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—

হে, ওষধে! শপথ-জন্য রোগ হইতে আমাকে আরোগ্য কর, জলক্রীড়াদি-জন্য জলরোগ হইতে আমাকে আরোগ্য

---

* পরিচিতের পক্ষে, শ্যেন, মনুষ্যাদির পক্ষে, ব্যাধি," [illegible]।

কর; এই যমের বন্ধন স্বরূপ দুঃসাধ্য রোগ হইতে আমাকে আরোগ্য কর; দেবকোপ জন্য সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতেই আমাকে আরোগ্য কর। ১

৯১ কণ্ডিকা।

ওষধিসকল! দ্যুলোক হইতে আগমন কালে, পথে, পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন — যে, আমরা কোন প্রাণীর জীবদ্দশাতে শরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারিলে মৃত্যু তাহার কিছুই করিতে পারে না। ২

৯২ কণ্ডিকা।

যে (ওষধি) দলের রাজ্ঞী সোম এবং ঋত্বিগাদি মহোদয়েরাই বিচক্ষণ মন্ত্রী, হে ওষধে! তুমি সেই দলের মধ্যে এক জনা প্রধানা অতএব তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, আমাকে আশানুরূপ ফল প্রদান কর। ৩

৯৩ কণ্ডিকা।

যে (ওষধি) দলের রাজ্ঞী সোম এবং যেদল আমাদিগের কল্যাণার্থই বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদেরই একটি, এই ওষধি, আমি ব্যবহার করিতেছি, ইহা আমার বীর্য্যকর হউক। ৪

৯৪ কণ্ডিকা।

যে সকল ওষধি নিকটে আছে এবং যাহারা দূরস্থ, যাহারা তরুজাতি এবং যাহারা লতাজাতি; সকলেই আমার এই প্রার্থনা শ্রবণ কর—'সকলে একমত হইয়া মদগৃহ্যমাণ এই ওষধিকে বীর্য্য প্রদান কর, অর্থাৎ তোমাদের প্রসাদে ইহা যথেষ্ট বীর্য্যবান্ হউক। ৫

৯৫ কণ্ডিকা।

হে ওষধে! রোগচিকিৎসার নিমিত্ত তোমার মূল আবশ্যক, সেই জন্যই তোমাকে খনন করিতেছি; তোমার খনন অপরাধে যেন আমার কোনরূপ হানি না হয়। প্রত্যুত, অধুনা যাহার রোগ উপশমার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে যেন আরোগ্য লাভ করে; অধিকন্তু পরেও যে কোন রোগীর ঔষধার্থ ইহা ব্যবহৃত হইবে, সে দ্বিপাদ্ বা চতুষ্পাদ্ হউক, অবশ্যই যেন আরোগ্য হয়। ৬

৯৬ কণ্ডিকা।

ওষধিগণ স্বীয় রাজার সমীপে এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন—যে, হে রাজন্ চিকিৎসক যে কোন রোগীর জন্য আমাদিগকে গ্রহণ করিবে, আমরা সেই রোগীর রোগ অবশ্য বিনাশ করিব। ৭

৯৭ কণ্ডিকা।

হে ওষধে! তুমি ক্ষয়ব্যাধির নাশয়িত্রী, অর্শরোগের নাশয়িত্রী, মেদ রোগের নাশয়িত্রী, বিবিধ ক্ষত রোগের নাশয়িত্রী এবং উদররোগাদিরও নাশয়িত্রী। ৮

---

৯৮ কণ্ডিকা।

হে ওষধে! তোমাকে গন্ধর্ব্বগণ স্বীয় কার্য্য সাধনার্থ খনন করিয়া থাকেন, ইন্দ্রও তোমাকে খনন করিয়া থাকেন, বৃহস্পতিও তোমাকে খনন করিয়া থাকেন, সোম রাজাও তোমাকে আবশ্যকানুসারে খনন করিয়া থাকেন। তোমার গুণজ্ঞ ব্যক্তি তোমাকে লাভ করিয়া বিবিধ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৯

---

৯৯ কণ্ডিকা।

হে ওষধে। তুমি স্বীয় ক্ষমতায় রুগ্নও করিতে পার। মদীয় শত্রুগণকে রুগ্ন কর, বিপক্ষ সেনাদলকে রুগ্ন কর, দস্যু বর্গকে রুগ্ন কর। ১০

---

১০০ কণ্ডিকা।

ওষধে! তোমার খননকারী দীর্ঘায়ু হউক ও যাহার রোগ উপশমার্থ তোমাকে খনন করা হইতেছে সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হউক এবং তুমিও দীর্ঘায়ু হওত বহুতর অঙ্কুরে পরিবারিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাক। ১১

১০১ কণ্ডিকা।

হে ওষধে! তুমি উৎকৃষ্ট বস্তু, তোমার নিকটস্থ এই বৃক্ষ সকল তোমার অনুগত হইয়া ছায়াদানাদি দ্বারা উপকারক হউক এবং যাহারা চিরদিন আমাদের দ্বেষ করিয়া আসিতেছে, তাহারাও আমাদের অনুগত হউক। ১২

[পুনঃ ইষ্টকোপধান]

১০২ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, চারিখানি লোগেষ্টকা* পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে স্ফ্য দ্বারা উপধান করিবে। তন্মধ্যে এই মন্ত্রে পূর্ব্বদিকে—

যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রজাপতি পৃথিবীর উৎপাদক, যিনি দ্যুলোকের স্রষ্টা এবং যিনি এই জগতের আহ্লাদকর তৃপ্তিসাধন জলের উৎপত্তি করিয়াছেন, সেই দেবতার তুষ্টি সাধনার্থ এই আহুতি ব্যবস্থিত হইতেছে; তিনি আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন। ১

---

১০৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকে লোগেষ্টকোপধান করিবে—

হে পৃথিবি! যজ্ঞ এবং যজ্ঞফল— বৃষ্টির সহিত পরিতৃপ্ত হও। অগ্নির ইচ্ছিত

---

* পাদপ্রমাণ ছোট ছোট ইঁট।

আধার এই ইষ্টকা তোমার ত্বক্ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ২

১০৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পশ্চিম দিকে লোগেষ্টকোপধান করিবে—

হে অগ্নে! তোমার যে জ্যোতি শুক্ল বর্ণ, যে জ্যোতি আহ্লাদকর, যে জ্যোতি অতিপবিত্র ও গৃহকার্য্যে ব্যবহ্রিয়মাণ এবং যে জ্যোতি যজ্ঞকার্য্যে আবাধ্য, আমরা দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য সেই সমস্ত জ্যোতিকে সম্পাদন করি। ৩

১০৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে উত্তরদিকে লোগেষ্টকোপধান করিবে—

আমরা এই দিকের প্রসাদেই অতিশয় প্রবৃদ্ধ মেঘপুঞ্জের ধারা [বৃষ্টি] লাভ করিয়া থাকি এবং তাহা হইতেই যজ্ঞের কারণ-সম্পত্তি স্বরূপ অন্ন ও জল অদন করিয়া থাকি। এই ধারা আমাদিগের গো সকলে প্রবিষ্ট হইয়া পয়োবৃদ্ধি কর এবং আমাদিগের প্রজাবর্গের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্টিকর হউক। [৪]১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সিকতা পাতিবে—

অন্নাভাব নিবন্ধন যে পীড়া তাহাকে দূরীভূত করিতেছি। ২

১০৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি ছয়টি মন্ত্রে, উত্তর বেদীর, পক্ষদ্বয় ও পুচ্ছভাগ ভিন্ন অন্যত্র সর্ব্বত্র অর্থাৎ মধ্যভাগে সিকতাচ্ছাদন করিবে—

হে বিভাবসো অগ্নে! তোমার কীর্ত্তিপতাকাসদৃশ উড্ডীয়মান এই গগণস্পর্শী ধূমপুঞ্জ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। হে বৃহদ্ভানো! তুমি যজ্ঞ-করণের উপযুক্ত সামর্থ্য এবং অন্ন যজমানকে প্রদান করিয়া থাক। ১

১০৭ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তোমার এই সমুত্থিত ধূমপুঞ্জ শুক্লবর্ণ, অতিপবিত্র এবং অত্যধিক; ক্রমেই ঊর্দ্ধগত হইতেছে। পুত্র যেরূপ বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ তোমার পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবীকে এই ধূমপুঞ্জ দ্বারা প্রতিপালন করিতেছ। ২

১০৮ কণ্ডিকা।

হে ঊর্জোনপাৎ* জাতবেদঃ! ভদ্রকুলোদ্ভব, বিবিধ ঐশ্বর্য্যবান্, সুরূপ যজ্ঞ-

* ঊর্জ=জল, নপাৎ=পৌত্র, জল হইতে তরু কাষ্ঠাদি সমুৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে মন্থন করিয়া অগ্নি নিষ্পাদিত হইয়া থাকে অতএব অগ্নিকে জলের পৌত্র বলা যায়।

মান, তোমাতে যথেষ্ট অন্নাদি হবন করিবেন অতএব তুমি এই সুপ্রশস্ত শুভকার্য্য সিদ্ধির জন্য বিশেষ অনুকূল হও। ৩

---

১০৯ কণ্ডিকা।

হে অমর, অগ্নে! তুমি ঋত্বিগ্গণকর্ত্তৃক সম্যক্ দীপিত হওত দর্শনীয় অতি সুন্দর শরীরে বিরাজমান রহিয়াছ এবং যজ্ঞকার্য্যও সম্যক্ সম্পন্ন করিতেছ অতএব ভরসাকরি আমাদিগকে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে পার। ৪

---

১১০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! যজ্ঞের সম্পাদক, প্রকৃষ্টচেতা এই যজমানকে যথেষ্ট ধন, যথেষ্ট অন্ন ও চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্য (জ্ঞান) প্রদান কর ৫

---

১১১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি যজ্ঞীয়, তুমি অতি মহান্, তুমি বিশ্বসংসারের দর্শনীয়, তুমি শ্রুৎকর্ণ,* তুমি অতিশয় প্রসিদ্ধ, তুমি বিখ্যাত দেবতা; তোমাকে যজমানগণ অভিলষিত স্বর্গসুখের জন্য সস্ত্রীক হইয়া পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিয়া থাকে। ৬

---

১১২ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা প্রভৃতি মন্ত্রদ্বয়ে ঐ পতিত সিকতা স্পর্শ করিবে—

হে সোম! তোমার সর্ব্বভূতোৎপত্তিকারী বীজ এই স্থলে সমাগত হউক, তুমি স্বীয় বীর্য্যে সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হও এবং যজ্ঞাদি সৎকার্য্যেব উপযোগী অন্ন আমাদিগকে প্রাপ্ত করাও। ১

---

১১৩ কণ্ডিকা।

হে পাপনাশিন্ সোম! পান করিবার উপযুক্ত রস, অন্ন এবং বীর্য্য তোমাতে সঙ্গত হউক, হে সোম! পরিবর্দ্ধমান তুমি যজমানকে ইহলোকেব জন্য দীর্ঘায়ু পুত্রপৌত্রাদি প্রজা এবং দ্যুলোকের জন্য উৎকৃষ্ট ভোগ্য প্রদানের ব্যবস্থা কর। ২

---

১১৪ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রের বিনিয়োগ সূত্রে দৃষ্ট হয় না)

অতিশয় তৃপ্তান্তঃকরণ হে সোম! সকল অংশুগুলির সহিত ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হও এবং অতি বিখ্যাত তুমি আমাদিগের বর্দ্ধনার্থ সখ্য স্বীকার কর। ৩

---

১১৫ কণ্ডিকা।

শ্বেত, তদভাবে পীত, অশ্ব,—অভাবে বৃষ আনয়নানন্তর অধ্বর্য্যু-কর্ত্তৃক হোতা জিজ্ঞাসিত হইলে তদুত্তরে এই কণ্ডিক প্রভৃতি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে—

---

* অর্থাৎ যাচকের যাচ্ঞা শ্রবণার্থ যিনি স্বীয় কর্ণে মনো যোগ রাখিয়াছেন (কান খাড়া আছে)।

হে অগ্নে! বৎস স্বরূপ যজমানগণ* তোমাকে কামনা করত বেদমন্ত্রের প্রভাবে তোমার মনকে উৎকৃষ্ট দেবলোক হইতে আকর্ষণ করিয়াথাকেন। ১

* যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যজমানকে পয়োব্রতাদি করিতে হয় অতএব বৎসরূপে বর্ণনা করা যায়। সায়ণভাষ্যে বৎস নামক ঋষি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১১৬ কণ্ডিকা।

হে অঙ্গিরঃ অগ্নে! সমস্ত যজমানগণই স্বীয় স্বীয় কামনা সিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তোমাকে স্তব করেন। ২

১১৭ কণ্ডিকা।

উৎপন্ন এবং উৎপৎস্যমান যজমানগণের কামনাপূরণকারী অগ্নি, এই প্রিয় ধিষ্ণ্য-সকলে সম্রাট্ রূপে প্রাধান্য লাভ করত বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে দ্বাদশঅধ্যায় সমাপ্ত।

॥ অথ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

——:০:——

[পুষ্করপর্ণোপধান]

১কণ্ডিকা।

যজমান উত্তর বেদীর পূর্ব্বভাগে দাঁড়াইয়া 'ময়িগৃহ্লামি' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে এবং পশ্চিমে দাঁড়াইয়া এই মন্ত্রে হোম করিবে—

আমি প্রথমত স্বীয় সমীপে অগ্নিকে আনয়ন করিতেছি পরে অগ্নিচয়ন করিতেছি। এই অগ্নির প্রসাদে ধন, পুষ্টি সুন্দর প্রজা এবং যথেষ্ট বীর্য্য লাভ হইবে, দেবতাগণও অনুকূল হইবেন। ১

২ কণ্ডিকা।

অনন্তর অধ্বর্য্যু, এই *কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ* রুক্মস্তবের উপরি কমলিনী-পত্রোপধান করিবে—

হে পত্র! তুমি যৎকালে জলের উপরি ভাসমান থাক, তৎকালে তোমার চতুষ্পার্শ্বেই উদকরাশি দর্শকের অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়াথাকে; তুমি অগাধজলে বর্দ্ধমান হওত এতাদৃশ বৃহদাকার হইয়াছ;—অদ্য তোমাকে অগ্নির আধার করিতেছি। ১

হে পত্র! দ্যুলোকের ন্যায় উরুভাবে প্রথিত হও। ২

---

৩ কণ্ডিকা।

ঐ পাতিত পত্রের উপরি সেই কণ্ঠধৃত রুক্ম এই মন্ত্রে পিণ্ডের অধোভাগানুসারে স্থাপন করিবে—

এই ব্রহ্ম (আদিত্য) প্রথমে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়াই ভূ-সীমা পর্য্যন্ত স্বীয় সুন্দর কিরণজাল বিস্তীর্ণ করিয়া থাকেন; অন্তরীক্ষস্থ সমস্ত লোকেরই একমাত্র লক্ষ্য এবং এই জগতের সাধু বা অসাধু সমস্ত পদার্থেরই স্থিতি-কারণ। ১

---

৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে এবং পর মন্ত্রে ঐ রুক্মের উপরি পূর্ব্বপশ্চিমে উত্তান করিয়া একটি হিরণ্ময় পুরুষকে শয়ন করাইবে—

সর্ব্বপ্রথমে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র হিরণ্যগর্ভই ছিলেন, পরে অর্থাৎ সৃষ্টি হইলে তিনিই একমাত্র এই সমস্ত বিশ্বের অধিপতি (পালয়িতা) হইলেন, স্বীয় শক্তিতে এই পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি কি রূপ?—ইহা নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিলেও সেই দেবতার প্রীতি-সাধনার্থ এই হবি বিধান করা যাইতেছে। ১

---

৫ কণ্ডিকা।

যিনি সর্ব্বাদি (যাঁহার আদি নাই), সেই দেবতা স্বয়ং 'দ্রপ্স' নামে প্রসিদ্ধ অথচ দ্রপ্সনামে প্রসিদ্ধ এই সূর্য্যেরও কারণ; সেই দ্রপ্সের অনুসরণেই এ দ্রপ্স, পৃথিবী, দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ লোকে বিচরণ করত নিয়মিত রসাকর্ষণ, রসদানাদি দ্বারা লোকত্রয়েরই সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতেছেন এবং এই দ্রপ্সেরই প্রকাশে এই সপ্তদিক্* নির্ণীত হইয়াথাকে। ২

---

৬ কণ্ডিকা।

অনন্তর যজমান সেই হিরণ্যপুরুষকে দর্শন করত এই কণ্ডিকাদি কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে—

---

* উখাসম্ভরণকালে যেরূপ প্রথমমন্ত্রে পদ্মপত্র পাতিত ও দ্বিতীয় মন্ত্রে বিস্তীর্ণীকৃত হইয়া থাকে সেই রূপ।

* পূর্ব্বাদি চারিদিক্, এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই সপ্তদিক্।

এই পৃথিবীর অনুগত যে লোকসকল* তাহাদিগকে নমস্কার করি; অন্তরীক্ষের আশ্রিত যে লোকসকল, তাহাদিগকে নমস্কার করি এবং দ্যুমণ্ডলের মধ্যগত যে লোকসকল তাহাদিগকেও নমস্কার করি।১

---

৭ কণ্ডিকা।

যে সকল সর্প, রক্ষোগণের বাণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যে সকল সর্প, চন্দন বৃক্ষাদিতে অবস্থিতি করে এবং যাহারা গর্ত্তের মধ্যে বসতি করিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে সকলকেই নমস্কার করি।২

---

৮ কণ্ডিকা।

যে সকল প্রাণিগণ দ্যুলোকে, যেসকল প্রাণী অবকাশ স্থানে (অন্তরীক্ষে), যে সকল প্রাণী সূর্য্যের রশ্মি-প্রবিষ্ট ভূলোকে এবং যে সকল প্রাণী জলগর্ভে অবস্থিতি করিতেছেন, তৎসমস্ত প্রাণীকেই নমস্কার করি।৩

---

৯ কণ্ডিকা।

আজ্য সংস্কার করিয়া সেই হিরণ্ময় পুরুষের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে প্রতিদিক্ সম্মুখ হইয়া সেই পুরুষের উপরি—এই কণ্ডিকা প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করত পঞ্চ গৃহীত পঞ্চাহুতি প্রদান করিবে—

হে অগ্নে! বল বিধান কর,—পাত্রমিত্র সেনাবৃন্দের সহিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় রাজা, মায়াজাল এই পৃথিবীকে আক্রমণ করিতে যেরূপ বল প্রকাশ করিয়াথাকেন, সেইরূপ জাল গ্রহণ পুরঃসর শত্রুগণকে আচ্ছন্ন করিতে বল প্রকাশ কর,—সমস্ত রক্ষোদলকে স্বীয় দাহিকা শক্তিতে দগ্ধ কর।১

---

১০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে। তুমি অধুনা জুহূ দ্বারা আহুত হবি লাভে যথেষ্ট প্রদীপ্ত হইতেছ, তোমার সর্ব্বদিকেই উল্কা ইতস্তত গতি করিতেছে; তোমার এই আশুগতি ঘূর্ণায়মান জ্বালার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, রক্ষোগণ, পতঙ্গপালের ন্যায় বেগে আসিয়া তোমাতে প্রবিষ্ট হউক।২

---

১১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! প্রত্যেক দস্যুকে বন্ধনার্থ প্রণিধি প্রেরণ কর, লঘুহস্ত হও, অদব্ধভাবে প্রজাগুলিকে প্রতিপালন কর এবং যে সকল হত্যাকারী দস্যুদল দূরে পলায়িত ও যাহারা নিকটে উপস্থিত তাহারা কেহ যেন তোমাকে ব্যথিত করিতে না পারে—তুমি তৎসমস্তকেই পরাজিত লাঞ্ছিত কর।৩

---

* নক্ষত্র মণ্ডল।

১২ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি জাগ্রত হও; হে বক্র জ্বালাবিশিষ্ট! স্বীয় জ্বালা বিস্তার কর, অরাতিনিকরকে দগ্ধ কর; হে সম্যক্ দীপ্যমান! যাহারা আমাদিগের শত্রু, তাহাদিগকে শুষ্ক অতস বৃক্ষের ন্যায় ভগ্ন—ভূপতিত করত দগ্ধ কর। ৪

১৩ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! উদ্ধত হও, দৈববল প্রকাশ কর, আমাদিগের উপরি যাহারা জাতক্রোধ তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, রক্ষোগণের স্থিরতর ধনুসকলকে অবনত কর,—তাড়িত বা নবাগত সকল প্রকার শত্রুকেই বিনাশ কর। ৫

এই দ্বিতীয় মন্ত্রে এবং পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে—কার্ম্মর ময়ী, পাদমাত্র দীর্ঘা, ষড়ঙ্গুলি প্রশস্তা, ঘৃতপূর্ণা স্রুক্ প্রাগগ্র করিয়া উপধান করিবে—

হে স্রুক্! অগ্নির তেজে তোমাকে সাদন* করিতেছি। (১) ২

১৪ কণ্ডিকা।

অগ্নি—দ্যুলোকে মস্তক স্বরূপ প্রাধান্য লাভ করিতেছেন; এই পৃথিবীলোকে ককুৎসদৃশ উচ্ছ্রিত ও সর্ব্বত্রই আধিপত্য লাভ করিয়াছেন; অন্তরীক্ষ লোকেও ইনিই বৃষ্টির কারণ। (২) ১

ঐরূপই অপর একটি ঔডুম্বরী স্রুক্ দধিপূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র এবং পরকণ্ডিকাত্মক মন্ত্র পাঠ করত তদুত্তরে উপধান করিবে—

হে স্রুক্! ইন্দ্রের তেজে তোমাকে সাদন করিতেছি। (১) ২

১৫ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমিই যজ্ঞের সম্পাদক এবং তুমিই কল্যাণতম নির্দ্দোষ বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষচারী হইয়া বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াথাক। তুমি—গগণস্পর্শিণী, স্বর্গের নিদানীভূতা, জিহ্বা ধারণ করিয়া থাক। হে অগ্নে! অধুনা ঐ জিহ্বাকে হব্যবাহিনী কর। (২) ২

১৬ কণ্ডিকা।

এতৎপ্রভৃতি চারিকাণ্ডিকাত্মক চারি মন্ত্রে, ঐ পুরুষেব উপরি স্বয়মাতৃণ্ণা* ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে স্বয়মাতৃণ্ণে! তুমি এই পৃথিবী ধারণ করিবার জন্যই বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া অচল হইলেও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে সমর্থ হইয়াছ; তোমাকে সমুদ্র নষ্ট করিতে পারেনা, বায়ুও নষ্ট করিতে

* সাদন=স্থাপন।

* স্বাভাবিক ছিদ্র ছিদ্র প্রস্তরের টালী।

পারে না; তুমি অক্লেশে এই ভূভাগ দৃঢ় করিতে সমর্থ অতএব দৃঢ় কর। ১

---

১৭ কণ্ডিকা।

হে স্বয় মাতৃণ্নে! প্রজাপতি তোমাকে সমুদ্রের উপরি (ভূভাগে) এবং সমুদ্র-গর্ব্ভে উভয়ত্রই স্থাপন করিয়াছেন; তুমি দীর্ঘে ও প্রস্থে প্রথিত হইতে সমর্থ অতএব তোমাকে পৃথিবীও বলা যায়, অধিকন্তু উর্দ্ধেও প্রথিত হইতে পার। অধুনা এই চিতিকে প্রথিত কর। ২

---

১৮ কণ্ডিকা।

হে স্বয়মাতৃণ্নে! তুমি 'ভূ' নামে প্রসিদ্ধ 'ভূমি' ইত্যাদি নামেও প্রসিদ্ধ, বিশ্বপাতার এই সমস্ত বিশ্বের ধারণকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছ অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনীয়—এই ভূভাগকে কৃপা বিতরণ কর—দৃঢ় কর—ইহা যেন কোনরূপে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।

---

১৯ কণ্ডিকা।

হে স্বয়মাতৃণ্নে! প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান নামক শারীর বায়ুর অভ্যুন্নতি কামনায় এবং সচ্চরিত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষে, তোমাকে এইস্থানে সাদিত করিতেছি;—কল্যাণরূপা এই মহীর উপরি, কল্যাণতম জ্বালা দ্বারা, অগ্নি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিবেন। হে অঙ্গিরস্বৎ! তুমি সেই পরম দেবতার প্রসাদে এস্থলে স্থিরতর বসতি কর। ৪

---

২০ কণ্ডিকা।

সেই স্বয়মাতৃণ্না ইষ্টকার উপরি, এই মন্ত্রে এবং পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে, দূর্ব্বেষ্টকা* উপধান করিবে ঐ ইষ্টকার অগ্রভাগ ভূমিতে সংলগ্ন থাকিবে—

হে দূর্ব্বেষ্টকে! তুমি যেরূপ প্রতি কাণ্ডে এবং প্রতিপর্ব্বে অঙ্কুরিত হইয়া থাক, আমাদিগকেও ঐরূপ শত শত সহস্র সহস্র অঙ্কুরে অর্থাৎ পুত্র-পৌত্র-নপ্ত্রাদি দ্বারা পরিবারিত কর। ১

---

২১ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! হে দেবি! তুমি আমাদিগকে আত্মবৎ শত শত কাণ্ডে এবং সহস্র সহস্র পর্ব্বে পরিবারিত করিবা—এই আশয়ে অদ্য তোমার হবি লাভের এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেছি। ২

---

২২ কণ্ডিকা।

দূর্ব্বেষ্টকার পূর্ব্বে, এই কণ্ডিকা এবং পর কণ্ডিকা, এতদুভয় কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয়ে 'দ্বিযজু' নামক পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

* সমূল ও সাগ্র কতগুলি দূর্ব্বার নির্ম্মিত ইষ্টকা।

হে অগ্নে! তোমার যে সকল দীপ্তি সূর্য্যের রশ্মিপুঞ্জরূপে দ্যুলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে; অদ্য এই যজমানের কার্য্য সিদ্ধির জন্য, তৎসমস্ত দীপ্তির সহিত আমাদিগের এই যজ্ঞভূমিতে দেদীপ্যমান হও। ১

---

২৩ কণ্ডিকা।

হে. ইন্দ্রাগ্নী! হে বৃহস্পতে! হে দেবতাবৃন্দ! তোমাদের যে দীপ্তি সূর্য্য-মণ্ডলে, যে দীপ্তি গো-সকলে, যে দীপ্তি অশ্বজাতিতে; সেই সমস্ত দীপ্তির সহিত দেদীপ্যমান তোমরা আমাদিগকে পালন কর। ২

---

২৪ কণ্ডিকা।

দ্বিযজু নামক ইষ্টকার পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-পশ্চিম দীর্ঘক্রমে, রেত ও সিক্ নামক পদ্যা ইষ্টকাদ্বয় উপধান করিবে; তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্রে উত্তরভাগে রেত ও দ্বিতীয় মন্ত্রে দক্ষিণভাগে সিক্ উপহিত হইবে—

বিরাট্ দেবতা* জ্যোতি ধারণ করেন। ১

স্বরাট্ দেবতা† জ্যোতি ধারণ করেন। ২

ঐ রেত ও সিক্ নামক ইষ্টকাদ্বয়ের পূর্ব্বে, তৃতীয় মন্ত্রে, যজমান কর্ত্তৃকনির্ম্মিত বিশ্বজ্যোতি নামক পদ্যা ইষ্টকা, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘক্রমে, উত্তর মুখ হইয়া উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! প্রজাপতি, জ্যোতিষ্মতী তোমাকে এই ভূভাগের উপরি স্থাপন করুন। সমস্ত প্রাণীকেই তুমি সমস্ত জ্যোতি বিতরণ কর। হে ইষ্টকে! অগ্নি তোমার অধিপতি। সেই দেবতার প্রভাবে তুমি অত্র চিরস্থায়ী হও। ৩

---

২৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত, বিশ্বজ্যোতি নামক ইষ্টকার পূর্ব্বে, পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘক্রমে, 'মধু' এবং 'মাধব' নামক দুইখানি পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

মধু এবং মাধব*—এই উভয়ই বসন্ত-কালের ঋতু। হে ঋতুস্বরূপ ইষ্টকাদ্বয়! তোমাদিগকে অগ্নির অন্তঃশ্লেষণ রূপে কল্পন করিতেছি। সদৃশকার্য্যে নিযুক্ত তোমরা, একবাক্য হইয়া এ জগতে আমার প্রাধান্য কল্পনা কর;—দ্যাবা পৃথিবী, আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন;—জলদেবীরা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট† হইয়া থাকেন, সেই

---

* বিরাট্=পৃথিবী, জ্যোতি=অগ্নি।
† স্বরাট্=দ্যুলোক, জ্যোতি=সূর্য্য।

* মধু=চৈত্র। মাধব=বৈশাখ।
† যেরূপ বাঙ্গলা দেশের প্রতিমার মধ্যে খড় এবং কলিকাতার ছিটেবেড়ার গৃহে, মৃন্ময় প্রাচীরের মধ্যে বেড়া ইত্যাদি।

রূপে—এই দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে যত ইষ্টকা বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এক-মনে তোমাদিগকে বসন্তকালের ঋতুরূপে অন্তঃশ্লেষ কল্পনা করত এই যজ্ঞে অভি-নিবেশ করুন। সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র চিরস্থায়ী হও। ১

---

২৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত, ঋতু নামক ঐ ইষ্টকাদ্বয়ের পূর্ব্বে ঐরূপ পূর্ব্ব পশ্চিম দীর্ঘক্রমে অষাঢ়া* ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! তুমি অষাঢ়া† নামে প্রসিদ্ধা, তুমি বহুবীর্য্যা; অতএব অরাতিনিকরকে পরাভূত কর,—সংগ্রামার্থ উদ্যতায়ুধ শত্রু-দলকে পরাভূত কর,—আমাদিগের প্রতি সুপ্রীত হও। ১

---

২৭ কণ্ডিকা।

দধি, মধু এবং ঘৃত—একত্র করিয়া এতদাদি কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রত্রয় পাঠ করত কচ্ছপকে মাখাইবে—

বায়ুসকল অমৃত বহন করুন, নদীসকল অমৃত-প্রবাহা হউন, ওষধিসকলও আমা-দিগের জন্য অমৃতময় হউন। ১

---

২৮ কণ্ডিকা।

রাত্রি অমৃতময়ী হউন এবং দিবাও অমৃতস্বরূপ হউন; মাতৃরূপা পৃথিবী অমৃতময়ী হউন এবং পিতৃরূপ দ্যুলোকও আমাদের জন্য অমৃতময় হউন। ২

---

২৯ কণ্ডিকা।

বনস্পতিসকল আমাদিগের জন্য অমৃত-বান্ হউন, সূর্য্যদেবতাও অমৃত কিরণ বিস্তারিত করুন এবং আমাদিগের গো-সকলও অমৃতময়ী হউন। ৩

---

৩০ কণ্ডিকা।

অষাঢ়া ইষ্টকার দক্ষিণে অরত্নিমাত্র অব-কাশ রাখিয়া পূর্ব্বস্থাপিত অবকাসমূহের* উপরি, পুরুষাভিমুখ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত কূর্ম্ম উপধান করিবে—

হে কূর্ম্ম! তোমার বাস গভীর জলে, তথায় সূর্য্যের তাপ প্রবেশ করিতে অক্ষম এবং বৈশ্বানর অগ্নিও প্রবেশ করিতে পারেন না। অদ্য এই স্থলে উপবিষ্ট হও—তোমার সম্মুখে স্থিত, অনূনাঙ্গ, এই প্রজাবর্গকে† নিরন্তর ঈক্ষণ করিতে

---

* ইহা পত্নীকর্ত্তৃকনির্ম্মিত পদ্যা।

† যিনি পরাভূত হইবার নহেন, তাঁহাকেই অষাঢ় বলা যায়।

* অবকা=শৈবাল।

† অর্থাৎ পিতামাতা যেরূপ স্বীয় প্রজা=পুত্রাদির কল্যাণ হইলে আর্য্য তোষ করিবেন আশয়ে তাহা-দের সুখেক্ষণে সতত ব্রতী থাকেন, তোমরাও এই সেইরূপ এই ইষ্টকারূপ প্রজাসকল সফল হইলে বৃষ্টি হইবে, সেই ফল-ভোগাশয়ে ইহাদের সুখেক্ষণে সতত বর্ত্তী থাক।

থাক,—'এই কার্য্যফলে বৃষ্টি হইবে এবং সেই বৃষ্টিই তোমার অপর্য্যাপ্ত সুখের কারণ হইবে'—তুমি এই চিন্তায় কালাতিপাত কর। ১

৩১ কণ্ডিকা।

ঐ কূর্ম্ম উপধান করিবার পূর্ব্বে, যৎকালে উহা হস্তস্থ থাকিবে সেই কালেই এই মন্ত্রে ও পর মন্ত্রে তাহা কাঁপাইবে—

হে জলশায়ী কূর্ম্ম! তুমি এই ইষ্টকোপধান ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ, তুমি জীবের ভোগস্থান এই লোকত্রয়েই ভ্রমণ করিতে সমর্থ; এক্ষণে পুরীষে আচ্ছাদিত হইয়া সেই পুণ্যলোকে গমন কর—যেস্থলে এইরূপে আরও অনেকে গিয়াছেন। ১

৩২ কণ্ডিকা।

এই সুমহান্ দ্যুলোক এবং পৃথ্বীলোক আমাদের এই যজ্ঞকে সফল করিতে ইচ্ছা করুন—বিবিধ ভোগ্য বস্তুতে যজমানের গৃহ পরিপূর্ণ করুন ১

৩৩ কণ্ডিকা।

স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকা হইতে উত্তরে, অরত্নিমাত্র ব্যবধানে, এই মন্ত্র পাঠ করত উলূখল ও মুসল স্থাপন করিবে—

হে ঋত্বিক্‌গণ! দেখ—বিষ্ণুর কি অদ্ভুত কার্য্য-নিয়ম!! যে নিয়মে এই স্থাবর জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্র সমস্তই দৃঢ় আব রহিয়াছে!! ইনি ইন্দ্রিয়বান্‌গণের উপ যুক্ত সখা। ১

৩৪ কণ্ডিকা।

উলূখলের উপরি বিনামন্ত্রে উং গ্রহণ করত পরে সেই উলূখলে উপা শমা* পেশন করিয়া উহা উলূখলে সম্মুখে পাতিয়া তদুপরি এতৎপ্রভৃ মন্ত্রদ্বয়ে সেই উখা স্থাপন করিবে—

যে অগ্নি নিত্য হইলেও কখন অর কাষ্ঠাদি হইতে কখন বা এই উখা মৃত্তিব হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াথাকেন, সেই জা বেদা—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ প্রভৃ ছন্দে আহুত হবি সকল দেবগণে নিকটে, 'মৎকর্ত্তৃক অবশ্য বহনীয়' জানি বহন করুন। ১

৩৫ কণ্ডিকা।

হে উখে! এইস্থলে দীর্ঘকাল স্থা হও; আমরা তোমার প্রসাদে ধন, ব অন্ন, পানীয় এবং অপত্য লাভে সম হইব। তুমি এই পৃথিবীর সম্রাট্ এব স্বর্গের রাজা, সারস্বত উৎস দ্বয়কে রক্ষা কর। ২

* মৃত্তিকা বিশেষ।

† সারস্বত=স্বরস্বতী সম্বন্ধী, সরস্বতী=বাণী; স স্বত উৎসদ্বয়=মন ও বাক্য।

৩৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে এবং পরমন্ত্রে উখার মধ্যে স্রুবাহুতি প্রদান করিবে—

হে অগ্নে! দেব! তোমার যে সকল সাধু অশ্ব, যজ্ঞস্থল গমনে অভিলষিতানুরূপ বহন করিয়াথাকে; তাহাদিগকে রথে যোজনা কর। ১

---

৩৭ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! দেবগণের আহ্বান কার্য্যে তোমার আগমনের উপযোগী অশ্বদিগকে রথীর ন্যায় অবিলম্বে ও সোৎসাহে রথে যোজনা কর। তুমি চিরকালই আহ্বান কার্য্যে ব্রতী হইয়াথাক অতএব অদ্যও ঐ কার্য্যে এস্থলে স্থান গ্রহণ কর। ২

---

৩৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে চিতি কার্য্যে আনীত পঞ্চপশুর* মুখে হিরণ্যপ্রাসন† করাইবে—

অন্তঃকরণ ও হৃদয়ের সহিত প্রদীয়মান মনঃপূত এই অন্নসকল এবং ঘৃত ধারাদি অগ্নির মধ্যে শান্নিত এই হিরণ্ময় পুরুষের মুখে, বেগবাহিনী নদীর ন্যায় গতিতে সম্যক্ রূপে স্রাবিত হইতেছে;—ইহা আমি স্বচক্ষে ঈক্ষণ করিতেছি। ১'

---

৩৯ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে পঞ্চ পশুর বাম নাসাতে হিরণ্য প্রাসন করাইবে—

হে বাম নাসিকে! দীপ্তির জন্য তোমাকে হিরণ্য প্রাসন করাইতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ নাসাতে হিরণ্য প্রাসন করাইবে—

হে দক্ষিণ নাসিকে! সম্যক্ দীপ্তির জন্য তোমাকে হিরণ্য প্রাসন করাইতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বামচক্ষুতে হিরণ্য প্রাসন—

হে বাম চক্ষু! কান্তির জন্য তোমাকে হিরণ্য প্রাসন করাইতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষুতে হিরণ্য প্রাসন—

হে দক্ষিণ চক্ষু! জ্যোতির জন্য তোমাকে হিরণ্য প্রাসন করাইতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে বাম কর্ণে হিরণ্য প্রাসন—

এই শ্রোত্র বিশ্বভুবনের বিশেষত এই বৈশ্বানর অগ্নির শ্রবণেন্দ্রিয়বৎ, কার্য্যকর হইয়াথাকে। ৫

---

* পঞ্চ পশু=পুরুষ, অশ্ব, গো, অজা, ও মেষ। পুরুষ=নর। যদিও টীকাকারগণ এস্থলে পুরুষ শব্দে কৃত্রিম পুরুষ অর্থাৎ হিরণ্য নির্ম্মিত পুরুষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন পরন্তু কিছু পরেই বিবিধ জাতি পুরুষের উল্লেখে এই কষ্টকল্পনা নিরর্থক হইয়াছে।

† অর্থাৎ হিরণ্যখণ্ড স্পর্শ করাইবে। এই হিরণ্যপ্রাসন কার্য্য এক-পশু যজ্ঞে সপ্তবার বা পঞ্চবার হইবে কিন্তু পঞ্চ-পশু যজ্ঞে এক একবার মাত্র।

৪০ কণ্ডিকা।

প্রথমমন্ত্রে দক্ষিণ শ্রোত্রে হিরণ্যপ্রাসন করাইবে—

রোচমান অগ্নি এই জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ এবং এই বর্চ্চে বর্চ্চস্বান্ হইয়া থাকেন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে শিরোগ্রহণ করিবে*—

হে মুণ্ড! তোমার প্রসাদে যজমানের বহুতর অভীষ্ট সাধিত হইতে পারে, অতএব বহুতর অভীষ্ট সিদ্ধ কর। ২

৪১ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বমন্ত্রে† গৃহীত পুরুষ-শির এই মন্ত্রে উখার মধ্যে উপধান করিবে—

চয়ন কার্য্যে ব্যবহ্রিয়মাণ হে পুরুষ! তুমি আদিত্যবৎ তেজস্বী, সহস্রপোষী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এই যজমান পুরুষকে অমৃতে সিক্ত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর; তোমার শিরোগ্রহণ করাহইয়াছে ইহাতে জাতক্রোধ হইও না প্রত্যুত যজমানকে শতায়ু কর। ১

৪২ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বমন্ত্রে গৃহীত অশ্ব-শির এই মন্ত্রে উখার ঈশানে উপধান করিবে—

হে অগ্নে! বরুণ দেবতার নাভি স্বরূপ সরিরের মধ্যে উৎপন্ন* নদীগণের বালক†, বায়ুতুল্য বেগবান খুর-ক্ষুণ্ণ-মহীধর, এক্ষণে পরমাকাশে লয়-প্রাপ্ত, হরিতবর্ণ অশ্বের এই মস্তক তোমার রক্ষণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা যেন নষ্ট না হয়। ২

৪৩ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বমন্ত্রে‡ গৃহীত গো-শির এই মন্ত্রে উখার অগ্নিকোণে উপধান করিবে—

যিনি ক্ষয়হীন, ঐশ্বর্য্যবান্, রোষশূন্য, সকলের পোষক, চিতিকার্য্যে প্রথমেই নমস্কৃত এবং যিনি প্রতিঋতুতে প্রতি পর্ব্বেই¶ আমাদিগের হোতৃকার্য্য সম্পাদন করিয়াথাকেন, সেই অগ্নিকে স্তব করি; হে অগ্নে! অখণ্ডনীয় শক্তিমান্ বিরাট্ পুরুষে লয়-প্রাপ্ত গাভীর এই মস্তক তোমার রক্ষণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা যেন বিনষ্ট না হয়। ৩

৪৪ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বমন্ত্রে গৃহীত অবি-শির, এই মন্ত্রে উখার বায়ুকোণে উপধান করিবে—

---

* হিরণ্যপ্রাসন ও শিরোগ্রহণ কার্য্য প্রথমে পুরুষের পরে অশ্বের, পরে গোর, পরে মেষের, শেষে অজার হইবে এবং সর্ব্বত্র এই মন্ত্রই ব্যবহৃত হইবে।

† ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

* সরির শব্দে সলিল।

† নদী গণের স্বামী সমুদ্র সুতরাং সমুদ্র যাহার পিতা, নদীগণ অবশ্যই তাহার মাতা।

‡ ৪০ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে।

¶ পূর্ণিমাদিতে।

হে অগ্নে। বরুণ দেবতার নাভিস্বরূপ, দিগ্বিদিক্ সর্ব্বত্রই অজস্র সমুৎপদ্যমান এবং ত্বষ্টৃগণ যাহার লোমে অসুরগণের মোহনকারী সহস্র২ মূল্যের উৎকৃষ্ট২ বরুত্রী* নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এতাদৃশ অবি অধুনা পরমাকাশে লয় প্রাপ্ত হইযাছে; তাহার মস্তক তোমার রক্ষণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা যেন বিনষ্ট না হয়। ৪

---

৪৫ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বমন্ত্রে গৃহীত অজা শির এই মন্ত্রে উখার নৈঋ্ঋত কোণে উপধান করিবে—

যে অগ্নি, পৃথিবীর বা দ্যুলোকের শোকাত্মক অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; যে অগ্নির দ্বারা বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত প্রজা সৃজন কবিয়াছেন। হে অগ্নে! তাদৃশ অগ্নিকে তোমার ক্রোধ যেন স্পর্শও না করে। ৫

---

৪৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ পাঠ করিয়া স্রুবদ্বারা প্রথমাহুতি এবং দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত দ্বিতীয়াহুতি ঐ পুরুষ মুণ্ডের উপরি প্রদান করিবে—

আহা কি আশ্চর্য্য। এই কিরণ পুঞ্জ দেবতা প্রতিদিনই উদিত হইতেছেন। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত লোকত্রয়ে স্বীয় কিরণ-জাল বিস্তীর্ণ করত সমস্ত বিশ্বসংসারের চক্ষুরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, ইনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই জীবন এবং সূর্য্যনামে প্রসিদ্ধ। এই দেবতার উদ্দেশে দীয়মান এই হবি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

---

৪৭ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু চিত্যাগ্নি বেদী হইতে নিম্নে-বাহিরে, দক্ষিণে আসিয়া উত্তরাভিমুখে দাঁড়াইয়া এতৎ প্রভৃতি পঞ্চ কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রগুলি পাঠ পূর্ব্বক যথাক্রমে পুরুষাদি পঞ্চ পশুর মুণ্ডোপস্থান করিবে, যদি এক-পশু যজ্ঞ হয় তাহা হইলে সেই একটি মুণ্ডতেই পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চবার উপস্থান করিবে। প্রথম পুরুষ-মুণ্ডের উপস্থান—

এই যজ্ঞে চীয়মান, সহস্রাক্ষ, হে অগ্নে! তুমি দ্বিপাদ পশুর এই মুণ্ড নষ্ট করিও না বরং ময়ু* পশু মেধ হইলে তাহাকে ভক্ষণ কর এবং তদ্দ্বারা পুষ্ট-শরীর হওত অত্র স্থায়ী হও। ১

তোমার জ্বালা ময়ুকে প্রাপ্ত হউক এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি তাহাকে প্রাপ্ত হউক। ২ (১)

---

*পশম বস্ত্র, শাল দোশালা কম্বল ইত্যাদি।

* তুরঙ্গ বদন কিন্নর।

৪৮ কণ্ডিকা।

অশ্ব মুণ্ডোপস্থান—

হে অগ্নে! অতিশয় বেগবান্ হ্রেষা রবে গগণ-পূরক, একখুর পশুর এই মুণ্ড নষ্ট করিও না বরং তোমাকে "আরণ্য" গৌর মৃগের* উপদেশ করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি স্বীয় শরীর পুষ্ট করত অত্র স্থায়ী হও। ১

তোমার জ্বালা গৌরকে প্রাপ্ত হউক এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি, তাহাকে প্রাপ্ত হউক। ২ (২)

৪৯ কণ্ডিকা।

গো মুণ্ডোপস্থান—

হে অগ্নে! বহুমূল্য, বহুধার, অমৃতের কূপ স্বরূপ, সরিরের† মধ্যেও বিবিধরূপে ব্যবহ্রিয়মাণ, সমস্ত জন গণের ভোগ্য-প্রধান ঘৃতের নিদান, অহন্তব্যা ইদানীং পরমাকাশ প্রাপ্ত গাভীর এই মস্তক নষ্ট করিও না। ১

আমি তোমাকে আরণ্য গবয়ের‡ উপদেশ করিতেছি তুমি তদ্দ্বারা স্বীয় শরীর পুষ্ট করত অত্র স্থায়ী হও। ২

তোমার জ্বালা গবয়কে প্রাপ্ত হউক এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি, তাহাকে প্রাপ্ত হউক। ৩ (৩)

* এই মৃগ দেখিতে অশ্বের ন্যায়।

† সরির=ভূরাদি লোকত্রয়।

‡ গোসদৃশ মৃগকে গবয় বলা যায়।

৫০ কণ্ডিকা।

অবি-মুণ্ডোপস্থান—

হে অগ্নে! বরুণ দেবতার নাভি স্বরূপ এবং কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ সমস্ত পশুর ত্বক্ স্বরূপ, শীতাতপ নিবারক ঊর্ণার আধার, প্রজাপতির প্রথম সৃষ্টি*, ইদানীং পরমাকাশ-প্রাপ্ত অবির এই মুণ্ড নষ্ট করিও না। ১

আমি তোমাকে আরণ্য উষ্ট্রের উপদেশ করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা স্বীয় শরীর পুষ্ট করত অত্র স্থায়ী হও। ২

তোমার জ্বালা উষ্ট্রকে প্রাপ্ত হউক এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি তাহাকে প্রাপ্ত হউক। ৩ (৪)

৫১ কণ্ডিকা।

ছাগ-মুণ্ডোপস্থান—

অগ্নির শোক† হইতে অজার উৎপত্তি হইয়াছে‡, অজা উৎপন্ন হইবামাত্র সম্মুখে স্বীয় জনককে দেখিয়াছিল। এই অজার দ্বারা যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া অনেকে দেবতাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অদ্যাপিও যজমান-

* প্রজাপতি পশু সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে অবি=মেষ সৃষ্টি করিয়াছেন, শ০ ৭,৫,২,৩৫।

† তাপ।

‡ তৈত্তিরীয়তে শ্রুত হইয়াছে যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি কামনায় যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার বপা খনন করত অগ্নিতে হবন করিলে সেই প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যজ্ঞের প্রধান সম্পত্তি তূপর অজা সমুৎপন্ন হইল। তূপর=শৃঙ্গশূন্য।

গণ এই অজার প্রসাদে স্বর্গারোহণের উপযুক্ত হইয়াথাকে অতএব হে অগ্নে! অজার এই মুণ্ড বিনষ্ট করিওনা। ১

আমি তোমাকে আরণ্য শরভের উপদেশ করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা স্বীয় শরীর পুষ্ট করত অত্র স্থায়ী হও। ২

তোমার জ্বালা শরভকে প্রাপ্ত হউক এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি তাহাকে প্রাপ্ত হউক। ৩ (৫)

---

৫২ কণ্ডিকা

অনন্তর এই মন্ত্রে চিত্যোপস্থান করিবে—

হে অতিশয় যুবা অগ্নে! তুমি আমাদিগের স্তুতি ও প্রার্থনা বাক্যগুলি শ্রবণ কর—

যজমান গণের মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর এবং অযাচিত হইয়াও বংশ রক্ষাকর।১

[পুনরিষ্টকোপধান]

৫৩ কণ্ডিকা।

স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকার পশ্চাদগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকের অনূক-সীমায়* উপস্থিত হইয়া ক্রমে চতুর্দ্দিকেরই অনূক-প্রান্তে এই কণ্ডিকার বিংশমন্ত্রে প্রত্যেক অনূকে পঞ্চ পঞ্চ অনুসারে বিংশতি খানি অপস্যা নামক ইষ্টকা উপধান করিবে—

● অনূক=সংযোগ-শূন্য স্থান অর্থাৎ ইষ্টকদ্বয়ের যোগস্থান নহে।

হে অপস্যে! জলের এমাতে* তোমাকে সাদন করিতেছি। ১

হে অপস্যে! জলের ওষ্মাতে† তোমাকে সাদন করিতেছি। ২

হে অপস্যে! জলের ভস্মে‡ তোমাকে সাদন করিতেছি। ৩

হে অপস্যে! জলের জ্যোতিতে¶ তোমাকে সাদন করিতেছি। ৪

হে অপস্যে! জলের অয়নে+ তোমাকে সাদন করিতেছি। ৫

হে অপস্যে! অর্ণব সদনে× তোমাকে সাদন করিতেছি। ৬

হে অপস্যে! সমুদ্র সদনে+ তোমাকে সাদন করিতেছি। ৭

হে অপস্যে! সরির সদনে+ তোমাকে সাদন করিতেছি। ৮

হে অপস্যে! জলের ক্ষয়ে‖ তোমাকে সাদন করিতেছি। ৯

---

* 'জলের এমা=বায়ু' শং ব্রা ৭, ৫,২,[illegible]।

† 'জলের ওষ্মা=ওষধি' শং ৭, ৫, ২, ৪৭।

‡ 'জলের ভস্ম=অভ্র' শং ৭, ৫, ২, ৪৮।

¶ 'জলের জ্যোতি=বিদ্যুৎ' শং ৭, ৫,২, ৪৯।

+ 'জলের অয়ন=পৃথিবী' শং ৭, ৫, ২, ৫০।

× 'অর্ণব সদন=প্রাণ' শং ৭, ৫, ২, ৫১।

+ 'সমুদ্র=মন' শং ৭, ৫, ২, ৫২। সদন=স্থান।

+ 'সরির সদন=বাক্য' শং ৭, ৫, ২, ৫৩।

‖ 'জলের ক্ষয়=চক্ষু' শং ৭, ৫, ২, ৫৪।

হে অপস্যে ! জলের সধিতে* তোমাকে সাদন করিতেছি। ১০

হে অপস্যে ! জলের সদনে† তোমাকে সাদন করিতেছি। ১১

হে অপস্যে ! জলের সধস্থে‡ তোমাকে সাদন করিতেছি। ১২

হে অপস্যে! জলের যোনিতে¶ তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৩

হে অপস্যে! জলের পুরীষে+ তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৪

হে অপস্যে ! জলের পাথে× তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৫

হে অপস্যে ! গায়ত্রীচ্ছন্দে তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৬

হে অপস্যে ! ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৭

হে অপস্যে ! জগতীচ্ছন্দে তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৮

হে অপস্যে ! অনুষ্টুপ্ ছন্দে তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৯

হে অপস্যে ! পঁক্তিচ্ছন্দে তোমাকে সাদন করিতেছি। ২০

---

* 'জলের সধি=শ্রোত্র' শং ৭, ৫, ২, ৫৫।

† 'জলের সদন=দ্যুলোক' শং ৭, ৫, ২, ৫৬।

‡ 'জলের সধস্থ=অন্তরীক্ষ লোক' শং ৭, ৫, ২, ৫৭।

¶ 'জলের যোনি=সমুদ্র' শং ৭, ৫, ২, ৫৮।

+ 'জলের পুরীষ=সিকতা' শং ৭, ৫, ২, ৫৯।

× 'জলের পাথ=অন্ন' শতং ৭, ৫, ২, ৬০।

৫৪ কণ্ডিকা।

অতঃপর প্রাণভৃৎ নামক* পঞ্চাশৎ ইষ্টকা উপধান করিতে হইবে। তন্মধ্যে এই কণ্ডিকাত্মক দশমন্ত্রে বেদীর দক্ষিণ অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকা পর্য্যন্ত ১০টি প্রাণভৃৎ ইষ্টকা যথাক্রমেএকৈক করিয়া উপধান করিবে—

এই ইষ্টকা ভুব নামে প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ১

ইহা, ভুব হইতে বিদিত সুতরাং ভৌবা-

---

*—শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রাণভৃৎ নামের কারণ নির্দ্দেশ করণার্থ একটী আখ্যায়িকা শ্রুত হইয়াছে। যথা—"কোন সময়ে প্রজাপতির প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া পলায়নোপক্রম করিলে প্রজাপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কারণে পলাইবার উপক্রম করিতেছ ? আমার নিকটেই পুনঃস্থিতি কর। ইহার উত্তরে তাহারা বলিল—আমরা অন্ন ব্যতিরেকে থাকিতে পারিব না, যদি তুমি অন্ন সৃষ্টি কর তাহাহইলে থাকিতে পারি। তখন প্রজাপতি বলিলেন—আইস, আমি তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া অন্ন সৃজন করি। ইহাতে তাহারা সম্মত হইল এবং প্রজাপতিও প্রাণাদি বায়ু সকলের সহিত একত্রিত হইয়া এই ইষ্টকানুষ্ঠানফলে অন্ন সৃজন করিলেন অতএব প্রাণের ভরণ পোষণ রক্ষণ কারী এই পঞ্চাশৎ ইষ্টকাকে প্রাণভৃৎ বলাযায় (৮, ১,১,৩)। মীমাংসা দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'তস্য প্রাণো ভৌবায়ন ইত্যাদি'—এই মন্ত্রে প্রাণ শব্দের উল্লেখ আছে, এই কারণেই এই মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রগুলিতে বিহিত ইষ্টকাগুলিকে প্রাণভৃৎ বলাযায়। প্রাণভৃৎ প্রাণধারী অর্থাৎ প্রাণ শব্দ বিশিষ্ট।

য়ন নামে প্রসিদ্ধ প্রাণ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ২

ইহা, প্রাণ হইতে বিদিত সুতরাং প্রাণায়ন নামে প্রসিদ্ধ বসন্ত ঋতু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৩

ইহা, বসন্ত হইতে বিদিত সুতরাং বাসন্তী নামে প্রসিদ্ধ গায়ত্রী দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৪

ইহা, গায়ত্রী হইতে বিদিত গায়ত্র নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৫

ইহা, গায়ত্র স্তোত্র হইতে বিদিত উপাংশু নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৬

ইহা, উপাংশু হইতে বিদিত ত্রিবৃৎ নামে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৭

ইহা, ত্রিবৃৎ হইতে বিদিত রথন্তর নামে প্রসিদ্ধ সাম-প্রবর দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৮

ইহা, রথন্তর হইতে বিদিত বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ ঋষি দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৯

হে, ইষ্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি প্রজাগণের জন্য নীরোগ প্রাণ লাভ করিতে উদ্যত হইয়া তোমাকে সাদন করিতেছি। ১০

৫৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক দশ মন্ত্রে বেদীর দক্ষিণ শ্রোণি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ংমাতৃণ্ণেষ্টকা পর্য্যন্ত যথাক্রমে একৈক করিয়া অপর ১০টি প্রাণভৃৎ ইষ্টকা উপধান করিবে—

এই ইষ্টকা, বিশ্বকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ দক্ষিণ বায়ু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ১

ইহা, সেই বিশ্বকর্ম্মা হইতে বিদিত সুতরাং বৈশ্বকর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ মন দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ২

ইহা, মন হইতে বিদিত সুতরাং মানস নামে প্রসিদ্ধ গ্রীষ্ম ঋতু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৩

ইহা গ্রীষ্ম হইতে বিদিত সুতরাং গ্রৈষ্ম নামে প্রসিদ্ধ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দদেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৪

ইহা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ হইতে বিদিত স্বার নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৫

ইহা, স্বার হইতে বিদিত অন্তর্যাম নামে প্রসিদ্ধ গ্রহদেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৬

ইহা, অন্তর্যাম হইতে বিদিত পঞ্চদশ নামে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৭

ইহা, পঞ্চদশ স্তোম হইতে বিদিত বৃহৎ নামে প্রসিদ্ধ সাম দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৮

ইহা, বৃহৎ সাম হইতে বিদিত ভরদ্বাজ নামে প্রসিদ্ধ ঋষি দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৯

হে ইষ্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি প্রজাগণের নীরোগ মন লাভ করিতে উদ্যত হইয়া তোমাকে সাদন করিতেছি। ১০

---

৫৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক দশ মন্ত্রে বেদীর উত্তর শ্রোণি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকা পর্য্যন্ত যথাক্রমে একৈক করিয়া অপর ১০টি প্রাণভৃৎ ইষ্টকা, উপাধান করিবে,—

এই ইষ্টকা, বিশ্বব্যচা নামে প্রসিদ্ধ পশ্চিমগামী আদিত্য দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ১

ইহা, সেই বিশ্বব্যচা হইতে বিদিত সুতরাং বৈশ্বব্যচস নামে প্রসিদ্ধ চক্ষু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ২

ইহা, চক্ষু হইতে বিদিত সুতরাং চাক্ষুষ নামে প্রসিদ্ধ বর্ষাঋতু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৩

ইহা, বর্ষাঋতু হইতে বিদিত সুতরাং বার্ষী নামে প্রসিদ্ধ জগতীচ্ছন্দ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৪

ইহা, জগতীচ্ছন্দ হইতে বিদিত ঋক্‌সম নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৫

ইহা, ঋক্‌সম হইতে বিদিত শুক্রনামে প্রসিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৬

ইহা, শুক্রগ্রহ হইতে বিদিত সপ্তদশ নামে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৭

ইহা, সপ্তদশ স্তোম হইতে বিদিত বৈরূপ নামে প্রসিদ্ধ সাম দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৮

ইহা, বৈরূপ সাম হইতে বিদিত জমদগ্নি নামে প্রসিদ্ধ ঋষি দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৯

হে ইষ্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি প্রজাগণের জন্য নীরোগ চক্ষুলাভ করিতে উদ্যত হইয়া তোমাকে সাদন করিতেছি। ১০

---

৫৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক দশ মন্ত্রে বেদীর উত্তর অংস হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়মাতৃণ্ণেষ্ট-পর্য্যন্ত যথাক্রমে একৈক করিয়া অপর ১০টি প্রাণভৃৎ ইষ্টকা উপধান করিবে—

এই ইষ্টকা উত্তর দিক্‌স্থ স্বর্গলোককে মনন করত সাদন করিতেছি। ১

ইহা, সেই স্বর্লোক হইতে বিদিত সুতরাং সৌব নামে প্রসিদ্ধ শ্রোত্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ২

ইহা, শ্রোত্র হইতে বিদিত সুতরাং শ্রৌত্রী নামে প্রসিদ্ধ শরৎ ঋতু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৩

ইহা, শরৎ ঋতু হইতে বিদিত সুতরাং শারদী নামে প্রসিদ্ধ অনুষ্টুপ্ ছন্দ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৪

ইহা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ হইতে বিদিত ঐড় নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৫

ইহা, ঐড় স্তোত্র হইতে বিদিত মন্থী নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৬

ইহা, মন্থী গ্রহ হইতে বিদিত একবিংশ নামে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন পূর্ব্বক সাদন করিতেছি। ৭

ইহা, একবিংশ স্তোম হইতে বিদিত বৈরাজ নামে প্রসিদ্ধ সাম দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৮

ইহা, বৈরাজ সাম হইতে বিদিত বিশ্বামিত্র নামে প্রসিদ্ধ ঋষি দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৯

হে ইষ্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্তৃক সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি প্রজাগণের জন্য নীরোগ শ্রোত্র লাভ করিতে উদ্যত হইয়া তোমাকে সাদন করিতেছি। ১০

---

৫৮ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম দশ মন্ত্রে, মধ্যে স্থাপিত রেত ও সিক্ নামক ইষ্টকাদ্বয়ের উত্তর হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে একৈক করিয়া অপর ১০টি প্রাণভৃৎ ইষ্টকা উপধান করিবে—

এই ইষ্টকা, উপরি বিরাজমান মতি নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ১

ইহা, সেই মতি হইতে বিদিত সুতরাং মাত্যনামে প্রসিদ্ধ বাক্য দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ২

ইহা, বাক্ হইতে বিদিত সুতরাং বাচ্য নামে প্রসিদ্ধ হেমন্ত ঋতু দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৩

ইহা, হেমন্ত হইতে বিদিত সুতরাং হৈমন্তী নামে প্রসিদ্ধ পংক্তিছন্দ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৪

ইহা, পংক্তি হইতে বিদিত নিধনবৎ নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৫

ইহা, নিধনবৎ স্তোত্র হইতে বিদিত আগ্রয়ণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে মনন করত সাদন করিতেছি। ৬

ইহা, আগ্রয়ণ গ্রহ হইতে বিদিত ত্রি-

ণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ নামদ্বয়ে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাদ্বয়কে মনন করত সাদন করিতেছি। ৮

ইহা, ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমদ্বয় হইতে বিদিত শাকর এবং রৈবত নামে প্রসিদ্ধ সামদেবতাদ্বয়কে মনন করত সাদন করিতেছি। ৮

ইহা, শাকর ও রৈবত সামদ্বয় হইতে বিদিত বিশ্বকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ ঋষিদ্বয়কে মনন করত সাদন করিতেছি। ৯

হে ইষ্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি প্রজাগণের জন্য নির্দ্দোষ বাক্য গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া তোমাকে সাদন করিতেছি। ১০

অনন্তর একাদশ মন্ত্রে, দক্ষিণ কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য এবং পুনশ্চ মধ্য হইতে স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকা পর্য্যন্ত লোকম্পৃণেষ্টকোপধান করিবে—

হে ইষ্টকাসকল! এই পঞ্চাশৎ প্রাণভৃৎইষ্টকার যোজনাস্থলের ছিদ্রগুলি তোমরা পরিপূর্ণ কর; অতি সুদৃঢ় হইয়া সংস্থিত হও; ইন্দ্রাগ্নী দেবতারা এবং বিশ্বকর্ম্মা দেবতা তোমাদিগকে এইস্থলে সংস্থাপিত করিলেন। ১১

দ্বাদশ মন্ত্রে সূদদোহসাধবদন করিবে—

দেবগণের জন্ম হইলে রোচনত্রয়ে দ্যুলোক সম্বন্ধী ও বিশ্বের উপকারী নানাবিধ অন্ন ও জল এইস্থলে পরিপক্ক হইয়া থাকে। ১২

ত্রয়োদশ মন্ত্রে পুরীষ নিক্ষেপ করিবে—

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্ন লাভ করিয়াথাকি, যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা, সেই ইন্দ্র দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তুতি করিয়া থাকে। ১৩

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অথ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম চিতি প্রকরণ কথিত হইয়াছে*, আপাতত এ অধ্যায়ে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিতি প্রকরণ বিহিত হইতেছে]

---

১ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি পঞ্চ কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রগুলিতে আশ্বিনী নামক ইষ্টকাগুলি বেত ও সিগ নামক ইষ্টকাদ্বয়ের বেলাতে† উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! তুমি স্বয়ং ধ্রুব, তোমার উপাদানও ধ্রুব সুতরাং তোমার বসতিও অবশ্যই ধ্রুব হইবে অতএব এই সাধু স্থানে ধ্রুবরূপে বসতি কর। এই স্থানটি উখ্য অগ্নির প্রথম কীর্ত্তিপতাকা। তুমি ইহাকে সেবন কর‡ এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয়¶ তোমাকে এই স্থলে সাদিত করুন। ১

---

২ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে। তুমি কুলায়িনী*, তুমি ঘৃতবতী†, তুমি পুরন্ধি‡, পৃথিবীস্থ এই সুখনিকেতনে বসতি কর। রুদ্রগণ, বসুগণ সকলেই তোমাকে স্তুতি করেন; তুমি এই ব্রহ্ম সকল প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হও—যজমানের ভাগ্যোদয় হউক। এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয় তোমাকে এইস্থলে সাদিত করুন। ২

---

৩ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি স্বয়ং দক্ষ¶, তোমার উপাদানও দক্ষ, দেবগণের মহানন্দের উৎপাদন-দক্ষ হইয়া এই স্থলে বসতি কর এবং পিতা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণের সুখসেব্য ও সুখপ্রবেশ হইয়া থাকেন তুমিও দেবগণের জন্য সেইরূপ হও। এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বি-

---

* অর্থাৎ প্রথম স্তর ইঁট সাজাইবার মন্ত্র বলা হইয়াছে।

† বেলা=সীমা। এতাবতা ইষ্টকদ্বয়ের জোড়ের উপরি অর্থাৎ যেমনে ইদানীং প্রাচীরাদি গাঁথিয়া থাকে।

‡ অর্থাৎ ইহাকে আশ্রয় ভূমি কর। সেবন শব্দের একটি অর্থ—ব্যবহার করণ যথা—গঙ্গাসেবন বায়ুসেবন ইত্যাদি।

¶ এতদ্বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে—"দেবগণ অশ্বিদেবদ্বয়ের সমীপে প্রার্থনা করিলেন—তোমরা বিখ্যাত ভিষক্ অতএব দ্বিতীয় চিতিতে অনুগ্রহ প্রকাশ কর। তাঁহারা বলিলেন—আমাদের দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইবে? দেবতারা বলিলেন—তোমরা এই চিতি কার্য্যে অধ্বর্য্যু হইবা তদবধি তাঁহারা দ্বিতীয় চিতির অধ্বর্য্যু হইয়া আসিতেছেন শং ব্রাং ৮, ২, ১, ৩,।

* পক্ষিনীড়ের ন্যায় আকৃতি ধারণে প্রবৃত্তা।

† ঘৃত পোষণ স্থান হইতে প্রবৃত্তা।

‡ দ্বিতীয় প্রথম চিতি ইষ্টক গুলির ধারয়িত্রী

¶ দক্ষ—সমর্থ।

দেবদ্বয়, তোমাকে এইস্থলে সাদিত করুন। ৩

---

৪ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তোমার নাম অপ্স* তুমি পৃথিবীর পুরীষ হইতেছ; সকল দেবতাই তোমাকে স্তব করুন। তুমি স্তোমপৃষ্ঠা† ও ঘৃতবতী হইবার জন্য এই স্থলে বসতি কর এবং যজমানকে এই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রজা ও ধন প্রদান কর। এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয়, তোমাকে এই স্থলে সাদিত করুন। ৪

---

৫ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি অন্তরীক্ষ লোকের ধারয়িত্রী, তুমি দিক্ সমস্তের স্তম্ভয়িত্রী এবং তুমি এই সমস্ত ভুবনেরই স্বামিনী, তুমি জলের দ্রপ্স নামে বিখ্যাত, তোমাকে অখণ্ডনীয়া এই চিতির উপরি সাদন করিতেছি। এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয়, তোমাকে এই স্থলে সাদিত করুন। ৫

---

* জলের কারণীভূত রস; পরং এ অর্থে মনস্তুষ্টির অভাবে দ্বিতীয় অর্থ 'যাহার কারণ জল' অর্থাৎ জল দ্বারা নির্ম্মিত।

† ত্রিবৃদাদি স্তোম-স্তোত্র এবং রথন্তরাদি পৃষ্ঠস্তোত্র যাহাতে ব্যবহৃত হইবে।

৬ কণ্ডিকা।

প্রথম চিতিতে উপহিত ঋতব্য নামক ইষ্টকাদ্বয়ের উপরি এই মন্ত্রে ঋতব্য নামক অপর ইষ্টকাদ্বয় উপধান করিবে—

শুক্র এবং শুচি এই উভয়ই গ্রীষ্মকালের ঋতু*। হে ঋতুস্বরূপ ইষ্টকাদ্বয়! তোমাদিগকে অগ্নির অন্তঃশ্লেষ রূপে কল্পনা করিতেছি। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তোমরা, একবাক্য হইয়া এ জগতে আমার প্রাধান্য কল্পনা কর;—দ্যাবা পৃথিবী, আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন,—জলদেবীরা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই রূপে—এই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যত ইষ্টকা বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই একমনে তোমাদিগকে গ্রীষ্মকালের ঋতুরূপে অন্তঃশ্লেষ কল্পনা করত এই যজ্ঞে অভিনিবেশ করুন। সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র চিরস্থায়ী হও। ৬

---

৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক পঞ্চ মন্ত্রে বৈশ্বদেবী নামক পঞ্চ ইষ্টকা পূর্ব্বাদি পঞ্চদিকে সাদন করিবে—

* শুক্র—জ্যৈষ্ঠমাস। শুচি—আষাঢ় মাস।

হে ইষ্টকে! ঋতুগণের সহিত সমপ্রীত, বিধাসমূহের* সহিত সমপ্রীত, অগ্নিদেব তার সহিত সমপ্রীত এবং বয়োনাধগণের† সহিত সমপ্রীত তোমাকে, বৈশ্বানব অগ্নির তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিতেছি; এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয়, তোমাকে এইস্থলে সাদিত করুন। ১

হে ইষ্টকে! ঋতুগণের সহিত সমপ্রীত, বিধাসমূহের সহিত সমপ্রীত, বসুদেবগণের সহিত সমপ্রীত এবং বয়োনাধগণের সহিত সমপ্রীত তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নির তৃপ্তিব জন্য গ্রহণ করিতেছি; এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয়, তোমাকে এইস্থলে সাদিত করুন ২

হে ইষ্টকে! ঋতুগণের সহিত সমপ্রীত, বিধাসমূহের সহিত সমপ্রীত, রুদ্রদেব গণের সহিত সমপ্রীত, এবং বযোনাধ গণের সহিত সমপ্রীত তোমাকে বৈশ্বানব অগ্নির তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিতেছি; এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয় তোমাকে এই স্থলে সাদিত করুন। ৩

হে ইষ্টকে! ঋতুগণের সহিত সমপ্রীত, বিধাসমূহের সহিত সমপ্রীত, আদিত্য দেবগণের সহিত সমপ্রীত এবং বয়োনাধগণের সহিত সমপ্রীত তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নির তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিতেছি; এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয় তোমাকে এইস্থলে সাদিত করুন। ৪

হে ইষ্টকে! ঋতুগণের সহিত সমপ্রীত বিধাসমূহেব সহিত সমপ্রীত, বিশ্বেদেবা দেবগণের সহিত সমপ্রীত এবং বয়োনাধগণের সহিত সমপ্রীত তোমাকে বৈশ্বানর অগ্নিব তৃপ্তিব জন্য গ্রহণ কবিতেছি, এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বর্য্যু অশ্বিদেবদ্বয় তোমাকে এইস্থলে সাদিত করুন। ৫

---

৮ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাব প্রথম পঞ্চ মন্ত্রে পূর্ব্বাদি দিক্‌ পঞ্চকে, প্রাণভৃৎ সংজ্ঞক পাঁচটি ইষ্টকা সাদন করিবে—

হে ইষ্টকে! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর ১

হে ইষ্টকে! তুমি আমাব অপান রক্ষা কর। ২

হে ইষ্টকে। তুমি আমার ব্যান রক্ষা কর। ৩

হে ইষ্টকে। তুমি আমার চক্ষুদ্বয়কে দূরদর্শনে সক্ষম কর। ৪

হে ইষ্টকে। তুমি আমার শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বয়কে অপর্য্যাপ্ত শ্রবণে সমর্থ কর। ৫

ষষ্ঠাদি পঞ্চমন্ত্রে অপস্যা নামক পাঁচখানি ইষ্টকা উপধান করিবে—

* বিধা=জল। † বয়োনাধ=প্রাণাদি বায়ু।

হে ইষ্টকে! তোমার প্রসাদে এই পৃথিবী বৃষ্টির জলে সিক্তিত হউক। ৬

হে ইষ্টকে! তোমার প্রসাদে ওষধি সকল সুপ্রীত হউক। ৭

হে ইষ্টকে! দ্বিপাৎ প্রাণিগণকে রক্ষা কর। ৮

হে ইষ্টকে! চতুষ্পাৎ প্রাণিগণকে রক্ষা কর। ৯

হে ইষ্টকে! দ্যুলোক হইতে বৃষ্টির আগম (আমদানি) কর। ১০

---

৯ ও ১০ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাদ্বয়ের একোনবিংশতি মন্ত্রে দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম অনূকান্তে পাঁচ পাঁচটী এবং পূর্ব্বে চারিটি এই একোনবিংশতি বয়স্যা নামক ইষ্টকা উপধান করিবে—

প্রজাপতি, ছন্দের প্রভাবে প্রধান জাতি* সৃজন করিয়াছেন। ১

প্রজাপতি, ছন্দের প্রভাবে সুখদ ক্ষত্র জাতি† সৃজন করিয়াছেন। ২

প্রজাপতি, ছন্দের প্রভাবে স্তম্ভনকারী জাতি‡ সৃজন করিয়াছেন ৩

প্রজাপতি, ছন্দের প্রভাবে বিবিধ কর্ম্মচারী জাতি¶ সৃজন করিয়াছেন ৪

প্রজাপতি, বিবল* ছন্দের প্রভাবে বস্ত† জাতির সৃজন করিয়াছেন। ৫

প্রজাপতি, বিশাল‡ ছন্দের প্রভাবে বৃষ্ণি¶ জাতির সৃজন করিয়াছেন। ৬

প্রজাপতি, তন্দ্র+ ছন্দের প্রভাবে পুরুষ+ জাতির সৃজন করিয়াছেন। ৭

প্রজাপতি, অনাবৃষ্ট÷ ছন্দের প্রভাবে ব্যাঘ্র জাতির সৃজন করিয়াছেন। ৮

প্রজাপতি, ছদি+ ছন্দের প্রভাবে সিংহ জাতির সৃজন করিয়াছেন। ৯

প্রজাপতি, বৃহতী ছন্দের প্রভাবে পষ্ঠবাহ** জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১০

প্রজাপতি, ককুপ্ ছন্দের প্রভাবে উক্ষ (?) জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১১

প্রজাপতি, সতোবৃহতী ছন্দের প্রভাবে ঋষভ†† জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১২

প্রজাপতি, পংক্তি ছন্দের প্রভাবে বৃষ জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১৩

প্রজাপতি, জগতী ছন্দের প্রভাবে ধেনু জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১৪

---

* ব্রাহ্মণ। † ক্ষত্রিয়।

‡ ধনাদির সঞ্চয়কারী, বৈশ্য।

¶ কর্ম্মকার চর্ম্মকারাদি, শূদ্র।

* একপদা। † অজা।

‡ দ্বিপদা। ¶ মেষ।

+ পংক্তি। + কিন্নর।

÷ বিরাট্।

+ অতিচ্ছন্দ, অতিজগতী প্রভৃতি।

** যাহারা পষ্ঠে ভার বহন করে, গর্দ্দভাদি।

†† ভল্লুকাদি

প্রজাপতি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে ত্র্যবি (?) জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১৫

প্রজাপতি, বিরাট্ ছন্দের প্রভাবে দিত্যবাট্ (?) জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১৬

প্রজাপতি, গায়ত্রী ছন্দের প্রভাবে পঞ্চাবি(?) জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১৭

প্রজাপতি, উষ্ণিক্ ছন্দের প্রভাবে ত্রিবৎস(?) জাতির সৃজন করিয়াছেন। ১৮

প্রজাপতি, অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে তুর্য্যবাট(?) জাতির সৃজন করিয়াছেন ১৯

বিংশ মন্ত্রে দক্ষিণ শ্রোণি ক্রমে পূর্ব্ববৎ লোকম্পৃণা উপধান করিবে —

হে ইষ্টকে! পূর্ব্ব সংস্থাপিত ইষ্টকাগুলি দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই অথচ হওয়া আবশ্যক সেই সকল অবকাশ তোমরা একৈক ক্রমে পূরণ কর এবং এরূপ ভাবে পরস্পর সম্মিলিত হও যেন উভয়ের মধ্যে ছিদ্র না থাকে,—অতি সুদৃঢ় হইযা সংস্থিত হও, ইন্দ্রাগ্নী দেবতা এবং বৃহস্পতি দেবতা তোমাদিগকে এইস্থানে সংস্থাপিত করিলেন।

একবিংশ মন্ত্রে সূদদোহসাধিবদন —

দেবগণের জন্ম হইলে রোচনত্রয়ে দ্যুলোক সম্বন্ধী ও বিশের উপকারী নানাবিধ অন্ন ও জল এইস্থলে পরিপক্ক হইয়া থাকে। ১

দ্বাবিংশ মন্ত্রে পুরীষ নির্ব্বপন —

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী, যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্ন লাভ করিয়া থাকি যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা; — সেই ইন্দ্র দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তুতি করিয়া থাকে। ১

ইতি দ্বিতীয়া চিতি

— ০০০ —

অথ তৃতীয়া চিতি।

১১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকা উপধান করিবে —

হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! তোমরা এই স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকাকে সুদৃঢ় কর ইহা যেন ভগ্ন না হয়। হে স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকে! তুমি স্বীয় পৃষ্ঠে দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ এই লোকত্রয় বাধাম্বিত করিতে সক্ষম। ১

——

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রেও স্বয়মাতৃণ্ণেষ্টকা উপধান করিবে —

হে স্বয়মাতৃণ্ণে! তুমি অভিব্যক্তি যুক্তা ও প্রথিতা; বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে অন্তরীক্ষে সাদিত করুন।

হে ইষ্টকে! তুমি অন্তরীক্ষকে নিয়মিত কর—অন্তরীক্ষকে দৃঢ় কর—অন্তরীক্ষ জন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়। তোমার প্রসাদে যজমান প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদানাদি সমস্ত বায়ুবল্ল যথেষ্ট

প্রাপ্ত হউন এবং সচ্চরিত্র হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। বায়ু দেবতা, মহৎ কল্যাণে রাখিবার জন্য কল্যাণাকর তোমাকে এইস্থলে প্রতিষ্ঠিত করুন। অগ্নির চয়নানুষ্ঠান—এই কার্য্য তুমি, সেই পরম দেবতার প্রসাদে ধ্রুবত্ব লাভ করত সাদিত হও। ১

---

১৩ কণ্ডিকা।

প্রত্যেক দিকস্থ প্রত্যেক বেত ও সিক্ ইষ্টকাদ্বয়ের বেলাতে অনূকগুলির উপরি, এই কণ্ডিকাত্মক পঞ্চমন্ত্রে পাঁচটি দিশ্যা নামক ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে দিশ্যে। তোমাকে এই পূর্ব্বদিকের রাজ্ঞী করিয়া সাদিত করিতেছি। ১

হে দিশ্যে! তোমাকে এই দক্ষিণ দিকের বিরাট্ করিয়া সাদিত করিতেছি। ২

হে দিশ্যে। তোমাকে এই পশ্চিম দিকের সম্রাট করিয়া সাদিত করিতেছি। ৩

হে দিশ্যে! তোমাকে এই উত্তর দিকের স্বরাট্ করিয়া সাদিত করিতেছি। ৪

হে দিশ্যে! তোমাকে এই মধ্য দিকের অধিপত্নী করিয়া সাদিত করিতেছি। ৫

---

১৪ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বচিতিতে সাদিত বিশ্বজ্যোতিষ ইষ্টকার উপরি এই মন্ত্রে অপর বিশ্বজ্যোতিষ ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। তুমি জ্যোতিষ্মতী, বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে অন্তরীক্ষপৃষ্ঠে সাদিত করুন। যজমানকে প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান প্রভৃতি সমস্ত বায়ুবল লাভের উপায় স্বরূপ জ্যোতি প্রদান কর। বায়ু তোমার অধিপতি, তুমি সেই দেবতার প্রভাবে এই অগ্নিচয়ন কার্য্যে ধ্রুব বসতি কর। ১

---

১৫ কণ্ডিকা।

দ্বিতীয় চিতিতে উপস্থিত শুক্র ও শুচি নামক ঋতব্যেষ্টকাদ্বয়ের উপরি এই মন্ত্রে অপর ঋতব্য ইষ্টকাদ্বয় উপধান করিবে—

নভ ও নভস্য এই উভয়ই বর্ষাকালের ঋতু। হে ঋতুস্বরূপ ইষ্টকাদ্বয়। তোমাদিগকে অগ্নির অন্তঃশ্লেষ রূপে কল্পনা করিতেছি। একরূপকার্য্যে নিযুক্ত তোমরা একবাক্য হইয়া এ জগতে আমার প্রাধান্য কল্পনা কর, দ্যাবা পৃথিবী, আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন, জলদেবীরা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই

রূপে—এই দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে যত ইষ্টকা বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এক মনে তোমাদিগকে বর্ষাকালের ঋতুরূপে অন্তঃশ্লেষ কল্পনা করত এই যজ্ঞে অভিনিবেশ করুন। সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র চিরস্থায়ী হও। ১

১৬ কণ্ডিকা।

অপরাপর ঋতব্য ইষ্টকাদ্বয় ঐ স্থানেই উপধান করিবে—

ইষ ও উর্জ এই উভয়ই শরৎকালের ঋতু। হে ঋতুস্বরূপ ইষ্টকাদ্বয়! তোমাদিগকে অগ্নির অন্তঃশ্লেষ রূপে কল্পনা করিতেছি। ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তোমরা, একবাক্য হইয়া এ জগতে আমার প্রাধান্য কল্পনা কর;—দ্যাবা পৃথিবী, আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন,—জলদেবীরা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই রূপে—এই দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে যত ইষ্টকা বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই একমনে তোমাদিগকে শরৎকালের ঋতুরূপে অন্তঃশ্লেষ কল্পনা করত এই যজ্ঞে অভিনিবেশ করুন। সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র চিরস্থায়ী হও। ১

১৭ কণ্ডিকা।

চিতির পূর্ব্বভাগে এই কণ্ডিকাত্মক দশ মন্ত্রে প্রাণভৃৎ নামক ১০টী ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! আমার আয়ু রক্ষা কর। ১
" আমার প্রাণ রক্ষা কর। ২
" আমার অপান রক্ষা কর। ৩
" আমার ব্যান রক্ষা কর। ৪
" আমার চক্ষু রক্ষা কর। ৫
" আমার শ্রোত্র রক্ষা কর। ৬
" আমার বাক্য রক্ষা কর। ৭
" আমার মন রক্ষা কর। ৮
" আমার আত্মা রক্ষা কর। ৯
" আমার জ্যোতি রক্ষা কর। ১০

১৮ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক দ্বাদশ মন্ত্রে পক্ষসন্ধিতে ছন্দস্যা নামক ১২টি ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। মা* ছন্দকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ১
" প্রমা† ছন্দকে মনন করতং। ২
" প্রতিমা‡ ছন্দকে মনন করতং। ৩
" অস্ত্রীবয়¶ ছন্দকে মনন করতং। ৪
" পংক্তি ছন্দকে মনন করতং। ৫

* ভূলোক। † অন্তরীক্ষ লোক। ‡ দ্যুলোক ¶ পতন-শীল অন্ন।

,, উষ্ণিক্ ছন্দকে মনন করতং। ৬
,, বৃহতী ছন্দকে মনন করতং। ৭
,, অনুষ্টুপ্ ছন্দকে মনন করতং। ৮
,, বিরাট্ ছন্দকে মনন করতং। ৯
,, গায়ত্রী ছন্দকে মনন করতং। ১০
,, ত্রিষ্টুপ ছন্দকে মনন করতং। ১১
,, জগতী ছন্দকে মনন করতং। ১২

---

১৯ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক দ্বাদশ মন্ত্রে, পুচ্ছ সন্ধিতে, ছন্দস্যা নামক অপর ১২ টি ইষ্টকা উপধান করিবে—

পৃথিবী-দৈবত* ছন্দকে মনন করত এই ইষ্টকা সাদিত করিতেছি। ১
অন্তরীক্ষ দৈবত ছন্দকে মননং। ২
দ্যু দৈবত ছন্দকে মননং। ৩
বর্ষ দৈবত ছন্দকে মননং। ৪
নক্ষত্র দৈবত ছন্দকে মননং। ৫
বাগ্-দৈবত ছন্দকে মননং। ৬
মনো দৈবত ছন্দকে মননং। ৭
কৃষি-দৈবত ছন্দকে মননং। ৮
হিরণ্য দৈবত ছন্দকে মননং। ৯
গো দৈবত ছন্দকে মননং। ১০
অজা দৈবত ছন্দকে মননং। ১১
অশ্ব-দৈবত ছন্দকে মননং। ১২

---

২০ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক দ্বাদশ মন্ত্রে আত্ম-সন্ধিতে, ছন্দস্যা নামক অপর ১২টি ইষ্টক। উপধান করিবে——

অগ্নি দেবতাকে মনন করত এই ইষ্টকা সাদিত করিতেছি। ১
বায়ু দেবতাদিগকে মনন করতং। ২
সূর্য্য দেবতাকে মনন করতং। ৩
চন্দ্র দেবতাকে মনন করতং। ৪
বসু দেবতাদিগকে মনন করতং। ৫
রুদ্র দেবতাদিগকে মনন করতং। ৬
আদিত্য দেবতাদিগকে মনন করতং। ৭
মরুৎ দেবতাদিগকে মনন করতং। ৮
বিশ্বেদেবা দেবতাদিগকে মনন করতং। ৯
বৃহস্পতি দেবতাকে মনন করতং। ১০
ইন্দ্র দেবতাকে মনন করতং। ১১
বরুণ দেবতাকে মনন করতং। ১২

---

২১ কণ্ডিকা।

প্রথমোক্ত দশখানি প্রাণভৃৎ ইষ্টকার অপর ভাগে, এই কণ্ডিকাত্মক সপ্তমন্ত্রে বালখিল্যা নামক ৭ খানি ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে বালখিল্যে। তুমি মস্তক স্বরূপা, প্রাধান্য ভাবে এইস্থলে রাজমানা হও। ১

---

* যে ছন্দ পৃথিবী দেবতার উপাসনায় বিশেষ প্রসিদ্ধ, সেই ছন্দকে পৃথিবী দৈবত ছন্দ বলা যায়। অন্তরীক্ষ দৈবতাদিও এইরূপ।

হে বালখিল্যে! তুমি ধ্রুবরূপে এই স্থলকে ধারণ কর। ২

হে বালখিল্যে! তুমি ধরণীস্বরূপা, এই স্থলের ধারণে তৎপর হও। ৩

হে বালখিল্যে! আয়ুর্বৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি।

হে বালখিল্যে! বর্চ্চোবৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৫

হে বালখিল্যে! কৃষি-বৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৬

হে বালখিল্যে! কল্যাণ বৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৭

---

২২ কণ্ডিকা।

প্রথমোক্ত দ্বাদশ ছন্দস্যা ইষ্টকার অপর ভাগে, এই কণ্ডিকাত্মক সপ্তমন্ত্রে, বালখিল্যা নামক অপর ৭ খানি ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে বালখিল্যে! তুমি যন্ত্রী, এই স্থানে রাজমানা হও। ১

হে বালখিল্যে! তুমি যন্ত্রী এই স্থানকে নিয়মন কর। ২

হে বালখিল্যে! তুমি ধ্রুবা, তোমার নিম্নস্থ ইষ্টকা গুলিকে ধারণ কর। ৩

হে বালখিল্যে! অন্ন-বৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৪

হে বালখিল্যে! রসবৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৫

হে বালখিল্যে! ধন-বৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৬

হে বালখিল্যে! পুষ্টিবৃদ্ধি কামনায় তোমাকে সাদন করিতেছি। ৭

অষ্টম মন্ত্রে প্রথম চিতির ন্যায়, উত্তর শ্রোণি হইতে আরম্ভ করিয়া লোকম্পৃণেষ্টকোপধান করিবে—

হে ইষ্টকাসকল! এই পঞ্চাশৎ প্রাণভৃৎ ইষ্টকার যোজনাস্থলের ছিদ্রগুলি তোমরা পরিপূর্ণ কর, অতি সুদৃঢ় হইয়া সংস্থিত হও; ইন্দ্রাগ্নী দেবতারা এবং বিশ্বকর্ম্মা দেবতা তোমাদিগকে এইস্থলে সংস্থাপিত করিলেন। ৮

নবম মন্ত্রে সূদদোহনাধিবদন—

দেবগণের জন্ম হইলে রোচনত্রয়ে দ্যুলোক সম্বন্ধী ও বিশ্বের উপকারী নানা বিধ অন্ন ও জল এইস্থলে পরিপক্ক হইয়া থাকে। ৯

দশম মন্ত্রে পুরীষনির্ব্বপণ—

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র সমুজ্বল রহিয়াছে, যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী, যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্নলাভ করিয়াথাকি, যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা; সেই ইন্দ্র দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তুতি করিয়া থাকি। ১০

[ইতি তৃতীয়া চিতি]

[চতুর্থ চিতি প্রকরণ]

২৩ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ব দিকের অনূকান্তে উত্তরভাগে প্রথমত উত্তরমুখ হইয়া এইমন্ত্রে অজ্বাশ্রাত্রী মৃত্যুমোহিনী নামক প্রথম ইষ্টকা উপধান করিবে—

হেইষ্টকে। ত্রিবৃৎ* আশু† দেবতাকে মনন করত তোমাকে এই স্থানে সাদন করিতেছি। ১

দক্ষিণ দিকের অনূকান্তে, দক্ষিণ ভাগে পশ্চিম মুখ হইয়া এই দ্বিতীয় মন্ত্রে, মৃত্যুমোহিনী নামক দ্বিতীয় ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। পঞ্চদশ ভাস্ত‡ দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ২

উত্তর দিকের অনূকান্তে, দক্ষিণ ভাগে পশ্চিম মুখ হইয়া এই তৃতীয় মন্ত্রে মৃত্যু মোহিনী নামক তৃতীয় পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। সপ্তদশ ব্যোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ৩

পশ্চিম দিকের অনূকান্তে, দক্ষিণভাগে দক্ষিণ মুখ হইয়া এই চতুর্থ মন্ত্রে অজ্বাশ্রাত্রী মৃত্যুমোহিনী নামক চতুর্থ ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। একবিংশ বরুণ* দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ৪

অনন্তর রশ্মাদি চতুর্দ্দশ মন্ত্রে ১৪ খানি অর্দ্ধেদ্যা নামক ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। অষ্টাদশ প্রতূর্ত্তি† দেবতাকে০। ৫

নবদশ তপো দেবতাকে০। ৬

বিংশ অভীবর্ত্ত দেবতাকে০। ৭

দ্বাবিংশ বর্চ্চো দেবতাকে০। ৮

ত্রয়োবিংশ সম্বরণ দেবতাকে০। ৯

চতুর্ব্বিংশ যোনি দেবতাকে০। ১০

পঞ্চবিংশ গর্ভ দেবতাকে০। ১১

ত্রিণব ওজো দেবতাকে০। ১২

একত্রিংশৎ ক্রতু দেবতাকে০। ১৩

ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রতিষ্ঠা দেবতাকে০। ১৪

চতুস্ত্রিংশৎ ব্রধ্নবিষ্টপ দেবতাকে০। ১৫

ষটত্রিংশৎ নাক দেবতাকে০। ১৬

অষ্টাচত্বারিংশৎ বিবর্ত্ত দেবতাকে০। ১৭

চতুষ্টোম ধর্ত্র‡ দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ১৮

---

২৪ কণ্ডিকা।

উত্তর মুখ হইয়া এইমন্ত্র পাঠ করত

---

* ত্রিলোক ব্যাপী। † বায়ু। ‡ পঞ্চদশ দিবসে হ্রাস বৃদ্ধি ভাগিনী পঞ্চদশ কলার অধিপতি, চন্দ্র।

* আদিত্য। † সংবৎসর। ‡ বায়ু।

পূর্ব্বদিকের অনুকাশ্তে দক্ষিণভাগে* অত্যা-মাত্রী মৃত্যুমোহিনী নামক পঞ্চম ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! তুমি অগ্নির ভাগ হইতেছ, তোমার উপরি দীক্ষার আধিপত্য; তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ জাতি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন†। ত্রিবৃৎ স্তোমকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ১

পশ্চিমাভিমুখ হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত উত্তর দিকের অনুকাশ্তে, উত্তর-ভাগে* মৃত্যুমোহিনী নামক ষষ্ঠ পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। তুমি ইন্দ্রের ভাগ হই-তেছ, তোমার উপরি বিষ্ণুর আধিপত্য; তোমার প্রসাদে ক্ষত্রীয় জাতি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। পঞ্চদশ স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ২

পশ্চিমাভিমুখ হইয়া তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণ দিকের অনুকাশ্তে উত্তর ভাগে† মৃত্যুমোহিনী নামক সপ্তম পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। তুমি নৃচক্ষ দেবতার ভাগ হইতেছ, তোমার উপরি ধাতার আধি-পত্য, তোমার প্রসাদে জনিত্রজাতি‡ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইযাছে। সপ্তদশ স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ৩

---

* ইতিপূর্ব্বে ২৩ কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র উত্তর ভাগে মৃত্যুমোহিনী নামক প্রথম ইষ্টকা উপধান করা হইয়াছে।

† এই স্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে। যথা—প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত স্বয়ং গর্ভ ধারণ করিলেন, সেই গর্ভে এই দৃশ্য দৃশ্য সমস্ত চরাচর থাকিল কিন্তু তৎসমস্তই পাপে আচ্ছন্ন হইবায় মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তখন প্রজাপতি দেবতদিগকে বলিলেন—অইস তোমাদের সাহায্যে আমি এই গর্ভস্থ চরাচরকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করি। ইহাতে তাঁহারা বলিলেন—আমাদের কি লাভ? প্রজাপতি তদুত্তর বলিলেন—তোমরা কি লাভ অভিলাষ কর? তাহা প্রার্থনা কর। তাহাতে কেহ কেহ বলিলেন—যে সকল প্রজা সৃষ্ট হইবে, তাহাতে আমাদিগের অংশ সংশ্লিষ্ট হইবে, এবং অপর কতকগুলি বলিলেন—যে সকল প্রজা সৃষ্ট হইবে, তাঁহাতে আমাদিগের আধিপত্য হইবে। প্রজাপতি তাঁহাদিগের উভয় প্রার্থনাই স্বীকার করিলেন এবং তদনুসারে তাঁহাদিগের সাহায্যে মৃত্যুমুখ হইতে গর্ভ রক্ষা করত প্রজা সমস্ত সৃজন করণানন্তর ঐ প্রজা সমস্তের উপরি কোন কোন দেবতার অংশ নির্দিষ্ট করিলেন এবং কোন কোন দেবতার আধি-পত্য স্থির করিলেন।" (শতপথ ৮, ৪, ২, ১-২)

---

* ইতিপূর্ব্বে ২৩ কণ্ডিকার তৃতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগে মৃত্যুমোহিনী নামক তৃতীয় ইষ্টকা উপধান করা হইয়াছে।

† ইতিপূর্ব্বে ২৩ কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগে মৃত্যু মোহিনী নামক দ্বিতীয় ইষ্টকা উপধান করা হইয়াছে।

*‡ জনিত্র=বৈশ্য।

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত পশ্চিম দিকের অনূকান্তে উত্তর ভাগে* মৃত্যুমোহিনী নামক অষ্টম জঙ্ঘা-মাত্রী ইষ্টকা উপধান করিবে—

"হে ইষ্টকে। তুমি মিত্র দেবতার ভাগ হইতেছ, তোমার উপরি বরুণ দেবতার আধিপত্য; তোমার প্রসাদে বৃষ্টি এবং বায়ু মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। একবিংশ স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ৪

---

২৫ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বে উপহিত† চতুর্দ্দশ পদ্যা ইষ্টকার অপর ভাগে এই কণ্ডিকাত্মক চারি মন্ত্র এবং পর কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয়—এই ছয় মন্ত্রে ছয়খানি পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। তুমি বসুগণের ভাগ হইতেছ, তোমার প্রতি রুদ্র দেবতা-দিগের আধিপত্য; তোমার প্রসাদে চতুষ্পাদ্ প্রাণি জাতি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চতুর্ব্বিংশ স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ১

হে ইষ্টকে! তুমি আদিত্য গণের ভাগ হইতেছ, তোমার প্রতি মরুদ্ গণের আধিপত্য; তোমার প্রসাদে গর্ভ সকল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাই-যাছে। পঞ্চবিংশ স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি।

হে ইষ্টকে। তুমি অদিতি দেবতার ভাগ হইতেছ, তোমার প্রতি পূষা দেবতার আধিপত্য তোমার প্রসাদে ওজো সকল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ত্রিণব স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ৩

হে ইষ্টকে। তুমি সবিতা দেবতার ভাগ হইতেছ, তোমার প্রতি বৃহস্পতি দেবতার আধিপত্য তোমার প্রসাদে দিক্ সকল মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাই যাছে। চতুষ্টোম স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ৪

---

২৬ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি যব* দেবতাদিগের ভাগ হইতেছ, তোমার প্রতি অযব† গণের আধিপত্য; তোমার প্রসাদে প্রজাগণ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। চত্বারিংশ

---

* ইতিপূর্ব্বে ২৩ কণ্ডিকার চতুর্থ মন্ত্রে দক্ষিণভাগে মৃত্যুমোহিনী নামক চতুর্থ ইষ্টকা উপধান করা হই-য়াছে।

† ১২৩ কণ্ডিকার পঞ্চমাদি চতুর্দ্দশ মন্ত্রে উপহিত হইয়াছে।

* যব=শুক্লপক্ষীয় তিথি।

† অযব=কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি।

স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ১ (৫)

হে ইষ্টকে। তুমি ঋভু দেবগণের ভাগ হইতেছ, তোমার প্রতি বিশ্বেদেবা দেবগণের আধিপত্য ; তোমার প্রসাদে সমস্ত ভূতই* মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইযাছে। ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি। ২ (৬)

---

২৭ কণ্ডিকা।

এইমন্ত্র পাঠ করত অনূকেব উভয পার্শ্বে ঋতব্য নামক দুইখানি পদ্যা ইষ্টকা উপধান কবিবে—

সহ এবং সহস্য এই উভযই হৈমন্তিক ঋতু। হে ঋতুস্বরূপ ইষ্টকাদ্বয। তোমাদিগকে অগ্নির অন্তঃশ্লেষ রূপে কল্পনা কবিতেছি। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তোমবা একবাক্য হইযা এ জগতে আমাব প্রাধান্য কল্পনা কব;—দ্যাবা পৃথিবী,আমাব প্রাধান্য কল্পনা করুন,—জলদেবীবা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইযা থাকেন, সেই রূপে এই দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে যত ইষ্টকা বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই একমনে তোমাদিগকে হেমন্তকালের ঋতুরূপে অন্তঃশ্লেষ কল্পনা কবত এই যজ্ঞে অভিনিবেশ করুন। সেই পবম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র চিরস্থাযী হও। ১

---

২৮ কণ্ডিকা।

প্রত্যেক দিক্‌স্থ প্রত্যেক বেত ও সিক্ ইষ্টকাদ্বযেব বেলাতে, অনূকেব দক্ষিণে ৯খানি এবং উত্তবে ৮খানি, সাকল্যে ১৭খানি সৃষ্টি নামক ইষ্টকা উপধান করিবে। তন্মধ্যে এই কণ্ডিকা এবং পর কণ্ডিকা এই উভয কণ্ডিকাত্মক নযটি মন্ত্রে দক্ষিণ সৃষ্টির উপধান এবং তৎপবকণ্ডিকাত্মক ৫মন্ত্রে ও তৎপব কণ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রত্রযে—এই অষ্টমন্ত্রে ৮ খানি উত্তব সৃষ্টির উপধান হইবে*—

একেরা† সাহায্যে স্তব কবিলেন, তাহাতে (অচেতন) প্রজা সকল উৎপন্ন হইল এবং প্রজাপতি তাহাদিগের অধিপতি হইলেন। ১

যে সমস্ত চরাচর এই কয়েক মন্ত্রে বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট হয় নাই।

* এই স্থলে একটি আখ্যাযিকা আছে—'প্রজাসৃষ্টি কাম প্রজাপতি, গর্ভস্থ সমস্ত প্রজাকে পাপ-মুখ হইতে রক্ষা করণানন্তব তাহাদিগকে প্রসব কবিতে প্রবৃত্ত হইযা দেবতাদিগকে বলিলেন—আইস, তোমাদিগেব সাহায্যে স্তব কবি, তাহা হইলেই সৃষ্টি বিষয়ে পূর্ণ মনোবথ হইতে পারিব। তাঁহাবাও ইহাতে সম্মত হইলে যথাক্রমে সাহায্যগ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত প্রজা সৃজন করিলেন।' শতপথ ৮,৪,৩,১—২। পবন্তু এই শ্রুতিতে ইহা প্রকাশিত নাই যে, কাহাকে স্তব করিলেন? এবং ইহাও সুস্পষ্ট নাই যে, কাহাদিগের সাহায্যে?।

† বাক্যের।

তিনের* সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইল এবং ব্রহ্মণস্পতি তাহাদিগের অধিপতি হইলেন। ২

পাঁচের† সাহায্যে স্তব করিলেন তাহাতে ভূত সকল উৎপন্ন হইল এবং ভূতপতি তাহাদের অধিপতি হইলেন। ৩

সাতের‡ সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে সপ্ত ঋষিরা উৎপন্ন হইলেন এবং ধাতা তাঁহাদের অধিপতি হইলেন। ৪

---

২৯ কণ্ডিকা।

নয়ের¶ সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন এবং অদিতি তাঁহাদের অধিপত্নী হইলেন। ৫

একাদশের॥ সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে ঋতু সকল উৎপন্ন হইল এবং আর্ত্তবগণ তাহাদের অধিপতি হইলেন। ৬

ত্রয়োদশের-- সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে মাস সকল উৎপন্ন হইল এবং সংবৎসর তাহাদের অধিপতি হইলেন। ৭

পঞ্চদশের× সাহায্যে স্তব করিলেন তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হইল এবং ইন্দ্র তাহাদের অধিপতি হইলেন। ৮

সপ্তদশের* সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে গ্রাম্য পশু সকল উৎপন্ন হইল এবং বৃহস্পতি তাহাদের অধিপতি হইলেন। ৯

---

৩০ কণ্ডিকা।

ঊনবিংশের† সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে শূদ্র ও আর্য্যজাতি উৎপন্ন হইল এবং অহোরাত্র তাহাদের অধিপতি হইলেন। ১০

একবিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে এক-খুর পশু সকল উৎপন্ন হইল এবং বরুণ তাহাদের অধিপতি হইলেন। ১১

ত্রয়োবিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু সকল উৎপন্ন হইল এবং পূষা তাহাদের অধিপতি হইলেন। ১২

পঞ্চবিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে আরণ্য পশু সকল উৎপন্ন হইল এবং বায়ু তাহাদের অধিপতি হইলেন। ১

সপ্তবিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে ভূরাদি লোকত্রয় উৎপন্ন হইল

---

* প্রাণ, উদান, ব্যান। † পঞ্চ প্রাণ।

‡ শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয় ও জিহ্বা।

¶ নবদ্বার শরীর। ॥ একাদশ ইন্দ্রিয়।

-- আভ্যন্তরীণ সংস্থান।

× হস্তাঙ্গুলিদশ, হস্তদ্বয়, বক্ষদ্বয় ও নাভির ঊর্দ্ধভাগ।

* পাদাঙ্গুলি দশ, উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, পাদদ্বয় ও নাভির—অধোভাগ।

† এই ঊনবিংশাদির পরিচয় টীকাকার যেরূপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হৃদয়-গ্রাহী নহে।

এবং বসুগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ যথাক্রমে তাহাদের অধিপতি হইলেন। ১৪

---

৩১ কণ্ডিকা।

ঊনত্রিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে বনস্পতি সকল উৎপন্ন হইল এবং সোম তাহাদের অধিপতি হইলেন। (১৫) ১

একত্রিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে অন্যান্য প্রজাসকল উৎপন্ন হইল এবং যব ও অযবগণ তাহাদের অধিপতি হইলেন। (১৬) ২

ত্রয়স্ত্রিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, তাহাতে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণী শান্তিমার্গ লাভ করিল এবং পরমেষ্ঠী প্রজাপতি তাহাদের অধিপতি হইলেন। (১৭) ৩

চতুর্থ মন্ত্রে লোকম্পৃণোপধান—

হে ইষ্টকাগণ এই পঞ্চাশৎ প্রাণভৃৎ ইষ্টকার যোজনাস্থলের ছিদ্রগুলি তোমরা পরিপূর্ণ কর; অতি সুদৃঢ় হইয়া সংস্থিত হও, ইন্দ্রাগ্নী দেবতারা এবং বিশ্বকর্ম্মা দেবতা তোমাদিগকে এইস্থলে সংস্থাপিত করিলেন। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে সূদদোহসাধিবদন—

দেবগণের জন্ম হইলে রোচনত্রয়ে দ্যুলোক সম্বন্ধী ও বিশের উপকারী নানাবিধ অন্ন ও জল এইস্থলে পরিপক হইয়া থাকে। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে পুরীষ নির্ব্বপন—

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র সমুজ্বল রহিয়াছে, যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্ন লাভ করিয়াথাকি, যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা, সেই ইন্দ্র দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তুতি করিয়া থাকে। ৬

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

অথ পঞ্চদশ অধ্যায়।

[পঞ্চম চিতি প্রকরণ]

১ম কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র এবং দ্বিতীয় কণ্ডিকাত্মক মন্ত্র ও তৃতীয় কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়—এই পঞ্চমন্ত্রে পাঁচখানি অসপত্না নামক ইষ্টকা উপধান করিবে। তন্মধ্যে এই মন্ত্রে প্রথমত পূর্ব্বদিকে—

হে অগ্নে জাতবেদঃ! আমাদের যে সমস্ত সপত্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহারা ভবিষ্যদ্-গর্ভে নিহিত আছে, তৎসমস্তই বিনষ্ট কর এবং অক্রোধ, সদন্তঃকরণে আমাদিগকে এরূপ বর প্রদান কর, যাহাতে সুখকর ও সর্ব্ব-ফল-প্রদ স্থানত্রয়েতেই* আমরা তোমার পরিচর্য্যায় কৃতকার্য্য হই।১

---

২ কণ্ডিকা।

পশ্চিমে—

হে জাতবেদঃ! যে সমস্ত সবল সপত্ন বিদ্যমান আছে এবং তদ্রূপ যাহারা ভবিষ্যদ্-গর্ভে নিহিত রহিয়াছে, তৎসমস্তকেই বিনাশ কর এবং অক্রোধ, সদন্তঃকরণে আমাদিগকে এরূপ বর প্রদান কর, যাহাতে আমরা সপত্নগণ হইতে সমধিক বলবান্ হইতে পারি!—সপত্নগণকে বিনাশ করিতে পারি।২

---

* স্থানত্রয়=সদোমণ্ডপ, হবির্দ্ধান ও আগ্নীধ্র-প্রদেশ।

৩ কণ্ডিকা।

দক্ষিণে—

হে ইষ্টকে! ষোড়শী স্তোমের প্রভাবে তোমাকে সাদন করিতেছি—এই ফলে ওজোরূপ ধন লাভ করিব।৩

উত্তরে—

হে ইষ্টকে! চতুশ্চত্বারিংশ স্তোমের প্রভাবে তোমাকে সাদন করিতেছি—এই ফলে বর্চ্চোধন লাভ করিব।৪

মধ্যভাগে—

হে ইষ্টকে! তুমি এই অধঃস্থ ইষ্টকা সমস্তের রক্ষক এবং অগ্নির পুরীষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুমি স্তোমমন্ত্র সকলের প্রভাবে এই ঘৃত-স্থান চতুর্থ চিতির উপরি সাদিত হইতেছ, সমস্ত দেবগণ তোমাকে স্তব করুন এবং তুমিও আমাদিগকে তৎফল স্বরূপ প্রজাবর্গ সহ যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।৫

---

৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা এবং পরকণ্ডিকা এই উভয় কণ্ডিকাত্মক চত্বারিংশৎ মন্ত্রে, পূর্ব্বাদি দিক্-চতুষ্টয়ে দশ দশ ক্রমে, চত্বারিংশৎ খানি বিরাট্ নামক পদ্যা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! এবচ্ছন্দকে* মনন করত তোমাকে সাদন করিতেছি।১

---

* এবচ্ছন্দ=পৃথিবী লোক।

,, ববিবশ্ছন্দকে[১] মননং। ২

,, শস্তু ছন্দবে[২] মননং। ৩

,, পরিভূ ছন্দকে[৩] মননং। ৪

,, আচ্ছচ্ছন্দকে[৪] মননং। ৫

,, মনশ্ছন্দকে[৫] মননং। ৬

,, ব্যচশ্ছন্দকে[৬] মননং। ৭

,, সিন্ধু ছন্দকে[৭] মননং। ৮

,, সমুদ্র ছন্দবে[৮] মননং। ৯

,, সরিব ছন্দকে[৯] মননং। ১০

,, ককুপ ছন্দকে[১০] মননং। ১১

,, ত্রিককুপ্ ছন্দকে[১১] মননং। ১২

,, কাব্য ছন্দকে[১২] মননং। ১৩

,, অঙ্কুপ ছন্দকে[১৩] মননং। ১৪

,, অক্ষবপঁক্তি ছন্দকে[১৪] মননং। ১৫

,, পদপঁক্তি ছন্দকে[১৫] মননং। ১৬

,, বিষ্টারপঁক্তি ছন্দকে[১৬] মননং। ১৭

,, ক্ষুরোভ্রাজ ছন্দকে[১৭] মননং। ১৮

---

৫ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে। আচ্ছৎ ছন্দকে[১৮] মনন কবত তোমাকে সাদন কবিতেছি। ১৯

---

১ প্রভামণ্ডল।
২ বায়ু। ৩ দিঙ্মণ্ডল। ৪ অন্ন।
৫ প্রজাপতি। ৬ আদিত্য। ৭ প্রাণবায়ু।
৮ মন। ৯ বাক্য। ১০ প্রাণ।
১১ উদান। ১২ ত্রয়ীবিদ্যা অর্থাৎ বেদত্রয়।
১৩ জল। ১৪ স্বর্গ। ১৫ পৃথিবী।
১৬ পাতাল। ১৭ বিদ্যুৎপুঞ্জ। ১৮ অন্ন

,, প্রচ্ছৎ ছন্দকে[১] মননং। ২০

,, সংযৎ ছন্দকে[২] মননং। ২১

,, বিযৎ[৩] ছন্দকে মননং। ২২

,, বৃহৎ ছন্দকে[৪] মননং। ২৩

,, রথন্তব[৫] ছন্দকে মননং। ২৪

,, নিকায় ছন্দকে[৬] মননং। ২৫

,, বিবধ ছন্দকে[৭] মননং। ২৬

,, গিব ছন্দকে[৮] মননং। ২৭

,, ভ্রজ ছন্দকে[৯] মননং। ২৮

,, সংস্তুপ্ ছন্দকে[১০] মননং। ২৯

,, অনুষ্টুপ্ ছন্দকে[১১] মননং। ৩০

,, এব ছন্দকে[১২] মননং। ৩১

,, ববিবশ্ছন্দকে[১৩] মননং। ৩২

,, বযশ্ছন্দকে[১৪] মননং। ৩৩

,, বয়স্কৃচ্ছন্দকে[১৫] মননং। ৩৪

,, বিষ্পর্দ্ধ ছন্দকে[১৬] মননং। ৩৫

,, বিশাল ছন্দকে[১৭] মননং। ৩৬

,, ছদি ছন্দকে[১৮] মননং। ৩৭

,, দুবোহণ ছন্দকে[১৯] মননং। ৩৮

---

১ পানীয। ২ রাত্রি।
৩ দিবা। ৪ দ্যুমণ্ডল।
৫ ভূমণ্ডল। ৬ শবীব। ৭ অ,ক,শ।
৮ অস্ফুটবাক্য। ৯ অগ্নি।
১০ বৈখরী বাণী। ১১ মধ্যমা বাণী।
১২ পৃথিবী লোক। ১৩ প্রভামণ্ডল।
১৪ বযঃক্রম। ১৫ জঠবাগ্নি।
১৬ স্পর্দ্ধাব মূল অহন্তত্ত্ব। ১৭ মহত্তত্ত্ব।
১৮ মাযা। ১৯ জ্ঞান।

তন্দ্র ছন্দকে* মননং। ৩৯

অঙ্কাঙ্ক ছন্দকে† মননং। ৪০

---

৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকা এবং পর কণ্ডিকা এই উভয় কণ্ডিকাত্মক ঊনত্রিংশৎ মন্ত্রে অষাঢ়া বেলাতে ঊনত্রিংশৎখানি স্তোমভাগ নামক ইষ্টকা উপধান করিবে। তন্মধ্যে প্রথমত দক্ষিণভাগে পঞ্চদশ, পশ্চাৎ উত্তর ভাগে চতুর্দ্দশখানি প্রাগনূক করিয়া উপহিত করিতে হইবে—

হে ইষ্টকে। তুমি রশ্মির‡ প্রভাবে সত্যের জন্য¶ উপহিত হইয়া সত্যকে প্রীত কর। ১

তুমি প্রেতির× প্রভাবে ধর্ম্মের জন্য উপহিত হইয়া ধর্ম্মকে প্রীত কর। ২

তুমি অন্বিতির+ প্রভাবে দ্যুলোকের জন্য উপহিত হইয়া দ্যুলোককে প্রীত কর। ৩

„ তুমি সন্ধির। প্রভাবে অন্তরীক্ষের জন্য উপহিত হইয়া অন্তরীক্ষকে প্রীত কর। ৪

„ তুমি প্রতিধির* প্রভাবে পৃথিবীর জন্য উপহিত হইয়া পৃথিবীকে প্রীত কর। ৫

„ তুমি বিষ্টম্ভের† প্রভাবে বৃষ্টির জন্য উপহিত হইয়া বৃষ্টিকে প্রীত কর। ৬

„ তুমি প্রবার‡ প্রভাবে দিবার জন্য উপহিত হইয়া দিবাকে প্রীত কর। ৭

„ তুমি অনুযার¶ প্রভাবে রাত্রির জন্য উপহিত হইয়া রাত্রিকে প্রীত কর। ৮

„ তুমি উশিকের× প্রভাবে বসুগণের জন্য উপহিত হইয়া বসুগণকে প্রীত কর। ৯

তুমি প্রকেতের+ প্রভাবে আদিত্যগণের জন্য উপহিত হইয়া আদিত্যগণকে প্রীত কর। ১০

---

৭ কণ্ডিকা।

„ তুমি তন্তুর। প্রভাবে রায়স্পোষের জন্য উপহিত হইয়া রায়স্পোষকে প্রীত কর। ১১

---

* অজ্ঞন † [illegible] নিদর্শন।

‡ রশ্মি=অন্ন' শ [illegible] ১,১।

¶ অর্থাৎ সত্যকে প্রীত করিবার জন্যই। (এইরূপ সর্ব্বত্র)।

× প্রেতি=দেহে যাহার গতি, অন্ন।

+অন্বিতি—প্রতি [illegible] তি, অন্ন

। সন্ধি=[illegible] দিব আধার [illegible]

* প্রতিধি—প্রতিক ইন্দ্রি [illegible], অন্ন।

† বিষ্টম্ভ=দেহ দিব স্তম্ভ [illegible], অন্ন

‡ প্রবা=দেহে গমনাগমনকারী অন্ন।

¶ অনুযা দেহ [illegible] গমনকারী অন্ন

× উশিক=সমস্ত প্রাণীর আকাঙ্ক্ষণীয় অন্ন।

+ প্রকেত—সুখ অনুভবের কারণ, অন্ন।

। [illegible] প্রাণীর [illegible] অন্ন

,, তুমি সংসর্পের* প্রভাবে শ্রুতের জন্য উপহিত হইয়া শ্রুতকে প্রীত কর। ১২

,, তুমি ঐড়ের† প্রভাবে ওষধিগণের জন্য উপহিত হইয়া ওষধিগণকে প্রীত কর। ১৩

,, তুমি উত্তমের‡ প্রভাবে তনুগণের জন্য উপহিত হইয়া তনুগণকে প্রীত কর। ১৪

,, তুমি বয়োধার¶ প্রভাবে অধীতের জন্য উপহিত হইয়া অধীতকে প্রীত কর। ১৫

, তুমি অভিজিতের× প্রভাবে তেজের জন্য উপহিত হইয়া তেজকে প্রীত কর। ১৬

---

৮ কণ্ডিকা।

তুমি প্রতিপদ+ হইতেছ, প্রতিপদের জন্যই তোমাকে উপধান করিতেছি। ১৭

তুমি অনুপদ। হইতেছ, অনুপদের জন্যই তোমাকে উপধান করিতেছি। ১৮

তুমি সম্পদ* হইতেছ, সম্পদের জন্যই তোমাকে উপধান করিতেছি। ১৯

তুমি তেজ হইতেছ,† তেজের জন্যই তোমাকে উপধান করিতেছি। ২০

---

৯ কণ্ডিকা।

তুমি ত্রিবৃৎ‡ হইতেছ, ত্রিবৃতের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২১

তুমি প্রবৃৎ¶ হইতেছ প্রবৃতের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২২

তুমি বিবৃৎ× হইতেছ. বিবৃতের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২৩

তুমি সবৃৎ+ হইতেছ, সবৃতের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২৪

তুমি আক্রম। হইতেছ, আক্রমের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২৫

তুমি সংক্রম-- হইতেছ, সংক্রমের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২৬

---

* সংসর্প=প্রতি ইন্দ্রিয়ের বর্দ্ধয়িতা, অন্ন।

† ঐড=ইডা নামে প্রসিদ্ধ, অন্ন।

‡ উত্তম=পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট পদার্থ, অন্ন।

¶ বয়োধা=শরীরের উপচয়কারী, অন্ন।

× অভিজিৎ=বলকর, অন্ন।

\+ প্রতিপদ্=যাহাহইতে জীবনের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, অন্ন।

। অনুপদ্=যাহাহইতে ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে সমর্থ হয়, অন্ন।

* সম্পদ্=যাহাহইতে সম্পত্তি হয়, অন্ন।

† তেজ=যাহাহইতে শরীরে তেজ হয়, অন্ন।

‡ ত্রিবৃৎ=কৃষি, বৃষ্টি ও বীজে সমুৎপন্ন, অন্ন।

¶ প্রবৃৎ=প্রাণিসমস্তের কার্য্যসমস্তে প্রবৃত্তিকারী, অন্ন।

× বিবৃৎ=প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের তত্তৎকার্য্যে প্রবর্ত্তক, অন্ন।

\+ সবৃৎ=জীবনের সহচারী, অন্ন।

। আক্রম=ক্ষুধার পরাভবকারী, অন্ন।

-- সংক্রম=সন্তানোৎপত্তির বীজ, অন্ন

তুমি উৎক্রম* হইতেছ, উৎক্রমের জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২৭

তুমি উৎক্রান্তি† হইতেছ, উৎক্রান্তির জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি। ২৮

তুমি স্বীয় অধিপতিত্বের প্রভাবে উর্জকে‡ প্রীত কর। ২৯

---

১০ কণ্ডিকা।

ঋতব্য বেলার অনুকোপরি পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য দিগ্‌ভাগে এতদাদি পঞ্চকণ্ডিকাত্মক পঞ্চমন্ত্রে নাকসৎ নামক পাঁচখানি ইষ্টকা উপধান করিবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে——

হে ইষ্টকে! তুমি পূর্ব্বদিগবলম্বিনী রাজ্ঞী; সেই বসুদেবতারা তোমার অধিপতি; অগ্নি তোমার সমস্ত বাধার নিবারক; এই পৃথিবীতে ত্রিবৃৎ নামক স্তোম তোমাকে আশ্রয় করুক; আজ্য নামক উক্‌থ, তুমি যাহাতে ব্যথা নাপাও এরূপে স্তম্ভিত করুক, রথন্তর সাম, তোমার অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ হউক। প্রথমোৎপন্ন ঋষিরা দ্যুলোকে তোমাকে শ্রেষ্ঠ-দেবাংশে প্রথিত করুন; এই বিধর্ত্তা ও অধিপতি, ইহাঁরাও তোমাকে সুপ্রথিত করুন। এবং বসু প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবগণ তোমার পরিচয়ে পরিচিত হইয়া যজমানকে উৎকৃষ্ট, সর্ব্ব সুখাকর, স্বর্গ প্রাপ্ত করান। ১

---

১১ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি দক্ষিণদিকের বিরাট সেই রুদ্র দেবতারা তোমার অধিপতি, ইন্দ্র, তোমার সমস্ত বাধার নিবারক; এই পৃথিবীতে পঞ্চদশ নামক স্তোম তোমাকে আশ্রয় করুক; প্রউগ নামক উকথ, তুমি যাহাতে ব্যথা নাপাও এরূপে স্তম্ভিত করুক; বৃহৎ সাম, তোমার অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ হউক। প্রথমোৎপন্ন ইত্যাদি—। ২

---

১২ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে। তুমি পশ্চিমদিকের সম্রাট সেই আদিত্য দেবতারা তোমার অধিপতি, বরুণ তোমার সমস্ত বাধার নিবারক; এই পৃথিবীতে সপ্তদশ নামক স্তোম তোমাকে আশ্রয় করুক; মরুত্বতীয় উকথ, তুমি যাহাতে ব্যথা নাপাও এরূপে স্তম্ভিত করুক; বৈরূপ সাম, তোমার অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ হউক। প্রথমোৎপন্ন ইত্যাদি—। ৩

১৩ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি উত্তরদিকের স্বরাট;

---

* উৎক্রম=জন্মের নিদান, অন্ন।

† উৎক্রান্তি=মৃত্যুর নিদান, অন্ন।

‡ উর্জ্‌—অন্নরস।

সেই মরুৎ দেবতারা তোমার অধিপতি; সোম তোমার সমস্ত বাধার নিবারক; এই পৃথিবীতে একবিংশস্তোম তোমাকে আশ্রয় করুক; নিষ্কেবল্য নামক উক্থ, তুমি যাহাতে ব্যথা নাপাও এরূপে স্তম্ভিত করুক বৈরাজ সাম, তোমার অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ হউক। প্রথমোৎপন্ন ইত্যাদি। ৪

---

১৪ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি ঊর্দ্ধদিকের অধিপতি; বৃহস্পতি, তোমার সমস্ত বাধার নিবারক; এই পৃথিবীতে ত্রিণব ও ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোমদ্বয় তোমাকে আশ্রয় করুক. বৈশ্বদেব ও অগ্নিমারুত নামক উক্থদ্বয়, তুমি যাহাতে ব্যথা নাপাও এরূপে স্তম্ভিত করুক, শাকর ও রৈবত সামদ্বয় তোমাব অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠাব কারণ হউক। প্রথমোৎপন্ন ইত্যাদি। ৫

---

১৫ কণ্ডিকা।

অনন্তর সেই নাকসৎ ইষ্টকাগুলির উপরি অমন্ত্রক পুরীষক্ষেপণ করিয়া এই কণ্ডিকা প্রভৃতি পঞ্চকণ্ডিকাত্মক পঞ্চমন্ত্রে পাঁচটী পঞ্চচূড়া নামক ইষ্টকা উপধান করিবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে যথা—

এই পূর্ব্বদিগ্‌ভাগীয় দেবতার নাম হরিকেশ* এবং ইহাঁর রশ্মি সূর্য্যের ন্যায় অতীব তীব্র ও স্বচ্ছ। ইহাঁর সেনানীর নাম রথগৃৎস, গ্রামণীর নাম রথৌজা† এবং অপ্সরাদ্বয়ের নাম পুঞ্জিকস্থলা ও ক্রতুস্থলা‡। ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিকটদশন জন্তুরাই ইহাঁব হেতি ও পৌরুষেয় বধই প্রহেতি¶। ইহাঁদিগকে নমস্কার। ইহাঁরা আমাদিগকে সুখী করুন—আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যাহার দ্বেষ করি বা যাহারা আমাদের দ্বেষ করে সেই অনার্য্যজাতিকে ইহাঁদের বিকটদশনে সমর্পণ করি। ১

---

* হরি শব্দে হরিৎ—কনকবর্ণ, কেশ শব্দে জ্বালা, কনকবর্ণ জ্বালা যাঁহার তাঁহাকেই হরিকেশ বলা যায়—অগ্নি।

† সেনানী অর্থৎ সেনাপতি, রথগৃৎস অর্থাৎ—রথযুদ্ধে নিপুণ। গ্রামণী অর্থৎ নগর শান্তি-রক্ষক মাজিষ্ট্রেট। শতপথ শ্রুতিতে (৮,৬,১,১৬,) বসন্ত ঋতুর মাসদ্বয়কে এই কার্য্যাধ্যক্ষদ্বয় বলা হইয়াছে।

‡ রূপ, লাবণ্য, সৌভাগ্যাদি সমস্ত বর্ণনীয় গুণ পুঞ্জীকৃত আছে যাহাতে, তাহাকেই পুঞ্জিকস্থলা কহে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়েব সাফল্য হয় যাহাতে, তাহাকেই ক্রতুস্থলা কহে। অপ্সরা=স্বর্গীগণেব সর্ব্বসাধারণেব ভোগ্যা বেশ্যা। শতপথ শ্রুতিতে (৮,৬,১৬) দিক্ উপদিক্‌কেই এই অপ্সরোদ্বয় বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

¶ বিকটদশন জন্তু=ব্যাঘ্রাদি, হেতি=অস্ত্র, পৌরুষেয় বধ=দ্বীপ দলেই পরস্পর কাটাকাটি কিম্বা মরণ, প্রহেতি=প্রধানমারণোপায়।

১৬ কণ্ডিকা।

দক্ষিণে—

এই দক্ষিণদিগ্‌ভাগীয় দেবতার নাম বিশ্বকর্ম্মা*। ইহাঁর সেনানী—রথস্বন, গ্রামণী—রথেচিত্র† এবং অপ্সরাদ্বয়ের নাম মেনকা ও সহজন্যা‡। যাতুধানেরাই ইহাঁর হেতি এবং রক্ষোগণই ইহাঁর প্রহেতি। ইহাঁদিগকে নমস্কার। ইত্যাদি।২

১৭ কণ্ডিকা।

পশ্চিমে—

এই পশ্চিমদিগভাগীয় দেবতার নাম—বিশ্বব্যচা p। ইহাঁর সেনানী—রথেপ্রোত ও গ্রামণীর নাম অসমরথ × এবং অপ্সরাদ্বয়ের নাম + প্রম্লোচন্তী ও অনুম্লোচন্তী। ইহাঁর হেতি—ব্যাঘ্র এবং প্রহেতি সর্প। ইহাদিগকে নমস্কার। ইত্যাদি। ৩

১৮ কণ্ডিকা।

উত্তরে—

এই উত্তরদিগ্‌ভাগীয় দেবতার নাম—সংযদ্বসু*। ইহাঁর সেনানী—তার্ক্ষ্যনেমি ও গ্রামণীর নাম—অরিষ্টনেমি† এবং অপ্সরাদ্বয়ের নাম—বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী‡। ইহাঁর হেতি—জল এবং প্রহেতি—বায়ু। ইহাদিগকে নমস্কার। ইত্যাদি। ৪

১৯ কণ্ডিকা।

মধ্যে—

এই মধ্যদিগ্‌ভাগীয় দেবতার নাম অর্ব্বাগ্বসু। ইহাঁর সেনানী—সেনজিৎ ও গ্রামণীর নাম—সুসেন এবং অপ্সরাদ্বয়ের নাম—উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি। ইহাঁর হেতি—বজ্রধ্বনি এবং প্রহেতি—বিদ্যুৎ। ইহাদিগকে নমস্কার। ইত্যাদি। ৫

* সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ বায়ু।

† রথস্বন=রথারূঢ় হইয়াই সিংহনাদে প্রবৃত্ত, রথেচিত্র=রথের উপরি চিত্রের ন্যায় থাকিয়াও নগরের শাসনকারী। শতপথ শ্রুতিতে (৮,৬,১,১৭) গ্রীষ্মঋতুর মাসদ্বয়কেই এই সেনানী ও গ্রামণী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে।

‡ মেনকা—মাননীয়া, সহজন্যা=সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিতে পারে।

p যাঁহার উদয়ে সর্ব্বদিক্ প্রকাশ পায় তাঁহাকেই বিশ্বব্যচা কহে অর্থাৎ আদিত্য। "আদিত্যের স্পষ্ট দর্শন পশ্চিমদিকেই হইয়া থাকে" শতপথ (৮,৬,১,১৮)

× রথেপ্রোত—রথযুদ্ধে ধৈর্য্যবান্, অসমরথ—অনুপম রথী। বর্ষাঋতুর মাসদ্বয়ই এই সেনানী ও গ্রামণী রূপে বর্ণিত (শতপথ ৮,৬,১,১৮)।

+ প্রম্লোচন্তী স্বীয় বেশবিন্যাসাদির দ্বারা সাধারণের মনোহরণে সমর্থা। অনুম্লোচন্তী—একবার মুগ্ধ হইয়া ক্লেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিরও পুনর্ম্মোহকারিণী।

* বসু—ধন, তাহার প্রাপয়িতাকে সংযদ্বসু বলা যায়। 'সংযদ্বসু=যজ্ঞ' শতপথ ৮,৬,১,১৮।

† তার্ক্ষ্যনেমি—তীক্ষ্ণায়ুধ; অরিষ্টনেমি—অপ্রতিহতায়ুধ। শরৎঋতুর নামদ্বয়ই এই সেনানী ও গ্রামণী শতপথ ৮,৬,১,১৯।

‡ বিশ্বাচী=বিশ্ববন্দ্যা এবং ঘৃতাচী যাহার ভোজনে ঘৃতের আধিক্য আবশ্যক।

২০। ২১। ২২ কণ্ডিকা।

তৎপর ছন্দস্যেষ্টকোপধান। তন্মধ্যে এই কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রত্রয়ে পূর্ব্বদিকের অনূবান্তে, প্রথমে মধ্যে পদ্যা, পরে তাহার উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধপদ্যাদ্বয়* উপধান করিবে——

অগ্নি—দ্যুলোকে মস্তকস্বরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, পৃথিবী লোকে ককুৎ-সদৃশ উচ্ছ্রিত ও সর্ব্বত্রই আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, অন্তরীক্ষ লোকেও ইনিই বৃষ্টির কারণ মেঘের পোষক। ১

এই অগ্নি—শত শত, সহস্র সহস্র প্রকার অন্নের অধিপতি; ইনি মেধাবী এবং সর্ব্বধনের মধ্যে প্রধান ধন। ২

হে অগ্নে! এই বিশ্বসংসারের কার্য্য-নির্ব্বাহক, নিত্যাদি সমস্ত ভূত পদার্থের শিরঃ-স্বরূপ (প্রধান)—পুষ্কর হইতে তোমাকে সর্ব্বপ্রথমে অথর্ব্বা ঋষিই প্রকাশ করেন। ৩

২৩, ২৪, ২৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্ব্বক, পূর্ব্বদিকের রেত ও সিক্ ইষ্টকার বেলার উপরি ত্রিষ্টুপ্ নামক ছন্দস্যেষ্টকা তিনখানি পূর্ব্ববৎ ক্রমে উপধান করিবে—

হে অগ্নে! তুমিই যজ্ঞের সম্পাদক এবং তুমিই কল্যাণতম নির্দ্দোষ বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষচারী হইয়া বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াথাক। তুমি—গগনস্পর্শিনী, স্বর্গের নিদানীভূতা, জিহ্বা ধারণ করিয়া থাক। হে অগ্নে! অধুনা ঐ জিহ্বাকে হব্যবাহিনী কর। ১

যেরূপ মনুষ্যাদি জীবগণ উষোদয়ে প্রবুদ্ধ হইয়াথাকে, যেরূপ বৎসসকল স্ব স্ব মাতার আগমনে প্রবুদ্ধ হইয়াথাকে, সেইরূপ অগ্নিও যজমানগণের সমিন্ধনে প্রবুদ্ধ হইয়াথাকেন এবং গগণবিহারী পক্ষিগণ যেরূপ স্ব স্ব আবাসস্থান বৃক্ষাদি ত্যাগ করিয়া সমুড্ডীন হওত ক্রমেই নভোমণ্ডলের উপরিভাগে প্রসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই জ্বালাসমস্তও যেন দ্যুলোককে আক্রমণ করণার্থই ক্রমেই ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। ২

যজ্ঞ-ফল বর্দ্ধক, ক্রান্তদর্শী, নিত্যযুবা, যজ্ঞীয় অগ্নির প্রীতির জন্য স্তুতিবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াথাকি। স্থিরবাক্ হোতা স্তুতিমন্ত্র পাঠ পুরঃসর যে সমস্ত হবি অগ্নিতে হবন করিয়া থাকেন। তৎ-সমস্ত যেন দীপ্যমান ও বিবিধ স্তবে অর্চ্চনীয় সূর্য্যের ন্যায় দ্যুলোকবিহারী হয়। (অর্থাৎ যজমানের দ্যুলোক বাসের কারণ হয়।) ৩

২৬, ২৭, ২৮ কণ্ডিকা।

দক্ষিণমুখ হইয়া এই মন্ত্রত্রয় পাঠপূর্ব্বক

* ইহাদিগকে পাদ্যা ইষ্টকা বলা যায়।

পশ্চিমদিকের রেত ও সিক্ ইষ্টকার বেলার উপরি জগতী নামক ছন্দস্যেষ্টকা তিনখানি পূর্ব্ববৎক্রমে উপধান করিবে—

. ভৃগুবংশোৎপন্ন অপ্নবান্ প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহুব্যাপী, বিচিত্ররূপ, অগ্নিকে প্রতি যাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই স্তবনীয় সেই এই আহবনীয় নামক প্রধান অগ্নি ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইতেছেন।১

যজমানগণের রক্ষক, সদা জাগ্রত, স্ব-কার্য্যে সুদক্ষ, অতিপবিত্র ঘৃতভোজী অগ্নি, চিরসিদ্ধ অথচ অভিনব এই যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদনার্থ ঋত্বিগ্‌গণের যত্নে সমুৎপন্ন হওত গগণস্পর্শীনী অতিপ্রবৃদ্ধ জ্বালা-সমূহে অতীব কান্তিমান্ হইয়াছেন। ২

হে অগ্নে! অঙ্গিরোবংশাবতংশ ঋষিগণ, অতীব গুহাতে স্থিত তোমাকে বনে বনে অন্বেষণ করত লাভ করিয়াছিলেন এবং অধুনাও অতিশয় বলপূর্ব্বক অরণি-মন্থনে তোমাকে লাভ করা যায়; এই জন্যই তোমাকে অঙ্গিরার পুত্র এবং বল-পুত্র উভয়ই বলা যায়। ৩

২৯, ৩০, ৩১ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সেই স্থলেই অপর তিন খানি জগতী নামক ছন্দস্যেষ্টকা পূর্ব্ববৎ ক্রমে উপধান করিবে—

হে বন্ধুগণ! (ঋত্বিক্‌গণ।) তোমরা মনুষ্যগণের সর্ব্বথা মাননীয়,জলের পৌত্র, বলবান্ অগ্নিকে ত্রিবৃদাদি স্তোম পাঠ-পূর্ব্বক বিবিধ হব্য প্রদানার্থ আয়োজন কর। ১

হে বর্ষিত:! স্বামিন্! অগ্নে! সমস্ত ক্রিয়াফল যজমানকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত করাও। এই অন্নাশ্রিত ভূলোকে তোমাকে অন্নলাভার্থই সমিদ্ধিত করা হইযাছে, আমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন ধন প্রদান কর।২

হে অগ্নে! তোমার কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্য উভয়ই অতিবিচিত্র, তোমার জ্বালাসমূহ অতীব মনোহর, তুমি সর্ব্বসাধারণেরই প্রিয়তম,—জন্তুগণ (যজমানেরা) হবি বহন করাইবার জন্য তোমাকে এই মনুষ্য-লোকে সর্ব্বদাই আহ্বান করিয়া থাকে। ৩

৩২, ৩৩, ৩৪ কণ্ডিকা।

অষাঢ়েষ্টকার বেলার সম্মুখে তিনখানি বৃহতী নামক ছন্দস্যেষ্টকা এই মন্ত্রত্রয়ে পূর্ব্ববৎ ক্রমে উপধান করিবে—

জলের পৌত্র, সকলেরই প্রিয়, অতিশয় চেতয়িতা, সদা উদ্যমী, যজ্ঞের প্রধান উপকরণ, যজমানগণের দূতস্বরূপ, অমর —অগ্নিকে আমরা স্তুতি মিনতি পুরঃসর আহ্বান করি। অগ্নিও সুন্দররূপে আহূত হইয়া—রোষশূন্য, সর্ব্ব-যাগ-ভাগ ভোজী, অশ্বদ্বয়কে স্বীয় রথে যোজনা করত

যেস্থলে প্রাতঃ সবনে বসুগণের, মাধ্যন্দিন সবনে রুদ্রগণের এবং তৃতীয় সবনে আদিত্যগণের আগমন হইয়াথাকে এবং যেখানকার ব্রহ্মা* অতিশয় বিজ্ঞ ও যে স্থলের সমস্ত অঙ্গকার্য্যই পূর্ণাঙ্গ ও অতিবিশুদ্ধ, এতাদৃশ যজ্ঞে দ্রুত আগমন করিয়া থাকেন। ১,২,৩।

৩৫, ৩৬, ৩৭ কণ্ডিকা।

যেস্থলে গায়ত্রী নামক ছন্দস্যেষ্টকাগুলি উপহিত হইয়াছে, তাহার অপর দিকে উষ্ণিক্ সংজ্ঞক ছন্দস্যেষ্টকা তিনখানি এই মন্ত্রত্রয়ে পূর্ব্ববৎ ক্রমে উপধান করিবে——

হে বল-পুত্র! জাতবেদঃ! অগ্নে! তুমি যেহেতু গো হিরণ্যাদি সম্পত্তি দানে সমর্থ অতএব আমাদিগকে যথেষ্টরূপে ঐসমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। ১

হে বসো! কবে! বহুমুখ! অগ্নে! তুমি যখন সম্যক্ প্রদীপ্ত হও তখন বাস্তবিক বেদমন্ত্রে স্তুতিযোগ্য হইয়াথাক। আমাদিগকে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান কর। ২

হে করালবদন! দীপ্যমান অগ্নে! তুমি যেহেতুক স্বয়ংই রক্ষোদাহে তৎপর অতএব প্রার্থনীয় যে, কি দিবসের কি রজনির, সর্ব্বপ্রকার রক্ষোদলকে দগ্ধ কর। ৩

৩৮, ৩৯, ৪০ কণ্ডিকা।

যেস্থলে বৃহতীনামক ছন্দস্যেষ্টকাগুলি উপহিত হইয়াছে, তাহার সম্মুখে ককুপ্-সংজ্ঞক ছন্দস্যেষ্টকা তিনখানি এই মন্ত্রত্রয়ে পূর্ব্ববৎ ক্রমে উপধান করিবে—

হে সুভগ অগ্নে! তুমি এই যজ্ঞে আহূত হইয়াছ; তোমার প্রসাদে এই যজ্ঞ-বিষয়ে মঙ্গল হউক, ঐশ্বর্য্য বিষয়ে মঙ্গল হউক, কীর্ত্তি-বিষয়ে মঙ্গল হউক, অধিক কি আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গল হউক।

হে অগ্নে! তুমি যে মনে রণস্থলে শত্রুদিগকে পরাভব করিয়াথাক, এক্ষণে আমাদিগের পাপনাশার্থ সেই মনকে কল্যাণ কর কর এবং বহুতরস্পর্দ্ধাকারী শত্রুদিগের সমক্ষে যে ধনু জ্যাযুক্ত [illegible], তাহা এক্ষণে জ্যা-শূন্য কর—[illegible] তোমার সেবক আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ কর (অর্থাৎ রণস্থলের উগ্রভাগ পরিত্যাগ করিয়া অধুনা সৌম্য ভাব ধারণ করত আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ কর)। ১, ২, ৩

৪১, ৪২, ৪৩ কণ্ডিকা।

দক্ষিণ অনূকান্তে, এই মন্ত্রত্রয়ে পঙক্তি নামক তিনখানি ছন্দস্যেষ্টকা পূর্ব্ববৎ ক্রমে উপধান করিবে—

---

* যজ্ঞ মধ্যে কার্য্য-দ্রষ্টা ও যজ্ঞের তত্ত্বাবধারক।

* প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় এবং সায়ংকালে অগ্নির উদয়ে অর্থাৎ দীপালোকাদিতে জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ সেই দেবতাকে আমরা এই যজ্ঞের হোতা বলিয়া স্বীকার করি। ১

---

৪৮ কণ্ডিকা।

পশ্চিমানুকান্তে এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে তিনখানি দিশ্যা নামক ছন্দস্যেষ্টকা পূর্ব্ববৎত্র মে উপধান করিবে—

হে গার্হপত্যাগ্নে! বরণীয় তুমি আমাদিগের সমীপস্থায়ী হও, ত্রাতা হও এবং বস্যাগকর হও। ১

বসুনামে প্রসিদ্ধ অগ্নি তুমি বসু-বর্দ্ধক রূপে আমাদিগকে ব্যাপ্ত হও এবং দ্যুতি বিশিষ্ট ধন প্রদান কর। ২

হে প্রদীপ্ত, সর্ব্বদীপক, গার্হপত্যাগ্নে! এই ঋত্বিক্‌গণের জন্য তোমার নিকটে নিত্য সুখ প্রার্থনা করি। ৩

৪৯—৫৬ কণ্ডিকা।

এই ঊনপঞ্চাশৎ কণ্ডিকা হইতে ষট্‌পঞ্চাশৎ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত অষ্ট কণ্ডিকাত্মক অষ্ট মন্ত্র পাঠ করত (স্থাপিত গার্হপত্যেষ্টকার উপরি) মে একৈক করিয়া আটখানি গার্হপত্য নামক ইষ্টকা উপধান করিবে—

পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে প্রকার তপঃ প্রভাবে অগ্নিকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করত সত্রানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ গমনের পথ আবিষ্কৃত করিতেন এবং সেই বিদ্বানেরা যেরূপ অগ্নিকে তীর্ণবর্হি* বলিবার উপযুক্ত করিতেন,—অদ্য আমিও সেই প্রকার তপঃ প্রভাবে সেইপ্রকার তীর্ণবর্হি অগ্নিকে এই স্থানে সাদিত করিতেছি। ১

হে দীপ্যমান ঋত্বিক্‌গণ! আমরা—পত্নীগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও হিরণ্যাদি সম্পত্তির সহিত সর্ব্বথা অগ্নির পরিচর্য্যা করি। এই ক্রিয়ার ফলেই সুকৃত কর্ম্মের ভোগস্থান, দুঃখ শূন্য, দেদীপ্যমান, দ্যুনামে প্রসিদ্ধ, তৃতীয় লোক লাভ করিতে সমর্থ হইব। ২

সাধুগণের রক্ষণকারী এবং দুর্ব্বৃত্তগণের অধঃপাতকারী, জগতের উপকারী, সর্ব্বদা সচেতন, ভূ-পৃষ্ঠে নিহিত—এই দ্যোতমান অগ্নি, চয়ন স্থানে আরোহণ করিতেছেন। ৩

অতিশয় বীর, হবিঃ গ্রহণে পটু, লোকত্রয়ে দেদীপ্যমান, বহু ইষ্টকা নির্ম্মিত চয়ন স্থানে স্বীয় কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ শূন্য—এই অগ্নির প্রসাদেই আমরা দিব্য ধাম প্রাপ্ত হইতে পারিব। ৪

হে ঋষিগণ! তোমরা এই অগ্নিকে প্রাপ্ত হও—ইহাঁর পরিচর্য্যা কর। হে অগ্নে বয়সে তরুণ কিন্তু বিদ্যাদিতে বৃদ্ধ, এই ঋত্বিক্‌সকল বহুদিন সংযতেন্দ্রিয় থাকিয়া তোমার তোসার্থ এই যজ্ঞতন্ত্র অবলম্ব কবিয়াছেন, ইহাদিগকে স্বীয় মার্গ প্রাপ্ত করাও।

* তীর্ণবর্হি।—বর্হি শব্দে কুশ, তদুপরি বিস্তারিত।

হে অগ্নে! স্বীয় কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হও—জাগ্রত হও, এই যজমান তোমারই সাহায্যের ভরসায় এতাদৃশ সুমহৎ ইষ্টাপূর্ত্তকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এইস্থলে সকল দেবগণেরই আগমন হইতেছে সুতরাং দেব-সহবাস সুলভ হইয়াছে, উত্তর লোকেও যেন এইরূপ দেবগণের সহিত যজমানের চিরবাস হয়। ৬

হে অগ্নে। তুমি যে সামর্থ্যে সহস্র-দক্ষিণ যজ্ঞ বহন করিয়া থাক—যে সামর্থ্যে সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ বহন করিয়া থাক, সেই সামর্থ্যেই এই ক্ষুদ্র যজ্ঞও বহন করত দেবগণের উপভোগার্থ স্বর্গ প্রাপ্ত করাও। ৭

হে অগ্নে! ঋতু বিশেষে লব্ধ গার্হপত্যাগ্নি তোমার উৎপত্তির স্থান, তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়া তুমি অধুনা ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইয়াছ, হে অগ্নে! এক্ষণে ইহা জানিয়া কর্ম্মান্তর-সাধনার্থ এইস্থলে আরোহণ কর,—আমাদের ধন বর্দ্ধক হও। ৮

—

৫৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঋতব্যেষ্টকোপধান করিবে—তপ ও তপস্য—এই উভয়ই শিশির ঋতুর অবয়ব (মাসদ্বয়)। হে ঋতুস্বরূপ ইষ্টকাদ্বয়! তোমাদিগকে অগ্নির অন্তঃশ্লেষ রূপে কল্পনা করিতেছি। এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত তোমরা, একবাক্য হইয়া এজগতে আমার প্রাধান্য কল্পনা কর;—দ্যাবা-পৃথিবী, আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন,—জলদেবীরা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই রূপে—এই দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে যত ইষ্টকা বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই একমনে তোমাদিগকে শিশিরকালের ঋতুরূপে অন্তঃশ্লেষ কল্পন করত এই যজ্ঞে অভিনিবেশ করুন। সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র চিরস্থায়ী হও। ১

—

৫৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত পূর্ব্বনিহিত তৃতীয় বিশ্বজ্যোতিষ উপধান করিবে—

হে ইষ্টকে। তুমি জ্যোতিষ্মতী, বিশ্বকর্ম্মা তোমাকে অন্তরীক্ষ-পৃষ্ঠে সাদিত করুন। যজমানকে প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান প্রভৃতি সমস্ত বায়ুবল লাভের উপায় স্বরূপ জ্যোতি প্রদান কর। সূর্য্য তোমার অধিপতি, তুমি সেই দেবতার প্রভাবে এই অগ্নিচয়ন কার্য্যে ধ্রুব-বসতি লাভ কর। ১

—

৫৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পূর্ব্বপূর্ব্ববৎক্রমে লোকম্পৃণোপধান করিবে—

হে ইষ্টকে! পূর্ব্ব সংস্থাপিত অষ্ট ইষ্টকার দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই অথচ হওআ আবশ্যক, সেই সকল অবকাশ তোমরা একৈক ক্রমে পূরণ কর এবং এরূপ ভাবে পরস্পব সম্মিলিত হও, যেন উভয়েব মধ্যে ছিদ্র না থাকে;—অতি সুদৃঢ় হইয়া সংস্থিত হও; ইন্দ্রাগ্নী দেবতা এবং বৃহস্পতি দেবতারা তোমাদিগকে এই-স্থানে সংস্থাপিত করিলেন। ১

৬০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ ক্রমে সূদদোহ-সাধিবদন কবিবে—

দেবগণের জন্ম হইলে রোচনত্রয়ে দ্যুলোক সম্বন্ধী ও বিশের উপকারী নানাবিধ অন্ন ও জল এইস্থলে পরিপক হইয়া থাকে। ১

৬১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পূর্ব্বপূর্ব্ববৎক্রমে পুবীষ নির্ব্বপন কবিবে—

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী, যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্ন লাভ করিয়া থাকি, যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা;—সেই ইন্দ্র দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তুতি করিয়া থাকে। ১

৬২ কণ্ডিকা।

অনন্তর তদুপরি শর্করাময়ী সচ্ছিদ্রা বিকর্ণী ও স্বয়মাতৃণ্ণা নামক ইষ্টকাদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন করত উপধান করিবে, তন্মধ্যে উত্তব দিগ্‌বিভাগীয় অনূক রেখার উপরি এই মন্ত্রে বিকর্ণী ইষ্টকা উপধান কবিবে—

যৎকালে বৃহৎ অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রকাশ পান, তৎকালে ঘাস আহার করিবার পূর্ব্বে ক্ষুধাতুর অশ্বগণ যেরূপ হ্রেষানাদ করিতে থাকে, সেইরূপ শব্দ হইতে থাকে পবে বায়ুব সখ্যে সেই অগ্নিশিখা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে অনন্তর যে যে স্থানে সেই অগ্নি ধূমায়িত হইতে থাকে তৎসমস্ত স্থলই কৃষ্ণবর্ণ হইতে থাকে। ১

৬৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র এবং পরণ্ডিকাত্মক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ বিকর্ণী ইষ্টকাব দক্ষিণে স্বয়মাতৃণ্ণা ইষ্টকা উপধান করিবে—

হে স্বয়মাতৃণ্ণে! জগৎপালয়িতা, দয়াসমুদ্র, আয়ুনামে প্রসিদ্ধ আদিত্য দেবতার হৃদয়-তুল্য আশ্রয়ে— বহুল-রশ্মি-যুতা শোভমানা তোমাকে সাদিত করিতেছি, তুমি এই স্থানে থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীকে শোভিত কর— সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে

শোভিত কর— অত্যূর্দ্ধ দ্যুলোককেও শোভিত কর। ১

—

৬৪ কণ্ডিকা।

হে ইষ্টকে! তুমি অন্তরীক্ষকে নিয়মিত কর—অন্তরীক্ষকে দৃঢ় কর—অন্তরীক্ষ-জন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়। তোমার প্রসাদে যজমান প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদানাদি সমস্ত বায়ুবল যথেষ্ট প্রাপ্ত হউন এবং সচ্চরিত্র হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করুন। বায়ু দেবতা, মহৎ কল্যাণে রাখিবার জন্য কল্যাণাকর তোমাকে এইস্থলে প্রতিষ্ঠিত করুন। অগ্নির চয নানুষ্ঠান—এই কার্য্যে তুমি সেই পবম দেবতার প্রসাদে ধ্রুবত্ব লাভ করত সাদিত হও। ১

—

৬৫ কণ্ডিকা।

অনন্তর পক্ষ পুচ্ছ বিশিষ্ট সেই ইষ্ট-কাচিত বেদীর মধ্য, উত্তর, পৃষ্ঠ, দক্ষিণ ও পশ্চিমক্রমে পঞ্চস্থানে প্রত্যেক স্থানে শতদ্বয কয়িযা (সুতরাং সহস্র) হিরণ্য-খণ্ড রাখিয়া দণ্ডায়মান হইযা তদুপরি এই কণ্ডিকাত্মক পঞ্চমন্ত্রে যথাক্রমে জল সিঞ্চন করিবে—

তুমি সহস্র ইষ্টকার প্রমা হইতেছ। ১
তুমি সহস্র ইষ্টকার প্রতিমা হইতেছ। ২
তুমি সহস্র ইষ্টকার উন্মান হইতেছ। ৩
তুমি সহস্র ইষ্টকাব উপযুক্তই হইতেছ।৪
তোমাকে সহস্র ফললাভের জন্য প্রো-ক্ষিত করিতেছি। ৫

—

॥যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

এবং তোমার বাণকে নমস্কার ও ত্বদীয় বাহুদ্বয়কেও নমস্কার*। ১

হে রুদ্র। তোমার যে শরীর কল্যাণ-রূপ, কল্যাণ-প্রদ, পুণ্যস্বরূপ ও সৌম্য-দর্শন, হে গিরিশন্ত†। তাহারই দ্বারা আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর (অর্থাৎ তোমার উগ্রমূর্ত্তি আমরা দেখিতে বাঞ্ছা করি না)। ২

হে গিরিশন্ত!‡ জগৎ অস্ত করিবার জন্য তোমার হস্তে যে বাণ আছে, হে গিরিত্র!¶ অধুনা উহাকে শান্তমূর্ত্তি করিয়া রাখ—অকালে আমাকে বা এই সমস্ত জগৎকে বিনষ্ট করিও না। ৩

* এস্থলে রুদ্র শব্দে মেঘবৃন্দের অন্তর-দেবতা, গর্জ্জনাদি দ্বারা তদীয় ক্রোধের অনুভব হয় এবং উল্কা-পাতাদিকে বা বন্যাদি ও সমুদ্রাদি হইতে উত্থিত স্তম্ভকে একবাহু এবং বৃষ্টি-ধারা সমূহকে অপর বাহু বলা যায়। বস্তুত কাহাকেও বিনাশ করিতে হইলে আমাদের যেরূপ ক্রোধ ও বাণ এবং বাহুবল আবশ্যক হয়, তদনুসারেই ইহা কল্পিত হইল সুতরাং কথামাত্র।

† যিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মারও আত্মা, দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত শরীরই তাঁহার বলা যাইতে পারে, এস্থলে মেঘ শরীরোদয় প্রার্থনীয়, কিন্তু যে দুর্ঘটার উদয়ে গৃহপতন বন্যাদি উপস্থিত হয় তাহার উদয় প্রার্থনীয় নহে প্রত্যুত যাহার উদয়ে কৃষ্যাদির উন্নতি হয় তাহাই প্রার্থনীয়।

‡ পর্ব্বতোপরি উদিত মেঘবৃন্দের অন্তরে থাকিয়া যিনি জগতের কল্যাণ করেন।

¶ গিরি-শৃঙ্গে যাঁহারা থাকেন, নিম্নভাগের মেঘোপদ্রব তাঁহাদিগের অনিষ্ট করিতে পারে না, এই নিমিত্ত অধশ্চারী দুর্ঘটার অন্তর-দেবতাকে গিরিত্র বলা যায়।

হে গিরিশ*! অতিশয় মিনতিবাক্যে তোমার নিকটে প্রার্থনা করি—যে, আমাদের এই জগৎ স্বস্থচিত্ত ও নীরোগ হউক। ৪

হে রুদ্র। তুমি সমধিক বক্তা† অতএব প্রার্থনা—যে, বিশেষরূপে এই আদেশ কর—দেব-বিদ্যা-বিশারদ প্রথম শ্রেণীর ভিষক্ যেন আমরা লাভ করি! এবং সর্পসকলকে জম্ভন কর ও নীচপ্রবৃত্তি যাতুধানীরা বিদূরিত হউক‡। ৫

যে এই দেবতা¶ জগতের মঙ্গলের জন্য কখন তাম্র,× কখন অরুণ,× কখন বভ্রু বর্ণ÷ হয়েন এবং যে সকল সহস্র সহস্র দেবতারা। এই দেবতার দশদিকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহাদিগের সকলের নিকটেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। ৬

বিশেষ লোহিতবর্ণ অথচ নীলকণ্ঠ যে দেবতা**নিরন্তর গমনে ব্যগ্র রহিয়াছেন, যাঁহার উক্তরূপ মূর্ত্তি উদহারীরা এবং

* যাঁহার উদয় পর্ব্বত-পৃষ্ঠে প্রায় সর্ব্বদাই হইতে দেখা যায়=মেঘ, এস্থলে তদীয় অন্তর-দেবতা।

† গর্জ্জনে প্রসিদ্ধ।

‡ অতি বৃষ্টি হইলে জ্বর রোগ এবং সর্পের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে সুতরাং তন্নিবন্ধন মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইলে প্রেতভয় উপস্থিত হয় অতএব এই ি ং ভয়েরই নিবারণোপায় প্রার্থনীয়।

¶ সূর্য্য। । সায়ংকালে।

× প্রাতঃকালে। ÷ মধ্যাহ্নে। । নক্ষত্রমণ্ডলে

** অস্তসময়ে, বিশেষ লোহিত অথচ আকাশের নীলিমাতে গ্রীবাদেশ নীলবর্ণ। সূর্য্য।

বাখালগণ প্রতিনিয়তই [লক্ষ্য করিয়া থাকে*, সেই, এই দেবতা আমাদিগকে সুখী করুন। ৭

বৃষ্টির কারণস্বরূপ, সহস্রাক্ষ† এই নীল-বর্ণ দেবতাকে নমস্কার এবং যাঁহাবা ইহাঁব অনুগত‡; আমি তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি। ৮

হে ভগবন্! তোমার ধনুকেব উভয় কোটি হইতে জ্যা বিমুক্ত কর এবং তোমাব হস্তে যে সকল বাণ রহিযাছে তৎ সমস্তও ফেলিয়া দাও (অর্থাৎ উগ্রভাব ত্যাগ কবত সৌম্য মূর্ত্তি অবলম্বন কব)। ৯

এই কপর্দ্দীব ধনু, জ্যা-শূন্য হউক; বাণ, শল্য-শূন্য¶ হউক; — তূণ, শর-শূন্য এবং নিসঙ্গধি+, নিষঙ্গ-শূন্য হউক। ১০

তোমাব যে অস্ত্রেব প্রভাবে বৃষ্টি হইয়া থাকে, হে রুদ্র! একমাত্র সেই অস্ত্র হস্তে ধাবণ কব কিন্তু তাহাতেও কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত না হয়। ১১

হে ধন্বিন্! তোমাব ধনু আমাদিগকে ত্যাগকরিযা অন্যত্র (দুর্বৃত্তাদি দমনার্থ) প্রবৃত্ত হউকএবং তোমাব তূণও আমাদিগ হইতে দূরে থাকুক। ১২

হে সহস্রাক্ষ! হে শতাযুধ! তুমি স্বীয ধনু'কে জ্যা-শূন্য করত এবং বাণসকলেব শল্যসকল নিষ্কাশিত করত আমাদি[গে]র নিকটে স্বস্থচিত্ত ও সৌম্যদর্শন হও— ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনীয়। ১৩

ধনুতে অনারোপিত (অর্থাৎ তূণস্থ অতিপ্রচণ্ড ত,ব্যর্থ ত্বদীয় আযুধ সকলকে নমস্কাব, ধনু'কে নমস্কাব এবং তোমাব বাহুদ্বযকেও নমস্কাব। ১৪

হে রুদ্র! আমাদিগেব বৃদ্ধগণকে বধ কবিও না, আমাদিগেব বালকগণকে বধ কবিও না, আমাদিগের ভ্রূণ সকলকেও বধ কবিও না, (বিশেষত) পিতাকে বধ কবিও না, মাতাকে বধ কবিও না পত্নীদিগকে বধ কবিও না এবং অঙ্গজ গণকেও বধ কবিও না। ১৫

হে রুদ্র! পুত্র বিষযে আমাদেব কল্যাণ কব, পৌত্র বিষযে আমাদেব কল্যাণ কব, আযুর্বিষযে আমাদেব কল্যাণ কব, গো বিষযে আমাদেব কল্যাণ কব অশ্ববিষযে আমাদের কল্যাণ কর, আমাদেব অপরাধী আত্মীযগণেরও কল্যাণ কর; — আমরা তোমার প্রীতিব জন্য হবি লইযা সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকি। ১৬

---

* উদহারী = উদক-পূর্ণ-কলশ-বাহিনী অঙ্গনা ইহারা, নদ্যাদিতীবে এবং গোচারণে প্রবৃত্ত রাখালেবা গো ষ্ঠে বিশেষরূপে এই শোভা নিরীক্ষণ কবিযা থাকে।

† বহুবশ্মি। ‡ মেঘাদি বশ্মি।

¶ শল্য = বাণের ফল।

\+ নিসঙ্গ = খড়্গা, তাহাব কোষকে নিসঙ্গধি কহে।

১৭ কণ্ডিকা।

যিনি হিরণ্যবাহু সেনানী* তাঁহাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। ১

যিনি দিক্‌সমস্তের অধিপতি°। ২

যিনি বৃক্ষের অন্তরেও আছেন সুতরাং হরিকেশ† নামে প্রসিদ্ধ°। ৩

যিনি পশুদিগের অধিপতি°। ৪

যিনি শষ্পের মধ্যেও দীপ্তিমান্ সুতরাং শষ্পিঞ্জর‡ নামে প্রসিদ্ধ°। ৫

যিনি সমস্ত পথেরই রক্ষাকর্ত্তা¶°। ৬

যিনি উপবীতী+ হরিকেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ°। ৭

যিনি সমস্ত পুষ্ট পদার্থের অধিপতি°। ৮

১৮ কণ্ডিকা।

যিনি ব্যাধির স্রষ্টা বভ্রুশ× নামে বিখ্যাত°। ৯

যিনি ওষধিসমস্তের অধিপতি°। ১০

যিনি ভবসংসারের নিবর্ত্তক°। ১১

যিনি জগতের পালক°। ১২

যিনি আততায়ী উগ্রস্বভাব°। ১৩

যিনি সমস্ত দেহের পালয়িতা সৌম্য-দর্শন°। ১৪

যিনি পাপ হইতে রক্ষক প্রধান সারথি°। ১৫

যিনি অরণ্যেরও সংরক্ষক°। ১৬

১৯ কণ্ডিকা।

যিনি লোহিতবর্ণ স্থপতি°*। ১৭

যিনি বৃক্ষগণেরও অধিপতি°। ১৮

যিনি এই বিস্তৃত ভূমণ্ডলের বিস্তারয়িতা এবং বিবিধ ধনের উৎপাদয়িতা°। ১৯

যিনি গ্রামারণ্যস্থ সমস্ত ওষধির অধিপতি°। ২০

যিনি বাণিজ্যে প্রধান মন্ত্রী°। ২১

যিনি কক্ষের অধিপতি°। ২২

যিনি দুষ্টগণকে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদাইয়া থাকেন°। ২৩

যিনি পদাতিগণের প্রাণরক্ষক°। ২৪

২০ কণ্ডিকা।

যিনি আমাদিগের রক্ষণার্থ আকর্ণ-পূর্ণ

---

* এস্থলে হিরণ্যশব্দ প্রশংসাসূচক অর্থাৎ মহার্হ। যাহাঁর বাহুর আশ্রয়ে সমস্ত জগৎ রক্ষিত তিনিই হিরণ্যবাহু সেনানী।

† হরিৎবর্ণ কেশ = পত্রসকল যাহাঁর তিনিই হরিকেশ।

‡ শষ্প=ঘাস, তদ্বৎ পিঞ্জর=পীতবর্ণ।

¶ অর্থাৎ এরূপ পথ নাই যে স্থলে তিনি শান্তিরক্ষা না করেন।

+ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের উপরি উপবীতের ন্যায় বর্ত্তমান আলকলতা প্রভৃতি নির্মূল লতা।

× বভ্রুশ শব্দে ফ্যাকাশেবর্ণ, রোগীগণের রক্তহ্রাসে যে বর্ণ হয়।

* স্থপতি শব্দে গৃহাদি নির্ম্মাণকারী, উহাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই ইষ্টকাদির চিন্তা অতএব তাহাদের অন্তর-দেবতারূপে লোহিতবর্ণ উক্ত হইল।

ধনু অবলম্বন করত ধাবমান রহিয়াছেন০।২৫

যিনি সমস্ত প্রাণারই পালয়িতা০। ২৬

যিনি পরোপদ্রব সহিষ্ণুগণের অন্তরাত্মা০। ২৭

যিনি উপদ্রবকারীদিগেরও রক্ষক০। ২৮

যিনি উপদ্রবকারীদিগের দমনার্থ খড়্গচালনে অতিনিপুণ০। ২৯

যিনি স্তেন* গণেরও পালনকারী০। ৩০

যিনি পরিচর† গণেরও অন্তর্যামী০। ৩১

যিনি আরণ্য চৌরেরও অধিপতি০। ৩২

---

২১ কণ্ডিকা।

যিনি বঞ্চকদিগের অন্তর্যামী০। ৩৩

যিনি স্তায়ু‡ গণেরও পালনকারী। ৩৪

যিনি তস্কর¶ দিগেরও পালক০। ৩৫

যিনি স্তেনাদিগণের দমনার্থ খড়্গধারী০ ৩৬

যিনি সতত গৃহীতায়ুধ হত্যাকারীদিগেরও অন্তর্যামী০। ৩৭

যিনি মুষ্ণ+ গণেরও প্রতিপালনকারী০।৩৮

যিনি নিশি-শস্ত্রধারী দস্যুদিগেরও হৃদিস্থ০। ৩৯

যিনি দিবা-দস্যুদিগেরও অধিপতি০। ৪০

---

২২ কণ্ডিকা।

যিনি উষ্ণীশধারী সভ্যগণের এবং শূন্য-মস্তক আরণ্য গিবিচরগণের, উভয় দলেরই অন্তরস্থ০। ৪১

যিনি কুলুঞ্চ* গণেরও রক্ষয়িতা০। ৪২

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ বাণধারী০ ৪৩

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ ধনুর্দ্ধারী০।৪৪

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ জ্যাধারী০। ৪৫

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ ধনুতে বাণযোগকারী০। ৪৬

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ আকর্ণ ধনু আকর্ষণকারী০। ৪৭

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ বাণক্ষেপণ কারী০। ৪৮

---

২৩ কণ্ডিকা।

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ বাণত্যাগকারী০। ৪৯

যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ বেধকারী০।৫০

যিনি নিদ্রিতগণের অন্তরস্থ০। ৫১

যিনি জাগ্রতগণের অন্তরস্থ০। ৫২

যিনি সুষুপ্তিকালেও অন্তরস্থ০। ৫৩

যিনি আসীনগণের অন্তরস্থ০। ৫৪

যিনি উত্থিতগণেরও অন্তরস্থ০। ৫৫

যিনি ধাবমানেরও অন্তরস্থ০। ৫৬

---

* সিঁদেল। † গাঁটকাটা।
‡ গুপ্তচোর। ¶ প্রকাশ্যচোর।
+ ক্ষেত্রাদিতে ধান্যাদি-হর্ত্তা।

* যাহারা ছলে বলে কৌশলে অন্যের গৃহ, ভূম্যাদি হরণ করে।

২৪ কণ্ডিকা*।

যিনি সভাস্থ প্রতিব্যক্তির হৃদয়স্থ। ৫৭
যিনি সভাসমস্তের অধিপতি। ৫৮
যিনি প্রত্যেক অশ্বের হৃদয়স্থ। ৫৯
যিনি অশ্বগণের অধিপতি। ৬০
যিনি আব্যাধিনীদিগের অন্তর্যামী। ৬১
যিনি বিব্যাধিনীদিগেরও অন্তর্যামী। ৬২
যিনি উগণাদিগের হৃদিস্থ। ৬৩
যিনি তৃংহদলেরও হৃদিস্থ। ৬৪

২৫ কণ্ডিকা।

যিনি বিবিধগণের অন্তরস্থ। ৬৫
যিনি বিবিধগণের অধিপতি। ৬৬
যিনি ব্রাতগণের অন্তরস্থ। ৬৭
যিনি ব্রাতগণের অধিপতি। ৬৮
যিনি গৃৎসগণের অন্তরস্থ। ৬৯
যিনি গৃৎসগণের অধিপতি। ৭০
যিনি বিরূপগণের হৃদয়স্থ। ৭১
যিনি বিশ্বরূপগণের হৃদয়স্থ। ৭২

২৬ কণ্ডিকা।

যিনি সেনাগণের অন্তরস্থ। ৭৩
যিনি সেনাপতিগণের অন্তরস্থ। ৭৪
যিনি রথীদিগের অন্তরস্থ। ৭৫
যিনি অরথ (পদাতি) গণের অন্তরস্থ। ৭৬
যিনি সারথিদিগের অন্তরস্থ। ৭৭
যিনি অশ্বারোহিগণের অন্তরস্থ। ৭৮
যিনি অতি মহদ্ব্যক্তির অন্তরস্থ। ৭৯
যিনি অতি ক্ষুদ্রব্যক্তির ও অন্তরস্থ। ৮০

২৭ কণ্ডিকা।

যিনি তক্ষার* ঐ। ৮১
যিনি রথকারের† ঐ। ৮২
যিনি কুলালের‡ ঐ। ৮৩
যিনি কর্ম্মারের¶ ঐ। ৮৪
যিনি নিষাদের+ ঐ। ৮৫
যিনি পুঞ্জিষ্ঠের× ঐ। ৮৬
যিনি শ্বন্যের÷ ঐ। ৮৭
যিনি মৃগয়ুর। ঐ। ৮৮

২৮ কণ্ডিকা।

যিনি কুক্কুরেরও অন্তরস্থ ঐ। ৮৯

* ২৪, ২৫ ও ২৬ কণ্ডিকাস্থ ২১ টি মন্ত্রে রণ-ক্ষেত্রের উপযোগী সভাদির উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যদিগের রণশাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইবায় এতদীয় অনেক শব্দের প্রকৃত অর্থ দুর্জ্ঞেয় হইয়াছে। প্রাচীন টীকাও লুপ্ত প্রায়, নবীন টীকাকারেরা সকলই বুঝিতে পারেন নাই।

* কাষ্ঠশিল্পী, ছুতর।
† রথনির্ম্মাণকারী উৎকৃষ্ট ছুতর।
‡ মৃদ্ঘটাদির নির্ম্মাতা।
¶ লৌহ শিল্পী কামার।
+ গিরিচর মাংসমাত্র-ভোজী ভিল্লাদি চণ্ডাল।
× পক্ষিপুঞ্জঘাতক পুল্কসাদি।
÷ কুক্কুর পোষক।
মৃগঘাতক লুব্ধক ব্যাধ।

যিনি কুক্কুরগণের অধিপতি ঐ। ৯০
যিনি ভব নামে[১] প্রসিদ্ধ ঐ। ৯১
যিনি রুদ্র নামে[২] প্রসিদ্ধ ঐ। ৯২
যিনি শর্ব্ব নামে[৩] প্রসিদ্ধ ঐ। ৯৩
যিনি পশুপতি[৪] নামে প্রসিদ্ধ ঐ। ৯৪
যিনি নীলকণ্ঠ[৫] নামে প্রসিদ্ধ ঐ। ৯৫
যিনি শিতিকণ্ঠ[৬] নামে প্রসিদ্ধ ঐ ৯৬

২৯ কণ্ডিকা।

যাঁহাকে কপর্দ্দী[৭] বলা যাইতে পারে তাঁহাকে নমস্কার। ৯৭
,, ব্যুপ্তকেশ[৮] ঐ। ৯৮
,, সহস্রাক্ষ ঐ। ৯৯
,, শতধন্বা ঐ। ১০০
যিনি গিরিশয় নামে প্রসিদ্ধ তাঁহাকে নমস্কার। ১০১
যিনি শিপিবিষ্ট[৯] নামে০। ১০২

১ যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ স্রষ্টা।
২ যিনি, মৃত্যুভয়রূপ রুৎ=দুঃখ, তাহাকে দ্রাবণ বিনাশ করেন অর্থাৎ পাতা।
৩ যিনি সকলের অন্তক অর্থাৎ সংহর্ত্তা।
৪ পশু=প্রাণী, তাহাদের অধিপতি।
৫ নির্ম্মল আকাশে উদিত সূর্য্যের অন্তরে।
৬ সমেঘ আকাশে উদিত সূর্য্যের অন্তরে।
৭ কপর্দ্দ=জটাজুট। জটাজুটধারী।
৮ মুণ্ডিত-মুণ্ড।
৯ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তঃপ্রবিষ্ট।

যিনি মীঢুষ্টম[১] নামে ঐ। ১০৩
যিনি প্রসিদ্ধ ইষুমান্[২] তাহাঁকে ঐ। ১০৪

৩০ কণ্ডিকা।

যাঁহাকে হ্রস্ব বলা যাইতে পারে তাঁহাকে নমস্কার। ১০৫
,, বামন ঐ। ১০৬
,, বৃহৎ ঐ। ১০৭
,, বর্ষীয়ান্[৩] ঐ। ১০৮
,, বৃদ্ধ ঐ। ১০৯
,, যুবা ঐ। ১১০
,, অগ্র্য[১] ঐ। ১১১
,, প্রথম ঐ। ১১২

৩১ কণ্ডিকা।

,, আশু[৫] ঐ। ১১৩
,, অজির[৬] ঐ। ১১৪
,, শীঘ্র্য[৭] ঐ। ১১৫
,, শীভ্য[৮] ঐ। ১১৬
,, ঊর্ম্ম্য[৯] ঐ। ১১৭

১ পরিতৃপ্তকারী। ২ দমনকারী।
৩ যাহার বয়ঃক্রম নবতি বর্ষের অতিরিক্ত তাহাকেই বর্ষীয়ান্ বলা যায়।
৪ মুখ্য।
৫ জগদ্ব্যাপক। ৬ সর্ব্বত্রগ।
৭ বেগবদবস্তুতে বিদ্যমান।
৮ জলপ্রবাহে বিদ্যমান।
৯ জলকল্লোলে বিদ্যমান।

,, অবস্বন্য[১] ঐ। ১১৮
,, নাদেয়[২] ঐ। ১১৯
দ্বীপ্য[৩] ঐ। ১২০

৩২ কণ্ডিকা।

যাহাকে জ্যেষ্ঠ[৪] বলা যাইতে পারে তাঁহাকে নমস্কার। ১২১
,, কনিষ্ঠ[৫] ঐ। ১২২
,, পূর্ব্বজ[৬] ঐ। ১২৩
,, অপরজ[৭] ঐ। ১২৪
,, মধ্যমজ[৮] ঐ। ১২৫
,, অপ্রগল্‌ভ[৯] ঐ। ১২৬
,, জঘন্য[১০] ঐ। ১২৭
,, বুধ্ন্য[১১] ঐ। ১২৮

১ স্থিরজলে বিদ্যমান।
২ নদীতে বিদ্যমান।
৩ দ্বীপ,স্বর্ব্বর্ত্তি-স্থলে বিদ্যমান।
৪,৫ সৃষ্টির আরম্ভে যিনি প্রথম উৎপন্ন হন্ তাঁহার অন্তরেও বিদ্যমান এবং তৎপরে যে সকল উৎপন্ন হইতেছে ও হইবে তৎসমস্তের হৃদয়েও বিদ্যমান সুতরাং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়ই বলা যাইতে পারে।
৬,৭,৮ যে হেতু প্রথম গর্ব্ভাধানেও গর্ব্ভস্থ শিশুর রক্ষকরূপে সেই শিশুর আত্মার আত্মা হইয়া গর্ব্ভে বাস পূর্ব্বক সেই শিশুরই সহিত প্রসূত হএন এবং তৎপর গর্ব্ভাধানেও ও তৎপর গর্ব্ভাধানেও সেইরূপ অতএব তাঁহাকে প্রথম সন্তান, দ্বিতীয় সন্তান, শেষ সন্তান্ সমস্তই বলা যাইতে পারে।
৯অপগণ্ড=গোগণ্ড,ইন্দ্রিয়াদি-প্রকাশ-শূন্য অর্থাৎ অণ্ড
১০ স্বেদজ কৃমি কীটাদি।
১১ উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি।

৩৩ কণ্ডিকা।

যিনি সোভ্য[১] তাঁহাকে নমস্কার। ১২৯
,, প্রতিসর্য্য ঐ। ১৩০
,, যাম্য[২] ঐ। ১৩১
,, ক্ষেম্য[৩] ঐ। ১৩২
" শ্লোক্য[৪] ঐ। ১৩৩
" অবসান্য[৫] ঐ। ১৩৪
,, উর্ব্বর্য্য[৬] ঐ। ১৩৫
,, খল্য[৭] ঐ। ১৩৬

৩৪ কণ্ডিকা।

যাহাঁকে বন্য[৮] বলাযায় তাঁহাকে নমস্কার। ১৩৭
" কক্ষ্য[৯] ঐ। ১৩৮
,, শ্রব[১০] ঐ। ১৩৯
,, প্রতিশ্রব[১১] ঐ। ১৪০

১ পৃথিবীলোকে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে সেই প্রসূমান বালকের অন্তর-দেবতা।
২ বিবাহাদি কার্য্যে হস্তে-বদ্ধ মঙ্গল সূত্রকে প্রতিসর বলে, তাহাতে বিদ্যমান।
৩ মৃত্যুযাতনা ভোগকালে বিদ্যমান।
৪ পরলোক গত প্রাণীর কল্যাণে বিদ্যমান।
৫ ঐহিক যশঃপ্রচারের নিদান।
৬ যাহার প্রসাদে প্রাণী জন্মমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।
৭ উর্ব্বরা ভূমিতে উৎপন্ন ধান্যাদির অন্তরে বিদ্যমান
৮ খল=খামার। সেস্থলেও বিদ্যমান।
৯ বনে বিদ্যমান। ১০ গৃহে বিদ্যমান।
১১ ধ্বনিতে বিদ্যমান।

,, আশুষেণ[১] ঐ । ১৪১
,, আশুরথ[২] ঐ । ১৪২
,, শূর[৩] ঐ । ১৪৩
,, অবভেদী[৪] ঐ । ১৪৪

---

৩৫ কণ্ডিকা।

যাঁহাকে বিল্মী[৫] বলা যাইতে পারে,
তাঁহাকে নমস্কার। ১৪৫
,, কবচী[৬] ঐ । ১৪৬
,, বর্মী[৭] ঐ । ১৪৭
,, বরূথী[৮] ঐ । ১৪৮
,, শ্রুত[৯] ঐ । ১৪৯
,, শ্রুতসেন[১০] ঐ । ১৫০
,, দুন্দুভ্য[১১] ঐ । ১৫১
,, অহনন্য[১২] ঐ । ১৫২

---

৩৬ কণ্ডিকা।

,, ধৃষ্ণু[১৩] ঐ । ১৫৩
" প্রমৃশ[১৪] ঐ । ১৫৪

---

১ দ্রুতগামিনী সৈনিক শ্রেণীতে বিদ্যমান।
২ দ্রুতগামিনী রথ-শ্রেণীতে বিদ্যমান।
৩ যুদ্ধ-বিশারদগণের হৃদয়ে বিদ্যমান।
৪ শত্রু হৃদয়ভেদী প্রহরণেতেও বিদ্যমান।
৫ বিল্ম=শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষাদি।
৬ কবচ=দেহাবরণ স্যূতবস্ত্র আঙরাখা।
৭ বর্ম=সাঁজোয়া। ৮ বরূথ=রথের গোপনস্থান।
৯ পদাতি। ১০ সেনানী। ১১ বাদ্য।
১২ ঢক্কাদি-বাদন দণ্ড। ১৩ স্বপক্ষ-রক্ষণ।
১৪ বিপক্ষ-দমন।

,, নিষঙ্গী[১] ঐ । ১৫৫
,, ইষুধিমান্[২] ঐ । ১৫৬
,, তীক্ষ্ণেষু[৩] ঐ । ১৫৭
,, আয়ুধী[৪] ঐ । ১৫৮
,, স্বায়ুধ[৫] ঐ । ১৫৯
,, সুধন্বা[৬] ঐ । ১৬০

---

৩৭ কণ্ডিকা।

যাঁহাকে স্রুত্য[৭] বলা যাইতে পা
তাঁহাকে নমস্কার। ১৬১
" পথ্য[৮] ঐ । ১৬২
" কাট্য[৯] ঐ । ১৬৩
নীপ্য[১০] ঐ । ১৬৪
" কুল্য[১১] ঐ । ১৬৫
" সরস্য[১২] ঐ । ১৬৬
" নাদেয়[১৩] ঐ । ১৬৭
" বৈশন্ত[১৪] ঐ । ১৬৮

---

৩৮ কণ্ডিকা।

" কূপ্য[১৫] ঐ । ১৬৯

---

১ খড়্গধারী। ২ তূণধারী। ৩ তীক্ষ্ণবাণ।
৪ কণ্ঠমুক্তাধারী। ৫ গৌর শোভাদি।
৬ উৎকৃষ্ট ধনুকা। ৭ অন্য সঙ্কীর্ণ পথে আছেন।
৮ রাজপথে আছেন। ৯ দুর্গম পথে আছেন।
১০ পঙ্কশূন্য ভাগ পথে আছেন।
১১ খাল পথে আছেন। ১২ সরোবরে আছেন
১৩ নদীতে আছেন ১৪ গোষ্পদাদিজলেও আছেন
১৫ কূপে আছেন।

" আবট্যা[১] ঐ । ১৭০
" বীধ্য[২] ঐ । ১৭১
" আতপ্য[৩] ঐ । ১৭২
" মেঘ্য[৪] ঐ । ১৭৩
" বিদ্যুত্য[৫] ঐ । ১৭৪
" বর্ষ্য[৬] ঐ । ১৭৫
" অবর্ষ্য[৭] ঐ । ১৭৬

৩৯ কণ্ডিকা।

" বাত্য[৮] ঐ । ১৭৭
" রেষ্ম্য[৯] ঐ । ১৭৮
" বাস্তব্য[১০] ঐ । ১৭৯
" বাস্তুপ[১১] ঐ । ১৮০
" সোম[১২] ঐ । ১৮১
" রুদ্র[১৩] ঐ । ১৮২
" তাম্র[১৪] ঐ । ১৮৩
" অরুণ[১৫] ঐ । ১৮৪

৪০ কণ্ডিকা।

যাহাকে শঙ্গু[১] বলাযায় তাঁহাকে নমস্কার। ১৮৫
,, পশুপতি[২] ঐ । ১৮৬
,, উগ্র[৩] ঐ । ১৮৭
,, ভীম[৪] ঐ । ১৮৮
,, অগ্রেবধ[৫] ঐ । ১৮৯
,, দূরেবধ[৬] ঐ । ১৯০
,, হন্ত্রা[৭] ঐ । ১৯১
,, হনীযান্[৮] ঐ । ১৯২
,, হরিকেশ[৯] ঐ । ১৯৩

যিনি তার[১০] নামে প্রসিদ্ধ তাঁহাকে নমস্কাব। ১৯৪

৪১ কণ্ডিকা।

যিনি শম্ভব[১১] তাঁহাকে নমস্কাব। ১৯৫
,, ময়োভব[১২] ঐ । ১৯৬
,, শঙ্কর[১৩] ঐ । ১৯৭

১ গর্ত্তে আছেন। ২ ঘোর অন্ধকারে আছেন।
৩ প্রকাশেও আছেন। ৪ মেঘে আছেন।
৫ বিদ্যুতেও আছেন। ৬ বৃষ্টিধারাতে আছেন।
৭ বৃষ্টি-প্রতিবন্ধেও আছেন।
৮ বায়ুপ্রবাহে আছেন।
৯ প্রলয়-বাত্যাতেও আছেন।
১০ বাস্তুতে আছেন। ১১ বাস্তব পালয়িতা।
১২ চন্দ্রে বিদ্যমান। ১৩ অগ্নিতে বিদ্যমান।
১৪ সায়ংকালের সূর্য্যে বিদ্যমান।
১৫ প্রভাতের সূর্য্যে বিদ্যমান।

১ কল্যাণ বাক্। ২ প্রাণিগণের পালয়িতা।
৩ ক্রুরন্তঃকরণ। ৪ ভয়ানকদর্শন।
৫ সম্মুখস্থ প্রাণীর লয়কারী।
৬ দূরস্থ প্রাণীরও লয়কারী।
৭ স্থাবর পদার্থেরও লয়কারী।
৮ চিরদিনের জন্য জন্ম মৃত্যুর অভাবকারী।
৯ হরিতবর্ণ পত্ররূপ কেশধারী মহীরুহ।
১০ সংসার বন্ধন হইতে ত্রাণকারী।
১১ ঐহিক কল্যাণের আকর।
১২ পারলৌকিক কল্যাণের আকর।
১৩ ঐহিক কল্যাণকারী।

,, ময়স্কর[1] ঐ ।১৯৮

,, শিব[2] ঐ ।১৯৯

,, শিবতর ঐ ।২০০

---

৪২ কণ্ডিকা।

যাহাকে পার্য্য[4] বলা যায় তাঁহাকে নমস্কার। ২০১

,, অবার্য্য[5] ঐ ।২০২

,, প্রতরণ[6] ঐ ।২০৩

,, উত্তরণ[7] ঐ ।২০৪

,, তীর্থ্য[8] ঐ ।২০৫

,, কূল্য[9] ঐ ।২০৬

,, শষ্প্য[10] ঐ ।২০৭

,, ফেন্য[11] ঐ ।২০৮

---

৪৩ কণ্ডিকা।

সিকত্য[12] ঐ ।২০৯

১ পারলৌকিক কল্যাণকারী।
২ কল্যাণস্বরূপ।
৩ কল্যাণস্বরূপ করিতেও সমর্থ।
৪ সাগরাদির ওপারে বিদ্যমান।
৫ সাগরাদির এপারেও বিদ্যমান।
৬ অর্ণবযানে বিদ্যমান। ৭ ডোঙাতেও বিদ্যমান।
৮ সাগরাদি গর্ভে বিদ্যমান।
৯ পয়ঃপ্রণালির মধ্যেও বিদ্যমান।
১০ সাগরাদি তীরস্থ ঘাসাদিতেও বিদ্যমান।
১১ সাগরাদির ফেনাদিতেও বিদ্যমান।
১২ নদ্যাদির সিকতাতে বি০।

,, প্রবাহ্য[1] ঐ ।২১০

,, কিংশিল[2] ঐ ।২১১

,, ক্ষয়ণ[3] ঐ ।২১২

,, কপর্দী[4] ঐ ।২১৩

,, পুলস্তি[5] ঐ ।২১৪

,, ইরিণ্য[6] ঐ ।২১৫

,, প্রপথ্য[7] ঐ ।২১৬

---

৪৪ কণ্ডিকা।

,, ব্রজ্য[8] ঐ ।২১৭

,, গোষ্ঠ্য[9] ঐ ।২১৮

,, তল্প্য[10] ঐ ।২১৯

,, গেহ্য[11] ঐ ।২২০

,, হৃদয্য[12] ঐ ।২২১

,, নিবেষ্য[13] ঐ ।২২২

,, কাট্য[14] ঐ ।২২৩

,, গহ্বরেষ্ঠ[15] ঐ ।২২৪

---

৪৫ কণ্ডিকা।

,, শুষ্ক্য[16] ঐ ।২২৫

১ নদ্যাদির প্রবাহে বি০।
২ নদ্যাদি গর্ভস্থ কঙ্করাদিতে বি০।
৩ স্থির জলে বি০। ৪ ঘূর্ণিতে বি০।
৫ পূর্বজলে বি০। ৬ তৃণশূন্য ঊষর ভূমিতে বি০।
৭ পথস্থ পয়ঃপ্রণালিতে বি০।
৮ গোচারণ স্থানে বি০। ৯ গোআলে বি০।
১০ শয্যাতে বি০। ১১ গৃহে বি০।
১২ হৃদয়ে বি০। ১৩ নিবেশিতে বি০।
১৪ দুর্গমপথে বি০। ১৫ গিরিকন্দরাদিতে বি০।
১৬ শুষ্ক কাষ্ঠাদিতে বি০।

,, হরিত্য[1] ঐ। ২২৬
,, পাংসব্য[2] ঐ। ২২৭
,, রজস্য[3] ঐ। ২২৮
,, লোপ্য[4] ঐ। ২২৯
,, উলপ্য[5] ঐ। ২৩০
,, ঊর্ব্য[6] ঐ। ২৩১
,, সূর্ব্য[7] ঐ। ২৩২

---

৪৬ কণ্ডিকা।

,, পর্ণ্য[8] ঐ। ২৩৩
,, পর্ণশদ[9] ঐ। ২৩৪
,, উদগুরমাণ[10] ঐ। ২৩৫
" অভিঘ্নৎ[11] ঐ। ২৩৬
,, আখিদৎ[12] ঐ। ২৩৭
,, প্রখিদৎ[13] ঐ। ২৩৮
,, ইষুকৃৎ[14] ঐ। ২৩৯
,, ধনুষ্কৃৎ[15] ঐ। ২৪০

যে দেবতা, দেবগণের হৃদয়স্বরূপ কিরিকং[16] নামে প্রসিদ্ধ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যের ও হৃদয়স্বরূপ, তাঁহাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। ১

যে দেবতা, দেবগণের হৃদয়স্বরূপ, বিচিন্বৎক[1] নামে প্রসিদ্ধ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যেরও হৃদয়স্বরূপ, তাঁহাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। ২

যে দেবতা, দেবগণের হৃদয়স্বরূপ বিক্ষিণৎক[2] নামে প্রসিদ্ধ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যের ও হৃদয়স্বরূপ, তাঁহাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। ৩

যে দেবতা, দেবগণের হৃদয়স্বরূপ, আনির্হত নামে[3] প্রসিদ্ধ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যের ও হৃদয়স্বরূপ, তাঁহাকে ভূয়োভূয় নমস্কার। ৪

---

৪৭ কণ্ডিকা।

হে দ্রাপে[4]! হে সোমাধিপতে! হে দরিদ্র[5]! হে নীললোহিত![6] হে শিব! এই প্রজাসমস্তের এবং এই পশুসকলের সকলপ্রকার ভয় হরণ কর—ইহাদিগকে

---

১ হরিত পল্লবাদিতে বি০।
২ ধূলিতে বি০। ৩ পরাগে বি০।
৪ অগম্য প্রদেশে বি০। ৫ উপরি তৃণে বি০।
৬ বড়বানলে বি০। ৭ মহাপ্রলয়ানলে বি০।
৮ পর্ণে বিদ্যমান।
৯ পর্ণোৎপন্ন কীটাদিতেও বিদ্যমান।
১০ সদোদ্যমী—উৎপাদক। ১১ সংহারক।
১২ ত্রিবিধ তাপের প্রেরক। ১৩ ত্রিবিধ তাপের স্রষ্টা।
১৪ বাণের স্রষ্টা। ১৫ ধনুরও স্রষ্টা।
১৬ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ সৃজন করেন এই জন্য কিরিক বলা যায়।

১ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ পালন করেন, এই জন্য বিচিন্বৎক বলা যায়।
২ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জগৎ বিনষ্ট করেন, এইজন্য বিক্ষিণৎক বলা যায়।
৩ কালপ্রাপ্তে স্বাহরণে প্রাপ্ত হয়েন, এইজন্য আনির্হত বলা যায়।
৪ পাপীদের দুর্গতিকারিন্।
৫ সহায়-শূন্য যেহেতু অদ্বিতীয়।
৬ এক অংশ নীল, অপর অংশ লোহিত অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণ উভয়াত্মক।

শারীর পাড়া হইতে রক্ষা কর এবং মানস পাড়া হইতেও রক্ষা কর। ১

---

৪৮ কণ্ডিকা।

বলবান্, ক্ষয়দ্বীর*, কপর্দ্দী রুদ্রদেবতাকে আমরা স্বীয় সমুদয় বুদ্ধি সমর্পণ করিতেছি সুতরাং ভবসাকরি আমাদের দ্বিপদ† ও চতুষ্পদ‡ প্রাণিগণ কল্যাণ ভাজন হইবে এবং আমাদের বাসগ্রামও নিরাপদ ও প্রতিবেশবাসীরাও হৃষ্ট-পুষ্ট হইতে পারিবে। ২

---

৪৯ কণ্ডিকা।

হে রুদ্র! তোমার যে তনূ কল্যাণ রূপিণী, যে তনূ সর্ব্বজন কল্যাণ-সাধিনী যে তনূ সর্ব্বরোগের মহৌষধি—সেই তনূন দ্বারা আমাদিগকে সুখী কর। ৩

---

৫০ কণ্ডিকা।

এই রুদ্রদেবতার আয়ুধসকল আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক, কোপনস্বভাব অঘায়ুর¶ দুর্ম্মতিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। হে অভিলষিত-ফল-প্রদ! তুমি যজমান গণকে ভীতি শূন্য করণার্থ স্বীয় সুদৃঢ় ধনুককে জ্যা-হীন কর এবং আমাদিগকে পুত্র পৌত্র-সম্বন্ধি সুখ প্রদান কর। ৪

* বীরগণ যাঁহার সমাশ্রিত।

† পুত্রাদি। ‡ গবাদি।

¶ পাপাচারীর।

৫১ কণ্ডিকা।

হে অভিলষিত ফল-বর্ষক! শিবতম! শিব! আমাদিগের জন্য সুচিন্ত হও—উন্নত বৃক্ষে স্বীয় আয়ুধসকল রাখিয়া কৃত্তি পরিধান পূর্ব্বক পিনাক ধারণ করত আগমন কর*। ৫

---

৫২ কণ্ডিকা।

হে বিকিরিদ্র†! হে বিলোহিত‡! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার, তোমার যে সহস্র২ প্রহরণ আছে, তৎসমস্ত আমাদিগকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র পতিত হউক। ৬

---

৫৩ কণ্ডিকা।

হে ভগবন্! তোমার সহস্র২ বাহু-দ্বয়ে¶ সহস্র২ প্রহরণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, হে ঈশান! তাহাদিগকে আমাদিগের সম্বন্ধে পরাঙ্মুখ কর। ৭

---

৫৪ কণ্ডিকা।

এই পৃথিবীতে সহস্র২ রুদ্র সকল আছেন+ আমরা (এই মন্ত্র পাঠ

* ইহার তাৎপর্য্য গূঢ়।

† বিশেষ রূপে বিনাশকারী।

‡ বিশেষ রক্তবর্ণ সংহারমূর্ত্তি।

¶ অর্থাৎ ভুজাভুজা যাবৎ বাহু-যুগল তৎসমস্তই তাঁহার বা সকলেতেই তাঁহার সত্তা আছে।

+ এই মন্ত্রে রুদ্রের অসংখ্যত্ব বা অসংখ্য বস্তুতে এক রুদ্রের ব্যাপকত্ব প্রকাশিত হইল।

পুরঃপ্রার্থনাবলে) তৎসমস্তেরই ধনুসকল সহস্র যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত করিতেছি। ১

৫৫ কণ্ডিকা।

এই অন্তরীক্ষে মহার্ণবে* যে সমস্ত রুদ্র আছেন, তাঁহাদিগের ধনুসকলও আমরা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ২

৫৬ কণ্ডিকা।

যে সকল নীলগ্রীব ও শিতিকণ্ঠ রুদ্র-দেবতা† দ্যুলোককে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের ধনুসকলও সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ৩

৫৭ কণ্ডিকা।

যে সকল নীলগ্রীব ও শিতিকণ্ঠ রুদ্র দেবতা, ক্ষমা নামে প্রসিদ্ধ লোকে‡ পৃথিবীর অধোভাগে বিচরণ করিতেছেন, আমরা তাঁহাদের ধনুসকলও সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ৪

৫৮ কণ্ডিকা।

যে সকল শষ্পিঞ্জর নীলগ্রীব বিলোহিত রুদ্রগণ দেবতা¶ বৃক্ষ সকলে রহিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের ধনুসকলও সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ৫

৫৯ কণ্ডিকা।

যে সকল বিশিখ ও কপর্দ্দী* রুদ্র-দেবতা, সর্ব্ব-ভূতগণের অধিপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহাদের ধনুসকলও সহস্র যোজনে নিক্ষেপ করি। ৬

৬০ কণ্ডিকা।

যে সকল ঐলবৃৎ† ও আয়ুর্যুধ‡ রুদ্র দেবতা, পথি-রক্ষক রূপে সমস্ত পথেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের ধনুসকলও সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ৭

৬১ কণ্ডিকা।

যে সকল সৃকাহস্ত ও নিষঙ্গী রুদ্র দেবতা, তীর্থসকল প্রচার করিতেছেন¶ (বা তীর্থসকলে বিদ্যমান আছেন), তাঁহাদের ধনুসকলও সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ৮

৬২ কণ্ডিকা।

যে সকল রুদ্রদেবতা, অন্ন-পান-ভোজী

* 'আকাশগঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ-ধারাপ্রবাহে।

† নির্ম্মল আকাশে ও সমেঘ আকাশে দেদীপ্যমান চন্দ্র তারকাদি।

‡ ভূলোকের নিম্নলোকে অর্থাৎ পাতালে।

¶ বৃক্ষস্থ পত্র, শাখা, প্রবালাদি।

* মুণ্ডী ও জটাধারী বনচারী।

† রাজ্যের শাসনকারী (সিবিলিয়ান)

‡ যাঁহারা যুদ্ধেই প্রাণ পণ করিয়াছেন (মিলিটারী)। অর্থাৎ অসি চর্ম্ম-ধারী।

¶ সৃকা=ঢাল, যাঁহার হস্তে সর্ব্বদা আছে, তিনিই সৃকা হস্ত এবং নিষঙ্গ=খড়্গ, যাঁহার হস্তস্থ তিনি নিষঙ্গী। ধর্ম্ম প্রচারকগণ।

প্রাণিগণকে বিবিধ রোগগ্রস্ত করেন, তাহাঁদিগের ধনুসকলকে আমরা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ৯

——

৬৩ কণ্ডিকা।

যে সকল রুদ্রদেবতা এই দশদিকে এবং অপবাপবও অনেকদিকে সংস্থিতি করিতেছেন*, তাহাঁদের ধনুসকলও আমরা সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করি। ১০

——

৬৪ কণ্ডিকা।

যে সকল রুদ্রদেবতা দ্যুলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহাদের বাণ—বৃষ্টি† তাঁহাদিগকে নমস্কার,—পূর্ব্বদিকে দশাঙ্গুলি হইয়া‡ নমস্কার কবি—দক্ষিণে দশাঙ্গুলি হইয়া নমস্কার করি,—পশ্চিমে দশাঙ্গুলি হইয়া নমস্কার করি,—উর্দ্ধে দশাঙ্গুলি হইয়া নমস্কার করি — তাঁহাদিগকে নিমস্কার; তাঁহাবা আমাদিগকে রক্ষা করুন—আমাদিগকে সুখী করুন—আমরা যাহার দ্বেষ করি বা যে আমাদের দ্বেষ করে তাহাদিগকে তাঁহাদের করাল দংষ্ট্রাতে প্রদান করি। ১

* যাঁহারা আমাদের দৃষ্টচর নহেন এবং যাঁহারা এই কতিপয় মন্ত্রে বর্ণিত হইলেন না।

† অর্থাৎ বৃষ্টির দ্বারাই সৃজন, পালন, সংহবণ করিয়া থাকেন, সূর্য্য প্রভৃতি।

‡ অর্থাৎ করপুটে বা কৃতাঞ্জলি।

——

৬৫ কণ্ডিকা।

যে সকল রুদ্রদেবতা অন্তরীক্ষে দেদীপ্যমান রহিযাছেন, যাঁহাদেব বাণ—বহন* তাঁহাদিগকে নমস্কাব,— পূর্ব্বদিকে ইত্যাদি০০। ২

——

৬৬ কণ্ডিকা।

যে সকল রুদ্র দেবতা পৃথিবীতে দেদীপ্যমান রহিযাছেন, যাঁহাদের বাণ—অন্ন† তাঁহাদিগকে নমস্কার;— পূর্ব্বদিকে ইত্যাদি০। ৩

——

* অর্থাৎ বহনক্রিয়ার দ্বারাই সৃজন পালন, সংহবণ করিয়া থাকেন, বায়ু প্রভৃতি।

† অর্থাৎ অন্নের দ্বারাই সৃজন, পালন, সংহবণ কবিয়া থাকেন, অগ্নি প্রভৃতি।

॥ ইতি মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ সপ্তদশ অধ্যায় ॥

[চিত্যপরিষেকাদি]

প্রথম কণ্ডিকা।

দক্ষিণ নিকক্ষে* শিলা স্থাপন করিয়া হস্তে জলকুম্ভ লইয়া—সেই অগ্নি হইতে আরম্ভ করত প্রদক্ষিণক্রমে পক্ষ ও পুচ্ছের সহিত অগ্নিকে এই মন্ত্রে জলধারা দ্বারা সিঞ্চন করিবে—

হে মরুদ্গণ। তোমরা প্রসিদ্ধ দাতা, অতএব প্রার্থনা করি—যে, যে অন্ন ও রস পর্ব্বতের আশ্রিত এবং জল, ওষধি, বনস্পতি ও গাভী হইতে যাহাদিগকে লাভ করা যায়, তৎসমস্তই আমাদিগকে প্রদান কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ শিলার উপরি সেই জলকুম্ভ স্থাপন করিবে—

হে প্রস্তর। তোমার ক্ষুধা হউক। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ কুম্ভ পুনশ্চ হস্তে গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ বারত্রয় পূর্ব্ববৎ ধারাক্রমে জল সিঞ্চন করিবে—

হে প্রস্তর। ত্বদীয় সারভাগ আমাতে সঞ্চরিত হউক। ৩

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ পুরঃসর ঐ শিলা সেই জলকুম্ভের উপরি লইয়া দক্ষিণ বেদির শ্রোণীদেশে পূর্ব্বাভিমুখ দণ্ডায়মান হওত উহা দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে—

হে অগ্নে! যে কেহ আমাদের শত্রু, তাহাদের দাহার্থই তোমার শুক্ কৃতার্থ হউক। ৪

২,৩ কণ্ডিকা।

ঐরূপে কুম্ভ নিক্ষেপ করণানন্তর তৎপ্রতি পুনর্দৃষ্টিপাৎ না করিয়াই প্রত্যাগত হইয়া দক্ষিণ বেদির শ্রোণি সমীপে থাকিয়া উভয় বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ঐ চিতির যাবৎ অবয়ব স্পর্শ করিতে পারিবে স্পর্শ করত ২য় কণ্ডিকা এবং ৩য় কণ্ডিকা এই উভয় কণ্ডিকাত্মক মন্ত্র সস্বর পাঠ করিবে——

হে ইষ্টকাসকল। তোমরা ঋতুস্বরূপ হইতেছ, তোমরা যজ্ঞের বর্দ্ধয়িতা হইতেছ, তোমরা সকল ঋতুতেই অনুষ্ঠিত হইয়াথাক, তোমরা ঘৃতস্রাবিণী হইতেছ, তোমরা মধুস্রাবিণী হইতেছ, তোমরা বিরাট্ নামে প্রসিদ্ধ হইতেছ, তোমরা ক্ষয়-শূন্য হইতেছ; তোমরা এক[১] হইতে দশ[১০] দশ হইতে শত[১০০] শত হইতে সহস্র[১০০০], সহস্র হইতে অযুত[১০০০০], অযুত হইতে নিযুত[১০০০০০], নিযুত হইতে প্রযুত[১০০০০০০], প্রযুত হইতে কোটি[১০০০০০০০], কোটি হইতে অর্বুদ[১০০০০০০০০], অর্বুদ হইতে ন্যর্বুদ[১০০০০০০০০০] (অব্জ) ন্যর্বুদ হইতে [খর্ব্ব[১০০০০০০০০০০], খর্ব্ব হইতে

---

*পক্ষের অপর সন্ধিকে কক্ষ এবং তৎসমীপ প্রদেশকে নিকক্ষ বলা যায়।

১০০০০০০০০০০০ ১০০০০০০০০০০০০
নিখর্ব্ব, নিখর্ব্ব হইতে মহাপদ্ম,
১০০০০০০০০০০০০০
মহাপদ্ম হইতে শঙ্কু, শঙ্কু হইতে*]
১০০০০০০০০০০০০০০০ ১০০০০০০০০০০০০০০০০
সমুদ্র, সমুদ্র হইতে মধ্য, মধ্য হইতে
১০০০০০০০০০০০০০০০০ ১০০০০০০০০০০০০০০০০০
অন্ত, এবং অন্ত হইতে পরার্দ্ধ সংখ্যক পর্য্যন্ত একত্র স্থায়ী হইতে পার এবং তোমরা কামদুঘা অতএব প্রার্থনা—যে, আমাদিগেব ইহলোকে, পরলোকে ও পরজন্মে কোন কালেই কামনারূপ দুগ্ধদানে কাতব হইওনা। ১

---

৪ কণ্ডিকা।

একটি বংশদণ্ডে মণ্ডুকী, অবকা ও বেতস শাখা বন্ধন করত চিতিস্থ অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে। তন্মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ-পূর্ব্বক দক্ষিণশ্রোণি হইতে দক্ষিণাংস পর্য্যন্ত কর্ষণ কবিবে—

হে অগ্নে! সমুদ্রের অবকা দাবা তোমাকে পরিব্যয়ন করিতেছি; হে পাবক! তুমি আমাদিগের কল্যাণকাবী হও। ১

---

৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে দক্ষিণ শ্রোণি হইতে উত্তর শ্রোণি পর্য্যন্ত কর্ষণ করিবে—

হে অগ্নে! হিমের জরায়ুস্বরূপ এই মণ্ডুকীর দ্বারা তোমাকে পরিব্যয়ন করিতেছি, হে পাবক! তুমি আমাদিগের কল্যাণকারী হও। ২

---

৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে উত্তর শ্রোণি হইতে উত্তরাংস পর্য্যন্ত কর্ষণ কবিবে—

হে অগ্নে। এই বেতসশাখাকে অবলম্বন কবত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও—নদীসকলে অবতীর্ণ হও, হে মণ্ডুকি! তুমি জলের পিত্তস্বরূপ হইতেছ, তুমি সেই সকল শক্তির সহিত আগমন কব যাহাতে আমাদেব এই যজ্ঞ পবিত্র বলিয়া বরণীয় এবং কল্যাণকব হইবে। ৩

---

৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে উত্তরাংস হইতে দক্ষিণাংস পর্য্যন্ত কর্ষণ করিবে—

এই চিতিস্থ অগ্নির্ব স্থান জলেব আকর সমুদ্রের গৃহ, হে অগ্নে! তোমার জ্বালা সকল আমাদের বিপক্ষবর্গকে সন্তপ্ত করুন। আমাদের জন্য 'পাবক' ও 'শিব' নামের সার্থকতা করুন। ৪

---

* মূলে ন্যর্বুদ হইতে সমুদ্র ইত্যাদি আছে সুতরাং বোধ হয় বৈদিক সময়ে খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, মহাপদ্ম ও শঙ্কু এই চারিটী সংখ্যা ব্যবহৃত হইত না সুতরাং এক হইতে পবার্দ্ধ পর্য্যন্ত ১০০০০০০০০০০০ এতাবৎ সংখ্যাই ব্যবহৃত হইত। এবং তৎকালে অব্জ নামটীও ছিল না উহা ন্যর্বুদ নামে ব্যবহৃত হইত।

—

৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে দক্ষিণপক্ষ কর্ষণ করিবে—

হে অগ্নে! তুমি পাবক, হে দেব! তুমি দীপ্তিমান্ এবং মন্দ্রা জিহ্বার সহিত বর্ত্তমান—তুমিই হবি হবন কর এবং তুমিই তাহা দেবগণের নিকটে বহনও করিয়াথাক। ৫

---

৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পুচ্ছ কর্ষণ করিবে—

হে অগ্নে! হে পাবক! হে দীপ্তিমন্! আমাদের যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন কর এবং এই যজ্ঞের সমীপে তাঁহাদিগকে হবিও প্রাপ্ত করাও। ৬

---

১০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে উত্তর পক্ষ কর্ষণ করিবে—

উষোদয়ে প্রকটিত প্রকাশের ন্যায় সর্ব্ব প্রাণীর চেতনকারিণী[১] পরম পবিত্রা, কৃপার সহিত এই পাবক, অজর ও শত্রুশোণিত পানার্থ পিপাসাযুক্ত, অগ্নি এই পৃথিবীতে স্বকীয় দীপ্তিতে সম্যক্ শোভিত হইতেছেন। ১

---

১১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে চিত্যারোহণ করিবে অর্থাৎ হিরণ্যখণ্ড মিশ্রিত স্রুক্স্থ আজ্য এবং, দধি, মধু, ঘৃত, কুশমুষ্টি সমেত পাত্রী এই উভয় লইয়া ব্রহ্মা এবং যজমান এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর চিতিস্থ অগ্নির দক্ষিণে উপবেশন করিবে—

হে অগ্নে! দীপ্তির কারণ যে ত্বদীয় তেজঃস্বরূপ জ্বালা, তাহাকে নমস্কার;—তোমার সেই জ্বালা, যাহারা দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগকে সন্তপ্ত করুন, আমাদিগের জন্য তোমার 'পাবক' এবং 'শিব' নাম সার্থক করুন। ১

---

১২ কণ্ডিকা।

স্বয়মাতৃণ্ণার উপরি আরোহণ করিয়া এই পঞ্চমন্ত্রে দক্ষিণাংস, শ্রোণিদ্বয়, উত্তরাংস ও মধ্য—এই পঞ্চ স্থানে হিরণ্য দর্শন করিবে—

যে অগ্নি, মানবাদি প্রাণিগণের মধ্যে (জাঠর) নিবসতি করিতেছেন, তাঁহার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

যে অগ্নি, সমুদ্রাদি জলের মধ্যে (বাড়ব) নিবসতি করিতেছেন, তাঁহার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

যে অগ্নি, যজ্ঞীয় কুশাদির উপরি (আহবনীয়াদি—পচন) নিবসতি করিতেছেন, তাঁহার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ৩

যে অগ্নি, অরণ্যে (দাব) নিবসতি করিতেছেন, তাঁহার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৪

যে অগ্নি, স্বর্লোকের প্রধান অভিজ্ঞ (সূর্য্য) বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার প্রীতিব জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৫

পাত্রীতে সিক্ত যে দধি মধু ও ঘৃত, তাহা কুশাগ্রে গ্রহণ করত তদ্দ্বারা পরিশ্রিৎ সহিত সপক্ষ সপুচ্ছ অগ্নির মধ্যে এবং বাহিবে এই কণ্ডিকাদ্বয়াত্মক মন্ত্রদ্বয়ে প্রোক্ষণ করিবে—

১৩.১৪ কণ্ডিকা।

যে অহুতাদ* দেবতারা যজ্ঞিয় দেবগণেব মধ্যেও বিশেষ যজ্ঞিয়, সংবৎসরীণ† ভাগ লাভ কবিয়াথাকেন, তাঁহাবা এই যজ্ঞে মধু ঘৃত প্রভৃতি হবির অংশ স্বযংই পান করুন। ১

যে দেবতারা দেবগণেব মধ্যে প্রধান দেবত্ব লাভ করিযাছেন, যাঁহারা এই ব্রহ্মের অগ্রে সতত বিদ্যমান*, যাঁহার। ব্যতিরেকে কোন ধামই† সচেষ্ট হইতে পারে না, সেই দেবগণ দ্যুলোকে নাই— পৃথিবীতেও নাই, তাঁহারা প্রতি ইন্দ্রিয়েই বর্ত্তমান আছেন। ২

১৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত ঐ চিতি হইতে অবতরণ করিবে—

হে অগ্নে! তুমি প্রাণদ, তুমি অপানদ, তুমি ব্যানদ, তুমি বর্চ্চোদ এবং তুমি ধনদ; তোমার জ্বালারূপ আয়ুধ, আমাদিগের বিপক্ষদলকে সন্তপ্ত করুন এবং আমাদিগেব জন্য 'পাবক' ও 'শিব' নাম তোমার সার্থক হউক। ১

১৬ কণ্ডিকা।

শালাতে প্রত্যাগমন কবিযা শালাদ্বার্য্য অগ্নিতে এই মন্ত্রে পঞ্চগৃহীত আজ্য হোম করিবে—

হে অগ্নে! স্বীয় অতিতীব্র শোচির দ্বারা সমস্ত যজ্ঞ বিঘ্নকাবী দিগকে ক্ষয কর এবং তাহাদেব ধন আমাদিগকে প্রদান কর। ১

* অর্থাৎ যে বস্তু আহুত হয় নাই, তাহাও সেচ্ছানুসারেই অদনকারী—প্রাণ। প্রাণ দেবতারা প্রতি ইন্দ্রিয়েই বিদ্যমান আছেন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বীয় ভোগেব সন্নিকর্ষ লাভ কবিলেই যে কাহাবও আদেশ অপেক্ষা না করিয়াই ভোগ কবিতে প্রবৃত্ত হন, ইহা লোকসিদ্ধ।

† সংবৎসরে সম্পাদ্য যজ্ঞ।

ব্রহ্ম=ঈশ্বর, জীব ও ব্রহ্মা ঋত্বিক্।

ধাম=শবীব।

১৭—২৪ কণ্ডিকা।
[আত্মোপনিষৎ]

সপ্তদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ পর্য্যন্ত অষ্ট কণ্ডিকা পাঠ পুবঃসর জুহূতে ষোড়শ গৃহীত আজ্য লইয়া শালাদ্বার্য্য অগ্নিতে তদর্দ্ধ হোম করিবে—

যে বিশ্বকর্ম্মা এই সমস্ত বিশ্বসংসাব আপনাতেই হবন কবিয়া নিমগ্ন থাকেন, তিনি ঋষি*, তিনি হোতা†, এবং তিনিই আমাদিগের পিতা‡, পুনশ্চ তিনিই যৎকালে এইরূপ জগৎসম্পত্তি ইচ্ছা কবেন¶, তৎক্ষণাৎ নিজ একত্বকে আচ্ছন্ন করত হীনাবস্থ অনেকত্বে প্রবেশ করেন×। ১

এই বিশ্বকর্ম্মাব কি অধিষ্ঠান। × আবম্ভণ দ্রব্যই—বা কি কি! ক্রিয়াই বা কি প্রকাব যাহাতে এই উপর্য্যধোভাগে দৃশ্যমান বিস্তৃত দ্যুলোক ও ভূলোক সৃজন কবত ইহাদিগকে স্বীয় মহিমাতে আচ্ছন্ন রাখিয়া সর্ব্বদর্শীভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান রহিয়াছেন?। ২

এই বিশ্বকর্ম্মা দেবতা একাকী, ইনি অধিষ্ঠানাদি শূন্য হইয়া এই দ্যুলোক ও ভূলোক সৃজন কবিয়া স্বীয় বাহুদ্বয়ে আক্রমণ করত স্বীয় পক্ষ সঙ্ঘের দ্বারা আবৃত রাখিয়াছেন*। ইহাঁর চক্ষু সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, ইহাব মুখও সর্ব্বত্র আছে, বাহুও সর্ব্বত্র এবং পাদও সর্ব্বত্র†। ৩

সে বন কিরূপ। সে বৃক্ষই বা কিরূপ! যে বনেব যে বৃক্ষে বিশ্বকর্ম্মা এই দ্যাবা-পৃথিবী তক্ষণ কবিয়া থাকেন।? হে মনীষিগণ। তোমবা মনে মনে এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা কব এবং আরও পর্য্যালোচনা কব—যে, যিনি এই সমস্ত দৃশ্যাদৃশ্য ভুবন সকল ধাবণ কবিয়া রহিযাছেন, তিনিই বা নিজে কিরূপ?। ৪

হে বিশ্বকর্ম্মন্! হে স্বধাবন্! তোমাব যে সকল উৎকৃষ্ট ধাম আছে, যে সকল নিকৃষ্ট ধাম আছে এবং যে সকল মধ্যম ধাম আছে, তৎসমস্ত প্রকার ধামেই প্রজাবর্দ্ধন পুরঃসর তুমি স্বযং মহাযজ্ঞে ব্যাপৃত আছ‡, যজমানগণকেও এই সামান্য যজ্ঞে হবিঃ প্রদান বিষয়ে শিক্ষা দাও। ৫

* অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টিকর্ত্তা।

† অগ্নিরূপ স্ব-স্বরূপে জগদ্রূপ হবির হবনকর্ত্তা।

‡ পালয়িতা। এতাবতা কর্ত্তা, পাতা ও হর্ত্তা এই ত্রিবিধই উক্ত হইল।

¶ "একোঽহং বহু স্যাং" এই সিসৃক্ষা।

+ স্বয়ং পশু পক্ষী কীটাদি স্বরূপ ধারণ করেন বা স্বীয় সৃষ্ট পশু পক্ষী কীটাদি শরীরের অন্তরে ও বহিঃ ব্যাপ্ত হএন।

× বসিবার বা দাঁড়াইবার অশ্রয়।

+ যেরূপ ঘট নির্ম্মাণে মৃত্তিকা জল চক্র প্রভৃতি।

* অর্থাৎ পক্ষীরা যেরূপ স্বীয় অণ্ড পোষণ করে।

† এই মন্ত্রটী পূর্ব্ব মন্ত্রের উত্তর।

‡ এতাবতা তুমি যাগ কার্য্যে অভিজ্ঞ অতএব এতদ্বিষয়ে শিক্ষকতা করিতে পার।

হে বিশ্বকর্ম্মন্! হবির্দ্বারা এই চরাচরকে বর্দ্ধন করত তুমি স্বয়ংই এই দ্যাবা পৃথিবীতে মহাযজ্ঞ করিতেছ*, অতএব প্রার্থনীয়—যে আমাদিগের চারিদিকে যে সমস্ত শত্রু আছে তাহারা মুগ্ধ হউক এবং আমাদের সূরি† মঘবা‡ হউন। ৬

যিনি সমস্ত বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, যিনি সমস্ত মনের নিয়ন্তা, সেই বিশ্বকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ দেবতাকে আমরা এই যজ্ঞে কল্যাণার্থ আহ্বান করিতেছি, সেই সাধুকর্ম্মা দেবতা বিশ্বের কল্যাণে নিয়তই নিযুক্ত আছেন, তিনি আমাদের সমস্ত আহ্বানই শ্রবণ করিয়া থাকেন। ৭

হে বিশ্বকর্ম্মন্! পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রজাগণ তোমাকে উগ্র ও বিশেষরূপে আহ্বানীয় জানিয়া যে প্রকারে সম্যক্ রূপে নমস্কার করিত, অদ্য আমিহ সেই প্রথানুসারে,—তুমি ত্রাতা, তুমি অবধ্য [নিত্য] এবং ইন্দ্র [ঈশ্বর] জানিয়া তোমাকে হবি ও বর্দ্ধন বাক্যে প্রীত করিতেছি। ৮

২৫—৩২ কণ্ডিকা।

পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি দ্বাত্রিংশৎ পর্য্যন্ত অষ্টকণ্ডিকা পাঠ করত ষোড়শ গৃহীত আজ্যের অপরার্দ্ধ হোম করিবে—

চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পালয়িতা আদি দেবতা প্রথমত সৃষ্টির মানস করিলেন, অনন্তর জল ও তদনন্তর নমমান এই দ্যাবাপৃথিবী উৎপন্ন করিলেন, পরে ইহাদিগকে দৃঢ় করিলেন অধুনা ক্রমেই প্রথিত করিতেছেন। ১

সেই বিশ্বকর্ম্মা দেবতাকে বিমনা* বিহায়া† ধাতা‡, বিধাতা¶, পরম× এবং সন্দৃক্÷ বলা যায়, যে লোকে— তাঁহাকে কেহ কেহ বহু, কেহ কেহ বা এক বলিয়া তর্ক করিয়া থাকে, সেই লোকের অধিবাসীদিগের জীবনাধার অন্ন এবং অভীষ্ট তিনিই সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই লোকবাসীরা তাঁহার প্রসাদেই আমোদিত হইয়া থাকে। ২

যিনি আমাদের পিতা, জনিতা, বিধাতা, যিনি আমাদের সমস্ত ধামই অবগত আছেন, যিনি এক হইলেও এই অনন্ত বিশ্বের নামকরণ কর্ত্তা,—তাঁহাকে জানিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল!! । ৩

* এতাবতা এ কার্য্যের বিঘ্ন-কর্ত্তৃদিগের কিরূপ দমন আবশ্যক এবং এ কার্য্যের পুরোহিতের কিরূপ পুরস্কার আবশ্যক তাহা অবগত আছ।

† সূরি=পণ্ডিত, এস্থলে যাগবিষয়ে প্রধান পণ্ডিত ব্রহ্ম কার্য্যে নিযুক্ত ঋত্বিক্।

‡ ঐশ্বর্য্যবান।

* বিশেষ মনযুক্ত। † সংহর্ত্তা। ‡ পালয়িতা। ¶ উৎপাদয়িতা। × যাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর নাই। × সর্ব্বদর্শী। ÷ এই পৃথিব্যাদিতে।

÷ অর্থাৎ তাঁহাকে আমরা কেহই জানিনা, কি আশ্চর্য্য!!

যে আদিজন্মা ঋষিগণ* ভূয়োভূয় স্তুতি বলে ক্ষমতাবান্ হইয়া দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরীক্ষ লোকে এই সমস্ত প্রাণি-বর্গ সৃজন করিয়াছেন, তাহাঁরা আদি-সৃষ্টিতে সকলকেই সমভাবে সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ৪

এই পৃথিবী হইতে পরস্তাৎ—দেবগণ ও অসুরগণ সকল হইতেই পরস্তাৎ, তিনি প্রথমে জলদেবীদিগকে সৃজন করিলে যৎকালে তাঁহারা প্রথম গর্ভ ধারণ করি-লেন, সেই গর্ভ কি আশ্চর্য্য। যাহাতে এই পূর্ব্বতন দেবগণ দৃষ্ট হইয়াছিলেন।৫

সেই জন্মশূন্য দেবতার নাভিতে একটি বীজ অর্পিত হইয়াছিল, যে বীজকে আশ্রয় করিয়া এই সমস্ত ভুবন স্থিতি করিতেছে, জলদেবীদিগের উহাই প্রথম গর্ভধারণ, সেই গর্ভে সমস্ত দেবগণ প্রকাশ পাই-লেন। ৬

যিনি তোমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি তোমাদিগ হইতে বিভিন্ন কিন্তু তোমাদের মধ্যেই আছেন, তোমরা যে হেতু নীহারেণ† এবং জল্প্যেক্ষ‡ প্রাবৃত রহি-য়াছ অতএব অসুতৃপ¶ এবং উকথশাঃ÷ হইয়া বিচরণ করিতেছ সেই জন্যই তাঁহাকে অবগত হইতে অসমর্থ[১]। ৭

বিশ্বকর্ম্মা প্রথমে দেবগণকে সৃষ্টি করেন, গন্ধর্ব্বগণ তাহাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি, ওষধিগণের উৎপাদয়িতা পালয়িতা ও পর্জ্জন্য তদীয় তৃতীয় সৃষ্টি, পরে সেই পর্জ্জন্যগণ অনেক স্থলে জলীয় গর্ভ ধারণ করিতে লাগিলেন। ৮

৩৩—৪৪ কণ্ডিকা।

অগ্নিচয়নানন্তর আহবনীয় বেদীতে ইধ্ম সন্দীপিত করিয়া চিতিস্থলে আনীত হইলে ব্রহ্মা এই অপ্রতিরথসূক্ত[২] পাঠ করত দক্ষিণদিক্ পথে গমন করিবে—

আশু[৩], শিশানঃ[৪], বৃষভ[৫], ভীম[৬] মনুষ্য-দিগের ক্ষোভণ[৭], সংক্রন্দন[৮] অনিমিষ[৯] যিনি ঘনাঘন[১০] ইন্দ্রনামে প্রসিদ্ধ, তিনি

---

* ইহাঁরাই পুরাণাদিতে মরীচ্যাদি নামে বর্ণিত হইয়াছেন ইহাঁরাই প্রজাপতি।

† অর্থাৎ নীহার সদৃশ অচিরস্থায়ী অজ্ঞানে।

‡ বৃথা জল্পনাতে।

¶ পুত্র পৌত্রাদি লাভেই পরিতৃপ্ত।

÷ স্বর্গকাম লালসায় যজ্ঞানুষ্ঠানেই পরিতৃপ্ত।

১ এতাবতা সূর্য্যোদয়ে নীহার গলনের ন্যায় জ্ঞানো-দয়ে অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত না হইলে "আমার এই আমার এই" ইত্যাদি বৃথা জল্পনা দূর না হইলে এবং পুত্র পৌত্রাদি ঐহিক সুখে ও স্বর্গাদি পার-লৌকিক সুখে বীতরাগ না হইলে আত্ম-জিজ্ঞাসা সমুদিত হইবে না সুতরাং আত্মজ্ঞান দুর্লভ॥

২ এই ৩৩ কণ্ডিকা হইতে ৪৪ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত ১২টী মন্ত্রকে অপ্রতিরথসূক্ত কহে।

৩ শীঘ্রগামী। ৪ বজ্রতীক্ষ্ণকারী। ৫ বর্ষণশীল। ৬ ভয়ানক দর্শন। ৭ ক্ষোভহেতু। ৮ মুহুর্মুহুর্গর্জ্জনকারী। ৯ উপর্য্যুপরি বিদ্যুৎ [illegible]। ১০ নিবিড় মেঘ।

কার্য্যে অদ্বিতীয়, যেহেতু একাকালেই শত শত সেনা জয় করিতে পারেন। ১

হে মানবগণ! তোমরা এই সংক্রন্দন অনিমিষ,জিষ্ণু[১], যুৎকার[২],দুশ্চবন[৩], ধৃষ্ণু,[৪] বৃষ্ণু[৫], ইষুহস্ত[৬] ইন্দ্রের প্রভাবে সেই যোদ্ধৃ-দলকে[৭] অনায়াসে পরাভব কর—তাহাদিগকে দূর কর। ২

সেই বশী[৮], সমৃধ[৯], সোমপা, বাহু-শর্দ্ধী[১০], উগ্রধন্বা, অপ্রতিহত-প্রভাব, ইন্দ্র, ইষুহস্ত ও নিষঙ্গী দস্যুদলের[১১] সহিত যুদ্ধ-সংস্রব করিয়া সংস্রবজিৎ হইয়া থাকেন। ৩

হে বৃহস্পতে! তুমি রথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুগণকে পীড়ন করত সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাক সুতরাং 'রক্ষোহা' নামে প্রসিদ্ধ। হে প্রভঞ্জন্! বিপক্ষ সেনা-গণকে যুদ্ধে জয় পূর্ব্বক বিনষ্ট করত আমাদিগের রথ সকলের রক্ষক হও। ৪

হে ইন্দ্র! তুমি বল বিজ্ঞায়[১],তুমি স্থবির[২], তুমি প্রবীর[৩], তুমি সহস্বান্[৪], তুমি বাজী[৫] তুমি সহমান[৬], তুমি উগ্র[৭], তুমি অভি-বীর[৮], তুমি সহোজা[৯], তুমি গোবিৎ[১০]—স্বীয় জয়শীল রথে আরোহণ কর। ৫

হে সমানজন্মা সখ্যভাবাপন্ন মেঘগণ! গোত্রভিৎ[১১], গোবিৎ, বজ্রবাহু, যুদ্ধজয়ী, স্বীয়বলে পবদল-মর্দ্দয়িতা ইন্দ্রকে বেগ-বান্ কর—বীরকার্য্যে ব্যাপৃত কর[১২]। ৬

যে ইন্দ্রদেবতা, বিপক্ষ-দলনে নির্দ্দয়, প্রসিদ্ধবীর, শতমন্যু[১৩], দুশ্চ্যবন, পৃতনা-ষাট্[১৪] তিনি এই রণক্ষেত্রে স্বীয় প্রভূত-বলে এই গোত্রবৃন্দকে বিলোড়ন করত আমাদের সেনাদলকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন। ৭

বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধ দেবতা এই দেব-সেনাগণের নেতা হইয়া থাকেন যজ্ঞ-দেবতা ইহার দক্ষিণভাগ রক্ষা করত সহ-চারী হইয়া থাকেন, সোমদেবতা সর্ব্বা-গ্রেই চলিয়া থাকেন এই শত্রুদল-মর্দ্দন-

---

১ জয়শীল। ২ যুদ্ধে প্রবৃত্ত। ৩ অজেয়।
৪ বিপক্ষদলন। ৫ বর্ষণ-শীল।
৬ বজ্র নামক বাণ হস্তে যাহাঁর। ৭ তাপাদিকে।
৮ যাহাকে যেরূপে বশ করিতে হয়, তাহাকে সেই রূপেই বশ করিতে সমর্থ।
৯ সর্ব্বদাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত। ১০ বাহ্বাস্ফালনকারী।
১১ মেঘবৃন্দের।
১২ শত্রুবল-ভয়কারিন্।
১৩ এই যুদ্ধবর্ণনাদি যে, সমস্তই রূপক, তাহা নিরু-ক্তাদিতে স্পষ্টই উল্লিখিত রহিয়াছে।

১ পর বলাবল বেত্তা। ২ বৃদ্ধ। ৩ বীরবর।
৪ প্রসিদ্ধ বলবান্। ৫ বেগবান্। ৬ শত্রুপরাভবকারী।
৭ উৎকট স্বভাব। ৮ বীরগণের নায়ক।
৯ বল হইতে উৎপন্ন। ১০ পৃথিবীর ভদ্রাভদ্রবেত্তা।
১১ গোত্র—মেঘ, তাহার ভেদকারী।
১২ তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর।
১৩ অত্যন্ত ক্রোধী। ১৪ শত্রুসেনাগণের পরাভবকারী।

কারী ও চিরবিজয়িনী দেবসেনার মধ্যে প্রধানদল মরুদ্‌গণ। ৮

মহামনা, বিজয়ী ত্রিভুবন সংহারে সমর্থ ও অভীষ্ট বর্ষণকারী মহারাজ ইন্দ্রদেবতার, তথা বরুণ দেবতার তথা আদিত্য দেবগণের তথা মরুদ্ দেবগণের বলপ্রকাশক উগ্র ঘোষ* সর্ব্বদাই সমুত্থিত হইয়া থাকে। ৯

হে মঘবন্! আয়ুধ সকলকে উত্তমরূপে হৃষ্ট কর, আমাদিগের আত্মীয়দিগের মন সকল উত্তমরূপে হৃষ্ট কর, হে বৃত্রহন্! বাজিগণের বাজিনং লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে উত্তমরূপে হৃষ্ট কর, বিজয়ী রথ সকলেরও হর্ষধ্বনি প্রকাশিত হউক। ১০

যে সময়ে আমাদের রণ-পতাকা-সকল বিপক্ষদলের রণপতাকাগুলির সহিত সম্মিলিত-প্রায় হয়‡, সেই সময়ে ইন্দ্রদেবতা আমাদের বাণসকলকে জয়শীল করুন এবং আমাদের বীরগণকে বিপক্ষবীরগণ হইতে সমধিক বলশালী করুন, অধিক কি—দেবগণ আমাদিগকে রণক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রকারেই রক্ষা করুন। ১১

হে অপ্বে¶! এই শত্রুগণের চিত্তে মোহের সঞ্চার করত ইহাদিগের গাত্র সকল গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ অন্য শত্রুদলে প্রবিষ্ট হওত তাহাদিগের হৃদয় ধনপুত্রাদি শোকে সমাচ্ছন্ন করত দগ্ধ কর, তোমার প্রভাবে তাহারা চিরদিন গাঢ়ান্ধকারেই ঘূর্ণায়মান থাকুক। ১২

---

৪৫ কণ্ডিকা*।

হে মন্ত্রপূতে শরব্যে!† তুমি ধনু হইতে মুক্ত হইবামাত্র পরসৈন্যে পতিত হও এবং পরসৈন্যে পতিত হইয়াই শত্রুগণের শরীরে প্রবিষ্ট হও, এই শত্রুদলের একটিও অবশিষ্ট রাখিও না। ১

---

৪৬ কণ্ডিকা।

হে হে যোদ্ধৃগণ! অক্ষুব্ধচিত্তে পরসৈন্য আক্রমণ কর, তোমরা অবশ্যই জয়ী হইবা, ঈশ্বর আমাদের পক্ষেই কল্যাণ প্রদান করিবেন, তোমাদের বাহু সকল অত্যুগ্র হউক—যেন কোনরূপে তিরস্কৃত না হয়। ২

"দেবদলের জয়! দেবদলের জয়!!" এই আস্ফালন, বস্তুত ঘোষ=বজ্রনির্ঘোষ।

†বেগ গমন।

‡ অর্থাৎ উভয় দল সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারম্ভ হয়।

¶ ব্যাধি অথবা বেশ্যা।

* পঞ্চচত্বারিংশৎ হইতে অষ্টচত্বারিংশ পর্য্যন্ত চারি কণ্ডিকার বিনিয়োগের বিশেষ উল্লেখ নাই পরন্তু অর্থানুসারে বোধ হয় প্রথমটী বাণ প্রয়োগের মন্ত্র, দ্বিতীয়টী যোদ্ধৃগণকে উত্তেজিত করিবার মন্ত্র, তৃতীয়টী সেনা নায়কগণকে উত্তেজিত করিবার মন্ত্র, এবং চতুর্থটী ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিবার মন্ত্র।

† প্রাণ হননকারী শরময়ীকে শরব্যা বলাযায়।

৪৭ কণ্ডিকা।

হে সেনানায়কগণ! ঐ যে শত্রু-সেনাগণ আমাদিগের সম্মুখে বিপুল স্পর্দ্ধাসহকারে অগ্রসর হইতেছে, উহাদিগকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন কর,—এরূপ নিষ্কর্ম্মা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন কর যাহাতে উহারা আত্মপর জ্ঞান শূন্য হইয়া পরস্পর অস্ত্রচালনেই বিনষ্ট হইয়া যায়। ৩

—:—

৪৮ কণ্ডিকা।

যে রণক্ষেত্রে বীরগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বাণ সকল শিখাশূন্য অতিচঞ্চল বালকগণের ন্যায় ইতস্তত ভূয়ো ভূয় পতিত হইতেছে, এতাদৃশ এই মহাহবে সর্ব্ববাক্যের অধিপতি* ও অখণ্ডনীয়-শক্তি ঈশ্বর আমাদিগের পক্ষে কল্যাণ বিধান করুন—সময়ও আমাদের পক্ষে অনুকূল হউক। ৪

———

৪৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পুরোহিত রাজাকে বা সেনাপতিকে কবচ পরিধান করাইবে—

হে ক্ষত্রিয়বর! এই বর্ম্ম দ্বারা তোমার মর্ম্মস্থান সকল আচ্ছাদন করি, ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম তোমাকে অমৃতে সিঞ্চিত করুন, বরুণ দেবতা তোমার হৃদয় সুদৃঢ় করুন এবং অন্যান্য দেবতারা সকলেই ঐকমত্য অবলম্বন করত তোমার বিজয় যাত্রার অনুমোদন করুন—তোমাকে সমুৎসাহিত করুন। ১

———

৫০ কণ্ডিকা।

উডুম্বর তরুশাখার প্রাদেশমাত্রী খণ্ডত্রয় অশুষ্ক সমিৎ একরাত্র ঘৃতে সিক্ত রাখিয়া এতদাদি কণ্ডিকাত্রয়ে ঐ সমিত্রয় শালাদ্বার্য্য অগ্নিতে হবন করিবে—

হে সর্ব্বপ্রকারে আজ্যতৃপ্ত অগ্নে! এই যজমানকে মানসিক সমুন্নত কর, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কর এবং পুত্র পৌত্রাদি বর্দ্ধন করত বহু-পরিবার কর।১

———

৫১ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্র! এই যজমানকে যথেষ্ট উন্নত কর,—ইনি সজাতীয়দের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করুন, ইহাঁকে বাক্‌প্রয়োগবিষয়েও তেজস্বী কর, ইনি দেবগণের ভাগপ্রদ হউন। ২

———

৫২ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! আমরা যে যজমানের গৃহে হবিঃপ্রদান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি, তাহার বৃদ্ধি কর,—ঋত্বিজ দেবগণ তাহাকে ঈদৃশ বর প্রদান করুন—যাহাতে তিনি সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করেন এবং

* এতাবতা বাক্যে তাঁহার স্তুতি অকিঞ্চিৎকর।

বৈদিক কার্য্যে যশোলাভ করিতে সমর্থ হএন। ৩

---

৫৩ কণ্ডিকা।

হোতৃকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটি বারত্রয় পঠিত হইলে পরে প্রতিপ্রস্থাতা এইমন্ত্র পাঠ পুবঃসব প্রজ্বলিত ইধ্ম শাখাদ্বার্য্য হইতে গ্রহণ করত ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবে—

হে অগ্নে! দেবতারা তোমাকে চিতির প্রভাবে ঊর্দ্ধে ধারণ করুন। হে ঊর্দ্ধায়মান অগ্নে! তুমি বিভাবসু নামে প্রসিদ্ধ, আমাদিগের কল্যাণকারী হও—আমাদের প্রতি সুমুখ হও। ১

৫৬—৬৮ কণ্ডিকা।

অনন্তর ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা ও যজমান, এতদাদি পঞ্চ কণ্ডিকাত্মক পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতি স্থানে প্রতিগমন করিবে—

পঞ্চ দিগ্দেবীরা আমাদিগের যজ্ঞ, রক্ষা করুন, সম্পত্তির দ্বারা পরিপুষ্ট করুন এবং আমাদের [illegible] কল্পনা করুন ও যজমানকে [illegible]মান করুন। ১

যৎকালে দেবতারা অতিতপ্ত ঘর্ম্মা[illegible] গ্রহণ পুবঃসর অগ্নির অর্চ্চনা করেন বা হবি প্রদান করেন, তৎকালে অগ্নি সম্যক প্রদীপ্ত হইলে, অতিশয় মহান্, যজমানের দীক্ষালব্ধ ও উক্থ শস্ত্রাদি দ্বারা নির্ব্বাহ্য এই যজ্ঞ অবশ্যই স্তুতি পাত্র হয়েন। ২

এই দেবশ্রী*, শ্রীমনা†, শতপয়া‡ যজ্ঞ,—দৈব্যঞ্চ, ধত্র + জোষ্ট= যে অগ্নি দেবতার প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, দেবতারা সেই যজ্ঞিয় অগ্নিকে গ্রহণ করত চিতিস্থানে গমন করিতেছেন এবং দেবগণের অর্চ্চনা করিবার বাসনাতেই ইহারা অত্র উপস্থিত হইয়াছেন। ৩

এই তৃতীয় যজ্ঞ—, যে কালে দেবগণের অভীপ্সিত, সংস্কৃত হবনীয় হবির হবনে প্রবৃত্ত হইবে,—তৎকালে এই যজ্ঞ হইতে কতকগুলি আশীর্ব্বাদ্য সমুত্থিত হইয়া আমাদিগকে প্রীত করুক। ৪

● এ স্থলে দেবতা শব্দে ঋত্বিক্। ।

। ৩৭শ অধ্যায়ে দিক্ত ঘর্ম্মগ্রহণ প্র[illegible] সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে।

● দেবগণের আশ্রয় [illegible] + শুভাস্ত করা।

† [illegible], তুষ্ট [illegible] [illegible] [illegible] অধার।

● [illegible]

+ [illegible] জন্য পর্জ্জন্যাদির দ্বারা পৃথিব্যাদির রক্ষাকারী [illegible] = প্রীতিপ্রদ

— যজ্ঞ চতুর্ধা বিভক্ত হই থাকে। প্রথমত অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক আশ্রাবা হয় দ্বিতীয় অগ্নীধ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাশ্রাবণ, তৃতীয় অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক প্রৈষ অথবা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অপ্রতিরথ জপ তদনন্তর হোতৃ কর্ত্তৃক হোম সুতরাং হোমকে তৃতীয় যজ্ঞ বলা যায়।

হে অগ্নে! রশ্মিপুঞ্জরূপি, কণকবর্ণ প্রভাশালি, সূর্য্যনামে প্রসিদ্ধ তোমারই জ্যোতি প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া থাকেন,—যিনি পোষণকার্য্যানুরূপ পূষা নামে অভিহিত হওত যথানিয়মে সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ করত রক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। ৫

৫৯, ৬০ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এতদাদি কণ্ডিকাদ্বয় পাঠ করত আগ্নীধ্র গৃহের দক্ষিণদিকে পৃষ্টির সহিত সংলগ্ন পৃশ্নি* উপধান করিবে—

দ্রুমধ্যচারী, বিশ্বমানকারী এই দেবতা স্বীয় জ্যোতিতে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করিতেছেন, ইনিই পূর্ব্ব এবং পশ্চিম কেতু অবলম্বন করত তন্মধ্যগত সমস্ত বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী‡ পরিদর্শন করিতেছেন। ১

যে দেবতা বৃষ্টির দ্বারা সেক্তা, যিনি উদয়কালে নীহার গলনের দ্বারা ক্লেদনকর্ত্তা, যিনি প্রথমত পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়াই অরুণবর্ণ হওত দ্যুলোকে প্রবেশ পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হয়েন ও ক্রমে দ্যুলোকের মধ্যে উপস্থিত হয়েন; তৎকালে বোধ হয় যেন বিশ্ব-শিল্পী এই বিচিত্র হীরককে ব্রহ্মাণ্ড গৃহের শোভার্থই এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন; এইরূপ ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরীক্ষ লোকের পর্য্যন্তভূমি পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া থাকেন। ২

৬১—৬৫ কণ্ডিকা।

পৃশ্নি শিলাখণ্ডকে কোন গুপ্তস্থানে গোপন করিয়া এতদাদি কণ্ডিকা চতুষ্টয় পাঠ করত সকলে চয়নে গমন করিবে—

যে দেবতার কীর্ত্তিপ্রভা আসমুদ্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যিনি রথিদলের মধ্যে একজন প্রধান রথী, যাঁহার প্রসাদে আমরা অন্ন লাভ করিয়া থাকি, যিনি সাধুগণের প্রতিপালয়িতা,—সেই ইন্দ্র দেবতাকে আমরা স্তব করি। ১

দেবগণের আহ্বানে প্রবৃত্ত যজ্ঞ, দেবগণের জন্য হবি বহন করুন, সুখসমস্তের আহ্বানে প্রবৃত্ত যজ্ঞ, দেবগণের জন্য হবি বহন করুন, যাগ কার্য্যে প্রবৃত্ত অগ্নি দেবতাও দেবগণের জন্য হবি বহন করুন। ২

ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান করুন—যাহাতে আমরা অক্লেশে ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া যথেষ্ট দান করিতে পারি এবং আমাদিগের শত্রুগণকে তাদৃশ [illegible]

---

* চিত্রবর্ণ বর্ত্তুল প্রস্তর খণ্ড।

এস্থলে সূর্য্য রূপে ঐ প্রস্তরের স্তুতি হইতেছে।

‡ বিশ্বাচী=বেদি সকল, ঘৃতাচী=স্রুক্ সকল।

করুন যাহাতে তাহারা উদরান্নের জন্যও প্রসারিত-কর হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করত স্ব স্ব জীবনকে তিরস্কৃত জ্ঞান করুক। ৩

দেবতারা আমাদিগের, উন্নতি এবং অস্মচ্ছত্রুগণের অবনতি করুন ও দেশে অন্নের বৃদ্ধি করুন। ইন্দ্রাগ্নী দেবতারা শত্রুগণকে নানাগতি করিয়া বিনষ্ট করুন। ৪

৬৫—৬৯ কণ্ডিকা।

ঋত্বিক্‌গণ, এতদাদি পঞ্চ কণ্ডিকা পাঠ করত চিত্যারোহণ করিবে—

হে ঋত্বিক্‌গণ। উখ্য অগ্নি হস্তে ধারণ করত চিত্যাগ্নিতে আরোহণ কর, ইহাকেই স্বর্গারোহণ বিবেচনা কর তোমরা ইহারই ফলে অন্তরীক্ষের উপরি স্বর্লোকে গমন পূর্ব্বক দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে সমর্থ হইবা। ১

হে উখ্য অগ্নে। এই পূর্ব্বদিক্ লক্ষ্য করিয়া প্রকৃষ্ট রূপে গমন কর, অগ্নে! তুমি এই চিত্যাগ্নির পুরোবর্ত্তী অগ্নি হওত স্বীয় প্রভাদ্বারা সর্ব্বদিক্ প্রভান্বিত কর, বিদ্বন্! আমাদিগের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ্ গণের জন্য যথেষ্ট অন্ন প্রদান কর। ২

আমি (যজমান) আশা করি—পৃথিবী হইতে উন্নত হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিব, অন্তরীক্ষ হইতে উন্নত হইয়া দ্যুলোক, যাহা স্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ, তথায় গমন করিব এবং তথা হইতে উন্নত হইয়া জ্যোতির্লোকে গমন করিব। ৩

যজমানেরা সর্ব্বফলধারাবর্ষী যজ্ঞের প্রসাদে প্রথমে ভূলোকে পরে অন্তরীক্ষ লোকে অনন্তর দ্যুলোকে উপস্থিত হএন, তথায় উপস্থিত হইলে অধস্তন লোকের কোন রূপ ভোগেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তদনন্তর তুরীয় লোকে উপস্থিত হইলে আর কোন রূপ আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। ৪

হে অগ্নে। তুমি যেহেতু দেবলোকের এবং মর্ত্যলোকের চক্ষু স্বরূপ হইতেছ অতএব দেবযাগে প্রবৃত্ত আমাদের অগ্রসর হও ভৃগুগোত্রীয়গণের সহিত যাগে প্রবৃত্ত যজমানগণ তোমার প্রসাদে সকল্যাণে স্বর্গ লাভে সমর্থ হউন। ৫

৭০, ৭১ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু স্বয়মাতৃন্নেষ্টকার উপরি প্রতিপ্রস্থাতার দ্বারা সেই উখ্য অগ্নি ধারণ করাইয়া কৃষ্ণবর্ণা অথচ শ্বেত-বৎসা গাভীর দুগ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে দোহন পুরঃসর তদ্দ্বারা স্বয়মাতৃন্না সিঞ্চন করত এতদাদি কণ্ডিকাদ্বয় পাঠ করত ইধ্মস্থ অগ্নিতে হোম করিবে—

হে উখে! দিবা ও রজনি যেরূপ

এবান্ত কবণ অথচ বিভিন্ন ৰূপ এবং পবস্পব আলিঙ্গনে চিবপ্রবৃত্ত, এই ইগু দ্বয়ও সেইৰূপ, ইহাবা তোমাকে একটি শিশুব ন্যায় কবিযা ক্রোডীকৃত কবিতেছে। উপরিতন দ্যুলোক ও অধস্থ ভূলোক,—এই উভয লোকেব মধ্যে অন্তবীক্ষে উন্তোলিত এই উখা অতীব শোভাকব হইযাছে। ধনপ্রদ দেবগণ এই উখ্য অগ্নিকে ধাবণ করুন। ১

হে অগ্নে। তুমি বহু মস্তক, তোমার অনেক চক্ষু তোমাব বহু প্রাণ, তোমাব বহু ব্যান, তুমি বহুতব সম্পত্তিব অধি কাবী, আমবা যথেষ্ট অন্ন লাভ কামনায তোমাব প্রীত্যর্থ এই হবি প্রদান করি তেছি,—ইহা সুন্দবৰূপে গৃহীত হউক। ২

৭২, ৭৩ কণ্ডিকা।

দ্বাসপ্ততি ও ত্রিসপ্ততিতম কণ্ডিকাদ্বয পাঠ পূর্ব্বক স্বযমাতৃণ্ণাব উপবি বষট কাব উচ্চাবণপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন কবিবে—

হে অগ্নে। তুমি গৰুত্মান্ সুপর্ণ হই তেছ এই ভূপৃষ্ঠে স্থিতি কব, স্বীয আভাতে অন্তবীক্ষ পবিপূর্ণ কব, স্বীয জ্যোতিতে দ্যুলোক উত্তম্ভিত কর এবং স্বীয তেজে দিক সকলকে সুদৃঢ় কর। ১

হে অগ্নে। বিশেষ ৰূপে আহূযমান তুমি সুপ্রতীক* হইযা পূর্ব্বদিকস্থ স্বীয সাধু আসন পবিগ্রহণ কব। হে বিশ্বে দেবা দেবগণ। এবং হে যজমান। তোমবা এই উত্তবদিকে* দেবগণেব বাস স্থলে উপবিষ্ট হও। ২

---

৭৪ কণ্ডিকা।

অগ্নি নিবানানন্তব অধ্বর্য্যু সেই অগ্নিতে এই মন্ত্রে শামিলী সমিৎ† আধান কবিবে—

ববণীয সবিতৃ দেবতাব যে, পীনা বহু ধাব পয প্রদা মহতী ধেনুকে কণ্বঋষি দোহন কবিযাছিলেন, আমিহ বিশ্বজন হিতকাবিণী বিচিত্রা সেই ধেনুৰূপা সুমতিকে ববণ কবিতেছি। ১

---

৭৫ কণ্ডিকা।

অনন্তব এই মন্ত্রে বৈকঙ্কতী সমিৎ আধান কবিবে—

হে অগ্নে। আমবা তোমাব পবমলোকে স্থিত আদিত্য স্বৰূপেব প্রীতিব জন্য হবি বিধান কবিযা থাকি, তন্নিম্নলোকস্থ বিদ্যুৎ স্বৰূপেব প্রীতিব জন্যও স্তোম মন্ত্র পাঠ পুবঃসর হবি বিধান কবিযা থাকি, হে অগ্নে। যেহেতু তুমি বিশেষ

---

* সুমুখ।

* শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রুত হইয়াছে—"উত্তবদিককে স্বর্গ বলা যায, দেবগণ এইস্থলে বাস কবেন" (৯,২,৩৩)

† শমী (সাঁই) কাষ্ঠ।

প্রজ্বলিত হইবে ঋত্বিকগণ তোমাতে আহুতি প্রদান করিবেন অতএব তুমি যে স্থান (চিত) হইতে উদগত হইতেছ আমরা তাহারও অর্চ্চনা করিয়া থাকি। ২

---

৭৬ কণ্ডিকা।

তদনন্তর এই মন্ত্রে ঔডুম্বরী সমিৎ আধান করিবে—

হে চিরন্তন অগ্নে! তোমাকে প্রজ্বলিত করা হইয়াছে অধুনা অজস্র সমী• প্রদান দ্বারা সম্যক প্রদীপ্ত করা হইয়াছে, ঋত্বিকগণ তোমাতে ভূযোভূয হবি প্রদান করিতেছেন ৩

---

৭৭ ৭৮ কণ্ডিকা।

এইরূপে সমিদাধান করিয়া এতদাদি কণ্ডিকাদ্বয়ে স্রুব দ্বারা আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে

হে অগ্নে! যেরূপ কোন অশ্বারোহী স্বীয় অশ্বের সেবা সম্পাদনে ব্যগ্র হয়, যেরূপ সোম কামুক স্বকীয় অভিলাষ সম্পাদনে ব্যগ্র হয়, আমরা অদ্য সেইরূপ আত্মপরিচর্য্যা ও অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ স্তোত্র সমূহের দ্বারা তোমার তুষ্টি সাধনে ব্যগ্র হইয়াছি। ১

আমরা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে এই চিতিস্থ অগ্নিকে আহুতি দ্বারা প্রীত করিতেছি, ভরসা করি (এই আহুতির ফলে) ঋতাবৃধ* এবং বীতিহোত্র দেবগণ† অবশ্য এই যজ্ঞে আগমন করিবেন। এই ভুমা বিশ্বের যিনি অধিপতি সেই বিশ্বকর্ম্মা পরম দেবতাকে আমরা প্রতিদিনই অনুপম হবিদানে প্রবৃত্ত আছি। ২

---

৭৯ কণ্ডিকা।

স্রুক পূর্ণ ঘৃত লইয়া এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি হোম করিবে—

হে অগ্নে! তোমার সমিৎ সপ্ত‡ তোমার জিহ্বা সপ্ত¶, তোমার ঋষি সপ্ত+ তোমার প্রিয়ধাম সপ্ত~ তোমার

• সমিৎ কাষ্ঠ।

* যজ্ঞে আসিয়া যজ্ঞাহুতি ভোগে এবং সোম স্তুতি শ্রবণে যাঁহারা পরিপুষ্ট হএন তাঁহাদিগকে ঋতবৃধ বলা যায়।

† যাঁহারা আহুতি পাইতে অভিলাষ করেন।

‡ শমী, বৈকঙ্কতী, ঔদুম্বরী, বৈরী পালাশী, নৈয়গ্রোধী ও অশ্বত্থী—এই সপ্ত প্রকার কাষ্ঠখণ্ড।

¶ কালী করালী মনোজবা, বিলোহিতা সধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও লম্বমানা এই সপ্তনামে পরিচেয় সপ্ত প্রকার শিখাকে সপ্তজিহ্বা কহে।

+ মরীচী অত্রি পুলস্ত্য পুলহ অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ও ক্রতু ঋষি সপ্তদর্শক মরীচ্যাদির বিশেষ বিবরণ দেবতাতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

~ আহবনীয় গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য, আবসথ প্রাজহিত ও আগ্নীধ্র

ঋত্বিক্‌গণ সপ্ত*, তোমার যজন প্রকরণও সপ্ত, তোমার উৎপত্তি স্থানও সপ্ত†,—আমার এক আহুতি দ্বারাই তৎসমস্ত ঘৃতপূর্ণ হউক এই আহুতি সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

৮০—৮৫ কণ্ডিকা।

এতদাদি ছয়টি কণ্ডিকা পাঠ করত দ্বিচত্বারিংশৎ মরুদ্দেবতার, এ স্থলে, এবং ৩৯ অধ্যায়ের ৭ম কণ্ডিকা পাঠপূর্ব্বক অপর সপ্ত মরুদ্দেবতার, অরণ্যে‡, আবাহনপূর্ব্বক পুরোডাশ হোম করিবে—

শুক্রজ্যোতি১, চিত্রজ্যোতি২, সত্যজ্যোতি৩, জ্যোতিষ্মান্‌৪, শুক্র৫, ঋতপা৬ এবং অত্যংহা৭ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেবতারাও এই যজ্ঞে আগমন করুন ইহাঁদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে, ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

ঈদৃক্‌৮, অন্যাদৃক্‌৯, সদৃক্‌১০, প্রতিসদৃক্‌১১, মিত্র১২, সম্মিত১৩ এবং সভর১৪ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেবতারাও এই যজ্ঞে আগমন করুন—ইহাঁদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে. ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

ঋত১৫, সত্য১৬, ধ্রুব১৭ ধরুণ১৮, ধর্ত্তা১৯, বিধর্ত্তা২০ এবং বিধারয়২১, নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেবতা এই যজ্ঞে আগমন করুন ইহাঁদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে, ইহা সম্যক্‌ গৃহীত হউক। ৩

ঋতজিৎ২২, সত্যজিৎ ৩, সেনজিৎ ৪, সুষেণ২৫, অন্তিমিত্র২৬, দূরেঅমিত্র২৭, এবং গণ ৮ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেবতাও এই যজ্ঞে আগমন করুন—ইহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে, ইহা সম্যক্‌ গৃহীত হউক ৪

ঈদৃক্ষ২৯, এতাদৃক্ষ৩০, সদৃক্ষ৩১, প্রতিসদৃক্ষ৩২, মিত৩৩, সম্মিত৩৪ এবং সভর৩৫, নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেবতাও এই যজ্ঞে আগমন করুন—ইহাঁদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে ইহা সম্যক্‌ গৃহীত হউক। ৫

স্বতবান্‌৩৬, প্রঘাসী৩৭, সান্তপন৩৮, গৃহমেধী৩৯, ক্রীড়ী৪০ শাকী৪১ এবং উজ্জেষী৪২ নামে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেবতারাও এই যজ্ঞে আগমন করুন—ইহাঁদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে, ইহা সম্যক্‌ গৃহীত হউক। ৬

---

* হোতা, প্রশাস্তা ব্রাহ্মণাচ্ছংশী পোতা, নেষ্টা, আগ্নীধ্র ও অচ্ছাবাক।

† অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ, ষোড়শী, অতিরাত্র, আপ্তোর্য্যাম ও বাজপেয়।

‡ সপ্তচিতি।

+ সাকল্যে ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্দেবতার আহুতি প্রদত্ত হইবে।

● এতদনন্তর ৩৯শ অধ্যায়ের ৭ম কাণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে উগ্রাদি নামক সপ্ত মরুদ্দেবতার আহুতি অরণ্যে প্রদত্ত হইবে অতএব ঐ মন্ত্রকে 'বিমুখ' মন্ত্র কহে। ৩৯শ অ০ ৭ম দেখ।

৮৬ কণ্ডিকা।

পরে অপবর্গকর্ম্মান্তে এই মন্ত্র জপ করিবে—

দেবলোকের প্রজা এই মরুদ্‌গণ যেরূপ ইন্দ্রের অনুগমন করিয়া থাকেন, এইরূপ মনুষ্যলোকের প্রজা এবং দেবলোকের প্রজা উভয়রূপ প্রজাবর্গই যজমানের অনুগামী হউন। ১

৮৭ কণ্ডিকা।

তদনন্তর এতদাদি অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশটী ঘৃতস্তুতি মন্ত্র অধ্বর্যু যজমানকে পাঠ করাইবে—

হে অগ্নে! ভূলোকের মধ্যে বর্ত্তমান তুমি ঘৃতরূপ দুগ্ধে পূর্ণ সুতরাং পীন ও রসবান্ স্তন* হইতে পতিত ধারা পান কর। হে বেগবন্! মধুমৎ সমুদ্রিয় উৎসরূপ সদনে† প্রবেশ কর। ১

৮৮ কণ্ডিকা।

ঘৃতই যাঁহার যোনি, যিনি ঘৃতের আশ্রিত, ঘৃত যাহার ধাম—অদ্য আমরা সেই অগ্নিকে ঘৃতে অভিষিক্ত করিতেছি, হে বৃষভ। এই হবি লক্ষ্য করিয়া দেবগণকে আবাহন কর এবং আগত তাঁহাদিগকে পরিবেষণ কর। ২

* স্রুক। † চয়ন গৃহে।

৮৯ কণ্ডিকা।

ঘৃত-সমুদ্র হইতে মধুমান্ কল্লোল উদ্গত হইতেছে, এই কল্লোল অগ্নিতে যাইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এই ঘৃতের গুহ্য নাম 'দেবজিহ্বা'*এবং অপর একটি নাম 'অমৃতনাভি'† ৩।

৯০ কণ্ডিকা।

আমরা অদ্য এই যজ্ঞে নমস্কার পুরঃসর ধারাপাত পূর্ব্বক ঘৃত নাম কীর্ত্তন করিতেছি, ব্রহ্মা ঈদৃশ শ্রদ্ধা সহকারে এই প্রশংসনীয় নাম শ্রবণ করুন, যাহাতে চতুঃশৃঙ্গ গৌর দেবতা‡ ফলপ্রদান করেন।

৯১ কণ্ডিকা।

এই ফলপ্রদ দেবতার চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত, স্থানত্রয়ে বন্ধন, ইহাঁর নাম বৃষভ, ইনিই,

* অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবামাত্র অগ্নির জ্বালা জিহ্বার ন্যায় উত্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ গ্রহণাশয় প্রকাশ করে এই জন্যই ঘৃতকে 'দেবজিহ্বা' কহে।

† শ্রুতিতে আছে যে "ঘৃতাশনে দীর্ঘায়ু হয়' এই জন্যই অমৃতনাভি বলা যায়।

‡ যজ্ঞ; চতুঃশৃঙ্গ=চারি জনা প্রধান ঋত্বিক্ গৌর=বিশুদ্ধ' স্পষ্টার্থ—চারি শৃঙ্গ বিশিষ্ট গৌর নামক মৃগ।

প্রধান দেবতা, এই মর্ত্ত্যলোকে প্রবিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুন শব্দ করিতেছেন*। ৫

৯২ কণ্ডিকা।

প্রথমত লোকত্রয়েই ঘৃতের প্রাচুর্য্য ছিল পরে পণিনামক অসুরদলের জনৈক অধিপতি উহা গোপন করিলে দেবগণ বহু অন্বেষণে উহা গাভীর মধ্যে আছে জানিতে পারিয়া তদীয় একভাগ ইন্দ্রদেবতার প্রসাদে, দ্বিতীয়ভাগ সূর্য্য দেবতার প্রসাদে এবং তৃতীয়ভাগ অগ্নিদেবতার প্রসাদে লাভ করিলেন।৬

৯৩ কণ্ডিকা।

এই শতব্রজ* ঘৃতধারা সকল যজমানের হৃদয় সমুদ্র হইতে উদ্গত হইতেছে রিপুগণ এই ধারাপাত দর্শনে সমর্থ নহে। আমরা যেস্থানে ইহারা গমন করিতেছে সেই চিতি মধ্যে বিরাজিত হিরণ্ময় বেতস† দেবতাকেও দেখিতেছি। ৭

৯৪ কণ্ডিকা।

অন্তঃকরণের সহিত পূয়মান, হৃদয়ের সহিত পূয়মান, মনের সহিত পূয়মান এই স্তুতিবাক্য সকল সমুদ্রগামিনী সরিতের ন্যায় একমাত্র সেই পরম দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই সম্যক্ গমন করিতেছে এবং যেরূপ ব্যাধদর্শনে ভীত মৃগগণ প্রাণভয়ে পলায়মান হয়, সেইরূপ এই ঘৃত-কল্লোল তদ্রূপ বেগগতিতে এই অগ্নিতে প্রপতিত হইতেছে। ৮

৯৫ কণ্ডিকা।

যেরূপ বেগগামী স্র... তটিনীস... সিন্ধুতে ধা... পা... ... । য়া গমন

---

* এই মন্ত্রের অভিপ্রায় অতীব গূঢ়, টীকাকারগণ বিবিধ অর্থ করিয়া স্ব স্ব মন ক্ষোভ দিদূরিত করিয়াছেন মন্ত্র পাঠে বোধ হয় কেহই প্রকৃত অর্থ করিতে পারেন নাই অথবা সকলগুলিই যথার্থ। যাহাহউক অধুনা পাঠকগণের গোচরার্থ কতিপয় ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে। যথা – ১ম, বৃষভ। এপক্ষে—শৃঙ্গাদি সমস্তই সুসঙ্গত, স্থানত্রয় অর্থাৎ উর, শির ও কণ্ঠে। ২য়, যজ্ঞ। এপক্ষে—চতুঃশৃঙ্গ=ব্রহ্মা,উদ্গাতা হোতা ও অধ্বর্য্যু, তিনটী পাদ=ঋক যজুঃ ও সাম দুটী মস্তক—হবির্ধান ও আগ্নীধ্র, সাতটী হস্ত—সপ্ত হোতা, স্থানত্রয় বন্ধন=প্রাতঃসবন, মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন ৩য় বেদপুরুষ। ৪ শৃঙ্গ=চারি বেদ, ৩ পাদ—সবনত্রয় ২ মস্তক=প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়, ৭ হস্ত=সপ্ত ছন্দ, ত্রিস্থানে বদ্ধ—মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও কল্প। ৪র্থ শব্দ। ৪ শৃঙ্গ=নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, ৩ পাদ=প্রথম পুরুষ মধ্যম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ অথবা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল, ২ মস্তক=কার্য্যতা ও নিত্যত্ব ৭ হস্ত=প্রথমাদি সপ্ত বিভক্তি, ত্রিস্থানে বদ্ধ=একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনে। বৃষভ—ফলবর্ষণশীল॥

* বজ্রাদি বিবিধ গতিমান্। † অগ্নি।

বাতপ্রমা এস্থলে পালভরে গমনকারী সিন্ধুগণ।

করে এবং যেরূপ রণ-রিপু-মর্দ্দন কালে স্বেদ-তরঙ্গে ভূপৃষ্ঠ সিক্ত করত রণদক্ষ সুশিক্ষিত বেগবান্ অশ্বগণ স্থিরমনে স্বীয় লক্ষ্যে গমন করিয়া থাকে, এই ঘৃতধারাসকলও সেইরূপ বেগে একমাত্র অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই প্রপতিত হইতেছে। ৯

৯৬ কণ্ডিকা।

পতিপ্রাণা, ঈশদ্ধাসযুক্তা, কল্যাণী যোষিদ্গণ পতির নিকটে যেরূপভাবে গমন করিয়া থাকে, অগ্নির প্রদীপন কারিণী এই ঘৃতধারা সকলও সেইরূপে অগ্নিকে প্রাপ্ত হইতেছে এবং অগ্নিও পতি যে ভাবে ভার্য্যাকে গ্রহণ করে সেই ভাবে প্রীতি পূর্ব্বক ঐ ধারাসকলকে গ্রহণ করিতেছেন। ১০

---

৯৭ কণ্ডিকা।

অগ্নি* কন্যা পতিপ্রাপ্ত হইবার জন্য যেরূপ ব্যগ্রচিত্তে পরিণীতা হইয়া থাকে, আমি দেখিতেছি—যেস্থলে সোমাভিষব হইয়া থাকে, যে স্থলে যজ্ঞপুরুষ উপস্থিত, তাদৃশ স্থান-স্থিত এই অগ্নিকে বরণ করিবার জন্য এই ঘৃতধারাসকলও সেইরূপ ব্যগ্রচিত্তে প্রপতিত হইতেছে। ১১

* স্ত্রীধর্ম্ম যাহার ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ঋতুমতী।

---

৯৮ কণ্ডিকা।

হে দেবগণ! আমাদের আন্তরিক স্তুতি এবং স্বর্গপ্রাপক ও গব্য-ঘৃত বিশিষ্ট বিশেষত মধুমতী ঘৃতধারাসকল প্রপতিত হইতেছে—এই যজ্ঞ প্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞকর্ত্তাকে স্বর্গ প্রাপ্ত করাও। ১২

---

৯৯ কণ্ডিকা।

হে পরম দেবতা! এই বিশ্বভুবন সমস্তই তোমার আশ্রিত, সমস্তই তোমার ধাম—কি দ্যুলোকে, কি সমুদ্রে, কি হৃদয়ে, কি জীবনে, কি অন্তরীক্ষে, কি বৃক্ষাদি-সজ্ঞাতে সর্ব্বত্রই তোমার মধুমান্ ঘৃত-কল্লোল নিভৃতরূপে বিদ্যমান আছে, আমরা যেন তোমার প্রসাদে তাহা লাভ করিতে পারি!। ১৩

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ অথ অষ্টাদশ অধ্যায় ॥

[বসোর্ধারাদি]

১ কণ্ডিকা।

যজমান, আজ্য সংস্কার করিয়া বৃহৎ ঔদুম্বরী স্রুচে বৃহৎ স্রুব দ্বারা পঞ্চবার আজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক পুরোডাশের উপরি এতদাদি ঊনত্রিংশ কণ্ডিকা পাঠ করত অ-বিচ্ছিন্ন ধারাপাত ক্রমে হোম করিবে*, যৎকালে প্রথমধারা ঐ পুরোডাশ স্পর্শ করিবে তৎকাল হইতেই মন্ত্র পাঠারম্ভ হইবে—

এই যজ্ঞের ফলে, দেবগণ, আমাকে বাজ[১] প্রদান করুন। ১

,, প্রসব[২] ঐ । ২
,, প্রযতি[৩] ঐ । ৩
,, প্রসিতি[৪] ঐ । ৪
,, ধীতি[৫] ঐ । ৫
,, ক্রতু[৬] ঐ । ৬
,, স্বর[৭] ঐ । ৭
,, শ্লোক[৮] ঐ । ৮
,, শ্রব[৯] ঐ । ৯
,, শ্রুতি[১০] ঐ । ১০
,, জ্যোতিঃ[১১] ঐ । ১১
,, স্ব.[১২] ঐ । ১২

* ইহাকেই বসোর্ধারা বলা যায়। ১ অন্ন।
২ অন্নদানানুজ্ঞা। ৩ শুদ্ধি। ৪ অন্ন বিষয়ে ঔৎসুক্য।
৫ ধ্যান। ৬ সংকল্প বা যজ্ঞ। ৭ সাধু শব্দ।
৮ পদ্যবন্ধ বা স্তুতি। ৯ কীর্ত্তি। ১০ শ্রবণ সামর্থ্য।
১১ প্রকাশ। ১২ স্বর্গ।

২ কণ্ডিকা।

,, প্রাণ[১] ঐ । ১৩
,, অপান[২] ঐ । ১৪
,, ব্যান[৩] ঐ । ১৫
,, অসু[৪] ঐ । ১৬
,, চিত্ত ঐ । ১৭
,, আধীত[৫] ঐ । ১৮
,, বাক্[৬] ঐ । ১৯
,, মনঃ ঐ । ২০
,, চক্ষুঃ ঐ । ২১
,, শ্রোত্র ঐ । ২২
,, দক্ষ[৭] ঐ । ২৩
,, বল[৮] ঐ । ২৪

৩ কণ্ডিকা।

,, ওজঃ[৯] ঐ । ২৫
,, সহঃ[১০] ঐ । ২৬
,, আত্মা ঐ । ২৭
,, তনূ[১১] ঐ । ২৮
,, শর্ম্ম[১২] ঐ । ২৯
,, বর্ম্ম[১৩] ঐ । ৩০
,, অঙ্গসকল[১৪] ঐ । ৩১

১ ঊর্দ্ধসঞ্চারী শরীর-বায়ু।
২ অধোবৃত্তি বায়ু। ৩ সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ু।
৪ প্রবৃত্তিমান্ বায়ু। ৫ বাহ্য বিষয় জ্ঞান।
৬ বাগিন্দ্রিয়। ৭ জ্ঞানেন্দ্রিয় কৌশল।
৮ কর্ম্মেন্দ্রিয় কৌশল। ৯ বলহেতু অষ্টম ধাতু।
১০ শত্রুপরাভবকারী বল। ১১ রমণীয় বপু।
১২ গৃহ। ১৩ কবচ। ১৪ হস্তাদি।

„ অস্থিসকল ঐ । ৩২

„ পরুষ[১] ঐ । ৩৩

„ শরীরসকল[২] ঐ । ৩৪

„ আয়ু[৩] ঐ । ৩৫

„ জরা[৪] ঐ । ৩৬

৪ কণ্ডিকা।

„ জৈষ্ঠ্য ঐ । ৩৭

„ আধিপত্য ঐ । ৩৮

„ মন্যু[৫] ঐ । ৩৯

„ ভাম[৬] ঐ । ৪০

„ অম[৭] ঐ । ৪১

„ অম্ভ[৮] ঐ । ৪২

„ জেমা[৯] ঐ । ৪৩

„ মহিমা[১০] ঐ । ৪৪

„ বরিমা[১১] ঐ । ৪৫

„ প্রথিমা[১২] ঐ । ৪৬

„ বর্ষিমা[১৩] ঐ । ৪৭

„ দ্রাঘিমা[১৩] ঐ । ৪৮

„ বৃদ্ধ[১৫] ঐ । ৪৯

„ বৃদ্ধি[১৬] ঐ । ৫০

১ অঙ্গুল্যাদির গ্রন্থি। ২ উক্তাতিরিক্ত অন্যান্য অবয়ব। ৩ জীবন। ৪ বার্দ্ধক্য।
৪ মানসকোপ। ৬ বাহ্যকোপ। ৭ গম্ভীরতা।
৮ উদারতা। ৯ জয়সামার্থ্য। ১০ মাহাত্ম্য।
১১ প্রজাদি বিশালতা। ১২ গৃহক্ষেত্রাদি বিস্তারণ।
১৩ দীর্ঘজীবিত্ব। ১৪ অবিচ্ছিন্ন বংশ।
১৫ প্রচুর অন্ন ধনাদি। ১৬ বিদ্যাদি গুণের উৎকর্ষ।

৫ কণ্ডিকা।

„ সত্য[১] ঐ । ৫১

„ শ্রদ্ধা[২] ঐ । ৫২

„ জগৎ[৩] ঐ । ৫৩

„ ধন[৪] ঐ । ৫৪

„ বিশ্ব[৫] ঐ । ৫৫

„ মহঃ[৬] ঐ । ৫৬

„ ক্রীড়া[৭] ঐ । ৫৭

„ মোদ[৮] ঐ । ৫৮

„ জাত[৯] ঐ । ৫৯

„ জনিষ্যমাণ[১০] ঐ । ৬০

„ সূক্ত[১১] ঐ । ৬১

„ সুকৃত[১২] ঐ । ৬২

৬ কণ্ডিকা।

„ ঋত[১৩] ঐ । ৬৩

„ অমৃত[১৪] ঐ । ৬৪

„ অযক্ষ্ম[১৫] ঐ । ৬৫

„ অনাময়ৎ[১৬] ঐ । ৬৬

জীবাতু[১৭] ঐ । ৬৭

১ যথার্থভাবিত্ব। ২ পরলোক বিশ্বাস।
৩ জঙ্গম গো প্রভৃতি। ৪ হিরণ্যাদি।
৫ স্থাবর সম্পত্তি। ৬ দীপ্ত। ৭ অক্রন্ধ্যতাদি।
৮ আমোদ। ৯ পুত্রাদির দীর্ঘ জীবন।
১০ পৌত্রাদি। ১১ ঋক্‌সমূহ। ১২ পুণ্য।
১৩ কর্ম্ম। ১৪ জ্ঞান। ১৫ অসাধ্য-ব্যাধি-শূন্যতা
১৬ সামান্য রোগ শূন্যতা। ১৭ জীবনের মহৌষধি।

,, দীর্ঘায়ুত্ব[১] ঐ । ৬৮

,, অনমিত্র[২] ঐ । ৬৯

,, অভয়[৩] ঐ । ৭০

,, সুখ[৪] ঐ । ৭১

,, শয়ন[৫] ঐ । ৭২

,, সূষা[৬] ঐ । ৭৩

,, সুদিন[৭] ঐ । ৭৪

---

৭ কণ্ডিকা।

,, যন্তা[৮] ঐ । ৭৫

,, ধর্ত্তা[৯] ঐ । ৭৬

,, ক্ষেম[১০] ঐ । ৭৭

,, ধৃতি[১১] ঐ । ৭৮

,, বিশ্ব[১২] ঐ । ৭৯

,, মহঃ[১৩] ঐ । ৮০

,, সংবিৎ[১৪] ঐ । ৮১

,, জ্ঞাত্র[১৫] ঐ । ৮২

,, সূ[১৬] ঐ । ৮৩

,, প্রসূ[১৭] ঐ । ৮৪

,, সীর[১] ঐ । ৮৫

,, লয়[২] ঐ । ৮৬

---

৮ কণ্ডিকা।

,, শং[৩] ঐ । ৮৭

,, ময়[৪] ঐ । ৮৮

,, প্রিয়[৫] ঐ । ৮৯

,, অনুকাম[৬] ঐ । ৯০

,, কাম[৭] ঐ । ৯১

,, সৌমনস[৮] ঐ । ৯২

,, ভগ[৯] ঐ । ৯৩

,, দ্রবিণ[১০] ঐ । ৯৪

,, ভদ্র[১১] ঐ । ৯৫

,, শ্রেয়[১২] ঐ । ৯৬

,, বসীয়ঃ[১৩] ঐ । ৯৭

,, যশঃ ঐ । ৯৮

---

৯ কণ্ডিকা।

,, ঊর্ক্[১৪] ঐ । ৯৯

,, সূনৃতা[১৫] ঐ । ১০০

,, পয়ঃ[১৬] ঐ । ১০১

---

১ বহুকাল জীবন। ২ শত্রু শূন্যতা। ৩ ভীতি শূন্যতা। ৪ মানস সুখ। ৫ সুসংস্কৃত শয্যাদি শয়ন সুখ। ৬ সুপ্রভাত। ৭ স্নানাধ্যয়নাদি যুক্ত দিন। ৮ অশ্বাদির নিয়ন্তৃত্ব। ৯ প্রজাদির পালনশক্তি। ১০ বিদ্যমান ধনের রক্ষণশক্তি। ১১ ধৈর্য্য। ১২ সর্ব্ব প্রকার আনুকূল্য। ১৩ প্রজ্ঞা। ১৪ বেদজ্ঞান। ১৫ বিজ্ঞান সামর্থ্য। ১৬ আজ্ঞাপ্রদানবিষয়ে সামর্থ্য। ১৭ প্রজনন সামর্থ্য।

১ কৃষ্যাদির উপযোগী হলাদি। ২ কৃষি প্রতিবন্ধক অনাবৃষ্টি প্রভৃতির অভাব। ৩ ঐহিক সুখ। ৪ পারলৌকিক সুখ। ৫ প্রীত্যুৎপাদক বস্তু। ৬ অনুকূল-বস্তু-সাধ্য পদার্থ ৭ বিষয়-ভোগ-জনিত সুখ। ৮ মনঃস্বাস্থ্য। ৯ সৌভাগ্য। ১০ ধন। ১১ ঐহিক কল্যাণ। ১২ পারলৌকিক কল্যাণ। ১৩নিবাসযোগ্য গৃহাদি ১৪ রস। ১৫ প্রিয় অথচ সত্য বাক্য। ১৬ দুগ্ধ

,, রস[১] ঐ । ১০২
,, ঘৃত ঐ । ১০৩
,, মধু ঐ । ১০৪
,, সগ্ধি[২] ঐ । ১০৫
,, সপীতি[৩] ঐ । ১০৬
,, কৃষি ঐ । ১০৭
,, বৃষ্টি ঐ । ১০৮
,, জৈত্র[৪] ঐ । ১০৯
" ঔদ্ভিদ্য[৫] ঐ । ১১০

১০ কণ্ডিকা।

,, রয়ি[৬] ঐ । ১১১
রায়[৭] ঐ । ১১২
,, পুষ্ট[৮] ঐ । ১১৩
পুষ্টি[৯] ঐ । ১১৪
,, বিভু[১০] ঐ । ১১৫
,, প্রভু[১১] ঐ । ১১৬
পূর্ণ[১২] ঐ । ১১৭
,, পূর্ণতর[১৩] ঐ । ১১৮
,, কুযব ? ঐ । ১১৯
,, অক্ষিত[১৪] ঐ । ১২০

১ দুগ্ধসার। ২ বন্ধুগণের সহিত একত্র আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বক ভোজন। ৩ বন্ধুগণের সহিত একত্র পান।
৪ জয় সামর্থ্য। ৫ আম্র, পনসাদি তরুর উৎপত্তি।
৬ সুবর্ণ। ৭ মুক্তামণি প্রভৃতি। ৮ ধন পোষণ।
৯ শরীর পোষণ। ১০ ব্যাপন সামর্থ্য।
১১ কর্ত্তৃত্বকরণ সামর্থ্য। ১২ ধন পুত্রাদি বাহুল্য।
১৩ গজতুরগাদিরও বাহুল্য। ১৪ অক্ষয়তা।

,, অন্ন[১] ঐ । ১২১
,, অক্ষুৎ[২] ঐ । ১২২

২১ কণ্ডিকা।

,, বিত্ত[৩] ঐ । ১২৩
,, বেদ্য[৪] ঐ । ১২৪
,, ভূত[৫] ঐ । ১২৫
,, ভবিষ্যৎ[৬] ঐ । ১২৬
,, সুগ[৭] ঐ । ১২৭
,, সুপথ্য[৮] ঐ । ১২৮
,, ঋদ্ধ[৯] ঐ । ১২৯
,, ঋদ্ধি[১০] ঐ । ১৩০
,, কৢপ্ত[১১] ঐ । ১৩১
,, কৢপ্তি[১২] ঐ । ১৩২
,, মতি[১৩] ঐ । ১৩৩
,, সুমতি[১৪] ঐ । ১৩৪

১২ কণ্ডিকা*।

" ব্রীহি ঐ । ১৩৫
" যব ঐ । ১৩৬

১ ওদনাদি। ২ ক্ষুধা। ৩ যাহাকিছু অবগত আছি
৪ যাহাকিছু অবগত হইবার যোগ্য।
৫ পূর্ব্বসিদ্ধ ক্ষেত্রাদি। ৬ সম্পাৎস্যমান ক্ষেত্রাদি
৭ সুখবোধ সামর্থ্য। ৮ শোভন হিত। ৯ সমৃদ্ধ
১০ যজ্ঞাদি সমৃদ্ধি। ১১ অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য।
১২ স্বকার্য্যসাধন সামর্থ্য। ১৩ ঐহিক পদার্থ নিশ্চয়করী বুদ্ধি। ১৪ পারলৌকিক পদার্থ বিষয়করী বুদ্ধি।

* এই কণ্ডিকাতে কয়েক প্রকার শস্য যাচিত হইয়াছে মাত্র।

"	মাস	ঐ । ১৩৭
"	তিল	ঐ । ১৩৮
"	মুদ্গ	ঐ । ১৩৯
"	খল্ব[১]	ঐ । ১৪০
"	প্রিয়ঙ্গু	ঐ । ১৪১
"	অণু	ঐ । ১৪২
"	শ্যামাক	ঐ । ১৪৩
"	নীবার	ঐ । ১৪৪
"	গোধূম	ঐ । ১৪৫
"	মসূর	ঐ । ১৪৬

১৩ কণ্ডিকা* ।

"	অশ্মা	ঐ । ১৪৭
"	মৃত্তিকা	ঐ । ১৪৮
"	গিরি	ঐ । ১৪৯
"	পর্ব্বত	ঐ । ১৫০
"	সিকতা	ঐ । ১৫১
"	বনস্পতি	ঐ । ১৫২
"	হিরণ্য	ঐ । ১৫৩
"	অয়ঃ	ঐ । ১৫৪
"	শ্যাম	ঐ । ১৫৫
"	লোহ	ঐ । ১৫৬
"	সীস	ঐ । ১৫৭
"	ত্রপু	ঐ । ১৫৮

* এই কণ্ডিকাতে কয়েক প্রকার স্থাবর পদার্থের এবং কয়েক প্রকার খনিজ পদার্থের অধিকারিত্ব প্রার্থিত হইয়াছে মাত্র।

১৪ কণ্ডিকা।

"	অগ্নি[১]	ঐ । ১৫৯
"	আপ[২]	ঐ । ১৬০
"	বীরুৎ[৩]	ঐ । ১৬১
"	ওষধি[৪]	ঐ । ১৬২
"	কৃষ্টপচ্য[৫]	ঐ । ১৬৩
"	অকৃষ্টপচ্য[৬]	ঐ । ১৬৪
"	গ্রাম্যপশু[৭]	ঐ । ১৬৫
"	আরণ্যপশু[৮]	ঐ । ১৬৬
"	বিত্ত	ঐ । ১৬৭
"	বিত্তি	ঐ । ১৬৮
"	ভূত	ঐ । ১৬৯
"	ভূতি	ঐ । ১৭০

১৫ কণ্ডিকা।

"	বসু	ঐ । ১৭১
	বসতি	ঐ । ১৭২
"	কর্ম্ম[৯]	ঐ । ১৭৩
"	শক্তি[১০]	ঐ । ১৭৪
"	অর্থ[১১]	ঐ । ১৭৫

১ বহ্নির আনুকূল্য। ২ জলের আনুকূল্য। ৩ লতা। ৪ যে সকল বৃক্ষ ফল পরিপক্ক হইলেই শুষ্ক হইয়া যায়।
৫ যে সকল শস্যোৎপাদনার্থ ক্ষেত্রকর্ষণ আবশ্যক।
৬ যে সকল শস্যের জন্য ক্ষেত্রকর্ষণ অনাবশ্যক।
৭ বিড়ালাদি। ৮ হস্তি প্রভৃতি। ৯ অগ্নিহোত্রাদি।
১০ তদনুষ্ঠান সামর্থ্য। ১১ অভিলষিত পদার্থ।

" এম১ . ঐ। ১৭৬
" ইত্যা২ ঐ। ১৭৭
" গতি৩ ঐ। ১৭৮

১৬ কণ্ডিকা*।

" অগ্নি ঐ। ১৭৯
" ইন্দ্র ঐ। ১৮০
" সোম ঐ। ১৮১
" ইন্দ্র ঐ। ১৮২
" সবিতা ঐ। ১৮৩
" ইন্দ্র ঐ। ১৮৪
" সরস্বতী ঐ। ১৮৫
" ইন্দ্র ঐ। ১৮৬
" পূষা ঐ। ১৮৭
" ইন্দ্র ঐ। ১৮৮
" বৃহস্পতি ঐ। ১৮৯
ইন্দ্র ঐ। ১৯০

১৭ কণ্ডিকা।

" মিত্র ঐ। ১৯১
" ইন্দ্র ঐ। ১৯২
" বরুণ ঐ। ১৯৩
" ইন্দ্র ঐ। ১৯৪
" ধাতা ঐ। ১৯৫
" ইন্দ্র ঐ। ১৯৬
" ত্বষ্টা ঐ। ১৯৭
" ইন্দ্র ঐ। ১৯৮
" মরুৎ ঐ। ১৯৯
" ইন্দ্র ঐ। ২০০
" বিশ্বেদেবা ঐ। ২০১
" ইন্দ্র ঐ। ২০২

১৮ কণ্ডিকা।

" পৃথিবী ঐ। ২০৩
" ইন্দ্র ঐ। ২০৪
" অন্তরীক্ষ ঐ। ২০৫
" ইন্দ্র ঐ। ২০৬
" দ্যৌ ঐ। ২০৭
" ইন্দ্র ঐ। ২০৮
" সমা ঐ। ২০৯
" ইন্দ্র ঐ। ২১০
" নক্ষত্র ঐ। ২১১
" ইন্দ্র ঐ। ২১২
" দিক্ ঐ। ২১৩
" ইন্দ্র ঐ। ২১৪

১৯ কণ্ডিকা*।

অংশু ঐ। ২১৫
" রশ্মি ঐ। ২১৬

১ প্রাপ্তব্য অর্থ। ২ ইষ্ট প্রাপ্তির উপায়। ৩ ইষ্টপ্রাপ্তি।

* এই কণ্ডিকাত্রয় পঠিত দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়। যাস্ক ইন্দ্র শব্দের বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* এতদাদি কণ্ডিকাদ্বয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিহিত গ্রহপাত্রগণের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাঁদিগকে স্মরণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদানমাত্রই উদ্দেশ্য।

" অদাভ্য ঐ। ২১৭
" অধিপতি* ঐ। ২১৮
" উপাংশু ঐ। ২১৯
" অন্তর্যাম ঐ। ২২০
" ঐন্দ্রবায়ব ঐ। ২২১
" মৈত্রাবরুণ ঐ। ২২২
" আশ্বিন ঐ। ২২৩
" প্রতিপ্রস্থান ঐ। ২২৪
" শুক্র ঐ। ২২৫
" মন্থী ঐ। ২২৬।

---

২০ কণ্ডিকা।

" আগ্রয়ণ ঐ। ২২৭
" বৈশ্বদেব ঐ। ২২৮
" ধ্রুব ঐ। ২২৯
" বৈশ্বানর ঐ। ২৩০
" ঐন্দ্রাগ্ন ঐ। ২৩১
" মহাবৈশ্বদেব ঐ। ২৩২
" মরুত্বতীয় ঐ। ২৩৩
" নিষ্কেবল্য ঐ। ২৩৪
" সাবিত্র ঐ। ২৩৫
" সারস্বত ঐ। ২৩৬
" পাত্নীবত ঐ। ২৩৭
" হারিয়োজন ঐ। ২৩৮

---

২১ কণ্ডিকা*।

" স্রুক্ ঐ। ২৩৯
" চমস ঐ। ২৪০
" বায়ব্য ঐ। ২৪১
" দ্রোণকলশ ঐ। ২৪২
" গ্রাবা ঐ। ২৪৩
" অধিষবণ ঐ। ২৪৪
" পূতভৃৎ ঐ। ২৪৫
" আধবনীয় ঐ। ২৪৬
" বেদি ঐ। ২৪৭
" বর্হিঃ ঐ। ২৪৮
" অবভৃথ ঐ। ২৪৯
" স্বগাকার ঐ। ২৫০

---

২২ কণ্ডিকা।

" অগ্নি ঐ। ২৫১
" ঘর্ম্ম ঐ। ২৫২
" অর্ক্ক ঐ। ২৫৩
" সূর্য্য ঐ। ২৫৪
" প্রাণ ঐ। ২৫৫
" অশ্বমেধ ঐ। ২৫৬
" পৃথিবী ঐ। ২৫৭
" অদিতি ঐ। ২৫৮
" দিতি ঐ। ২৫৯
" দ্যৌ ঐ। ২৬০
" অঙ্গুলি ঐ। ২৬১

● নিগ্রাহ্য।

● এতদাদি কাণ্ডাদ্বয়ে যজ্ঞে ব্যবহার্য্য কতিপয় বস্তুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

" শকরি[১] ঐ। ২৬২

" দিক্ ঐ। ২৬৩

২৩ কণ্ডিকা।

" ব্রত[১] ঐ। ২৬৪

" ঋতু[২] ঐ। ২৬৫

" তপ[৩] ঐ। ২৬৬

" সংবৎসর ঐ। ২৬৭

" অহোরাত্র ঐ। ২৬৮

" ঊর্ব্বষ্ঠীব[৪] ঐ। ২৬৯

" বৃহদ্রথন্তর ঐ। ২৭০

২৪ কণ্ডিকা*।

" একা ঐ। ২৭১

" তিস্র ঐ। ২৭২

" পঞ্চ ঐ। ২৭৩

" সপ্ত ঐ। ২৭৪

" নব ঐ। ২৭৫

" একাদশ ঐ। ২৭৬

" ত্রয়োদশ ঐ। ২৭৭

" পঞ্চদশ ঐ। ২৭৮

" সপ্তদশ ঐ। ২৭৯

" নবদশ ঐ। ২৮০

" একবিংশ ঐ। ২৮১

" ত্রয়োবিংশ ঐ। ২৮২

১ শারীর নিয়ম। ২ বসন্তাদি। ৩ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি।
৪ চৈত্র ও আম্র।
* এতদাদি কণ্ডিকাদ্বয়ে স্তোমগুলিকে স্মরণ করা হইবে।

" পঞ্চবিংশ ঐ। ২৮৩

সপ্তবিংশ ঐ। ২৮৪

" নববিংশ ঐ। ২৮৫

" একত্রিংশ ঐ। ২৮৬

" ত্রয়স্ত্রিংশ ঐ। ২৮৭

২৫ কণ্ডিকা।

" চতস্র ঐ। ২৮৮

" অষ্টৌ ঐ। ২৮৯

" দ্বাদশ ঐ। ২৯০

" ষোড়শ ঐ। ২৯১

" বিংশতি ঐ। ২৯২

" চতুর্বিংশতি ঐ। ২৯৩

" অষ্টাবিংশতি ঐ। ২৯৪

" দ্বাত্রিংশৎ ঐ। ২৯৫

" ষট্‌ত্রিংশৎ ঐ। ২৯৬

" চত্বারিংশৎ ঐ। ২৯৮

" চতুশ্চত্বারিংশৎ ঐ। ২৯৮

" অষ্টাচত্বারিংশৎ ঐ। ২৯৯

২৬ কণ্ডিকা।

" ত্র্যবি[১] ঐ। ৩০০

" ত্র্যবী[২] ঐ। ৩০১

" দিত্যবাট্[৩] ঐ। ৩০২

" দিত্যৌহী[৪] ঐ। ৩০৩

" পঞ্চাবি[৫] ঐ। ৩০৪

" পঞ্চাবী[৬] ঐ। ৩০৫

১ দেড় বৎসরের এঁড়ে বাছুর। ২ দেড় বৎসরের বকনা বাছুর। ৩ বর্ষদ্বয়ের বৃষ। ৪ দ্বিবর্ষা গৌ।
৫ আড়াই বৎসরের বৃষ। ৬ আড়াই বৎসরের গৌ।

" ত্রিবৎস[1] ঐ। ৩০৬
" ত্রিবৎসা[2] ঐ। ৩০৭
" তুর্য্যবাট্[3] ঐ। ৩০৮
" তুর্য্যৌহী[4] ঐ। ৩০৯

---

২৭ কণ্ডিকা।

" পষ্ঠবাট্[5] ঐ। ৩১০
" পষ্ঠৌহী[6] ঐ। ৩১১
" উক্ষা[7] ঐ। ৩১২
" বশা[8] ঐ। ৩১৩
" ঋষভ[9] ঐ। ৩১৪
" বেহৎ[10] ঐ। ৩১৫
" অনড্বান্[11] ঐ। ৩১৬
" ধেনু[12] ঐ। ৩১৭

---

২৮ কণ্ডিকা।

" বাজ[13] ঐ। ৩১৮
" প্রসব[14] ঐ। ৩১৯
" অপিজ[15] ঐ। ৩২০
" ক্রতু[16] ঐ। ৩২১
" বসু[1] ঐ। ৩২২
" অহর্পতি[2] ঐ। ৩২৩
" মুগ্ধাহ্ন[3] ঐ। ৩২৪
" অমুগ্ধবৈনংশী[4] ঐ। ৩২৫
" অবিনংশী আন্ত্যায়ন[5] ঐ। ৩২৬
" আন্ত্য ভৌবন[6] ঐ। ৩২৭
" ভুবনপতি[7] ঐ। ৩২৮
" অধিপতি[8] ঐ। ৩২৯
" প্রজাপতি[9] ঐ। ৩৩০

হে প্রজাপতে! ইহা তোমার রাজ্য, তুমি যজমানের নিয়ন্তা হইতেছ; নিয়মুকারিন্! অন্নের জন্য, বৃষ্টির জন্য এবং প্রজাগণের উপরি আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য তোমার প্রীতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই হবি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩৩১

---

২৯ কণ্ডিকা।

এই যজ্ঞের প্রসাদে আয়ুর্বৃদ্ধি হউক। ৩৩২

এই যজ্ঞের প্রসাদে প্রাণ নীরোগ হউক। ৩৩৩

এই যজ্ঞের প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ সাধিত হউক। ৩৩৪

এই যজ্ঞের প্রসাদে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ সাধিত হউক। ৩৩৫

---

১ ত্রিবর্ষ বৃষ। ২ ত্রিবর্ষা গৌ। ৩ সাড়ে তিন বৎসরের বৃষ। ৪ সাড়ে তিন বৎসরের গৌ। ৫ চতুর্বর্ষ বৃষ। ৬ চতুর্বর্ষ গৌ। ৭ সেচনক্ষম বৃষ। ৮ বন্ধ্যা গৌ। ৯ অতি যুবা বৃষ। ১০ গর্ভঘাতিনী গৌ। ১১ শকটবহনক্ষম বৃষ। ১২ নবপ্রসূতা গৌ। ১৩ বৈশাখ। ১৪ জ্যৈষ্ঠ। ১৫ আষাঢ়। ১৬ শ্রাবণ।

১ ভাদ্র। ২ আশ্বিন। ৩ কার্ত্তিক। ৪ অগ্রহায়ণ ৫ পৌষ। ৬ মাঘ। ৭ ফাল্গুন। ৮ চৈত্র। ৯ সংবৎসর।

এই যজ্ঞের প্রসাদে বাগিন্দ্রিয়ের ঔৎকর্ষ সাধিত হউক। ৩৩৬

এই যজ্ঞের প্রসাদে মনের স্বাস্থ্য সম্পাদিত হউক। ৩৩৭

এই যজ্ঞের প্রসাদে আত্মা প্রসন্নতা লাভ করুন। ৩৩৮

এই যজ্ঞের প্রসাদে ব্রহ্মা প্রীত হউন। ৩৩৯

এই যজ্ঞের প্রসাদে জ্যোতিঃ লাভ হউক। ৩৪০

এই যজ্ঞের প্রসাদে সুখ লাভ হউক। ৩৪১

এই যজ্ঞের প্রসাদে পরমসুখ লাভ হউক। ৩৪২

এই যজ্ঞের প্রসাদে মহাযজ্ঞ করিবার সামর্থ্য লাভ হউক। ৩৪৩

এই যজ্ঞের প্রসাদে স্তোম, যজুঃ, ঋক্, সাম, বৃহৎ ও রথন্তর ইহাঁরা সকলেই সুপ্রসন্ন হউন। ৩৪৪

এই যজ্ঞের প্রসাদে আমরা স্বর্গীয় দেবত্ব লাভ করিতে—অমর হইতে সমর্থ হই!। ৩৪৫

এই যজ্ঞের প্রসাদে আমরা হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির প্রিয়তম প্রজা হইতে পারি!। ৩৪৬

উক্ত সমস্ত দেবগণের প্রীতির জন্যই এই ধারা হোম আহুত হইল, ইহাঁরা সকলেই সুপ্রীত হউন,—এই আহুতি সকল সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩৪৭

[ইতি বসোর্দ্ধারা]

---

৩০ কণ্ডিকা।

সর্ব্বৌষধি দ্বারা ঔদুম্বর চমস পূর্ণ করিয়া চতুষ্কোণ পুষ্কর স্রুবের দ্বারা এতদাদি সপ্তকণ্ডিকাত্মক সপ্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সপ্ত আহুতি প্রদান করিবে—

অন্নবলে বলবান্ আমরা অখণ্ডিতা সুপ্রসিদ্ধা এই বসুমতী মাতাকে স্তুতি বাক্যে অনুকূলা করি, যে বসুমতীতে এই সমস্ত চরাচর নিবসতি করিতেছে, সবিতৃদেবতা আমাদিগকে সেই বসুমতীতেই সুস্থাপিত করুন। ১

---

৩১ কণ্ডিকা।

অদ্য আমাদের এই যজ্ঞে মরুৎসপ্তক* সকলেই আগমন করুন, অন্যান্য গণদেবতাও† অত্রাগত হইয়া সুপ্রীত হউন, গার্হপত্যাদি সকল প্রকার অগ্নিই সম্যক্ প্রদীপ্ত হউন, সমস্ত দেবতাই অত্রাগমন

---

* মরুদ্গণ সপ্তভাগে বিভক্ত, প্রতিভাগে সপ্ত মরুৎ দেবতা পরিগৃহীত হইয়াথাকেন এইরূপে মরুৎসপ্তকে ৪৯ মরুৎ নির্দ্দিষ্ট আছেন; তাঁহাদের নাম ১৭ অধ্যায়ের ৮০ হইতে ৮৫ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত দেখ।

† বসুগণ প্রভৃতি।

করত স্ব স্ব ভাগ ভক্ষণ করুন এবং তাঁহাদের প্রসাদে আমরা যেন বাজাদি সকল প্রকার সম্পত্তি লাভ করিতে পারি। ২

৩২ কণ্ডিকা।

আমাদের অন্ন, নিকটের সপ্ত স্থানকে* এবং দূরের স্থান চতুষ্টয়কে† স্থপ্রীত করুন; বিশ্বেদেবা দেবগণের তৃপ্তিসাধনার্থ অন্ন আমাদিগকে রক্ষা করুন‡। ৩

৩৩ কণ্ডিকা।

অন্নই আমাদের দানেচ্ছার প্রেরক, অন্নেরই প্রসাদে আমরা ঋতু অনুসারে দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া থাকি, অন্নের সামর্থ্যেই আমরা পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন করিয়া থাকি, যথেষ্ট অন্ন হইলে তৎপ্রভাবে সর্ব্বদিক্ জয় করিতে পারি। ৪

৩৪ কণ্ডিকা।

অন্ন, আমাদের সম্মুখীন হউন; অন্ন, আমাদের গৃহাভ্যন্তরে সংস্থিত হউন; অন্ন, হবীরূপে দেবগণকে পুষ্ট করুন; অন্ন, পুত্রাদি উৎপাদনে আমাদিগকে সাহায্য করুন; যথেষ্ট অন্ন হইলে তৎপ্রভাবে সর্ব্বদিক্ জয় করিতে পারি। ৫

৩৫ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! আমি জলের ও ওষধির সার অমৃতের সহিত পৃথিবীর সারভূত অমৃতে আত্মাকেই পুত্ররূপে সৃজন করিয়া থাকি, সেই জন্যই অন্নের উপাসনা করিতেছি। ৬

৩৬ কণ্ডিকা।

পৃথিবী দেবী আমার জন্য* রস ধারণ করুন, ওষধিরাও আমার জন্য রস ধারণ করুন দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ লোকও আমার জন্য রস ধারণ করুন। ৭

[ইতি সর্ব্বৌষধি হোম]

৩৭ কণ্ডিকা।

কর্ম্মাপবর্গ সমাপ্ত হইলে চতুষ্কোণ ঔডুম্বর স্রুব আহবনীয়ে প্রক্ষেপ করনানন্তর অগ্নি-পুচ্ছের উত্তরে পরিশ্রিৎ-সংলগ্ন প্রাগ্‌গ্রীব উত্তর-লোম কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তদুপরি ব্রহ্মবর্চ্চসকাম যজমান উপবিষ্ট হইলে অধ্বর্য্যু হুতশেষ সর্ব্বৌষধ পাত্রস্থ ক্ষীরমিশ্র জলে এই মন্ত্রে ঐ যজমানকে অভিষিক্ত করিবে—

হে যজমান! সবিতৃ দেবতার প্রেরণাবশে অশ্বি-দেবদ্বয়ের বাহুবলে ও পূষা-

* ভূরাদি লোকত্রয় এবং পূর্ব্বাদি চারিদিক্।
† মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য।
‡ অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সকলকেই প্রীত করিতে পারি এত অধিক অন্ন হউক।

* অর্থাৎ আমাকে প্রদান করিবার জন্য।

দেবতার সাহায্যে এবং বাক্যের নিয়ন্ত্রী সরস্বতী দেবীর প্রভাবে তোমাকে অগ্নির সাম্রাজ্য এই পৃথিবীতে অভিষিক্ত করিতেছি। ১

৩৮ কণ্ডিকা।

সেই সংস্কৃত আজ্য হইতে আজ্য গ্রহণ করত তাহাই দ্বাদশ অংশ করিয়া ক্রমে এতদাদি ষট্ কণ্ডিকাত্মক দ্বাদশ মন্ত্রে দ্বাদশটি রাষ্ট্রভৃৎসংজ্ঞক আহুতি প্রদান করিবে—

ঋতাষাট্* ঋতধামা† অগ্নি নামক গন্ধর্ব্ব আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহার প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

পৃথিবীর মোদকরী তাঁহার অপ্সরোরূপিণী ওষধি দেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

৩৯কণ্ডিকা।

সংহিতঃ* বিশ্বসামা† সূর্য্য নামক গন্ধর্ব্ব আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন। তাঁহার প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩

পরস্পর মিশ্রণ-স্বভাবা তাঁহার অপ্সরোরূপিণী মরীচি-দেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৪

৪০ কণ্ডিকা।

সুষুম্ন* সূর্য্যরশ্মি† চন্দ্রমা নামক গন্ধর্ব্ব আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৫

শোভাময়ী তাঁহার অপ্সরোরূপিণী নক্ষত্র দেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ৬

৪১ কণ্ডিকা।

ইষিরঃ* বিশ্বব্যচা† বাত নামক গন্ধর্ব্ব

* সত্য সহিষ্ণু। † যজ্ঞে যাঁহার নিবাস।
* সম্যক্ হিতকারী। † সকল সামই যাঁহার স্তুতিতে প্রবৃত্ত।

* সুখপ্রদ। † সূর্য্যকিরণে কিরণবান্।
* দ্রুতগামী। † সর্ব্বত্রগামী।

আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন, তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৭

রস স্বরূপা তাঁহার অপ্সরোরূপিণী জলদেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৮

৪২ কণ্ডিকা।

ভুজ্যু* সুপর্ণ† যজ্ঞ নামক গন্ধর্ব্ব আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৯

স্তাবাঞ্চ‡ স্বরূপা তাঁহার অপ্সরোরূপিণী দক্ষিণাদেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১০

৪৩ কণ্ডিকা।

প্রজাপতি¶ বিশ্বকর্ম্মা + মনোনামক গন্ধর্ব্ব আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১১

এষ্টি* স্বরূপা তাঁহার অপ্সরোরূপিণী ঋক্‌সাম দেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুন; তাঁহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত হইতেছে—ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১২

[ইতি রাষ্ট্রভৃৎহোম]

৪৪ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ব সংস্কৃত আজ্য হইতে পঞ্চবার আজ্য গ্রহণ করিয়া আহবনীয়ের উপরি প্রতিপ্রস্থাতাদি কর্ত্তৃক রথশিরে ধার্য্যমান ঐ ঘৃত পাঁচ ভাগ করিয়া এই মন্ত্র পঞ্চবার পাঠানুসারে পঞ্চাহুতি প্রদান করিবে—

হে ত্রিভুবনের পালয়িতঃ! প্রজাপতে! কি উপরি কি ইহ, সর্ব্বত্রই তোমার গৃহ সুতরাং আমরা যে কোন স্থানে থাকি তোমারই গৃহে রহিয়াছি, অতএব আমাদের এই ব্রাহ্মণ দিগকে এবং এই ক্ষত্রিয়কে কল্যাণ প্রদান কর, তোমার

* বিবিধ প্রাণিপালক। † সর্ব্বগমনে সমর্থ।
‡ স্তুতির প্রধান উপকরণ।
¶ প্রজারূপ ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি।
+ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক।

* যাহাদ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্তি হয়।

প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদান করিতেছি—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

[ইতি রথহোম]

৪৫ কণ্ডিকা।

অনন্তর ঐ রথ অগ্নির উত্তরে বেদীর উপরি পূর্ব্বাভিমুখ করিয়া স্থাপন করিয়া তাহার স্থানত্রয়ে এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে আহুতিত্রয় প্রদান করিবে—তন্মধ্যে প্রথমে রথযুগের দক্ষিণধুরে অধোভাগে, পরে উত্তরধুরের অধোভাগে পরিশেষে যুগমধ্যের অধোভাগে হইবে—

হে বায়ো! তুমি সমুদ্র,*তুমি নভস্বান্†, তুমি আর্দ্রদানুঃ‡; তুমি আমাদিগের প্রতি সুমুখ হইয়া স্বীয় বহনাত্মতা প্রকাশ কর, যাহাতে আমাদিগের ইহলোকে এবং পরলোকে উভয়ত্রই কল্যাণ হইতে পারে। ১

হে বায়ো! তুমি মারুতp,তুমি মরুদ্গণ+; তুমি আমাদের ইত্যাদি। ২

হে বায়ো! তুমি অবস্যু×,তুমি দুবস্বান্÷ তুমি আমাদের ইত্যাদি। ৩

৪৬ কণ্ডিকা।

এতদাদি চারিকণ্ডিকাত্মক চারি মন্ত্রে এবং পঞ্চাশত্তম কণ্ডিকাত্মক পঞ্চ মন্ত্রে—এই নব মন্ত্রে নয়টি সক্রদগৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান করিবে—

হে অগ্নে তোমার যে সকল দীপ্তি সূর্য্যের রশ্মি-রূপে দ্যুলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, অদ্য এই যজমানের কার্য্য সিদ্ধির জন্য, তৎসমস্ত দীপ্তির সহিত আমাদিগের এই যজ্ঞ ভূমিতে দেদীপ্যমান হও। ১

৪৭ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্রাগ্নী! হে বৃহস্পতে! হে দেবতাবৃন্দ! তোমাদের যে দীপ্তি সূর্য্যমণ্ডলে, যে দীপ্তি গো-সকলে, যে দীপ্তি অশ্বজাতিতে, সেই সমস্ত দীপ্তির সহিত দেদীপ্যমান তোমরা আমাদিগকে পালন কর। ২

৪৮ কণ্ডিকা।

হে দেব! আমাদিগের ব্রাহ্মণদিগকে কান্তিমান্ কর, আমাদিগের বৈশ্যদিগকে কান্তিমান্ কর, আমাদিগের শূদ্রদিগকেও কান্তিমান্ কর এবং আমাকেও বিশেষ কান্তিমান্ কর। ৩

৪৯ কণ্ডিকা।

বেদমন্ত্রে স্তুত হে বরুণ! যজমানগণ হবিঃ প্রদান পূর্ব্বক তোমার নিকটে যাহা

* অগাধ। † নভোমণ্ডলবর্ত্তী। ‡ বৃষ্টি নীহারাদি দ্বারা পৃথিব্যাদির আর্দ্রকারক। p অন্তরীক্ষচারী।
+ পূর্ব্বোল্লিখিত শুক্র প্রভৃতি ৪৯ দেবতা।
× রক্ষাকর্ত্তা। ÷ অন্নের উৎপাদয়িতা।

প্রার্থনা করিতেছি, হে আরাধ্য দেব। সন্তুষ্ট চিত্তে আমাব প্রার্থনা শ্রবণ কর। বিশেষত প্রার্থনা য যে আমান পবমায়ু পাপাদি কর্তৃক অপহৃত না হয়। ৪

---

৫০ কণ্ডিকা

দিনকব ঘর্ম* দেবতাব প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দবরূপে গৃহিত হউক। ৫

দিনকর অর্ক† দেবতাব প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দবরূপে গৃহীত হউক। ৬

দিনকর শুক্র‡ দেবতার প্রীতিব জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দর-রূপে গৃহীত হউক। ৭

দিনকর জ্যোতিঃ¶ দেবতাব প্রীতিব জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দবরূপে গৃহীত হউক। ৮

দিনকর সূর্য্য+ দেবতার প্রীতিব জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ৯

[ইতি বাতহোম]

---

*রৌদ্ররূপ আদিত্য। † অর্চনার আদিত্য। ‡ শুক্লবর্ণ প্রভাবিশিষ্ট আদিত্য। ¶ প্রকাশের নিদান ও প্রকাশস্বরূপ আদিত্য। + প্রাণিবর্গকে স্বকার্য্যে প্রেরয়িতা আদিত্য।

৫১ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্রত্রয়ে অগ্নি যোজন কবিবে—বলপূর্ব্বক মথিত, দিব্য, সুপর্ণ, প্রজ্বলিত-শিখ—এই অগ্নিকে ঘৃতের সহিত যোগ কবিতেছি। আমরা এই কার্য্যের ফলে অন্তরীক্ষ লোকে গমন পুবঃসর (তদুপবি) স্বর্গে আবোহণ কবত (তদুপবি দুঃখ-শূন্য উৎকৃষ্টতম পরম ধামে গমন কবিতে সমর্থ হইব। ১

---

৫২ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে। উৎপত্তি-বিনাশশালী এই দুইটি* তোমার পক্ষ; ইহাবই দ্বারা তুমি রক্ষোকুল নিনষ্ট কবিয়া থাক; আমি এই দুইটিকে অতিক্রম কবিযা সেই লোকে যাইতে বাঞ্ছা করি—পূর্ব্বিতন ঋষিগণ যে স্থানে গমন করিয়াছেন। ২

---

৫৩ কণ্ডিকা।

ইন্দু[১], দক্ষ[২], শ্যেন[৩], ঋতাবা[৪], হিবণ্য পক্ষ[৫], শকুন[৬], ভুবণ্য[৭], মহান্[৮] সধস্থে-

---

* পাপ ও পুণ্য।

১—আহ্লাদকর। ২—উৎসাহবান্। ৩—শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শত্রুদলনকারী। ৪—সত্যী। ৫—যেহেতু পক্ষ্যাকার চিতির উভয় দিকে হি... [illegible] আছে। ৬—যেহেতু চিতির [illegible] ন্যায়। ৭—জাঠরাগ্নি রূপে পোষক। ৮—প্রভাবশালী।

নিষত্ত* হে অগ্নে! তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার, আমাকে রক্ষা কর। ৩

[ইতি অগ্নিযোজন]

৫৪ কণ্ডিকা।

পরিধি সন্ধি স্পর্শ পূর্ব্বক এতদাদি মন্ত্রদ্বয়ে অগ্নিবিয়োজন করিবে—

হে অগ্নে! তুমি স্বর্লোকের মস্তকস্বরূপ হইতেছ, পৃথিবীর নাভিস্বরূপ হইতেছ, জলের এবং ওষধি সমস্তের সারভূত হইতেছ, তোমাকে নমস্কার। আমাকে দীর্ঘকাল জীবন, সুখাবাস গৃহ, সুপ্রতিষ্ঠা এবং (অন্তে) স্বর্গ গমনের পথ প্রদান কর। ১

৫৫ কণ্ডিকা।

হে সূর্য্যরূপাগ্নে! এই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকস্বরূপ তুমি বৃষ্টি প্রদান দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি যদিচ দ্যুলোকে দেদীপ্যমান রহিয়াছ কিন্তু সমুদ্রের মধ্যেও তোমার করস্পর্শ দ্বারা গতি আছে। তোমার হৃদয় এবং আয়ু জলের মধ্যেই আছে অতএব প্রার্থনা উদধি ভেদ কর; দ্যুলোক হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে এবং পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পর্জন্য সৃজন পুরঃসর বৃষ্টি বর্ষণ কর। ২

[ইতি অগ্নিবিয়োজন]

৫৬ কণ্ডিকা।

পূর্ব্ববিহিত (৮,১৫) সমিষ্ট যজুর্হোম করণানন্তর এতদাদি কণ্ডিকাদ্বয়াত্মক মন্ত্রদ্বয়েও ঐ সমিষ্ট যজুর্হোম করিবে—

হে দ্রবিণ! যে যজমানের যজ্ঞ, ভৃগুগোত্রীয় ঋত্বিকগণ কর্তৃক এবং বসুপ্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক আশীঃপ্রদ (কল্যাণকর) রূপে সম্পন্ন হইয়াছে, (সুতরাং) যিনি আমাদের প্রিয় এবং আমরাও যাঁহার প্রিয় হইয়াছি, সেই যজমানের গৃহে তুমি চির অবস্থিতি কর। ১

৫৭ কণ্ডিকা।

স্বয়ং-গমনশীল এই হবি দেবগণের প্রাত্যর্থ আহুত হইতেছে, অগ্নিদেবতা এই অভিলষিত হবি লাভ করিয়া আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন। ২

৫৮ কণ্ডিকা।

অগ্নিচয়নযাগে একটী বশা* অনুবন্ধ্যা† হইয়া থাকে, সেই বশার হৃদয়শূল সম্বন্ধি

*আহুত দেবগণ সহিত যজ্ঞে একত্র আসীন।

* গাভী। †যথার্থ বন্ধ্যা।

সমিৎ আধান করণানন্তর এতৎ প্রভৃতি অষ্ট কণ্ডিকাত্মক অষ্ট মন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে অষ্টবার স্রুবাহুতি প্রদান করিবে (এই রূপে চতুঃষষ্টি আহুতি সম্পন্ন হইবে)— (হে ঋত্বিক্‌গণ !) যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া প্রথমোৎপন্ন, প্রাচীন, ঋষিগণ পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন, —যাহা (প্রজাপতির) আকূত* হইতে, হৃদয় হইতে, মন হইতে বা চক্ষু হইতেই† (কর্ত্তব্য বলিয়া) অবগত হওআ যায়, তাহারই অনুসরণ কর। ১

৫৯ কণ্ডিকা।

যে স্থানে দেবগণের সহিত একত্র বাস হয়, জাতবেদা দেবতার প্রসাদে সেই সুখাকর স্থান আমাদের যজ্ঞপতি (যজমান) লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হে দেবগণ ! তিনি কিছুদিন পরেই এই পরম লোকে আগমন করিবেন—ইহা তোমরা অবগত হও। ২

৬০ কণ্ডিকা।

এই যজমানের জন্য ইষ্টাপূর্ত্তরূপ দেবমার্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই পথেই ইনি পদার্পণ করত আগমন করিতেছেন—

* অভিপ্রায়। † অর্থাৎ প্রত্যক্ষতঃ।

পরম লোক বাসী, পরস্পর প্রীতিযুক্ত দেবগণ ইহা স্বরূপত অবগত হউন। ৩

৬১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে ! তুমি প্রবুদ্ধ হও—জাগ্রত হও ; এই যজমানও ইষ্টাপূর্ত্তানুষ্ঠানে কৃতকৃত্য হউন ; এই কর্ম্মের পর্য্যবসানেই ইনি সধস্থলোকে সকল দেবগণের সহবাস সুখ লাভ করুন। ৪

৬২ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে ! তুমি যে সামর্থ্যে সহস্রদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকে স্বর্গ প্রাপ্ত করাও, সেই সামর্থ্যেই এই ক্ষুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমাদের যজমানকেও দেবলোক-গমনে উপযুক্ত কর। ৫

৬৩ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে ! আমাদের এই যজমান— প্রস্তর*, পরিধি†, স্রুক্‌‡, বেদী¶, বর্হিঃ+ ও মন্ত্র প্রভৃতি অষ্টপ্রকার আবশ্যকীয় উপকরণেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহাকে দেবলোক-গমনে কৃতকৃত্য কর। ৬

* স্রুকের আধার দর্ভমুষ্টি। † বাহুপ্রমাণ কাষ্ঠত্রয়। ‡ জুহু প্রভৃতি ¶ প্রাচীনবর্হিঃ প্রভৃতি। + কুশা।

৬৪ কণ্ডিকা।

[illegible] এই যজমান যে [illegible] দান [illegible] ছেন, যে সকল প্রতি গ্রহ* করিয়াছেন, যে সকল পূর্ত্তকার্য্য করিয়াছেন, যে সকল দক্ষিণা উৎসর্গ করিয়াছেন,—সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলে ইহাঁকে স্বর্গীয় দেবগণের মধ্যে স্থাপন কর। ৭

---

৬৫ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! যে যজ্ঞে ঘৃত ও মধুর ধারা কিছুকাল নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছে, ঈদৃশ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আমাদিগের এই যজমানকে স্বর্গীয় দেবগণের মধ্যে স্থাপন কর। ৮

[ইতি চতুঃষষ্ঠি হোম]

---

৬৬ কণ্ডিকা।

এই দেবতা অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, ইনি প্রথম হইতেই জাতপ্রজ্ঞ, ঘৃতই ইহাঁর চক্ষুঃ এবং মুখেই অমৃত। ধাতুত্রয় বিশিষ্ট পার্থিব শরীরে ইনি অর্চ্চনীয় রূপে (জাঠর) অবস্থিতি করিতেছেন; উদকের চালয়িতা রূপে (বিদ্যুৎ) অন্তরীক্ষেও ইহাঁর অবস্থিতি এবং দ্যুলোকে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান আদিত্যও ইহাঁরই রূপান্তর; অধিক কি হবনীয় কাষ্ঠের অভ্যন্তরেও (দাব) ইহাঁর সত্তা আছে। ১

---

*প্রতিগ্রহ-প্রতিগ্রহের পুণ্যজনক।

৬৭ কণ্ডিকা।

কি ঋগবেদে, কি যজুর্ব্বেদে, কি সামবেদে সর্ব্বত্রই ইনি (অগ্নি) সুপ্রসিদ্ধ। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্ম্মশেষ-জ্ঞাপক অগ্নির উপস্থান করিবে—

হে চিতিস্থ অগ্নে। এই পৃথিবীতে মনুজগণের হিতকারী যতপ্রকার অগ্নি আছেন, তুমি তৎসমস্ত হইতে উৎকৃষ্ট; (এই যজমানের) চির-জীবন আদেশ কর। ২

---

৬৮ কণ্ডিকা।

অনন্তর সেই চিতিপ্রদেশে পুরীষ ক্ষেপণ পুরঃসর কুণ্ড পূরণ করণানন্তর এতৎ প্রভৃতি দশ কণ্ডিকা পাঠ করত সেই পুরীষবতী চিতির উপস্থান করিবে—

হে ইন্দ্র* তোমার বৃত্রহননকারী, সমরসহিষ্ণু বল দর্শনার্থ তোমাকে আবর্ত্তন† করিতেছি। ১

---

৬৯ কণ্ডিকা।

বহুজন কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আহুত হে ইন্দ্র! তুমি বলবর্ষী, কখন ক্রিয়মাণ, কখন

---

* এস্থলে ইন্দ্র শব্দে বায়ু-সহচর সেই জ্যোতি যে জ্যোতির আবির্ভাবে ঘনাঘন গর্জ্জন ইতস্ততঃ সঞ্চালনে বর্ষাদি হইয়া শূন্যগর্ভতা ও দূর করণ সম্পন্ন হয়, যাহাকে পূর্ব্ব-কবিগণ বৃত্রযুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৃত্র শব্দে মেঘ।

† আবর্ত্তন=পুনঃ পুনঃ আবাহন।

বা বৰ্দ্ধমান, হস্তশূন্য পদশূন্য কিন্তু যুদ্ধে অতি প্রবল ও গভীর গর্জ্জনকারী বৃত্রকে চূর্ণ কর—ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিনষ্ট কর। ২

---

৭০ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্র! সংগ্রামে বিজয়ী হও! যাহারা তোমাকে পরাজয় করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে অধঃপতন কর! এবং যে কেহ আমাদিগকে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত, তাহাকে অন্ধতমঃ প্রাপ্ত করাও। ১

---

৭১ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্র! গিরিগহ্বরশায়ী, ঘোর রবকারী, ভয়ানক, মৃগপতি যেরূপ অতি দূর হইতেও স্বীয় লক্ষ্য আক্রমণ করে, তুমিও সেইরূপ ভাবে বৃত্রকে আক্রমণ কর। হে ইন্দ্র! ত্বদীয় তিগ্ম পবি সুশাণিত করিয়া তদ্দ্বারা শত্রুগণকে তাড়ন কর—সংগ্রামে বিশেষ রূপে জয়ী হও। ৪

---

৭২ কণ্ডিকা।

সমস্ত মনুজগণের হিতকারী অগ্নি* আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আমাদের কল্যাণার্থ দূর হইতেও আগমন করুন। ৫

---

৭৩ কণ্ডিকা।

যে অগ্নি দ্যুলোকে পরিচিত (আদিত্য ও বিদ্যুৎ), যিনি পৃথিবীতে পরিচিত (জাঠর ও পাচন), যিনি সমস্ত ওষধির মধ্যেও বিরাজিত সুতরাং (ঋত্বিক্‌গণের) বলেও পরিচিত (অরণিদ্বয় ঘর্ষণে উৎপাদ্য যজ্ঞিয়), সেই বৈশ্বানর অগ্নি কি দিবা, কি রাত্রিতে আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। ৬

---

৭৪ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! ভরসাকবি, আমরা তোমার প্রসাদে, যাহা চির প্রার্থিত তাহা অনায়াসে লাভ করিতে সমর্থ হইব। হে সম্পত্তিমন্! আমরা তোমার প্রসাদে পুত্র-সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব। আমরা হবীরূপ অন্নাহুতির ফলে যথেষ্ট অন্নও লাভ করিতে সমর্থ হইব। হে চিরস্থায়িন্! আমরা তোমার প্রসাদে চিরস্থায়ি যশোধন লাভেও সমর্থ হইব। ৭

---

৭৫ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! অদ্য আমরা তোমাকে যজিষ্ঠ† অস্রেধৎ‡, মন্মা, মানসে উত্তান-হস্ত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক দেবগণের অভিলষ-

---

* এস্থলে এই অগ্নি বিদ্যুৎ।

সমস্ত প্রাণীর হিতকর।
† যাগে প্রবলবেগে প্রবৃত্ত। ‡ অনন্যগন্ত।
¶ দেবমহিমাদি মনস্কারি।

ণীয় হবি প্রদান করিলাম ; হে মেধাবিন্! তুমি ইহা দেবগণকে প্রাপ্ত করাও। ৮

---

৭৬ কণ্ডিকা।

পরমধামে বিরাজমান, অগ্নি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি দেবতা এবং সমান চিত্ত বিশ্বেদেবা দেবগণ আমাদিগের এই যজ্ঞ রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে কল্যাণধামে উপনীত করুন। ৯

---

৭৭ কণ্ডিকা।

হে নিত্যতরুণ অগ্নে! তুমি আমাদিগের স্তুতি ও প্রার্থনা বাক্যগুলি শ্রবণ কর—যজমানের বংশ এবং আত্মীয়গণকে অযাচিত হইয়াও রক্ষা কর। ১০

—০০—

[ইতি অগ্নিচয়ন প্রকরণ]

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[সৌত্রামণির পরিশিষ্ট]

১ম কণ্ডিকা।

রাজ্যচ্যুত রাজা, পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ কামনায়, সৌত্রামণী যাগ করিবে। এই যজ্ঞের প্রধান উপকরণ সুরা; সেই সুরার পারিপাট্যের জন্য, সোমসুরা-বিক্রয়ী অথবা ক্লীব ব্যক্তির নিকট হইতে সীসের বিনিময়ে, শষ্প*, ঊর্ণাপুঞ্জের বিনিময়ে তোক্ম*, সূত্রের বিনিময়ে লাজা† এবং অপর যথেচ্ছ কোন দ্রব্যের বিনিময়ে নগ্নহুঞ্চ‡ ক্রয় করিয়া যজ্ঞমণ্ডপের মধ্যে

অঙ্কুরিত ব্রীহি।

* অঙ্কুরিত যব। † ভৃষ্ট ব্রীহি অর্থাৎ খই।

‡ সর্জ্জত্বক্, আমলকী, হরীতকী, বিভীতকী শুণ্ঠী, পুনর্নবা চতুর্জ্জাতক, বংশাবকা, পিপ্পলী, বৃহচ্ছত্রা, চিত্রক, ইন্দ্রবারুণী, অশ্বগন্ধা, ধন্যাক, যবানী, কৃষ্ণজীরক ও জীরক, কাঁচাহরিদ্রা ও হরিদ্রা, অনঙ্কুরিত যব ও ব্রীহি—এই সমস্ত সমপরিমাণে একত্রিত হইলে তাহাকেই নগ্নহু কহে।

কোন উপযুক্ত স্থলে গো-চর্ম্মের উপরি ঐ সমস্ত স্থাপন করিবে, অনন্তর আবশ্যকানুসারে প্রাচীনবর্হি শালার দক্ষিণ দ্বার পথে উহা অগ্নি-গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক ভালরূপে চূর্ণ করিয়া পৃথক্ ২ রাখিবে পরে যথেচ্ছ-পরিমিত ব্রীহি এবং শ্যামাক দর্শ পৌর্ণমাস প্রকরণে বিহিত ব্যবস্থানুসারে বিতুষী করণাদি দ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিবে; ঐ উভয় প্রকার তণ্ডুল পৃথক্ পৃথক্ বৃহৎ বৃহৎ পাত্রে বহু জলে পাক করিয়া উদ্বাসন করত বৃহৎ ২ আচামদ্বয়ে* উহাদের নিঃস্রাব† গ্রহণ করিবে; সেই নিঃস্রাব উষ্ণ থাকিতে থাকিতে, পূর্ব্ব-রক্ষিত শষ্পাদিচূর্ণের মধ্যে শষ্প, তোক্ম ও লাজ চূর্ণের এক তৃতীয় ভাগ অংশদ্বয় করিয়া প্রদান করিবে এবং নগ্নহু-চূর্ণের অর্দ্ধভাগও সমান করিয়া উহাতে প্রদান করিবে; অনন্তর শষ্প তোক্ম লাজ চূর্ণের অপর তৃতীয় ভাগ অংশদ্বয় করিয়া এই সুপক ওদনে নিক্ষেপ করিবে এবং নগ্নহুচূর্ণের অপর অর্দ্ধও সমভাগ করিয়া উহাতেই নিক্ষেপ করিবে; পরে ঐ উভয় পাত্রস্থ উভয়বিধ ওদনকে একত্র করিয়া তাহাতেই ঐ উভয় আসরই‡ নিক্ষেপ করিবে এই কণ্ডিকাত্মক পঞ্চ মন্ত্র এবং আগামী অধ্যায়ের বিংশ কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রটি পাঠ করত উহাতে সোমরস প্রদান পুরঃসর আড়ালন দ্বারা মিশ্রিত করিয়া শালার নৈঋর্ত কোণে গর্ত্ত খনন পুরঃসর দিনত্রয় প্রোথিত করিয়া রাখিবে-

হে সুরে! তুমি সুস্বাদু, এই সোমরসও সুস্বাদু; তুমি তীব্র এই সোমরসও তীব্র; তুমি অমৃত, এই সোমরসও অমৃত; তুমি মধুর, এই সোমরসও মধুর; অতএব তোমাদের উভয়ের মেলনদ্বারা সখ্য সম্পাদন করিতেছি। ১

হে সোম-রস মিশ্রিত অন্নরস! এক্ষণে তোমাকে সোম বলা যায়। ২

অশ্বিদেবদ্বয়ের জন্য পচিতে থাক। ৩

সরস্বতী দেবতার জন্য পচিতে থাক। ৪

সুত্রামা ইন্দ্র দেবতার জন্য পচিতে থাক। ৫

---

২ কণ্ডিকা।

সায়ং হোম করণানন্তর "অশ্বিভ্যাম-পাকরোমি"—এই মন্ত্রে একটি গাভী গাভী-পাল হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া তদীয় দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর উহা সেই প্রোথিত সুরাভাণ্ডে সিঞ্চন করিবে এবং তৎপরে উহাতে সেই পূর্ব্ব-রক্ষিত অবশিষ্ট শষ্প-চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। দ্বিতীয় দিবসেও নিশান্তে "সরস্বত্যা অপাকরোমি" এই

---

*ফেন গালন। † যে পাত্রে গলিত ফেন (মণ্ড) রক্ষিত হয় তাহাকেই আচাম কহে, সরাখানি।
‡ শষ্পচূর্ণাদি মিশ্রিত নিঃস্রাবকে আসর কহে।

মন্ত্রে দুইটি গাভী, পাল হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, তদীয় দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর উহা সেই প্রোথিত সুরাভাণ্ডে সিঞ্চন করিবে এবং তৎপরে উহাতে সেই পূর্ব্ব-রক্ষিত অবশিষ্ট তোক্ম চূর্ণ নিক্ষেপ করবে। তৃতীয় দিবসেও রাত্রিকালে "ইন্দ্রায় সুত্রাম্নে অপাকরোমি' —এই মন্ত্রে তিনটি গাভী, পাল হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, তদীয় দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর উহা সেই প্রোথিত সুরাভাণ্ডে সিঞ্চন করিবে এবং তৎপরে উহাতে সেই পূর্ব্ব রক্ষিত অবশিষ্ট লাজ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে—

ঋত্বিক্‌গণ, অদ্রি দ্বারা যে সোম অভিষুত করিয়াছেন, যাহা গিরি-নিঝরিণ্যা দিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহার প্রসাদে যজ্ঞমান যজমানত্ব আসাদিত করিয়া থাকেন, যাহা আমাদের সকলেরই হিতকারী দেবগণের প্রিয়তম সেই উৎকৃষ্ট হবি, আমরা এই গো-দুগ্ধের দ্বারা সম্যক্ সিক্ত করিতেছি। ২

---

৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয় এবং পর কণ্ডিকাত্মক একটি মন্ত্র, এই মন্ত্রত্রয় পাঠ পুরঃসর পলাশপাত্রে, গোপুচ্ছের এবং অশ্বপুচ্ছের কেশ-বিনির্ম্মিত পবিত্র দ্বারা ঐ সুরা পাবন করিবে—

হে সোম! তুমি অতি সত্বর এই পাত্রে প্রবেশ করিতে সমর্থ, বায়ু দেবতার প্রসাদে তুমি পবিত্র দ্বারা পূত হইতেছ, তুমি ইন্দ্রদেবতার উপযুক্ত ও প্রিয়। ১

হে সোম তুমি অতি সত্বর এই পাত্র হইতে নির্গত হইতেও সমর্থ, বায়ু দেবতার প্রসাদে তুমি পবিত্র দ্বারা পূত হইতেছ, তুমি ইন্দ্রদেবতার উপযুক্ত ও প্রিয়। ২

---

৪ কণ্ডিকা।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাল-নির্ম্মিত পবিত্র হইতে গলিত, সোম মিশ্রিত, সুরা, সূর্য্যের দুহিতা* দেবতার প্রসাদে চির দিনই পবিত্র হইয়া থাকে। ৩

---

৫ কণ্ডিকা।

উত্তরদিকে বেতস পাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে অজা ও মেষের লোম বিনির্ম্মিত পবিত্র দ্বারা সুরাভাণ্ডে দত্তাতিরিক্ত দুগ্ধমিশ্রিত সোম এই মন্ত্র পাঠ করত পাবিত করিবে—

হে দেব সোম! তুমি প্রথমত অভিষুত

* "সূর্য্যের দুহিতা=শ্রদ্ধা" শতপথ।

হইয়াছ পশ্চাৎ মত্ততা সম্পাদনের জন্য সুরার সহিত মিশ্রীকৃত হইয়াছ ; এক্ষণে প্রার্থনীয়—যে, তোমার বিশুদ্ধ প্রভাবে দেবতাদিগের আশা পরিতৃপ্ত কর, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির তেজ ও ইন্দ্রিয় পবিত্র কর এবং যজমানকে যথেষ্ট অন্ন ও জল প্রদান কর।° ১

৬ কণ্ডিকা।

প্রথমত মন্ত্রত্রয় পাঠ করত অশ্বত্থপাত্রে প্রথম পয়োগ্রহ গ্রহণ কবিবে—

হে সোম! কৃষী, একাকী হইলেও স্বীয় কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন অত্যধিক যব শস্যও যেরূপ্ যথাক্রমে কর্ত্তন করে, সে ইরূপ, স্বল্পমাত্রও তুমি, দেবগণের অত্যধিক প্রিয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছ; কুশাসনোপবিষ্ট ঋত্বিকৃগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। ১

হে পয়োগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, অশ্বিদেবদ্বয়ের তৃপ্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

হে প্রথম পয়োগ্রহ! এই তোমার স্থান, তেজোলাভ কামনায় তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৩

পুনশ্চ প্রথম মন্ত্র পাঠ করত দ্বিতীয় পয়োগ্রহ অভিমন্ত্রণ করিয়া চতুর্থ মন্ত্র পাঠ পুরঃসর উহা ওডুম্বর পাত্রে গ্রহণ ও পঞ্চম মন্ত্রে স্থাপন করিবে—

হে পয়োগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, সরস্বতী দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৪

হে দ্বিতীয় পয়োগ্রহ! এই তোমার স্থান, বীর্য্য লাভ কামনায় তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৫

পুনঃপ্রথম মন্ত্র পাঠ করত তৃতীয় পয়োগ্রহ অভিমন্ত্রণ করিয়া ষষ্ঠ মন্ত্রে উহা গ্রহণ ও সপ্তম মন্ত্রে স্থাপন করিবে—

হে পয়োগ্রহ! তুমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত হইতেছ, সুত্রামা ইন্দ্র দেবতার তৃপ্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৬

হে তৃতীয় পয়োগ্রহ! এই তোমার স্থান, বললাভ কামনায় তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ৭

৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে এবং পর কণ্ডিকাত্মক ছয় মন্ত্রে আবৃত্তি ক্রমে নয়টি মন্ত্র সম্পন্ন হইবে, তদ্দ্বারা যথাক্রমে মৃণ্ময় স্থালীতে তিনটি সুরাগ্রহ অভিমন্ত্রিত ও গৃহীত এবং আসাদিত হইবে। তম্মধ্যে এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ—

হে সুরা ও সোম! যেহেতু তোমরা

বিভিন্ন প্রকৃতি অতএব তোমাদের বেদী* এবং কুণ্ড† উভয়ই বিভিন্ন। সুরে! তুমি বলবতী হইতেছ, সোম শান্ত, অতএব প্রার্থনীয় যে উভয়ের একত্র সমাবেশে তুমি সোমকে নষ্ট করিও না। ১

৮ কণ্ডিকা।

হে প্রথম সুরাগ্রহ! তেজঃস্বরূপ তোমাকে অশ্বিদেবদ্বয়ের তৃপ্তির জন্য উপয়াম পাত্রে গ্রহণ করা হইতেছে। ১

হে প্রথম সুরাগ্রহ! এই তোমার স্থান, আমোদ কামনায় তোমাকে এই স্থানে স্থাপিত করিতেছি। ২

হে দ্বিতীয় সুরাগ্রহ! বীর্য্য স্বরূপ তোমাকে সরস্বতী দেবতার তৃপ্তির জন্য উপয়াম পাত্রে গ্রহণ করা হইতেছে। ৩

হে দ্বিতীয় সুরাগ্রহ! এই তোমার স্থান, আনন্দ কামনায় তোমাকে এই স্থানে সাদিত করিতেছি। ৪

হে তৃতীয় সুরাগ্রহ! বীর্য্যস্বরূপ তোমাকে ইন্দ্রদেবতার তৃপ্তির জন্য উপয়াম পাত্রে গ্রহণ করা হইতেছে। ৫

হে তৃতীয় সুরাগ্রহ! স্ফূর্ত্তি কামনায় তোমাকে এই স্থানে সাদিত করিতেছি। ৬

* যেস্থানে প্রস্তুত হয়। † যেস্থানে আহুত হয়; সুরা-হবনের স্থান—দক্ষিণাগ্নি এবং সোম-হবনের স্থান—আহবনীয়াগ্নি।

৯ কণ্ডিকা।

আশ্বিন পয়োগ্রহ গ্রহণের পরে, সাদনের পূর্ব্বে, এইমন্ত্রপাঠ পুরঃসর গৃহীতগ্রহে গোধূম ও কুবলের* চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে—

হে দুগ্ধ! তুমি তেজের বর্দ্ধক হইতেছ, অতএব আমাদের তেজ বর্দ্ধন কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত সারস্বত পয়োগ্রহে উপবাক† ও বদর‡ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে—

হে দুগ্ধ! তুমি বীর্য্যবর্দ্ধক হইতেছ, অতএব আমাদের বীর্য্য বর্দ্ধন কর। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐন্দ্র পয়োগ্রহে যব ও কর্কন্ধু¶ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে—

হে দুগ্ধ! তুমি বলবর্দ্ধক হইতেছ অতএব আমাদের বল বর্দ্ধন কর। ৩

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত আশ্বিন সুরাগ্রহে বৃকলোম প্রক্ষেপ করিবে—

হে সুরে! তুমি ওজোবর্দ্ধক হইতেছ অতএব আমাদের ওজো বর্দ্ধন কর। ৪

পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত সারস্বত সুরাগ্রহে ব্যাঘ্রলোম প্রক্ষেপ করিবে—

হে সুরে! তুমি মন্যুবর্দ্ধক হইতেছ অতএব আমাদের মন্যু বর্দ্ধন কর। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত ঐন্দ্র সুরাগ্রহে সিংহলোম প্রক্ষেপ করিবে—

* কুবল—বড় কুল। † ইন্দ্রযব। ‡ ছোটকুল। ¶ অতি বৃহৎ কুল।

হে সুরে! তুমি সহোবৰ্দ্ধক হইতেছ অতএব আমাদের সহোবর্দ্ধন কর।৬

---

১০ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এবং প্রতিপ্রস্থাতা উভয়ে উভয় পার্শ্বস্থিত হইয়া যজমানকে প্রাঙ্‌মুখ করাইয়া, এই মন্ত্র পাঠ করত তদীয় নাভির ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগ শ্যেন পক্ষীর পক্ষের দ্বারা প্রদক্ষিণ ক্রমে পাবন (ঝাড়ন) করিবে—

যে বিসূচিকা* দেবতা ব্যাঘ্রগণকে, বৃকগণকে, সিংহগণকে, এবং শ্যেনপক্ষীদিগকে রক্ষা করিয়াথাকেন, তিনি যজমানকে রক্ষা করুন†। ১

---

১১ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু যজমানকে অগ্নিদর্শনার্থ প্রৈষ‡ করিলে পরে যজমান এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করত উত্তরবেদিস্থ অগ্নি দর্শন করিবে—

হে অগ্নে! তুমি সাক্ষী থাকিলে—আমি বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া স্তন্যপান কালে আমোদে মত্ত হইয়া ভূয়োভূয় যে মাতৃবক্ষে পদাঘাত করিয়াছি—ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে মাতাপিতার নিকটে চিরঋণী ছিলাম কিন্তু অদ্য তৎসমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম, অধুনা বলিতে পারি—যে আমার লালন পালনে মাতা পিতা যত প্রকার ক্লেশ পাইয়াছেন অদ্য তৎসমস্তই সার্থক হইল। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে পয়োগ্রহ স্পর্শ করিবে—

হে পয়োগ্রহ! তুমি সংযোগ করিতে সমর্থ অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনীয় যে আমাকে কল্যাণ সংযুক্ত কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে সুরাগ্রহ স্পর্শ করিবে—

হে সুরাগ্রহ! তুমি বিয়োগ করিতে সমর্থ অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনীয় যে আমাকে পাপ-মুক্ত কর। ৩

১২—৩১ কণ্ডিকা।

দেবতারা সম্পত্তিমান্ যজমানের বীর্য্যাদি বৃদ্ধির জন্যই এই সৌত্রামণি যাগস্বরূপ ঔষধি প্রচার করিয়াছেন। ঐ ব্যবহারকারী প্রধান বৈদ্য অ- এবং সরস্বতী*। ১

---

* টীকাকার বিষূচিকা শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—বি শব্দে সর্ব্বত্র এবং অঞ্চন শব্দার্থ গমন, একারণ যে রোগ সর্ব্বত্রব্যাপী হইয়া উঠে তাঁহাকেই বিষূচিকা কহে অর্থাৎ সাংক্রামিক উদররোগ বা জ্বরাদি।

† এতাবতা বোধহয় ব্যাঘ্রদিগকে সাংক্রামিক রোগ আক্রমণ করে না।

‡ প্রৈষ=অনুজ্ঞা।

* এই স্থলে একটি আখ্যায়িকা আছে, "ইন্দ্র, নমুচি অসুরের কুচক্রে পড়িয়া অসংস্কৃত সুরা

এইযজ্ঞে দীক্ষাসম্পাদনার্থ শষ্প আবশ্যক। প্রায়ণীয় সম্পাদনার্থ তোক্ম আবশ্যক সোমক্রয়ার্থ লাজা আবশ্যক। ...গুলি বড় মধুর। ২

আতিথ্য সম্পাদনার্থ আসর আবশ্যক মহাবীর* সম্পাদনার্থ নগ্নহু আবশ্যক। উপসৎ† সম্পাদনার্থ ত্রিরাত্র সুরাভিষব আবশ্যক। ৩

ক্রীত সোমের সহিত পরিস্রুৎ‡ পরিষেক করণার্থ,—অশ্বিদেবদ্বয়ের জন্য এক প্রকার, সরস্বতী দেবতার জন্য অন্যপ্রকার এবং ইন্দ্র দেবতার জন্য অপর প্রকার দুগ্ধ আবশ্যক। ৪

সোমের জন্য আসন্দী আবশ্যক। রাজার অভিষেকার্থও অপর একটি আসন্দী আবশ্যক। সুরার জন্য কুম্ভী আবশ্যক। উভয় আসন্দীর মধ্যস্থলে উত্তরবেদি আবশ্যক। যজমানের ভৈষজ্যস্বরূপ কারোতর¶ আবশ্যক। ৫

পান দেবে সম্পত্তি ও যশ হারাইয়াছিলেন, পরে অশ্বি-দেবদ্বয় এবং সরস্বতী তাঁহার সুরাপান রোগের উপশমার্থ এই সৌত্রামণী যাগের আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রধানা পুনঃ স্থাপন করেন অতএব প্রাধান্য লাভ বিষয়ে ঔষধ সৌত্রামণী এবং বৈদ্য—অশ্বিদ্বয় ও সরস্বতী।"

শা০ ১২,৮,৩,১,।

*ধর্ম্ম। † পূর্ব্ববিহিত ইষ্টি বিশেষ। ‡ সুরা। ¶ সুরাপাবন চালনী।

বেদিদ্বারা বেদি লাভ করিবে। বর্হিদ্বারা বর্হি লাভ করিবে। ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয় লাভ করিবে। যূপের দ্বারা যূপ লাভ করিবে। অগ্নির দ্বারা অগ্নি প্রণয়ন করিবে। ৬

অশ্বিদেবদ্বয়ের জন্য হবির্দ্ধান প্রস্তুত করিবে। সরস্বতী দেবতার জন্য আগ্নীধ্র প্রস্তুত করিবে। ইন্দ্রদেবতার জন্য ঐন্দ্র সদঃ, পত্নীশাল ও গার্হপত্য প্রস্তুত করিবে। ৭

প্রৈষের দ্বারা প্রৈষ লাভ করিবে। আপ্রীদ্বারা আপ্রী লাভ করিবে। প্রযাজের দ্বারা প্রয়াজ লাভ করিবে। অনুযাজের দ্বারা অনুযাজ লাভ করিবে। বষট্কারের দ্বারা বষটকার লাভ করিবে। আহুতি দ্বারা আহুতি লাভ করিবে। ৮

পশুদ্বারা পশুক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। পুরোডাশ দ্বারা হবি সম্পন্ন করিবে। ছন্দের দ্বারা সামিধেনী সম্পন্ন করিবে। যাজ্যা দ্বারা বষট্কার সম্পন্ন করিবে। ৯

ধানা, করম্ভ সক্তু পরীবাপ*, পয়ঃ, দধি, হবিঃ, আমিক্ষা বাজিন ও মধু—এইগুলি সোমযাগের প্রধান উপকরণ। ১০

সৌত্রামণি যাগে ধানার স্থানে কুবল, পরীবাপের স্থানে গোধুম, সক্তুর স্থানে

* হবির্পংক্তি।

বদর, করম্ভের স্থানে উপবাক (১১) পয়ঃ-স্থানে যব, দধি স্থানে কর্কন্ধু, সোমের স্থানে বাজিন এবং সৌম্যের* স্থানে আমিক্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১১—১২

'ওশ্রাবয়' ইহাকে স্তোত্রিয় বলাযায়। 'অস্তুশ্রৌবট্'• ইহাকে অনুরূপ বলাযায়। 'যজ'—এই দ্ব্যক্ষরকে ধয্যা বলাযায় 'যেযজামহে' ইহাকে প্রগাথ বলাযায়। ১৩

ঋগর্দ্ধ দ্বারা উক্‌থ সম্পন্ন হয়, প্রত্যেক পদ দ্বারা নিবিৎ সম্পন্ন হয় এবং প্রণব ব্যবহারেই শস্ত্র সম্পন্ন হইয়াথাকে। পয়ঃ প্রক্ষেপ দ্বারা সোম শোধিত হইয়া থাকে। ১৪

প্রাতঃসবনে আরাধ্য দেবতা অশ্বিদেবদ্বয়, মাধ্যন্দিনসবনে আরাধ্য দেবতা —ইন্দ্র এবং তৃতীয়সবনে আরাধ্য দেবতা —বিশ্বেদেবা, বিশেষত সরস্বতী। ১৫

কতিপয় বায়ব্যপাত্র†, সতপাত্র‡, দ্রোণ-কলশ, কুম্ভীদ্বয়¶, অন্তু.দ্বয়+, উভয় প্রকার অভিষুত সোম এবং কতকগুলি স্থালী আবশ্যক। ১৬

যজুর্মন্ত্র দ্বারা গ্রহ সম্পন্ন হয়, গ্রহ দ্বারা স্তোম সম্পন্ন হয়, স্তোমের দ্বারা বিষ্টুতি সম্পন্ন হয় এবং ছন্দের দ্বারা উক্‌থ ও সামের দ্বারা শস্ত্র সম্পন্ন হয়—এই সমস্ত সম্পন্ন হইলেই অবভৃথ সম্পন্ন হইয়াথাকে। ১৭

ইড়া, ভক্ষ, সূক্তবাক্, আশীঃ, শংযু, পত্নীসংযাজ, সমিষ্টযজু ও সংস্থা;—এগুলিও অত্র যজ্ঞে ব্যবহার্য্য। ১৮

ব্রত, দীক্ষা, দক্ষিণা, শ্রদ্ধা,—এই চারিটীই যজ্ঞে প্রধান আদরণীয়, এই চারিটির ফলেই সত্য-লাভ হইয়া থাকে। ১৯

প্রজাপতি কর্ত্তৃক সোমযাগের ব্যবস্থা এতাবদ্রূপই বিহিত হইয়াছে সৌত্রামণী-যাগে সুরার অভিষবমাত্রই বিশেষ

---

৩২ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একত্র পয়োগ্রহত্রয়ই হোম করিবে—

যে যজ্ঞের বিশেষ উপকরণ সুরা, যে যজ্ঞে দেবতারা সানন্দে কুশাসনোপবিষ্ট হইয়া থাকেন, যে যজ্ঞের ফলে সুন্দর প্রজা লাভ হয়, যে যজ্ঞে অর্চ্চনা কার্য্যে প্রবৃত্ত ঋত্বিকৃগণ স্তোত্র পাঠ করত দ্যুবাসী দেবগণকে নমস্কার পুরঃসর সোম প্রদান করিয়াথাকেন তাদৃশ যজ্ঞা-

---

* সৌম্য=সোম পক্ক চরু। † সোমপাত্র। ‡ বৈতসপাত্র, যাহার দ্বারা দ্রোণকলশে ঢালিতে হয়। ¶ আহবনীয়াগ্নির উপরি শিক্যস্থ শতছিদ্র (ঝাঁঝা) সুরাকলশ এবং দক্ষিণাগ্নির উপরি ঐরূপ দ্বিতীয়।

+ পূতভৃৎ ও আধবনীয়।

নুষ্ঠান দ্বারা আমরা ইন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিতেছি। ১

— —

৩৪ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু. প্রতিপ্রস্থাতা ও আগ্নীধ্র আশ্বিন পয়োগ্রহ ভক্ষণ করিবে, হোতা, ব্রহ্মা ও মৈত্রাবরুণ সারস্বত পয়োগ্রহ ভক্ষণ করিবে এবং যজমান ঐন্দ্র পয়োগ্রহ ভক্ষণ করিবে। সকলেই বারদ্বয় করিয়া পয়োগ্রহ ভক্ষণ করিবে, তন্মধ্যে এক একবার এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

অশ্বিদেবদ্বয় অসুর-পুত্র নমুচির নিকট হইতে যে সোম লাভ করিয়াছিলেন, যাহা সরস্বতী দেবীর প্রসাদে সংস্কৃত হইয়া ইন্দ্রিয়-বৃদ্ধিকর হইয়াছিল, তাদৃশ সোম মিশ্রিত এই শুক্রবর্ণ, কান্তিমান্, সুস্বাদু, ভক্ষ্য-প্রধান পয়ঃ ভক্ষণ (পান) করিতেছি। ১

———

৩৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত—অধ্বর্য্যু প্রভৃতি কতিপয় ঋত্বিক্ আশ্বিন সুরাগ্রহ, হোতা প্রভৃতি কতিপয় ঋত্বিক্ সারস্বত সুরাগ্রহ এবং যজমান ঐন্দ্র সুরাগ্রহ পান করিবে-

এই সুসংস্কৃত, সোমমিশ্রিত সুরস পদার্থের যে সারভাগ ইন্দ্রদেবতা শচী দেবীগণের সহিত পান করিয়াথাকেন, ভক্ষ্য-প্রধান এই পদার্থের সেইভাগ আমিহ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্ষণ (পান) করিতেছি। ১

———

[অপসব্য]

৩৬ কণ্ডিকা।

অথবা প্রথম মন্ত্র পাঠ করত আহবনীয় অঙ্গারে উত্তর ভাগে আশ্বিন সুরাগ্রহ হোম করিবে। দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত মধ্যম ভাগে সারস্বত সুরাগ্রহ হোম করিবে। তৃতীয় মন্ত্রে দক্ষিণভাগে ঐন্দ্র সুরাগ্রহ হোম করিবে—

স্বধা শব্দোচ্চারণ পুরঃসর দানে তর্পণীয় পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য সেইরূপ করিয়াই এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। ১

স্বধা শব্দোচ্চারণ পুরঃসর দানে তর্পণীয় পিতামহগণের তৃপ্তির জন্য সেইরূপ করিয়াই এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। ২

স্বধাশব্দোচ্চারণ পুরঃসর দানে তর্পণীয় প্রপিতামহগণের তৃপ্তির জন্য সেইরূপ করিয়াই এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ৩

অনন্তর চতুর্থ মন্ত্রে আশ্বিন সুরাগ্রহ-প্রক্ষালনোদক সেই আহবনীয়াঙ্গারের উত্তর প্রদেশে সিঞ্চন করিবে, পঞ্চম মন্ত্রে সারস্বত সুরাগ্রহ প্রক্ষালনোদক সেই আহবনীয়াঙ্গারের মধ্যভাগে সিঞ্চন করিবে এবং ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐন্দ্র সুরাগ্রহ

াক্ষালনোদক সেই আহবনীয়াঙ্গারের ক্ষিণপ্রদেশে সিঞ্চন করিবে—

পিতৃগণের আহার সম্পন্ন হইয়াছে। ৪

পিতৃগণ মত্ত হইয়াছেন। ৫

পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ৬

সপ্তম মন্ত্র পাঠমাত্র করিবে—

হে পিতৃগণ! (আচমনাদি দ্বারা) আপনারা শুদ্ধ হউন। ৭

---

৩৭ কণ্ডিকা।

দক্ষিণাগ্নির উভয় পার্শ্বে স্তম্ভ পুঁতিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র করিয়া বংশ স্থাপন করত তাহাতে শিক্য বাঁধিয়া সেই শিক্যে শত ছিদ্রা কুম্ভী ঝুলাইয়া দিবে, ঐ ছিদ্রগুলি গো-লোম ও অশ্ব-লোমে পরিবৃত করিয়া সেই কুম্ভে অবশিষ্ট সুরা ঢালিয়া দিবে এবং আহবনীয়াগ্নির উভয় পার্শ্বেও স্তম্ভ পুঁতিয়া তদুপরি দক্ষিণাগ্র করিয়া বংশ স্থাপন করত তাহাতে শিক্য বাঁধিয়া সেই শিক্যে অপর শতছিদ্রা কুম্ভী ঝুলাইয়া দিবে, ঐ ছিদ্রগুলি অজা-লোমে ও অবি-লোমে পরিবৃত করিয়া সেই কুম্ভে অবশিষ্ট পয় ঢালিয়া দিবে। এইরূপে উভয় কুম্ভীর রন্ধ্রগুলি হইতে উভয় অগ্নিতে শনৈঃ শনৈঃ যৎকালে সুরা ও পয় ক্ষরিত হইতে থাকিবে তৎকালে এতৎ প্রভৃতি নয়টি মন্ত্র পাঠ করত পাবন হোম কার্য্য সম্পন্ন করিবে—

সৌম্যমূর্ত্তি পিতৃগণ, পিতামহগণ ও প্রপিতামহগণ-এই কুম্ভীরন্ধ্রগত পবিত্রে ক্ষরিত সোমমিশ্র সুরা ও সোমমিশ্র পয়ঃ পান করুন, তাহা হইলেই আমরা আপনাকে পবিত্র জ্ঞানকরি এবং এই শতরন্ধ্রের প্রসাদে শতায়ু হইতেপারি। ১

এই শতরন্ধ্রে ক্ষরিত সোমমিশ্র সুরা ও সোমমিশ্র পয় পিতামহগণ ও প্রপিতামহগণ গ্রহণ করিলে আমরা পূর্ণ আয়ু লাভ করিতে সক্ষম হইব অতএব তাঁহারা ইহা গ্রহণ-পুরঃসর আমাদিগকে পবিত্র করুন। ২

---

৩৮ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে। আমাদিগের আয়ু পবিত্র কর, যথেষ্ট অন্ন ও পানীয় আমাদিগকে প্রদান কর এবং দুর্জনগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। ৩

---

৩৯ কণ্ডিকা।

রন্ধ্রক্ষরিত এই আহুতি গ্রহণ করত —দেবগণ আমাকে পবিত্র করুন, মন ও তদনুগত বুদ্ধীন্দ্রিয় সকল আমাকে পবিত্র করুন, সমস্ত প্রাণিবর্গের নিকটেই আমি স্বীয় পাবন প্রার্থনা করি, হে জাতবেদঃ! তুমিহ আমাকে পবিত্র কর। ৪

---

৪০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে দেব! দীপ্যমান! স্বীয় পবিত্র শুক্লজ্যোতির দ্বারা আমাকে পবিত্র কর এবং স্বীয় (প্রজ্জ্বলনাদি) কর্ম্ম দ্বারা এই কর্ম্মকে (যজ্ঞকে) পবিত্র কর। ৫

৪১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তোমার শিখার অভ্যন্তরে যে পবিত্র স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন, যিনি সর্ব্বত্রই বিতত; তাঁহার প্রসাদে আমাকে পবিত্র কর*। ৬

৪২ কণ্ডিকা।

যে দেবতা স্বয়ং পবিত্র এবং পবিত্র কারী, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সেই দেবতা স্বীয় পবিত্র প্রভাবে অদ্য আমাকে পবিত্র করুন†। ৭

৪৩ কণ্ডিকা।

হে দেব! হে প্রসবিতঃ! তুমি স্বীয় পবিত্র স্বরূপে এবং পবিত্র কার্য্যে, উভয় প্রকারেই আমাকে ভালরূপে পবিত্র কর‡। ৮

৪৪ কণ্ডিকা।

এই দৃশ্যমানা শতচ্ছিদ্রা কুম্ভী দেবী, সকল দেবগণেরই প্রিয়া এবং আমাদিগের পবিত্রকারিণী, ইহাঁকে সকলেই কামনা করিয়া থাকে, আমরা ভরসা করি এতাদৃশ এই কুম্ভীরই প্রসাদে আমরা যজ্ঞে কৃত-কৃত্যতা লাভ আমোদে আমোদিত এবং সর্ব্বফলের অধিপতি হইতে পারি। ৯

৪৫ কণ্ডিকা।

যজমান, প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া জুহূদ্বারা সকৃৎ গৃহীত আজ্য লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে—

একান্তঃকরণ ও সম-মর্য্যাদ যে সকল পিতৃপুরুষ যমরাজ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের সেই বাসস্থানে এই হবি উপস্থিত হউক, আমাদিগের এই যজ্ঞ তাঁহাদের প্রীতিকর হউক। ১

৪৬ কণ্ডিকা।

যজমান যথাবৎ উপবীতী হইয়া উত্তরবেদিস্থ আহবনীয় অগ্নিতে এই মন্ত্রে অপর আহুতি প্রদান করিবে—

একান্ত করণ, সম-মর্য্যাদ, আমাদের প্রতিস্পর্দ্ধী (জ্ঞাতি) যে সকল জীবগণ এই লোকে বাস করিতেছেন, তাহাদের শ্রী, আমাতে শতধারূপে আশ্রিত হউক। ১

*, †, ‡ এ তিনটি মন্ত্র পাবন উপনিষৎ।

৪৭ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এইমন্ত্রে পযোহোম করিবে—

আমি শুনিযাছি—নশ্বব শরীর ধারী আমাদিগেব গতিব জন্য দুইটি পথ আছে, একটি পথে পিতৃলোকে গমন কবাযায, অপব পথে দেবলোকে গমন করাযায অথবা সেই দুইটি পথই এস্থলেব পরিচেয যে দুই পথের অভ্যন্তরে* এইসমস্ত চরাচর দেদীপ্যমান রহিযাছে, যাহাদিগকে আমরা পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণন করি,†—সেই পথদ্বযব প্রীতি উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে। ১

—

৪৮ কণ্ডিকা।

যজমান এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হুতাশিষ্ট পযো ভক্ষণ কবিবে—

দুগ্ধ পান কবিলে, প্রজনন সামর্থ্য বৃদ্ধি হয, দশবীরঞ্ঝ স্বাস্থ্য লাভ করে, সমস্ত অঙ্গেরই সৌষ্ঠব সাধিত হয, আত্মা প্রসন্ন হএন, প্রজা বৃদ্ধি হয, পশুবৃত্তি বৃদ্ধি হয়, লোকেব মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করাযায, বলবান্ হইতে পারাযায,—তাদৃশ বিবিধ গুণ সম্পন্ন এই হুত শেষ (দুগ্ধ) আমি জঠরাগ্নিতে হবন করিতেছি—ইহা আমার কল্যাণকব হউক অগ্নিদেবতা আমাব প্রজা বৃদ্ধি করুন, আমাদিগকে অন্ন, পয় ও বেত প্রদান করুন। ১

—

৪৯ কণ্ডিকা।

এতদাদি ছয় মন্ত্র দ্বারা সোমবান্* পিতৃগণেব উপস্থান করিবে—

শত্রুশূন্য, সত্যনিষ্ঠ, সোমভাগী যে কোন প্রাণ ধারী পিতৃগণ অধস্তন লোকে বা উপরিতন লোকে অথবা মধ্যলোকে কিংবা এই লোকেই আছেন, তাঁহারা আমাদের বিপদাহ্বানে আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১

—

৫০ কণ্ডিকা।

যে পিতৃগণ, অঙ্গিবাব বংশে, যাঁহারা অথর্ব্ব বংশে বা যাঁহাবা ভৃগু বংশে উৎপন্ন হইযাছিলেন, ইদানীং পিতৃলোকে পদপ্রাপ্ত হইযাছেন, যজ্ঞে পূজনায সোমভাগী, সেই মহোদযগণেব বুদ্ধি আমাদিগেব বিষযে কল্যাণকাবিণী হউক এবং তাঁহাদেব মনও আমাদিগেব কল্যাণকল্পনাতে নিযুক্ত হউক। ২

—

* দ্যুলোক ও ভূলোকের অভ্যন্তরে।

† দ্যুলোক—পিতা এবং ভূলোক—মাতা" শং ১২,৮,২,১।

ঞ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয।

* পিতৃগণ তিনপ্রকার সোমবান [illegible]

৫১ কণ্ডিকা।

বসিষ্ঠবংশাবতংস আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ পিতৃগণ, পূর্ব্বকালে এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করতই দেবগণকে সোমপান করাইয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সোমপানার্থ আমন্ত্রিত হইয়াথাকেন এবং তাঁহারা সোমপান করিতে ইচ্ছাও করেন, যমদেবতাও সোমপানে অভিলাষ করেন অতএব প্রার্থনীয়—যমদেবতা, সেইসকল পিতৃগণের সহিত আমোদ পুরঃসর একত্রাসীন হইয়া অস্মদ্দত্ত হবি (সোম) যথেষ্টরূপে ভক্ষণ (পান) করুন। ৩

---

৫২ কণ্ডিকা।

হে কান্তিবিশিষ্ট সোম! তুমি প্রজ্ঞাবান্, তুমি মনীষী, তুমিই (পরলোক সম্বন্ধে) অকুটিল পথের প্রদর্শক হইতেছ; তোমার প্রসাদেই ধীরগণ দেবলোকে প্রবেশ লাভ করত অভীষ্ট রত্ন লাভে সমর্থ হএন। ৪

---

৫৩ কণ্ডিকা।

হে সোম! হে পবমান! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ধীমদগণ, তোমাকে লাভ করিয়াই বিবিধ কার্য্যে (যাগে) কৃতকার্য্য হইয়াছেন অতএব ভরসাকরি আমাদিগের ক্রিয়মাণ যাগেও তুমি স্বদত্তাবরূপ প্রতি বন্ধকের অপনোদনকারী হইবা। তুমি আমাদিগের রাজ্যে বাত্যাদি উপদ্রব দূর করত এবং পশু পুত্রাদি বর্দ্ধন পুরঃসর আমাদিগকে প্রকৃত ঐশ্চর্য্যবান্ করিয়া বিশেষত ভজনীয় হও। ৫

---

৫৪ কণ্ডিকা।

হে সোম! তোমার যশ, এই ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, পিতৃগণের সহিতও তোমার বিশেষ পরিচয় আছে। হে ইন্দো! আমরা তোমাকে হবি প্রদান করিতেছি, তোমার প্রসাদে যেন প্রচুর ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হই। ৬

---

৫৫ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্রত্রয়ে বর্হিষৎ পিতৃগণের উপস্থান করিবে—

বর্হিষৎ পিতৃগণ, কল্যাণবুদ্ধিতে অত্র আগমন করুন, তাঁহারা অত্রাগত হইয়া তাঁহাদিগের প্রীতির জন্য যে সমস্ত হবি প্রস্তুত করিয়াছি তাহা সেবন করুন এবং এই তৃপ্তিকর সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের রোগ নাশ করুন, ভয় দূর করুন এবং পাপ বিনষ্ট করুন। ১

---

৫৬ কণ্ডিকা।

আমাদিগের কল্যাণকারী পিতৃগণ,

যে লোকে ইদানীং অবস্থিতি করিতেছেন তথাহইতে সম্প্রতি তাঁহাদের পতনের সম্ভাবনাও নাই—ইহা আমি অবগত আছি; তথাপি প্রার্থনা করি—যাঁহারা "বর্হিষৎ" নামে বিখ্যাত, সোমাভিষবে সোমপানার্থ ব্যগ্রও হইয়াথাকেন, তাঁহারা তৎপানার্থ এস্থলে আগমন করুন। ২

৫৭ কণ্ডিকা।

যে সকল পিতৃগণ, নিধিবৎ প্রিয়, যজ্ঞীয় বর্হিতে উপবেশন করিয়াথাকেন এবং সোম-ভাগ-লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাই আহূত হইতেছেন;—তাঁহারা এই যজ্ঞে আগমন করুন, আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন,—আমাদিগকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করুন,—আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩

৫৮ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্র-চতুষ্টয়ে অগ্নিম্বাত্তা পিতৃগণের উপস্থান করিবে—

সোমভাগী অগ্নিম্বাত্তা নামক আমাদের পিতৃগণ দেবগণের গন্তব্য পথে আগমন করুন;—এই যজ্ঞে স্বধালাভে পরিতৃপ্ত হউন;—তাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন;—আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ১

৫৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নিম্বাত্তা পিতৃগণ! তোমরা এই যজ্ঞে আগমন কর;—আগমন করত যথা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থানে আসীন হও;—অনন্তর বর্হির উপরি নিয়মানুসারে স্থাপিত যথাভাগ হবি অদন কর এবং (তৎফল-স্বরূপ) আমাদিগের অন্তরে পুত্রাদি-বিশিষ্ট-ঐশ্বর্য্য-সুখ স্থাপন কর। ২

৬০ কণ্ডিকা।

অগ্নিম্বাত্তা হউন অথবা অগ্নিম্বাত্তা নাই হউন, যে কেহ পিতৃপুরুষ দ্যু-মধ্যে স্থান-লাভ করিয়াছেন,—স্বধালাভে আমোদিত হইয়াথাকেন,— স্বর্গাধিপতি দেবতা, তাঁহাদিগের জন্য, তাঁহাদের কর্ম্মফলানুসারে, প্রাণবায়ুর আশ্রয় এইরূপ (আপনাকে দেখাইয়া) শরীর কল্পনা করিয়াথাকেন (তাঁহারা অত্রাগত হউন)। ৩

৬১ কণ্ডিকা।

যাঁহারা নারাশংসে* সোমরস পান করিয়াথাকেন, সেই ঋতুমান্ অগ্নিম্বাত্তা পিতৃগণকে আবাহন করিতেছি;—সেই বিপ্রগণ সুন্দররূপে আহূত হউন এবং

* যজ্ঞে বা চমসে।

তাঁহাদিগের প্রসাদে আমরা যথাভিলষিত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হই। ৪

---

৬২ কণ্ডিকা।

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের ভোজনকাল এতদাদি দশটি মন্ত্র পাঠ করিবে—সমস্ত পিতৃগণ,* বামজানু পাতিত করিযা দক্ষিণাভিমুখ উপবিষ্ট হওত এই যজ্ঞের প্রশংসা করুন এবং যেহেতু শরীরধারীর চঞ্চলচিত্ততা হেতুক অপরাধ অবশ্যম্ভাবী অতএব আমাদের কোনরূপ অপরাধেই যেন কোপ না করেন। ১

---

৬৩ কণ্ডিকা।

অরুণীর উপস্থে† আসীন পিতৃগণ, হবিঃপ্রদাতা যজমানকে ঐশ্বর্য্যবান্ করিয়াথাকেন;—পিতৃগণ, তাঁহার পুত্রগণকে সেই দের ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন,—তাঁহারা এই যজ্ঞে রস (আনন্দ) প্রদান করুন। ২

---

৬৪ কণ্ডিকা।

হে কব্যবাহন অগ্নে! তুমি যে ধনকে বাক্যে বর্ণনীয় এবং দেবগণের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াথাক, তাহাই আমাদিগকে প্রদান কর। ৩

---

৬৫ কণ্ডিকা।

যে কব্যবাহন অগ্নি, যজ্ঞের মহিমা বৃদ্ধিকারী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াথাকেন; সেই অগ্নি, অধুনা, দেবগণের এবং পিতৃগণের হবি ভাগ করিয়া দিউন। ৪

---

৬৬ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বদাই পূজিত হইতেছ,—তুমি অস্মদ্দত্ত কব্যসকল সুরভি করিয়া পিতৃগণ-সন্নিধানে বহন করিয়াথাক, সেই জন্যই কব্যবাহন নামে বিশ্রুত; যেসকল হবি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা তাঁহারা ভক্ষণ করুন এবং তোমার উদ্দেশে যত্নপূর্ব্বক প্রদত্ত হবি তুমি ভক্ষণ কর। ৫

---

৬৭ কণ্ডিকা।

যেসকল পিতৃগণ এস্থলে আছেন অথবা যাঁহারা এস্থলে নাই এবং যাঁহাদিগকে আমরা অবগত আছি অথবা যাঁহাদিগকে আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি হে জাতবেদঃ! তাঁহারা যতগুলি, তুমি সকলকেই অবগত আছ; তাঁহাদিগের সাহিত্য অবলম্বন পুরঃসর হবিঃগ্রহণ করত প্রীত হইয়া এই যজ্ঞ সকল কর। ৬

---

* সোমবান্, বর্হিষৎ ও অগ্নিষ্বাত্তা।

† অর্থাৎ অরুণবর্ণ রশ্মিপূর্ণ সূর্য্যলোকে, পক্ষান্তরে (শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ পক্ষে) অরুণবর্ণ ঊর্ণাজড়িত নির্ম্মিত আসনে।

৬৮ কণ্ডিকা।

যে পিতৃগণ অতিপ্রাচীন, যাঁহারা সম্প্রতি পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাবা অদ্যাপি এই পৃথিবীলোকেই বিদ্যমান আছেন অথবা (এইমাত্রই বক্তব্য যে) যাঁহারা সর্ব্বত্রই সমস্ত প্রজা তেই বলরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহা দিগের প্রীতির জন্য নম শব্দোচ্চারণ পুব সব এই হবি প্রদত্ত হইল। ৭

---

৬৯ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে। কি পুবাতন কি ইদানী ন্তন পিতৃগণ, যে যে কর্ম্মফলে, দেহ যাত্রাব পবে বিশুদ্ধ দীধিতি অবলম্বন করত সত্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইযাথাকেন, আমরাও সেই সেইরূপ উক্‌থশ॰ সন, ক্ষামা ভিন্দন প্রভৃতি কার্য্য কবিতেছি অতএব ভরসা কৃরি আমবাও সেই অরুণবর্ণ জ্যোতি-র্ম্মার্গ লাভে সমর্থ হইব। ৮

---

৭০ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে! আমবা তোমাকে ভাল বাসী বলিযাই সংস্থাপনকরি এবং ভাল বাসী বলিয়াই সন্দীপিত করি। আরও বক্তব্য যে তুমি যজ্ঞে আবাহন কার্য্যে ব্রতী হইতে ভালবাস বলিযাই তোমাকে বলিতেছি যে, পিতৃগণ যজ্ঞীয হবি ভাল বাসেন বলিযাই তাঁহাদিগকে হবি ভক্ষণ করাইবার জন্য আবাহন কব। ৯

---

৭১ কণ্ডিকা।

হে ইন্দ্র! তুমি যখন জলেব ফেন রূপ আয়ুধে নমুচির শিরশ্ছেদ কবিয়াছ, তখন তুমি অবশ্যই সমস্ত সংগ্রামে বিজয় লাভ ক রতে সমর্থ। ১০

---

৭২ কণ্ডিকা।

এতৎ প্রভৃতি আটটি মন্ত্র পাঠ কবত এক কালেই পয়োগ্রহগুলি ও সুরাগ্রহ গুলির উপস্থান করিবে—

বনস্পতির রাজা, সোমবল্লী এই সোমবল্লীব ঋজীষভাগ পবিত্যাগ পূর্ব্বক যে রসাংশ অভিষুত হইযাথাকে উহা অমৃত—ইহা সত্য এবং এই সত্যানুসাবে এই সত্যটিও অবগত হওআযায যে এই বিশুদ্ধ বস, ইন্দ্রেব অবশ্য পেয, যেহেতু ইহা মধুর ও ইন্দ্রিয সামথ্য বৃদ্ধিকারী আরও বক্তব্য—যে, এই দুগ্ধও অমৃত ও ঐরূপ ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বৃদ্ধিকারী। ১

---

৭৩ কণ্ডিকা।

অঙ্গিরোবংশাবতংস ঋষিগণ, স্বীয বুদ্ধি প্রভাবে নির্ণয় কবিয়া ছন যে, হংস গণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে, দুগ্ধাংশমাত্র

পান করিতে সমর্থ ;—ইহা সত্য এবং —ইত্যাদি। ২

৭৪ কণ্ডিকা।

নির্ম্মল-গগণ-বিহারী আদিত্য, জল-মিশ্রিত সোমরস হইতে স্বীয় কিরণ-পুঞ্জের দ্বারা, জলত্যাগ পূর্ব্বক সোমাংশ-মাত্রই শোষণ করিয়াথাকেন;—ইহা সত্য এবং—ইত্যাদি। ৩

৭৫ কণ্ডিকা।

অন্ন হইতে পরিস্রুৎ উৎপন্ন হয় এবং সেই পরিস্রুতের রস পান করিলে উহা প্রাকৃতিক নিয়মে বলরূপে পরিণত হয়; দুগ্ধ-পানের পরিণামও ঐরূপ, সোম পানের পরিণামও ঐরূপ —ইহা সত্য ; এবং—ইত্যাদি। ৪

৭৬ কণ্ডিকা।

যে পুরুষেন্দ্রিয় হইতে মূত্র ত্যাগ হইতে দেখাযায, উহাই যোনিতে প্রবিষ্ট হইলে বীর্য্য ত্যাগ করে, এবং সেই বীর্য্যে গর্ভের সঞ্চার হয়,—সেই গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, পরে ঐ জরায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে ;—ইহা সত্য এবং —ইত্যাদি। ৫

৭৭ কণ্ডিকা।

প্রজাপতি, বিবেচনা-পূর্ব্বকই 'সত্য' এবং 'অসত্য'—এই উভয় পদার্থ জগতে প্রচার করিয়াছেন কিন্তু তিনিই অসত্যে অশ্রদ্ধা এবং সত্যে শ্রদ্ধার ব্যবস্থা করিয়াছেন ;—ইহা সত্য ; এবং—ইত্যাদি। ৬

৭৮ কণ্ডিকা।

প্রজাপতি (অগ্নি) মৃত কি অমৃত উভয়বিধ পদার্থই স্বীয় ভক্ষ্য-জ্ঞানে ভক্ষণ করিয়া থাকেন,—ইহা সত্য, এবং —ইত্যাদি। ৭

৭৯ কণ্ডিকা।

প্রজাপতি (সূর্য্য) পরিস্রুতের রস, দুগ্ধ ও সোম, দেখিলেই তাহাতে স্বীয় রশ্মি সংযত করিয়া পান করেন,—ইহা সত্য, এবং—ইত্যাদি। ৮

৮০ কণ্ডিকা।

অতঃপর অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত ১৬ টি মন্ত্র এক একটি পাঠ করত ঋষভ-খুরের দ্বারা বসা গ্রহণ পুরঃসর দ্বাত্রিংশৎটি* সুরাগ্রহ হোম করিবে—

অশ্বিদেবদ্বয়, সবিতা, বরুণ এবং সর-

*এস্থাবতা এক একটি মন্ত্রপাঠে দুই দুইটী আহুতি সম্পন্ন হইবে।

স্বতী, ইন্দ্রের চিকিৎসার জন্য যে সৌত্রা-মণি যাগরূপ মহার্হ যজ্ঞের আবির্ভাব করিয়াছেন মনীষী কবিগণ, স্বীয় কল্পনা শক্তির প্রভাবে, সীস এবং ঊর্ণাসূত্রকেই তদীয় তন্ত্র বয়নের* উপকরণ কল্পনা করেন। ১

---

৮১ কণ্ডিকা।

অশ্বিদ্বয় এবং সরস্বতী—এই দেবতা-ত্রয় একবাক্য হইয়া যে যজ্ঞের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, শষ্পগুলি তাহার লোমস্থানীয়, তোক্মগুলিকে ত্বক্ বলা যাইতে পারে এবং লাজাগুলি মাংস-স্থানাপন্ন। ২

---

৮২ কণ্ডিকা।

বৈদ্যবর অশ্বিদেবদ্বয় এবং সরস্বতী যে যজ্ঞের স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার অন্তরাঙ্গ নির্ম্মাণ বিষয়ে, গো-চর্ম্মের উপরি সুরা স্থাপনকারী তাঁহারা বলেন —যে, মাসরগুলি তদীয় অস্থি এবং কারোতরই মজ্জাস্থানীয়। ৩

---

৮৩ কণ্ডিকা।

অশ্বিদেবদ্বয় এবং সরস্বতী যে এতদীয় অন্তরাঙ্গ বয়ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে ধীমদ্‌গণ বিবেচনা করেন যে, পরিস্রুতের লোহিত রস, উহাই উহার শোণিত এবং নগ্নহুগুলিই তদীয় বয়ন-সাধন তসর ও বেমা নামক যন্ত্রদ্বয়। ৪

---

৮৪ কণ্ডিকা।

পয়োভাগ দ্বারা আয়ু, প্রজননশক্তি ও শুক্র কল্পিত হইয়াথাকে; অমতি ও দুর্ম্মতির অপনোদনকারী তাঁহারা এই পয়োভাগ ও সুরার দ্বারাই তদীয় উবধ্য* বাতপ† ও সব্বত্ত‡ কল্পিত করিয়াছেন। ৫

---

৮৫ কণ্ডিকা।

পুরোডাশের দ্বারা হৃদয় এবং বায়ব্য নামক সৌমিক ঊর্দ্ধপাত্রের দ্বারা যকৃৎ¶, ক্লোমা,+, মতস্নদ্বয়= ও পিত্ত কল্পিত করিয়াছেন। ৬

---

৮৬ কণ্ডিকা।

মধু-সিক্ত স্থালীসকল আন্ত্র-স্থানা-

---

* সীস এবং সূত্রই তন্ত্র (তাঁত) বয়নের উপকরণ-প্রধান এবং এযজ্ঞেও সর্ব্ব-প্রথমেই শষ্পাত্রয়ার্থ সীসের এবং তোক্মক্রয়ার্থ ঊর্ণাসূত্রের প্রয়োজন হইয়াথাকে।

* আমাশয় গত অন্ন। † নাড়ীগত অন্ন।
‡ পক্বাশয় গত অন্ন।
¶ কালখণ্ড প্রসিদ্ধ। + গলনাড়িকা
= হৃদয়োভয় পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়।

পন্ন এবং অন্যান্য পাত্রসকল গুদ-স্থানীয় শ্যেন পত্রই প্লীহা-স্থানীয় এবং (সুরাভিষবের আধার মঞ্চ সুতরাং) মাতৃরূপা আসন্দী নাভি ও উদর স্থানাপন্ন কল্পিত করিয়াছেন। ৭

---

৮৭ কণ্ডিকা।

যাঁহার মধ্যে প্রথমত সুরারূপ গর্ভ বাস করে সেই সুরাধানী বনিষ্ঠুরূপে* বর্ণিত হইয়াছে এবং শতধার অপর কুম্ভ যাহা কূপতুল্য গভীর, উহাই প্লাশিরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—এই সুরাধানী এবং কুম্ভী পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধনতা দোহন করিয়াথাকে। ৮

---

৮৮ কণ্ডিকা।

সতপাত্রই, মুখ, পবিত্র, জিহ্বা, চষ্য, পায়ু এবং বালের† দ্বারা বস্তি ও শেপ কল্পিত হইয়াছে। ৯

---

৮৯ কণ্ডিকা।

অশ্বিদেবতাক গ্রহদ্বয়, অমৃত চক্ষুঃস্বরূপ এবং ছাগরূপ পকহবিই চক্ষুস্তেজঃস্বরূপ, যজ্ঞীয় গোধূম সকল, পক্ষ্ম এবং কুবলগুলিই উত*,—ইহাদের দ্বারাই নেত্রগত শুক্ল-কৃষ্ণ রূপ আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। ১০

---

৯০ কণ্ডিকা।

মেষমাংসই নাসিকার স্থানাপন্ন, সারস্বত গ্রহদ্বয় দ্বারা প্রাণবায়ুর অনশ্বর মার্গ কল্পিত হইয়াছে। উপবাকগুলিই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্থানাপন্ন এবং বদরগুলিই নস্যরূপে† কল্পিত হইয়াথাকে। ১১

---

৯১ কণ্ডিকা।

ঋষভমাংসই শারীর বলস্বরূপ এবং ঐন্দ্রগ্রহদ্বয়ই কর্ণশস্কুলিদ্বয়ান্তর্গত শ্রোত্রেন্দ্রিয়। যব ও বর্হিসকল ভ্রূ-কেশর এবং কর্কন্ধুগুলিই মুখ মধ্যগত সারঘ মধু‡। ১২

---

৯২ কণ্ডিকা।

বৃকলোমগুলি উপস্থ লোমের কল্পক ও ব্যাঘ্রলোমগুলি শ্মশ্রুর স্থানাপন্ন এবং সিংহলোমই যশ ও শোভার নিদানভূত ও কান্তির একমাত্র কারণ শিরঃ কেশ। ১৩

---

* বনিষ্ঠু—স্থূলান্ত্রভাগ।
† বাল—সুরাগালন বস্ত্র।

* চক্ষুর্নিবিষ্ট লোম।
† নাসিকার মধ্যজাত লোমকে নস্য কহে।
‡ অর্থাৎ সারঘ মধুতুল্য, লালা বা মুখনাল

৯৩ কণ্ডিকা।

ভিষগ্বয় অশ্বিদেবদ্বয় এবং সরস্বতী উক্ত-বিধ অঙ্গসমূহের দ্বারা এই যজ্ঞশরীরের সম্পাদন করিয়াছেন,—ইহার প্রভাবে ইন্দ্রের * সুখ-জীবন, জ্যোতি ও অমৃতত্ব লাভ হইয়াথাকে। ১৪

———

৯৪ কণ্ডিকা।

সরস্বতী দেবী, উক্ত অশ্বিদেবদ্বযের পত্নীত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় যোনিদেশে এই গর্ভ স্বীকার করেন এবং জলাধিপতি বরুণদেবতা স্বকীয় জল-রসে ও সাম-প্রভাবে জগতের শোভাস্বরূপ এই ইন্দ্রকে জনোপযুক্তরূপ পোষণ করেন। ১৫

———

৯৫ কণ্ডিকা।

যজ্ঞীয পশুগণের তেজোরূপ হবি, (মাংসের জুস্) দুগ্ধ, মাক্ষিক মধু এবং ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিকারী পরিস্রুৎ ও ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ সোমরূপ অমৃত—এই কয়েকটি এই যজ্ঞের প্রধান সম্পত্তি। অশ্বি-দেবদ্বয় ও সরস্বতী দেবী কর্ত্তৃক এই অভিষুত ও অনভিষুত উপ-করণগুলির দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হই-য়াছে। ১৬

———

* সে ব্রাহ্মণদিগের উপক্রমে ঐতিহাসিক বর্ণন ক্রমে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রের চিকিৎসার্থই অশ্বিপ্রভৃতিদেবগণ এই যজ্ঞরূপ ভৈষজ্যের আবিভাব করিয়াছেন, ইদানীং উপসংহারেও তাহাই বর্ণনীয়। পবং এই প্রকরণে ইন্দ্রশব্দের যজমান অর্থই প্রকৃত।

* এস্থলে ইন্দ্র শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ এইমত্ত।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ বিংশ অধ্যায়।

১ম কণ্ডিকা।

[সৌত্রামণি অভিষেক]

জানুপ্রমাণ উচ্চ পাদ বিশিষ্ট আসন্দী বেদীদ্বয়ের উপরি* প্রথম মন্ত্র পাঠ করত স্থাপন করিবে—

হে আসন্দী! তুমি ক্ষত্রজাতির রাজপদবীর উৎপত্তিস্থান হইতেছ এবং তুমিই ক্ষত্রজাতির একতাবন্ধনের নিদর্শন হইতেছ। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে তদুপরি কৃষ্ণাজিন আচ্ছাদিত করিবে—

হে অজিন! তুমি এই আসন্দীর বন্ধুতা লাভ কর এবং আসন্দীও ত্বদীয় বন্ধুতা লাভ করুন। ২

২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত অধ্বর্য্যু যজমানকে তদুপরি উপবিষ্ট করাইবে—

হে যজমান। তুমি এই উপবেশনফলে দণ্ড পুরস্কার দ্বারা দেশের অনিষ্টবারক, ন্যায়পরায়ণ ও রাজ কার্য্য-দক্ষ হইয়া প্রজাবর্গে সাম্রাজ্য করিতে সমর্থ হও। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠে যজমান স্বীয় বাম পাদের অধোদেশে রৌপ্যময় রুক্ম* গ্রহণ করিবে—

অকালমৃত্যু হইতে রক্ষাকর। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠে যজমান স্বীয় দক্ষিণ পাদের অধোদেশে সুবর্ণময় রুক্ম গ্রহণ করিবে—

বিদ্যুৎ পাতাদি হইতে রক্ষা কর। ৩

৩ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু দণ্ডায়মান হইয়া এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করত বেতসপাত্রস্থ বসাগ্রহাবশিষ্ট দ্বারা যজমানের মুখ হইতে ধারাপাত ক্রমে অভিষেক করিবে—

হে যজমান! সবিতৃ দেবতার আভ্যন্তরিক প্রেরণাবশে, অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুবলে এবং পূষার কর-সাহায্যে, অশ্বিদেবদ্বয় কর্তৃক আবিষ্কৃত ভৈষজ্যস্বরূপ এই বসা গ্রহাবশিষ্ট দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি;—ইহার প্রভাবে তুমি যথেষ্ট তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চ লাভ কর। ১

হে যজমান! সবিতৃ দেবতার আভ্যন্তরিক প্রেরণাবশে অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুবলে এবং পূষার কর-সাহায্যে, সরস্বতী দেবতা কর্তৃক আবিষ্কৃত ভৈষজ্যরূপ এই বসা-গ্রহাবশিষ্ট দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত

* অর্থাৎ ঐ আসন্দীর পাদদ্বয় দক্ষিণ বেদীর উপরি এবং অপর পাদদ্বয় উত্তরবেদীর উপরি থাকিবে।

* মণ্ডলাকার ভূষণবিশেষকে রুক্ম বলাযায়।

করিতেছি;—ইহার প্রভাবে তুমি যথেষ্ট অন্ন ও বীর্য্য লাভ কর। ২

হে যজমান! সবিতৃ-দেবতার আভ্যন্তরিক প্রেরণাবশে, অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুবলে এবং পূষার কর-সাহায্যে,—ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়-বৃদ্ধিকর ঐ বসাগ্রহাবশিষ্ট দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি;—ইহার প্রভাবে তুমি যথেষ্ট বল, শ্রী ও যশ লাভ কর। ৩

---

৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত অধ্বর্য্যু যজমানকে স্পর্শ করিবে—

তুমি কে? তুমি একজনা প্রধানব্যক্তি। তুমি কাহার প্রীতির জন্য এতাদৃশ সুমহদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ক দেবতার প্রীতির জন্য। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত যজমান নামস্মরণ করিবে—

হে সুশ্লোক! হে সুমঙ্গল! হে সত্য রাজন্! ২

---

৫ কণ্ডিকা।

এতৎপ্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্রে যজমান স্বীয় শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গসকল স্পর্শ করিবে—

আমার এই মস্তক, শোভান্বিত হউক; মুখ, যশস্কর হউক; কেশ ও শ্মশ্রুসকল, দীপ্তিমান হউক; আমার এই অমৃত প্রাণ, রাজমান থাকুক; চক্ষু, সম্যক্ রাজমান হউক; শ্রোত্র, বিশেষত রাজমান হউক। ১

---

৬ কণ্ডিকা।

আমার এই জিহ্বা, কল্যাণকরী হউক; বাক্য, মহত্ত্ব লাভ করুক; মন অক্রোধ হইয়াও ক্রোধের উপকারাংশ লাভ করুক, ক্রোধ, স্বীয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হউক; অঙ্গুলিসকল, মোদিত হউক, অন্যান্য অঙ্গসকল, প্রমোদিত হউক, আমার মিত্র, শত্রুর অভিভবে সমর্থ হউন। ২

---

৭ কণ্ডিকা।

আমার এই বাহুদ্বয়, বলবান্ হউক; ইন্দ্রিয়ও সুবল হউক, আমার এই হস্তদ্বয়, কর্ম্মক্ষম বার্য্যবান্ হউক, এবং আমার আত্মা—এই হৃদয়, ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বনে সক্ষম হউক। ৩

---

৮ কণ্ডিকা।

আমার এই পৃষ্ঠদেশ রাষ্ট্রের ন্যায় সুর্ব্বাধার হউক এবং উদর, অংসদ্বয়, গ্রীবা শ্রোণীদ্বয়, উরুদ্বয়, অরত্নীদ্বয় ও জানুদ্বয়—

এই অঙ্গসকল প্রজারূপে ঐ রাষ্ট্রে নিরুপদ্রবে বাস করুক। ৪

৯ কণ্ডিকা।

আমার নাভি, চিত্ত, বিজ্ঞান, পায়ু, অপচিতি, ভসৎ ও আনন্দকর অণ্ডদ্বয়, আমার স্ত্রীব (বিশেষত) যোনি প্রদেশ ও তদীয় সৌভাগ্যরূপ মদীয় শিশ্ন, জঙ্ঘাদ্বয় ও পাদদ্বয়—এই সমস্ত অঙ্গই আমাকে প্রজাবিষয়ে ধর্ম্মরূপ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করুক। ৫

১০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত ঐ আসন্দী হইতে নিম্নপাতিত অপর কৃষ্ণাজিনে অবরোহণ করিবে——

আমি ক্ষত্র কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অশ্ববিষয়ে এবং গোবিষয়েও প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, আত্মোন্নতিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, ধনসমৃদ্ধি বিষয়েও প্রতিষ্ঠিত হইতেছি। ১

১১ কণ্ডিকা।

শস্ত্র সমাপ্তি হইলে বষট্‌কৃত কালে এতদাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ পুরঃসর ত্রয়স্ত্রিংশ বশাগ্রহ হোম করিবে——

দেবতাত্রয় অথবা একাদশ দেবতা বা ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা; তাঁহাদের পুরোহিত বৃহস্পতি; তাঁহার সহিত একবাক্যে ইহাঁরা সকলেই,—সবিতৃ-দেবতার অভ্যন্তর প্রেরণাবশে ঈদৃশ মহদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আমাকে,—স্বীয় দেবত্ব প্রভাবে রক্ষা করুন। ১

১২ কণ্ডিকা।

প্রথম দেবতা, দ্বিতীয় দেবতার সহিত,—দ্বিতীয় দেবতা, তৃতীয় দেবতার সহিত,—তৃতীয় দেবতা সত্যের সহিত,—সত্য, যজ্ঞের সহিত,—যজ্ঞ, যজুর্ম্মন্ত্রগণের সহিত,—যজুর্মন্ত্র সকল, ঋঙ্মন্ত্র সকলের সহিত,—ঋঙ্মন্ত্র সকল, সামমন্ত্র সকলের সহিত,—সামমন্ত্র সকল, পুরোনুবাক্যাগণের সহিত,—পুরোনুবাক্যাসকল, যাজ্যাগণের সহিত,—যাজ্যাসকল, বষট্‌কারগণের সহিত,—বষটকার সকল, আহুতিচয়ের সহিত একবাক্য হইয়া এই পৃথিবীতে মদীয় সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ করুন। এই আহুতি ইহাঁরা সম্যক্ রূপে গ্রহণ করুন। ২

১৩ কণ্ডিকা।

যজমান এই মন্ত্র পাঠ করত উপহব পূর্ব্বক প্রত্যক্ষত গ্রহশেষ ভক্ষণ করিবে—

আমার লোমসকল, প্রনতি হউক; আমার ত্বক্ আনতিরূপ আগতি হউক, আমার মাংস উপনতি হউক, আমার অস্থি, বসু হউক; আমার মজ্জা, আনতি হউক। ১

---

১৪ কণ্ডিকা

[অতঃপর অবভৃথ]

এতৎপ্রভৃতি কতিপয় মন্ত্র পাঠ করত মাসরকুম্ভ ভাসাইয়াদিবে—

হে দেবগণ! আপনারা দেবতা অতএব আপনাদের নিকটে প্রার্থনীয় যদি আমরা কখন কোনরূপ আপনাদের মর্য্যাদার অবহেলা করিয়াথাকি, আপনাদেব প্রসাদে অগ্নি দেবতা সেই সর্ব্ববিধ পাপহইতে আমাকে বিমুক্ত করুন। ১

---

১৫ কণ্ডিকা।

দিবাভাগেই হউক আব নিশাকালেই হউক যে কোন পাপ করিয়াথাকি, বায়ু দেবতা সেই সমস্ত পাপহইতে আমাকে মুক্ত করুন। ২

---

১৬ কণ্ডিকা।

যদি জাগ্রদবস্থাতে কোন পাপ করিয়াথাকি অথবা স্বপ্নেই কোন পাপ করিয়াথাকি,—সেই সমস্ত পাপহইতে সূর্য্যদেবতা আমাকে মুক্ত করুন। ৩

---

১৭ কণ্ডিকা।

কি গ্রামে, কি অরণ্যে, কি সভাতে, কি কোনইন্দ্রিয়ে, কি শূদ্রবিষয়ে, কি বৈশ্যবিষয়ে যে কোন স্থানে যে কোন কার্য্যেই হউক যাহা কিছু পাপ করিয়াছি—হে কুম্ভ! তুমি তৎসমস্তেরই বিনাশক হও। ৩

---

১৮ কণ্ডিকা।

যদি কোন অহন্তব্য হনন করিয়াথাকি,—হে বরুণ! তাদৃশ পাপ হইতেও মুক্ত কর। (৫) ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ সুরাকুম্ভ জলে মজ্জন করিবে—

হে অবভৃথ! যদিচ তুমি আশু গতি তথাপি অদ্য মন্থর-গতি হও দেবগণের, সম্বন্ধে বা মনুষ্যগণের সম্বন্ধে মত্ততাদি প্রযুক্ত যাহাকিছু অন্যায়াচরণ হইয়াথাকে তৎসমস্তই আমি এই জলে ত্যাগ করিতেছি, এসমস্ত যেন আমাকে আশ্রয় না করে! আরও প্রার্থনীয়—দেব! বিরুদ্ধবাদী নিন্দকগণ হইতে আমাকে সতত রক্ষা কর। (১) ২

---

১৯ কণ্ডিকা

এই প্রথম মন্ত্রও ঐ মজ্জনেই ব্যবহৃত হইবে—

হে কুম্ভান্তর্গত যাসরসকল। তোমাদিগকে এই গভীর জলের মধ্যে স্থাপন করিতেছি, ওষধি-বীজসকল ও জলরাশি তোমাদিগের সহিত সংস্রবিত হউক।(২)১

দ্বিতীয় মন্ত্রে উত্তরাভিমুখ হইয়া উদকাঞ্জলিগ্রহণ করিবে—

এই জলরাশি এবং এতদীয় ওষধিসকল আমাদের সহিত বন্ধুতা স্বীকার করুন। ২

তৃতীয় মন্ত্রে যে দিকে বা যে যে দিকে শত্রুগণের বাস, সেই দিকে বা সেই সেই দিকে ঐ উদকাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে—

এই জলরাশি এবং এতদীয় ওষধিসকল আমাদের শত্রুদের সহিত শত্রুতা অবলম্বন করুন। ৩

---

২০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত পত্নী ও যজমান উভয়েই ঐ জলের মধ্যে স্ব-স্ব পরিধান বস্ত্র ত্যাগ করিবে—

যেরূপ দ্রুপদাৎ• হইতে অনায়াসে মুক্ত হওয়ায়, যেরূপ স্বেদজলে স্নাত ব্যক্তি সুতরাং নির্ম্মল হয়, যেরূপ পবিত্রে পূত আজ্য অবশ্য বিশুদ্ধ হয়,—এই জলরাশি অদ্য আমাদিগকেও সেইরূপ সমস্ত পাপহইতে বিমুক্ত করত বিশুদ্ধ করুন। ১

---

২১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত তীরে উত্থান করিবে—

আমরা স্নাত সুতরাং নির্ম্মল হইয়া উত্তর স্বঃ দর্শন করত* তীরে উত্থান করিতেছি এবং এই দেব-যজন প্রদেশে গমন করত সূর্য্য দেবের উত্তম জ্যোতিঃ† উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ২

---

২২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে আহবনীয়োপস্থান করিবে—

আমরা এতাবৎকাল জল-স্থ থাকায় বিলক্ষণ কফ-যুক্ত হইয়াছি এবং এ পর্য্যন্ত আমাদিগের শরীরে জল রহিয়াছে; হে অগ্নে! এই অবস্থায় তোমার নিকটে প্রার্থনা করি—যে, এই কার্য্যফলে যেন যথেষ্ট ব্রহ্মবর্চ্চ, প্রজা ও ধন লাভ করি।১

● জলে বিবিধ ওষধিবীজ থাকে, তাহারা যথোপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই জলের অভ্যন্তরে বা তীরে বা অন্যত্র কুত্রচিৎ কোন অবলম্বনে নীত হইয়া তথায় অঙ্কুরিত হয়—ইহা উদ্ভিদ্ গ্রন্থ দিতে প্রসিদ্ধ।

+ কাষ্ঠ-পাদুকা।

* উৎকৃষ্ট সূর্য্য। † রৌদ্র।

২৩ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে আহুতি প্রদানের জন্য হস্তে সমিৎ গ্রহণ করিবে—

হে সমিৎ! তোমার নাম এধ* অতএব তোমার প্রসাদে আমাদেরও এধ হউক।১

দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ সমিৎ আহবনীয়ের উপরি প্রদানোদ্যত হইয়া ধারণ করিবে—

হে সমিৎ! তুমি যেহেতু তেজের বৃদ্ধিকারী অতএব প্রার্থনায়—যে, আমাতে তেজের বৃদ্ধি কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে উহা ঘৃতাক্ত করিয়া লইবে—

পৃথিবী প্রতিক্ষণেই আবর্ত্তন-শালিনী, উষাও আবৃত্তি করিতেছেন, সূর্য্যও আবর্ত্তন করিতেছেন, সমস্ত জগৎই ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, কিছুই স্থির নহে। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে উহা ঐ অগ্নিতে হবন করিবে—

সমস্ত কামনা লাভের জন্য আমি যেন বৈশ্বানর জ্যোতি হই! এই আহুতি পৃথিবীর দেবতা — অগ্নির তৃপ্তির জন্য প্রদত্ত হইল, ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক। ৪

২৪—২৬ কণ্ডিকা।

সৌত্রামণির আরম্ভে আদিত্যেষ্টি সমাপন করিয়া পরে ত্রিপশু যাগ সিদ্ধির জন্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি বিহরণানন্তর অগ্ন্যন্বাধান ও ব্রহ্ম বরণ কার্য্য সমাপনান্তে যজমান এতৎ প্রভৃতি মন্ত্রত্রয়ে প্রতি মন্ত্র পাঠ করত তিন তিনটি সমিৎ আহবনীয়াগ্নিতে হবন করিবে—

হে ব্রতপতে অগ্নে! এই সমিৎ তোমাতে আধান করিতেছি আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তোমাকে সম্যক্ প্রদীপ্ত করিয়াছি; এক্ষণে প্রার্থনীয় যেন তোমার প্রসাদে এই ব্রতটি সুসম্পন্ন হয় এবং ইহার ফল বিষয়ে আমার বিশ্বাসের ন্যূনতা না হয়। ১

যে লোকে, পূজনীয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির ঐকমত্য আছে এবং অগ্নির ন্যায় পদার্থ সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে আমি পুণ্য-লোক বলিয়া জানি*

যে লোকে, পূজনীয় ও ইন্দ্র-বায়ুর ঐকমত্য আছে এবং সেদি† নাই, আমি তাহাকেও পুণ্যলোক বলিয়া জানি‡। ৩

---

২৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে সুরা-সংসর্জন করিবে—

হে সুরে! তোমার অংশু, সোমের অংশুর সহিত মিশ্রিত হউক; তোমার পর্ব্ব, সোমের পর্ব্বের সহিত মিশ্রিত

* 'এধ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি। সমিৎপ্রদানে অগ্নির বৃদ্ধি হয় এইজন্যই উহাকে এধ বলা যায়।

* পৃথিবী। † অন্নাভাবনিবন্ধনদুঃখ। ‡ দ্যুলোক

হউক, তোমার গন্ধ'কে সোম আলিঙ্গন করুক, তোমার অচ্যুত রস, পানকারিগণের মত্ততার নিদান হউক। ১

---

২৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে পূত সুরা গ্রহণ করিবে—

সুরা,—সিঞ্চন করা হইয়াছে, পরিষিঞ্চন করা হইয়াছে, উৎসিঞ্চন করা হইয়াছে, পরে পবিত্র করাও হইযাছে। অধুনা এই বভ্রুবর্ণ সুরা পান করিয়া মত্ত হওত সুরাপায়ী "কিস্তুঃ" "কিস্তু"" * করুক—ইহাই প্রার্থনীয়† । ১

---

২৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ধানাহোম করিবে এবং ইহাই প্রাতঃসবনে পুরোডাশের পুরোনুবাক্যাও হইবে—

হে ইন্দ্র! আমাদিগের যত্ন-সম্পন্ন ধানা‡, করম্ভ¶, ও অপূপ + স্তুতি মিনতি সহকারে প্রাতরাশের জন্য সমার্পত হইতেছে,—সেবন করুন। ১

---

৩০ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু কর্তৃক প্রেষিত ব্রহ্মা এই মন্ত্রে সামগান করিবে—

যে দেবতার প্রভাবে এই দেদীপ্যমান, বৃত্রহন্তম*, জাগরণ শীল†, জ্যোতি (সূর্য্য) সৃষ্ট হইয়াছেন, সেই পরমৈশ্বর্য্যবান্ দেবতার প্রীতির উদ্দেশে ঋতাবৃধ‡ মরুদ্গণ¶ সর্ব্বদাই বৃহৎসাম গান করিতেছেন। ১

---

৩১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ কর্তৃক পয়োনুমন্ত্রণ হইবে—

হে অধ্বর্য্যো! ইন্দ্রের পানার্থ,—তুমি গ্রাবদ্বারা অভিষুত সোমরস, কম্বলময় পবিত্রে গ্রহণ করত ছাঁকিয়াফেল। ১

---

৩২ কণ্ডিকা।

অভিষেকের পূর্ব্বে 'সাসেন তন্ত্রং' (১৯,৮০) ইত্যাদি ষোড়শ মন্ত্রে দ্বাত্রিংশৎ বস্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেই সমস্তের সংস্রব দ্বারা যজমানকে আভষব

---

* তুমি কে? কে তুমি? ইত্যাদি প্রমত্তবচন।

† অর্থাৎ এই সুরা প্রস্তুত যেন প্রশংসনীয় হয়। যে সুরাপানে সুরাপায়ী মত্ত নাহয় উহা সুন্দর-প্রস্তুত হয় নাই সুতরাং নিন্দনীয়।

‡ যবভাজা। ¶ দধি,ও সক্ত। + রুটি।

* অতিশয় বৃত্রহা অর্থাৎ মেঘ ও অন্ধকারের হন্তা।

† অর্থাৎ কখন নিম্নে কখন উর্দ্ধে সতত স্বকার্য্যে জাগ্রত।

‡ সত্যসংবাদ-প্রদ, পক্ষান্তরে যজ্ঞের বর্দ্ধয়িতা

¶ বায়ু বা ঋত্বিক্‌গণ।

করা হইয়াছে, অনন্তর এই কণ্ডিকা এবং পর কণ্ডিকাব প্রথমার্দ্ধ—এই দেড় কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রটি পাঠ করত আর্ষভখুরের দ্বাবা ত্রয়স্ত্রিংশ বসা গ্রহটি অধ্বর্য্যু গ্রহণ কবিবে—

যিনি সমস্ত ভূতের অধিপতি, যাঁহাতে এই সমস্ত চরাচর অধিশ্রিত রহিযাছে, যিনি মহৎ হইতেও মহান্, যিনি ঈশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারই নিয়োগানুসারে হে গ্রহ! তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি, 'আমি তোমাকে গ্রহণ করিব' আমার প্রতি তাঁহার এইরূপই নিয়োগ—

৩৩ কণ্ডিকা।

—তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ, অশ্বিদ্বয, সবস্বতী ও সুত্রামা দেবতার প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

দ্বিতীয মন্ত্রে আসাদন করিবে—

হে গ্রহ! এই তোমার স্থান অশ্বিদ্বয, সবস্বতী ও সুত্রামা দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি। ২

৩৪ ও ৩৫ কণ্ডিকা।

স-শস্ত্র গ্রহ-হোমানন্তর ঋত্বিক্‌গণ এই কণ্ডিকা এবং পব-কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রদ্বয পাঠ করত হুতশেষ ভক্ষণ* করিবে—

হে গ্রহ! তুমি আমাব প্রাণপা হও*, অপানপা হও, চক্ষুষ্পা হও, শোত্রপা হও এবং বিশ্বভেষজস্বরূপ† বাক্য ও মনেরও বিলাযক হও‡। ১

অশ্বি-দেবদ্বয়ের, সবস্বতীর এবং সুত্রামা ইন্দ্রের জন্য প্রস্তুতীকৃত ও উৎসর্গীকৃত গ্রহের শেষ আমরা ভক্ষণ করিতেছি। ২

[আধ্বর্য্যব সমাপ্ত]

[হৌত্র]

৩৬—৪৬ কণ্ডিকা।

এতদাদি একাদশটি মন্ত্র ঐন্দ্রনামক প্রথম পশুর আপ্রিয় প্রয়াজ যাজ্যা হইবে—

পূর্ব্বদিক্‌পতি, বজ্রবাহু, ইন্দ্র, উষামুখে, পূর্ব্বদিক্ প্রকাশ করত উদিত ও ক্রমে বর্দ্ধমান হওত মধ্যাহ্নে সম্যক্ প্রদীপ্ত হইযা স্বীয় সহচর ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবগণের সাহায্যে বৃত্রকে বধ করেন এবং দ্বারসকল বিবৃত করেন+। ১

মনুজগণ কর্ত্তৃক সদা প্রশংসিত, শুব, তনূ-রক্ষক (জাঠররূপে), যজ্ঞেব প্রধান সম্পত্তি অগ্নি দেবতাকে অবলম্বন করিয়া

* বিধিসূত্রে ভক্ষণ আছে কিন্তু টীকাকাব এস্থলে আ দ্বাণ-গ্রহণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* অর্থাৎ প্রাণকে সমুন্নত কব। এইরূপ সর্ব্বত্র।

† অর্থাৎ সমস্ত ঔষধেব মধ্যে প্রধান ঔষধ।

‡ অর্থাৎ কঠোরতা দূর কব।

+ এটি প্রাত্যহিক ঘটনা, সূর্য্যদেবতাব বর্ণনা পরং ঐতিহাসিকরূপে রূপকমাত্র।

প্রচেতা* এই যজ্ঞকে গো প্রভৃতি পশুব দ্বাবা বপাবান্ মধু প্রভৃতিব দ্বাবা সংসিক্ত ও হিবণ্যাদিব দ্বাবা কান্তিমান্ কবত যাগ কার্য্য নির্ব্বাহ কবিযাথাকেন। ২

দেবগণেবও পূজনীয, হবিনামক অশ্ব দ্বযের প্রভু সমস্ত যাগেই স্তবনীয, হবি গ্রহণার্থ আহূত, বলবান্, পুবন্দব, গোত্র ভিৎ, বজ্রবাহু দেবতা আমাদিগেব সাদ রাহ্বানে প্রীত হইয়া অত্রাগত হউন। ৩

প্রীতিমান্ ইন্দ্রদেবতা পৃথিবীব কোণৈকে নির্ম্মিত এই প্রাচীনবর্হি শালা লক্ষ্য কবিযা হবি নামক অশ্বদ্বযকে নিয়োগ করুন অনন্তব বহু প্রথিত সেই দেবতা, আদিত্য এবং বসুগণেব সহিত ঐকমত্য অবলম্বন কবত আর্দ্র (অপক্ব বা নূতন) যজ্ঞীয় সুখকে সুপ্রথিত করুন।৪

উৎসব পূর্ণ, সুপ্রথিত, বীবগণাধিষ্ঠিত।কবয্যঃ‡, দ্বাবদেবীবা ভালরূপে উদ্ঘাটিত হউন এবং যেরূপ সাধ্বী স্ত্রী প্রবাসাগত পতিব প্রতি ধাবমানা হইযা আলিঙ্গন কবে, তাঁহারাও সেইরূপ ধাবমান হইযা বীব, ফলবর্ষী ইন্দ্রদেবতাকে আলিঙ্গন করুন। ৫

বৃহতী, পযস্বতী, সুদুঘা, কান্তিমতী উষাসানক্তা* দেবীদ্বয় — তন্তুবায পত্নীবা যেরূপ পটার্থ বিস্তৃত তন্ত্রে তন্তুকে বিচিত্র প্রকাবে বযন কবে সেইরূপ নিবিষ্টচিত্তে মহান দেবপ্রধান, বিক্রান্ত, ইন্দ্র দেবতাকে যজ্ঞতন্ত্রে বয়ন করুন। ৬

মনুষ্য জাতিব বহুপূর্ব্বে সমুৎপন্ন, সুপ্রথিত অগ্নি এবং বাযু দেবতাবা এই যজ্ঞে হোতৃত্ব স্বীকাব কবত যজ্ঞেব প্রধান স্থলে† ইন্দ্র দেবতাকে ধাবণ পুব সব মধুব হবিব হবনেব দ্বাবা প্রাচীনজ্যোতিকেণ পবিবর্দ্ধিত করুন। ৭

সর্ব্বত্রগামিনী সবস্বতী ইডা ও ভাবতী — এই দেবীত্রয় হবি লাভে বর্দ্ধমান হওত পতি হিতে ঈর্ষ্যাশূন্যা, সাধ্বী পত্নীগণেব ন্যায ঐকবাক্যে ইন্দ্র দেবতাকে সেকন কবত পয দ্বাবা‡ তন্তুব অচ্ছিন্নতা সম্পাদনের ন্যায পয়ধাবা¶ এই যজ্ঞেব অচ্ছিন্নতা — সম্পন্ন করুন।

যে ত্বষ্টৃদেবতা, যশস্বী ও বর্ষণসমর্থ ইন্দ্রদেবতাকে যথেষ্ট বলশালী কবিয়াছেন, যাঁহা অপেক্ষা সমধিক বা সমান প্রশংসনীয় অন্য কেহই নাই, যিনি সর্ব্বত্রগামী, যিনি ইন্দ্রকে বর্ষ কার্য্যের উপযুক্ত

---

* প্রকৃষ্ট চিত্তবান্ যজমান।

† এস্থলে বীরশব্দে ঋত্বিক্‌গণ।

‡ যাহাতে বাযু গমনাগমনের পথ আছে অর্থাৎ

* দিবা ও রজনি।

† আহবনীয় অগ্নি।

‡ এস্থলে পয় শব্দে জল।

¶ এস্থলে দুগ্ধরূপ হবি।

করিয়া বারিবর্ষণ সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত চরাচরের একমাত্র সৃজনকর্তা সেই ত্বষ্টৃদেবতা* যজ্ঞের মূর্দ্ধসদৃশ এই আহবনীয় প্রদেশে দেবগণকে পরিতৃপ্ত করুন। ৯

বনস্পতি দেবতা,† শমিতা দেবতার ন্যায় সোৎসাহে আপনাতে পশু-পাশ বন্ধন স্বীকার করিয়া হব্য দ্বারা ইন্দ্রদেবতার জঠর পরিতৃপ্ত করত মধু ও ঘৃতাদির দ্বারা যজ্ঞকে সিক্ত করুন। ১০

শৌর্য্যবান্, অতি প্রধান, ফলপ্রদ, তুরাষাট্ ইন্দ্রদেবতা বপাস্তোকের পতদ্বিন্দু সকল নিরীক্ষণ করত আমোদিত হউন এবং অমর স্বাহা দেবীরাও ক্ষরিত ঘৃতবিন্দুসকল মনে মনে আন্দোলনকরত আমোদিত হউন। ১১

৪৭—৫৪ কণ্ডিকা।

পশু পুরোডশাদির যাজ্যা ও অনুবাক্যা—

যে ইন্দ্রের পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল দ্যুলোক পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যিনি অপরাজেয় ক্ষাত্র ধর্ম্মের পোষণকারী, সেই বর্দ্ধমান, বিক্রান্ত, ইন্দ্রদেবতা আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য এই যজ্ঞে সমাগত হউন এবং অন্যান্য সমাগত দেবগণের সহ ভোজী হউন। ১

* ত্বষ্ট্রকর্ত্তৃ।

† যূপ।

যে দেবতা সামান্য সংগ্রামে বা দুর্জ্জেয় বহু-রাষ্ট্র-বিপ্লবাদিতে নৃপতি-ধর্ম্ম অবলম্বন করত অমিত বল প্রকাশপূর্ব্বক বজ্রবাহু হইয়া সমস্ত বিপক্ষ পক্ষ দলন করিয়া থাকেন, সেই উগ্রমূর্ত্তি ইন্দ্রদেবতা দূরে থাকুন বা নিকটে থাকুন, আমাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য এই যজ্ঞে সমাগত হউন অত্রাগত হইয়া আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। ২

ইন্দ্রদেবতা আমাদিগের প্রতি সুমুখ হওত এই যজ্ঞে আগমন করুন, তাঁহার আগমনে আমরা রক্ষণ ও ধন উভয়ই আশা করি; সেই মঘবা, বজ্রী, মহান্ দেবতা অত্রাগত হইয়া অন্নলাভার্থ আমাদিগের যজ্ঞে অবস্থিতি করুন। ৩

আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা, প্রীণয়িতা, সুন্দররূপে আহ্বানের যোগ্যপাত্র, বিক্রান্ত, সর্ব্বসমর্থ, ঐশ্বর্য্যবান্; বহুজনের আহূত, ইন্দ্রদেবতাকে আমরা প্রতিকার্য্যেই আহ্বান করিয়াথাকি, তিনিও আমাদের সকল কার্য্যেই কল্যাণবিধান করিয়াথাকেন। ৪

সুন্দররূপে ত্রাণকারী, আত্মীয়বান্, সর্ব্ববিৎ ইন্দ্রদেবতা স্বীয় পালনগুণে আমাদিগের নিকটে "সুন্দররূপে সুখপ্রদ" বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন। তিনি আমাদের দ্বেষ্টৃবর্গকে বিনষ্ট করুন ও পক্ষান্তরে আমাদিগকে নির্ভয় করুন,

আরও ভরসা করি তাঁহার প্রসাদে আমরা যথেষ্ট বীর্য্যলাভে সমর্থ হইব। ৫

যে ইন্দ্র সতত যজ্ঞের হিতকারী, আমরা যেন সেই ইন্দ্রের সৌমনস্যের এবং কল্যাণীয় সুবুদ্ধির পথিক হই! সুন্দর ত্রাণকর্ত্তা, আত্মীয়বান্ সেই ইন্দ্রদেবতা দূরে থাকিলেও আমাদিগের দৌর্ভাগ্য বিদূরিত করুন। ৬

হে ইন্দ্র! তুমি, গভীর হ্রেষাকারী, ময়ূরের ন্যায় বিচিত্র বর্ণ লোমধারী স্বীয় অশ্বগণের সাহায্যে অত্রাগত হও, কিন্তু সাবধান! যেন পাশ-হস্ত ব্যাধগণের জালে পতিত পক্ষীর ন্যায় কোন শত্রু দল-কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হও। যদি ঐরূপ ঘটনাই উপস্থিত হয়, মরু ভূমির ন্যায় ত্যাজ্য বিবেচনায় তাহাদিগকে বিমুখ করিয়া আসিও। ৭

যে ফল-বর্ষী, বজ্র-বাহু ইন্দ্রদেবতাকে বসিষ্ঠাদি ঋষিগণ অর্চ্চনীয় মন্ত্রসমূহের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াথাকেন, সেই ইন্দ্রদেবতা আমাদিগের জন্য প্রজা ও পশু দানে প্রবৃত্ত হউন। হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা আমাদিগকে বহুতর কল্যাণের দ্বারা সতত রক্ষা কর। ৮

৫৫—৬৬ কণ্ডিকা।

এতদাদি ১২টি মন্ত্র আপ্রিয় নামে প্রসিদ্ধ—।

ইদানীং এই যজ্ঞে—অগ্নি, সম্যক্ দীপ্ত রহিয়াছেন; ঘর্ম্ম, তপ্ত রহিয়াছে; সোম, অভিষুত হইয়াছে; ধেনুরূপা সরস্বতী দেবী ইন্দ্রিয়বৃদ্ধিকর বিশুদ্ধ সোম ধারা ক্ষরণ করিতেছেন; হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমাদের অত্রাগমনের এই উপযুক্ত সময়। ১

তনূ-রক্ষক, ভিষগ্বর অশ্বিদেবদ্বয় ও সরস্বতীদেবী, এই লোক-ত্রয় মধুতে সিঞ্চিত করুন এবং ইন্দ্রের জন্য ইন্দ্রিয়-বৃদ্ধি কর সোমরস পথে পথে বহমান করুন। ২

সরস্বতী দেবী এই যজ্ঞের প্রভাবে ইন্দ্রের জন্য সোমরস ও নগ্নহু সতত ক্ষরিত করুন এবং ভিষগ্বর অশ্বিদেবদ্বয়ও এই অভিষবের ফলে ভেষজরূপ মধু সতত ক্ষরিত করুন। ৩

সরস্বতী ও অশ্বিদেবদ্বয় ইহাঁরা আহূয়মান হওত ইন্দ্রের জন্য ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, ইড়া, অন্ন, পানীয় ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে সমর্থ হউন। ৪

অশ্বি দেবদ্বয় ও সরস্বতী দেবী অভিষুত শুক্রবর্ণ সোমরস ও পবিত্রকৃৎ এবং (তদীয় আস্তরণ) বর্হি, ইন্দ্রের পানার্থ নমুচির নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। ৫

ইন্দ্রদেবতা অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহায্যে অবকাশবতী দিক্‌সকল হইতে এবং সচ্ছিদ্রা যজ্ঞীয় দ্বার সকল হইতে, ভূলোক প্রভৃতি দ্যুলোক পর্য্যন্ত সমস্ত কামনাই দোহন করিয়া থাকেন। ৬

স্বরূপা ও সম্যক বিদিতা উষাসা নক্ত দেবতারা, অশ্বিদেবদ্বয় ও সরস্বতী দেবী দিবা প্রারম্ভ হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত একবাক্যে ইন্দ্রে অনুরক্ত থাকেন। ৭

হে অশ্বিদেবদ্বয়। দিবাকালে তোমরা আমাদিগকে রক্ষা কর, হে সরস্বতী দেবি। নিশাকালে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং সোমাভিষুত হইলে তোমরা সকলেই একবাক্যে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াথাক। ৮

ত্রেধা স্থিতা সরস্বতী ইডা ও ভারতী নাম্নী ত্রিদেবী এবং অশ্বিদেবদ্বয়—ইঁহারাই ইন্দ্রের জন্য, পবিত্রক্রৎ সহ সোমের ব্যবহার আবিভূত করিয়াছেন এ সোমে মত্ততা জন্মে ও ইহা তীব্র। ৯

অশ্বিদেবদ্বয়, সরস্বতী ও ত্বষ্টা দেবতা অভিনব কার্য্য সম্পন্ন হইলে পরে তৎ পুরস্কার স্বরূপ ইন্দ্রকে ভেষজ ও ভেষজ রূপ মধু যশ, লক্ষ্মী ও বিবিধ রূপ প্রদান করেন। ১০

ঋতুতে ঋতুতে স্তূয়মান বনস্পতি দেবতা, ইন্দ্রের জন্য পবিত্রক্রতের সহিত অমৃত ক্ষরণ করেন এবং অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহিত্যে সরস্বতী দেবীও ধেনুরূপা হইয়া মধু ক্ষরণ করেন। ১১

হে অশ্বিদেবদ্বয়। তোমরা পরিস্রুৎ ও গব্য এবং মাসরের সহিত অভিষুত মধু ইন্দ্রদেবতাকে প্রদান কর। হে স্বাহা দেবীরা। এতদ্বিষয়ে তোমরাও সরস্বতীর সাহিত্য অবলম্বন কর। ১২

৬৭। ৬৮। ৬৯ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্রত্রয় বপাযাগে যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা—

অশ্বিদেবদ্বয় ও সরস্বতী ইঁহারা ঐকমত্যাবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রের জন্য, নমুচি অসুরের নিকট হইতে হবি, ইন্দ্রিয়, শুক্র বসু ও মঘ আহরণ করিয়াথাকেন। ১

অশ্বিদেবদ্বয় ও সরস্বতীদেবী যে ইন্দ্রকে হবিঃ প্রদান পুর সর পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকেন তিনিই নমুচি অসুরের সহিত বিবাদ করত তদীয় পূজনীয় বল* ভেদ করেন। ২

অশ্বিদেবদ্বয় ও সরস্বতী দেবী, যজ্ঞে, পশুযূথ ও ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিকর হবির দ্বারা সেই ইন্দ্রের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া- থাকেন। ৩

---

৭০ ৭১, ৭২ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্রত্রয় পশুপুরোডাশ যাগের যাজ্যা ও পুরোনুবাক্যা—

যে ইন্দ্র দেবতা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, যিনি সবিতা, বরুণ ভগ, সুত্রামা ও হবিষ্পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই যজমানের অভীষ্ট সাধন করুন। ১

---

* মেঘ। অর্থ, নমুচিকে বিদারণ করত বর্ষণ করেন।

সবিতা, বরুণ ও সুত্রামা দেবতা, নমুচির নিকট হইতে যে বসু, বল ও ইন্দ্রিয় আদায় করিয়াছেন, তাঁহা হবিঃপ্রদ যজমানকে প্রদান করিয়াথাকেন। ২

বরুণ দেবতা ক্ষাত্র ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়, সবিতা দেবতা ঐশ্বর্য্য ও কান্তি এবং সুত্রামা দেবতা যশ ও বল বিতরণেউদ্যত হইয়া যজ্ঞভূমিতে বিচরণ করিয়াথাকেন। ৩

৭৩। ৭৪। ৭৫ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্রত্রয় হবিত্রয়ের যাজ্যা এবং পুবোনুবাক্যা—

অশ্বিদেবদ্বয় ও সরস্বতী দেবী—ইহাঁরা গো প্রভৃতি পশুযূথ, ইন্দ্রিয়-গণ-সামর্থ্য, মনোহর অশ্ববৃন্দ, বীর্য্য ও মানস বল—এই সমস্ত প্রদান করত হবিঃপ্রদ ঐশ্বর্য্যবান্ যজমানকে সমুন্নত করেন। ১

হিরণ্ময় পথে বর্ত্তমান, নৃলোকস্থ, দিব্যরূপ অশ্বি দেবদ্বয় এবং হবিষ্মতী সরস্বতী দেবী ঐশ্বর্য্যবান্ যজমানের যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত আমাদিগকে (ঋত্বিক্‌গণকে) সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। ২

সেই সাধুকর্ম্মা ভিষগ্বর অশ্বি দেবদ্বয়, সেই ফলদোগ্ধ্রী সরস্বতী এবং সেই শতক্রতু বৃত্রহা, ঐশ্বর্য্যবান্ যজমানকে ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য প্রদান করেন। ৩

৭৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি সুরাগ্রহত্রয়ের এবং পয়োগ্রহত্রয়ের পুরোনুবাক্যা—

হে অশ্বিদেবদ্বয়! ও হে সরস্বতী দেবি! সহচর তোমরা নমুচি অসুরে বিদ্যমান সুরাগ্রহটি বিশেষরূপে পান করত এতাদৃশ যাগাদিতে ঐশ্বর্য্যবান্ যজমানকে রক্ষা কর। ১

৭৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি ঐ গ্রহগুলির যাজ্যা—(১০।১৩৪)

৭৮ কণ্ডিকা।

পশু সম্বন্ধী শিষ্টকৃদ্‌যাগে এই মন্ত্রটি পুবোনুবাক্যা—

যে অগ্নিতে বহু অশ্ব, বহু ঋষভ, বহু উক্ষা, বহু বশা, ও বহুতর মেষ খণ্ড খণ্ড করিয়া আহুত হইয়াছে হে অধ্বর্য্যো! সেই অন্নরসপায়ী, সোমপায়ী, শুভকরী অগ্নিকে হৃদয়ের সহিত স্তুতি কর। ১

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

হে অগ্নে! যেরূপ স্রুচে ঘৃত এবং চমূতে সোম সর্ব্বদাই রক্ষিত থাকে, সেইরূপ তোমার আস্যে হবিও চিরবিদ্যমান রাখিয়াছি অতএব আমাদিগকে অন্নভোগ, ধন, সুন্দর প্রজা, প্রশস্ত ও বৃহৎ যশ প্রদান কর। ২

৮০—৯০ কণ্ডিকা।

ত্রয়স্ত্রিংশ বশাগ্রহ সাদনের অনন্তর অধ্বর্য্যুর সম্মুখে বসিয়া হোতা প্রতিগর ক্রিয়া* করিবে, এতদাদি একাদশ মন্ত্রাত্মক শস্ত্র তাহাতেই ব্যবহৃত হইবে—

অশ্বিদেবদ্বয় ইন্দ্রকে স-তেজ চক্ষু প্রদান করুন, সরস্বতী দেবী ইন্দ্রকে স-প্রাণ বীর্য্য প্রদান করুন, ইন্দ্রদেবতা ইন্দ্রকে স-বল বাক্য প্রদান করুন। ১

হে রুদ্ররূপ অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা গো-অশ্ব প্রভৃতি প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়া এই নৃপায্যেঞ্চ আগমন কর। ২

হে ফলপ্রদ অশ্বিদেবদ্বয়! স্ব-সম্বন্ধী হউক বা অসম্বন্ধীই যে অপবাদকার মর্ত্ত্য রিপু, তাহাকে তোমরা ধর্ষণ কর। ৩

হে ধৈর্য্যশীল অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে পিশঙ্গবর্ণ÷ ও ধনহেতু+ ধন প্রদান কর। ৪

* "অধ্বর্য্যো শোংসা বোম্"—এইরূপ আহব-বিশিষ্ট ঋক্‌পাঠকে প্রতিগর ক্রিয়া কহে। এই প্রতিগরে প্রথম ও একাদশ মন্ত্রে বারত্রয় ঐরূপ আহব হইবে এবং মধ্যগত নবমন্ত্রের প্রারম্ভেই ঐরূপ আহব করিতে হইবে।

† এস্থলে ইন্দ্র শব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ যজমান।

‡ যে যজ্ঞে নৃগণ সোমরস পান করে তাহাকেই নৃপায্য কহে।

÷ টীকাকার বলেন সুবর্ণ।

+ যে ধন হইতে ধন বৃদ্ধি হয়।

কর্ম্মধনা, যজ্ঞক্রিয়াধিষ্ঠাত্রী, পাবনকর্ত্রী, সরস্বতী দেবী আমাদিগের এই যজ্ঞে অন্ন দান করিতে বাঞ্ছা করুন। ৫

প্রিয় অথচ সত্য বচনের নিয়ন্ত্রী এবং সুমতির চেতনকর্ত্রী সরস্বতী দেবী, এই যজ্ঞ পোষণ করুন। ৬

সরস্বতী দেবী সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিতে বিরাজমানা থাকিয়া প্রজ্ঞার সাহায্যে মানস-সমুদ্রকে সচেতন করিয়া থাকেন। ৭

হে চিত্রভানো* ইন্দ্র! এখানে আগমন কর; অঙ্গুলি ও দশাপবিত্রের দ্বারা পবিত্রীকৃত এই অভিষুত সোম তোমার জন্যই রক্ষিত আছে। ৮

মেধাবিগণের অনুগত হে ইন্দ্র! অভিষবকারী ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্র-বলে তুমি অনন্য প্রেরিত হইয়াই এস্থলে আগমন কর। ৯

হরিনামক-অশ্ববান্ হে ইন্দ্র! তুমি ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্রবলে অনুরুদ্ধ হইয়া স্তবমান হওত অত্র আগমন কর এবং আমাদিগের এই অভিষবে আগত হওত অন্ন অদন কর। ১০

সরস্বতীর সহিত সমপ্রাত অশ্বিদেবদ্বয় এবং ইন্দ্র, সুত্রামা ও বৃত্রহা দেবতা সোমসম্বন্ধি মধু ও মধু পান করুন। ১১

* বিচিত্র বর্ণ দীপ্তি যাঁহার তাঁহাকেই চিত্রভানু কহে। সূর্য্যের দীপ্তিতে বিবিধ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া থাকে ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ একবিংশ অধ্যায়॥

১ম কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি অবভৃত ইষ্টিতে বরুণদেবতার এক-কপাল পুরোডাশের পুরোনুবাক্যা——

হে বরুণ! তুমি আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর এবং যে হেতু স্বীয় রক্ষা কামনায় তোমার আগমন প্রার্থনা করিতেছি অতএব আমাদিগকে অদ্য সুখী কর। ১

২ কণ্ডিকা।

এইটি তদীয় যাজ্যা—(১৮।৪৯)

৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি অবভৃথ ইষ্টিতে আগ্নিবারুণ যাগে পুরোনুবাক্যা—

যজ্ঞের প্রধান দেবতা, হবি-বহনে-প্রথিততম, দেদীপ্যমান, বিদ্বান্ হে অগ্নে! আমাদিগের প্রতি বরুণ দেবতার কোপ নিবৃত্তি কর এবং অস্মদীয় সমস্ত শত্রুগণকে বিশেষরূপে মুগ্ধ কর। ১

৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

হে অগ্নে! অদ্য উষোদয়ে তুমি স্বীয় পালন শক্তির সহিত আমাদের অতি নিকটস্থ হও,—রক্ষক হও। এবং দাতৃতম তুমি অস্মৎপক্ষ হইয়া বরুণ দেবতাকে অর্চ্চিত কর,—সুতৃপ্তিকর হবি ভক্ষণ কর এবং সুন্দর আহ্বানীয় হও। ২

৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি আদিত্য চরুর পুরোনুবাক্যা—

সদনুষ্ঠানকারীদিগের মাতৃরূপা সত্যের পত্নী স্বরূপা, বহুবলসম্পন্না, জরা-শূন্যা, সুদীর্ঘপথগামিনী, সুখময়ী, সুপ্রণীতা, মহতী অদিতি দেবতাকে* আমরা আত্ম-রক্ষার্থ আহ্বান করি। ১

৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

আমরা স্বীয় কল্যাণার্থ সুত্রামা† বিশালা, সুখময়ী, সুদৃশ্যা, শয়নোপবেশনাদি-স্থান-বিশিষ্টা, সুন্দর অরিত্র-যুতা‡ জল-স্রাব-শূন্যা, অদিতি÷ নামে পরিচিতা এই দৈবী নৌকা+ আরোহণ করিতেছি। ২

---

* এস্থলে অদিতি দেবতা নৌকা।
† সুন্দররূপে নদ্যাদিতে ত্রাণ করিতে সমর্থা।
‡ অরিত্র—হাল। ÷ অখণ্ডিত।
+ এস্থলে যজ্ঞই নৌকারূপে বর্ণিত হইতেছে

৭ কণ্ডিকা।

এইটি নৌকারোহণের মন্ত্র—

যদি কল্যাণ বাঞ্ছিত হয় তবে আমরা যেন জলস্রাব-শূন্যা, অক্রোধা,* বহু অরিত্র বিশিষ্টা‚† সুন্দর নৌকা আরোহণ করি। ১

৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি অবভৃথ ইষ্টি সম্পন্ন হইলে পরে মৈত্রাবরুণী পযস্যার পুরোনুবাক্যা—

হে মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! এই পৃথিবীস্থ ক্ষেত্রসকল ঘৃতবৃষ্টিতে সম্যক্ সিঞ্চিত কর, হে সুকর্ম্মদ্বয়! এই অন্তরীক্ষলোককে মধু-পূর্ণ কর। ১

৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

হে যুবা মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়! আমাদিগের দীর্ঘ জীবনের জন্য বাহুদ্বয় সুপ্রসারিত কর,—ক্ষেত্র সকল ঘৃতে সিঞ্চিত কর,—জনপদে আমাকে বিশ্রুত কর,—আমাদের এই প্রার্থনাগুলি শ্রবণ কর। ২

১০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি বাজিনভাগের পুরোনুবাক্যা—(৯।১৬)

১১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—(৯।১৮)

১২—২২ কণ্ডিকা।

বাযোধস পশু প্রকরণে এতদাদি একাদশটি মন্ত্র আপ্রিনামে প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ প্রযাজের যাজ্যা)—

সমিৎ কাষ্ঠ দ্বারা সম্যক্ জ্বালিত, সুন্দর রূপে দীপ্ত, বরণীয়, অগ্নি দেবতা, গাযত্রী ছন্দ ও ত্র্যবি* গো দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ১

তনূনপাৎ অগ্নি, তনূনপাৎ সরস্বতী ও উষ্ণিক্ ছন্দ এবং দিত্যবাট্‚† গো দেবতা যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ২

ইড়া মন্ত্রে ইড়িত (স্তুত) অগ্নি, অমর সোমদেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ ও পঞ্চাবি‡ গো দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য-বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ৩

বর্হিতে আসীন পূষা, অগ্নি ও বৃহতী ছন্দ এবং ত্রিবৎসগ্ন গো দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ৪

* যাহা দেখিলেই ক্রোধ উৎপন্ন না হয়।
‡ যমুনাপুরী, নৌকার ন্যায়।

* দেড় বৎসরের। † বর্ষদ্বয়ের।
‡ আড়াই বৎসরের। ¶ বর্ষত্রয়ের।

দ্বারদেবীরা, মহতী দিগদেবীরা ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি দেবতা, পঙ্‌ক্তি ছন্দ ও তূর্য্য বাট * গৌ দেবতা যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন।৫

পরস্পর বিভিন্নরূপ সুদীর্ঘ প্রাতঃ ও সায়ং দেবতারা ও অমর বিশ্বেদেবা দেব গণ, ত্রিষ্টুপ ছন্দ ও পষ্ঠবাট † গৌ দেবতা যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ৬

ইন্দ্রের সহিত সতত একত্রাবস্থানকারী "দৈব্যাহোতারা' ‡ দেবদ্বয় জগতী ছন্দ ও অনড়ান্¶ গৌ দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ৭

ইডা, সরস্বতী ও ভারতী—এই দেবী ত্রয়, বৈশ্য-ধর্ম্মাবলম্বী মরুদ্গণ, বিরাট্‌ছন্দ ও ধেনু × গৌ দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ৮

সর্ব্বব্যাপী, অদ্ভুত চরিত্র ত্বষ্টৃদেবতা ও ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়, দ্বিপদা ছন্দ ও উক্ষা। গৌ দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ৯

* চারি বৎসরের। † পাঁচ বৎসরের।
‡ অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি ও বায়ু।
¶ ছয় বৎসরের যুবা বৃষ।
× দুগ্ধবতী গাভী। ⌐ প্রজনন সামর্থ্যবান্ বৃষ।

আমাদিগের হৃদয়ানন্দ দ বনস্পতি দেবতা ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ সবিতাদেবতা, ককুপ্‌ ছন্দ এবং বশা* ও বেহৎ † গৌ দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ১০

স্বাহা দেবীরা এবং ক্ষত্র ধর্ম্মাবলম্বী সৌত্রামণি যাগরূপ ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা বরুণ দেবতা, অতিচ্ছন্দ ও বৃহৎ ঋষভ ‡ গৌ দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন। ১১

২৭—২৮ কণ্ডিকা।

সেই বাঁযোধস পশুতেই এই ছয় মন্ত্র ক্রমে যাজ্যানুবাক্যা হইবে, প্রথমত বপাযাগে এইমন্ত্রটি পুরোনুবাক্যা—

বসন্ত ঋতু ত্রিবৃৎ সোম ও রথন্তর সামে স্তুত, বসু দেবতারা যজমানকে তেজ, আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন। ১

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

গ্রীষ্ম ঋতু, পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহৎসামে স্তুত রুদ্র দেবতারা যজমানকে যশ,বল, আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন। ২

এই মন্ত্রটি পশুপুরোডাশ যাগে পুরোনুবাক্যা—

বর্ষা ঋতু, সপ্তদশ স্তোম ও বৈরূপ

* বন্ধ্যা। † মৃতবৎসা। ‡ ককুদ্মান্ বৃষ।

সামে স্তুত আদিত্য দেবতারা যজমানকে প্রজা, ওজঃ আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন। ৩

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

শরৎ ঋতু, একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ সামে স্তুত ঋভু দেবতারা যজমানকে কান্তিযুক্ত ক্রান্তি, আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন। ৪

এই মন্ত্রটি হৃদয়াদিযাগে পুরোনুবাক্যা।—

হেমন্ত ঋতু, ত্রিণব স্তোম ও শাকর সামে স্তুত মরুৎ দেবতারা যজমানকে শারীর বল, মানস বল, আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন। ৫

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা—

শিশির ঋতু, ত্রয়স্ত্রিংশ স্তোম ও রৈবত সামে স্তুত অমৃত দেবগণ যজমানকে সত্য ও ক্ষত্র-বীর্য্য, আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন। ৬

২৯—৪০ কণ্ডিকা।

এতদাদি দ্বাদশটি মন্ত্র ত্রিপশু সম্বন্ধে প্রৈষ হইবে—

আহবনীয় বেদীতে অধিষ্ঠিত হোতা, সমিৎপ্রদান দ্বারা অগ্নির যজন করিবে এবং ধূম্রবর্ণ অজা ও গোধূম, কুবল ও শষ্পে সম্পাদিত, ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিকর, তেজোবৃদ্ধিকর, ভেষজ স্বরূপ, মধুর, পরিস্রুৎ এবং দুগ্ধ ও সোমরসের দ্বারা অশ্বিদেবদ্বয়, ইন্দ্র ও সরস্বতী দেবতার যজন করিবে; এই দেবতারা অত্র যজ্ঞে স্থিত, মধু ও ভোগ করুন। হে হোতঃ! তাঁহাদের প্রীতি উদ্দেশে আজ্যাহুতি প্রদান কর। ১

হোতা,—মধুমান্ যজ্ঞীয় পথে অবি, মেষ আহরণ করত তদ্দ্বারা তনূনপাৎ দেবতার যজন করিবে এবং বদর, উপবাক ও তোক্মাদি দ্বারা সুসম্পন্ন, বীর্য্যপ্রদ, ভেষজ স্বরূপ, পরিস্রুৎ এবং দুগ্ধ ও সোমরসের দ্বারা অশ্বিদেবদ্বয়, ইন্দ্র ও সরস্বতী দেবতার যজন করিবে; এই দেবতারা অত্র যজ্ঞে স্থিত, মধু ও ভোগ করুন। হে হোতঃ! তাঁহাদের প্রীতি উদ্দেশে আজ্যাহুতি প্রদান কর। ২

হোতা, নরাশংস দেবতার যজন করিবে ইত্যাদি। ৩

হোতা, ইড়িত ইড়া দেবতার যজন করিবে ইত্যাদি। ৪

হোতা, উর্ণাতন্তুর ন্যায় অতিকোমল বর্হিদেবতার যজন করিবে ইত্যাদি। ৫

হোতা, কবষ্য দ্বার দেবীদের যজন করিবে ইত্যাদি। ৬

হোতা, সুরূপা উষাসানক্ত দেবীদ্বয়ের যজন করিবে ইত্যাদি। ৭

হোতা, দৈব্যাহোতারা দেবদ্বয়ের যজন করিবে ইত্যাদি। ৮

হোতা, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী—এই দেবীত্রয়ের যজন করিবে ইত্যাদি।

হোতা, সুরেতা ও ঋষভ ত্বষ্টৃ দেবতার যজন করিবে ইত্যাদি। ১০

হোতা, পশুদের ভয়াবহ ও ক্রোধোদ্দীপক বনস্পতি (যূপ) দেবতার যজন করিবে ইত্যাদি। ১১

হোতা, অগ্নির যজন করিবে—ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে এবং তদতিরিক্ত মেদাহুতিও প্রদান করিবে। অশ্বিদেবদ্বয়ের জন্য ছাগাহুতি প্রদান করিবে। বিক্রান্ত ইন্দ্রদেবতার জন্য ঋষভাহুতি প্রদান করিবে। বল দেবতাকে ইন্দ্রিয়াহুতি প্রদান করিবে। অগ্নিষোম দেবদ্বয়ের জন্য ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিকর ভৈষজ স্বরূপ সোম হবন করিবে। সুত্রামা, সবিতা, বরুণ, ও ভিষগ্বর বনস্পতি দেবতার জন্য ভেষজ স্বরূপ প্রিয় অন্ন হবন করিবে। উক্ত আজ্যপা দেবগণ ভেষজ সেবনে উদ্যত হইয়া ভেষজস্বরূপ, মধুর, দুগ্ধ ও সোম ও পরিস্রুৎ পান করুন এবং ঘৃত, মধুও ভোগ করুন। হে হোতঃ! তাঁহাদের প্রীতি উদ্দেশে আজ্যাহুতি প্রদান কর। ১২

—

৪১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে অশ্বিদেবতার উদ্দেশে বপাযাগের প্রৈষ হইবে—

হোতা, অশ্বিদেবদ্বয়ের যজন করিবে তাঁহারাও প্রীতি পূর্ব্বক ছাগের বপাহুতি সেবন করুন। হে হোতঃ! তাঁহাদিগকে ঐ হবি প্রদান কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে বপাযাগের প্রৈষ করিবে—

হোতা, সরস্বতী দেবীর যজন করিবে, তিনিও মেষের বপাহুতি সেবন করুন। হে হোতঃ! তাঁহাকে ঐ হবি প্রদান কর। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে বপাযাগের প্রৈষ করিবে—

হোতা, ইন্দ্র দেবতার যজন করিবে; তিনিও ঋষভের বপাহুতি সেবন করুন। হে হোতঃ! তাঁহাকে ঐ হবি প্রদান কর ৩

—

৪২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি গ্রহ যাগের প্রৈষে ব্যবহৃত হইবে—

হোতা,—অশ্বিদেবদ্বয়, সরস্বতী এবং সুত্রামা ইন্দ্র দেবতার যজন করিবে। হে অধ্বর্য্যো! ছাগ, মেষ ও ঋষভ মাংসে রমণীয়, শষ্প, তোক্ম, যবাঙ্কুর ও লাজ-চূর্ণ-মিশ্র, মাসরের দ্বারা অলঙ্কৃত সুরার সহিত সম্মিলিত সুতরাং মদকর ও তেজস্কর এবং শুক্লবর্ণ, অমৃতরূপ দুগ্ধ সম্মিলিত ও মধুস্রাবী, তোমাদিগ কর্ত্তৃক অভিষুত এই সোম হোমাভিমুখে গমন

করিতেছে; অশ্বিদেবদ্বয়, সরস্বতী ও সুত্রামা বৃত্রহা ইন্দ্র এই সোমরস সেবন করুন,—সোম সম্বন্ধি মধু পান করুন,—মত্ত হউন,—তৃপ্ত হউন,—রাজমান হউন হে হোতঃ! ইহাদিগের যজন কর। ১

৪৩—৪৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি আশ্বিন হবির প্রৈষ—

হোতা, অশ্বিদেবদ্বয়ের যজন করিবে। অশ্বিদেবদ্বয় ছাগমাংসরূপ হবি ভক্ষণ করুন। অদ্য এই পশুর উদর মধ্য হইতে উদ্ধৃত মেদও ভক্ষণ করুন। এই মেদ দ্বেষ্টৃগণ ও লোভিগণের অত্রাগমনের পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয় প্রতি গ্রাসেই নূতন, রুচিকর, স্বয়ংক্ষরণ-স্বভাব, বহুস্তুত, অগ্নি পক, স্থূলাঙ্গের নিকট স্থায়ী, পার্শ্ব-শ্রোণি-বাহু-শিশ্ন-প্রভৃতি অঙ্গ হইতে খণ্ড খণ্ড রূপে সংগৃহীত, খাদ্যপ্রধান* এই মাংসখণ্ডগুলি ভক্ষণ ও মেদাদি পান করিবেন। অশ্বিদেবদ্বয় ইহা প্রীতি পূর্ব্বক সেবন করুন। হে হোতঃ! তুমি এতদনুরূপ যাগ কর। ১

এই মন্ত্রটি সারস্বত হবির প্রৈষ—

হোতা, সরস্বতী দেবীর যজন করিবে। সরস্বতী দেবী মেষমাংসরূপ হবি ভক্ষণ করুন। অদ্য এই পশুর উদর মধ্য হইতে ইত্যাদি। ২

এই মন্ত্রটি ঐন্দ্র হবির প্রৈষ—

হোতা, ইন্দ্র দেবতার যজন করিবে। ইন্দ্র দেবতা ঋষভ মাংসরূপ হবি ভক্ষণ করুন। অদ্য এই পশুর উদর মধ্যহইতে ইত্যাদি। ৩

---

৪৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি বনস্পতি যাগের প্রৈষ—

যেহেতু বনস্পতি দেবতা সুচিক্কণ সুদৃঢ় রজ্জুর দ্বারা পশুগণকে স্ব দেহে আবদ্ধ করিয়া থাকেন অতএব হোতা তাঁহারও যজন করিবে। যাহা অশ্বিদেবদ্বয়ের প্রিয় ছাগরূপ হবির আশ্রয়, যাহা সরস্বতী দেবীর প্রিয় মেষরূপ হবির আশ্রয়, যাহা ইন্দ্রদেবতার প্রিয় ঋষভ রূপ হবির আশ্রয়, যাহা অগ্নি দেবতার প্রিয় হবির আশ্রয়, যাহা সোমদেবতার প্রিয় হবির আশ্রয়, যাহা সুত্রামা ইন্দ্রদেবতার প্রিয় হবির আশ্রয়, যাহা সবিতৃ-দেবতার প্রিয় হবির আশ্রয়, যাহা বরুণ দেবতার প্রিয় হবির আশ্রয়, যাহা বনস্পতি দেবতার প্রিয় অন্নরূপ হবির আশ্রয়, যাহা আজ্যপা দেবগণের প্রিয় হবির আশ্রয়, যাহা হোতৃরূপ অগ্নির প্রিয় হবির আশ্রয়,

---

* শতপথে উক্ত হইয়াছে—"যতপ্রকার খাদ্য আছে তন্মধ্যে মাংসই প্রধান"।

সেই বনস্পতি দেবতাকে বার বার স্তব করত ক্রিয়ারম্ভ করিবে। বনস্পতি দেবতা প্রীতি পূর্ব্বক হবি সেবন করুন। হে হোতঃ! বনস্পতি দেবতাকে হবি প্রদান কর। ১

---

৪৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি স্বিষ্টকৃৎ যাগের প্রৈষ—

যে স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি দেবতা বিদ্যমান থাকাতে—অশ্বিদেবদ্বয়ের প্রিয় হবি ছাগ-মাংসের আহুতি সুসম্পন্ন হয়, সরস্বতী দেবতার প্রিয় হবি মেষ মাংসের আহুতি সুসম্পন্ন হয়, ইন্দ্রদেবতার প্রিয় হবি ঋষভ মাংসের আহুতি সুসম্পন্ন হয় এবং যাহাতে অগ্নি দেবতাব প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে সোম দেবতার প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে সুত্রামা ইন্দ্র দেবতাব প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে সবিতৃ দেবতার প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে বরুণ দেবতার প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে বনস্পতি দেবতার প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে আজ্যপা দেবগণের সকলেরই প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যাহাতে হোতৃরূপ অগ্নি দেবতারও প্রিয় আহুতি সুসম্পন্ন হয়, যিনি স্বীয় মহিমার স্বয়ংই প্রকাশক,—যাঁহার প্রসাদে অন্নশালী, উপযুক্ত, ক্ষমতাবান্, যজমানগণ যাগ কার্য্যে কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন,—সেই অগ্নি দেবতাকে হোতা যজন করিবে। সেই জাতবেদা স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি, হবি সেবন করুন—যজ্ঞসকল সফল করুন। হে হোতঃ! অগ্নি দেবতার যজন কর। ২

৪৮—৫৮ কণ্ডিকা।

এতৎ প্রভৃতি একাদশ কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রগুলি ত্রিপশু যাগের অনুযাজ সম্বন্ধে প্রৈষ ও যাজ্যা —

দেবগণের সুদৃষ্টি পাত্র, অনুযাজ-দেবতা বর্হি,—সরস্বতী, অশ্বিদেবদ্বয় ও ইন্দ্রদেবতার সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) তেজো বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তেজস্বী করুন—বিশেষত অক্ষিদ্বয়ের তেজঃ-প্রাচুর্য্য বিধান করুন এবং বিবিধ সম্পত্তির আয় দ্বারা তাঁহাকে সম্পত্তিমান্ করুন। তাঁহারা সকলেই এই হবি ভক্ষণ করুন। হে হোতঃ! তুমি তাঁহাদের যজন কর। ১

দ্বারদেবীরা,—সরস্বতী, ইন্দ্র ও ভিষগ্বর অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) বীর্য্য বৃদ্ধি করুন, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বীর্য্যবান্ করুন—বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি। ২

উষাসানক্ত দেবীরা,—সরস্বতী, অশ্বি-দেবদ্বয় ও সুত্রামা ইন্দ্র দেবতার সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) বল বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বলবান্ করুন—বিশেষত বাগিন্দ্রিয়ের প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি। ৩০

জোষ্ট্রী দেবীরা*,—সরস্বতী, ইন্দ্র ও অশ্বিদেবগণের সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) যশোবৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে যশোভাজন করুন—বিশেষত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি। ৪

সর্ব্বকাম-পূরয়িত্রী, ঊর্জাহুতী দেবীরা†,—কাম-পূরক ইন্দ্র, সরস্বতী ও ভিষগ্বর অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহিত্যে রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওত ধনীর (যজমানের) জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জ্যোতিষ্মান্ করুন—বিশেষত শুক্রস্থান স্তনদ্বয়ের প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি। ৫

দেবগণের তৃপ্তির জন্য হোতৃ-কার্য্যে ব্যবহার্য্য বষট্কার দেবতারা,—ইন্দ্র, সরস্বতী ও ভিষগ্বর অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) কান্তি বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কান্তিমান্ করুন—বিশেষত বুদ্ধির প্রাখর্য্য বৃদ্ধিরূপ হৃদয়ক্ষেত্রের প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি। ৬

* দ্যুলোক ও ভূলোক অথবা অহোরাত্র।
† ঊর্জনির্দিষ্ট আহুতি।

তিস্রোদেবীরা,—অশ্বিদেবদ্বয়ের, ইন্দ্র ও সরস্বতীর সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) নাভির মধ্যে বল বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অন্তর্ব্বল বিধান করুন এবং ইত্যাদি। ৭

ঐশ্বর্য্যমান্, ত্রিবরূথ* নরাশংস†দেবতা,—সরস্বতী, ইন্দ্র ও অশ্বিদেবদ্বয়ের সাহিত্যে ধনীর (যজমানের) রেতোরূপ অমৃত বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই সামর্থ্য বৃদ্ধি করুন—বিশেষত জননেন্দ্রিয়ের স্ব-কার্য্য সাধনে ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত করুন এবং ইত্যাদি। ৮

হিরণ্যপর্ণ, সুপিপল, পূজ্য, বনস্পতি-দেবতা,—যজমানের জন্য মধুময় ফল সমুৎপাদনার্থ—ইন্দ্র, অশ্বিদেবদ্বয়ের ও সরস্বতীর সাহিত্যে ওজোবৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই ওজস্বী করুন—বিশেষত ক্রোধের ফলপ্রদ বাহুদ্বয়কে ওজস্বী ও পাদদ্বয়কে বেগ-গমনে সমর্থ করুন এবং ইত্যাদি। ৯

ওষধি-শ্রেষ্ঠ, ঊর্ণবৎ কোমল, যজ্ঞে আস্তীর্ণ, উপবেশন, সুখ-বৃদ্ধিকারী বর্হি-দেবতা,—সরস্বতী, অশ্বিদেবদ্বয় ও ইন্দ্রের সহিত্যে দীপ্তিমান্ মন্যু বৃদ্ধি করুন—সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই মন্যুমান্ করুন এবং ইত্যাদি। ১০

স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিদেবতা,—মিত্রাবরুণ

* অর্থাৎ ত্রি স্থান=সদোমণ্ডপ, হবির্দ্ধান, আগ্নীধ্র।
† যজ্ঞ।

দেব-দ্বয়, ইন্দ্রদেবতা, অশ্বিদেবদ্বয়, বাক্য-রূপিণী সরস্বতী দেবী অগ্নি ও সোমদেবতার যথাযোগ্য যজন করিয়াছেন, স্বিষ্টকৃৎ সুত্রামা ইন্দ্রদেবতা, সবিতা দেবতা, বরুণ দেবতা ও বনস্পতি দেবতারও যথাযথ যজন করিয়াছেন এবং অন্যান্য আজ্যপা দেবগণেরও যথাযথ যজন করিয়াছেন এক্ষণে হোতৃরূপ সেই দেবতা এই যজুস্ হোতাকে যশ, ইন্দ্রিয়, ঊর্জ্জ, অন্ন অপচিতি,* ও স্বধা† প্রদান করুন। ধনীর যাগসিদ্ধির জন্য আহুত সমস্ত দেবতারাই স্ব-স্ব-ভাগ হবি অদন করুন। হে হোতঃ! তুমি প্রোক্ত সমস্ত দেবতারই যজন কর। ১১

৫৯—৬১ কণ্ডিকা।

এতৎপ্রভৃতি কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রত্রয়ে সূক্তবাকের প্রৈষ সম্পন্ন হইবে— অদ্য যজমান, পুরোডাশ পাক করিয়া এবং অশ্বিদেবদ্বয়ের জন্য ছাগ, সরস্বতীর জন্য মেষ ও ইন্দ্রের জন্য ঋষভ যূপে বন্ধন করণানন্তর এবং তাঁহাদিগের জন্য সুরা-মিশ্রিত সোম অভিষুত হইলে পরে হোমকার্য্য নিষ্পাদক অগ্নি দেবতাকে বরণ করিবে। ১

বনস্পতি দেবতা, ছাগের দ্বারা অশ্বিদেবদ্বয়ের উপস্থান করিয়া থাকেন,— মেষের দ্বারা সরস্বতীর উপস্থান করিয়া থাকেন,— ঋষভের দ্বারা ইন্দ্রের উপস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ ঐ পশুর পক্ব মাংস আহার করিয়াই থাকেন, মেদ পর্য্যন্তও ভক্ষণ করেন। তাঁহারা পুরোডাস ভক্ষণে শরীরে পুষ্টি সাধন করেন। তাঁহারা সুরা মিশ্রিত সোমপানে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন। ২

হে অগ্নে! ইনি "দেবগণের নিকট হইতে আমাদের জন্য বরণীয় ধন আদায় করিবেন এবং তৎসমস্ত আমাদিগকে দান করিবেন"—এই আশয়ে অদ্য এই যজমান, সমস্ত দেবগণের মধ্যে তোমাকেই "হে ঋষে! হে ঋষিপুত্র! হে ঋষিপৌত্র!"—ইত্যাদি স্তুতিবাক্যে হোতৃকার্য্যে বরণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি হোতা, অতএব তাদৃশ উদ্যম কর;—তুমি কল্যাণ-বর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইয়াছ অতএব তাদৃশী সূক্তসকল ব্যবহার কর—মনুষ্য-কার্য্য সাধন কর॥ ৩

* পূজা। † পিতৃশ্রাদ্ধাদির জন্য অন্ন।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখায় মন্ত্রভাগে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

(অশ্বমেধ প্রকরণ*)

১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত অধ্বর্য্যু যজমানের কণ্ঠে নিষ্ক† বন্ধন করিবে (প্রাতর্হোম হইলে পর পূর্ণাহুতি দানের সময়ে ঐ নিষ্ক সেই অধ্বর্য্যুরই প্রাপ্য হইবে)।

হে প্রদীপ্তবর্ণ, ক্ষয় শূন্য, তেজঃস্বরূপ নিষ্ক! তুমি আয়ূ রক্ষণে সক্ষম অতএব তোমার ধারণ-প্রভাবে আমি যেন দীর্ঘায়ু হই। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত রশনাগ্রহণে‡ উদ্যত হওত তৃতীয় মন্ত্র পাঠে উহা গ্রহণ করিবে—

হে রশনে! সবিতৃ দেবতার প্রেরণাবশে এবং অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুবলে ও পূষদেবতার হস্ত-সাহায্যে তোমাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ২

গ্রহণ করিলাম। ৩

২ কণ্ডিকা।

ঐ রশনা হস্তস্থ রাখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

এই রশনা এক্ষণে গৃহীত হইল। যে রশনা এই যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে কবিগণকর্ত্তৃক এই যজ্ঞার্থই নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের এই যজ্ঞে প্রকাশ পাইল এবং এই রশনাগ্রহণই সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছে যে অদ্য আমরা অশ্বমেধ আরম্ভ করিলাম। ১

৩ কণ্ডিকা।

চতুর্থ কণ্ডিকান্তর্গত তৃতীয় মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ব্রহ্মা অশ্ব বন্ধনে অনুমতি করিলে পরে এই কণ্ডিকা এবং সেই চতুর্থ কণ্ডিকারই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ঐ রশনার দ্বারা যজ্ঞীয় অশ্বকে বন্ধন করিবে—

হে অশ্ব! যে তুমি গ্রাম্য, হিতকর, ব্যবহার্য্য পশুর মধ্যে প্রসিদ্ধ, যে তোমাতে আরোহণ করত আরোহী স্বল্প সময়ের মধ্যেই দূর, দূরান্তর গমনে সক্ষম, সেই তোমাকে কিছু ক্ষণ পরে অর্চ্চি বিস্তীর্ণ বৈশ্বানর অগ্নির মধ্যে স্বাহা

---

* ফাল্গুনমাসীয় শুক্লাষ্টমীতে এই যজ্ঞের আরম্ভ হইয়া থাকে। রাজারাই এ যজ্ঞ করিতে অধিকারী এবং চক্রবর্ত্তীরাই ইহার সম্পাদনে সমর্থ। ইহার ফলে সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হয়।

† চতুঃসুবর্ণ-নির্ম্মিত কণ্ঠাভরণবিশেষ (চীক্ বা গোপহার হইতে পারে)।

‡ দর্ভময়ী, ত্রয়োদশ অরত্নিদীর্ঘা ত্রিগুণিতা অশ্ববন্ধন রজ্জুকে রশনা কহে।

করা যাইবে,* তজ্জন্যই তোমাকে এই রশনার দ্বারা বন্ধন করিতেছি। ১

৪ কণ্ডিকা।

অশ্ব! দেবগণের প্রীতির জন্য, বিশেষত প্রজাপতির প্রীতির জন্যই তোমাকে তাদৃশ অগ্নিতে স্বাহা করিতে উদ্যত হইয়াছি; ঈদৃশ মহদুদ্দেশ্যসাধনে ভরসা করি তুমি স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইবা। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অধ্বর্য্যু ব্রহ্মার নিকটে অশ্ব বন্ধনানুমতি প্রার্থনা করিবে—

ব্রহ্মন্! দেবগণের, বিশেষত প্রজাপতির প্রীত্যর্থ অশ্ব-বন্ধন করিব কি?—যেন ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ব্রহ্মা অধ্বর্য্যুকে অশ্ব-বন্ধনানুমতি প্রদান করিবে—

অধ্বর্য্যো! দেবগণের, বিশেষত প্রজাপতির প্রীত্যর্থ অশ্ব বন্ধন কর, ইহাতে কৃতকার্য্য হও। ৩

৫ কণ্ডিকা।

স্থাবর জল† সমীপে গমন করিয়া প্রথম পাঁচটি মন্ত্রে অশ্বকে প্রোক্ষণ করিবে—

প্রজাপতির প্রিয়পাত্র তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ১

ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের প্রিয়পাত্র তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ২

বায়ুর প্রিয়পাত্র তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ৩

বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রিয়পাত্র তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ৪

সমস্ত দেবগণেরই প্রিয়পাত্র তোমাকে প্রোক্ষণ করি। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রটি যজমানকে পাঠ করাইবে—

যে কেহ (বিপক্ষ) এই অশ্বকে হনন করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকে বরুণ দেবতা হনন করিবেন। ৬

সপ্তম মন্ত্রে মৃত কুক্কুরকে* বেতস কটে† রাখিয়া অশ্বাধঃপতিত জলে ভাসাইয়া দিবে—

যে কেহ (বিপক্ষ) ইহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিবে সে এই কুক্কুরের অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। ৭

৬ কণ্ডিকা।

সেই অশ্বকে আহবনীয় অগ্নির নিকটে আনয়নপূর্ব্বক এই কণ্ডিকার দশটি মন্ত্রের

* অর্থাৎ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আহাত বিবিধ মন্ত্রে আহুতি প্রদত্ত হইবে।

† নদী, হ্রদ, কূপ, তড়াগাদি।

* ইতি পূর্ব্বেই অধ্বর্য্যুর আদেশানুযায়ী শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত পুরুষ কর্তৃক খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত মুশল দ্বারা একটি চতুর্নেত্র (পাগল) কুকুর হত হইবে।

† অর্থাৎ বেঁতের পাটী বা চ্যাটাতে।

প্রত্যেকটি অথবা এককালে দশটিই সহস্র বার পাঠে জুহূ দ্বারা সহস্র আজ্যাহুতি* প্রদান করিবে—

অগ্নিদেবতার উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে,—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

সোমদেবতার উদ্দেশে ০। ২

অপাম্মোদদেবতার উদ্দেশে ০। ৩

সবিতৃদেবতার উদ্দেশে ০। ৪

বায়ুদেবতার উদ্দেশে ০। ৫

বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশে ০। ৬

ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে ০। ৭

বৃহস্পতিদেবতার উদ্দেশে ০। ৮

মিত্রদেবতার উদ্দেশে ০। ৯

বরুণদেবতার উদ্দেশে ০। ১০

---

৭ ও ৮ কণ্ডিকা।

অনন্তর দক্ষিণাগ্নির সমীপে সেই অশ্বকে আনয়ন করিয়া তদীয় একোনপঞ্চাশৎ চেষ্টিত লক্ষ্য করত এই কণ্ডিকাদ্বয়ান্তর্গত একোনপঞ্চাশৎ মন্ত্র পাঠ পুরঃসর ক্রমে একোনপঞ্চাশৎ আহুতি† প্রদান করিবে—

হে অগ্নে! 'এই অশ্বের হিঙ্কার আমাদের অনুকূল হউক'—এই কামনায় তোমাতে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

" হিঙ্কৃত ০। ২
" ক্রন্দন ০। ৩
" অবক্রন্দ ০। ৪
" প্রোথন ০। ৫
" প্রপোথ ০। ৬
" গন্ধ ০। ৭
" ঘ্রাত ০। ৮
" নিবিষ্ট ০। ৯
" উপবিষ্ট ০। ১০
" সন্দিত ০। ১১
" বল্‌গন ০। ১২
" আসীন ০। ১৩
" [illegible] ০। ১৪
" সুপ্ত ০। ১৫
" জাগ্রত ০। ১৬
" কূজন ০। ১৭
" প্রবুদ্ধ ০। ১৮
" বিজৃম্ভমাণ ০। ১৯
" বিচৃত ০। ২০
" সংহান ০। ২১
" উপস্থিত ০। ২২
" অয়ন ০। ২৩
" প্রায়ণ ০। ২৪ (৭)
" যান ০। ২৫
" ধাবন ০। ২৬
" উদ্রাব ০। ২৭
" উদ্‌দ্রুত ০। ২৮
" শূকার ০। ২৯
" শূকৃত ০। ৩০

---

* ইহাকেই স্তোকীয়াহুতি কহে।
† ইহাকেই প্রক্রমাহুতি কহে।

"	নিষণ্ণ	। ৩১
"	উত্থিত	। ৩২
"	জব	। ৩৩
"	বল	। ৩৪
"	বিবর্ত্তমান	। ৩৫
"	বিবৃত্ত	। ৩৬
"	বিধূন্বন	। ৩৭
"	বিধূত	। ৩৮
"	শুশ্রূষমাণ	। ৩৯
"	শৃণ্বন্	। ৪০
"	ঈক্ষমাণ	। ৪১
"	ঈক্ষিত	। ৪২
"	বীক্ষিত	। ৪৩
"	নিমেষ	। ৪৪
"	অদন	। ৪৫
"	পান	। ৪৬
"	মূত্রবিসর্জ্জন	। ৪৭
"	কুর্ব্বন	। ৪৮
"	কৃত	। ৪৯ (৮)

৯—১৪ কণ্ডিকা।

এতদাদি ছয়টি মন্ত্র সাবিত্রী ইষ্টির যাজ্যানুবাক্যা—

সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় ভর্গকে আমরা ধ্যান করি, যিনি একমাত্র আমাদিগের নিয়ন্তা। ১ (৯)

সেই হিরণ্যপাণি সবিতৃ দেবতার আমরা শরণাপন্ন হই, যিনি একমাত্র সকলেরই শরণ্য, দেবতা ও চেতয়িতা। ২ (১০)

সেই চেতয়িতা সবিতৃ-দেবতার নিকটে আমরা মহৎ-প্রার্থনা করি, যিনি একমাত্র, আমাদিগকে সুমতি ও সত্য-ধন দিতে প্রস্তুত। ৩ (১১)

সেই সুমতি-প্রদ, সবিতৃ-দেবতার নিকটে আমরা তাঁহারই স্তুতি করিবার ক্ষমতারূপ ধন প্রার্থনা করি, যিনি একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী। ৪ (১২)

সেই মহান্ সবিতৃ দেবতাকে আমরা দেবারাধনা সিদ্ধির জন্য আহ্বান করি, যিনি একমাত্র সর্ব্বকার্য্য-কুশল, সর্ব্বাভীষ্টপূরক ও সাধুগণের রক্ষয়িতা। ৫ (১৩)

সেই সবিতৃ দেবতার আমরা ঈদৃশ কৃপা প্রার্থনা করি, যাহাতে সর্ব্ব কার্য্য-সাধন ঐশ্বর্য্য ও তাহার রক্ষণোপযোগিনী বুদ্ধি প্রাপ্ত হই। ৬ (১৪)

১৫, ১৬, ১৭ কণ্ডিকা।

এতদাদি তিনটি মন্ত্র স্বিষ্টকৃৎ যাগের পুরোনুবাক্যা—

হে অধ্বর্য্যো। তুমি এই অমর অগ্নিকে সন্দীপিত করত স্তুতি পূর্ব্বক উদ্বুদ্ধ কর, ইনি আমাদের এই হব্য সকল দেবগণের নিকটে উপস্থিত করুন। ১

এই মর্ত্ত্য-ধর্ম্ম শূন্য অগ্নি বিবেচনা করিয়া দেখুন যে ইনি হব্য-বহনে সক্ষম ও দেবলোকের দৌত্য-কার্য্যে উপযুক্ত,

এই জন্যই আমাদের প্রিয় ও যজ্ঞে স্থাপিত হইতেছেন। ২

যে অগ্নি হব্য-বহন কার্য্যে সমর্থ ও দেবলোকে দৌত্য-কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহাকে আমরা এই পুরস্তাৎ স্থাপন করিতেছি এবং বলিতেছি যে, ইনি এই যজ্ঞে সমস্ত আহ্বানীয় দেবগণকে আবাহন করুন। ৩

---

১৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি পবমান-স্তুতি—

হে পবমান! পুবন্ধি ও গোজীরার সহিত বেগ-গমনে স্বীয় অসীম শক্তিতে কখন কখন সূর্য্যকেও আচ্ছন্ন কর—জলকেও ধারণ করিয়া থাক*। ১

---

১৯ কণ্ডিকা।

তৃতীয় সাবিত্রী ইষ্টি সমাপনান্তে যজমান ও অধ্বর্য্যু উভয়ে একত্র হইয়া অশ্বের দক্ষিণ কর্ণে এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে শিশো! এই পৃথিবী তোমার মাতা, এই দ্যুলোক তোমার পিতা তোমার—অশ্ব, হয়, অত্য, ময়, অর্ব্বা, সপ্তি, বাজী, বৃষা, নৃমণা, প্রভৃতি নাম প্রসিদ্ধই আছে, অদ্য "যযু"* এই নামটিও নূতন হইল; তুমি আদিত্যগণের গন্তব্য মার্গ অনুসরণ করণ† । ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ অশ্বকে বড়বা ও জল স্নানাদি হইতে সংবৎসর রক্ষা করিবার ভার শত শত রক্ষিবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিবেক‡—

হে দিক্‌পাল দেবগণ! ¶ তোমরা, দেবগণের উদ্দেশে মেধার্থ প্রোক্ষিত এই অশ্বকে রক্ষা কর। ২

পুরন্ধি শব্দে পুবত্রয়ের জীবন-ধারয়িতা জল এবং গোজীরা শব্দে গো-গণের খাদ্য তৃণবিশেষের বীজ। বাত্যা উপস্থিত হইবার কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতেই প্রায়ই মন্দ মন্দ বায়ু সহযোগে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইতে থাকে পরে যে সময়ে উহা প্রবলরূপে উপস্থিত হয়, তৎকালে তৎসহ ঐ বর্ষকণা ও প্রান্তরমধ্যজাত গোজীরাদি বহুল পরিমাণে সমুড্ডীন হইতে থাকে এবং সেই সময়ে ধূলিপটলাদিতে সমাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলীতে সূর্য্যদেবও সুতরাং অদৃশ্য হন ও জলবেগ ও অজস্র ধারাপাতে কুণ্ঠিত ভাব ধারণ করেন;—ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই মন্ত্রার্থ বুঝাইতে সমধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না।

* অশ্বমেধের ঘোটককেই যযু বলা যায়।

† অর্থাৎ এই যজ্ঞে হত হওন উপায় অবলম্বন করিয়া স্বর্গ গমনে উদ্যত হও।

‡ "একশত, কবচধারী রাজপুত্র, একশত খড়্গধারী ক্ষত্রিয় কুমার; একশত, তূণধারী সারথি-তনয়; একশত বংশাদি দণ্ডধর আয়ব্যয়াধ্যক্ষ-বংশধর অশ্ব-রক্ষণে ভার প্রাপ্ত হইবেন (কাত্যাং ২০, ২, ৩০)"। এ স্থলে শত শব্দ বহুবাচক অর্থাৎ বহুতর রাজপুত্র প্রভৃতি।

¶ এস্থলে রাজপুত্রগণই দিক্‌পাল দেবগণ।

এইরূপে, অশ্ব ত্যাগ করিয়া ক্রমিক সংবৎসর কাল প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পরে অগ্নিহোত্র-হোমের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র হোমার্থ উদ্ধৃত অগ্নিতেই এই তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই অশ্ব উদ্দেশে চারিটি আহুতি প্রদান করিবে*—

হে অগ্নে! এই স্থানেই সেই অশ্বের রন্তিঃ† হউক—এই কামনায় এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দররূপে স্বীকৃত হউক। ৩

হে অগ্নে! এই স্থানেই সেই অশ্ব রমণং‡ করুক—০। ৪

হে অগ্নে! এই স্থানেই সেই অশ্বের ধৃতি+ হউক—০। ৫

হে অগ্নে! এই স্থানেই সেই অশ্বের স্বধৃতি+ হউক—০। ৬

---

২০ কণ্ডিকা।

এই যজ্ঞের দীক্ষাকার্য্য সপ্তাহে সম্পন্ন হইবে, সেই সপ্ত দিবস দীক্ষাকার্য্যে অনুষ্ঠেয় সর্ব্বসাধারণ "আকূত্যৈ স্বাহা" (৪অং ৭কং) প্রভৃতি চারিটি মন্ত্রে চারিটি আহুতি প্রদানানন্তর বিশেষত এই কণ্ডিকার তিন তিনটি মন্ত্রে আরও তিন তিনটি আহুতি প্রদান করিতে হইবে*—

ক-দেবতার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে স্বীকৃত হউক। ১

"কস্মৈ স্বাহা"। ২

'কতমস্মৈ স্বাহা'। ৩ (১ম দিন)

'স্বাহাধিমাধীতায়'। ৪

'স্বাহা মনঃপ্রজাপতয়ে'। ৫

'স্বাহা চিত্তং বিজ্ঞাতায়'। ৬ (২য় দিন)

'আদিত্যৈ স্বাহা'। ৭

'আদিত্যৈ মহ্যৈ স্বাহা'। ৮

'আদিত্যৈ সুমৃড়ীকায়ৈ স্বাহা'। ৯ (৩য় দিন)

'সরস্বত্যৈ স্বাহা'। ১০

'সরস্বত্যৈ পাবকায়ৈ স্বাহা'। ১১

'সরস্বত্যৈ বৃহত্যৈ স্বাহা'। ১২ (৪র্থ দিন)

'পূষ্ণে স্বাহা'। ১৩

'পূষ্ণে প্রপথ্যায় স্বাহা'। ১৪

'পূষ্ণে নরন্ধিষায় স্বাহা'। ১৫ (৫ম দিন)

'ত্বষ্ট্রে স্বাহা'। ১৬

'ত্বষ্ট্রে তুরীপায় স্বাহা'। ১৭

---

* এইরূপে এক বৎসরে ১৪৪০ আহুতি সম্পন্ন হইবে ইহ কেহ কেহ বলিয়াছেন কহে।

† অভিরুচি। ‡ আমোদ বসতি।

\+ ধৈর্য্য। + আত্মাতে লয়।

* এই কণ্ডিকাতে ২১টি মন্ত্র আছে, তাহা যথাক্রমে প্রতিদিন তিনটি করিয়া ব্যবহৃত হইবে। এই সকল মন্ত্রগুলিকেই ঔদগ্রভণ মন্ত্র কহে। তন্মধ্যে আকূত্যৈ প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ মন্ত্রগুলিকে আনুষঙ্গিক ঔদগ্রভণ এবং এই কণ্ডিকাস্থ ২১কে আশ্বমেধিক ঔদগ্রভণ কহে।

'ত্বষ্ট্রে পুরুরূপায় স্বাহা'। ১৮ (৬ষ্ঠ দিন)
'বিষ্ণবে স্বাহা'। ১৯
'বিষ্ণবে নিভূয়পায় স্বাহা'। ২০
'বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় স্বাহা'। ২১ (৭ম দিন)

২১ কণ্ডিকা।

বিশেষত—

সপ্তম দিবসে ঐ সাধারণ চারিটি আহুতির পরিবর্ত্তে "আকুতিং প্রযুজমগ্নিং স্বাহা (১১অং ৬৬কং)" প্রভৃতি ছয়টি আহুতি হইবে* এবং তদনন্তর এই "বিষ্ণবে" প্রভৃতি তিনটি আহুতি প্রদানান্তর এই মন্ত্র পাঠ করত আরও একটি আহুতি প্রদান করিবে†—

কি, ধনের জন্য—কি; বলের জন্য—কি, পুষ্টির জন্য—সমস্ত ইষ্ট সাধনের জন্যই, এই সমস্ত মানবর্মগুলি যে সর্ব্বনিয়ন্তৃ-দেবতার সখ্য প্রার্থনা করে, তাঁহারই উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই আহুতি সুসিদ্ধ হউক। ১

---

২২ কণ্ডিকা।

অশ্ব ত্যাগের পূর্ব্বেই এই মন্ত্রে অধ্বর্য্যু আশীঃকামনা করিবে—

হে ব্রহ্মন্! আমাদের রাষ্ট্রে, ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবর্চ্চসী হউন; রাজন্যগণ সতত অনাময় থাকিয়া অস্ত্রবিদ্যা-নিপুণ মহারথ শূর হউন, ধেনু-সকল বহু ক্ষীরা হউক, অনড্বান্ সকল যথোপযুক্ত ভার-বহনক্ষম হউক, অশ্ব সকল যথেষ্ট বেগ গমনসমর্থ হউক, স্ত্রীগণ পুর-রক্ষিকা হউন, রথিগণ জয়শীল হউন, যুবা সকল সুসভ্য হউন, এবং এই যজমানের বংশ রক্ষা হউক; আরও প্রার্থনীয় যে সর্ব্বপ্রদেশীয় সর্ব্ব গৃহেই পর্জ্জন্য বারি বর্ষণ করুন, আমাদিগের দেশীয় ওষধিগণ ফলবতী হওত, পক্কদশা প্রাপ্ত হউক, এবং আমাদের যোগ ও ক্ষেম* যেন সতত বিদ্যমান থাকে। ১

২৩—৩৪ কণ্ডিকা।

"প্রাণায় স্বাহা" প্রভৃতি "একশতায় স্বাহা" পর্য্যন্ত দ্বাদশ কণ্ডিকান্তর্গত মন্ত্রগুলি যথাক্রমে এক একটি পাঠ করত উত্তরবেদীস্থ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপ বারবার আহুতি প্রদান করত সমস্ত রাত্রি যাপন করিবে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে প্রথম প্রহরে ঘৃতাহুতি, দ্বিতীয়ে সক্তু, তৃতীয়ে ধান্য ও চতুর্থে লাজাহুতি হইবে—

"প্রাণায় স্বাহা। ১। অপানায়

---

* ইহাদিগকেই আদ্ভিক হোম কহে।

† ইহাকেও আশ্বমেধিক হোম কহে।

* অলব্ধের লাভকে যোগ এবং লব্ধের পরিপালনকে ক্ষেম কহে।

† এইগুলির অনুবাদে কিছুমাত্র রস নাই অতএব যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম মাত্র।

স্বাহা ২। ব্যানায় স্বাহা-৩। চক্ষুষে* ৪। শ্রোত্রায় ৫। বাচে ৬। মনসে ৭। ২৩

প্রাচ্যৈ দিশে ৮। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ৯। দক্ষিণায়ৈ দিশে ১০। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ১১। প্রতীচ্যৈ দিশে ১২। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ১৩। উদীচ্যৈ দিশে ১৪। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ১৫। ঊর্দ্ধায়ৈ দিশে ১৬। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ১৭। অবাচ্যৈ দিশে ১৮। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ১৯। † ২৪

অদ্ভ্যঃ ২০। বার্ভ্যঃ ২১। উদকায় ২২। তিষ্ঠন্তীভ্যঃ ২৩। স্রবন্তীভ্যঃ ২৪। স্যন্দমানাভ্যঃ ২৫। কূপ্যাভ্যঃ ২৬। সূদ্যাভ্যঃ ২৭। ধার্য্যাভ্যঃ ২৮। অর্ণবায় ২৯। সমুদ্রায় ৩০। সরিরায় ৩১। ‡ ২৫

"বাতায় ৩২। ধূমায় ৩৩। অভ্রায় ৩৪। মেঘায় ৩৫। বিদ্যোতমানায় ৩৬। স্তনয়তে ৩৭। স্ফূর্জ্জতে ৩৮। বর্ষতে ৩৯। অববর্ষতে ৪০। উগ্রং বর্ষতে ৪১। শীঘ্রং বর্ষতে ৪২। উদগৃহ্নতে ৪৩। উদগৃহীতায় ৪৪। প্রুষ্ণতে ৪৫। শীকায়তে ৪৬। প্রুষ্বাভ্যঃ ৪৭। হ্রাদুনীভ্যঃ ৪৮। নীহারায় ৪৯। + ২৬

"অগ্নয়ে ৫০। সোমায় ৫১। ইন্দ্রায় ৫২। পৃথিব্যৈ ৫৩। অন্তরিক্ষায় ৫৪। দিবে ৫৫। দিগ্ভ্যঃ ৫৬। আশাভ্যঃ ৫৭। উর্ব্ব্যৈ দিশে ৫৮। অর্ব্বাচ্যৈ দিশে ৫৯। * ২৭

"নক্ষত্রেভ্যঃ ৬০। নক্ষত্রিয়েভ্যঃ ৬১। অহোরাত্রেভ্যঃ ৬২। অর্দ্ধমাসেভ্যঃ ৬৩। মাসেভ্যঃ ৬৪। ঋতুভ্যঃ ৬৫। আর্ত্তবেভ্যঃ ৬৬। সংবৎসরায় ৬৭। দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ৬৮। চন্দ্রায় ৬৯। সূর্য্যায় ৭০। রশ্মিভ্যঃ ৭১। বসুভ্যঃ ৭২। রুদ্রেভ্যঃ ৭৩। আদিত্যেভ্যঃ ৭৪। মরুদ্ভ্যঃ ৭৫। বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যঃ ৭৬। মূলেভ্যঃ ৭৭। শাখাভ্যঃ ৭৮। বনস্পতিভ্যঃ ৭৯। পুষ্পেভ্যঃ ৮০। ফলেভ্যঃ ৮১। ওষধিভ্যঃ ৮২। † ২৮

"পৃথিব্যৈ ৮৩। অন্তরিক্ষায় ৮৪। দিবে ৮৫। সূর্য্যায় ৮৬। চন্দ্রায় ৮৭। নক্ষত্রেভ্যঃ ৮৮। ওষধিভ্যঃ ৮৯। বনস্পতিভ্যঃ ৯০। পরিপ্লবেভ্যঃ ৯১। চরাচরেভ্যঃ ৯২। সরীসৃপেভ্যঃ ৯৩। ‡ ২৯

---

* স্বাহা সর্ব্বত্র আছে।

† এই মন্ত্রগুলির দ্বারা দিগ্দেবতাদিগের প্রীতি সাধিত হইবে।

‡ এই মন্ত্রগুলির দ্বারা জলদেবতাদিগের প্রীতি সাধিত হইবে।

+ এই মন্ত্রগুলির দ্বারা পর্জ্জন্য-দেবতাদিগের প্রীতি সাধিত হইবে। ইহাতে বৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা হইতে যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে।

* এই মন্ত্রগুলির দ্বারা পৃথিবীস্থ স্থূল স্থূল দেবগণের প্রীতি সাধিত হইবে।

† এই মন্ত্রগুলির দ্বারা কালাত্মক দেবগণের প্রীতি সাধিত হইবে।

‡ এই মন্ত্রগুলির দ্বারা ত্রিলোক এবং ত্রিলোকের প্রধান প্রধান দেবগণের প্রীতি সাধিত হইবে।

অসবে৯৪। বসবে ৯৫। বিভুবে৯৬। বিব স্বতে ৯৭। গণশ্রিয়ে ৯৮। গণপতয়ে ৯৯। অভিভুবে ১০০। অধিপতয়ে ১০১। শুষায় ১০২। সংসর্পায় ১০৩। চন্দ্রায় ১০৪। জ্যোতিষে১০৫। মলিম্লুচায়১০৬। দিবাপতয়ে ১০৭।* ৩০

"মধবে১০৮। মাধবায় ১০৯। শুক্রায় ১১০। শুচয়ে ১১১। নভসে ১১২। নভস্যায়১১৩। ইষায়১১৪। ঊর্জায১১৫। সহসে ১১৬। সহস্যায়১১৭। তপসে ১১৮। তপস্যায় ১১৯। অংহসস্পতয়ে ১২০। † ৩১

"বাজায় ১২১। প্রসবায় ১২২। পিজায় ১২৩। ক্রতবে ১২৪। স্বঃ ১২৫। মূর্ধ্নে ১২৬। ব্যশ্নুবিনে ১২৭। অন্ত্যায় ১২৮। অন্ত্যায় ভৌবনায় ১২৯। ভুবনস্য পতয়ে ১৩০। অধিপতয়ে ১৩১। প্রজাপতয়ে ১৩২। ‡ ৩২

'এই যজ্ঞের প্রভাবে আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি হউক'—এই কামনায় এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক ১৩৩। প্রাণং ১৩৪*। অপান০ ১৩৫। ব্যান০ ১৩৬। উদান০ ১৩৭। সমান০১৩৮। চক্ষুঃ০১৩৯। শ্রোত্র০১৪০। বাক্০ ১৪১। মনঃ০ ১৪২। আত্মা০১৪৩ ব্রহ্মা০ ১৪৪। জ্যোতিঃ০ ১৪৫। স্বঃ০ ১৪৬। পৃষ্ঠ০ ১৪৭। যজ্ঞ০ ১৪৮। ৩৩

একস্মৈ ১৪৯। দ্বাভ্যাং ১৫০। † শতায়১৫১। একশতায় ১৫২। (১—৪)

অনন্তর রাত্রির শেষাবস্থাতে এই চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকারই পঞ্চম মন্ত্রে একটি আহুতি প্রদান করিবে—

ব্যুষ্টি‡ দেবতার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। (৫)

তদনন্তর সূর্য্যোদয়ে এই চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকারই শেষ (ষষ্ঠ) মন্ত্রে একটি আহুতি প্রদান করিবে—

স্বর্গ+ দেবতার প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। (৬) ৩৪

---

* এই মন্ত্রগুলির দ্বারা দ্যুলোক-দেবতাদিগের প্রীতি সাধিত হইবে।

† এই মন্ত্রগুলির দ্বারা বৈশাখ প্রভৃতি মাসাত্মক দেবগণের প্রীতি সাধিত হইবে। অংহসস্পতি শব্দে মলমাস (ত্রয়োদশ)।

‡ এই মন্ত্রগুলির দ্বারা অন্নদেবতাদিগের প্রীতি সাধিত হইবে।

* এ গুলিও ১৩৩ মন্ত্রের ন্যায়, বিশেষ এই যে উহাতে আয়ুর বৃদ্ধি প্রার্থিত হইয়াছে ইহাতে প্রাণের ও পরে অপানের ইত্যাদি।

† শতপথ শ্রুতির ভাবে বোধহয় (১৩, ২, ১, ৫) যে এই "দ্বাভ্যাং স্বাহা" মন্ত্রের পরেই "ত্রিভ্যঃ স্বাহা" প্রভৃতি "একোনশতায়" স্বাহা পর্য্যন্ত যে গুলি এই কণ্ডিকাতে নাই তাহাও হইবে।

‡ ব্যুষ্টি শব্দে রাত্রি (শতং ১৩, ২, ১, ৬)।

+ স্বর্গ শব্দে দিন (শতং ১৩, ২, ১, ৬)।

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥

১ কণ্ডিকা।

উক্‌থ নামক দিনে* প্রাতঃকালে মহিম-নামক দুইটি গ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে, তন্মধ্যে প্রথম গ্রহটি এই মন্ত্রে সৌবর্ণ উলূখল-পাত্রে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে—

সর্ব্বপ্রথমে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে) একমাত্র হিরণ্যগর্ত্তই ছিলেন, পরে (অর্থাৎ সৃষ্টি হইলে) তিনিই একমাত্র এই সমস্ত বিশ্বের অধিপতি (পালয়িতা) হইলেন, স্বীয় শক্তিতে এই পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি কিরূপ?—ইহা নির্দ্দিষ্ট করিতে না পারিলেও সেই দেবতার প্রীতি-সাধনার্থ এই হবি বিধান করা যাইতেছে। ১

---

২ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে মহিম গ্রহটি গৃহীত ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আসাদিত এবং তৃতীয় মন্ত্রে আহুত হইবে—

তোমাকে প্রজাপতি দেবতা প্রিয় জানিয়া তাঁহারই প্রীতির জন্য এই উপযামে গ্রহণ করিতেছি। ১

এই তোমার স্থান, এই সূর্য্য তোমার মহিমা। ২

হে গ্রহ! যাঁহার মহিমা প্রতি দিবসে—প্রতি বর্ষে—অন্তরীক্ষে বায়ুতে—দ্যুলোকে সূর্য্যে প্রকাশ পাইতেছে, সেই মহামহিম প্রজাপতি দেবতার এবং তদনুগত সমস্ত দেবগণের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। ৩

---

৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত রাজত উলূখলে দ্বিতীয় মহিম-গ্রহ গ্রহণে উদ্যত হইবে—

যিনি প্রাণিমাত্রেরই—ক্ষয় বৃদ্ধি শালী সমস্ত পদার্থেরই—এই সম্পূর্ণ জগতেরই—একমাত্র রাজা, যাঁহার মহিমা সকল বস্তুতেই সর্ব্বদাই প্রকাশ রহিয়াছে, যিনি দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমস্ত জীবের উপরিই আধিপত্য করিতেছেন, সেই

* যজ্ঞীয় দ্বিতীয় দিবসকে উক্‌থ সংজ্ঞ কহে।

ক-দেবতার প্রীতির জন্য হবির্বিধানে উদ্যত হইয়াছি। ১

৪ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ দ্বিতীয় মহিম গ্রহটি গ্রহণ ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আসাদন এবং তৃতীয় মন্ত্রে হবন করিবে—

তোমাকে প্রজাপতি দেবতার প্রিয় জানিয়া তাঁহারই প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গ্রহণ করিতেছি। ১

এই তোমার স্থান, এই চন্দ্র তোমারই মহিমা। ২

হে গ্রহ! যাঁহার মহিমা প্রতি রজনিতে—প্রতি বর্ষে—পৃথিবীমধ্যে অগ্নিতে—নক্ষত্র মণ্ডলে, চন্দ্রে প্রকাশ পাইতেছে, সেই মহামহিম প্রজাপতি দেবতার এবং তদনুগত সমস্ত দেবগণের প্রীতির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে—ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩

৫ কণ্ডিকা।

বৎসরৈক ভ্রমণান্তে সমাগত যজ্ঞীয় অশ্বকে ঋত্বিক্‌গণ সমবেত হইয়া এই মন্ত্রে রথে যোজনা করিবে—

যে আদিত্যের প্রভাতে নভোমণ্ডলীয় সমস্ত নক্ষত্রগণ প্রভান্বিত দৃষ্ট হএন সেই আদিত্যের ন্যায় প্রভাশালী, রোম-শূন্য, নানাদেশ পর্য্যটনে কৃতকার্য্য—এই অশ্বকে ঋত্বিক্‌গণ রথে সংযুক্ত করিতেছেন। ১

৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে আরও দুইটি* অশ্ব ঐ রথে ঐ অশ্বের উভয় পার্শ্বে যোজনা করিবে—

এই যযু অশ্বের সাহায্যকারী এবং ইহারই পক্ষস্বরূপ শোণবর্ণ, দৃঢাঙ্গ, নৃবহনে সমর্থ, আরও অশ্বদ্বয় ঋত্বিক্‌গণ ঐ রথে সংযুক্ত করিতেছেন। ১

৭ কণ্ডিকা।

ঐ রথে যজমান এবং অধ্বর্য্যু উভয়ে আরোহণ করত তড়াগাদি প্রদেশে ভ্রমণার্থ গমন করিবে, অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে—

হে অধ্বর্য্যো! বায়ুর ন্যায় বেগগামী যযু অশ্ব আমাদিগকে একেবারে, ঐশ্বর্য্যবান্ দিগের প্রিয়তম এই রম্য জলাশয়ে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে,—আইস,

---

* কাত্যায়ন বলেন "অপর অশ্বগুলিও ঐ রথে যোজিত হইবে (২০,৫,১১)," মহীধরও তদনুযায়ী আরও তিনটি অশ্বের ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইলে মূল মন্ত্রের সহিত বিরোধ হয়।

আমরা এই পথে আমাদের যজ্ঞমণ্ডপে প্রত্যাবৃত্ত হই। ১

---

৮ কণ্ডিকা।

দেবযজন প্রদেশে প্রত্যাবৃত্ত রথ হইতে যযু অশ্বকে মুক্ত করণানন্তর, প্রথম মন্ত্র পাঠ করত মহিষী তদীয় পূর্ব্ব-কায়, দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত বাবাতা তদীয় মধ্যশরীর ও তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত পরিবৃক্তা তদীয় পুচ্ছদেশ, ঘৃতদ্বারা অভ্যঞ্জন করিবে—

হে অশ্ব! গায়ত্রী ছন্দের প্রভাবে বসুগণ তোমার অভ্যঞ্জন করুন। ১

হে অশ্ব! ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের প্রভাবে রুদ্রগণ তোমার অভ্যঞ্জন করুন। ২

হে অশ্ব। জগতী ছন্দের প্রভাবে আদিত্যগণ তোমার অভ্যঞ্জন করুন। ৩

চতুর্থ মন্ত্রে মহিষী সেই অশ্বের শিরো লোমে একাধিক শত সুবর্ণময় মণি গাঁথিয়া দিবে—

"ভূঃ"। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে বাবাতা সেই অশ্বের কণ্ঠলোমে ঐরূপ একাধিক শত সৌবর্ণ মণি গাঁথিয়া দিবে—

"ভুবঃ"। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে পরিবৃক্তা সেই অশ্বের পুচ্ছলোমে ঐরূপ একাধিক শত সৌবর্ণ মণি গাঁথিয়া দিবে—

"স্বঃ"। ৬

সপ্তম মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সকলেই রাত্রির হুত শেষ লাজা প্রভৃতি ঐ অশ্বকে ভক্ষণ করিতে দিবে কিন্তু যদি উহা ঐ অশ্ব ভক্ষণ না করে তাহা হইলে তাহা জলে নিক্ষেপ করিবে—

হে অশ্ব! এই লাজি, শাচী, যব্য ও গব্য* দেবগণ ভক্ষণ করিয়া থাকেন—প্রজাপতিকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই সমস্ত তোমাকেও প্রদত্ত হইতেছে—তুমিও ভক্ষণ কর। ৭

৯—১২ কণ্ডিকা।

যূপের দক্ষিণে উত্তরাভিমুখ ব্রহ্মা এবং যূপের উত্তরে দক্ষিণাভিমুখ হোতা থাকিয়া এই চারিটি মন্ত্রে প্রশ্নোত্তর করিবে।

ব্রহ্মার প্রশ্ন—

হোতঃ। কে একাকী? কেইবা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়? কেইবা হিমের ঔষধি? কোনটাই বা বীজ বপনের মহৎ ক্ষেত্র? ১

হোতার উত্তর—

ব্রহ্মন্। সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন,† চন্দ্র পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পান,‡ অগ্নিই

---

* লাজি=কতকগুলি লাজা। শাচি—কতক গুলি সক্তু। যব্য=কতকগুলি ধানা। গব্য=দধি।

† এখানে সূর্য্য শব্দে জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্ব্ব প্রকাশকতাগুণে সূর্য্য রূপকমাত্র।

‡ চন্দ্র শব্দে মন, মন প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন

হিমের ঔষধি,* এবং তুমিই বীজ-বপনের প্রধান ক্ষেত্র†। ২

হোতার প্রশ্ন—

ব্রহ্মন্! প্রথম চিন্তার বিষয় কি? প্রধান পক্ষীই বা কি? পিলিপ্পিলাই বা কি? এবং পিশঙ্গিলাই বা কি? ৩

ব্রহ্মার উত্তর—

দ্যুলোকই প্রথম চিন্তার বিষয়,‡ অশ্বমেধই প্রধান পক্ষী,¶ পৃথিবীই পিলিপ্পিলা+ এবং রাত্রিই পিশঙ্গিলা÷। ৪

১৩—১৬ কণ্ডিকা।

প্রথমত "অভ্যস্তোষধিভ্যঃ (৬,৯)"—এই প্রাকৃত মন্ত্রে* অশ্ব প্রোক্ষণ করিয়া পরে এতদাদি কণ্ডিকাচতুষ্টয়াত্মক আশ্বমেধিক† একাদশ মন্ত্রে অশ্ব প্রোক্ষণ করিবে—

হে অশ্ব! বায়ু, অগ্নির পচন-শক্তির সাহায্যকারী রূপে তোমাকে আলিঙ্গন করুন‡। ১

হে অশ্ব! অসিত গ্রীব (অগ্নি) তোমাকে ছাগসমূহের সাহিত্যে আলিঙ্গন করুন¶। ২

হে অশ্ব! ন্যগ্রোধতরু তোমাকে চমসরূপে আলিঙ্গন করুন+। ৩

হে অশ্ব! শাল্মলি তরুবর তোমাকে

হইতেছে, রূপক পক্ষে চন্দ্র শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ হইতে ক্রমে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ হইতে তিরোভূত হন এবং পুনশ্চ শুক্ল প্রতিপৎ হইতে প্রকাশ পান।

* অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে জাড্য নাশের দ্বিতীয় উপায় নাই।

† অর্থাৎ পৃথিবীই কর্ম্মবীজ রোপণের প্রধান ক্ষেত্র।

‡ অর্থাৎ পরকালই প্রধান চিন্তনীয়।

¶ অশ্বমেধ-বলে স্বর্গে উড্ডীয়মান হওয়া যায়।

+ পিলিপ্পিলা শব্দে পিচ্ছল, যে স্থানে হঠাৎ পাদস্খলন হয়।

÷ পিশঙ্গিলা শব্দে রূপ নাশক অর্থাৎ দৃষ্টির ব্যাঘাতক অন্ধকার, এ স্থলে রাত্রি শব্দে তমোময়ী রাত্রির ন্যায়, স্বরূপ দর্শনের ব্যাঘাৎকারী মহামোহ বুঝিতে হইবে।

* যাহাতে যজ্ঞীয় সম্পূর্ণ ব্যবস্থা বিহিত হয় তাহাকেই প্রকৃতি যাগ কহে এবং যাহাতে অসম্পূর্ণ অর্থাৎ সমস্তই প্রকৃতিবৎ কেবল কতিপয় বিশেষ উল্লিখিত হয় তাহাকেই বিকৃতি যাগ কহে। এতাবতা এই অশ্বমেধ প্রভৃতি সোম-ঘটিত সমস্ত যাগকেই বিকৃতি যাগ এবং কেবল জ্যোতিষ্টোমকেই ইহাদের প্রকৃতি যাগ কহা যায়। অতএব এস্থলে "প্রাকৃত মন্ত্র" বলিলে জ্যোতিষ্টোমে বিহিত মন্ত্র বুঝিতে হইবে।

† যাহা অশ্বমেধমাত্রে ব্যবস্থাপিত হইতেছে।

‡ অর্থাৎ যে সময়ে অশ্বমাংস পাক হইবে তৎকালে বায়ুর সাহায্যে শীঘ্র পাক হইতে পারিবে।

¶ অশ্বের সহিত আরও কতিপয় ছাগাদি বলিও হইয়া থাকে।

+ ন্যগ্রোধ কাষ্ঠের চমসেই অশ্বমাংস ব্যবহৃত হইয়া থকে।

স্বীয় বুদ্ধির অনুরূপ উর্দ্ধগামী করুন*। ৪

এই সেই রথের উপযুক্ত অশ্ব,—ইহাই আমাদের অভীষ্ট ফল বর্ষণ করিবে। ৫

এই অশ্ব ষট্‌পাদে বা চতুষ্পাদে সর্ব্বপ্রকারেই দ্রুতগামী। † ৬

কলঙ্ক শূন্য ব্রহ্ম,‡ আমাদের এই অশ্বকে আলিঙ্গন করুন। ৭

অগ্নি দেবতাকে অনুকূল করণার্থ নমস্কার করি। + ৮

সোমপুরোগামী ব্রহ্মা, এই অশ্বকে রথে রশ্মিসংযত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন, পৃষ্ঠারূঢ় হইয়াও রশ্মি-সংযত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং জলমার্গেও রশ্মি-সংযত করিয়া চালাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—ইহা সর্ব্বপ্রকারেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে অতএব ইহাকে এই যজ্ঞের উপযুক্ত পশু বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ৯

হে অশ্ব! এই মহাহবে আত্ম শরীর বিসর্জ্জন করিতে তুমি স্বয়ংই প্রস্তুত হও—এ যজ্ঞ তোমারই—তুমি প্রীত হও। ১০

হে অশ্ব! তোমাকে এই যজ্ঞে আমরা সংজ্ঞপন* করিতে উদ্যত হইয়াছি কিন্তু ইহাতে তোমার মৃত্যু হইবে না অর্থাৎ বিনাশ হইবে বরং তোমার দেবলোক গমনের জন্য ইহাই সুন্দর পথ; যে স্থানে কতকষ্টে নানাবিধ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তৎফলে সুকৃতিগণ গমন করেন, তুমি যযু নাম ধারণ করিয়া এই উপায়ে অতি সহজেই তথা যাইতে সমর্থ হইবা—সবিতা দেবতা তোমাকে তথায় সাদরে গ্রহণ করিবেন। ১১

---

১৭ কণ্ডিকা।

প্রথম 'অপাম্পেরু (৬,১০)'—ইত্যাদি প্রাকৃত মন্ত্রে পবে এই কণ্ডিকাত্মক আশ্বমেধিক মন্ত্র-ত্রয়ে অশ্ব মুখে প্রোক্ষণী† ধারণ করিবে—

দেখ, অশ্ব! কোন সময়ে দেবগণ অগ্নিকে পশু করিয়া যাগ করিয়াছিলেন পবে অগ্নি সেই যজ্ঞে শরীর-বিসর্জ্জনফলেই ইদানীং এই পৃথিবীতে দেবতাপ্রধান হইয়াছেন'। ১

বায়ুকেও কোন সময়ে পশু হইতে

---

* শতপথে শ্রুত আছে শাল্মলী তরুই তরুকুলে সর্ব্বোচ্চতা লাভ করে। অতএব তুমিও এই যজ্ঞে দেহ বিসর্জ্জন করত উর্দ্ধলোক গমন রূপ উচ্চতা লাভ কর।

† অর্থাৎ রথের বা পৃষ্ঠারোহণের, সর্ব্ব প্রকারেরই উপযোগী।

‡ জগতের সমস্ত বস্তুতেই কলঙ্ক আছে, একমাত্র ব্রহ্ম কলঙ্ক নাই, তিনিই কেবল নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন।

+ অন্যথা পাক কার্য্য শীঘ্র হইবে না।

* হনন।

† যদ্দ্বারা এতাবৎকাল প্রোক্ষণ করা হইতে ছিল।

হইয়াছিল এবং সেই ফলেই এই অন্তরীক্ষ রাজ্যে তিনি ঈদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন[২]। ২

আরও দেখ, সূর্য্যও কোন সময়ে দেব যজ্ঞে পশু হওত শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি দ্যুলোকে তাঁহার যে এতাদৃশ আধিপত্য, ইহা তাহারই ফল মাত্র। অতএব আশ্বস্ত হও—আনন্দিত হও—ব্যাকুল হইও না[৩]। ৩

১৮ কণ্ডিকা।

প্রাকৃত পরিপশব্য* মন্ত্রদ্বয়ের প্রথমটি পাঠ করত একটি আহুতি প্রদানানন্তর অশ্বের সংজ্ঞপন ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে পরে অপরটির পাঠে অপরাহুতি সম্পন্ন হইবে, তদনন্তর এই কণ্ডিকান্তর্গত প্রথমাদি মন্ত্র ত্রয়ে আহুতি ত্রয় প্রদত্ত হইবে†—

এই অশ্বের প্রাণ দেবতার তুষ্টির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে,—ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। ১

এই অশ্বের অপান দেবতার তুষ্টির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে,—ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। ২

এই অশ্বের ব্যান দেবতার তুষ্টির জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে,—ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। ৩

অনন্তর ঐ পশু শোধনার্থ পাত্নেজনী হস্তা পত্নীত্রয়* তথায় উপস্থিত হইলে অধ্বর্য্যু প্রথমত তাহাদিগকে 'নযম্নমন্তে' ইত্যাদি প্রাকৃত মন্ত্র (৬,১২) পাঠ করাইয়া অনন্তর এই চতুর্থ মন্ত্রটি পরস্পর কথোপকথনচ্ছলে পাঠ করাইবে—

হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী† সুভদ্রা‡ হইয়াও স্বয়ং ইহার

১, ২, ৩, এই গুলি অশ্বমেধের প্ররোচনা বাক্য মাত্র বস্তুত অলীক (মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ আদ্যন্ত দেখ)।

* ষষ্ঠাধ্যায়ের একাদশ কণ্ডিকার চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রকে পরিপশব্য মন্ত্র বলা যায়।

† শত পথ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে এই, ক্রিয়া দ্বারা সেই মৃত অশ্ব শরীরে প্রাণাদি সঞ্চার হইয়াছে জ্ঞান করত মহিষী কর্ত্তৃক শিশ্ন গ্রহণ প্রভৃতি উত্তর ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত হইবে। (১৩,২,৮,২)

* যজমানের প্রথম পত্নী যিনি পাটরাণী তাঁহাকে মহিষী বলা যায়, দ্বিতীয় পত্নী বাবাতা নামে প্রসিদ্ধা এবং তৃতীয়টি পরিবৃক্তা নামে ব্যবহার্য্য। এই অশ্বমেধে এই তিনটিরই আবশ্যক। রাজ মাত্রেই পুত্রার্থ বা ধর্ম্মার্থ, অতএব রতি প্রবৃত্তি-চরিতার্থ ও শাস্ত্রানুমোদিত বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, যদি তাহারও অভাব থাকে তাঁহাকে স্বর্ণ প্রতিমাদি অনুকল্প দ্বারা এইরূপ যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

† মহীধর বলেন—কাম্পিল নগরীয়া মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী।

‡ কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী।

সমীপে (পুত্তিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই। ৪

১৯ কণ্ডিকা।

অনন্তর পায়েজনী হস্তা সেই পত্নী ত্রয় প্রথম মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করত সেই মৃত অশ্বকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিবে, দ্বিতীয় মন্ত্রটি প্রদক্ষিণ না করিয়াই বারত্রয় পাঠ করিবে এবং তৃতীয় মন্ত্রটিও প্রথম মন্ত্রের ন্যায় বারত্রয় প্রদক্ষিণক্রমে তিনবার পাঠ করিবে—

হে অশ্ব! তোমাকে সমস্ত আত্মীয়গণের মধ্যে প্রধান জানিয়া আমরা আহ্বান করিতেছি,—তুমি যে আমার ধন। ১

হে অশ্ব! তোমাকে সমস্ত প্রিয়বস্তুর মধ্যে প্রধান জানিয়া আমরা আহ্বান করিতেছি;—তুমি যে আমার ধন। ২

হে অশ্ব! তোমাকে সমস্ত নিধির মধ্যে প্রধান জানিয়া আমরা আহ্বান করিতেছি,—তুমি যে আমার ধন। ৩

অনন্তর পত্নীগণ, অধ্বর্য্যু ও যজমান কর্তৃক রক্তাদি প্রক্ষালিত—শোধিত হইলে পরে মহিষী সেই অশ্ব সমীপে শয়ন করিয়া এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিবে—

হে অশ্ব! আমি তোমার রেতকে গর্ভধারণের বিশেষ উপযোগী জানি, অতএব আমার গর্ভ-ধারণ-ক্ষম এই স্থানে তুমি ঐ রেতঃ ক্ষেপণ কর। ৪

২০ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করত ঐ শয়ানা মহিষী ঐ অশ্বের পশ্চাৎ পাদ-দ্বয়ের মধ্যে স্বীয় পাদ-দ্বয় প্রবেশ করাইবে—

অশ্ব! তোমার এই পাদ-দ্বয়ের মধ্যে আমার এই পাদ-দ্বয় প্রবেশ করাইয়া পাদ চতুষ্টয়ত্ব সম্পন্ন করি। ১

অধ্বর্য্যু দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত অধীবাসের* দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিবে—

হে অশ্ব ও মহিষি! তোমরা উভয়ে একত্র এই স্বর্গলোকে আচ্ছাদিত হও। ২

মহিষী তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত অশ্ব-শিশ্ন আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় যোনিতে স্থাপন করিবে—

রেতঃপ্রদ, ফলবর্দ্ধিতা, বাজী রেতঃ প্রদান করুন। ৩

২১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত যজমান ঐ ক্রিয়ার অনুমোদন করিবে—

* যে বসনের দ্বারা উপরি আচ্ছাদন করা যায় তাহাকে অধীবাস কহে (বড় চাদর)।

হে ফলবর্দ্ধিন্! অশ্ব! মহিষী স্বীয় উপস্থ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়াছেন, তুমি উহাতে শিশ্ন চালনা কর; স্ত্রী-জাতির ইহাই প্রধান ভোগ ও জীবন। ১

২২—৩১ কণ্ডিকা।

(অতঃপর দশটি কণ্ডিকা মহিষ্যাদির সহিত ব্রহ্মা প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণের হাসো-পহাস প্রকরণ, ইহা এতদূর অশ্লীল যে অনুবাদের নিতান্ত অযোগ্য সুতরাং এ-স্থল পরিত্যক্ত হইল)

---

৩২ কণ্ডিকা।

অনন্তর সেই অশ্বের সমীপ হইতে মহিষীকে উত্থান করাইয়া অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা ও ক্ষত্তা এই পঞ্চ ঋত্বিক্ একবাক্যে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

* দধিক্রাবা, জিষ্ণু, বাজী,* অশ্বের সহিত মহিষীর সঙ্গমকালে আমরা বহুতর অশ্লীল ভাষণ করিয়াছি তাহাতে আমাদের মুখ নিতান্ত দুর্গন্ধ হইয়াছে, ঈশ্বর আমাদের সেই মুখ সুরভি করুন এবং পরমায়ু বৃদ্ধি করুন†। ১

৩৩,৩৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র ও উত্তর মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মহিষী একাধিক শত তাম্র সূচীর দ্বারা অশ্বের ছেদনীয় ত্বগ্‌ভাগ রেখারূপে বিদ্ধ করত জর্জ্জরীভূত করিবে*—

অশ্ব! গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, উষ্ণিক্, ককুপ্ ছন্দ সকল এই সূচী সমূহের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করুন।

অশ্ব! যে সকল ছন্দ দ্বিপদা, ত্রিপদা, চতুষ্পদা এবং যেগুলি ষট্‌পদা, অধিক কি ছন্দোলক্ষণশূন্যই হউক আর ছন্দো-লক্ষণান্বিতই হউক সকল প্রকার মন্ত্রই এই সূচী সমূহের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করুন। ২

৩৫,৩৬ কণ্ডিকা।

এতদাদি মন্ত্রদ্বয়ে বাবাতা একাধিক শত রৌপ্য সূচীর দ্বারা অশ্বের ত্বক্ বিদ্ধ করত জর্জ্জরীভূত করিবে—

অশ্ব! মহানাম্নী ও রেবতী ঋক্‌গণ, সমস্ত ভূতের ধারয়িত্রী দিক্‌সকল এবং

---

*এই তিনটি পদ অশ্বের বিশেষণ। দধিক্রাবা= প্রক্ষিপ্ত পাদ বিক্ষেপে পৃথিবীকে আক্রমণকারী; জিষ্ণু= জয়শীল, বাজী=বেগবান্।

† অর্থাৎ এ দোষ (পাপ) পরমায়ু ক্ষয় না হয়।

* অর্থাৎ বপাহোমের জন্য উদর কর্ত্তন করিয়া মেদ গ্রহণ করিতে হইবে, সেই উদর কর্ত্তনার্থ ছুরিকা প্রবেশের সুবিধার জন্য ছেদনীয় ভাগের চতুঃসীমা স্বরূপ রেখারূপে সূচীবেধের দ্বারা ঐ ত্বক্ জর্জ্জরীভূত করিবে।

মেঘোথ বিদ্যুৎ ও শব্দ সকল এই সূচী সমুহের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করুন। ৩

অশ্ব। দিক্‌পালগণের পত্নী দিগ্‌গণের ন্যায় প্রভাবশালিনী, যজমান পত্নী মহিষ্যাদি এই সূচী সমুহের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করুন। ৪

৩৭,৩৮ কণ্ডিকা।

অশ্ব। রজত, হরিণ ও সীস নির্ম্মিত* এই শত শত সূচী পৃথক্ পৃথক্ দলবদ্ধ হওত তোমার কঠিন ত্বকে (ছুরিকার সুখ প্রবেশার্থ) সীমারূপে বিদ্ধ করুন। ৫

অশ্ব। যেরূপ শশ্যপূর্ণ ক্ষেত্র দৃষ্টে কৃষক গণ সন্তুষ্ট চিত্তে এবং ব্যস্ত না হইয়া যথাক্রমে সমস্তই কর্ত্তন করিয়া খামারে উপনীত করে, সেইরূপ আমরাও তোমার উদর-ত্বকছেদনার্থ সন্তোষসহকারে প্রবৃত্ত ও যথা যথ কৃত কার্য্য হওত হোতৃগণের সমীপে উপনীত করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। ৬

৩৯,৪০ কণ্ডিকা।

এতদাদি ছয়টি মন্ত্রে পূর্ব্বকৃত সূচীবিদ্ধ রেখা-পথে ছুরিকা চালন পুরঃসর উদর কর্ত্তন করত মেদং উদ্ধৃত করিবে—

হে অশ্ব! কে তোমাকে সংজ্ঞপন করিতেছে? কেই বা তোমাকে সূচীবিদ্ধ করিতেছে? আর কেইবা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে?—মহাকবি ক দেবতাই এই সমস্ত করিতেছেন। ১

অশ্ব। কালানুসারে বিভিন্ন প্রকৃতি, ঋতুগণ স্বীয় অধিপতি সংবৎসরের প্রভাবে তোমার অস্থি-গ্রন্থিগুলি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ক্রিয়ার উপযোগী করুন। ২

অশ্ব! অর্দ্ধমাস, মাস ও অহোরাত্রগণ এবং মরুৎ দেবতারা তোমার শরীরের সন্ধি সকল শ্লথিত করুন। ৩

অশ্ব। দেবযজন কার্য্যে প্রবৃত্ত অধ্বর্য্যুগণ ত্বদীয় পর্ব্বসকল পৃথক্ পৃথক্ করত গাত্রমাংস খণ্ড খণ্ড করুন। ৪

অশ্ব। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ চারী বায়ু দেবতা তোমার সমস্ত ছিদ্র পূর্ণ করুন*,—গ্রহ উপগ্রহাদি তারাকুলমণ্ডিত দিনপতি তোমাকে সাধুলোক প্রাপ্ত করান। ৫

অশ্ব। তোমার শিরঃ প্রভৃতি উত্তমাঙ্গ সকল আমাদের কল্যাণকর হউক, পাদ প্রভৃতি অধরাঙ্গসকলও আমাদের কল্যাণকর হউক, তোমার অস্থি মজ্জা প্রভৃতি সমস্ত শরীরই আমাদের কল্যাণকর হউক। ৬

৪৫—৬২ কণ্ডিকা।

এতদাদি ১৮ কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রে ব্রহ্মাদি

* হরিণ—স্বর্ণ ও সীস—তাম্র।

† ত্বকের ন্যায় মসৃণ ঘন শ্বেত শারীর ধাতুবিশেষকে মেদ বলাযায় অর্থাৎ চরবি।

* অর্থাৎ ছিদ্রান্বেষীরা কোনরূপ ছিদ্র না পায়। ছিদ্র—ত্রুটি।

সমস্ত ঋত্বিগণ পরস্পর প্রশ্ন ও মীমাংসা করিবে *—

হোতা অধ্বর্য্যুকে প্রশ্ন করিবে —

অধ্বর্য্যো! কে একাকী? কেইবা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়? কিইবা হিমের ঔষধি? কোনটাইবা বীজবপনের মহৎ ক্ষেত্র? ১

অধ্বর্য্যু উত্তর করিবে—

সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্র পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পান, অগ্নিই হিমের ঔষধি এবং ভূমিই বীজবপনের প্রধান ক্ষেত্র। ২

অধ্বর্য্যু হোতাকে প্রশ্ন করিবে—

সূর্য্যদেবের জ্যোতির আদর্শ কে? সমুদ্র কাহার নিকটে সরোবরতুল্য ক্ষুদ্রতা লাভ করে? পৃথিবীতে বড় লোক কে? পার্থিব কোন বস্তু মহামান্য?। ২

হোতা উত্তর করিবে—

ব্রহ্ম-জ্যোতিই সূর্য্য জ্যোতির আদর্শ; নক্ষত্রগণের নিকটে সমুদ্র একটি সরোবর-তুল্য, ঐশ্বর্য্যবান্‌ই † পৃথিবীতে বড়-লোক, গাভী অপেক্ষা মহামান্য কেহই নাই। ৪

ব্রহ্মা উদ্গাতাকে প্রশ্ন করিবে—

হে দেবসখ! জ্ঞান লাভের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ে কখনও মনোবলে ভ্রমণ করিয়া থাক, উত্তর প্রদান কর;—বিষ্ণু, যে স্থানত্রয় আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে এই সমস্ত ভুবন আক্রান্ত রহিয়াছে কি না? ৫

উদ্গাতা উত্তর করিবে—

বিষ্ণু, যে স্থানত্রয় আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহা পৃথিবী, দ্যুলোক ও দ্যুপৃষ্ঠলোক,* ইহাতেই সমস্ত ভুবন অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, আমিও তাহাতেই রহিয়াছি,—একণেই, একটি অঙ্গমাত্রের† সাহায্যেই, এইসমস্ত ভ্রমণ করিতেও পারি। ৬

উদ্গাতা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিবে—

ব্রহ্মন্! আমি স্পর্দ্ধার সহিত তোমাকে এই প্রশ্ন করিতেছি,—পুরুষ কত-গুলি পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট এবং পুরুষের মধ্যেই বা কত পদার্থ রহিয়াছে?—এ বিষয়ে কি উত্তর বলিতে পার?। ৭

ব্রহ্মা উত্তর করিবে—

পঞ্চ পদার্থের মধ্যে ‡ পুরুষ অন্ত-

---

* ইহাকেই ব্রহ্মোদ্য কহে। এই অনুসারেই পিতৃ ক্রিয়াদি নিমিত্তক সভাদিতে আহূত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করিয়া থাকেন।

† ঐশ্বর্য্য শব্দে অণিমা গরিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ; ধন বা বিদ্যাও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে গণ্য হয়।

* দ্যুলোকেরও উপরিতন লোকসকল অর্থাৎ দৃশ্যাতিরিক্ত নক্ষত্র মণ্ডলাদি। † মনের।

‡ এই পঞ্চপদার্থ কি কি? তাহা এস্থলে নাই কিন্তু বহদৃক্ষ্যত্ত্যানুসারে মহীধর বলেন যে ইহা আপাদি পঞ্চ বস্তু বা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে পারেণ বস্তুত শাস্ত্রীয় মর্মানুসারে পঞ্চীকরণ-প্রথা,ও আত্ম-প্রবেশ প্রকার দেখিলেই ইহার তাৎপর্য্য একরূপ প্রতিপন্ন হয়।

নির্বিষ্ট এবং পুরুষের মধ্যেও ঐ পাঁচটি অর্পিত রহিয়াছে ; এ বিষয়ে আমার এই মাত্র উত্তর, বোধহয় তুমি ইহা অপেক্ষা অধিক বলিতে সক্ষম নহ *। ৮

অনন্তর সদোমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া হবির্দ্ধানের পুরস্তাৎ উত্তর বেদির পশ্চাৎ উপবিষ্ট হওতঃ পুনর্ব্বার ঐরূপ ব্রহ্মোদ্য হইবে—

অধ্বর্য্যু হোতাকে জিজ্ঞাসা করিবে—

হোতঃ! প্রথম চিন্তার বিষয় কি? প্রধান পক্ষীই বা কি? পিলিপ্পিলাই বা কি? এবং পিশঙ্গিলাই বা কি?। ৯

অধ্বর্য্যু উত্তর করিবে—

দ্যুলোকই প্রথম চিন্তার বিষয়, অশ্বমেধই প্রধান পক্ষী, পৃথিবীই পিলিপ্পিলা এবং রাত্রিই পিশঙ্গিলা।১০

অধ্বর্য্যু হোতাকে প্রশ্ন করিবে—

অরে হোতঃ! পিশঙ্গিলা কি? কুরুপিশঙ্গিলা কি? কে লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে? কেইবা পথে বিসর্পণ করে?। ১১

হোতা উত্তর করিবে—

অরে অধ্বর্য্যো!. অজা † পিশঙ্গিলা, শ্বাবিধ্‌* কুরুপিশঙ্গিলা, শশ জাতি লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে এবং সর্পজাতি পথে বিসর্পণ করে। ১২

ব্রহ্মা উদগাতাকে জিজ্ঞাসা করিবে—

এই যজ্ঞের কতগুলি বিষ্ঠা? কতগুলি অক্ষর? কতগুলি হোম? কত প্রকার সমিৎ? এবং যদি তুমি অবগত থাক তাহা হইলে আরও একটি জিজ্ঞাসা—যে এই যজ্ঞের প্রতি ঋতুতে কতগুলি হোতা যজন করেন?। ১৩

উদগাতা উত্তর করিবে—

এই যজ্ঞের ছয় বিষ্ঠা, † এক শত অক্ষর, ‡ অশীতি হোম, + তিন প্রকার

---

* এতাবতা "এই উত্তরটি এ বিষয়ের পর্য্যাপ্ত হউক বা না হউক আমরা এই পর্য্যন্তই জানি" —ইহাই বলা হইল।

† মহীধর বলেন—"অজা শব্দে, মায়া বা রাত্রি,, কিন্তু এ প্রকরণে ছাগ হইলেই ভাল হয়।

* শ্বাবিধ্‌ শব্দে সজারু।

† মহীধর বলেন এস্থলে বিষ্ঠাশব্দে অন্ন, ছয় বিষ্ঠা অর্থাৎ মিষ্ট তিক্ত প্রভৃতি ষড়্‌রসাত্মক ছয় প্রকার খাদ্য।

‡ মহীধর বলেন,—এস্থলে যথাক্রমে গায়ত্র্যাদি এক একটি ছন্দের সহিত অতিধৃত্যাদি এক একটি অতিচ্ছন্দের যোগে এক এক শত অক্ষর সংখ্যা বুঝিতে হইবে। যথা=গায়ত্রী ২৪, অতিধৃতি ৭৬=১০০। উষ্ণিক্ ২৮, ধৃতি ৭২=১০০। অনুষ্টুপ্ ৩২, অত্যষ্টি ৬৮=১০০। বৃহতী ৩৬, অষ্টি ৬৪=১০০। পংক্তি ৪০, অতি শক্করী ৬০=১০০। ত্রিষ্টুপ্ ৪৪, শক্করী ৫৬=১০০। জগতী ৪৮, অতিজগতী ৫২=১০০।

+ অশ্বমেধে একবিংশতি যূপ স্থাপিত হয়। তাহার অগ্নিষ্ঠ নামক মধ্যম যূপে অশ্ব, তূপর ও গোমৃগ এই ৩ ও ২টি একাদশিনী এবং রোহিত মৃগ প্রভৃতি ১২, এই সপ্তদশ পশু বন্ধন করিতে হয়, অপর ২০টি যূপে এক একটি একাদশিনী ও পঞ্চদশ

সমিৎ* এবং আমি অবগত আছি বলিয়াই তোমাকে বলিতেছি—যে, এই যজ্ঞের প্রতি ঋতুতে সাত জনা হোতা যজন করেন †। ১৪

উদ্গাতা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবে—

কে এই বিশ্বভুবনের নাভি জানে? কেই বা দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যে কি তাহা বলিতে পারে? কেই বা নির্ণয় করিয়াছে যে এই বৃহৎ সূর্য্যের উৎপাদয়িতা কে? এবং চন্দ্রই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?। ১৫

ব্রহ্মা উত্তর করিবে—

আমি এই বিশ্বভুবনের নাভি অবগত আছি, দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যে কি বস্তু তাহাও আমি অবগত আছি, এই বৃহৎ সূর্য্যের উৎপাদয়িতা কে তাহাও আমি অবগত আছি, এবং চন্দ্রের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহাও আমি অবগত আছি*। ১৬

যজমান অধ্বর্য্যুকে জিজ্ঞাসা করিবে—

হে অধ্বর্য্যো। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে এই পৃথিবীর শেষ সীমা কি? আরও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে এই বিশ্বভুবনের নাভি কোথায়? আরও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যে ফলপ্রদ অশ্বের রেতঃ কি? তোমাকে শেষ জিজ্ঞাস্য যে বাক্যের পরম স্থান কি? ১৭

অধ্বর্য্যুর উত্তর—

এই বেদিই পৃথিবীর শেষ সীমা, এই যজ্ঞই বিশ্বভুবনের নাভি, এই সোম রসই ফলপ্রদ অশ্বের রেতঃ, এবং এই ব্রহ্মাই (ঋত্বিক্) বাক্যের পরম স্থান†। ১৮

---

৬৩ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু এই মন্ত্র পাঠ করত হিরণ্ময় পাত্রে মহিমগ্রহ গ্রহণ করিবে—

মহার্ণব-শায়ী প্রথম পুরুষ, যিনি স্বয়ম্ভু ‡ এবং স্বভু ¶, তিনি প্রথমত

করিয়া অপরাপর পশু নিযুক্ত করিতে হয়। এতাবতা "অগ্নিষ্ঠ নামক মধ্যম যূপ ব্যতিরিক্ত ২০টি যূপে মোট ৩২০ বা চতুর্গুণিত অশীতি পশু নিযুক্ত হয়" ইহা সুতরাং-লব্ধ এবং পশু-সংখ্যার অনুযায়ীই হোম-সংখ্যাও গ্রহণীয়, অতএব এই যজ্ঞে হোমের সংখ্যা অশীতি বলা হইল (মহীধর)।

* অশ্বমেধের অগ্নিষ্ঠ যূপে বদ্ধ অশ্ব, তূপর ও গোমৃগ এই প্রধান পশুত্রয়কেই মহীধর সমিৎ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

† প্রতিঋতুযাজেই সপ্ত বষট্‌কর্ত্তা থাকেন তাঁহারাই এস্থলে হোতৃ শব্দের বাচ্য।

* মহীধরের মতে এ সমস্ত প্রশ্নেরই একমাত্র উত্তর—'পরব্রহ্ম'।

† অধ্বর্য্যুর দৃষ্টিতে যজ্ঞভিন্ন অপর কিছুই নাই বোধ হয়।

‡ অর্থাৎ যাঁহার উৎপাদক নাই।

¶ অর্থাৎ ভূলোকের উৎপাদয়িতা।

ঋত্বিব * গর্ভ ধারণ করেন তাঁহা হইতেই প্রজাপতির † সমুৎপত্তি। ১

৬৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রটি উহারই প্রৈষ—

হোতা সোম পূর্ণ এই মহিমসংজ্ঞক গ্রহদ্বারা প্রজাপতি দেবতার অর্চ্চনা করুন এবং প্রজাপতি দেবতাও প্রীতি পূর্ব্বক তাহা সেবন করুন, হে হোতঃ। তুমি যাগ কর। ১

* ক ল-প্রাপ্তে অর্থাৎ যথোচিত সময়ে।
† সূর্য্যের।

এইটি মহিমগ্রহের যাজ্যা—

হে প্রজাপতে! প্রজাগণের পালনাদি-কার্য্যে সুনিপুণ তোমা হইতে ভিন্ন কেহই নাই, কেহ কখন হয় নাই, কেহ কখনও হইবেও না সুতরাং তুমিই এক-মাত্র আমাদের প্রার্থনা পূরণে সমর্থ অত এব হে দেব। আমরা যে কামনা করিয়া হবন করি, তাহা সফল হউক—'ইহার* পিতা আমি এবং আমার পিতা ইনি' †—আমাদিগের পিতা পুত্রের আন্তরিক ভাব ইহাই যেন চিরস্থায়ী হয় এবং আমরা যেন অপরিসীম ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হই। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥

১ কণ্ডিকা।

(অশ্বমেধের যূপ প্রকরণ)

অগ্নিষ্ঠ নামক * যূপে— প্রথমতঃ "প্রজাপতি দেবতার প্রীতির জন্য এই যূপে অশ্ব, তুপর † ও গোমৃগ ‡ নিযুক্ত করিতেছি"—এই প্রথম মন্ত্রে উক্ত পশু ত্রয় বন্ধন করিবে। অনন্তর সন্তরণার্থ গুম্ফিত তুম্বীসমূহের ন্যায় অশ্বের দ্বাদশ অঙ্গে দ্বাদশ প্রকার পশু রজ্জুদ্বারা গুম্ফন করিবে, যথা—

১ সম্মুখে ললাটে, অগ্নিদেবতার প্রীতির জন্য, কৃষ্ণগ্রীব ছাগ। ২

হনুদ্বয়ের নিম্নভাগে, সরস্বতীদেবতার প্রীতির জন্য, মেষী। ৩

বাহুদ্বয়ের অধোভাগে, অশ্বিদেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য, শুক্লবর্ণ ছাগদ্বয়। ৪

নাভিতে সোম ও পূষা দেবতার প্রীতির জন্য, শ্যাম * ছাগ। ৫

দক্ষিণ পার্শ্বে, সূর্য্যদেবতার প্রীতির জন্য, শ্বেত ছাগ। ৬

* অশ্বমেধে ২১ টি যূপ হইয়াথাকে, তাহার মধ্যম যূপকে অগ্নিষ্ঠ কহে। † শৃঙ্গশূন্য। ‡ গবয়।

* শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্র লোম বিশিষ্ট।

বাম পার্শ্বে, যমদেবতার প্রীতির জন্য, কৃষ্ণ ছাগ। ৭

শক্‌থিদ্বয়ে, ত্বষ্টৃদেবতার প্রীতির জন্য, বহু লোম বিশিষ্ট পুচ্ছবান্ পশুদ্বয়।৮

পুচ্ছে, বায়ুদেবতার প্রীতির জন্য, শ্বেতবর্ণ পশু। ৯

—, স্বপশ্য-দেবতার প্রীতির জন্য, বেহৎ *। ১০

—, বিষ্ণুদেবতার প্রীতির জন্য, বামন।১১

---

২ কণ্ডিকা।

ঐ অগ্নিষ্ঠ যূপে আরও দ্বাদশ প্রকার পশু বন্ধন করিবে, যথা—

সোমদেবতার প্রীতির জন্য,—রোহিত,[১] ধূম্ররোহিত[২] ও কর্কন্ধুরোহিত[৩]। বরুণ দেবতার প্রীতির জন্য,—বভ্রু,[৪] অরুণবভ্রু[৫] ও শুকবভ্রু[৬]। সবিতৃদেবতার প্রীতির জন্য,—শিতিরন্ধ্র,[৭] আর এক প্রকার শিতিরন্ধ্র[৮] ও সমন্ত শিতিরন্ধ্র[৯]। বৃহস্পতি দেবতার প্রীতির জন্য,—শিতিবাহু,[১০] আর এক প্রকার শিতিবাহু[১১] ও সমন্ত শিতিবাহু[১২]॥

---

* গর্ভ-ঘাতিনী। মহীধর বলেন যে ঐ বেহৎ ও বামন পশু বন্ধনের স্থান বিশেষত অনির্দ্দিষ্ট থাকায় ইহাদের স্থানও ঐ পুচ্ছই হইবে।

১ লোহিত বর্ণ। ২ ধূম্র ও লোহিত মিশ্রিত বর্ণ। ৩ সুপক্ক বদরীর ন্যায় লোহিত। ৪ কপিল বর্ণ। ৫ অরুণ বর্ণ মিশ্রিত কপিল। ৬ শুক পক্ষীর ন্যায়। ৭ পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রছিদ্র। ৮ অপর পার্শ্বে

(দ্বিতীয় যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

মিত্রাবরুণ দেবতার প্রীতির জন্য,—পৃষতী,[১] ক্ষুদ্র পৃষতী[২] ও স্থূল পৃষতী[৩]। (২) অশ্বি-দেব দ্বয়ের প্রীতির জন্য,—শুদ্ধবাল,[৪] সর্ব্বশুদ্ধবাল[৫] ও মণিবাল[৬]। পশুপতি রুদ্র দেবতার প্রীতির জন্য,—শ্বেত[৭] শ্বেতাক্ষ[৮] ও অরুণ[৯]। যম দেবতার প্রীতির জন্য,—তিনটি কর্ণ মৃগ[১০-১২] রুদ্রদেবতার প্রীতির জন্য,—তিনটি অবলিপ্ত পশু[১৩-১৫]॥

কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রছিদ্র। ৯ সমস্ত শরীরই যাহার কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র ছিদ্র। ১০ যাহার সম্মুখের দক্ষিণ পাদ কৃষ্ণবর্ণ। ১১ যাহার সম্মুখের বাম পাদ কৃষ্ণবর্ণ। ১২ যাহার উভয় পাদই কৃষ্ণবর্ণ।

১ ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ বিন্দুযুক্তা। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুযুক্তা। ৩ বৃহৎ বৃহৎ বিন্দুযুক্তা। ৪ যাহার পুচ্ছাদির কেশের অধিকাংশই শুভ্রবর্ণ। ৫ যাহার পুচ্ছাদির সমস্ত কেশই শুভ্রবর্ণ। ৬ যাহার পুচ্ছাদির সমস্ত কেশই মণির ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। ৭ যাহার আপাদাগ্র শ্বেতবর্ণ। ৮ যাহার চক্ষুদ্বয়ের উপর্য্যধোভাগের বা চতুর্দ্দিকেরই লোমগুলি শ্বেতবর্ণ। ৯ আনখাগ্র অরুণোদয়ের বর্ণ। ১০-১২ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিযুক্ত শুভ্রবর্ণ। এই তিনটি পশুই এক প্রকার হইবে। ১৩-১৫ মহীধর বলেন—'এই তিনটি পশুর বর্ণের কোন নিয়ম নাই, গর্ব্বিত-স্বভাব হওয়া আবশ্যক' কিন্তু পশুর গর্ব্বিত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া বড় সহজ নহে এবং 'অমুক অমুক বর্ণ পশু অমুক-দেবতার, অমুক অমুক বর্ণ পশু অমুক দেবতার' এ-প্রকরণে এক স্থানেমাত্র স্বভাবানুযায়ী ব্যবস্থা হইবে, ইহাও মূলসঙ্গত বোধ হয় না অতএব এস্থলে 'অবলিপ্ত

(তৃতীয় যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

পর্জ্জন্য দেবতার প্রীতির জন্য,—আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ তিনটি পশু[১৩]। (৩) মরুৎ দেবগণের প্রীতির জন্য,—পৃশ্নি,[৪] তিরশ্চীন-পৃশ্নি[৫] ও ঊর্দ্ধপৃশ্নি[৬]। সরস্বতী দেবতার প্রীতির জন্য,—ফলগু,[৭] লোহিতোর্ণী[৮] এবং পলক্ষী[৯]। ত্বষ্টৃদেবতার প্রীতির জন্য,—প্লীহাকর্ণ,[১০] শুণ্ঠকর্ণ[১১] ও অধ্যালোহ কর্ণ[১২]। ইন্দ্রাগ্নি দেবতার জন্য,—কৃষ্ণগ্রীব,[১৩] শিতিকক্ষ,[১৪] ও অঞ্জিসকথ,[১৫] ॥

শব্দের অর্থ সর্ব্বিত্ত গ্রহণ না করিয়া 'বর্ণান্তর দ্বারা রঞ্জিত' অর্থ করিতেও পারাগায়।

১৩ যাহাকে আশ্‌মানী কহে। ৪ চিত্রবর্ণ। ৫ তির্য্যক্‌ রেখাদি বিশিষ্ট। ৬ ঊর্দ্ধাধো লম্বমান রেখাদি যুক্ত। ৭ মহীধর বলেন—"অপুষ্টা-শরীর অর্থাৎ কচি ছানা। 'কিন্তু বোধহয় এস্থলে ফল্গু (ফাগ) বর্ণ অর্থ করিলেই ভাল হয়। ৮ যাহার শরীরের অধিকাংশ লোমই লোহিত বর্ণ। ৯ যাহার শরীরের অধিকাংশ লোমই শ্বেতবর্ণ ১০ মহীধর বলেন-'যে পশুর কর্ণ প্লীহারোগ বিশিষ্ট' কিন্তু এস্থলে প্লীহা শব্দের অর্থ দীর্ঘ করিলেই ভাল হয়। ১১ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ণ বিশিষ্ট। ১২ যাহার কর্ণের অধিকাংশ লোমই লোহিত বর্ণ। ১৩ যাহার গ্রীবা-দেশের লোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ১৪ যাহার কক্ষ প্রদেশের লোমগুলি শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ। ১৫ যাহার উরুতে অঞ্জি অর্থাৎ বর্ণান্তরের লোম গুলি রেখাক্রমে শোভমান থাকে।

(চতুর্থ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

উষা দেবতার প্রীতি জন্য,—কৃষ্ণাঞ্জি,[১] অল্পাঞ্জি,[২] ও মহাঞ্জি[৩]। (৪) বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রীতির জন্য,—শিল্পবর্ণা তিনটি পশু[৪-৬]। বাক্ দেবতার প্রীতির জন্য,—দেড়বৎসর বয়স্কা তিনটি রোহিণী[৭-৯]। অদিতি দেবতার প্রীতির জন্য,—বিজ্ঞানশূন্য তিনটি পশু[১০-১২]। ধাতৃ দেবতার প্রীতির জন্য,—এক প্রকারই তিনটি পশু[১৩-১৫] ॥

(পঞ্চম যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

দেবপত্নী দেবতাদিগের জন্য,—তিনটি বৎসতরী *। (৫) অগ্নি দেবতার প্রীতির জন্য তিনটি কৃষ্ণগ্রীব। বসু দেবগণের প্রীতির জন্য তিনটি সিতিভ্রূণ†। রুদ্রদেব গণের প্রীতির জন্য তিনটি

---

১ যাহার শরীরে কৃষ্ণ অঞ্জি (অাঁজি) অর্থাৎ রেখা আছে। ২ যাহার শরীরে দুই চারিটি মাত্র আঁজি আছে ৩ যাহার শরীরটী সমস্তই আঁজিতে পরিপূর্ণ ৪-৬ অর্থাৎ পাঁচরঙ্গা, এ তিনটিই এক প্রকার আবশ্যক। ৭-৯ লোহিতবর্ণা একরঙ্গা। ১০-১২ অর্থাৎ এ তিনটি পশুকে কোনরূপ চিহ্নাদি দর্শনের আবশ্যক নাই যথালব্ধ সকল প্রকারই গ্রাহ্য। ১৩-১৫ লোহিত বা শ্বেত বা কৃষ্ণ বা শিত্র যে কোন প্রকার হউক সমস্তই স্বীকার্য্য কিন্তু তিনটি এক রূপ হইবে।

* সদ্যোজাতা ছাগী।

† যাহার ভ্রূদেশের লোম শ্বেতবর্ণ।

আদিত্য দেবগণের জন্য তিনটি শ্বেত অবলোকী[১]॥

(ষষ্ঠ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

পর্জ্জন্য দেবগণের জন্য আকাশের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তিনটি পশু। (৬) ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই সহচর দেবদ্বয়ের জন্য উন্নত,[২] ঋষ,[৩] ও বামন[৪]। ইন্দ্র ও বৃহস্পতি এই সহচর দেবদ্বয়ের জন্য উন্নত, শিতিবাহু[৫] ও শিতিপৃষ্ঠ[৬]। বাজিন দেবতার জন্য তিনটি শুকরূপ[৭]। অগ্নি ও মরুৎ এই সহচর দেবগণের জন্য তিন কল্মাষ[৮] বর্ণের ছাগ॥

(সপ্তম যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

পূষা দেবতার জন্য তিনটি শ্যামবর্ণ[৯] পশু। (৭) ইন্দ্র ও অগ্নি এই সহচর দেবদ্বয়ের জন্য তিন এত[১০]। অগ্নি ও সোম এই সহচর দেবদ্বয়ের জন্য তিনটি বিরূপ[১১]।

১ অর্থাৎ ছাগটি শ্বেতবর্ণ হইবে কিন্তু তাহার উদরে কতকগুলি কৃষ্ণ বর্ণ বিন্দু থাকিবে।

২ উচ্চ। ৩ পুষ্ট। ৪ খর্ব্ব।

৫ যাহার সম্মুখের পাদদ্বয় শুভ্রবর্ণ।

৬ যাহার পৃষ্ঠ দেশ শুভ্রবর্ণ।

৭ অর্থাৎ শুকপক্ষীর ন্যায় হরিতবর্ণ।

৮ শ্বেত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ।

৯ সংবদ্ধুর্ব্বাদলের ন্যায়।

১০ কৃষ্ণ পীত মিশ্রিত বর্ণ।

১১ অর্থাৎ যাহার শরীরের বর্ণ কতকটা একবর্ণ, অপর কতকটা অন্যবর্ণ।

অগ্নি ও বিষ্ণু এই সহচর দেবদ্বয়ের জন্য তিনটি বামন অনড্বান্[১]। মিত্র ও বরুণ এই সহচর দেবদ্বয়ের জন্য তিনটি বশা[২] অজা।৫

(অষ্টম যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

মিত্র দেবতার জন্য তিনটি অন্যত-এনী[৩]। (৮) অগ্নি দেবতার জন্য তিনটি কৃষ্ণগ্রীব। সোম দেবতার জন্য তিনটি বভ্রু[৪]। বায়ু দেবতার জন্য তিনটি শ্বেত। অদিতি দেবতার জন্য বিজ্ঞান শূন্য[৫] তিনটি পশু॥

(নবম যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

ধাতৃ দেবতার জন্য তিনটি সরূপ[৬] মৃগ। দেবপত্নী দেবীগণের জন্য তিনটি বৎসতরী[৭]। (৯) ভূমি দেবতার জন্য তিনটি কৃষ্ণবর্ণ। অন্তরীক্ষ দেবতার জন্য তিনটি ধূম্রবর্ণ। দ্যু দেবতার জন্য তিনটি বৃহৎ পশু॥

(দশম যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে,—)

১ খর্ব্বাকার অথচ ভারবহনে সমর্থ। ২ বন্ধ্যা।

৩ অর্থাৎ যে ছাগীর কোন এক পার্শ্বের বর্ণ কৃষ্ণ-পীত। ৪ কপিল বর্ণ।

৫ অর্থাৎ যথেচ্ছ পশু ব্যবস্থা করিবে।

৬ অর্থাৎ যে কোন বর্ণই হউক তিনটিই যেন একরূপ হয়। ৭ ক্ষুদ্র ছাগী।

বিদ্যুৎ দেবতার জন্য তিনটি শবল*। নক্ষত্র দেবগণের জন্য তিনটি কির্মীর। (১০) বসন্ত দেবতার জন্য ধূম্র বর্ণ তিনটি অজা। গ্রীষ্ম দেবতার জন্য তিনটি শ্বেত বর্ণ অজা। বর্ষা দেবগণের জন্য তিনটি কৃষ্ণ বর্ণ অজা॥

(একাদশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

শরৎ দেবতার জন্য অরুণ বর্ণ তিনটি ছাগ। হেমন্ত দেবতার জন্য তিনটি চিত্র বর্ণ ছাগ। শিশির দেবতার জন্য তিনটি পিশঙ্গ বর্ণ ছাগ। (১১) গায়ত্রী দেবতার জন্য তিন ত্র্যবি। ত্রিষ্টুপ্ দেবতার জন্য তিন পঞ্চাবি॥

(দ্বাদশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

জগতী দেবতার জন্য তিনটি দিত্যবাট্। অনুষ্টুপ্ দেবতার জন্য তিনটি ত্রিবৎসা। উষ্ণিক্ দেবতার জন্য তিনটি তুর্য্যবাট্। (১২) বিরাট্ দেবতার জন্য তিনটি পষ্ঠবাট্। বৃহতী দেবতার জন্য তিনটি উক্ষা॥

(ত্রয়োদশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

ককুপ্ দেবতার জন্য তিন ঋষভ। পংক্তি দেবতার জন্য তিনটি অনড্বান্। অতিচ্ছন্দ দেবগণের জন্য তিনটি ধেনু। (১৩) অগ্নি দেবতার জন্য তিনটি কৃষ্ণগ্রীব। সোম দেবতার জন্য তিনটি বভ্রু॥

(চতুর্দ্দশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

সবিতৃ দেবতার জন্য তিনটি উপধ্বস্ত†। সরস্বতী দেবতার জন্য তিনটি বৎসতরী। পূষা দেবতার জন্য তিন শ্যামবর্ণ ছাগ। মরুৎ দেবগণের জন্য তিনটি পৃশ্নি। বিশ্বেদেবা দেবগণের জন্য তিনটি বহুরূপ পশু॥

(পঞ্চদশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

দ্যাবাপৃথিবী দেবদ্বয়ের জন্য তিনটি বশা। (১৪) অগ্নি দেবতার জন্য কৃষ্ণগ্রীব তিনটি। সোম দেবতার জন্য তিনটি বভ্রু। সবিতৃ দেবতার জন্য তিন উপধ্বস্ত। সরস্বতী দেবতার জন্য তিনটি বৎসতরী॥

---

* কর্ব্বুর বর্ণ।

† কিনার (ছুপী) বিশিষ্ট।

* অতঃপর এইস্থান হইতে চাতুর্মাস্য দেবতাক সপ্ততি (৯০) পশু বর্ণিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ বৈশ্বদেব পর্ব্ব দেবতাগণের ২৪ টি, পরে বরুণপ্রঘাস পর্ব্ব দেবতাগণের ২৭ টি, অনন্তর সাকমেধ পর্ব্ব দেবগণের ১৫ টি, তদনন্তর মহাহবিঃ পর্ব্ব দেবতাগণের ২০ টী। তাহার পরে পিত্র্যেষ্টি দেবতাদিগের ১২ টি, ও সর্ব্বশেষে শুনাসীরীয় পর্ব্ব দেবতাদিগের ২৪ টি; কিন্তু এ ৩৮ টি কেহ সকলের চাতুর্মাস্য দেবতাকের মধ্যে গণনা করিয়াছেন।

† জরাজীর্ণ।

(ষোড়শ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

পূষা দেবতার জন্য তিনটি শ্যাম বর্ণ ছাগ। ইন্দ্রাগ্নি দেবতার জন্য তিন এত। বরুণ দেবতার জন্য তিন কৃষ্ণ। মরুৎ দেবগণের জন্য তিন পৃশ্নি। ক-দেবতার জন্য তিনটি তূপর। (১৫)

(সপ্তদশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

অনীকবান্ দেবতার জন্য তিনটি প্রথম জাত* ছাগ, সান্তপন মরুদ্দেবগণের জন্য তিনটি সবাত্যণ† ছাগ, গৃহমেধী মরুদ্দেবগণের জন্য তিনটি বহিষ্কৃচ্ছাগ, ক্রীড়ী মরুদ্দেবগণের জন্য তিনটি সংসৃষ্ট= ছাগ, স্বতবান্ মরুদ্দেবগণের জন্য অনুসৃষ্ট+ ছাগ বন্ধন করিবে॥ (১৬)

(অষ্টাদশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

অগ্নি দেবতার জন্য তিনটি কৃষ্ণগ্রীব, সোম দেবতার জন্য তিনটি বভ্রু, সবিতৃ দেবতার জন্য তিনটি উপধ্বস্ত, সরস্বতী দেবতার জন্য তিনটী বৎসতরী এবং পূষা দেবতার জন্য তিনটি শ্যামবর্ণ ছাগ॥

(ঊনবিংশ যূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের জন্য তিন এর্ত, মহেন্দ্র দেবতার জন্য প্রাশৃঙ্গ তিনটি, বিশ্বকর্ম্ম দেবতার জন্য তিন বহুরূপ, (১৭) সোমবান্ পিতৃগণের জন্য বভ্রু বর্ণাভ ধূম্রবর্ণ তিনটি, বর্হিষৎ পিতৃদেবগণের জন্য ধূম্র বর্ণাভ বভ্রুবর্ণ তিনটি॥

(বিংশযূপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

অগ্নিষ্বাত্তা পিতৃগণের জন্য বভ্রুবর্ণাভ কৃষ্ণবর্ণ তিনটি, ত্র্যম্বক দেবতার জন্য শুভ্রবিন্দু যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ তিনটি, (১৮) অগ্নি দেবতার জন্য কৃষ্ণগ্রীব তিনটি, সোম দেবতার জন্য বভ্রুবর্ণ তিনটি, সবিতৃ দেবতার জন্য তিন উপধ্বস্ত॥

(একবিংশ যূপেও পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে, যথা—)

সরস্বতী দেবতার জন্য তিনটি বৎসতরী, পূষা দেবতার জন্য তিনটি শ্যামবর্ণ ছাগ, শুনাসীর দেবতার জন্য কর্ব্বুর বর্ণ তিনটি, বায়ু দেবতার জন্য তিনটি শ্বেত ছাগ এবং সূর্য্য দেবতার জন্যও তিনটি শ্বেত ছাগ বন্ধন করিবে॥ ১৯

[ইতি গ্রাম্য পশু।]

---

* অর্থাৎ ছাগীদিগের প্রথম শাবকগণ।

† যাহারা অচির প্রসূত; মাতৃসমীপে এইরূপ ঘোর কিন্তু মাতৃ সমীপ ত্যাগ করিতে সাহসী হয় নাই।

‡ যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত মাতৃসমীপে স্থায়ী নহে।

= যাহারা একগর্ভে এককালে উৎপন্ন অর্থাৎ যমজ।

+ যাহারা একগর্ভেই পর পর জন্মিয়াছে অর্থাৎ প্রথম গর্ভের একটী, দ্বিতীয় গর্ভের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভের তৃতীয়টী।

২১—৪০ কণ্ডিকা।

ঐ একবিংশতি যূপের বিংশ অন্তরালে প্রত্যেক স্থলে ত্রয়োদশ ক্রমে ২৬০ টি আরণ্য পশু বিবিধ উপায়ে* আবদ্ধ করিবে—

(প্রথম যূপান্তরালে) বসন্ত দেবতার প্রীতির জন্য তিনটি† (চাতক) কপিঞ্জল, গ্রীষ্ম দেবতার জন্য তিনটি (চটক) কলবিঙ্ক, বর্ষা দেবতার জন্য তিনটি (তিত্তির) তিত্তিরী, শরৎ দেবতার জন্য তিনটি (বটের) বর্ত্তিকা, হেমন্ত দেবতার জন্য তিনটি (কবাব) ককর (তন্মধ্যে একটিমাত্র প্রথম অবকাশে, অপর দুইটি দ্বিতীয় অবকাশে) শিশির দেবতার জন্য তিনটি (পক্ষী বি॰) বিককর পক্ষী বন্ধন করিবে॥ ২০

(ঐ দ্বিতীয় অবকাশে) সমুদ্র দেবতার জন্য তিনটি শিশুমার, পর্জ্জন্য দেবতার জন্য তিনটি মণ্ডূক, জলদেবীগণের জন্য তিনটি মৎস্য (তন্মধ্যে দুইটিমাত্র দ্বিতীয় অবকাশে, অপরটি তৃতীয় অবকাশে), মিত্র দেবতার জন্য তিনটি (কাঁকড়া?) কুলীপয়, বরুণ দেবতার জন্য তিনটী (কুম্ভীর) নক্র বন্ধন করিবে॥ ২১

(ঐ তৃতীয় অবকাশে) সোম দেবতার জন্য তিন হংস, বায়ু দেবতার জন্য তিনটি (বক পক্ষিণী) বলাকা, (চতুর্থ অবকাশে) ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের জন্য তিনটি (কোঁচ) ক্রুঞ্চ, মিত্র দেবতার জন্য তিনটি (পানি কৌড়ি) মদ্গু, বরুণ দেবতার জন্য তিনটি (চকাচকী) চক্রবাক বন্ধন করিবে। ২২

(ঐ চতুর্থ অবকাশে) অগ্নি দেবতার জন্য তিন (বনকুকুড়া) কুক্কুট, বনস্পতি দেবগণের জন্য তিন (পেচক) উলূক (তন্মধ্যে এক উলূক মাত্র চতুর্থ অবকাশে, অপর দুই পঞ্চম অবকাশে), অগ্নিষোম দেবদ্বয়ের জন্য তিন (নীলকণ্ঠ) চাষ, অশ্বি দেবদ্বয়ের জন্য তিন (শিখী) ময়ূর, মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের জন্য তিন (গোলা পায়রা) কপোত বন্ধন করিবে॥ ২৩

সোম দেবতার জন্য তিন (লাবক পক্ষী) লব (তন্মধ্যে দুই পঞ্চম অবকাশে অপর ষষ্ঠ অবকাশে), ত্বষ্টা দেবতার জন্য তিন কৌলীক, দেবপত্নী দেবতাদিগের

---

* এবিষয়ে মনু বলিয়াছেন—'নাড়ীষু গ্রহবিশেষাণ্ স্কন্ধেষু সর্পান্ পঞ্জরেষু মৃগ ব্যাঘ্র সিংহান্ কুম্ভেষু মকর-মৎস্য-মণ্ডুকান্, জালেষু পক্ষিণঃ কীরান্ হস্তিনঃ, সোষু চৌদকানি, যথার্থ নিকনান্'। (মানবসূত্র)। অর্থাৎ যাহা যেরূপে আবদ্ধ হইতে পারে তাহাকে সেইরূপেই আবদ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইবে॥

† মূলে বহুবচন নির্দ্দেশ আছে, তাহাতেই টীকাকার মহীধর তিনটি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সংখ্যান্তরের স্থান না হয় ইহাই তাৎপর্য্য।

চোকটোকলা।
জন্য তিন গোমাদী পক্ষিণী দেবজামী দেবতাদিগের জন্য তিন কুলীক এবং গৃহপতি অগ্নিদেবতার জন্য তিন পাকস্তু বন্ধন করিবে ॥ ২৪

(সপ্তম অবকাশে) অহর্দেবতার জন্য
পায়রা
তিন পারাবত, রাত্রি দেবতার জন্য
পায়রা বি
তিন সীচাপু পক্ষিণী, অহোরাত্রের
পায়রা বি
সন্ধি দেবগণের জন্য তিন জতূ পক্ষিণী
কালকণ্ঠ
মাস দেবগণের জন্য তিন দাত্যূহ,
গরুড়
সংবৎসর দেবতার জন্য তিন বৃহৎ সুপর্ণ (তন্মধ্যে এক সপ্তম অবকাশে, অপর দুই অষ্টম অবকাশে) ॥ ২৫

(ঐ অষ্টম অবকাশে) ভূমি দেবতার
ইন্দুর
জন্য তিন আখু, অন্তরীক্ষ দেবতার
নেঙ টেইন্দুর
জন্য তিন পাঙ্‌ক্ত্র, দ্যু দেবতার জন্য
ছুঁচ
তিন কশ, দিগ্‌দেবী দিগের জন্য তিন
বেজী
নকুল (তন্মধ্যে দুই অষ্টম অবকাশে,
অগ্নিকোণ প্রভৃতির
অপর নবম অবকাশে) অবান্তর দিগদেবী
বড়রঙ্গা বেজী
দিগের জন্য তিন বভ্রুক বন্ধন করিবে ॥ ২৬

(ঐ নবম অবকাশে) বসু দেবতা দিগের জন্য তিন ঋশ্যমৃগ, রুদ্র দেবগণের জন্য তিন রুরু, আদিত্য দেবগণের জন্য তিন ন্যঙ্কু, (দশম অবকাশে) বিশ্বদেব দেবগণের জন্য তিন পৃষৎ, সাধ্য দেবগণের জন্য তিন কুলুঙ্গ বন্ধন করিবে ॥ ২৭

(ঐ দশম অবকাশে) ঈশান দেবতার জন্য তিন পরস্বৎ, মিত্র দেবতার জন্য তিন গৌর মৃগ, বরুণ দেবতার জন্য তিন মহিষ (তন্মধ্যে একটি দশম অবকাশে, অপর দুই একাদশ অবকাশে), বৃহস্পতি দেবতার জন্য তিন গবয়, ত্বষ্টৃ দেবতার জন্য তিন উষ্ট্র বন্ধন করিবে ॥ ২৮

(ঐ একাদশ অবকাশে) প্রজাপতি দেবতার জন্য তিন পুরুষহস্তী, বাগ্‌দেবীর
ডাঁশ বা ছারপোকা
জন্য তিন প্লুষী, (তন্মধ্যে দুই একাদশ অবকাশে, অপর দ্বাদশ অবকাশে), চক্ষু-
মশা
র্দেবতার জন্য তিন মশক, শ্রোত্র দেব
ভোমরল
তার জন্য তিন ভৃঙ্গ বন্ধন করিবে ॥ ২৯

(ঐ দ্বাদশ অবকাশে) প্রজাপতি ও বায়ুর নিমিত্ত এক গোমৃগ, বরুণের নিমিত্ত আরণ্য মেষ, যমের নিমিত্ত কৃষ্ণ মেষ, মনুষ্যরাজের নিমিত্ত মর্কট, শার্দূল দেবতার জন্য রোহিদ্‌মৃগ, ঋষভ দেবতার নিমিত্ত এক গবয়ী মৃগী (ত্রয়োদশ অবকাশে) ক্ষিপ্রশ্যেন দেবতার নিমিত্ত বর্ত্তিকা, নীলঙ্গু দেবতার নিমিত্ত কৃমি, সমুদ্রের নিমিত্ত শিশুমার, হিমবানের নিমিত্ত হস্তী বন্ধন করিবে ॥ ৩০

(ঐ ত্রয়োদশ অবকাশে) প্রজাপতির

তুরঙ্গবন উদ্রক ?
নিমিত্ত ময়ূর, ধাতৃ দেবতার নিমিত্ত উল ও
সিংহবিং বিড়াল
হলিক্ষ্ণ ও বৃষদংশ—এই তিন, দিগ্‌দেবী-
দাঁড়কাক কাক
দিগের নিমিত্ত কঙ্ক, অগ্নির নিমিত্ত ধুঙ্খা,
ছাতারে রক্ত
ত্বষ্টৃ দেবতার নিমিত্ত কলবিঙ্ক ও লোহি-
কীটপক্ষী সারস
তাহি ও পুষ্করসাদী—এই তিন, (চতুর্দ্দশ
কোচবক
অবকাশে) বাগ্‌দেবীর নিমিত্ত ক্রুঞ্চ বন্ধন
করিবে ॥ ৩১

(ঐ চতুর্দ্দশ অবকাশে) সোম দেব-
তার নিমিত্ত কুরঙ্গ, পূষার নিমিত্ত আরণ্য
শকুনী
ছাগ ও নকুল ও শক—এই তিন, মায়ু
শৃগাল
দেবতার নিমিত্ত ক্রোষ্টা, ইন্দ্রের নিমিত্ত
মৃগ বি৹
গৌরমৃগ, অনুমতি দেবীর নিমিত্ত পিদ্ব ও
মৃগ বি৹ মৃগ বি৹
ন্যঙ্কু ও কক্কট—এই তিন, প্রতিশ্রুৎকা
দেবীর নিমিত্ত চক্রবাক বন্ধন করিবে ॥৩২

(ঐ চতুর্দ্দশ অবকাশে) সূর্য্যের নিমিত্ত
বকপক্ষী শকরখোর ?
বলাকা ও শার্গ, (পঞ্চদশ অবকাশে)
বৃশ্চিক ? কেন্দাই ?
মিত্র দেবতার নিমিত্ত সৃজয় ও শয়াণ্ডক,
পাঠিতা
সরস্বতী দেবীর নিমিত্ত পুরুষবাক্ শারিকা,
শজা
ভূদেবতার নিমিত্ত শ্বাবিৎ, মন্যু দেবতার
মৈকড়ে সর্প
নিমিত্ত শার্দ্দূল ও বৃক ও পৃদাকু—এই
পাঠিত
তিন, সরস্বৎ দেবতার নিমিত্ত পুরুষবাক্
শুক বন্ধন করিবে। ৩৩

(ঐ পঞ্চদশ অবকাশে) পর্জ্জন্য দেব-
হাড়গিলে অড়িপক্ষী
তার নিমিত্ত সুপর্ণ, বায়ুর নিমিত্ত আতি
গুগুলী চোকটোকরা
ও বাহস ও দার্ব্বিদা—এই তিন, বাচ
শ্রালিক
স্পতি বৃহস্পতি দেবতার নিমিত্ত পৈঙ্গ
পক্ষী
রাজ, (ষোড়শ অবকাশে) অন্তরীক্ষ দেব-
আর্শলা ?
তার নিমিত্ত অলজ, নদীপতির নিমিত্ত
জলকুক্কুট পানকৌড়ি জলহংস
প্লব ও মদ্গু ও কাবগু—এই তিন, দ্যাবা-
কচ্ছপ
পৃথিবী দেবদ্বয়ের নিমিত্ত কূর্ম্ম বন্ধন
করিবে ॥ ৩৪

(ঐ ষোড়শ অবকাশে) চন্দ্রমার
বনমানুষ ?
উদ্দেশে পুরুষমৃগ, বনস্পতি দেবগণের
গোসাপ, জলঢোড়া কাঠঠোকরা
উদ্দেশে গোধা ও কালকা ও দার্ব্বাঘাট—
তাম্র
এই তিন, সবিতৃ দেবতার উদ্দেশে কৃক-
চড়
বাকু, বাত দেবতার উদ্দেশে হংস, অকূ-
কুম্ভীর হাঙ্গর
পার দেবতার উদ্দেশে নাক্র ও মকর ও
শোশক
কুলীপয়—এই তিন (তন্মধ্যে নাক্র ও
মকর ষোড়শ অবকাশে, কুলীপয় সপ্তদশ
সজারু
অবকাশে), শ্রী দেবীর উদ্দেশে শল্যক
বন্ধন করিবে ॥ ৩৫

(ঐ সপ্তদশ অবকাশে) অহর্দ্দেবতার
উদ্দেশে এনী মৃগী, সর্প দেবগণের
উদ্দেশে মণ্ডুক ও মূষিক ও তিত্তির—
এই তিন, অশ্বী দেবদ্বয়ের উদ্দেশে

খড়া ?
লোপাশ, রাত্রি দেবীর উদ্দেশে কৃষ্ণ মৃগ,
ভল্লুক
ইতরজন দেবগণের উদ্দেশে ঋক্ষ ও
চামচিকে বাদুড় ?
জতু ও সুষিলীক—এই তিন, বিষ্ণু দেব-
নামুক ?
তার উদ্দেশে অহকা বন্ধন করিবে ॥ ৩৬

(ঐ সপ্তদশ অবকাশেই) অর্দ্ধমাস
কোকিল
দেবগণের উদ্দেশে অন্যবাপ, (অষ্টাদশ
অবকাশে) গন্ধর্ব্বগণের উদ্দেশে ঋষ্য
ও ময়ূর ও সুপর্ণ—এই তিন, জল-
কেঁকড়া
দেবীদিগের উদ্দেশে উদ্র, মাস দেবগণের
কাছিম
উদ্দেশে কশ্যপ, অপ্সরো দেবীদিগের
উদ্দেশে রোহিৎ ও কুণ্ডৃণাচী ও গোল-
ত্তিকা—এই তিন, মৃত্যুর উদ্দেশে অসিত
বন্ধন করিবে ॥ ৩৭

(ঐ অষ্টাদশ অবকাশে) ঋতু দেব-
ভেকী
গণের উদ্দেশে বর্ষাহূ, পিতৃদেবগণের
ইঁদুর ছুছুন্দরী ? টিকটিকী ?
উদ্দেশে আখু ও কশ ও মান্থাল—এই
তিন, (একোনবিংশ অবকাশে) বল দেব-
তার উদ্দেশে অজগর, বসু দেবতাদিগের
উদ্দেশে কপিঞ্জল, নির্ঋতি দেবতার
উদ্দেশে কপোত ও উলূক ও শশ—এই
তিন, বরুণ দেবতার উদ্দেশে আরণ্য
মেষ বন্ধন করিবে ॥ ৩৮

(ঐ একোনবিংশ অবকাশে) আদিত্য-
গণের উদ্দেশে শ্বিত্র, মতি দেবীর উদ্দেশে
চীল ? কণ্ঠে স্তনবান্ ছাগ
উষ্ট্র ও ঘৃণীবান্ ও বাধ্রীনস—এই তিন,
মৃগবিং
অরণ্য দেবতার উদ্দেশে সৃমর, রুদ্র দেব-
মৃগ বিং · মৃগ বিং
তার উদ্দেশে রুরু ও কৃয়ি, (বিংশ
অবকাশে) বাজি দেবগণের উদ্দেশে
কুটরু ও দাত্যৌহ ও কালকণ্ঠ—এইতিন,
কাম দেবতার উদ্দেশে পিক বন্ধন
করিবে ॥ ৩৯

(ঐ বিংশ অবকাশে) বিশ্বেদেবা দেব-
গাণ্ডার
গণের উদ্দেশে খড়্গ, বক্ষোগণের উদ্দেশে
কুকুর দীর্ঘকর্ণ
কৃষ্ণ শ্বা ও কর্ণ গর্দ্দভ ও তবক্ষু—এই
তিন, ইন্দ্রের উদ্দেশে সিংহ, সরস্বান্‌র
কাকলাস পপীহা।
উদ্দেশে কৃকলাস ও পিপ্পকা ও শকুনি—
এই তিন, এবং বিশ্বেদেবা দেবগণের
প্রীতি উদ্দেশে পৃষত নামক মৃগ বন্ধন
করিবে* ॥ ৪০

---

* মহীধর বলেন—"অশ্বমেধের মধ্যম দিনে, ৯২টি একাদশী ও অশ্বপ্রভৃতি ৩২৭ টি গ্রাম্য পশু এবং কপিঞ্জল প্রভৃতি ২৬০ টি আরণ্য পশু, সর্ব্বসাকল্যে ৬০৯ টি পশু যূপে ও যূপান্তরালে বন্ধন করিতে হয়। তন্মধ্যে গ্রাম্যগুলির ঘাতন হয় এবং আরণ্যগুলির মন্ত্রবুলিমাত্র হইয়া পরিত্যাগ কর্ত্তব্য তাহাদিগকে হনন করা হয় না"।

॥ যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ অথ পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥

১—৯ কণ্ডিকা।

বনস্পতি যাগের পরে এবং স্বিষ্টকৃৎ যাগের পূর্ব্বে শূল্য* হোম করণানন্তর এতৎ প্রভৃতি নয়টি কণ্ডিকাত্মক মন্ত্র গুলি দ্বারা অশ্বাঙ্গ হোম করিবে—

শাদং দদ্ভিঃ প্রীণামি স্বাহা‡। ১
অবকাং দন্তমূলৈঃ „ „ । ২
মৃদং বর্ষ্বৈ= „ „ । ৩
তেগাং দংষ্ট্রাভ্যাং „ „ । ৪
সরস্বতীং অগ্রজিহ্বয়া „ „ । ৫
উৎসাদং জিহ্বয়া „ „ । ৬
অবক্রন্দং তালুনা প্রীণামি স্বাহা । ৭
বাজং হনুভ্যাং „ „ । ৮
আপঃ আস্যেন „ „ । ৯
বৃষণং আণ্ডাভ্যাং „ „ । ১০
আদিত্যান্ শ্মশ্রুভিঃ „ „ । ১১
পন্থানং ভ্রূভ্যাং „ „ । ১২
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বর্ত্তাভ্যাং* „ „ । ১৩
বিদ্যুতং কনীনকাভ্যাং „ „ । ১৪
প্রজাপতিং শুক্লেন „ „ । ১৫
„ কৃষ্ণেন „ „ । ১৬
পারং পক্ষ্মভিঃ † „ „ । ১৭
অবারং ইক্ষুভিঃ ‡ „ „ । ১৮
বাতং প্রাণেন „ „ । ১৯
নাসিকে অপানেন „ „ । ২০
উপযামং অধরেণ „ „ । ২১
সন্তং ওষ্ঠেন „ „ । ২২
অন্তরং প্রকাশেন= „ „ । ২৩
বাহ্যং অনুকাশেন+ „ „ । ২৪
নিবেষ্যং মূর্দ্ধা „ „ । ২৫

---

* লৌহ শলাকাতে বিদ্ধ অগ্নিতাপে পাক মাংস খণ্ডগুলিকে শূল্য কহে।

† অশ্বের দন্ত প্রভৃতি অঙ্গসকল স্মরণ করত শাদ প্রভৃতি দেবতাদিগের প্রীতির জন্য এক একটী আজ্যাহুতি প্রদান করিবে তাহা হইলেই সেই২ দেবতার প্রীতির জন্য সেই সেই অঙ্গ প্রদান সিদ্ধ হইবে।

‡ অন্যার্থঃ—"এই কতিপয় মন্ত্র দ্বারা শাদ দেবতা-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ইহা এই অগ্নিতে আহুত করিতেছি, সম্যক্ গৃহীত হউক।" অবকাং দন্তমূলৈঃ প্রভৃতির অর্থও এই প্রকার বুঝিতে হইবে, কেবল অবকা প্রভৃতি দেবতার নাম এবং দন্তমূল প্রভৃতি অশ্বাঙ্গ সকলের নাম ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। = দন্তপংক্তিকার দ্বারা।

* পক্ষ্মপংক্তিদ্বয় দ্বারা।

† নেত্রদ্বয়ের উপরিতন লোমগুলির দ্বারা।

‡ নেত্রদ্বয়ের অধস্তন লোমগুলির দ্বারা।

= উপাবস্তন দেহ কান্তির দ্বারা।

+ অধস্তন দেহ কান্তির দ্বারা।

স্তনয়িত্নুং নির্বাধেন১ প্রীণামি স্বাহা। ২৬
অশনিং মস্তিষ্কেণ ,, ,, । ২৭
বিদ্যুতং কনীনকাভ্যাং ,, ,, । ২৮
শ্রোত্রং কর্ণাভ্যাং ,, ,, । ২৯
কর্ণৌ শ্রোত্রাভ্যাং ,, ,, । ৩০
তেদনীং অধরকণ্ঠেন২ ,, ,, । ৩১
আপঃ শুষ্ককণ্ঠেন৩ ,, ,, । ৩২
চিত্তং মন্যাভিঃ৪ ,, ,, । ৩৩
অদিতিং শীর্ষ্ণা ,, ,, । ৩৪
নির্ঋতিং নির্জর্জল্পেন৫ ,, ,, । ৩৫
প্রাণান্ সংক্রোশৈঃ৬ ,, ,, । ৩৬
রেষ্মাণং স্তূপেন৭ ,, ,, । ৩৭(২)
মশকান্ কেশৈঃ৮ ,, ,, । ৩৮
ইন্দ্রং স্বপসাবহেন৯ ,, ,, । ৩৯
বৃহস্পতিং শকুনিসাদেন১০ ,, । ৪০
কূর্ম্মান্ শফৈঃ ,, ,, । ৪১
আক্রমণং স্থূরাভ্যাং ,, ,, । ৪২
কপিঞ্জলান্ ঋক্ষলাভিঃ ,, ,, । ৪৩

১ শিরোস্থিমধ্য সংলগ্নমজ্জা দ্বারা।
২ কণ্ঠের নিম্নভাগ, যে স্থানে গহ্বর থাকে।
৩ কণ্ঠের উপরিভাগ, যে স্থানে উচ্চ থাকে।
৪ কণ্ঠের পশ্চাদ্ভাগ, কৃকাটিকা প্রভৃতি।
৫ নিতরাং জর্জ্জরীভূত শিরোভাগ দ্বারা।
৬ গমন কালে যে সকল সন্ধি স্থান হইতে খুট খুট্ শব্দ প্রকাশ পায়।
৭ উচ্ছ্রিত শিখাভূত অঙ্গের দ্বারা।
৮ ক্ষুদ্রলোম গুলি দ্বারা।
৯ পর্য্যাণবহনাদি সুন্দর কর্ম্মকারী স্কন্ধদেশ দ্বারা।
১০ পক্ষির ন্যায় দ্রুত ও বেগগমনে সমর্থ হয় যে অঙ্গের প্রভাবে তাহাদ্বারা।

জবং জঙ্ঘাভ্যাং ,, ,, । ৪৪
অধ্বানং বাহুভ্যাং ,, ,, । ৪৫
আরণ্যং জাম্বীলেন ,, ,, । ৪৬
অগ্নিং অতিরুগ্‌ভ্যাং ,, ,, । ৪৭
পূষণং দোর্ভ্যাং ,, ,, । ৪৮
অশ্বিনৌ অংসাভ্যাং ,, ,, । ৪৯
রুদ্রং রোরাভ্যাং ,, ,, । ৫০(৩)
অগ্নির প্রীত্যর্থ ১মা পঙ্ক্তি আহুত হইতেছে। ৫১
বায়ুর নিপঙ্ক্তি ,, । ৫২
ইন্দ্রের ৩য়া পঙ্ক্তি ,, । ৫৩
সোমের ৪র্থী পঙ্ক্তি ,, । ৫৪
অদিতির ৫মী পঙ্ক্তি ,, । ৫৫
ইন্দ্রাণীর ৬ষ্ঠী পঙ্ক্তি ,, । ৫৬
মরুদ্গণের ৭মী পঙ্ক্তি ,, । ৫৭
বৃহস্পতির ৮মী পঙ্ক্তি ,, । ৫৮
অর্য্যমার ৯মী পঙ্ক্তি ,, । ৫৯
ধাতার ১০মী পঙ্ক্তি ,, । ৬০
ইন্দ্রের ১১শী পঙ্ক্তি ,, । ৬১
বরুণের ১২শী পঙ্ক্তি ,, । ৬২
যমের ১৩শী পঙ্ক্তি । ৬৩(৪)
ইন্দ্রাগ্নির ১মা পঙ্ক্তি ,, । ৬৪
সরস্বতীর নিপঙ্ক্তি ,, । ৬৫
মিত্রের ৩য়া পঙ্ক্তি ,, । ৬৬
জলদেবীদের ৪র্থী পঙ্ক্তি ,, । ৬৭
নির্ঋতির ,, ৫মী পঙ্ক্তি ,, । ৬৮
অগ্নীষোমের ৬ষ্ঠী পঙ্ক্তি ,, । ৬৯
সর্পগণের ,, ৭মী পঙ্ক্তি ,, । ৭০
বিষ্ণুর ,, ৮মী পঙ্ক্তি ,, । ৭১

পূষার	৯মী পঙ্ক্তি	„	। ৭২
ত্বষ্টার	১০মী পঙ্ক্তি	„	। ৭৩
ইন্দ্রের	১১শী পঙ্ক্তি	„	। ৭৪
বরুণের	১২শী পঙ্ক্তি	„	। ৭৫
যমীর	১৩শী পঙ্ক্তি	„	। ৭৬
দ্যাবাপৃথিবীর	দক্ষিণপার্শ্ব	„	। ৭৭
বিশ্বেদেবার	উত্তরপার্শ্ব	„	। ৭৮(৫)
মরুদ্দেবগণের	স্কন্ধ	„	। ৭৯
বিশ্বেদেবার	১ম কীকস	„	। ৮০
রুদ্রগণের	২য় কীকস	„	। ৮১
আদিত্যগণের	৩য় কীকস	„	। ৮২
বায়ুর	পুচ্ছ	„	। ৮৩
অগ্নীষোমের	ভাসদদ্বয়	„	। ৮৪
ক্রুঞ্চদেবদ্বয়কেশ্রোণিদ্বয়দ্বারাপ্রীতকরি			৮৫
ইন্দ্রাবৃহস্পতিকে	উরুদ্বয়দ্বারা	„	। ৮৬
মিত্রাবরুণকে	অলগদ্বয় দ্বারা		। ৮৭
আক্রমণকে	স্থূরদ্বয় দ্বারা	„	। ৮৮
বলকে	কুষ্ঠদ্বয় দ্বারা	„	। ৮৯(৬)
পূষাকে	বনিষ্ঠু	„	। ৯০
অন্ধ অহিদিগকে	স্থূলগুদা	„	। ৯১
সর্পগণকে	গুদা	„	। ৯২
বিহুতদিগকে	আন্ত্র	„	। ৯৩
জলদেবীদিগকে	বস্তি	„	। ৯৪
বৃষণকে	অণ্ডদ্বয়	„	। ৯৫
বাজিনকে	শেপ	„	। ৯৬
প্রজাকে	রেতঃ	„	। ৯৭
চাষদিগকে	পিত্ত	„	। ৯৮
প্রদরদিগকে	পায়ু	„	। ৯৯
কূশ্মগণকে	শকপিণ্ড	„	। ১০০(৭)
ইন্দ্রের প্রীত্যর্থক্রোড়আহুতহইতেছে			১০১
অদিতির	পাজস্য	,	। ১০২
দিগ্‌দেবীদিগের	জত্রুসকল	,	। ১০৩
অদিতির	ভসৎ	,	। ১০৪
জীমূতগণকেহৃদয়ৌপশদ্বারা প্রীতকরি			১০৫
অন্তরীক্ষকে	পুরীতৎ	,	। ১০৬
নভোমণ্ডলকে	উদর্য্য	,	। ১০৭
চক্রবাকদ্বয়কে	মতস্নদ্বয়	,	। ১০৮
দ্যুলোককে	বৃক্কদ্বয়	,	। ১০৯
গিরিসমস্তকে	প্লাশিসমূহ	,	। ১১০
উপলগুলিকে	প্লীহা	,	। ১১১
বল্মীকপুঞ্জকে	ক্লোমগুলি	,	। ১১২
গুল্মসকলকে	গ্লৌসমূহ	,	। ১১৩
স্রবন্তীদিগকে	হিরাগুলি	,	। ১১৪
হ্রদসমস্তকে	কুক্ষিদ্বয়	,	। ১১৫
সমুদ্রকে	উদর	,	। ১১৬
বৈশ্বানরকে	ভস্ম	,	। ১১৭(৮)
বিধৃতিকে	নাভি	,	। ১১৮
ঘৃতকে	রস	,	। ১১৯
জলদেবীদিগকে	যূষ	,	। ১২০
মরীচিসমস্তকে	বিপ্রুট্‌সমূহ	,	। ১২১
নীহারকে	উষ্মা	,	। ১২২
শীনকে	বসা	,	। ১২৩
প্রুষ্বাদিগকে	অশ্রুসমূহ	,	। ১২৪
হ্রাদুনীদিগকে	দূষিকাসমূহ	,	। ১২৫
রক্ষোগণকে	অসৃক্	,	। ১২৬
চিত্রদেবগণকে	অন্যান্য অঙ্গ	,	। ১২৭
নক্ষত্রগণকে	রূপ	,	। ১২৮
পৃথিবীকে	ত্বক্	,	। ১২৯

অবভৃথ যাগের পরে খল্বাট,* বিক্লিধ,† শুক্র,‡ পিঙ্গলাক্ষ জলে মগ্ন পুরুষের মস্তকে এই শেষ মন্ত্র দ্বারা সব্রুদগৃহীত আজ্য দ্বারা একটি আহুতি প্রদান করিবে—

জুম্বকায় স্বাহা । ১৩০(৯)।

[ইতি অশ্বাঙ্গ হোম প্রকরণ]

১০—১৩ কণ্ডিকা।

দশমাদি চারিটি কণ্ডিকা প্রজাপতি দেবতাক অশ্বাদির যাজ্যা ও অনুবাক্যা—

সর্ব্বপ্রথমে (অর্থাৎ আদি সৃষ্টির পূর্ব্বে) একমাত্র হিরণ্যগর্ভই ছিলেন, পরে (অর্থাৎ সৃষ্টি হইলে) তিনিই একমাত্র এই সমস্ত বিশ্বের অধিপতি হইলেন, তিনি একমাত্র স্বীয় শক্তিতেই এই ভূলোক ও দ্যুলোক চিরদিন ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; সেই 'ক' দেবতার ¶ প্রীতির জন্য এই হবি বিধান করিতেছি ॥ ১০

যিনি প্রাণিমাত্রেরই,—ক্ষয়বৃদ্ধিশালী সমস্ত পদার্থেরই,—এই সম্পূর্ণ জগতেরই একমাত্র রাজা, যাঁহার মহিমা সকল বস্তুতেই সর্ব্বদাই প্রকাশ রহিয়াছে, যিনি দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমস্ত জীবের উপরিই আধিপত্য করিতেছেন; সেই 'ক'-দেবতার প্রীতির জন্য হবি বিধান করিতেছি ॥ ১১

এই উন্নতশিখর, হিমাচল প্রভৃতি অদ্রি সকল যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, নদ নদী প্রস্রবণাদি সহ অগাধ জলধিসকলও যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, এই পূর্ব্বাদি দিক্ ও অগ্ন্যাদি বিদিক্ সকল যাঁহার অতুল পরাক্রমশালী ভুজবৃন্দের ন্যায় জগদ্রক্ষক হইয়া রহিয়াছে; সেই 'ক'-দেবতার প্রীতির জন্য হবি বিধান করিতেছি ॥ ১২

যিনি দেহে আত্মা (জীব) প্রদান করেন, যিনি বল প্রদান করেন, এই সমস্ত চরাচর যাঁহার উপাসনা করিতেছে, অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহার শাসনাধীন, যে জ্ঞান স্বরূপের ছায়াপ্রাপ্তে আমরা অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হই এবং যাবৎ তদজ্ঞানে অক্ষম, তাবৎ মৃত্যু-যাতনা সহ্য করি; সেই 'ক'-দেবতার প্রীতির জন্য হবি বিধান করিতেছি ॥ ১৩

১৪—২৩ কণ্ডিকা।

চতুর্দ্দশ হইতে ত্রয়োবিংশ পর্য্যন্ত দশটি কণ্ডিকা বৈশ্বদেবাদি পশুর যাজ্যা ও অনুবাক্যা——

---

* ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগ বিশিষ্ট। † —খঞ্জর।

‡ অতিগৌর ধবলাকৃতি।

¶ "ক" পদটি কিম্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয়, কিম্ শব্দের অর্থ প্রশ্ন, এতাবতা যিনি সর্ব্বদাই প্রশ্নের বিষয় অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপাদি সমস্তই অনির্ব্বচনীয়, তাঁহাকেই "ক" দেবতা বলা যায়।

সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নশূন্য, অননুভূতপূর্ব্ব, কল্যাণকারী; তাদৃশ উদ্ভিৎ* কর্ম্ম সকল আমাদিগকর্ত্তৃক সম্পন্ন হউক। যে সকল কর্ম্মের প্রভাবে,—ফলদানে আলস্যরহিত, আমাদিগের উন্নতিকারী, দেবগণ প্রতিক্ষণেই আমাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন ॥ ১৪

সরল-স্বভাব, দেবগণের নৈসর্গিক কল্যাণকারিণী সুমতি, আমাদিগেব প্রতি নিযুক্ত হউক। তাদৃশ দেবগণের দানও আমরা পাইতে বাঞ্ছা করি। তাদৃশ দেবগণের সখ্যও আমাদিগের প্রার্থনীয়। এবং তাদৃশ দেবগণ আমাদিগের দীর্ঘ জীবনের জন্য পরমায়ু বৃদ্ধি করুন, ইহাও শেষ প্রার্থনা ॥ ১৫

আমবা সেই (ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ্, অর্য্যমা, বরুণ, সোম ও অশ্বিযুগল) দেবতাদিগকে প্রাচীন বাক্য দ্বারা† আহ্বান করিতেছি,—সুভগা সরস্বতী আমাদিগকে সুখী করুন ॥ ১৬

(অতএব) বায়ু দেবতা আমাদিগের জন্য সুখকর ভেষজরূপে প্রবাহিত হউন! অতএব পৃথিবী, সুখকর ভেষজ শস্যশালিনী হউন! অতএব নভোমণ্ডল, সুখকর ভৈষজ তেজো বিস্তার করুন! অতএব সোম-জনক গ্রাবগণও সুখকর ভেষজ অদৃষ্ট উৎপন্ন করুন! অতএব গৃহস্তম্ভ স্বরূপ হে অশ্বিযুগল*! তোমরাও এই সমস্ত শ্রবণ কর (উপেক্ষা করিও না) ॥ ১৭

যে দেবতা, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত চরাচবের একমাত্র অধিপতি; যাঁহাব প্রভাবে, সমস্ত সচেতন প্রাণীর চেতনা সন্তোষকারিণী হয়; যিনি আমাদিগের পোষয়িতা†; যিনি আমাদিগেব জ্ঞানের বর্দ্ধয়িতা ‡; যিনি রক্ষয়িতা +; যাঁহার কৃত স্বস্তি, নষ্ট করিতে কেহই সমর্থ নহে; আমরা সেই পরম দেবতাকে আত্মতৃপ্তির জন্য আহ্বান করি ॥ ১৮

বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র** আমাদিগের স্বস্তি বিধান করুন, বিশ্ববেদা †† পূষা আমাদিগেব স্বস্তি বিধান করুন, অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য ‡‡ আমাদিগেব স্বস্তি বিধান

* সোমলতা প্রভৃতি উদ্ভিৎ সামগ্রীর দ্বারা সম্পাদ্য কর্ম্মকে উদ্ভিদ্ কর্ম্ম বলা যায়, অথবা "উদ্ভিদাযজেত" বিধিদ্বারা বিহিত উদ্ভিৎ নামক যাগবিশেষ। †—প্রাচীন বাক্য=বেদমন্ত্র সকল।

* সূর্য্য ও চন্দ্র।

† (বিশেষতঃ) আদি অবস্থায় অর্থাৎ মাতৃগর্ভে জীব সঞ্চারের পূর্ব্ব হইতেই।

‡ (বিশেষতঃ) মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি।

+ (বিশেষতঃ) অন্তিমাবস্থায় অর্থাৎ দেহত্যাগাবধি পরলোকে।

** অর্থাৎ মহৎকীর্ত্তি—ঐশ্বর্য্যবান্।

†† অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং সর্ব্বপোষণে কৃতকার্য্য।

‡‡ তার্ক্ষ্য শব্দের অর্থ রথ, যে রথের নেমির অর্থাৎ চক্রধারার গতি কেহই রোধ করিতে সমর্থ

করুন, বৃহস্পতি আমাদিগের স্বস্তি* বিধান করুন॥ ১৯

সেই পরমদেবতার, বিন্দু বিন্দু পাদ রূপী† মরুদগণ ও জিহ্বাস্বরূপ মনস্বী অগ্নি শিখা সকল এবং চক্ষু:স্থানীয় সূর্য্য-প্রভাপুঞ্জ,—এই "বিশ্বেদেবা" নামক দেবতারা এই যজ্ঞে তৃপ্তির সহিত‡ সমাগত হউন॥ ২০

হে দেবগণ। আমরা যেন তোমাদের প্রসাদে কর্ণে উৎকৃষ্ট শ্রবণ করি, চক্ষে ভাল দেখিতে পাই, আমাদিগের সমস্ত সুদৃঢ় অঙ্গের দ্বারা স্তুতিকারী আমরা, যেন দেবোপসনার উপযুক্ত সুদীর্ঘ আয়ু লাভে সমর্থ হই¶॥ ২১

হে দেবগণ। আমাদিগের শত শরৎ* পরমায়ু হউক, মর্ত্ত্যপ্রাণীর অঙ্গ অবশ্যই নষ্ট হইবে কিন্তু এই শত বর্ষের মধ্যে যেন আমাদিগকে মৃত্যু আক্রমণ না করে। অথচ এই শতবর্ষ কালের মধ্যে আমাদের কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদিও যেন জরাভিভূত হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য না হয়।—তোমাদের প্রসাদে আমরা যেন পুত্রগণের পিতৃঅবস্থা† সুন্দররূপে দেখিতে বুঝিতে সমর্থ হই‡।॥ ২২

দ্যৌ অদিতি, অন্তরিক্ষ অদিতি, মাতৃ পিতৃ-পুত্র সম্বন্ধও অদিতি, সমস্ত দৃশ্য পদার্থই অদিতি, মনুষ্য জাতিও কি অদিতি

নহে, তাহাকেই অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য কহে। এ স্থলে রথরূপে বর্ণিত হইলেন।

* বৃহতাং=দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত জগতাং পতিঃ বৃহস্পতিঃ অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত জগতের যিনি একমাত্র অধিপতি, তাঁহাকেই বৃহস্পতি বলা যায়। এই জন্যই "সমস্ত দেবগণের গুরু, বৃহস্পতি" প্রবাদ প্রচলিত আছে। সু=সুন্দর, অস্তি=বিদ্যমান অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকা।

† অর্থাৎ পাদবর্ণনারও যোগ্য নহে। এ স্থলে মূলে মরুদ্‌গণের আরও কতিপয় বিশেষণ আছে, যথা—পৃশ্নিমাতৃ অর্থাৎ নশ্বর, শুভংযু অর্থাৎ শুভ যোজয়িতা, বিদথ-অগ্নু অর্থাৎ সর্ব্বত্রগন্তা।

‡ অর্থাৎ তাঁহারা অত্রাগত হইয়া যজ্ঞীয় হব্যাদি লাভে স্বয়ং তৃপ্ত হউন এবং আমাদিগকেও পরিতৃপ্ত

¶ এই মন্ত্রের দ্বারা সাধুকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির দৃঢ়তা প্রার্থনাপূর্ব্বক (জরাশূন্য) পরমায়ু প্রার্থিত হইল।

* পূর্ব্বকালে শরৎ ঋতুতেই বর্ষ-সমাপ্তি হইত এবং হেমন্তে নববর্ষারম্ভ হইত। আরও স্মরণীয়—যে, তৎকালে আশ্বিন কার্ত্তিক এই মাসদ্বয়ই শরৎ ছিল ও তৎপরে অগ্রহায়ণ হইতেই হেমন্ত ও হায়নারম্ভ হইত। এই জন্য শ্রুতিতে সর্ব্বত্র "শরদঃ শতং" অথবা "শতং হিমা" শ্রুত হয়।

† অর্থাৎ পুত্রগণও যখন অপরাপরের পিতা হইবেন বা হইবার বয়ঃ প্রাপ্ত হইবেন। ফলে এই মন্ত্রে পৌত্রের মুখদর্শনপর্য্যন্তও প্রার্থিত হইল।

‡ পূর্ব্ব-প্রার্থিত সমস্তই এ মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হইল।

নহে? ইহাও অদিতি, অধিক কি যাহা কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে সমস্তই অদিতি*। ২৩

[অশ্বস্তোম]।

২৪—৪৫ কণ্ডিকা।

চতুর্বিংশ হইতে উনচত্বারিংশ পর্য্যন্ত ষোড়শ অশ্ব-স্তুতিমন্ত্রে হোম করিবে অনন্তর ছয়টি মন্ত্রে অশ্বের স্তুতি পাঠ মাত্র সম্পন্ন করিবে অথবা চতুর্বিংশ হইতে পঞ্চচত্বারিংশ পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি মন্ত্রেই হোম করিবে—

আমরা যে অদ্য, দেবাংশে সমুৎপন্ন ও দেবতাদিগের তোষার্থই শরীরত্যাগী এই যজ্ঞীয় অশ্বের বীর্য্যাদি বর্ণনাপূর্ব্বক গুণগান করিতেছি: ইহাতে যেন মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ুঃ, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা ও মরুদ্‌- গণ— ইঁহারা কেহই আমাদিগকে নিন্দা না করেন। ২৪ (১)

যৎকালে বিপ্রগণ, নির্ণেজনেণ† সংস্কৃত এবং রেক্নে প্রাবৃত‡ অশ্বের মুখসমীপে রাতি* গ্রহণ করেন, তৎকালে বিশ্বরূপ সুপ্রাঙ† অজা ও ইন্দ্রাপূষণ নামক যুগল-দেবতার প্রিয় খাদ্যও‡ মে মে করিয়া তথায়উপস্থিত হইয়া থাকে২৫(২)

পূষা দেবতার ভাগ (সর্ব্বদেবতারই মনোহর খাদ্য) এই ছাগ, বেগবান্ অশ্বের অগ্রে অগ্রে নীত হইয়া থাকে, এই জন্যই ইহা অশ্বের সহিত ত্বষ্টৃ-দেবতার অতিপ্রিয় পুরোডাশ এবং ত্বষ্টৃ-দেবতাই যজ্ঞের কীর্ত্তি বিস্তারার্থ ইহাকে প্রীত করেন। ২৬ (৩)

যৎকালে ঋত্বিক্‌গণ, ঋতু-অনুসারে দেবগতি এই অশ্বকে বারত্রয় পর্য্যগ্নি-করণ করেন, তৎকালে পূষার ভাগ অজা অগ্রে অগ্রে আসিয়াই (মে মে শব্দ দ্বারা) যজ্ঞ বৃত্তান্ত সমস্ত যেন দেবগণকে জ্ঞাপন করিতে থাকে। ২৭ (৪)

হে হোতা, অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, আগ্নীধ্র, স্তোতা, প্রশাস্তা ও সর্ব্ববিদ্য ব্রহ্মা! তোমরা ঈদৃশ অশ্বে অলঙ্কৃত

---

* অদিতি শব্দের অর্থ অখণ্ডনীয় বা অবিনশ্বর শক্তি, চরাচর সমস্তই অবিনশ্বরশক্তি-সম্ভূত সুতরাং সমস্তই অবশ্য অবিনশ্বর, তবে নামরূপমাত্র বিনশ্বর এতাবতা দীর্ঘ আয়ুর জন্য লালায়িত হওয়াই বা কেন? এবং মৃত্যুতেই বা ভয় কি? এই মন্ত্রই সাংখ্য মতের অর্থাৎ পরিণামবাদের উৎপাদক।

†—স্নান। ‡—বর্ণমালাসদৃশী যজ্ঞীয় অশ্বের কেশর ও পুচ্ছে সুবর্ণ মুক্তাদির বালর স্বহস্তে গাঁথিয়া দিয়া থাকেন, তাহাকেই রেক্ন কহে। *—রাতি শব্দের সাধারণ অর্থ দান, এস্থলে রাত্রি হুত-শেষ আজ্য, সক্তু প্রধানরূপ যজ্ঞীয়অশ্বেরখাদ্য বুঝিতে হইবে।

† অগ্নিদেবতার জন্য যে ছাগটি রক্ষিত থাকে তাহা চিত্রবর্ণ কৃষ্ণগ্রীব, এই জন্য তাহাকে বিশ্বরূপ কহে এবং উহাকে ললাটে বন্ধন করত অশ্বের পুরোভাগে সুতরাং পূর্ব্বদিকে লইয়া যাইতে হয়, এই জন্যই সুপ্রাঙ্ নামেও অভিহিত।

‡ ইটি নাভিতে বন্ধন হয় অজা।

যজ্ঞের দ্বারা বহুতী নদী সকল পরিপূর্ণ কর ॥ ২৮ (৫)

যাঁহারা যূপের জন্য তরুচ্ছেদ করিয়াছেন, যাঁহারা যূপকাষ্ঠ বহন করিয়াছেন, এই অশ্ব যূপের জন্য কাষ্ঠ তক্ষণ পূর্ব্বক চষাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই অশ্ব-মাংস পাকের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই উদ্যম সফল হউক ॥ ২৯ (৬)

বীতপৃষ্ঠ* এই অশ্ব, দেবগণের আশা পূর্ণ করুন এবং আমাদের জন্য যে মনোমত ফল স্থিরীকৃতই রহিয়াছে তাহা স্বয়ংই সমাগত হউক। দেবগণের পুষ্টির জন্য যে অশ্ব বন্ধন করিয়াছি, বিপ্র ঋষিগণের অবশ্যই তাহা অনুমোদনীয় ॥৩০ (৭)

এই বেগবান্ অশ্বের যে দাম, সন্দান, শীর্ষণ্যা ও রশনা রজ্জু† এবং ইহার মুখে প্রদত্ত তৃণ,—এ সমস্তই দেবগণের তুষ্টির জন্য হউক ॥ ৩১ (৮)

এই অশ্বের যেকিছু ক্রবিষ‡ মক্ষিকারা স্বদন করে, যাহা কিছু স্বরুতে+ বা স্বধিতিতে লিপ্ত হয়, এবং যাহা শমিতার হস্তে বা নখরন্ধ্রে থাকে,—তৎসমস্তই দেবগণের তুষ্টির জন্য হউক ॥ ৩১ (৯)

ইহার উদর-মধ্যগত যে সকল উবধ্য* নির্গত হইতেছে এবং আম মাংসের যে দুর্গন্ধ, শমিতা প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মচারীরা তৎসমস্তই সুন্দররূপে সংস্কৃত করুন, পরে ইহা পবিত্র হইলে ইহাকে সুসিদ্ধ করিয়া পাক করুন ॥ ৩২ (১০)

অশ্ব! নিহত তোমার, খণ্ডখণ্ডীকৃত মাংস শূলে গ্রথনপূর্ব্বক অগ্নিতে পাক কালে উহা হইতে যে উষ্মা নির্গত হইবে, তাহা যেন ভূমিতে বা তৃণাদিতে পতিত সুতরাং নষ্ট বিবেচিত না হয়! প্রত্যুত উহা স্বদীয় মাংসাভিলাষী দেবগণকেই প্রদত্ত বলিয়া বিবেচিত হউক ৩৩॥ (১১)

যে প্রবীণ পাচকগণ দৃষ্টি পরীক্ষায় অশ্বমাংসের সুপরিপক্কতা উপলব্ধি করেন বা (ততোধিক প্রবীণ) যাঁহারা গন্ধপরীক্ষাতেই সুপরিপক্কতা বুঝিয়া অগ্নি হইতে নামাইতে আদেশ করেন, (অধিক কি) যাঁহারা মাংস ভিক্ষার্থ উপাসনা করেন, তাঁহাদেরও উদ্যম আমাদিগকে প্রীত করে ॥ ৩৪ (১২)

---

* যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে সকলেই কামনা করে, তাহাকেই বীত-পৃষ্ঠ কহে।

† দাম=গ্রীবাবন্ধন। সন্দান=মুখবন্ধন। শীর্ষণ্য শিরোবন্ধন। রশনা—কটিবন্ধন।

‡ ক্রবিষ শব্দে ঘনীভূত (মাংসবৎ) শোণিত।

+ স্বরু=হাড়িকাঠ, স্বধিতি=শিরশ্ছেদনাস্ত্র ও শমিতা=শিরশ্ছেত্তা।

* আমাশয়ে স্থিত অপরিপক্ক ভক্ষিত তৃণাদি।

মাংস্পচনী উখাতে[১] যে দৃষ্টি-পরীক্ষা, যূষআসেচন-করিবার উপযোগী যে পাত্র সকল,[২] অনন্তর তাহা হইতে বাষ্প বিনির্গত না হয়—এই অভিপ্রায়ে উখা মুখে স্থাপিত অপিধানা[৩] এবং এইরূপে ঐ মাংস চরুপ্রস্তুত হইলে হৃদয়াদির মাংস পরিচায়ক অঙ্কগুলি[৪] অধিক কি সূনাগুলি[৫] পর্য্যন্তও অশ্বকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে[৬] ॥ ৩৫ (১৩)

ইষ্ট, বীত, অভিগূর্ত্ত, বষট্কৃত[৭] অশ্বমাংস, দেবগণ সাদরে গ্রহণ করেন অতএব এ মাংসের পাককালে অগ্নি যেন ধ্বনি[৮] না করেন, ধ্বনি করিলেই উখা ভ্রাজন্তী ধূমগন্ধি জঘ্রি[৯] হইয়া সমস্ত পাক নষ্ট করিবে ॥ ৩৬ (১৪)

মেধার্থরক্ষিত অশ্বের নিক্রমণ,[৯] নিষদন[১০] বিবর্ত্তন[১১] ও পড়বীশ[১২] অধিক কি তদীয় পান[১] ও ঘাসভোজন[২] পর্য্যন্তও দেবগণের প্রীতিকর[৩] ॥ ৩৭ (১৫)

অশ্বের যে অধীবাস[৪] কেশর ও পুচ্ছে গ্রথিত সুবর্ণাদি এবং সন্দান ও পড়বীশ, তাহাও দেবগণের হৃদয়কে সুদীর্ঘ করে ॥ ৩৯(১৬)

অশ্ব! তোমাকে বেগে[৫] দৌড়াইবার জন্য যে পার্ষ্ণি বা কশাঘাত দ্বারা পীড়িত করা হইয়াছে তোমার সেই ক্লেশ অদ্য, যেরূপ অগ্নির উত্তাপে স্রুক্ হইতে হবি নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা যায় সেইরূপে এই মন্ত্রে তোমার অঙ্গ হইতে নিষ্কাশিত করিতেছি ॥ ৪০ (১)

দেবগণের প্রিয়খাদ্য বেগগতি অশ্বের চতুস্ত্রিংশৎ বঙ্ক্রী[৫] আছে (প্রাণবিয়োগে তৎসমস্তই বায়ু ও রসাদির চালনাভাবে স্তব্ধ বিশিষ্ট হইয়াছে; হে বিশস্তঃ! তৎসমস্ত গাত্র গ্রন্থি গ্রন্থি ক্রমে কোন বঙ্ক্রীর কোন নাম? তাহা ঘোষণাপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড করতঃ অচ্ছিদ্র কর[৬] ॥ ৪১ (২)

১ মাংস পাক করিবার উপযুক্ত হাঁড়ি।
২ হাথা বাউলী প্রভৃতি। ৩—ঢাকনী।
৪ বেত্রসনির্ম্মিত বস্কনি বিশেষ।
৫ 'পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য, চুল্লী পেষণী ইত্যাদি।
৬অর্থাৎ অশ্বমাংস পাকের উপযোগী হইয়াথাকে।
৭ ইষ্ট=প্রয়াজ দ্বারা সংস্কৃত। বীত=আপ্রী দ্বারা পর্য্যাপ্তীকৃত। অভিগূর্ত্ত=যোজামহ দ্বারা তাগূর্ত্ত। বষট্কৃত=বষট্কার দ্বারা সংস্কৃত।
৮ অতিতাপে জলাভাব জন্য সিম্ সিম্ রূপ। ধূমগন্ধি ধোঁয়াটে। জঘ্রি আঁকা। ভ্রাজন্তী পোড়া।
৯ ভ্রমণস্থান। ১০ থাকিবার স্থান। ১১লুণ্ঠন স্থান। ১২ পাদবন্ধন স্থান।

১ জল পানের স্থান।
২ ইহাও ঘাস ভোজনের স্থানই বুঝিতে হইবে।
৩ যজ্ঞ শেষ হইলেও মণ্ডপগত অশ্বের স্থানগুলি দেখিবাও তুষ্টি হয়।
৪ পৃষ্ঠ আস্তরণ (চায়জামা)।
৫ উভয় পার্শ্বের অস্থিগুলিকে বঙ্ক্রী কহে, উহা অশ্বের ৩৪ এবং অন্যাদির ২৬টি থাকে।
৬ ছিদ্র স্থান অস্ত্র দ্বারা ছেদ করিলে সুতরাং অচ্ছিদ্রতা সাধিত হইবে।

কালই একমাত্র অশ্বের বিশস্তা* এবং দ্যাবা পৃথিবী এই উভয়ই তাহাব যন্তা†। হে অশ্ব। তোমার যে যে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলাম সেই সেই অঙ্গ কাল-প্রাপ্তে হবনও করিতেছি ॥ ৪২ (৩)

হে অশ্ব! স্বধিতির দ্বারা তোমার শবীর খণ্ড খণ্ডীকৃত হইতেছে, ইহাতে এই অবশ্যম্ভাবী শরীরের জন্য তোমার আত্মা যেন অনুতপ্ত না হয়! বিশস্তাও যেন লোভ-পরবশ হইয়া (খণ্ডাধিক্য, করণাশয়ে) অযথোচিত (সুতরাং) বৃথা অচ্ছিদ্রগাত্রও খণ্ড খণ্ড না করে ॥ ৪৩ (৪)

অশ্ব! ইহা তোমার মৃত্যু নহে সুতবাং আমাদিগকর্ত্তৃক ইহা হিংসাও নহে; তুমি এই শরীব ত্যাগ করিয়া সুন্দর পথে দেবলোক গমন কবিতেছ, যেরূপ রাসভকে বহন করণার্থ সুন্দররথে বেগবান্ অশ্ব যোজিত হয়, সেইরূপ তোমাকে বহন কবণার্থ পৃষতী ঘোটকদ্বয় যুক্ত দৈবত বথ প্রস্তুত রহিয়াছে‡ ॥ ৪৪ (৫)

অশ্ব! এই সমস্তই অদিতি সুতরাং তোমারও বিনাশ নাই অতএব আমাকে অনপরাধী জানিয়া সুন্দর গো সমূহ অশ্ববৃন্দ, বহুতর পুরুষ সন্ততি এবং বহু-জন-পোষণোপযোগী ধন প্রদান কর এবং বহু-হবিঃ-প্রদান কার্য্যে ব্রতী আমাকে ক্ষাত্র বলও প্রদান কর ॥ ৪৫ (৬)

৪৬,৪৭ কণ্ডিকা।

অনন্তর লৌহপাত্রের দ্বারা অশ্বলোহিত হোম করিয়া এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রত্রয়ে এবং উত্তব কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রত্রয়ে সাকল্যে ছয়টি আহুতি প্রদান করিবে—

এই সমস্ত ভুবন ও ইন্দ্র এবং অপরাপর সমস্ত দেবগণকে এই আহুতি দ্বারা বশ করিতেছি ॥ ১

আদিত্যগণ ও মরুদ্গণের সহিত সগণ ইন্দ্রদেব আমাদিগকে ভেষজ প্রদান করুন ॥ ২

আদিত্যগণের সহিত ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে যজ্ঞ, নীরোগ শরীব ও প্রজা প্রদান করুন ॥ ৩ (৪৬)

হে অগ্নে! বরণীয় তুমি আমাদিগের সমীপস্থায়ী হও, ত্রাতা হও এবং কল্যাণকর হও। ১

হে অগ্নে! তুমি 'বসু' নামে প্রসিদ্ধ বসু-বর্দ্ধক রূপে আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হও,—দ্যুতিমান্ বসুপ্রদান কর। ২

হে প্রদীপ্ত, সর্ব্বদীপক অগ্নে! এই ঋত্বিক্ গণের জন্য তোমার নিকটে নিত্য সুখ প্রার্থনা করি ॥ ৩ (৪৭)

[অশ্বমেধ* প্রকরণ সমাপ্ত†]

* অর্থাৎ অকালে কিছুই ঘটে না, যখন যাহা ঘটে তখনই তাহার কাল বুঝিতে হইবে। অথবা এই যজ্ঞকালে অশ্বাজ হবন আবশ্যক, এইজন্য অশ্বহনন করা হইযাছে অতএব এই যজ্ঞীয় ঋতু কালই হননের প্রতি কারণ, আমরা উপলক্ষমাত্র।

† হাড়িকাঠাদির বন্ধনও বৃথা, উপলক্ষমাত্র।

‡ এইটুকু উপহাস বোধহয়?

* এই ক্রতুটী এক বর্ষ সপ্তবিংশতি দিনে সম্পন্ন করিতে হয়।

† উনত্রিংশ অধ্যায়টি সমস্তই এই অশ্বমেধ প্রকরণের হোম মন্ত্রে পূর্ণ সুতরাং সেই অধ্যায়টি সমগ্রই ইহার পরিশিষ্ট স্বরূপ জানিতে হইবে।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

(পরিশিষ্ট ভাগঃ*)

—— :•: ——

অথ ষড়্বিংশ অধ্যায়।

১ কণ্ডিকা।

হে অগ্নে ও পৃথিবি! তোমরা যেরূপ পরস্পর সন্নত, ইহাঁর সহিতও আমার সেইরূপ সন্নতি হউক। হে বায়ো ও অন্তরিক্ষ! তোমরা যেরূপ পরস্পর সন্নত, ইহাঁর সহিতও আমার সেইরূপ সন্নতি হউক। হে আদিত্য ও দ্যুলোক! তোমরা যেরূপ পরস্পর সন্নত, ইহাঁর সহিতও আমার সেইরূপ সন্নতি হউক। হে আপ ও বরুণ! তোমরা যেরূপ পরস্পর সন্নত, ইহাঁর সহিতও আমার সেইরূপ সন্নতি হউক*। হে দেব। পথ-স্বরূপ সপ্ত সংসৎ এবং অষ্টমী ভূতসাধিনী বুদ্ধি কে আমার অধীন কর। এই সমস্ত হইতে আমার সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হউক†।

---

* গ্রন্থারম্ভ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে যথাক্রমে দর্শপৌর্ণমাস, পিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, উপস্থান, পশু, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসূয়, অগ্নিচয়ন, সৌত্রামণি ও অশ্বমেধ—এই সমস্তেরই অধ্বর্য্যুকৃত্য বিহিত হইয়াছে। অতঃপর এই (২৬ শ) অধ্যায় হইতে ঊনচত্বারিংশাধ্যায় পর্য্যন্ত সেই সকল মন্ত্র বিহিত হইবে, যাহাদের বিনিয়োগ, সকল যজ্ঞেই বা বিশেষ বিধানানুসারে যজ্ঞবিশেষে ফলবিশেষ কামনায় আবশ্যক অতএব এই চতুর্দশ অধ্যায়কে পরিশিষ্ট ভাগ বলা যাইতে পারে।

* পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যু ও জল - এই চারিটি স্থান। পৃথিবী লোকের অন্তর্দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষ লোকের অন্তদেবতা বায়ু দ্যুলোকের অন্তর্দেবতা আদিত্য এবং জললোকের (সমুদ্রবাতের) অন্তদেবতা বরুণ (জল)। যদিও অগ্নি সর্ব্বত্রই আছেন তথাপি পার্থিব বস্তুকে আশ্রয় না করিয়া তাঁহার স্থিতি অসম্ভব এবং কোন পার্থিব বস্তুই (অধিকাংশতঃ) অগ্নির সত্তা ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না, এইরূপ অন্তরীক্ষ ও বায়ু প্রভৃতির। অতএব ইহাঁদিগকে আশ্রয়াশ্রয়ী ভাবে বা উপকার্য্যোপকারী ভাবে পরস্পর সন্নত=নিত্যসম্বদ্ধ বলিতে হয়। ইহাঁর সহিতও অর্থাৎ সতত সর্ব্বত্রস্থায়ী এই পরব্রহ্মের সহিতও সেইরূপ সন্নতি নিত্যসম্বন্ধ আছেই, তাহারই স্ফুট জ্ঞান অর্থাৎ স্পষ্টতঃ নিঃসংশয় উপলব্ধি প্রার্থনীয়।

† সংসৎশব্দের অর্থ স্থান, এস্থানে বুদ্ধির অনুষ্ঠান স্থান চক্ষু (১) শ্রোত্র (২) নাসিকা (৩) রসনা (৪) বাক্ (৫) পায়ু (৬) ও উপস্থ (৭) দুর্দ্দম্য এই সপ্ত ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে এবং এই সপ্ত স্থান দ্বারাই বুদ্ধির গতি ব্যক্ত হয় অতএব ইহাদিগকে পথও বলা যায় আর এই সপ্ত ভূত যাহার সাধন=কার্য্যানুষ্ঠানের করণ সেই বুদ্ধিকে সুতরাং ভূতসাধনী অষ্টমী বলা যায়। উক্ত অষ্টক আমরা স্বাধীন ভাবে প্রযুক্ত করিতে পারি না বরং তাহাদেরই অধীন হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, সেই জন্যই সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে উৎকৃষ্ট নাই ঈদৃশ জ্ঞান, যাহাতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা লাভ করিতে সমর্থ নহি, যদি ঐ অষ্টক আমাদিগের অধীন হয়, তাহা হইলে, পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানাভাবে নির্ম্মল চিত্তক্ষেত্রে ব্রহ্মের উজ্জ্বল সংজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।

২ কণ্ডিকা।

হে দেব! আমি যেন,—কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কাহাকেউ] অকল্যাণ বাক্য প্রয়োগ না করি এবং দেব-প্রদ গুরুর অনুকম্পার উপযুক্ত প্রিয় হই। এই কামনাটি আমার সফল হউক,—ইনি* আমাতে উপস্থিত হউন †। ২

—

৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে বৃহস্পতিসবে বার্হস্পত্য গ্রহাভিমন্ত্রণ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে উপযামে উহা গ্রহণ ও তৃতীয় মন্ত্রে যথাস্থান উহার স্থাপন করিবে—

হে বৃহস্পতে! যে ধন, আর্য্যগণের উপযুক্ত, কর্ম্মঠগণের নিকটে দ্যুতিমান্ এবং যাহা অন্তর্ব্বলের উৎপাদক, সত্য পথে উৎপাদ্য সেই বিচিত্র ধন (জ্ঞান) আমাদিগের অন্তঃকরণে নিহিত কর। ১

হে গ্রহ! তুমি বৃহস্পতি দেবতার তুষ্টির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২

এই তোমার স্থান, বৃহস্পতি দেবতার উদ্দেশেই তোমাকে স্থাপন করিতেছি। ৩

—

* ইনি অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিরাজিত ব্রহ্ম।

† অর্থাৎ আমাকে তাঁহার চিরবিদ্যমানতা আমি যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই।

৪,৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাদ্বয়ের প্রথম মন্ত্র-দ্বয়ে গোসবে ঐন্দ্র গ্রহাভিমন্ত্রণ ও দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বয়ে উহা উপযামে গ্রহণ এবং তৃতীয় মন্ত্রদ্বয়ে যথাস্থানে স্থাপন করিবে *—

হে রশ্মিমন্ ইন্দ্র! আগমন কর, বহুকর্ম্মন্! উৎকৃষ্ট গ্রাব দ্বারা অভিষুত সোমরস পান কর। ১

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ কেবল বৃহস্পতির পরিবর্ত্তে ইন্দ্র)। ২, ৩ (১)

হে মেঘহন্ ইন্দ্র! আগমন কর, হে বহুকর্ম্মন্! উৎকৃষ্ট গ্রাবদ্বারা অভিষুত সোমরস পান কর। ১

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ)। ২, ৩ (২)

—

৬,৭,৮ কণ্ডিকা।

ষষ্ঠাদি কণ্ডিকাত্রয় বৈশ্বানরীয় পুরোনুবাক্যা

সত্য জ্যোতির অধিপতি, সত্যবান্, বৈশ্বানর‡ দেবতার সমীপে আমরা অজস্র ঘর্ম্ম‡ প্রার্থনা করি। ১

(দ্বিতীয় মন্ত্রে উপযামে গ্রহণ ও তৃতীয় মন্ত্রে স্থাপন পূর্ব্ববৎ কেবল ইন্দ্রের পরিবর্ত্তে বৈশ্বানর)। ২, ৩ (১)

* অভিমন্ত্রণ, গ্রহণ ও স্থাপন পুনঃ অপর মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, গ্রহণ ও স্থাপন হইবে।

‡ যিনি সমস্ত প্রাণীর হিতকারী, অগ্নি।

‡ ঘর্ম্ম শব্দে রৌদ্র ও বৃষ্টিধারা উভয়ই হয়।

আমরা যেন বৈশ্বানর দেবতার শুভমতিতে গৃহীত হই, যেহেতু তিনি এই সমস্ত ভুবনের প্রকাশক এবং আশ্রয়ণীয়,বৈশ্বানর এই স্থান (ভূলোক) হইতে প্রকটিত হইয়া এই সমস্তই প্রকাশাদি দ্বারা উপকৃত করেন এবং যিনি আমাদিগের হিতার্থ সতত যত্নবান্ সেই সূর্য্যও তাঁহারই রূপান্তর মাত্র। ১

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ)। ২,৩,(২)

আমাদের আবাহন উকৃথে আহূত, বহুদূর-ব্যাপী, বৈশ্বানর, অগ্নি আমাদের কল্যাণের জন্য আগমন করুন। ১

(দ্বিতীয় ও তৃতীব মন্ত্র পূর্ব্ববৎ)। ২,৩(৩)

---

৯ কণ্ডিকা।

যে অগ্নি,—ঋষি,* পবমান,† পঞ্চজন্য,‡ ও পুরোহিত ÷ বলিবার উপযুক্ত, তাদৃশ অগ্নির সমীপে আমরা মহাগয় + প্রার্থনা করি। ১

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ কেবল বৈশ্বানরের পবিবর্ত্তে অগ্নি এতাবন্মাত্র বিশেষ)। ২,৩

---

* প্রকাশক। † পবিত্রকারী। ‡ চতুর্ব্বর্ণ ও অনার্য্য এই পঞ্চপ্রকার মনুষ্যেরই অর্থাৎ সকলেরই প্রয়োজনীয়। ÷ হবনার্থ বা পাকার্থ সম্মুখে স্থাপনীয়। + বৃহৎ অট্টালিকা পুরী।

১০ কণ্ডিকা।

বজ্রহস্ত, * ষোড়শী, †. মহান্ ইন্দ্র আমাদিগকে শর্ম্ম প্রদান করুন এবং আমাদিগের দ্বেষ্টা, পাপকে ‡ নষ্ট করুন। ১

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ, অগ্নির পরিবর্ত্তে মহেন্দ্র এইমাত্র বিশেষ)। ২,৩

১১—১৯ কণ্ডিকা।

একাদশ হইতে ঊনবিংশ পর্য্যন্ত নয়টি কণ্ডিকা স্বাধ্যায় মন্ত্র—

যে দেবতা আমাদের সকলেরই জ্ঞান-চক্ষুতে দর্শনীয়, যিনি সম্পত্তি সম্বন্ধে সকলকে অভিভব করিয়াছেন, যিনি অন্ন পানাদি সম্বন্ধে সদাই মোদমান (পরিতৃপ্ত) আছেন, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যমান্ পরম দেবতাকে, আমরা, স্বসবে বিদ্যমান ধেনুগণ যেরূপ বৎসগণকে আহ্বান করে, সেইরূপ আহ্বান মাত্রেই তাঁহার স্তুতি সম্পন্ন করি ÷। (১)

---

* মেঘবিদারক অব্যর্থ যন্ত্র বিশিষ্ট। † ষোড়শকলা বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ণ। ‡ এস্থলে পাপশব্দে পাপকর্ম্ম বা পাপকর্ম্মে মতি প্রেরক পাপপুরুষ বা পাপাত্মা অনার্য্য, অথবা স্বীয় শত্রুকেই পাপ বলিয়া গালি প্রদত্ত হইল।

÷ স্বসর=চারণক্ষেত্র। অর্থাৎ যেরূপ চারণক্ষেত্রে অনায়াসলব্ধ আহারাদি-কারিণী ধেনুগণ আহারাদিকালেও, ঐ চারণক্ষেত্রেই অনায়াসলভ্য তৃণাদি ভোজী পরিতৃপ্তাঙ্গ বৎসকে, অপর

হে বিভাবসো! * যাহা বাহিষ্ঠ, † অগ্নিনিমিত্তক ‡ সেই বৃহৎ যশ আমাকে প্রদান কর, ত্বদীয় সম্পত্তি ও ত্বদীয় অন্ন সকল, আমার পক্ষে, মহিষীর ন্যায় একাধিপত্যানুগত হউক। (২)

হে অন্তরাত্মন্! সাক্ষাৎকার হও। তোমার তুষ্টির জন্য আমরা এই প্রকার ইতর বাক্য বলিতে যেন সমর্থ হই! যে, "হে অগ্নে! এই ইন্দুসমূহ ¶ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও"। (৩)

হে দেব! তোমার ঋতু সকল আমাদের যজ্ঞ বিস্তার করুক +। তোমার মাসসকল আমাদের হবি রক্ষা করুক *। তোমার সংবৎসর আমাদিগের যজ্ঞ সমাপ্তি করুক † এবং প্রজাও সর্ব্বতঃ পালন করুক‡। (৪)

•গিরিশ্রেণীর উপহ্বরে + এবং নদীগণের সঙ্গমস্থলে, + স্বীয় স্বীয় সাধন বুদ্ধির প্রভাবে বিপ্রত্ব লাভ করা যায়। (৫)

হুত আহুতি ধূমাকারে ঊর্দ্ধগত হয়, পরে অন্তরীক্ষে জলরূপে পরিণত হইয়া পৃথিবীতে পুনরাগত হয়, অনন্তর ভূমিতে অন্নরূপে পরিণত হইয়া প্রাণিগণের উদরসাৎ হয়, এবং প্রাণি-শরীরে রেতোরূপে পরিণত হইয়া স্ত্রীযোনিতে প্রবেশ করে, কিছুকালে তথায় পুষ্ট হইয়া পুনশ্চ প্রাণী রূপে ভূমিষ্ঠ হয়**। (৬)

যে দেবতার প্রভাবে উল্লিখিত ক্রমে সৃষ্টি হইতেছে, সেই বরিবোবিৎ†† দেবতা,

কোনরূপ উপকার্য্যোপকারক ভাবের সম্ভাবনা না থাকিলেও তুষ্টিমাত্রে তৃপ্তিলাভের জন্যই, অকপট ভাবে আহ্বানমাত্র করিয়াই স্বীয়-কর্ত্তব্যশেষতা সম্পাদন করে; সেইরূপে আমরা সেই দেবতার কৃত চারণক্ষেত্র এই পৃথিবীতে, তাঁহারই নিয়মানুসারে অবশ্য প্রাপ্তব্য সুখ দুঃখাদির ভোগ কালেও তাঁহার নিয়ম অপ্রতিবিধেয় জানিয়াও এবং তাঁহাকে সর্ব্বথা পরিতৃপ্ত জানিয়াও এতাবতা পরস্পর উপকার্য্যোপকারক ভাবার্থ আহ্বান অনাবশ্যক জানিয়াও এবং তাঁহাকে প্রদেয় বা তাঁহার তোষণোপযুক্ত স্বীয় সামর্থ্যের অভাব নিশ্চয় জানিয়াও কেবল তৎসাক্ষাৎকারে পরমতৃপ্তি লাভ আশয়েই একমাত্র অকপট আহ্বানেই স্বীয়-কর্ত্তব্যশেষতা সম্পাদন করি।

* বিভাবসু=প্রভাসম্পত্তি।

† দেশদেশান্তরে অতিশয় নাম বহনকারী।

‡ অগ্নিতে আহুতি প্রদানাদি দ্বারা সমুৎপাদ্য।

¶ ইন্দু=সোম।

+ বসন্তাদি ঋতু অনুসারেই যেহেতু যজ্ঞারম্ভ হইয়া থাকে।

* প্রতিমাসের প্রত্যেক দিবসেই যেহেতু হবি প্রদত্ত হয়।

† যেহেতু অশ্বমেধাদি ক্রতু সংবৎসরেই সমাপনীয়।

‡ অর্থাৎ ক্রতু বিঘ্ন বিনাশার্থ প্রজাক্ষয় না হয়।

+ বদরিকাশ্রম ও হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থলে।

+ গঙ্গাসাগর সঙ্গম ও রঙ্গাসঙ্গম প্রভৃতিস্থলে অর্থাৎ নিরুপদ্রব, একান্ত ও নৈসর্গিক শোভাবিশিষ্ট স্থলে।

** এই পঞ্চপ্রকার সৃষ্টিক্রম, এইজন্যই শরীরকে পঞ্চায়তনও বলা যায়।

যজ্ঞনীয় ইন্দ্র, বরুণ ও মরুদ্‌গণের তোষণোপযুক্ত প্রভূত ধন বৃষ্টি করুন। (৭)

হে স্বামিন্! আমরা মানবীয় এই সমস্ত দ্যুম্ন প্রদান পূর্ব্বক একমাত্র তোমাকে ভজন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি*। (৮)

আমরা, কি পুত্র পৌত্র সমূহ, কি গোপাল, কি অশ্ববৃন্দ, কি দ্বিপদ প্রাণী (সেবক সেবিকাদি), কি চতুষ্পদ (অবি, ছাগ, হস্তী প্রভৃতি), সর্ব্বপ্রকার পুষ্টি-সাধন বস্তু দ্বারাই পোষণীয়। হে দেবগণ! আমাদিগকে ঋতু-অনুসারে যজ্ঞ প্রাপ্ত করাও। (৯)

২০—২৪ কণ্ডিকা।

বিংশ হইতে চতুর্ব্বিংশ পর্য্যন্ত পাঁচটি কণ্ডিকা অগ্নিষ্টোমে নেষ্টৃ-পাঠ্য যাজ্যা, তন্মধ্যে প্রথমটি প্রাতঃসবনে নেষ্টৃ-চমসযাগে, দ্বিতীয় তৃতীয়টি ঋতুযাগে, চতুর্থটি মাধ্যন্দিন সবনে নেষ্টৃ চমসযাগে এবং পঞ্চমটি তৃতীয় সবনে নেষ্টৃ চমসযাগে প্রয়োগ করিতে হইবে—

হে অগ্নে! হবিষ্কাম দেবপত্নীদিগকে এবং ত্বষ্টাকে এই যজ্ঞে আবাহন কর, তাঁহারা অত্র সমাগত হইয়া সোমরস পান করুন। (১)

হে পত্নীবন্, নেষ্টঃ, অগ্নে! যেহেতু তুমি রত্নপ্রদ অতএব প্রার্থনীয়—যে আমাদের এই যজ্ঞ অনুমোদিত কর এবং ঋতু-দেবতার সহিত সোমরস পান কর। (২)

দ্রবিণ প্রদ অগ্নি সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে নেষ্টৃ-ধিষ্ণ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সোমাহুতি প্রদান কর এবং অনন্তর তথাহইতে ঋতুগণকে সহিত লইয়া প্রতিগমন কর। (৩)

হে ইন্দ্র! সম্মুখে রক্ষিত এই সোম, তোমারই, তুমি আগমন কর, প্রসন্নচিত্তে ইহাকে চিরদিন রক্ষা কর, এই যজ্ঞে আস্তীর্ণ কুশোপরি আসীন হইয়া স্বীয় উদরে ইহাকে ধারণ কর। (৪)

আহ্বান-পরবশ দেবপত্নীগণ, নিজালয় বিবেচনায় অত্র আগমন করুন, এই আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর বার্ত্তালাপ করুন। এবং ত্বষ্টৃদেবও তাঁহাদের সহিত সেব্যমান হইয়া পরিতৃপ্ত হউন। (৫)

২৫,২৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাদ্বয় জপাদিতে প্রয়োজ্য—

হে সোম! ইন্দ্রদেবতার পানার্থ তুমি অভিষুত হইতেছ, (ইহা জানিয়া) স্বাদুতম আমোদকারিণী ধারা রূপে ক্ষরিত হও। (১)

---

*। যিনি প্রাণিমাত্রের ধন ও ধনাভাব অবগত আছেন।

অর্থাৎ তোমার তোষণোদ্দেশেই সর্ব্বলোক-হিতকর এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছি।

হে সোম! তোমার পানে দেবগণ রক্ষোহননে সমর্থ হএন এই নিমিত্তই আমরা সকলে তোমার সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছি, তুমি এই সধস্থ স্থিত* অয়োহতা† দ্রোণে‡ স্থিতি কর। (২)

* যজ্ঞগৃহ। † লৌহ (বাস্যাদি যন্ত্র) দ্বারা ভক্ষণ পূর্ব্বক নির্ম্মিত কাষ্ঠময় পাত্র।

‡ সোমরস রক্ষা করিবার কলশ।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ সপ্তবিংশ অধ্যায়*।

১—৯ কণ্ডিকা।

প্রথমাবধি নয়টি কণ্ডিকা ইষ্টকাপশু প্রকরণে সমিধ্যমানও সমিদ্বতীর মধ্যকালে প্রয়োজ্য—

হে অগ্নে! মাসে মাসে ঋতুতে ঋতুতে সংবৎসরে সংবৎসরে ঋষিগণ সত্য মন্ত্র দ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন অতএব দিব্য দিপ্তিতে সম্যক্‌দীপ্ত হও,—চতুর্দ্দিক্ ও বিদিক্ সকল সুপ্রকাশ কর। ১

হে অগ্নে! সম্যক্ দীপ্ত হও, মহৎ সৌভাগ্যের জন্য উত্থান কর এবং ইহাঁকে প্রবোধিত কর, এই উপসৎকারী যেন ক্লিষ্ট না হএন। হে অগ্নে অপরের জন্য যাচ্ঞা করিতেছি না—তোমার পরিচর্য্যাকারী এই ব্রাহ্মণগুলি যশস্বী হউন। ২

হে অগ্নে। তোমাকে এই ব্রাহ্মণগণ বরণ করিতেছেন এই বরণে তুমি আমাদের কল্যাণকর হও—আমাদের অভিভবকারী প্রতিদ্বন্দ্বী নষ্ট কর এবং জাড্য-শূন্য হইয়া স্বগৃহে জাগ্রত হও। ৩

হে অগ্নে! ইহাতে প্রজ্বলিত হও, এই আবিষ্কারকগণ ইতিপূর্ব্বেও তোমাকে এ প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন (অতএব ইহাঁরা তোমার আবিষ্কারের অভিসন্ধি অবগত আছেন) ইহাঁদিগকে অবজ্ঞা করিও না। অগ্নে! তোমার আবিষ্কারের জন্য নিযুক্ত আমাদের বল অব্যর্থ হউক

* এই অধ্যায়ের সমস্ত মন্ত্রই পঞ্চচিতিক অধিশব্দী।

এবং তোমার উপসৎকারী অহিংসিত ভাবে ক্রমেই বৃদ্ধিযুক্ত হউন। ৪

হে অগ্নে! ক্ষত্রে স্বীয় আয়ু আরব্ধ কর, মিত্র হইয়া মিত্রধেয়ে থাকিতে যত্নবান্ হও২ এবং অগ্নে! এই সমশ্রেণী যাগোপকরণ সমুদায়ের মধ্যে থাকিয়া রাজন্যগণের আহুতিস্থান হওত দেদীপ্যমান থাক। ৫

হে অগ্নে! নিহং৩ কে অতিক্রম করিয়া স্রিধ৩ কে অতিক্রম করিয়া, অচিত্তি৫ কে অতিক্রম করিয়া. অরাতি৬ কে অতিক্রম করিয়া, সমস্ত দুরিত নষ্ট কর,৭ অগ্নে! আমাদিগকে সন্ততি ও সম্পত্তি উভয়ই প্রদান কর। ৬

অনাধৃষ্য,৮ জাতবেদা,৯ ষ্ট অনিভৃত,১০ বিরাট,১১ ক্ষত্রভৃৎ.১২ হে অগ্নে! এস্থলে দীপ্ত হও,—অদ্য সমস্তদিকেই আমাদিগেব মানুষী ভীতি* বিদূরিত করতঃ যাহাতে আমাদের বৃদ্ধি হয়, এরূপ কল্যাণভাবে আমাদিগকে প্রতিপালন কর। ৭

হে বৃহস্পতে! সবিতঃ! ইহাঁকে প্রবোধিত কর, যদিও ইনি আমাদিগকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছেন তথাপি ইহাঁকে সম্যক্ প্রকাবে সম্পাদিত কর,—আমাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য ইহাঁকে বর্দ্ধিত কর,—সমস্ত দেবগণ এই কার্য্যে অনুমোদন করুন। ৮

ইহলোকে অবশ্যম্ভাবী যে লোকাপবাদ, হে বৃহস্পতে! আমাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত কর। হে অগ্নে! দেবগণের ভিষক্ অশ্বিদ্বয় কার্য্যত: আমাদের মৃত্যুভয় দূর করুন। ৯

---

১০ কণ্ডিকা।

এইমন্ত্র পাঠপুব:সর ব্রহ্মচিন্তা করিবে—

আমরা স্বঃ অন্বেষণ, করিতেৎ করিতে অন্ধকারেব পর পার-স্বরূপ, সমস্ত দেবগণের মধ্যে পরম দেবতা, সমস্ত দেবগণের মধ্যে সূর্য্য ও সমস্ত দেবগণের মধ্যে জ্যোতিঃ, সেই উত্তম পদার্থ প্রাপ্ত হইলাম॥ ১

---

১ অর্থাৎ আমাদের আয়াসে সমুৎপন্ন হও।

২ বন্ধুসকল যেস্থলে একত্র হএন তাহাকেই মিত্রধেয় কহে, এস্থলে যজ্ঞ; এইস্থলে মিত্রতা স্বীকার পূর্ব্বক যজ্ঞের উপকার সাধন করতঃ জীবন যাপন কর।

৩ জীবঘাতী। ৪ কুৎসিতাচারী।

৫ চিত্তশূন্য। ৬ কৃপণ।

৭ অর্থাৎ আমাদের জিঘাংসা, কদাচার, মত্ততা ও কৃপণতাদি পাপবুদ্ধি নষ্ট কর।

৮ পরাভবশূন্য। ৯ বিজ্ঞ। ১০ অহিংসিত।

১১ বিবিধপ্রকারে রাজমান। ১২ বলবান্।

* মৃত্যুভয়।

১১—২২ কণ্ডিকা।

একাদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত দ্বাদশটি ঋক্ আগ্নেয়ী—

সুমুখ ও পুত্রবৎ আদরণায় এই অগ্নির সমিৎ ঊর্দ্ধা[1] এবং শুভ্রদীপ্তিও, ঊর্দ্ধা[2] ও অতিশয় দ্যুতিমতী। ১

যিনি তনূনপাৎ,[3] অসুব,[4] বিশ্ববেদা,[5] ও দেবগণের মধ্যে বিশেষ দেবতা, তিনি যজ্ঞীয় মধু ও ঘৃত বাহুল্যে পথসকল সিঞ্চিত করুন। ২

নরাশংস,[6] সুকৃৎ,[7] সবিতা,[8] বিশ্ববার,[9] হে অগ্নিদেব! তুমি প্রীত হইয়া, এই যজ্ঞ, মধু পূর্ণ কর। ৩

অধ্বর ক্রিয়াসকল প্রবৃত্ত হইলে এই বহ্নিদেবতা ঘৃত ও নমস্কার দ্বারা স্তুত হওত অগ্নি[10] ও স্রুক্ সকলে ব্যাপ্ত হইবার জন্য সমাগত হএন[11]। ৪

যিনি প্রাণিগণের প্রধান সম্পত্তি, যিনি অতিশয় চেতনাবান্, যিনি অতিশয় ধনপ্রদ, সেই দেবতা এই স্নেহ গুণবিশিষ্ট সুন্দর অন্নের (ঘৃতের) মহিমা উপলব্ধি করুন এবং তিনিই এই অন্নের আমোদ-জনকতাও অনুভব করুন। ৫

যাহাদের স্থিতি নিবন্ধন যজমানের ঐশ্বর্য্য সূচিত হইতেছে, ঈদৃশ বৃহদন্তরাল,[1] দ্বার দেবীগণ পর্য্যন্তও এই অগ্নির ব্রত ধারণ করুন। ৬

যোনিপ্রদেশে[2] স্থিত এই অগ্নির যোষণ স্বরূপা[3] সেই উষাসানক্তা[4] দেবীদ্বয়, দিব্যবলে[5] আমাদের এই অধ্বর[6] যজ্ঞ রক্ষা করুন। ৭

হে দৈব্যা হোতারা[7] দেবদ্বয়! তোমরা আমাদের এই অধ্বরকে ঊর্দ্ধ[8] কর,—এই অগ্নিজিহ্বাকে[9] প্রশংসা কর,—তোমাদের প্রসাদে আমাদের এই ইষ্টি[10] সুসম্পন্ন হউক। ৮

আমাদিগকর্তৃক স্তূয়মান, মহামহিম, ইড়া,[11] সরস্বতী[12] ও ভারতী[13] নাম্নী দেবীত্রয়, এই বর্হি আসন গ্রহণ করুন। (৯)

ত্বষ্টৃদেবতা, আমাদের নাভিতে[14]

---

১ দীর্ঘ (লম্বা)। ২ ঊর্দ্ধগামিনী।

৩ যাহার শরীর অনশ্বর। ৪ বলবান্। ৫ সর্ব্বজ্ঞ।

৬ নরগণের প্রশংসাভাজন। ৭ সুকার্য্যকারী।

৮ উৎপাদক। ৯ সকলের বরণীয়।

১০ এস্থলে অগ্নিশব্দে (স্নেহ গুণবিশিষ্ট) ঘৃত।

১১ অর্থাৎ প্রথমে জ্বালাশূন্য অঙ্গারাদিময় থাকিয়া হব্যাদি লাভে ক্রমে জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন।

---

১ অর্থাৎ প্রশস্ত।

২ গার্হপত্য স্থানকে যজ্ঞের যোনি কহে।

৩ পত্নী। ৪ উষা ও রাত্রি। ৫ অর্থাৎ ঐশ্বরীয় বলে। ৬ কুটিলভাব-শূন্য।

৭ অগ্নি ও বায়ু। ৮ অর্থাৎ অপরাপর যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ কর বা ঊর্দ্ধফল লাভের উপায় স্বরূপ কর।

৯ সুপ্রদীপ্ত জ্বালা। ১০ যজ্ঞ।

১১ পৃথিবীস্থধ্বনি। ১২ অন্তরীক্ষ-ধ্বনি।

১৩ স্বর্গীয় ধ্বনি। বুঝিতে হইবে।

১৪ মহীধর বলেন এস্থলে নাভিশব্দে ক্রোঘ

তুরীপ[১] পুরুক্ষু,[২] সুবীর্য্য,[৩] অদ্ভুত,[৪] রায়স্পোষ[৫] নিক্ষেপ করুন। ১০

হে বনস্পতে![৬] তুমি স্বয়ংই দেববিষয়ে হবির্দ্দান-তৎপর (অতএব তোমাকে বলাই বাহুল্য, তথাপি বলি,—)শান্তিকৃৎ অগ্নিদেবতা হব্য অঙ্গীকার করিয়াথাকেন অতএব এই অগ্নিতে হব্য ত্যাগকর। ১১

হে জাতবেদঃ অগ্নে! ইন্দ্রকে হব্য প্রদান করিব অতএব স্বাহা[৭] প্রকাশ কর, সমস্ত দেবগণ এই হবি সেবন করুন। ১২

২৩—২৮ কণ্ডিকা।

ত্রয়োবিংশ হইতে অষ্টাবিংশ কণ্ডিকা পর্য্যন্ত ছয়টি মন্ত্র আহুত পশুর[৮] যাজ্যাও অনুবাক্যা—

সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভোগ্য, সম্পত্তিবর্দ্ধক,[৯] সুমেধা, সত্বপ্রধান,[১০] নিয়ুৎ-সমুদয়ের আরোহী,[১] বায়ু দেবতা আমাদিগকে সতত সেবা করিতেছেন; হে মনস্বী স্বস্থ, ঋত্বিক্‌গণ! তাদৃশ বায়ুদেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য, অপত্য-বর প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য্যসকল সম্পন্ন কর। ১

এই রোদসী[২] দেবতা, সম্পত্তির জন্য যাঁহাকে প্রসব করেন, ধিষণাদেবী[৩] সম্পত্তির জন্য[৪] যে দেবকে ধারণ করেন এবং নিয়ুৎ সমুদয়[৫] স্বীয় নিবেকে[৬] যে সত্ত্বপ্রধান, বসুধীতি,[৭] বায়ু দেবতাকে সেবা করেন। (হে মনস্বী ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ) ২

---

১ শীঘ্রপ্রাপক। ২ বহুনিবাস।

৩ সুন্দর বীর্য্যলাভ হয় যাহাদ্বারা। ৪ মহান্।

৫ ধনসম্বন্ধিনী পুষ্টি।

৬ (বনস্পতি) কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

৭ যাহাতে সুন্দর আহুতি প্রদান করা যায় অর্থাৎ জ্বালা।

৮ নিযুত্বান্ বায়ু দেবতার তুষ্টি সম্পাদনার্থ শুক্র তূপর আলম্ভন করা হইয়াথাকে, সেই প্রকরণে ইহার প্রয়োজন।

৯ ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ সম্পত্তির বৃদ্ধিকারী।

১০ অতিবলবান্।

---

১ নিয়ুৎশব্দে বায়ুর বাহন—বৃষ্টিধারাদি।

২ দ্যুলোক ও ভূলোক,—এই উভয়াত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড=ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট অণ্ড। অতএব মনু বলিয়াছেন যে "তাভ্যাং সসকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে" (১ অং ১৩ শ্লোঃ)।

৩ অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ সম্পত্তির জন্য।

৪ পরব্রহ্মের সিসৃক্ষাবুদ্ধি বা ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্ম জ্যোতিঃ।

৫ বৃষ্টিধারা প্রভৃতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়।

৬ আকাশে।

৭ এস্থলে বসুশব্দে অষ্টবসু=অষ্টদিক্, তাহারা ধারণ করে যাহাকে। অতএব মনু 'মধ্যে ব্যোম দিশ শ্চাষ্টৌ' (১,১৩) অথবা বসুশব্দে অগ্নি, অগ্নির ধারণকারী বা অগ্নি যাহার ধারণকারী; ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিক্রমে বায়ুর ধারণকারী অণ্ডরূপী অগ্নি এবং ভূর্লোক সৃষ্টিক্রমে বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি অতএব উভয়ার্থই সম্ভবপর।

অপরিমেয় জলরাশি,* অগ্নিময় গর্ভণ† ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টিরঞ্চ প্রসব কারিণী হইয়া এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপন করিয়া রহিয়াছেন, সেই গর্ভ হইতে সমস্ত দেবগণের প্রাণ, একটি দেবতা প্রকাশপান, সেই 'ক' দেবতার তোষের জন্য আমরা এই হবি বিধান করিতেছি। ৩

যে দেবতা স্বীয় মহিমার প্রভাবে এতাদৃশ গর্ভ ধারণের উপযুক্ত জলরাশি সৃজন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দেবতার একমাত্র দেবতা,‡ সেই 'ক' দেবতার তুষ্টির জন্য আমরা এই হবি বিধান করিতেছি। ৪

হে বাযো! তুমি যে নিযুদ্বাহনে আরূঢ় হইয়া যজ্ঞগৃহে হবির্দাতৃ যজমানগণের নিকটে গমন করিয়াথাক, সেই বাহনেই অত্রাগত হইয়া আমিদিগকে অন্নসম্পত্তি, পুত্র সম্পত্তি, গোসম্পত্তি, অশ্বসম্পত্তি ও ধন (নগদ) সম্পত্তি প্রদান কর। ৫

হে বাযো! তুমি শত শত বাহনে সহস্র সহস্র বাহনে অত্রাগত হও, তাঁহারা সকলেই এ যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হউন এবং সর্ব্বদা আমাদিগকে কল্যাণের সহিত রক্ষা করুন। ৬

২৯—৩৪ কণ্ডিকা।

ঊনত্রিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ পর্য্যন্ত ছয়টি মন্ত্র, বায়ব্যেষ্টকা পশুপক্ষে বপাদির যাজ্যা ও অনুবাক্যারূপে প্রযুক্ত হইবে

---

* ইহাকেই কারণবারি কহে এবং মানবীয় শাস্ত্রে (১অং ৮) এই অভিপ্রায়েই 'অপএব সসর্জাদৌ" উক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টি দুই প্রকার, ১ম—আদিসৃষ্টি। এই সৃষ্টির প্রথমে তমসাচ্ছন্ন আকাশের স্থিতি স্বীকার, পরে সমস্ত পদার্থ ব্যঞ্জনার্থ বায়ুর আবির্ভাব, অনন্তর তমোনুৎ জ্যোতিঃসমূহের প্রকাশ হইলে কারণ বারির সৃষ্টি এবং তাহাতে বীজক্ষেপণ পূর্ব্বক মৃণ্ময় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে পরস্পর কেহই কাহারও প্রকৃতি নহে, সকলই স্বপ্রধান, সকলই ব্রহ্মকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। ২য়— ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি। এই সৃষ্টির আরম্ভ সেই অণ্ডমধ্যে আবির্ভূত ব্রহ্মাহইতে এবং এ পর্য্যন্ত সেই ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া যাইতেছে। এই সৃষ্টিতেই আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল ইত্যাদিক্রম স্বীকার্য্য। মনুতে(১,৮) যে জলসৃষ্টিকে আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির নিদান বুঝিতে হইবে। তৎপূর্ব্বেও আকাশাদির আবিষ্কার স্বীকার্য্য, মনুর তৎপূর্ব্ব শ্লোকগুলিতেই তাহার আভাস পওয়া যায়।

† অণ্ডাকৃতি। এটি যেহেতু সকলের আধার হইল অতএব মৃণ্ময় হইতেপারে এস্থলে অগ্নিশব্দে মনূক্ত 'সহস্রাংশু সমপ্রভং, বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অগ্নিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট অণ্ডাকৃতি গর্ভ।

‡ মনু ইঁহাকেই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বলেন। মহীধর এবং মনুব্যাখ্যাতা কুল্লুক, ইঁহাকে হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বলিয়াছেন, ফলে ইহাঁ ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন কিছুই নহে এবং ঐ সমস্ত অভিধানই ইহাঁর সম্ভব। প্রজাপতিও ইঁহারই নামান্তর।

ঞ্চ সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম।

হে নিয়ুদারোহিন্ বায়ো! তুমি যাগকারীর গৃহে গমন করিয়াই থাক অতএব প্রার্থনীয়,—অত্র আগমন কর*; তোমার জন্য এই 'শুক্র'নামক গ্রহ প্রস্তুত আছে।১

হে বায়ো! স্বর্গফল ইষ্টিসকলে যাহা মাধুর্য্যে সর্ব্বপ্রথম বলিয়া গণ্য, ঈদৃশ এই "শুক্র' গ্রহ তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। হে স্পৃহণীয দেব! সোমরস পানের জন্য নিযুদ্বাহনে আগমন কর। ২

শিবরূপ নিয়ুদ্‌গণের সহচারী, শিবরূপ বায়ুদেবতা, নিসর্গতঃ অগ্রগামী ও যজ্ঞপ্রিয় অতএব যজ্ঞে মনের সহিত আগমন করেন১। *

হে নিয়ুদারোহিন্ বায়ো! তোমার যে সকল রথ† সহস্র বাহন যুক্ত, সোমরস পান করিবার জন্য তাহাতেই আরূঢ় হইয়া আগমন কর। ৪

হে স্বভূতে‡ বায়ো! তুমি এক বা দশ, বা বিংশ, ত্রি বা ত্রিংশ¶ নিযুদ্বাহী রথে বাহিত হইতেছে, এস্থলে সেই বাহনদিগকে রথ হইতে বিযুক্ত কর। ৫

হে সত্যপালক, ত্বষ্টৃজামাতঃ, অদ্ভুত স্বরূপ, বায়ো! 'তোমার প্রসাদে আমরা পালিত হই'—ইহাই প্রার্থনীয়*। ৬

৩৫,৩৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র দুইটি সামবেদীয় রথন্তর সামের অস্থি, ইহাকে যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের 'দক্ষিণপক্ষ' বলিয়া বর্ণনা করেন—

হে ইন্দ্র। † তোমাকে এই দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত সৃষ্টিরই ঈশান ও সর্ব্বদর্শী জানিয়া, দুগ্ধহীন ধেনুগণের ন্যায় (বিপন্ন) আমরা, হে শূর! তোমাকে পুনঃ পুনঃ সর্ব্বথা নমস্কার করি।১

হে পূর্ণধনবন্! ইন্দ্র! যেহেতু কি দ্যুলোকে কি ভূলোকে তোমার ন্যায় (ঐশ্বরী শক্তিসম্পন্ন) কেহই নাই, কখনও ছিল না এবং কখনও হইবেও না অতএব আমরা তোমার প্রসাদে অন্ন, অশ্ব, গো প্রভৃতি সমস্তসম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্ হইলেও তোমাকেই আহ্বান করি।২

---

* এতাবতা অনুরুদ্ধ হইয়া আগমন প্রার্থনীয় নহে।

† মেঘ।

‡ আপনিই আপনার সম্পত্তি যাহার, তাহাকেই স্বভূতি কহে।

¶ যে রথকে নিযুদ্গণ অর্থাৎ বৃষ্টিধারাসকল বহন করে, তাদৃশ এক বা বহুতর রথে অর্থাৎ এক খণ্ড বা বহুখণ্ড মেঘকে আশ্রয় করিয়া।

* ত্বষ্টৃ শব্দে সূর্য্য, রস সকল সূর্য্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পর্য্যায়াকারে বায়ুর সহযোগে চালিত হইয়া বর্ষধারা রূপে ভূ পতিত হয় এবং অপ্‌শব্দ বা বৃষ্টি শব্দ অথবা ধারাশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, এই জন্যই পর্য্যায়কে ত্বষ্টার কন্যা এবং বায়ুকে ত্বষ্টার জামাতা কহে।

† এস্থলে ইন্দ্রশব্দে ঐশ-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর।

৩৭,৩৮ কণ্ডিকা।

এই দুইটি মন্ত্র, সামবেদীয় বৃহৎ সামের অস্থি, ইহাকে যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের 'উত্তর পক্ষ' বলিয়া বর্ণন করেন —

হে ইন্দ্র! নৃজাতি আমরা, তোমার প্রসাদেই ক্ষেত্রে অন্নোৎপাদনে সমর্থ হই, তোমার প্রসাদেই দস্যুদলকে পরাজিত করতঃ সাধুপালনে সমর্থ হই, এবং তোমারই প্রসাদে দিক্‌সকলে বিজয়ী হই অতএব সম্পদে বিপদে তোমাকেই আহ্বান করি। ১

হে চিত্র! * হে বজ্রহস্ত! † হে অদ্রিবন্! ‡ প্রাগল্‌ভ্য ও মহত্ত্ব লাভের জন্য স্তূয়মান! ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে চির-বিজয়ীর প্রাপ্য অন্ন এবং রথ বহনোপযোগী অশ্ব ও গো প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রাপ্ত করাও*। ২

৩৯—৪১ কণ্ডিকা।

ঊনচত্বারিংশাদি কণ্ডিকাত্রযাত্মক মন্ত্রত্রয়, সামবেদীয় বামদেব্য গানের অস্থি—

হে চিত্র! কীদৃশ কর্ম্মিষ্ঠতাতে বর্ত্তমান থাকিলে, কীদৃশ ঊতী † দ্বারা তুমি আমাদের সতত বর্দ্ধনকারী সখা হও? । ১

যতপ্রকার মদজনক অন্ন আছে, তন্মধ্যে কোনটি বিশেষত মদজনক ও সত্য? যাহা তোমাকে মত্ত করিতে সমর্থ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে আরোগ্যমূল সুদৃঢ় বসু প্রদান কর? । ২

তুমি চিরদিনই কৃতোপকার স্তাবক, সখ্য-স্বভাব, প্রাণীদিগের ঊতির জন্য সর্ব্বথা শত শত উপায় সমুদ্ভাবন করিতেছ। ৩

---

* হস্ত নাই অথচ বজ্রহস্ত, ইত্যাদি কারণেই বিচিত্র অভিধানের উপযুক্ত।

† যাঁহার কার্য্যসকল বজ্রতুল্য অব্যর্থ। এস্থলে হস্তশব্দে হস্তেন্দ্রিয় দ্বারা করণোপযুক্ত বিশ্বরচনাদি কার্য্য বুঝিতে হইবে অথবা হস্তস্থানীয় যে ঐশী শক্তি (যাহা বুঝাইতে হইলে হস্ত না বলিলে অন্য কোন প্রকারে বুঝান যায় না) তাদৃশ হস্তে বজ্রবৎ অব্যর্থ অস্ত্রধারিন্।

‡ গিরিদুর্গ আশ্রয়িন্। এস্থলে দিগ্বিজয় প্রার্থনীয় সেইজন্যই ঈশ্বরকেও যোদ্ধৃরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহার হস্তে বজ্র আছে তিনিই বজ্রাস্ত্র দান করিতে পারেন এবং যাঁহার গিরিদুর্গ আছে তিনিই গিরিদুর্গ প্রদানে সমর্থ, যাঁহার যাহা নাই তিনি তাহা কিরূপে দিতে সমর্থ হইবেন? এতাবতা এই সম্বোধনগুলির দ্বারা তাদৃশ সামগ্রীর প্রার্থনীয়তা সূচিত হইল। অথবা নিজ হস্তে ও হস্তদ্বারা ব্যবহার্য্য আয়ুধসকলে এবং গিরিদুর্গ সকলে সেই সর্ব্বব্যাপী দেবতার সত্তা স্মরণ করণার্থে তাঁহাকেই তত্তদ্রূপে সম্বোধন করা হইল, এতাবতা স্বীয় নির্ভয়তা সম্পাদিত হইল অর্থাৎ আমার হস্ত ও আয়ুধ এবং গিরিদুর্গাদি সমস্তই, স্মরণ পূর্ব্বক অনুকূলীকৃত সেই সর্ব্বব্যাপী দেবতার অতএব ভয়নাই

* অর্থাৎ তোমার প্রসাদে আমরা যেন সর্ব্বত্র বিজয়লাভে সমর্থ হই।

† পালন শক্তি।

৪২,৪৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাদ্বয়াত্মক মন্ত্রদ্বয়কে সাম-বেদীয় যজ্ঞাযজ্ঞিয় সামের অস্থি জানিতে হইবে—

যে পরমদেবতা যজ্ঞে যজ্ঞে* বাক্যে বাক্যে অগ্নিকে† কৃতকৃত্য করণার্থ আমা-দিগকে স্বস্ব-কার্য্য-দক্ষ করিয়াথাকেন,‡ সেই জাতবেদা¶ অমৃত দেবতাকে প্রিয় মিত্র জ্ঞানে বার বার প্রশংসাকরি। ১

হে অগ্নে!+ হে উর্জ্জাম্পতে!÷ হে বসো!= তুমি একটি বাক্যের—কি দ্বিতীয় বাক্যে,* কি বাক্যত্রয়ের দ্বারাই,† অথবা চারিটিবাক্যেই‡ আমাদিগকে পালন করি-তেছ? + ।২

৪৪ কণ্ডিকা।

এই দেবতা আমাদিগকে সৃজন করিতে ইচ্ছা করেন, ইনিই আমাদিগের অন্ন-বিষয়ে ও বুদ্ধিবিষয়ে রক্ষাকর্ত্তা হএন এবং ইনিই (পরিশেষে কালপ্রাপ্তে) তনু-বন্ধন সকল হইতে ত্রাণ করেন ÷; উর্জ্জোন-

* যজ্ঞশব্দে সৃষ্টি এতাবতা প্রতিসৃষ্টিতে।

† এস্থলে অগ্নিশব্দে পূর্ব্বোক্ত (এই অধ্যায়ের ২৫ কণ্ডিকা দেখ) অগ্নি বুঝিতে হইবে, যাহাকে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা কহাযায় অর্থাৎ সৃষ্টিকালিক ব্রহ্মসত্তা।

‡ দৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গম সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই স্ব-স্বাধি-কৃত, বৃদ্ধি, স্থিতি, গত্যাদি ক্রিয়া করণে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মা নাম সেই ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টিকার্য্যে কিরূপে কৃতকার্য্য হইতেন?

¶ যাহাকে নৈয়ায়িকগণ নিত্যজ্ঞান বলেন।

+ এস্থলেও অগ্নিশব্দে সেই ব্রহ্মা বা প্রজাপতি।

÷ উর্ক্ শব্দে অন্ন সৃষ্ট সমস্ত পদার্থকেই অন্ন বলাযায়. তৎসমস্তের অধিপতিকে উর্জ্জাম্পতি কহে।

= বসুশব্দে সম্পত্তি, আমাদের প্রধান সম্পত্তি-রূপ। অথবা বসুশব্দে বাসয়িতা অর্থাৎ যাহার প্রসাদে বা প্রভাবে আমাদের ইহলোকে বসতি।

—'অণ্ড দ্বিধা হউক' এই বাক্য। মনুর ১ অ০ ১২ শ্লো০ দেখ।

* 'ঐ অণ্ডের একভাগে দ্যুলোক ও অপরভাগে ভূলোক এবং মধ্য দেশ অন্তরীক্ষ হউক'—এইবাক্য। মনুর ১ অ০ ১৩ শ্লো০ দেখ।

† 'পরব্রহ্ম হইতে মনরূপ উপাধিবিশিষ্ট অহ-ঙ্কর্ত্তা (জীবাত্মা) প্রাবির্ভূত হউক'—এইবাক্য। মনুর ১ অ০ ১৪ শ্লো০ দেখ।

‡ 'পরব্রহ্ম হইতে ত্রিগুণ মহত্তত্ত্ব (প্রকৃতি) ও পঞ্চেন্দ্রিয় আবির্ভূত হউক'—এই বাক্য মনুর ১অ০ ১৫ শ্লো০ দেখ।

+ মূলে 'পাহি' আছে, ঐটি 'উত, শব্দের সহিত থাকায় সংপ্রশ্নার্থে প্রযুক্ত বোধহয়, তদনুযায়ীই এরূপ প্রশ্নভাবে অনুদিত হইল। ফলে 'তোমার সকল বাক্যই অস্মদাদির পালনার্থ অর্থাৎ আমা-দিগকে সৃজন পূর্ব্বক পালন করিবা—এই অভিপ্রা-য়েই প্রযুক্ত,—এতন্মাত্রই এ মন্ত্রের বক্তব্য।

÷ এতাবতা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা রূপে স্তুতি হইল। যদিচ ব্রহ্মাভিধ দেবতার কেবল সৃষ্টি-মাত্রের অধিকার, পরং স্থিতিক্রিয়াধিকারী বিষ্ণু ও সংহরণাধিকারী কালও ইহাঁ হইতে অভিন্ন, তত্তৎক্রিয়া বুঝাইবার জন্যই তত্তন্নামভেদ প্রযুক্ত হয়মাত্র। এতৎসম্বন্ধে এই মন্ত্রই প্রচুর প্রমাণ।

পাৎ* এই দেবতাকে হব্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। ১

৪৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ চিত্যাগ্নি অভিমর্শন করিবে—.

তুমি সংবৎসর, তুমি পরিবৎসর, তুমি ইদাবৎসর, তুমি ইদ্‌বৎসর, তুমিই বৎসর†। উষা সকল তোমারই অঙ্গ-পূর্ত্তি কল্পনা করে, অহোরাত্র সকল তোমারই অঙ্গপূর্ত্তি কল্পনা করে, অর্দ্ধমাস সকল তোমারই অঙ্গপূর্ত্তি কল্পনা করে, মাসসকল তোমারই অঙ্গপূর্ত্তি কল্পনা করে, ঋতু সকল তোমারই অঙ্গপূর্ত্তি কল্পনা করে, সংবৎসরও তোমারই অঙ্গপূর্ত্তি কল্পনা করিয়া থাকে* এবং স্বীয় অঙ্গের সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই দুইটি ক্রিয়া দ্বারাই তুমি সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব সম্পন্ন করিয়া থাক। তুমি ধ্রুব। তোমার যে দেবত্ব প্রভাবে এই অঙ্গিরস্বৎ সুপর্ণ† নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই দেবত্ব প্রভাবেই কিছুকাল ইহাকে অব্যাহত রক্ষা কর। ১

* উর্জ্জশব্দে কারণবারি, নপাৎশব্দে পৌত্র। ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বেই কারণবারি সৃজন করেন, পরে সেই বারিতে অণ্ড সৃজন করেন, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার বা অগ্নির উৎপত্তি; সেই জন্য ব্রহ্মাকে বা অগ্নিকে উর্জ্জোনপাৎ অর্থাৎ কারণ বারির পৌত্র কহে। এই অধ্যায়েরই ২৫ ও ২৭ কণ্ডিকা এবং মনুর ১ অ°১১ শ্লোক দেখ।

† বৈদিক "জ্যোতিষ" নামক অঙ্গ শাস্ত্রে পঞ্চ বৎসরে একটি যুগ উল্লিখিত আছে, এতাবতা এই মন্ত্রের এই ভাগে প্রজাপতি ও যুগের এবং এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ভাগে প্রজাপতি ও উষা প্রভৃতি সংবৎসরান্ত কালের অভেদ বা অভিন্নভাব সম্পাদিত হইতেছে; তাহা হইলেই অনন্তকালের সহিতই প্রজাপতির অভেদ বা অভিন্নতা সুতরাং সম্পন্ন হইল; এই মন্ত্রের তৃতীয় ভাগেও তাহাই সুস্পষ্ট শ্রুত হইতেছে। এই মন্ত্রে যুগকে অবয়বী ও উষাদি কালকে অবয়বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে পরং ইহা উপলক্ষণ মাত্র; এইরূপে মন্বন্তরাদি কালকে অবয়বী করিয়া এরূপ অনেকানেক যুগাদিকেও অবয়ব রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

* মনুর ১অ°৬২শ্লোকে ব্রহ্মার ১ বৎসর অণ্ডমধ্যে বাসের উল্লেখ আছে, উষা প্রভৃতি, বৎসরের এক এক অংশ এবং বৎসরই তাহাদের পূরক, বৎসরই কালের প্রধান পরিচ্ছেদক, বৎসরান্তে নববর্ষেও সেই সমস্ত পূর্ব্বপরিচিত শীত গ্রীষ্মাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, এতাবতা বৎসরাত্মক দেবতাই যে অনন্ত কালাত্মক দেবতা এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বৎসর বাস বলিলেই যে চিরবাস সম্পন্ন হইল, ইহা সুতরাং সিদ্ধ। বস্তুতঃ ব্রহ্মা বৎসরৈক কালমাত্র অণ্ড-বাস পূর্ব্বক কতকগুলি সৃজন করিয়াই সৃষ্টিক্রিয়া হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ নহে, অদ্যাপি সেই বৎসর বিদ্যমান এবং তিনিও অদ্যাপি সেই অণ্ডে থাকিয়া সৃষ্টিক্রিয়াতে নিযুক্তই রহিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ আদিপুরুষ মনুকে সৃজন করিয়া তাহাদ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অদ্যাপিও অস্মদাদি দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন।

† অঙ্গিরস্ শব্দে অগ্নি, তদ্বিশিষ্ট সুপর্ণ=বায়ু। এস্থলে অর্থান্তরে অঙ্গিরস্বৎ=অগ্ন্যাধার ও সুপর্ণ=পক্ষী তদাকার যজ্ঞীয় বেদী, তাহারই দৃঢ়তা প্রার্থনীয়।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

—:•:—

১—১১ কণ্ডিকা।

প্রথম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত একাদশ কণ্ডিকাত্মক ১১ টি মন্ত্র ঐন্দ্র পশু সম্বন্ধী প্রয়াজগুলির প্রৈষ—

হোতা যজন করিবে। পৃথিবীর মধ্যে নাভিস্বরূপ, চরু পুরোডাশাদি অন্নের আধার, স্বর্গের অবয়ববিশেষ বলিলেও হয়, ঈদৃশ এই যজ্ঞবেদীতে সমিৎকাম অগ্নিরূপ সম্প্রদানে সমিৎপ্রক্ষেপ দ্বারা হোতা ইন্দ্রকে† যজন করিবে। উক্ত দেবতা মনুষ্যগণের যাবতীয় শত্রু-পরাভবকারীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলী, আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ১

হোতা যজন করিবে। স্বীয় উতী শক্তিতে চিরজয়ী, অপরাজেয়, স্বর্গবিৎ, তনূনপাৎ, ইন্দ্র দেবতাকে অতিশয় সুমধুর হব্যদান পূর্ব্বক হোতা যজন করিবে। উক্ত দেবতা সর্ব্বমনুষ্যগণের প্রশংসনীয় তেজে আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ২

হোতা যজন করিবে। আহূয়মান, অমর্ত্ত্য, ইন্দ্রকে হোতা ইড়াপ্রদান সহ ইড়িত করিয়া যাগ করিবে। উক্ত দেব অন্যান্য দেবগণের সহ দলে পুষ্ট হইয়া, সবীর্য্য, বজ্রহস্ত, পুরন্দর* নামে কীর্ত্তিত হওতঃ আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৩

হোতা যজন করিবে। প্রাণিহিতকারী, বর্ষণকারী, নিষদ্বর, ইন্দ্র দেবতার

---

*এই অধ্যায়ের সমস্ত মন্ত্রই সৌত্রামণী যাগে যথাস্থান প্রযুক্ত হইবে।

† এই প্রকরণে ইন্দ্রশব্দে মেঘসঙ্ঘ-চালক সময়বিশেষ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অসময়ে "কিছুই হয়না। অতএব সমস্তকার্য্যের ব্যাপক সমষ্টিকালকে প্রজাপতি ও ব্রহ্মা বলাযায় এবং বর্ষণাদিকার্য-ব্যাপী ব্যষ্টিকালকে ইন্দ্র কহে। অপরঞ্চ ইন্দ্রকে প্রজাপতি বা প্রজাপতিকে ইন্দ্র বলিলেও হানি নাই, বস্তুতঃ উভয়ই এক কালেরই সমষ্টি ব্যষ্টি ভেদে নামান্তর মাত্র।

* মেঘবৃন্দচালক কালবিশেষ ইন্দ্রদেবতা যে বজ্রহস্ত এবং নিরন্তর বৃষ্টিধারা ও ঝঞ্ঝাবাতাদি এবং বজ্রপাতাদি দ্বারা বৃহৎ ২ পুরী ও বিদারয়িতা ইহা কাহারও অবিদিত নহে। যাস্ক বলেন "মেঘরূপ পুরের দারয়িতা" তাহাও বাস্তবিক।

† উপবেশন বিষয়ে যিনি অতিনিপুণ ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডে কাল যেরূপ দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট, এরূপ আর কেহই নহে।

উদ্দেশে হোতা বর্হির্মধ্যে যজন করিবে। উক্ত দেবতা স্বীয় তুল্য প্রভাববান,—বসুগণ,[১] রুদ্রগণ[২] ও আদিত্যগণের[৩] সহিত উক্ত বর্হিতে আবির্ভূত হইয়া আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ। এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৪

হোতা যজন করিবে। ওজঃ, বীর্য্য ও সহ[৪] প্রভৃতি কীর্ত্তন পুরঃসর ইন্দ্রদেবতাকে স্তুতি করতঃ হোতা দ্বারদেবীগণকে যজন করিবে। এই যজ্ঞে গমনাগমনের প্রশস্ত পথ, ঋতুকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, দ্বারদেবীগণ, সেক্তা[৪] ইন্দ্র দেবতার আগমন পথ বিবৃত করতঃ আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত। এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৫

হোতা যজন করিবে। ইন্দ্রের মাতৃরূপা, সুন্দরদুগ্ধমতী, মহাবয়বা, নক্ত ও উষা নামিকা, সবাতর,[৫] ধেনুদ্বয় স্বীয়তেজে ইন্দ্র নামক বৎসকে প্রতিপালন করেন[৬]। উক্ত দেবাদ্বয় আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৬

হোতা যজন করিবে। কবি ও সুবিজ্ঞ, ভিষধব দৈব্যাহোতৃ[১] দেবদ্বয় হবির্লাভে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয় বিষয়ক চিকিৎসা করেন, ইন্দ্রদেবতার তুষ্টির জন্য আমাদিগের ইন্দ্রিয় শক্তি প্রদান করুন। উক্ত দেবদ্বয় আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৭

হোতা যজন করিবে। ত্রিলোকস্থ,[২] ত্রিধাতু,[৩] কর্ম্মবতী, হবিষ্মতী, মহতী, ইড়া সরস্বতী ভারতী নাম্নী,[৪] ইন্দ্রপত্নী[৫]

১ অষ্টদিকস্থ অষ্ট অগ্নি সুতরাং বসুগণ ৮ টি।

২ অষ্টদিক্, উদ্ধাধো এবং মধ্যে এই একাদশ স্থান-বিহারী একাদশ বায়ু সুতরাং রুদ্রগণ ১১ টি।

৩ দ্বাদশরাশি ও দ্বাদশমাস তদনুযায়ী দ্বাদশ প্রকার সূর্য্য সুতরাং আদিত্যগণ ১২ টি।

৪ বৃষ্টিপাতদ্বারা ভূপৃষ্ঠাদি আর্দ্রকারী।

৫ যে উভয় জননীর একটি বৎস, সেই জননীদ্বয়কে এক কথায় 'সবাতর' কহে।

৬ নক্ত ও উষা = সায়ং ও প্রাতঃ কাল। ইন্দ্র= মেঘবৃন্দ-চালক সময় বিশেষ অর্থাৎ অসময়ে কিছুই হয়না। তাদৃশ ইন্দ্র যে সায়ং প্রাতঃ কাল হইতেই সমুৎপন্ন, ইহা ব্যক্তই আছে।

১ দেবসম্বন্ধী হোতা অর্থাৎ পরমদেবতার এই অন্তর্বেদীতে যাহারা হোতৃরূপে সেই পরমদেবতা কর্ত্তৃকই বৃত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই দৈব্যা হোতৃ কহে। যাস্ক বলেন—ইহারা অগ্নি ও বায়ু।

২, ৩, ৪ ইড়া=অন্ন, এস্থলে অন্নাশ্রিত জীবন অস্মদাদির ধ্বনি, ইহার স্থান পৃথিবী এবং ইহার ধাতু=ধারয়িতা অগ্নি। সরস্বতী=জলবতী, এস্থলে জল-জীবন মেঘাদির ধ্বনি, ইহার স্থান অন্তরীক্ষ এবং ইহার ধাতু=ধারয়িতা বায়ু। ভারতী—সূর্য্যকান্তি, (ভরত শব্দে সূর্য্য) এস্থলে তৈজস জীবন স্বর্গীয়গণের ধ্বনি, ইহার স্থান দ্যুলোক এবং ইহার ধাতু=ধারয়িতা সূর্য্য।

৫ এই ত্রিবিধ ধ্বনিই কালাত্মক ইন্দ্রদেবতার পালনীয়া সহচরী। অথবা এস্থলে ইন্দ্রশব্দে আকাশ বলিলেও ক্ষতি নাই. আকাশের ধ্বনিগুণ সেই জন্যই ধ্বনিরূপা ত্রিদেবীকে আকাশের পত্নী বলা যায়।

দেবীত্রয়কে ভেষজজ্ঞানে হোতা যজন করিবে। উক্ত দেবীত্রয় আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৮

হোতা যজন করিবে। সুন্দর যজনীয়, কিরণজালে শোভায়মান, বহুরূপ-নিদান, আকর্ষণক্ষম, ঐশ্বর্য্যবান্ ত্বষ্টৃনামক ইন্দ্র-দেবতাকে[১] হোতা যজন করিবে। ত্বষ্টা ইন্দ্রের[২] জন্যই ইন্দ্রিয়সকল[৩] ধারণ করতঃ আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ৯

হোতা যজন করিবে। উলূখলাদি-রূপে হবির সংস্কর্ত্তা, বিবিধ কার্য্যের উপযোগী, বুদ্ধি-ব্যবহার্য্য, ইন্দ্রকার্য্যে নিযুক্ত, বনস্পতি দেবতাকে হোতা যজন করিবে। বনস্পতি দেবতা[৪] মধু ও মধুর ঘৃত দ্বারা যজ্ঞকে সম্যক্ সিঞ্চিত করতঃ সুন্দর গমনোপযোগী পথে দেবগণকে প্রাপ্ত করান। উক্ত দেবতা আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত.! এই অভি-প্রায়ে যজন কর। ১০

হোতা যজন করিবে। আজ্যভাগ ইন্দ্র কে স্বাহা করিবে, মেদভাগ ইন্দ্র কে স্বাহা করিবে, স্তোকভাগ ইন্দ্র কে স্বাহা করিবে স্বাহাকৃতিভাগ ইন্দ্রকে স্বাহা করিবে, হব্যসূক্ত ভাগ ইন্দ্রকে স্বাহা করিবে। আজ্যপানকারী ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ[১] সমস্ত দেবগণ স্বাহা শব্দে দীয়মান আজ্য লাভে প্রীত হওত পান করুন। হে হোতঃ! এই অভিপ্রায়ে যজন কর। ১১

—

১২—২২ কণ্ডিকা।

দ্বাদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত একাদশ কণ্ডিকাত্মক ১১ টি মন্ত্র ঐ ঐন্দ্র পশুসম্বন্ধী অনুযাজগুলির প্রৈষ —

যে বর্হির্দেবতা, দেবগণের আসনার্থ ব্যবহার্য্য, যিনি ঋ[illegible] প্রতিকার্য্যেই ব্যবহৃত হএন, যাঁহাকে রাত্রিকালে অতিযত্নে রাখিয়া প্রাতে ছেদন করা হয় এবং যিনি হবিষ্মান্ যজমানগণের [illegible] সম্পত্তিকে অতিক্রম করিয়াছেন[২], বেদীতে আস্তীর্ণ, তিনি ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানের বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত! বর্হির্দেবতাকে যজন কর। ১

---

১ এস্থলে ইন্দ্রশব্দে সূর্য্য।

২ এস্থলে ইন্দ্রশব্দে ঈশ্বর; কালাত্মক দেবতা হইলেও বড়ক্ষতি নাই।

৩ এস্থলে ইন্দ্রিয় শব্দে ইন্দ্র সম্পত্তি অর্থাৎ সমস্ত স্থাবর জঙ্গম।

৪ কাষ্ঠনির্ম্মিত উলূখল স্রুক্ স্রুবাদি।

১ সমস্ত দেবতাই কালের অন্তর্গত অতএব সকলকেই ইন্দ্র বলা যায়।

২ অর্থাৎ সকল সম্পত্তির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন।

যে দ্বারদেবীগণ সজ্জাতে[১] দৃঢ়াঙ্গ হইয়াছেন, যাঁহারা থাকায় কি কুমার কি তরুণ কি যৌবান্ কোনরূপ পশ্বাদিই যজ্ঞমণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং ধুলা বা বৃষ্টিকণাও প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তাঁহারা ইন্দ্রকে নিয়ামক জ্ঞানে বর্দ্ধিত করুন, এবং যজমানের বসুর প্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! দ্বারদেবীগণকে যজন কর। ২

যে উষাসানক্ত নাম দেবীদ্বয় সতত প্রীতা ও সতত হিতকারিণী, যাঁহারা যজ্ঞ কার্য্য আরব্ধ হইলে তাহাতে দৈবী প্রজাদিগকে[২] সতত প্রবৃত্ত করান, তাঁহারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানের বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসু স্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! উষা ও নক্ত দেবীদ্বয়কে যজন কর। ৩

যে ঊর্জ্জাহুতী[৩] দেবীদ্বয়, কামনা দোহনে সমর্থা এবং কামনারূপ দুগ্ধে পরিপূর্ণা, তন্মধ্যে যে একজনা অন্ন ওপানীয় বহন করেন[১] এবং যে অপরজনা সহ-ভোজন ও সহপান বহন করেন[২], যাঁহারা অনুকম্পান্বিত হইলে নূতনের পরিবর্ত্তে পুরাতন এবং পুরাতনের পরিবর্ত্তে নূতন অন্ন লাভ করা যায়[৩], যাঁহারা আত্ম-নামের সার্থকতা করিতে উদ্যত হইলে যজমান বরণীয় বসু লাভ করেন; শিক্ষিত[৪] তাঁহারা স্বীয় দুগ্ধে ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানের বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! ঊর্জ্জাহুতী দেবীদ্বয়কে যজন কর। ৫

যে দৈব্যাহোতৃ দেবদ্বয়, পাপকার্য্যের প্রশংসাকারিগণকে বিনষ্ট করেন এবং সুকৃতিদিগের গৃহ বরণীয় বসুতে পূর্ণ করেন; শিক্ষিত[৫] তাঁহারা ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানের বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগপান করুন। হে হোতঃ! দৈব্যাহোতৃ দেব-দ্বয়কে যজন কর। ৬

১ অর্থাৎ বেদী, বাতা ও লৌহ-কীলকাদি সামগ্রী-সমূহ দ্বারা নির্ম্মাণ কৌশলে।

২ দেবকার্য্যে ব্রতী প্রজা অধ্বর্য্যু, হোতা প্রভৃতি অথবা বসুগণ ও রুদ্রগণ প্রভৃতি [illegible] দেববৃন্দ।

৩ ঊর্জ্জ=অন্ন ও বল, তৎসহ আহুতি=আহ্বান।

১ ঊর্জ্জ। যেহেতু তাহার স্বরূপই অন্ন ও পানীয়।

২ আহুতি। সহ ভোজনার্থ ও সহ পানার্থই আবাহন।

৩ অর্থাৎ ব্যবসায় (তেজারতি) চলিতে পারে।

৪ [illegible] কৃষ্যাদি, বলবর্দ্ধনে ব্যায়ামাদি, [illegible] জীবিকার্জ্জনাভ্যাসাদি।

৫ [illegible] শ্রৌতকীয় নিয়মানুসারে যাঁহাদিগকর্ত্তৃক অভ্যস্ত বটে।

যে তিস্রোদেবী দেবীত্রয, তন্মধ্যে ভাবতী দ্যুলোক, রুদ্রগণেব সহচাবিণী সবস্বতী যজ্ঞলোক,[১] এবং ইডা গৃহ সকল[২] স্পর্শ করেন[৩], তাঁহাবা আপনাদেব পতি[৪] ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানেব বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতিব জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত। তিস্রোদেবী দেবী ত্রয়কে যজন কব। ৭

যে নবাশংস[৫] দেবতা ত্রিবন্ধথ[৬] যিনি ত্রিবন্ধুব[১], যিনি ইন্দ্র,[২] যিনি দেব,[৩] এবং যিনি শত, সহস্র শিতিপৃষ্ঠ পশু দ্বাবা বাহিত হএন[৪], তাদৃশ নবাশংসে হৌত্র ক্রিযা মিত্রাবরুণ দেবতাবই উপযুক্ত এবং স্তোতৃক্রিযা বৃহস্পতি সম্পাদ্য ও অশ্বিদেবতাবাই আধ্বর্য্যব কবিতে সক্ষম, তিনি ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানেব বসুপ্রাপ্তিব জন্য এবং বসুস্থিতিব জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত। নবাশংস দেবতাকে যজন কব। ৮

যে বনস্পতি[৫] দেবতা, স্বীয মূল ভাগেব দ্বাবা ভূভাগেব দৃঢতা কবেন, স্বীয মধ্যভাগেব দ্বাবা অন্তবীক্ষ ভাগেব স্বাদ গ্রহণ কবেন এবং অগ্রভাগেব দ্বাবা দ্যুভাগ স্পর্শ কবেন, যাঁহাব পত্র সকল সুবর্ণময, যাঁহাব শাখাগুলি মধুময, যাঁহাব ফল অতিশয স্বাদু, তিনি অদ্য অপবাপব দেবগণেব সহিত[৬] একমনে ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানেব বসুপ্রাপ্তিব জন্য এবং বসুস্থিতিব জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত। বনস্পতি দেবতাকে যজন কব। ৯

---

১ যজ্ঞীয ধূম সকল যে লোকে পর্জ্জন্যাকাব প্রাপ্ত হয় তাহাকেই যজ্ঞ-লোক কহে অর্থাৎ অন্তবীক্ষ।

২ অর্থাৎ মৃৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত গৃহ বিশিষ্ট লোক=ভূলোক।

৩ অর্থাৎ চিব-সম্বন্ধ।

৪ পালয়িতা তিস্রোদেবী ত্রিলোকস্থ ধ্বনিত্রয, আকাশেবই ধ্বনি গুণ অতএব আকাশের পত্নী তিস্রোদেবী সুতবাং এ স্থলে ইন্দ্র শব্দে আকাশ বলিলেও ক্ষতি নাই অথবা পালেব পত্নী তিস্রাদেবী ইহাও সম্ভবপব।

৫ নব=মনুষ্যগণ অর্থাৎ ঋত্বিকগণ যে স্থলে দেবতাদিগেব প্রশংসাবাদ কবেন তাহাকেই নবাশংস কহে অর্থাৎ যজ্ঞ।

৬ যেহেতু যজ্ঞই স্বর্গপ্রাপক অতএব এ স্থলে বথরূপে বর্ণনীয। বরূথশব্দে বথেব গুপ্ত স্থান অর্থাৎ যে আবৃত স্থানে থাকিযা শত্রুদিগেব প্রতি শব ক্ষেপ করিতে পাবা যায কিন্তু শত্রুপক্ষীয শর অঙ্গের গাত্রস্পর্শও করিতে পারে না। যজ্ঞরূপী রথের তিনটী বরূথ যথা—সদ, হবির্ধান ও আগ্নীধ্র।

১ বন্ধুব শব্দে রথারূঢ়া এ স্থলে ঋক, যজুঃ ও সামমন্ত্রই বন্ধুব স্থানীয ২ ধনুঃ শব ও চর্ম্ম প্রভৃতি অস্ত্রস্থানীয হবিঃ, চরু ও পুরোডাশাদি ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্য্যবান্। ৩ দ্যুতিমান্। ৪ বথপক্ষে চর্ম্ম এবং যজ্ঞপক্ষে নির্ব্বহিত।

৫ বনস্পতি শব্দে বৃহৎ বৃক্ষ এস্থলে যূপ।

৬ স্রুক স্রুবাদি।

যে বর্হি দেবতা, ইন্দ্র[১] কর্ত্তৃক অন্যোন্য আক্রমণানুসারে পাতিত হইলে সুখোপবেশন স্থান হএন, যিনি সমস্ত বাবিতিব[২] মধ্যে দ্যুতিমান্, তিনি ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করুন এবং যজমানের বস্তুপ্রাপ্তিব জন্য এবং বস্তুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্য ভাগ পান করুন। হে হোতঃ! বর্হি দেবতাকে যজন কর। ১০

যে স্বিষ্টকৃৎ[৩] অগ্নি দেবতা, স্বিষ্ট কবিযা থাকেন বলিয়াই স্বিষ্টকৃৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই স্বিষ্টকৃৎ অদ্য আমাদের স্বিষ্ট করুন;—ইন্দ্র দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন; এবং যজমানের বস্তুপ্রাপ্তির জন্য এবং বস্তুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি দেবতাকে যজন কর। ১১

---

২৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে ঐন্দ্র পশু সম্বন্ধী সূক্তবাকের প্রৈষ সম্পন্ন হইবে—

অদ্য এই যজমান চরু পাক করতঃ পুবোডাশ পাক করত: এবং ইন্দ্র দেবতাব জন্য যূপে ছাগ বন্ধন করত অগ্নি দেবতাকে হোতৃত্বে ববণ করিবে। ১

অদ্য সমীপস্থ এই বনস্পতি দেবতা (যূপ), ইন্দ্র দেবতার জন্য ছাগেব সাহিত্য অবলম্বন করিবে; যজমান সেই ছাগেব মেদ পর্য্যন্ত পাত্রে ধাবণ পূর্ব্বক পাক করত: পাত্রান্তবে গ্রহণ করিযা পুবোডাশ্ সহ বর্দ্ধিত করিবে। ২

হে অগ্নে! "ইনি দেবগণেব নিকট হইতে আমাদিগের জন্য বরণীয় ধন আদায় কবিবেন এবং তৎসমস্ত আমাদিগকে প্রদান কবিবেন"—এই আশয়ে অদ্য এই যজমান সমস্ত দেবগণের মধ্যে তোমাকেই "হে ঋষে! হে ঋষি-পুত্র! হে ঋষি-পৌত্র!"—ইত্যাদি স্তুতিবাক্যে হোতৃকার্য্যে বরণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি কল্যাণ বর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইয়াছ অতএব তাদৃশ সূক্ত সকল ব্যবহার কব,—মনুষ্য-কার্য্য সাধন কর। ৩

২৪—৩৪ কণ্ডিকা।

চতুর্ব্বিংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ পর্য্যন্ত একাদশ কণ্ডিকাত্মক ১১ টি মন্ত্র বায়োধস পশু সম্বন্ধী প্রয়াজগুলিব প্রৈষ—

হোতা,—সম্যক্ দীপ্ত অথচ সম্যক দীপ্যমান, মহাযশা, বরণীয়, অগ্নি দেবতাকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। অগ্নি দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ সহ

১ এ স্থলে ইন্দ্র শব্দে ঐশ্বর্য্যমান্ যজমান ও যজমানের কর্ম্মচারী ঋত্বিক্‌গণ। ২ বারি=জলই যাহার ইতি=গতি অর্থাৎ জল-জীবন ওষধি।

৩ স্বিষ্টকারী অর্থাৎ স্বিষ্ট শব্দে সুন্দর অভিলাষ (দুষ্টাভিলাষ নহে), তাহাই যাঁহার প্রসাদে সিদ্ধ বা পূর্ণ হয়, তাঁহাকেই স্বিষ্টকৃৎ কহে।

ইন্দ্রিয়, ত্র্যবি গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোত ! যাগ কর। ১

হোতা,—অদিতি দেবতার গর্ভস্বরূপ, তনূনপাৎ, উদ্ভিৎ, শুচি দেবতাকে এবং তৎসহ বয়োধা[১] ইন্দ্রকে যজন করিবে। শুচিদেবতা,—উষ্ণিক্ ছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, দিত্যবাট্ গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ। যাগ কর। ২

হোতা,—যেহেতু ঈড়ার[২] যোগ্য অতএব ঈড়িত, ইড়া[৩] সমূহ প্রদানেরও উপযুক্তপাত্র, বলবান্, বৃত্রহা, সোম দেবতাকে এবং তৎসহ বযোধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। সোমদেবতা,—অনুষ্টুপ্ ছন্দসহ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চাবি গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদান পূর্ব্বক আজ্য ভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৩

হোতা,—দেবগণের প্রিয় অমৃত আসনের উপযুক্ত, পোষণক্ষম, অমর্ত্তা, সুবর্হিঃ[৪] দেবতাকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। সুবর্হির্দেবতা,—বৃহতীচ্ছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, ত্রিবৎসা গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদানপূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৪

হোতা,—বিস্তৃতাবকাশ, সুন্দর গমনাগমনেব উপযুক্ত, যজ্ঞে বর্দ্ধিত, হিবণ্যার্গলাদি বিশিষ্ট দ্বারদেবীগণকে এবং তৎসহ ব্রহ্মা নামে প্রসিদ্ধ, বযোধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। দ্বারদেবীর্গণ, এই যজমানে পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, তুর্য্যবাট্ গো ও বয়ো বিধান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৫

হোতা,—সুরূপা, সুন্দর-শিল্পি-নির্ম্মিতা, দর্শনযোগ্যা, মহত্ত্বযুক্তা নক্ত ও উষা নামক উভয় দেবীকে এবং তৎসহ বিশ্ব নামে প্রসিদ্ধ, বযোধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। নক্তোষা দেবীদ্বয়,—এই যজমানে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দসহ ইন্দ্রিয়, পষ্ঠবাট্ গো ও বয়ো বিধান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৬

হোতা,—প্রজ্ঞাবান্, কবি, পরস্পব সখ্যভাবাপন্ন, দেবগণের উৎকৃষ্ট যশোরূপী, দৈব্যাহোতৃদেবদ্বয়কে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। দৈব্যাহোতৃদেবদ্বয়,—জগতীছন্দসহ ইন্দ্রিয় অনডান্ গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৭

---

১ বয়ঃ শব্দে পরমায়ু, তাহা যিনি প্রদান করেন অর্থাৎ বৃদ্ধি করেন বা পাপশ না করতঃ যথাযথ রক্ষা করেন (পাপজন্য ক্ষয় হইতে রক্ষা করেন) তাঁহাকেই বয়োধা কহে।

২ ঈড়া=স্তুতি।

৩ এ স্থলে ইড়া পুরোডাশাদি অন্ন।

৪ সুন্দর (সংস্কৃত) কুশা।

হোতা,—রূপবতী, হিরণ্ময়ী, দ্যুতিমতী, 'ভারতী', 'বৃহতী[১]', ও 'মহী[২]', নামে প্রসিদ্ধা তিস্রোদেবীকে এবং তাহাদের পতি বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। তিস্রোদেবী দেবীরা,—এই যজমানে বিরাট্ ছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, ধেনু গো ও বয়োবিধান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৮

হোতা,—সুরেতা, ও সম্যক্ পুষ্টিবর্দ্ধন এবং যিনি সমস্ত পদার্থেরই বিভিন্ন প্রকার রূপ ও পুষ্টি বিধান করেন, তাদৃশ ত্বষ্টৃ-দেবতাকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে ত্বষ্টৃদেবতা,—দ্বিপদাছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, উক্ষা গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৯•

হোতা,—শমিতা,[৩] শতক্রতু[৪] হিরণ্য-পর্ণ[৫], উকথী[৬], রশনাধারী[৭], বশি[৮] ও ভগ স্বরূপ[৯] বনস্পতি[১০] দেবতাকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে। বনস্পতি দেবতা,—এই যজমানে ককুপ্ ছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, বশা ও বেহৎ গো এবং বয়োবিধানপূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ১০

হোতা,—গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে কৃত স্বাহাক্রিয়া ভেষজ রূপী বরুণের উদ্দেশে কৃত স্বাহা ক্রিয়া এবং কবি, বলবান্ বায়ুর উদ্দেশে কৃত স্বাহা ক্রিয়া,—ইত্যাদি স্বরূপা স্বাহাকৃতি দেবীগণকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্র দেবতাকে যজন করিবে। স্বাহাকৃতি দেবীরা,—অতিচ্ছন্দ নামক ছন্দঃসমুদয় সহ ইন্দ্রিয়, বৃহৎ ঋষভ গো ও বয়ঃ যজমানকে প্রদান পূর্ব্বক আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ। যাগ কর। ১১

১ ইহা সরস্বতীরই নামান্তর।
২ ইহা ইডারই নামান্তর।
৩ পশুঘাতক। ৪ বহুকর্ম্মসাধন। ৫ সুবর্ণময় পত্রস্বরূপক আভরণবিশিষ্ট। ৬ উকথমন্ত্রে স্তুত।
৭ পশুবন্ধন রজ্জুযুক্ত। ৮ কান্তিমান্।
৯ যজমানের ঐশ্বর্য্যসূচক সুতরাং ঐশ্বর্য্যস্বরূপ।
১০ যূপ।

৩৫—৪৫ কণ্ডিকা।

পঞ্চত্রিংশ হইতে পঞ্চচত্বারিংশ পর্য্যন্ত একাদশ কণ্ডিকাত্মক ১১টি মন্ত্র বায়োধস পশু সম্বন্ধী অনুযাজ দেবতার প্রৈষ—

বর্হির্দেবতা, বয়োধা ইন্দ্র দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। গায়ত্রীচ্ছন্দোযুক্ত চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং বয়ঃ, ইন্দ্রকে[১], প্রদানপূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ১

দ্বারদেবীগণ, শুচিনামক বয়োধা ইন্দ্র

১ এ স্থলে ইন্দ্রশব্দে ঐশ্বর্য্যবান্ যজমান।

দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। উষ্ণিকছন্দোযুক্ত প্রাণ ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ২

উষাসানক্তা দেবীদ্বয়, বয়োধা ইন্দ্র দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। অনুষ্টুপ্ ছন্দো যুক্ত বল ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদানপূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৩

বসুস্থিতি-হেতু জোষ্ট্রী দেবীরা, বয়োধা ইন্দ্রদেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। বৃহতীছন্দো যুক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্য ভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৪

কামনা দোহনে সমর্থা ও কামনাদুগ্ধে পরিপূর্ণা ঊর্জ্জাহুতী দেবীরা, স্বীয় দুগ্ধে বয়োধা ইন্দ্রদেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দো যুক্ত শুক্রেন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৫

দৈব্যাহোতৃ দেবদ্বয়, বয়োধা ইন্দ্রদেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো-যুক্ত ত্বিষি[১] ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৬

তিস্রোদেবী দেবীরা, বয়োধা ইন্দ্র দেবকে বর্দ্ধিত করুন। জগতীচ্ছন্দো যুক্ত শূষ ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৭

নরাশংস দেবতা, বয়োধা ইন্দ্র দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। বিরাট্ ছন্দো যুক্ত রূপ ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৮

বনস্পতি দেবতা, বয়োধা ইন্দ্রদেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। দ্বিপদাছন্দোযুক্ত ভগইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তি ও বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ৯

ওষধি প্রধান বর্হি দেবতা, বয়োধা ইন্দ্র দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। ককুপ্ ছন্দোযুক্ত যশ ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ১০

স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি দেবতা, বয়োধা ইন্দ্র দেবতাকে বর্দ্ধিত করুন। অতিচ্ছন্দো সকল যুক্ত ক্ষত্র ইন্দ্রিয় ও বয়ঃ, ইন্দ্রকে

১ ত্বক্।

প্রদান পূর্ব্বক বসুপ্রাপ্তির জন্য এবং বসুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ কর। ১১

---

৪৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে বায়োধস পশু সম্বন্ধী সূক্তবাকের প্রৈষ সম্পন্ন হইবে—

অদ্য এই যজমান,—চরু পাক, পুরোডাশ পাক এবং বয়োধা ইন্দ্র দেবতার জন্য যূপে ছাগ বন্ধন করতঃ অগ্নি দেবতাকে হোতৃত্বে বরণ কবিবে।১

অদ্য সমীপস্থ এই বনস্পতি দেবতা (যূপ), বয়োধা ইন্দ্র দেবতার জন্য ছাগের সাহিত্য অবলম্বন করিবে, যজমান সেই ছাগের মেদ পর্য্যন্ত পাত্রে ধারণ পূর্ব্বক পাক করতঃ পাত্রান্তরে গ্রহণ করিয়া পুরোডাশ সহ বর্দ্ধিত করিবে। ২

হে অগ্নে! "ইনি দেবগণের নিকট হইতে আমাদের জন্য বরণীয় ধন আদায় করিবেন"—এই আশয়ে অদ্য এই যজমান সমস্ত দেবগণের মধ্যে তোমাকেই "হে ঋষে! হে ঋষিপুত্র! হে ঋষিপৌত্র! ইত্যাদি স্তুতিবাক্যে হোতৃ-কার্য্যে বরণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি হোতা অতএব তাদৃশ উদ্যম কর, তুমি কল্যণ-বর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইয়াছ অতএব তাদৃশ সূক্তসকল ব্যবহার কর,—মনুষ্যকার্য্য সাধন কর। ৩

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

অথ ঊনত্রিংশ অধ্যায়*।

—:•:—

১—২৪ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকাত্মক ২৪ টি মন্ত্র অশ্বস্তুতি উদ্দেশে পঠিত হইবে—

হে জাতবেদঃ অগ্নে! তুমি সম্যক্ দীপ্ত হওতঃ মতিমান্ ঋত্বিক্‌গণের মানস-ভাবানুযায়ী সুস্বাদু ঘৃত প্রাপ্তে প্রীত হওতঃ এবং দেবগণের উদ্দেশে, বাজীর ন্যায় বেগে বাজি-মাংসখণ্ডসকল বহন করতঃ সহস্থায়িগণের প্রীতি ভাজন হইতেছ। ১

ঘৃত দ্বারা দেবযান-মার্গ সমস্ত সিঞ্চন পূর্ব্বক এই বাজী, দেবগণকে প্রাপ্ত করান হইতেছে। হে সপ্তে! এই সমস্ত দিগ্-বিদিক্, তোমাকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে; এই যজমানকে স্বধা প্রদান কর। ২

হে সপ্তে! † হে বাজিন্! তোমাকে তোমার অভিলাষানুরূপ, ভক্ষণ করাইয় বন্দনা পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে মেধ করা যাইবে এবং বসুগণের সাহিত্যে সুপ্রীত, জাতবেদাঃ, অগ্নি ত্বদীয় প্রিয় মাংস দেব-গণকে প্রাপ্ত করাইবেন। ৩

পৃথিবীতে বহুল পরিমাণে গোছা গোছা করিয়া বিস্তীর্ণাকারে সমুৎপন্ন, এই বর্হি, দেবগণের সহিত যুক্ত করণার্থ প্রীতভাবে আস্তীর্ণ করিয়া থাকি; অদিতি দেবী, এই কার্য্যে প্রীতা হওতঃ আমাদের শুভকরী হইয়া স্বীয় আসনার্থ গ্রহণ করুন। ৪

বায়ুর গমনাগমনার্থ রন্ধ্রযুক্ত, আলো-কের আগমনোপায় সমন্বিত, নানাবর্ণে চিত্রিত, সুশ্রী ও সুদীর্ঘ পক্ষ-দ্বয়-স্বরূপ কবাটদ্বয় বিশিষ্ট, গমনাগমনের পথ, এই দ্বারদেবীগণ আমাদিগের কল্যাণকারিণী হউন। ৫

---

১ এই অধ্যায়টির সমস্ত মন্ত্রই অশ্বমেধের যজ্ঞা-ঙ্গাশ প্রযুক্ত হইবে।

† অশ্ব।

মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের মধ্যে সঞ্চরণকারী,* যজ্ঞের আহুতি-কাল বোধক, হিরণ্ময়, নিপুণ শিল্পীর শিল্পস্বরূপ, হে উষাসানক্তা দেবদ্বয়! তোমাদিগকে এই সত্যের আকর স্থলে উপস্থিত করিতেছি। ৬

উভয়ে এক রথে আরূঢ় হওতঃ বিশ্বভুবনদর্শনকারী প্রাণিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণকারী ও দিগ্বিদিক্ সর্ব্বত্র জ্যোতিঃপ্রসারী, হিরণ্ময়, আদিদেব, হে দৈব্যাহোতাবা! তোমাদিগকে প্রীত করণার্থই আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি। ৭

স্বীয় দেবতা আদিত্যগণের সাহিত্যে ভারতী দেবী আমাদের যজ্ঞে অনুমোদিত করুন। স্বীয় দেবতা রুদ্রগণের সাহিত্যে সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন। স্বীয় দেবতা বসুগণের সাহিত্যে উপহূতা ইড়া দেবী আমাদের যজ্ঞে প্রীতা হউন†। এই ত্রিস্রোদেবী দেবীরা আমাদের যজ্ঞকে অমৃতত্ব প্রদান করুন। ৮

ত্বষ্টা দেবকাম পুত্র উৎপন্ন করেন; ত্বষ্টাই আশুগামী অশ্ব উৎপন্ন করেন; এই বিশ্বভুবন সমস্তই ত্বষ্টার উৎপাদিত; হে হোতঃ! বহুতর বস্তুর উৎপাদয়িত্রা ত্বষ্টাকে যজন কর*। ৯

ঘৃতাক্ত অশ্ব প্রতি যাগকালে স্বয়ংই দেবর্গণের অন্নরূপে উপস্থিত হয়। বনস্পতি দেবতা† অগ্নিকর্ত্তৃক আস্বাদিত (খণ্ড খণ্ডীকৃত অশ্বমাংসরূপ) হব্য সকল দেবলোকের প্রিয় জানিয়া বহন করেন। ১০

হে অগ্নে! প্রজাপতির তপঃপ্রভাবে সদ্যোজাত ও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াই যজ্ঞ ধারণ করিয়াছ‡; স্বাহাকৃত হবি লইয়া

---

* এস্থলে মিত্রশব্দে দ্যুলোক ও বরুণশব্দে ভূলোক, এতাবতা মিত্রাবরুণ শব্দে দ্যাবাপৃথিবী, এতন্মধ্যে সঞ্চারী অর্থাৎ উদয়াস্তস্বরূপ গমনাগমনকারী উষাসানক্তা=দিবসরজনি বুঝিতে হইবে।

† ভারতী দ্যু-ধ্বনি, সরস্বতী অন্তরীক্ষ-ধ্বনি ও ইড়া ভূ-ধ্বনি এবং সূর্য্য দ্যু দেবতা, বায়ু অন্তরীক্ষ-দেবতা ও অগ্নি ভূ-দেবতা;—ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্র-সকলে প্রকাশিত আছে; এ মন্ত্রে ভারতীর সহিত আদিত্যগণের, সরস্বতীর সহিত রুদ্রগণের ও ইড়ার সহিত বসুর উল্লেখ থাকায়, আদিত্য সূর্য্যেরই নামান্তর, রুদ্র বায়ুরই নামান্তর ও বসু যে অগ্নিরই নামান্তর,—ইহা স্পষ্টই বোধিত হইল।

* ত্বষ্টা শব্দে সূর্য্য। যজমান-পিতার ঔরসে যজমানরূপী পুত্র উৎপাদন এবং যে অশ্ব যজমানের সর্ব্বস্ব, তাহারও উৎপাদন, সূর্য্যেরই ক্রিয়ানুগত;—অধিক কি, এই সৌর জগতের সমস্ত উৎপত্তিক্রিয়াই সূর্য্যরূপ যন্ত্র দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে;—এই মন্ত্রে ইহাই বোধিত হইল।

† এ স্থলে মাংসাক্তির উপযোগী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র।

‡ এ স্থলে এক পক্ষে,—প্রজাপতি শব্দে যজমান, তৎকর্ত্তৃক অরণি কাষ্ঠ হইতে সদ্যোজাত ও সমিৎপ্রক্ষেপাদি দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ ধারণ। পক্ষান্তরে,—"প্রজাপতি স্তপস্তপ্যত"—ইত্যাদি শ্রুতি এবং "তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং। স্বয়মেবাত্মনোধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্ দ্বিধা"—ইত্যাদি স্মৃতি অনুযায়ী প্রজাপতি শব্দে হিরণ্যগর্ভ

দেবগণের অগ্রগামী হও ; সাধ্য দেবগণ হবি অদন করুন। ১১

হে **অর্ব্বন্**! যে অগ্নি, সমুদ্র হইতেই হউক* বা পুরীষ হইতেই হউক† প্রথম উৎপন্ন হইয়াই ক্রন্দন করেন, তিনি তোমার জাঠররূপে অবস্থিত ছিলেন। শৌর্য্যে শ্যেন-পক্ষদ্বয়কে এবং বেগ-গতিতে হরিণ-বাহু-দ্বয়কে তুমি পরাজিত করিয়াছ অতএব তোমার মাহাত্ম্য অবশ্য স্তবনীয়। ১২

প্রথমতঃ বসুগণ, সূর্য্যমণ্ডল হইতে অশ্ব নিঃসৃত করেন, পরে ত্রিত‡ দেবতা, যমকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই অশ্বকে রথে বা কার্য্যে যুক্ত করেন, ইন্দ্রদেবতাই সর্ব্বপ্রথমে ইহাতে আরূঢ় হএন, গন্ধর্ব্ব দেবতা রসনাগ্রহণপূর্ব্বক তদীয় সারথিত্ব করেন১। ১৩

হে অর্ব্বন্! তুমি যম, তুমি আদিত্য, গুহ্য কর্ম্মপ্রভাবে তুমিই ত্রিত ও সোমের সহিতও তোমার সম্বন্ধ আছে এবং বিজ্ঞগণ বলেন—যে, দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন২। ১৪

হে অর্ব্বন্! তাঁহারা বলেন—যে, দ্যুলোকে তোমার তিনটি বন্ধন, অন্তরীক্ষে তিনটি বন্ধন এবং পৃথিবীতেও তিনটি বন্ধন, আরও বলেন—যে, আমাদের পরম পিতা যখন এক জনা আছেন তখন বরুণ দেবতা অবশ্যই তোমার সমস্ত বন্ধন ছেদন করিবেন। ১৫

হে রাজিন্! এই ত্বদীয় অবমার্জ্জনগুলি* পতিত রহিয়াছে, এই ত্বদীয় খুরক্ষুণ্ণ-মহীতলও বিদ্যমান রহিয়াছে, এই স্থলে তোমার কল্যাণী রশনাও দৃষ্ট হইতেছে এবং যে রক্ষকগণ যজ্ঞকার্য্যসাধনার্থ তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও দেখিতেছি। ১৬

তোমার আত্মা পতঙ্গ, অধোদেশ হইতে ক্রমেই ঊর্দ্ধারোহী হওতঃ দূরে গিয়াছে,—ইহা আমি মানস প্রত্যক্ষে অবগত হইতেছি ; পতত্রি† মুণ্ডটিকেবল,

তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট অগ্নি, যজ্ঞাত্মক ভূলোক ধারণ করিয়াছেন।

* বাড়বাগ্নিরূপে।

† পুরীষ্যাগ্নিরূপে (গ্যাস্)।

‡ ত্রিতশব্দে ত্রিলোকচারী বায়ু।

১,২ এরূপ কোন টীকা প্রাপ্ত হওয়া যায় না যাহার সাহায্যে এইরূপ মন্ত্র সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় ; স্বীয় বুদ্ধিমাত্রের বলে যেরূপ বোধ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়।

* অবমার্জ্জন=যদ্দ্বারা অশ্বাঙ্গ ধৌত প্রক্ষালিত হইয়াছিল।

† যাহার এক দিন না এক দিন অবশ্যই পতন হইত।

রেণুশূন্য* সুগম্য এই যজ্ঞীয় পথে লুণ্ঠ্যমান দৃষ্ট হইতেছে†। ১৭

এই কিরণ মণ্ডলে অপরাপর রূপজয়েচ্ছু ত্বদীয় উত্তমরূপ দেখিতেছি; যখন মর্ত্ত্যগণ তোমাকে তোমার ভোগ্য ওষধি প্রদান করিবে, তখন তুমি অতিশয় গ্রাসকারী হওতঃ উহা ভক্ষণ করিবা। ১৮

রথ, তোমার অনুসরণ করিবে; সারথ্যাদি অনুগত জনও তোমার অনুসরণ করিবে; কত শত গাভীও তোমার অনুসরণ করিবে; সেই লোকবাসী প্রাণীগণও তোমার সখ্য অন্বেষণ করিবে, অধিক কি দেবতারাও ত্বদীয় বীর্য্য বর্ণনা করিবেন‡। ১৯

যে অশ্বের পাদচতুষ্টয় মনের ন্যায় বেগবান্ ছিল, যাহার পৃষ্ঠে, হিরণ্যশৃঙ্গ ক্ষুদ্র ইন্দ্র¶ প্রথম আরোহণ করিয়াছিলেন, দেবগণ, তাদৃশ এই অশ্বের অঙ্গ সকল, খাদ্য হবি রূপে স্বীকার করুন। ২০

ঈর্ম্মান্ত১, সিলিক-মধ্য২, সংশূরণ৩, অত্য৪, দিব্য৫, অশ্বসকল যখন হংসগণের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতে যত্নবান্ হয়; তখন দিব্য পথ ব্যাপ্ত হয়। ২১

হে অর্ব্বন্। শরীরমাত্রই পতয়িষ্ণু, চিত্তমাত্রই বায়ুর ন্যায় বেগগামী এবং ইন্দ্রিয়মাত্রই সংসারারণ্যে বহু বিষয়ে থাকিয়া বিকসিতভাবে বিচরণ করে। ২২

দেবার্চ্চোপযোগী মনে দীপ্যমান,৬ বাজী, অর্ব্বা'কে, যৎকালে শসনপ্রদেশে৭ উপনীত করিতে হয়, তৎকালে তৎসহ

---

* রক্তাক্ত সুতরাং রেণুশূন্য।

† ইহা সকলের পক্ষেই জানিতে হইবে।

‡ এটি অশ্বের প্রবোধ বাক্য। ফলে ইহা দ্বারা "লোকান্তর আছে ও আত্মা তথায় গমনপূর্ব্বক পুনশ্চ বিবিধ ভোগ্য লাভ করে,,—ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতেছে।

¶ এস্থলে ক্ষুদ্র ইন্দ্র শব্দে রাজা। অর্থাৎ প্রকৃত ইন্দ্র পদ বাচ্য যে ঐশ্বর্য্যমান্ দেবতা, তদপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র কিন্তু ঐশ্বর্য্যমান্ বলিয়া ইন্দ্রও বলা যায়। হিরণ্যশৃঙ্গ শব্দে শৃঙ্গাকৃতি সুবর্ণ মুকুটধারী। এইরূপ, রামায়ণে, দশানন শব্দেও দশবদনাকৃতি মুকুট-ধারী বুঝায়, ফলতঃ রাবণের মস্তক একটিমাত্র ছিল; বাল্মীকি রাবণকে এক-মুণ্ড দ্বি-বাহু রূপেই সর্ব্বত্র বর্ণনা করিয়াছেন, "দশানন,,—মুকুটানুযায়ী নামমাত্রই তাদৃশ অলীক দশমুণ্ড প্রবাদের নিদান এবং এই দশমুণ্ডানুসারেই বিংশ বাহু ও বিংশ লোচন প্রবাদও উত্থিত হইয়াছে। বোধ হয় কথক মহাশয়েরাই স্বীয় কথকতা রঞ্জনার্থ এতাদৃশ নির্ম্মল প্রবাদের অঙ্কুরোৎপাদক এবং কথকমুখ-শ্রুতানুযায়ী লেখক, কবি কীর্ত্তিবাসই ইহার আলবালদায়ী ও পরে কাল-মাহাত্ম্যে মেষত্ব-প্রাপ্ত অস্মদ্দেশীয় মহাজনগণই গড্ডলিকা প্রবাহে ইহাকে দেশব্যাপী করিয়া তুলিয়াছেন।

১ জঘনদেশ ও বক্ষঃস্থল যাহাদের স্থূল।

২ যাহাদের মধ্যভাগ কৃশ। ৩ সম্যক্ বিক্রান্ত।

৪ সতত গমনশীল। ৫ উৎকৃষ্ট।

৬ অর্থাৎ অন্তঃকরণে দেবার্চ্চার উদয় হইবায় দেবার্চ্চার উপকরণ সমস্তই প্রদীপ্ত বোধহয়।

৭ বধ্যভূমিতে।

তাহার অগ্রে* ও মধ্যে† অজা এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ কবি স্তোতৃগণ গমন করেন। ২৩

অর্ব্বা, পরম লোকস্থ পিতা ও মাতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য অদ্য গমন করিতেছে, দেবগণের প্রিয় সেবনীয়রূপে গৃহীত হইতে পারে। এবং যজমান, বরণীয় আশীর্লাভেরও আশা করেন। ২৪

২৫—৩৭ কণ্ডিকা।

পঞ্চবিংশপ্রভৃতি সপ্তত্রিংশ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ কণ্ডিকাত্মক ত্রয়োদশ মন্ত্র, জাতবেদা প্রভৃতি দেবতার স্তুতি বিষয়ে নিয়োজ্য—

হে সম্যক্ প্রদীপ্ত জাতবেদঃ! দেব! অদ্য এই মানবীয় যজ্ঞ-গৃহে তুমি দেবযজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মিত্র-পূজক! যেহেতু তুমি প্রকৃষ্ট চিত্তবান্, চেতনাবান্ ও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ অতএব দৌত্য কার্য্যে বৃত হইয়াছ;—হব্য বহন কর। ১

হে সুজিহ্ব! তনূনপাৎ! সত্যের পথ সকল মধুসিক্ত করত: আস্বাদিত করাও; আমাদের এই অধ্বর যজ্ঞকে এবং আমাদের বুদ্ধি সহ কৃত মাননীয় অপরাপর ক্রিয়াগুলিকে সমৃদ্ধ করত: দেবগণ সমীপে উপনীত কর। ২

যে দেবগণ, সুক্রতু, দীপ্তিমান্ ও ধীমান্ এবং উভয়বিধ হব্যই আস্বাদন করেন; সেই, এই দেবগণের সমক্ষে আমরা যজ্ঞের দ্বারা যজনীয় নরাশংস দেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। ৩

হে অগ্নে! তুমি এই যজ্ঞে ঈড়নীয়, বন্দনীয় ও আহ্বানকারী অতএব বসুগণের সহ আগমন কর। তুমি দেবগণের অসামান্য হোতা ও অভিলষিত, যাজকশ্রেষ্ঠ অতএব ইহাঁদিগকে যজন কর। ৪

পূর্ব্বাহ্নকালে, ভূভাগ আচ্ছাদনার্থ বর্হি সকল প্রাগগ্র করিয়া বিস্তৃত করা হইয়া থাকে অতএব উক্তরূপ বর্হিঃ অদিতিপুত্র দেবগণের উপবেশনার্থ বিশেষ সুখকর হয়। ৫

দীর্ঘে ও প্রস্থে পরিসরবিশিষ্ট সুতরাং বায়ুগমনাগমনের বিশেষ উপযোগিনী দ্বারদেবীগণ, প্রদেশ হইতে আগত-প্রায় পতির আগমন প্রতীক্ষায় স্থিত জায়াগণের ন্যায় শোভমান রহিয়াছেন। হে বৃহৎ দ্বারসকল! তোমরা সমস্ত দেবগণের আগমনের উপযুক্ত হও। ৬

যজনীয়া, পরস্পর অব্যবহিত সম্বদ্ধা, সালঙ্কৃতা, শুক্ল ও কপিশ শোভাধারিণী, দিব্যরূপা, বৃহদবয়বা, যুবতী, উষাসানক্তা দেবীদ্বয় অদ্য হাসিতে হাসিতে আগমন করুন। ৭

---

* কৃষ্ণগ্রীব (আগ্নেয়) ছাগ।

† শ্যাম (সৌম্যাপৌষ্ণ) ছাগ।

যাঁহাদের স্তুতি বিষয়ে বহুবাক্য ব্যয় করা যাইতে পারে, যাঁহারা মনুষ্যগণের যজনার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহারা শিল্পী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহাদের যাগ-ক্রিয়াতেও সহায়তা থাকে, সেই মুখ্য দেবতা দৈব্যাহোতারা অদ্য দিগ্ বিদিক্ সর্ব্বত্র প্রাচীন জ্যোতি: প্রকাশ করুন। ৮

শোভন-কর্ম্মা, মনুষ্যগণের চেতয়িত্রী, ইড়া, সরস্বতী ও ভারতী নাম্নী তিস্রো-দেবী আমাদের যজ্ঞে আশু আগমন করত: সুখাসন এই বর্হি: গ্রহণ করুন। ৯

যে ত্বষ্টৃদেবতা, বিশ্ব-ভুবন জননি এই দ্যাবাপৃথিবীকে নানারূপে রঞ্জিত করত: বিবিধাকৃতি করিতেছেন,—হে হোত:! তোমাকে যাগ-কার্য্য সুনিপুণ ও বিদ্বান্ বোধ হইবার প্রেষিত হইয়াছ অত-এব অদ্য সেই ত্বষ্টৃদেবতাকে যজন কর। ১০

হে হোত:! প্রতি যাগকালে ঘৃত ও মধু সিক্ত হব্যসকল দেবগণোদ্দেশে স্বয়ং উৎসর্গ কর। বনস্পতি শমিতা ও অগ্নি দেবতা সেই হব্য আদন করুন। ১১

যে অগ্নি, সদ্য: সমুৎপন্ন হইয়া দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হওত: যজ্ঞকে পরি-মিত করেন, তিনি এই যজ্ঞে পূর্ব্বদিগ্ ভাগে আহবনীয় নাম ধারণ করত: হোতৃকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন; তাঁহাতেই স্বাহাকার পুর:সর হবি: প্রদত্ত হইলেই দেবগণ উহা ভক্ষণ করেন। ১২

হে অগ্নে! তুমি সংজ্ঞা-শূন্য-প্রায় ব্যক্তির সংজ্ঞা করিতে সমর্থ, রূপহীনকে রূপবান্ করিতেও সমর্থ, দাহিকা শক্তির সহিত সমুৎপন্ন হইয়াছ*। ১৩

[অথ আয়ুধ মন্ত্র প্রকরণং†]

৩৮ কণ্ডিকা।

বর্ম্ম পরিধানের মন্ত্র—

রণ-মর্দ্দ-মত্তে বীরপুরুষগণের সমরা-ঙ্গণে বর্ম্মধারী পুরুষ মেঘ-প্রতীকের ন্যায় অক্ষোভ্য-শরীর হএন; হে বর্ম্মিন্! বর্ম্মের মহিমা তোমাকে রক্ষা করিবেন,—অনাবিদ্ধ শরীরে তুমি জয়ী হও। ১

---

৩৯ কণ্ডিকা।

ধনুর্দ্ধারণের মন্ত্র—

ধনুর প্রতাপে গোধন জয় করিতে পারি, ধনুর প্রতাপে রাজপথ জয় করিতে

---

* এই মন্ত্রে অগ্নির উক্ত স্পর্শ, রূপ গুণ, দাহিকা শক্তি উক্ত হইল। এতাবতা "যাহার স্পর্শমাত্রে অন্যমনস্কব্যক্তিও হঠাৎ প্রবোধিত হয় ও রূপবান্ এবং দাহিকাশক্তিমান্ যে পদার্থ, তাহাকেই অগ্নি কহে"—এইরূপ অগ্নির লক্ষণ সম্পন্ন হইল।

† এই প্রকরণে বিংশতি কণ্ডিকায় বর্ম্ম পরি-ধানাদি যুদ্ধব্যাপার বর্ণিত হইবে। অশ্বমেধে অশ্ব-রক্ষার্থ এই প্রকরণ আবশ্যক।

পারি, ধনুর প্রতাপে মদমত্তহস্ত্যশ্বপদাতি সঙ্কুল তীব্র সংগ্রাম জয় করিতে পারি, ধনু: শত্রুর অনিষ্ট সাধন করে* ধনুর প্রতাপে আমরা দিগ্‌বিজয় হইতে পারি। ১

৪০ কণ্ডিকা।

ধনু'তে জ্যা আরোপ করিবার মন্ত্র—

প্রিয়সখাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে কর্ণমূল আগমনকারিণী, রণ-সমুদ্র-তারিণী, ধনু কামিনী, এই জ্যা ধনুতে সশব্দে আরোপিত হইতেছে। ১

৪১ কণ্ডিকা।

ধনুর কোটিদ্বয়ে জ্যা-আঘাত পূর্ব্বক ধনুষ্টঙ্কার করিবার মন্ত্র—

মাতৃবৎ এই ধনুকোটিদ্বয়, স্বীয় ক্রোড়ে পুত্রতুল্য শর ধারণ পূর্ব্বক, সপত্নী কামিনীদ্বয়ের পরস্পর উচ্চোচ্চস্পর্দ্ধা বাক্‌প্রয়োগের ন্যায় টঙ্কার শব্দ করত: শত্রু-সেনানিবেশের বিস্ময়কারিণী হইয়া শত্রুগণকে ক্ষুব্ধ-চিত্ত করুন। ১

৪২ কণ্ডিকা।

পৃষ্ঠে ইষুধি (তূণ) গ্রহণ করিবার মন্ত্র—

এই ইষুধি, বহুতর শরের পিতা; শরসমূহ ইঁহারই পুত্র, ইনি রণস্থলে উপস্থিত হইয়া মুহুর্ম্মুহু চীচীশব্দ করেন; বীরপুরুষের পৃষ্ঠ-লগ্ন এই ইষুধি, বহুতর বাণ-প্রসবকারী হওত: সমস্ত আশঙ্কা ও শত্রুসেনা জয় করেন। ১

৪৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথমার্দ্ধে রথে সারথি আরোহণ করাইবার মন্ত্র এবং অপর অর্দ্ধ অশ্বরশ্মি গ্রহণের মন্ত্র—

শিক্ষিত সারথি রথে থাকিয়া সম্মুখে যথা যথা ইচ্ছা করেন, বাজিগণকে চালাইতে পারেন। ১

অভীশুগুলির* মহিমা স্তুতি-যোগ্য, যেহেতু ইহারা মনের অনুসরণ করে। ১

৪৪ কণ্ডিকা।

রথাশ্ব চালনের মন্ত্র—

পাণিচতুষ্টয়ে ঘর্ম্মবর্ষী, রথাশ্বসকল বেগগমন করত: তীব্র হ্রেষারবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করে; ইহারা শ্রমের অপব্যয় করে না, প্রত্যেক খুর ক্ষেপেই ভূভাগ আক্রমণ পুর:সর শত্রুগণকে ক্ষয় করিতে থাকে। ১

* ইষুধি হইতে বাণ নিষ্কাশন কালের শব্দ।

* অভীশু শব্দে অশ্ব-রশ্মি (লাগাম)। এস্থানে বহুবচন দৃষ্টে বোধ হয়, এক রথে একাধিক অশ্ব যোজিত হইত?

৪৫ কণ্ডিকা।

হবির উপরি রথস্থাপনের* মন্ত্র—

হবি নামে প্রসিদ্ধ যে রথবাহনে এই যোধার বর্ম্ম ও আয়ুধসকল নিহিত রহিয়াছে, আমরা তাহারই উপরি সন্তুষ্টচিত্তে সুখোপবেশন রথ স্থাপন করিতেছি। ১

---

৪৬ কণ্ডিকা।

রথগুপ্তি আশ্রয়ের মন্ত্র—

সুখোপবেশন স্থান, আয়ুরক্ষক, শক্তিমান্, বিশাল, গভীর, কঠিন, সেনানিবেশের মধ্যে বিচিত্রবস্তু, শরবলে বলী সাধুবীরগণের আশ্রয় এবং যে স্থানে লুক্কাইত থাকিয়া শত্রুবীরগণকে শর-বিদ্ধ কবিতে পারাযায়, বিপন্ন বীরগণ, ঈদৃশ পিতৃতুল্য রথগুপ্তি আশ্রয় করেন। ১•

---

৪৭ কণ্ডিকা।

যুদ্ধযাত্রার মন্ত্র—

ব্রাহ্মণগণ, আমাদিগকে রক্ষা করুন; সোম্য পিতৃগণ, আমাদিগকে রক্ষা করুন; দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে পাপশূন্য করত: কল্যাণকারিণী হউন, পূষা আমাদিগকে দুরিত হইতে রক্ষা কর, হে সত্যের বর্দ্ধয়িত:! কোন অঘশংসই যেন আমাদিগকে পরাজয় করতঃ আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ না হয়। ১

৪৮, কণ্ডিকা।

ইষু (শব) ত্যাগ করিবার মন্ত্র—

সুন্দর পক্ষত্রয়ে ভূষিত, গো স্নায়ুতে সম্বদ্ধ,* এই ইষুগুলি, যোদ্ধৃ-কর্ত্তৃক প্রসূত হইলেই, এতদীয দন্ত সকল বেধ্যস্থান অন্বেষণপূর্ব্বক তথায় বিদ্ধ হয়। যে শত্রুদলে এই ইষু বৃষ্টি হইতে থাকে, তথায শত্রুদল ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। ১

---

৪৯ কণ্ডিকা।

ইষু (শর) প্রতিরোধ করিবার মন্ত্র—

হে ঋজুগামিনি! ইষো! আমাদিগকে বর্জ্জন কর;—আমাদের শরীর পাষাণতুল্য; হে সোমদেবতা! এই বাক্য অনুমোদন কর; অদিতি আমাদিগকে কল্যাণ প্রেরণ করুন। ১

---

৫০ কণ্ডিকা।

কশাঘাতের মন্ত্র—

হে অশ্বাজনি! (কশে!) এই অশ্ব-

---

* পূর্ব্বকালে, রথের নিম্নভাগ যাহাতে চক্রাদি যুক্ত থাকিত তাহাকে হবি (অর্থাৎ শব্দকারী) তদুপরিভাগ যাহাতে রথী উপবিষ্ট হইতেন তাহাকে রথ কহা যাইত, ফলে তৎকালে রথ দ্বি-অংশে বিভক্ত (অর্থাৎ খিলান) ছিল।

* অর্থাৎ গোস্নায়ু-নির্ম্মিত জ্যা' তে যোজিত।

সকলের মাংসল স্থানে আঘাত কর,—জঘনসকলে উপঘাত কর;—ইহাদিগকে প্রকৃষ্ট চেতনাবান্ করিয়া রণাঙ্গণে প্রবৃত্ত কর। ১

---

৫১ কণ্ডিকা।

হস্তঘ্ন* ধারণের মন্ত্র—

বাহুকে জ্যার আঘাত হইতে বাধা দিবার জন্য এই হস্তঘ্ন সর্পের ন্যায় স্বীয় ফণা দ্বারা বেষ্টন করিতেছেন; এই বিদ্বান্ পুরুষ, যোদ্ধৃপুরুষকে এবং তদীয় সমস্ত জ্ঞানকে† সর্ব্বপ্রকারে পরিপালন করুন। ১

৫২—৫৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রে রথারোহণ করিবে—

'হে বনস্পতি-নির্ম্মিত! দৃঢ়াঙ্গ রথ! তুমি স্বীয় বীর্য্যে রণসমুদ্র উত্তীর্ণকারী হওত: অস্মৎ সখা হও। তুমি গো-চর্ম্মে ও গো-স্নায়ুতে বিশেষরূপে মণ্ডিত হইবায় দৃঢ়াঙ্গ হইয়াছ অতএব ভরসা করি তোমার আরোহী, জেতব্যসকল জয় করিতেও পারেন (৫২)। দ্যু ও ভূলোক হইতে উদ্ভূত ওজঃ, বনস্পতি সকল হইতে উদ্ভূত সহঃ ও জলের ওজ্মা দ্বারা নির্ম্মিত এবং কিরণ সমুদয়ে আবৃত ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দৃঢ়াঙ্গ, রথকে হবির্দ্বারা যজন করা যায় (৫৩)। ইন্দ্রের বজ্রস্বরূপ, মরুদ্গণের অনীকস্বরূপ, মিত্রের গর্ভস্বরূপ ও বরুণের নাভিস্বরূপ* এই রথদেবতা, আমাদের এই স্তুতি-বাক্যে প্রীত হওতঃ আমাদিগকে স্বীয় আরোহিত্বে গ্রহণ করুন (৫৪)। ১

৫৫;৫৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাদ্বয়াত্মক মন্ত্রে রণ-দুন্দুভি বাদন করিবে—

হে দুন্দুভে! ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত গামী ধ্বনি কর,—স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিবিধরূপী জগৎ তোমাকে অবগত হউক,—সেনানায়ক ও সেনাগণের প্রীতি

---

* হস্তঘ্নশব্দে জ্যার আঘাত নিবারণার্থ প্রকোষ্ঠত্রাণ।

† ক্ষিপ্রহস্তযোদ্ধুর ইষুক্ষেপণ কালে স্বীয় জ্যার আঘাতেই হঠাৎ হস্তজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা।

* ৫৩ ও ৫৪ কণ্ডিকার তাৎপর্য্য গূঢ় থাকিতে পারে। এ স্থলে শতপথ ব্রাহ্মণে একটি হাস্যকর আখ্যায়িকা আছে, যথা—'ইন্দ্র যৎকালে বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্র ক্ষেপণ করেন, তৎকালে বৃত্র শরীরের কাঠিন্যে বজ্রই প্রতিহত হইয়া চতুর্দ্ধা ভিন্ন হয়, উক্ত চারি খণ্ড হইতেই যূপ, স্ফ্য, রথ ও শর নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যে যূপ ও স্ফ্য ব্রাহ্মণগণ এবং রথ ও শর রাজন্যগণ অধিকার করেন' ১, ২, ৪, ১২। ইহারও আদ্যন্ত গ্রন্থ দেখিলে উৎকৃষ্ট তাৎপর্য্যার্থ লাভ হয়।

প্রদ হওত: শত্রুগণকে দূর হইতেও দূরে তাড়াইয়া দাও (৫৫)। হে দুন্দুভে! ত্বরিত সকলের বাধাদায়ী এবং ঘোর শব্দে নাদিত হওতঃ আমাদিগের বল ও ওজো বৃদ্ধি কারী এবং বিপক্ষদলে ক্রন্দন-ধ্বনির উত্থাপক হও। তোমার ভয়ঙ্কর শব্দে দুষ্ট (মাংসাশী) কুক্কুরাদি দূরীভূত হউক। তুমি সেনাপতির মুষ্টিস্বরূপ হইতেছ, দৃঢ়াঙ্গ হও। (৫৬) ১

---

৫৭ কণ্ডিকা।

দুন্দুভিতে পতাকা যোগ করিবার মন্ত্র—

"হে ইন্দ্র! আমাদিগের অশ্বপর্ণগণ* এবং রথিগণ ও পদাতিগণ বিজয়ী হউক,—ইহাদিগকে রণজয়ী করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কর"—পতাকাবিশিষ্ট দুন্দুভি পুনঃ পুনঃ ইহাই বলিতেছে। ১

[ইতি আয়ুধমন্ত্রপ্রকরণ]

---

৫৮ ও ৫৯ কণ্ডিকা†।

অগ্নিদেবতার উদ্দেশে কৃষ্ণগ্রীব পশু। ১

সরস্বতী	, মেষী	, । ২
সোম	, বভ্রুবর্ণ	, । ৩
পূষা	, শ্যামবর্ণ	, । ৪
বৃহস্পতি	, শিতিপৃষ্ঠ	, । ৫
বিশ্বদেবা	, চিত্রবর্ণ	, । ৬
ইন্দ্র	, অরুণবর্ণ	, । ৭
মরুদগণ	, কল্মাষবর্ণ	, । ৮
ইন্দ্রাগ্নি	, সংহিত[১]	, । ৯
সবিতৃ	, অধোরাম[২]	, । ১০

বরুণ , একশিতিপাৎ কৃষ্ণপেত্ব[৩]। ১১

অনীকবানগ্নি, রোহিতাঞ্জি বৃষ[৪]। ২

সবিতৃ	, অধোরামদ্বয়	। ২,৩
পূষা	, রজতনাভিদ্বয়[৫]	। ৪,৫
বিশ্বেদেবা	, পিশঙ্গবর্ণ তূপরদ্বয়[৬]	। ৬,৭
মরুদগণ	, কল্মাষ	। ৮
অগ্নি	, কৃষ্ণ ছাগ	। ৯
সরস্বতী	, মেষী	। ১০
বরুণ	, পেত্ব	। ১১

---

* যাহারা অশ্বারোহে গগণবিহারী পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগমনে সমর্থ, সেই সুশিক্ষিত অশ্বারোহীদিগকে অশ্বপর্ণ কহে।

† অশ্বমেধ যাগে দুইটি একাদশিনীর আলম্ভন হইয়া থাকে। একাদশটি পশুর পঙ্ক্তিকে একাদশিনী কহে। ঐ কণ্ডিকাদ্বয়ে উক্ত একাদশিনীদ্বয়ের দেবতা নির্ণয় করা হইয়াছে।

১ দৃঢ়াঙ্গ। ২ অধোদেশে শ্বেত।

৩ একটি পদ শ্বেতবর্ণ অপর সমস্ত অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ এবং পেত্ব=পতনশীল অর্থাৎ নাড়ুচান।

৪ যে বৃষভের অঙ্গে রক্তবর্ণ আঁজি আছে।

৫ যাহার নাভিদেশে রজতবৎ শুক্ললোম।

৬ পিশঙ্গ—পীতবর্ণ, তূপর=অজাতশৃঙ্গ।

৬০ কণ্ডিকা*।

সং	দেবতা	ঋক্	স্তোম	সাম	হবি
১	অগ্নি	গায়ত্রী	ত্রিবৃৎ	রথন্তর	অষ্টাকপাল পুরোডাশ
২	ইন্দ্র	ত্রিষ্টুপ্	পঞ্চদশ	বৃহৎ	একাদশ-কপাল পুরোডাশ
৩	বিশ্বেদেবা	জগতী	সপ্তদশ	বৈরূপ	দ্বাদশ-কপাল পুরোডাশ
৪	মিত্রাবরুণ	অনুষ্টুপ্	একবিংশ	বৈরাজ	পয়স্যা চরু
৫	বৃহস্পতি	পংক্তি	ত্রিণব	শাক্কর	চরু
৬	সবিতা	উষ্ণিক্	ত্রয়স্ত্রিংশ	রৈবত	দ্বাদশ-কপাল পুরোডাশ
৭	প্রজাপতি	০	০	০	চরু
৮	বিষ্ণুপত্নী অদিতি	০	০	০	,,
৯	বৈশ্বানর অগ্নি	০	০	০	দ্বাদশ-কপাল পুরোডাশ
১০	অনুমতি	০		০	অষ্টা কপাল পুরোডাশ

* অগ্নিষোমীয় পশুপুরোডাশ সম্বন্ধে 'আবেষ্টি' নামক একটি শেষ ইষ্টি বিহিত আছে। উক্ত আবেষ্টি দশহবির্ম্ময়, ঐ দশটি হবি, কোন্ দেবতার কোন্‌টি এবং কোন্ হবির সহিত কোন্ ঋক্, কোন্ স্তোম ও কোন্ সাম ব্যবহার্য্য ? এই কণ্ডিকাতে তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ ত্রিংশ অধ্যায়।

—:০:—

[পুরুষমেধ প্রকরণ*]

১—৪ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি কণ্ডিকাচতুষ্টয়াত্মক মন্ত্র চতুষ্টয়ের একএকটিতে তিনতিনটি সকৃদ্‌গৃহীত আজ্যাহুতি আহনীয়াগ্নিতে প্রদান করিবে—

হে জগৎ প্রসবিতঃ! দেব! আমরা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির কামনায় লালায়িত, আমাদের দৃষ্টিপথে তদুপায স্বরূপ যজ্ঞ প্রেরণ কর এবং তাদৃশ যজ্ঞের অধিপতি হইবার ক্ষমতাও আমাদিগকে প্রেরণ কর; দিব্য স্বরূপ, গন্ধর্ব্ব, তুমিই জ্ঞান পবিত্র করণে সমর্থ, আমাদের জ্ঞান পবিত্র কর; তুমিই বাক্‌সমস্তের অধিপতি, তোমার স্তুতিবাক্য আমরা কতই প্রয়োগ করিতে পারি, আমাদের এই যৎসামান্য বাক্যই আস্বাদন কর। ১

যে দেবতা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে শুভ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, সেই জগৎ প্রসবিতা দেবতার ভর্গঃ আমরা ধ্যান করি। ২

হে জগৎ-প্রসবিতঃ! দেব! আমাদিগের সমস্ত দুরিত দূর কর এবং যাহা কল্যাণকর তাহাই প্রেরণ কর। ৩

বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের প্রসবকারী এবং তাদৃশ ঐশ্বর্য্যেরই যথাযোগ্য প্রার্থী অনুসারে বিভাগকারী, সেই নৃচক্ষা* দেবতাকে আহ্বান করি। ৪

---

* ইহাকেই নরমেধও কহে। চৈত্রমাসীয় শুক্ল দশমীতে এ যজ্ঞের আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণ ও রাজন্য উভয়েই এ যজ্ঞ করিতে অধিকারী। ইহার ফলে অতিষ্ঠা [অর্থাৎ অতিশয়রূপে=প্রাধান্যভাবে (অমৃতত্বলাভপূর্ব্বক) জীবন্মুক্তরূপে অধিষ্ঠান] (বড় লোক হওয়া) লাভ হয়। এই যজ্ঞে ২৩ দীক্ষা, ১২ উপসৎ ও পঞ্চ সুত্যা বিহিত আছে সুতরাং ইহা চত্বারিংশৎ দিবসে সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলেই যজ্ঞকর্ত্তার সংসার ত্যাগপূর্ব্বক বন গমন ব্যবস্থিত আছে।

* যিনি প্রাণীদিগের অন্তরের ও বাহিরের ভাব, সমস্তই সততই, দেখিতেছেন অর্থাৎ অন্তর্যামী।

৫—২২ কণ্ডিকা।

পঞ্চমাদি দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ কণ্ডিকোক্ত ১৮৪ মন্ত্রে ১৮৪ টি ব্রাহ্মণাদি পশু অগ্নিষ্ঠাদি একাদশ যূপে বন্ধন করিবে। তন্মধ্যে অগ্নিষ্ঠ[১] যূপে ৪৮ টি, অপর দশটি যূপে একাদশ একাদশটি বাঁধিয়া পুনশ্চ দ্বিতীয় যূপে ২৬ টি সুতরাং দ্বিতীয় যূপে ৩৭ টি পশুর বন্ধন সম্পন্ন হইবে—

অগ্নিষ্ঠ নামক প্রথম যূপে—

ব্রহ্মাদেবতার		জুষ্ট[২] এই ব্রাহ্মণ বন্ধন করিতেছি[৩]। ১
ক্ষত্রদেবতার	,	ক্ষত্রিয়। ২
মরুদ্‌গণের	,	বৈশ্য। ৩
তপোদেবতাব	,	শূদ্র। ৪
তমোদেবতার	,	তস্কর। ৫
নারকদেবতার	,	বীরহা[৪]। ৬
পাপদেবতার	,	ক্লীব। ৭
আক্রয়াদেবতার	,	অয়োগূ[৫]। ৮
কামদেবতার	,	পুংশ্চলূ[৬]। ৯
অতিক্রুষ্টদেবতার	,	মাগধ[৭]। ১০ (৫)
নৃত্তদেবতার	,	সূত[৮]। ১১
গীতদেবতার	:	শৈলূষ[১]। ১২
ধর্ম্মদেবতার	,	সভাচর[২]। ১৩
নরিষ্ঠাদেবীর	,	ভীমল[৩]। ১৪
নর্ম্মদেবতার	,	রেভ[৪]। ১৫
হসদেবতার	,	কারি[৫]। ১৬
আনন্দদেবতার	,	স্ত্রীসখ[৬]। ১৭
প্রমুদ্‌দেবতার	,	কুমারীপুত্র। ১৮
মেধাদেবীর	,	রথকার। ১৯
ধৈর্য্যদেবতার	,	তক্ষা। ২০ (৬)
তপোদেবতার	,	কীলাল[৭]। ২১
মায়াদেবীর	,	কর্ম্মার[৮]। ২২
রূপদেবতাব	,	মণিকার[৯]। ২৩
শুভদেবতার	,	বপ[১০]। ২৪
শরব্যাদেবীর	,	ইষুকার[১১]। ২৫
হেতিদেবীর	,	ধনুষ্কার। ২৬
কর্ম্মদেবতার	,	জ্যাকার। ২৭
দিষ্টদেবতার	,	রজ্জুসর্জ্জ[১২]। ২৮
মৃত্যুদেবতার	,	মৃগয়ু[১৩]। ২৯
অন্তকদেবতার	,	শ্বনী[১৪]। ৩০ (৭)

১ অগ্নির সমীপবর্ত্তী প্রথমযূপকে অগ্নিষ্ঠ কহে।

২ প্রীতিপূর্ব্বক সেবনীয়।

৩ এইরূপ উত্তরোত্তর সর্ব্বত্র বক্তব্য।

৪ দস্যু। ৫ খনি হইতে লৌহ উত্তোলক।

৬ ব্যভিচারিণী।

৭ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বৈশ্যের ঔরষে উৎপন্ন।

৮ ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরষে উৎপন্ন।

১ নট। ২ ভাট। ৩ ভীমমূর্ত্তি।

৪ বাচাল।

৫ যে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু কার্য্যে স্বভাবতঃ ব্যাপৃত থাকেই। ৬ স্ত্রৈণ।

৭ কুলাল-(কুম্ভকার)।

৮ কর্ম্মকার (কামার)। ৯ সুবর্ণবর্ণিক।

১০ কৃষী, যাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্রে বীজবপন করে অর্থাৎ সদ্গোপ (চাসা)।

১১ বাণ নির্ম্মাণকারী। ১২ রজ্জুনির্ম্মাণকারী।

১৩ ব্যাধ। ১৪ কুক্কুরপোষী।

নদীদেবতাদের , পৌঞ্জিষ্ঠ[১]। ৩১
ঋক্ষিকাদেবীর , নৈষাদ[২]। ৩২
পুরুষব্যাঘ্রদেবের , দুর্ম্মদ[৩]। ৩৩
গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোদিগের , ব্রাত্য[৪]। ৩৪
প্রযুগ্দেবতাদের , উন্মত্ত। ৩৫
সর্পদেবদিগের , অপ্রতিপৎ[৫]। ৩৬
অয়োদেবগণের , কিতব[৬]। ৩৭
ঈর্য্যতাদেবীর , অকিতব[৭]। ৩৮
পিশাচদিগের , বিদলকারী[৮]। ৩৯
যাতুধানদিগের , কণ্টকীকারী[৯]। ৪০(৮)
সন্ধিদেবতার , জার[১০]। ৪১
গেহদেবতার , উপপতি[১১]। ৪২
আর্ত্তিদেবীর , পরিবিত্ত[১২]। ৪৩
নির্ঋতিদেবীর , পরিবিবিদান[১৩]। ৪৪
আরাদ্ধিদেবীর , এদিধিষুঃপতি[১]। ৪৫
নিষ্কৃতিদেবীর , পেশস্কারী[২]। ৪৬
সঞ্জ্ঞানদেবতার , স্মরকারী[৩]। ৪৭
প্রকামোদ্যদেবের , উপসদ্[৪]। ৪৮

দ্বিতীয় যূপে—

বর্ণদেবতার , অনুরুধ[৫]। ১
বলদেবতার , উপদা[৬]। ২ (৯)
উৎসাদগণের , বক্রাঙ্গ[৭]। ৩
প্রমুদ্দেবতার , হ্রস্বাঙ্গ[৮]। ৪
দ্বার্দেবীদের , স্রাম[৯]। ৫
স্বপ্নদেবতার , অন্ধ। ৬
অধর্ম্মদেবতার , বধির। ৭
পবিত্রদেবতার , ভিষক্। ৮
প্রজ্ঞানদেবতার , নক্ষত্রদর্শ[১০]। ৯
অশিক্ষাদেবীর , প্রশ্নী[১১]। ১০
উপশিক্ষাদেবীর , অভিপ্রশ্নী[১২]। ১১

---

১ পুল্কস (বাগ্দী)। ২ চণ্ডাল।

৩ পাল্কীবাহী ছুলে বেহারা।

৪ উপনয়ন সংস্কারহীন দ্বিজাতি।

৫ অব্যবস্থিতচিত্ত। ৬ দ্যূতক্রীড়ী (জুয়াড়ি)।

৭ জুয়াড়িদের আড্ডাধারী।

৮ বংশকর্ম্মা (ঘরামী)।

৯ যাহারা পলাসপত্রাদি একত্র করতঃ কণ্টকাদিদ্বারা বিঁধিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

১০ যাহার সহিত একদা বা ২।৪ বার সম্বন্ধ হইয়াছে।

১১ যে ব্যক্তি পতি নহে পরং পতিসদৃশ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছে।

১২ যাহার কনিষ্ঠের উদ্বাহ হইয়াছে, স্বয়ং অবিবাহিত।

১৩ জ্যেষ্ঠের বিবাহ হয় নাই কিন্তু স্বয়ং বিবাহিত।

১ জ্যেষ্ঠাকন্যা অবিবাহিতা থাকিতে যে কনিষ্ঠা বিবাহিতা হয়—তাহাকে এদিধিষু কহে, তাহার স্বামী।

২ বেশ রচনাই যাহার জীবিকা।

৩ কামোদ্দীপনই যাহার ব্যবসা।

৪ তোষামোদই যাহার জীবিকা।

৫ যে উপায়ন (ঘুস্) পাইয়া অকার্য্য-করণে অনুরুদ্ধ হয়।

৬ উপায়ন (ঘুস্) প্রদাতা।

৭ কুব্জ। ৮ বামন।

৯ যাহার চক্ষুহইতে সর্ব্বদাই জল নিঃসৃত হয়।

১০ গ্রহাদির গতিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিৎ।

১১ শকুন জিজ্ঞাসক।

১২ শকুন জিজ্ঞাসার উত্তরদাতা।

তৃতীয় যূপে—

মর্য্যাদাদেবীর , প্রশ্নবিবাক[১] । ১ (১০)
অর্ম্মদিগের , হস্তিপ[২] । ২
জবদেবতার , অশ্বপ[৩] । ৩
পুষ্টিদেবীর , গোপাল[৪] । ৪
বীর্য্যদেবীর , অবিপাল। ৫
তেজোদেবতার , অজপাল। ৬
ইরাদেবীর , কীনাশ[৫] । ৭
কীলালদেবের , সুরাকার[৬] । ৮
ভদ্রদেবতার , গৃহপ[৭] । ৯
শ্রেয়োদেবতার , বিত্তধ[৮] । ১০
অধ্যক্ষদেবের , অনুক্ষত্তা[৯] । ১১(১১)

চতুর্থ যূপে—

ভাদেবীর , দার্ব্বাহার[১০] । ১
প্রভাদেবীর , অগ্নেধ[১১] । ২
ব্রধ্নবিষ্টপদেবের , অভিষেক্তা[১২] । ৩
বর্ষিষ্ঠনাকদেবের , পরিবেশনকর্ত্তা। ৪
দেবলোকদেবের , পেশিতা[১৩] । ৫
মনুষ্যলোকদেবতার , প্রকরিতা[১৪] । ৬
সর্ব্বলোকের , উপসেক্তা[১] । ৭
অবঋতিদেবীর , উপমন্থিতা[২] । ৮
মেধাদেবীর , বাসঃপল্পূলী[৩] । ৯
প্রকামদেবের , রজয়িত্রী[৪] । ১০(১২
ঋতিদেবীব , স্তেনহৃদয়[৫] । ১১

পঞ্চম যূপে—

বৈরহত্যদেবের , পিশুন[৬] । ১
বিবিক্তিদেবীর , ক্ষত্তা[৭] । ২
ঔপদ্রষ্ট্র্যদেবের , অনুক্ষত্তা[৮] । ৩
বলদেবতার , অনুচর[৯] । ৪
ভূর্মাদেবীর , পরিষ্কন্দ[১০] । ৫
প্রিয়দেবের , প্রিয়বাদী[১১] । ৬
অরিষ্টিদেবীর , অশ্বসাদ[১২] । ৭
স্বর্গলোকের , ভাগদুঘ[১৩] । ৮
বর্ষিষ্ঠনাকের , পরিবেষ্টা[১৪] । ৯(১৩
মন্যুদেবতাব , অয়স্তাপ[১৫] । ১০
ক্রোধদেবতার , নিসর[১৬] । ১১

ষষ্ঠ যূপে—

যোগদেবতার , যোক্তা[১৭] । ১
শোকদেবতার , অভিসর্ত্তা[১৮] । ২

১ গণনাপ্রভাবে প্রশ্নের উত্তরদাতা।
২ মাহুত। ৩ সহিস।
৪ গয়লা। ৫ মাংসবিক্রেয়ী।
৬ শুঁড়ি। ৭ দ্বারবান্ প্রহরী।
৮ কোষাধ্যক্ষ। ৯ ভৃত্য (খিজমদ্গার)
১০ কাঠুরিয়া।
১১ উনুন ধরাইবার দাস বা দাসী।
১২ পাচক।
১৩ ছবিআঁকা (এন্‌গ্রেভর্)।
১৪ প্রস্তর মূর্ত্যাদি খোদক।

১ স্নান করাইবার ভৃত্য।
২ গাত্রমর্দ্দনাদি করিবার ভৃত্য।
৩ রজক। ৪ রংরেজ। ৫ নাপিত।
৬ পুরনিন্দক। ৭ সারথি।
৮ সারথির সহচারী। ৯ সেবক।
১০ ঝাড়ুবর্দ্দার। ১১ চাটুকার।
১২ খাসুড়ে। ১৩ গোদোগ্ধা।
১৪ গো-ভৃত্য। ১৫ লৌহতপ্তকারী।
১৬ তপ্তলৌহপীটন কারী।
১৭ যোগী। ১৮ অনুগামী।

ক্ষেমদেবতার , বিমোক্তা[১] । ৩
উল্কূলনিকূলদেবের , ত্রিষ্ঠি[২] । ৪
বপুদেবের , মানস্কৃত[৩] । ৫
শীলদেবের , আঞ্জনীকারী[৪] । ৬
নির্ঋতিদেবীর , কোশকারী[৫] । ৭
যমদেবের , অসূ[৬] । ৮ (১৪)
যমদেবের , যমসূ[৭] । ৯
অথর্ব্বদেবগণের , অবতোকা[৮] । ১০
সংবৎসরদেবতার , পর্য্যায়িণী[৯] । ১১

সপ্তম যূপে—

পরিবৎসরদেবের , অবিজাতা[১০] । ১
ইদাবৎসরদেবের , অতীত্বরী[১১] । ২
ইদ্বৎসরদেবের , অতিষ্কদ্বরী[১২] । ৩
বৎসরদেবের , বিজর্জরা[১৩] । ৪
সংবৎসরদেবের , পলিক্লী[১৪] । ৫
ঋভুদেবগণের , অজিনসন্ধ[১৫] । ৬
সাধ্যদেবতাদের , চর্ম্মম্ন[১৬] । ৭ (১৫)

১ বিপচ্ছারকারী। ২ বিদ্বান্।
৩ মানী। ৪ চক্ষুরঞ্জন ব্যবসায়ী।
৫ কররালাদির কোশ নির্ম্মাণ ব্যবসায়ী।
৬ মৃতবৎসা।
৭ যমজ প্রসবকারিণী।
৮ অপুত্রা।
৯ একটিপুত্র, একটিকন্যা বা দুইটিপুত্র দুইটি-কন্যা ইত্যাদি একপ্রকার নিয়মে প্রসব কারিণী।
১০ বন্ধ্যা। ১১ কুলটা। ১২ পূর্ণযুবতী।
১৩ শিথিলগাত্রা। ১৪ পককেশা।
১৫ যাহার শরীর অস্থিচর্ম্মমাত্র সার।
১৬ চামার।

সরোদেবগণের , ধৈবর[১] । ৮
উপস্থাবরাদেবীদের , দাশ[২] । ৯
বৈশন্তাদেবীদের , বৈন্দ[৩] । ১০
নড়ুলাদেবীদের , শৌষ্কল[৪] । ১১

অষ্টম যূপে—

পারদেবতার , মার্গার[৫] । ১
অবারদেবতার , কৈবর্ত্ত । ২
তীর্থদেবতার , আন্দ[৬] । ৩
বিষমদেবতার , মৈনাল[৭] । ৪
স্বনগণের , পর্ণক[৮] । ৫
গুহাদেবীদের , কিরাত[৯] । ৬
সানুদেবীদের , জম্ভক[১০] । ৭
পর্ব্বতদেবতাদের , কিম্পুরুষ[১১] । ৮ (১৬)
বীভৎসাদেবীর , পৌল্কস[১২] । ৯
বর্ণদেবতার , হিরণ্যকার । ১০
তুলাদেবীর , বাণিজ[১৩] । ১১

নবম যূপে—

পশ্চাদোষদেবের , গ্লাবী[১৪] । ১
বিশ্বভূতদেবের , সিধ্মল[১৫] । ২
ভূতিদেবীর জাগরণ[১৬] । ৩

১ ধীবর। ২ নৌকাবাহী ধীবর। ৩ হাড়ি।
৪ মৎস্যজীবী। ৫ মৃগঘাতক।
৬ বন্ধনক্রিয়োপজীবী। ৭ মৎস্যধরা জেলে।
৮ ভিল্ল। ৯,১০,১১ বনচর।
১২ মেতুআ। ১৩ বাণিজ্যব্যবসায়ী।
১৪ মেহরোগী। ১৫ কুষ্ঠীরোগী।
১৬ যাহার সুনিদ্রা প্রায় হয় না।

অভূতিদেবীর , স্বপন[১]। ৪

আর্ত্তিদেবীর , জনবাদী[২]। ৫

ব্যৃদ্ধিদেবীর , অপগল্‌ভ[৩]। ৬

সংশরদেবতার , প্রচ্ছিদ[৪]। ৭ (১৭)

অক্ষরাজদেবতার , কিতব[৫]। ৮

কৃতদেবতার , আদিনবদর্শ[৬]। ৯

ত্রেতাদেবতার , কল্পী[৭]। ১০।

দ্বাপরদেবতার , অধিকল্পী[৮]। ১১

দশম যূপে—

আস্কন্দদেবের , সভাস্থাণু[৯]। ১

মৃত্যুদেবতার , গোব্যচ্ছ[১০]। ২

অন্তকদেবতার , গোঘাত[১১]। ৩

ক্ষুধাদেবীর , যে গোবধকারী প্রায়শ্চিত্তার্থ ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে। ৪

দুষ্কৃতদেবতার , চরকাচার্য্য[১২]। ৫

পাপ্মাদেবের , সৈলগ[১৩] ৬ (১৮

প্রতিশ্রুৎকাদেবীর , অর্ত্তন[১৪]। ৭

ঘোষদেবতার , ভষ[১৫]। ৮

১ যে মূঢ় সর্ব্বদাই শয্যায় পতিত থাকিতে ইচ্ছা করে। ২ স্পষ্টবাদী। ৩ প্রগল্‌ভতাশূন্য।

৪ পুরচুল্যের ব্যবসায়ী। ৫ ধূর্ত্ত।

৬ আত্মদোষদর্শী। ৭ কল্পনাকারী।

৮ অতিরিক্ত কল্পনাকারী। ৯ সভ্য।

১০ গোতাড়নকারী। ১১ গোবধকারী।

১২ বৈদ্যশাস্ত্রাধ্যাপক। ১৩ ঠগ।

১৪ আহতঃখ কথনোপজীবী। ১৫ বৃথাবাদী।

অন্তদেবতার , বহুবাদী[১]। ৯

অনন্তদেবতার , মূক। ১০

শব্দদেবতার , আড়ম্বরাঘাত[২]। ১১

একাদশ যূপে—

মহোদেবতার , বীণাবাদ[৩]। ১

ক্রোশদেবতার , তূণবধ্ম[৪]। ২

অবরস্পরদেবের , শঙ্খধ্ম[৫]। ৩

বনদেবতার , বনপ[৬]। ৪

অপর অরণ্যদেবের , দাবপ[৭]। ৫ (১৯)

নর্ম্মদেবতার , পুংশ্চলূ[৮]। ৬

হর্ষদেবতার , কারি[৯]। ৭

যাদোদেবতার , শাবল্য[১০]। ৮

মহোদেবতার , গ্রামণী[১১], গণক[১২] ও অভিক্রোশক[১৩]। ৯, ১০, ১১

পুনশ্চ উচ্ছ্রিত দ্বিতীয় যূপে—

নৃত্তদেবতার , বীণাবাদ, পাণিঘ্ন[১৪] ও তূণবধ্ম[১৫]। ১, ২, ৩

১ অতিরিক্তবাদী। ২ কোলাহলকারী।

৩ বীণোপজীবী। ৪ বংশীবাদকোপজীবী।

৫ শঙ্খবাদনোপজীবী।

৬ বনরক্ষার্থ পটহ বাদনোপজীবী।

৭ দাবাগ্নি বা গৃহাগ্নি নির্ব্বাপনার্থ তৎসংবাদ দূর প্রচার করণাভিলাষে যাহারা ঢক্কা বাদিত করে।

৮ ভেড়ুযা যাহারা সারিঙ্গি বাজায়।

৯ যাহারা 'বাহাবা' দেয় = ভে০ বি০।

১০ যাহারা সাবাসী দেয় = ভে০ বি০।

১১ গ্রাম্যপথপ্রদর্শক।

১২ যাহারা কোন্ দিবস কোন্ তিথি কোন্ নক্ষত্র বলিয়া বেড়ায় = দৈবজ্ঞ।

১৩ পরের উন্নতি দর্শনে আক্রোশকারী।

১৪ মৃদঙ্গবাদক। ১৫ তূণব = বৃহৎবংশী, তদ্বাদক।

আনন্দদেবের , তলব[১]। ৪ (২০)
অগ্নিদেবের , পীবা[২]। ৫
পৃথিবীদেবীর , পীঠসর্পী[৩]। ৬
বায়ুদেবতার , চাণ্ডাল[৪] । ৭
অন্তরিক্ষদেবের , বংশনর্ত্তী[৫]। ৮
দ্যুদেবতার , খলতি[৬]। ৯
সূর্য্যদেবতার , হর্য্যক্ষ[৭]। ১০
নক্ষত্রগণের , কির্ম্মির[৮]। ১১
চন্দ্রমাদেবের , কিলাস[৯]। ১২

১ হস্ততালবাদক। ২ অতি স্থূল শরীর। ৩ পঙ্গু। ৪ অসূয়াকারী। ৫ বাঁশবাজী করে। ৬ মাথায় টাক পড়া। ৭ যাহার চক্ষু গোল। ৮ শ্বিত্ররোগী। ৯ ধবল রোগী।

অহর্দেবতার , শুক্লপিঙ্গাক্ষ। ১৩
রাত্রিদেবীর , কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষ। ১৪(২১)

অনন্তর প্রজাপতি দেবতার জুষ্ট স্বরূপে (পরস্পরবিরূপ) অতিদীর্ঘ, অতি হ্রস্ব, অতি স্থূল, অতি কৃশ, অতি শুক্ল, অতি কৃষ্ণ, অতিকুল্ব[১] ও অতি লোমশ এই অষ্ট পশু বন্ধন করিবে। ইহারা সকলেই অশূদ্র ও অব্রাহ্মণ হইবে। ১৫—২২

এবং অশূদ্র ও অব্রাহ্মণ আরও চারিটি পশু (যথা—মাগধ, পুংশ্চলী, কিতব ও ক্লীব) ঐ দ্বিতীয় যূপে প্রজাপতি দেবতারই জুষ্টরূপে বাঁধিতে হইবে। ২৩—২৬ (২২)

১ একে বারে লোমশূন্য।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ত্রিংশঅধ্যায় সমাপ্ত।

অথ একত্রিংশ অধ্যায়।

——:০:——

১—১৬ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি ষোড়শ পর্য্যন্ত ১৬ কণ্ডিকা ঋক্ অনুবাকটি পাঠ করত ব্রহ্মা হোতৃবৎ[১] পুরুষ স্তুতি[২] করিবে—

বহুমস্তক, বহুনেত্র, বহুপাদ্ সেই পুরুষ ভূম্যাদিকে সর্ব্বপ্রকারে[৩] ব্যাপিয়া সমস্ত দশাঙ্গুলেই[৪] অতিশয়রূপে[৫] অধিষ্ঠান করিতেছেন[৬]। ১

১ অর্থাৎ প্রথম ও উত্তম মন্ত্রের ত্রির্ব্বচন এবং মন্ত্রান্তে প্রণবসম্পুট, যথা সহস্রশীর্ষা—ঙ্গুলোম্ পুরুষ এবেদং—বোহুতোম্ ইত্যাদি।

২ ঋগ্‌বেদে ইহাকেই পুরুষসূক্ত কহে।

৩ অন্তরে বাহিরে।

৪ অঙ্গুলি শব্দে ইন্দ্রিয়, দশেন্দ্রিয় শরীর।

৫ নিরন্তর অর্থাৎ একক্ষণাংশের জন্যও সাহিত্য ত্যাগ করেন না।

৬ এতাবতা, এই ব্রাহ্মণাদি সমস্ত পশুই যে তাদৃশ পুরুষ শূন্য নহে সুতরাং সকলেই তদ্ব্যাপ্য জ্ঞানে স্তুতিযোগ্য ও ইহাদের ধারণেই পুরুষমেধ অর্থাৎ পুরুষধারণ ক্রিয়াও সম্পন্ন হইল এবং এই কার্য্যের প্রভাবেই—এই পুরুষদেবতার প্রসাদেই

যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইয়াছে ও যাহা কিছু হইবে,—সমস্তই সেই পুরুষেই[১], এবং অন্ন নিমিত্তক যে সমস্ত

অতিষ্ঠা অর্থাৎ অতিশয়রূপে অধিষ্ঠান কামনা সিদ্ধ হইবে, এতন্নিমিত্তই সূচিত হইল। বস্তুতঃ এ প্রকরণে এ মন্ত্রের অর্থ অন্য প্রকার, তদ্যথা—"বহুমস্তক, বহুনেত্র, বহুপাদ ব্রাহ্মণাদি ১৮৪ পশুরূপী পুরুষ দেবতা দশাঙ্গুল যজমানকে এই ভূলোকে অতিষ্ঠাপন্ন করুন।" অতিষ্ঠাকামনায় পুরুষমেধে প্রবৃত্ত যজমান ১৮৪ পশুরূপী পুরুষ দেবতার নিকটে এই মন্ত্রে অতিষ্ঠা প্রার্থনা করেন, এই জন্যই যজুর্ব্বেদীরা ইহাকে 'পুরুষস্তুতি' কহে। এ স্থলে ইহা বলাও বাহুল্য—যে, ১৮৪ প্রকার সাংসারিক মানবের উল্লেখেই পশুর সংখ্যা ১৮৪ হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীর মধ্যে নৃজাতির শ্রেষ্ঠতা থাকায় মানব জাতিই এ স্থলে পুরুষরূপে গৃহীত হইয়াছে, ফলে সর্ব্বপ্রকার প্রাণিকেই পুরুষ বলা যায়।

১ অর্থাৎ পুরুষই স্বীয় ব্যাপকতা নিবন্ধন সকলেরই আধার।

অতিরোহণ[১] হইতেছে, তৎসম্বন্ধে অমৃতত্ব প্রদানেরও সেই পুরুষই ঈশ্বর। ২

এই দৃশ্যমান জগৎটুকু ইহাঁর মহিমা প্রকাশক মাত্র; পুরুষ, ইহা হইতে অতিশয় অধিক[২]। এই সমস্ত জগৎ ইহাঁর একপাৎ (অর্থাৎ একাংশে কারণ বারিতে অবস্থিত[৩]) ইহাঁর ত্রিপাৎ (বহুঅংশই) স্বরূপে অমৃতভাবে বিদ্যমান[৪]। ৩

ত্রিপাৎ (বহুঅংশবিশিষ্ট, পূর্ণ) পুরুষ ঊর্দ্ধোত্থান করিলেই[৫] ইহাঁর এক পাৎ (এক অংশ=কারণবারি) ইহ পুনঃ আবির্ভূত হইল। অনন্তর চেতন ও অচেতন বিবিধ লক্ষ্য করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিলেন[৬]। ৪

---

১ অতিরোহণ শব্দে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর আরোহণ=প্রাপ্ত হওন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু।

২ অর্থাৎ তিনি এই জগদ্ব্যাপী, তাহার পরে নাই এরূপ নহে প্রত্যুত অনন্ত।

৩ তাহাই আমাদের বহির্বুদ্ধিগম্য।

৪ তাহা বহির্বুদ্ধিতে উপলব্ধি হইবার যোগ্য নহে।

৫ পুরুষ যখন শয়ন করেন তখনই প্রলয় এবং তাঁহার পুনরুত্থানেই পুনঃ সৃষ্টি মনু ১অ॰ ৫১ শ্লোক দেখ।

৬ অর্থাৎ সুপ্তোত্থিত-প্রায় ঈশ্বর, সিসৃক্ষা করিবামাত্রই প্রথমে কারণ বারির আবির্ভাব হইল তাহাতেই সমস্ত জগতের বিবিধপ্রকার বীজ সৃষ্ট বা প্রদত্ত হইল। মনু ১অ॰ ৮শ্লোক দেখ।

তদনন্তর বিরাট[১] উৎপন্ন হইল, বিরাটের মধ্যে পুরুষ[২] থাকিলেন, তিনি জন্মিয়াই অতিরিক্ততা প্রাপ্ত হইলেন[৩] পশ্চাৎ ভূমি এবং পুর সকল হইল[৪]। ৫

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞপুরুষ হইতে[৫] দধিমিশ্র ঘৃত[৬] সম্পাদিত হইল[৭], তাহাতেই

---

১ ত্রিলোকময় দেবতা। যাহাকে মনু 'অণ্ড' বলিয়া ১অ॰ ৯ শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা যায়।

২ সিসৃক্ষাবুদ্ধি যুক্ত সেই পরব্রহ্ম। যাহাকে মনু 'ব্রহ্মা, বলিয়া ঐ শ্লোকেই উল্লেখ করিয়াছেন।

৩ অর্থাৎ ছিলেন তন্ময়, তদতিরিক্ত কিছুই ছিল না, এক্ষণে হইলেন তদধিষ্ঠাতা, ভূম্যাদি সমস্তই তদতিরিক্ত হইতে লাগিল। ইহা হইতেই মনু অণ্ডভেদ করিয়া তদতিরিক্তরূপে ব্রহ্মার আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন ১অ॰ ১২ শ্লোক।

৪ এস্থলে পুর সকল বলিতে স্বর্গপুরী অর্থাৎ দ্যুলোক বুঝিতে হইবে। অতএব মনু বলিয়াছেন (১অ॰ ১৩ শ্লোক) যে সেই অণ্ডের একাংশে ভূলোক ও অপরাংশে দ্যুলোক সৃষ্ট হইল।

৫ অর্থাৎ সেই পিতামহ হইতে (মনু ১অ॰৯ দেখ)। এ স্থলে 'হইতে, এই শব্দের অর্থই 'কর্ত্তৃক, বস্তুতঃ প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব একমাত্র পরব্রহ্মে আছে, অপর, ব্রহ্মা প্রভৃতি অস্মদাদি পর্য্যন্তে প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব নাই, এই জন্যই শ্রুতিতে ঈদৃশ স্থলে 'কর্ত্তৃক, না বলিয়া 'হইতে, উক্ত হইয়াছে অতএব "আমরা যে কেহ যাহা কিছু কার্য্য করি তাহা আমা কর্ত্তৃক না বলিয়া 'আমা হইতে হইল, বলা উচিত" পৌরাণিক ব্যবস্থাও এইরূপ দৃষ্ট হয়।

৬ অর্থাৎ শ্লেষ্মা মিশ্রিত রেতঃ—উৎপত্তি কারণ বীর্য্য।

৭ অর্থাৎ পিতা হইতে পুত্রের শরীরে, পুনঃ তাঁহা হইতে তৎপুত্র শরীরে ইত্যাদি ক্রমে।

গ্রাম চারী ও অরণ্য চারী এবং নভো চারী সমস্ত পশুই[১] উৎপন্ন হইতে লাগিল। ৬

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ-পুরুষ হইতে সাম-মূল ঋক্‌সকল[২] ও সাম সকল প্রকাশিত হইল[৩] সেই পুরুষ হইতেই ছন্দোরূপ[৪] ঋক্ সকল[৫] প্রকাশিত হইল এবং তাঁহা হইতেই যজু[৬] প্রকাশিত হইল। ৭

সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ-পুরুষ হইতে অশ্ব প্রভৃতি উভয়পার্শ্বে দন্তবান্ প্রাণীরা উৎপন্ন হইল, তাঁহা হইতেই গো শ্রেণীর প্রাণীরাও উৎপন্ন হইল এবং তাঁহা হইতেই অজা, অবি প্রভৃতিও উৎপন্ন হইল। ৮

অগ্রে উৎপন্ন সেই যজ্ঞীয় পুরুষকে[১] বর্হিতে প্রোক্ষণ[২] করত: তদ্‌দ্বারা দ্যুতিমান্, সাধ্য[৩] ঋষিগণ যাগ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন[৪]। ৯

যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি কি প্রকারে কল্পিত হএন?—ইহাঁর মুখ কি? বাহুদ্বয়ই বা কি? এবং কোন বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে[৫]? । ১০

---

১ অর্থাৎ মনুষ্য, গো, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শ্যেন, কাক প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই।

২ সাম=গীতি অর্থাৎ নিষাদাদি স্বরযোগে গ্রথিত।

৩ সামবেদসংহিতা দুই অংশে বিভক্ত, তাহার এক অংশকে আর্চ্চিক ও অপর অংশকে গানগ্রন্থ কহে, এতাবতা সাম মূল ঋক্ সকল ও সাম সকল—এই উভয়াত্মকই সামবেদ।

৪ ছন্দোময় মন্ত্রের নামই ঋক্, পুনশ্চ ছন্দোরূপ বলার তাৎপর্য্য—যে, যাহাদের ছন্দোরূপত্ব অবিনাশী অর্থাৎ গীতির দ্বারা নষ্ট হইবার নহে, সাম-মূল ঋক্‌গুলিও ছন্দোরূপ, কিন্তু সামগান কালে তাহাদের ছন্দোরূপত্ব নষ্ট হয়।

৫ ঋক্=পদ্য অর্থাৎ যাহা অক্ষর, মাত্রা ও যতি নিয়মে গ্রথিত। এই ঋক্ দুই প্রকার, ১ম, যাহা স্বরযোগে গীত হইয়া সাম আখ্যা লাভ করিয়াছে, ইহাকেই সাম-মূল ঋক্ কহে। ২য়, যাহার গীতি নাই। এই উভয়বিধ ঋক্‌ই ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়=এই উভয়বিধ ঋগাত্মকই ঋগ্বেদসংহিতা। সামবেদে, সাম-মূল ঋক্ সকল আর্চ্চিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাদৃশ ঋঙ্‌ময় গ্রন্থকেই আর্চ্চিক কহে। কিন্তু যাহার গীতি নাই এরূপ ঋক্ পাওয়া যায় না।।

৬ যজুঃ=গদ্যাত্মক বাক্য সকল।

১ ব্রহ্মাকে।

২ আহবনীয় অগ্নিতে আজ্যাহুতি দ্বারা সিঞ্চন অথবা কুশাজল সিঞ্চন। অন্তর্যজন পক্ষে বর্হি শব্দে মন।

৩ ঋষিরা উভয়বিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য, যাঁহারা জীবন্মুক্ত (জ্ঞানী) তাঁহাদিগকে সিদ্ধ এবং যাঁহারা কর্ম্মঠ তাঁহাদিগকে সাধ্য কহে।

৪ এতাবতা এই ১৮৪ পুরুষগণকে বর্হিপ্রোক্ষণ কর্ত্তব্য বিহিত হইল।

৫ এতাবতা ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ কি প্রজাপতি নামধারী পুরুষ যে এই সৃষ্টি সমস্তেরই একটি নাম মাত্র,—সেই অণ্ডের বা গর্ভের মধ্যে এই সৃজ্যমান বস্তু সমস্তই যে পুরুষাভিধানের পাত্র হইয়া অবস্থিত ছিল ও আছে এবং থাকিবে,—আর এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই যে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরূপে কল্পিত, প্রকৃত কোন হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট পুরুষের অবতার হয় নাই সুতরাং এই সৃষ্টি সমস্ত হইতে ভিন্ন, ব্রহ্মলোক নামক স্থান স্থায়ী ব্রহ্মা কোন পুরুষই নাই, ইহা এই প্রশ্নরূপ মন্ত্র দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইল।

ব্রাহ্মণগণ ইহাঁর মুখরূপে কল্পিত হন, রাজন্যজাতি দ্বারাই ইহাঁর বাহুদ্বয় কল্পনীয়, আর এই যে বৈশ্যজাতি ইহারাই ঊরুদ্বয়স্থানীয় এবং পাদদ্বয় হইতেই শূদ্রের উৎপত্তি[১]। ১১

চন্দ্রমা ইহাঁর মনঃস্থানীয়, সূর্য্যই চক্ষুঃস্বরূপ, বায়ু ও প্রাণই শ্রোত্রদ্বয়স্বরূপ, অগ্নিকেও মুখ বলিয়া কল্পনা করা যায়। ১২

অন্তরীক্ষই নাভিরূপে রহিয়াছে. দ্যুলোকই মস্তকস্বরূপে বিদ্যমান, ভূমিকেই পাদদ্বয়রূপে কল্পনা করা যায় এবং শ্রোত্ররূপে দিক্ সকলও কল্পিত হয়। এই প্রকারে সমস্ত সৃষ্টিই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ১৩

১ পূর্ব্বমন্ত্রে "কোন্ বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে,,—প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রেও আদিম ভাগত্রয়ে 'ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়ই মুখাদিরূপে কল্পনীয়, স্ফুটোক্তি থাকায়, এই শেষ ভাগে অর্থাৎ 'পাদদ্বয় হইতেই শূদ্রের উৎপত্তি, এই অংশ টুকুরও ঐ অনুসারে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য সুতরাং 'শূদ্রজাতিই তাঁহার পাদদ্বয়রূপে কল্পিত হয়, ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয়—যে প্রশ্নমন্ত্রে প্রথমেই স্থূলতঃ (মোটামুটি) প্রশ্ন আছে' যে যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি কি প্রকারে কল্পিত হএন?' অর্থাৎ তিনিও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া কল্পনা করেন সুতরাং কোন বস্তুর দ্বারা তাঁহার কোন্ অঙ্গ কল্পিত হয়' ইহাই জিজ্ঞাসা, এই প্রশ্নের উত্তরে 'অমুক বস্তুর দ্বারা অমুক অঙ্গ কল্পনীয়, ইহাই সুসঙ্গত উত্তর, অতএব ঈদৃশ সর্ব্বস্থলেই এইরূপ অর্থই কর্ত্তব্য।

যখন এই পুরুষকে পশু কল্পনা করিয়া দেবগণ[১] যজ্ঞানুষ্ঠান করেন[২] তখন বসন্ত ঋতু আজ্যরূপে ও গ্রীষ্মঋতুই ইধ্মরূপে এবং শরদৃতুই পুরোডাশাদি হবিঃস্বরূপে কল্পিত হয়। ১৪

দেবগণ যখন যজ্ঞানুষ্ঠান বিস্তৃত করতঃ এই পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন করেন, তখন এই সপ্ত পরিধিই ত্রিসপ্ত সমিদ্রূপে কল্পিত হয়। ১৫

উল্লিখিত প্রকারে যাগ কার্য্যই[৩] প্রধান[৪] হইতেছে, যাঁহারা পূর্ব্বে সাধ্য থাকিয়া পরে দেবতা হএন[৫], সেই দেবতারাই[৬] এইরূপ যজ্ঞ-পুরুষের দ্বারা[৭] যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন[৮], তাঁহারাই মহিমাযুক্ত হওতঃ নাক[৯] লাভ করিতে পারেন। ১৬

১৭—২২ কণ্ডিকা।

অনন্তর, বন্ধনক্রমে প্রোক্ষণাদি ও

১ ব্রাহ্মণগণ। ২ অন্তর্যজন করেন।

৩ অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের শরীরাদি বুঝিতে পারিয়া কল্পিত পশু প্রভৃতি দ্বারা অন্তর্যজ্ঞ করাই।

৪ প্রকৃত ছাগমেষাদি পশু লইয়া বহির্যজন হইতে।

৫ অর্থাৎ পূর্ব্বে বহির্যাজী সাধ্যাবস্থ থাকিয়া ক্রমে জ্ঞানোদয়ে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হএন।

৬ অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানী পুরুষেরাই।

৭ উক্তরূপ কল্পিত বিরাট্পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন করিয়া। ৮ অন্তর্যজন করেন।

৯ দুঃখশূন্য চিরস্থায়ী সুখ।

পর্য্যগ্নিকরণান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া 'ইদং ব্রহ্মণে' 'ইদং ক্ষত্রায়.—ইত্যাদি যে দেবতোদ্দেশে যে পশুবন্ধন করা হইয়াছিল সেই পশু সেই দেবতোদ্দেশে বন্ধন মুক্ত পূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। তদনন্তর, একাদশি পশুগুলির সঞ্জ্ঞপনাদি প্রধান যাগান্তে[১] বনস্পতি যাগ করিয়া স্বিষ্টকৃৎ যাগের পূর্ব্বেই অধ্বর্য্যু আজ্য-সংস্করণ পুরঃসর "ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা"—ইত্যাদি সেই ১৮৪ দেবতার ১৮৪ টি আহুতি প্রদান করিয়া স্বিষ্টকৃৎ প্রভৃতি উদবসানীয়ান্ত তাবৎ কার্য্য সমাপনান্তে যজমান "অয়ন্তে যোনিঃ" মন্ত্রে আপনাতে অগ্ন্যারোহণ করণানন্তর[২] এই সপ্তদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত ষট্ কণ্ডিকাত্মক 'উত্তর নারায়ণ' অনুবাকটি পাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিয়া পশ্চাৎ অবলোকন শূন্য হইয়া[৩] গৃহত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যগামী হইবে—

পৃথিব্যাদি সৃষ্টির জন্য, তাঁহাকর্ত্তৃক জল হইতে রস সম্পাদিত হইল, সেই বিশ্বসৃষ্টির উপাদান রস হইতেই এই সমস্ত জগৎ যাহা অগ্রে বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা সৃষ্ট হইল, অনন্তর, এই জগতের রূপ বিধানার্থ ত্বষ্ট্ দেবতা সৃষ্ট হইলেন, সেই ত্বষ্ট্ দেবতাই মর্ত্ত্য ভুবনের দেবত্ব উৎপন্ন করেন। ১

উপরিবর্ণিত আদিত্যাপরপর্য্যায়[১] ত্বষ্ট্ দেবতাও যাঁহাহইতে বর্ণ লাভ করিয়াছেন; যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপক যে কারণবারি, তাহারও উৎপত্তির পূর্ব্বেও স্থিত যে 'তমঃ,' তাহাহইতেও পর[২] সুতরাং মহান্[৩], হে অস্মৎ।[৪] এই পুরুষকে তোমরা প্রকৃতরূপে অবগত হও, —তাঁহাকে জানিযাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়,—অয়নের[৫] অপর পথ নাই। ২

---

১ সংজ্ঞপনাদি প্রধান যাগ, বনস্পতি যাগ স্বিষ্টকৃৎযাগ, উদবসানীয় যাগাদি অগ্নিষ্টোম নামক প্রভৃতি যাগ প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

২ মহীধর বলেন স্বীয় মুখব্যাদানপূর্ব্বক তন্মধ্যে অগ্নির তাপগ্রহণ করাকেই আপনাতে অগ্ন্যারোহণ কহে।

৩ অর্থাৎ পুনরাগমনাভিপ্রায় না রাখিয়া চিরকালের জন্যই।

১ অর্থাৎ যাঁহাকে আদিত্যও বলা যায় ত্বষ্টাও বলা যায়।

২ অর্থাৎ তাহারও ব্যাপক।

৩ অনন্ত, অপরিমেয়।

৪ যদিও অস্মৎ শব্দের সম্বোধন লোকে ব্যবহার নাই কিন্তু বেদে সে নিয়মাধীন নহে অথবা এ স্থলে অহে অস্মৎপদেয় হে অস্মৎপ্রিয় বা অস্মদুপদিশ্য অথবা অস্মৎস্পৃষ্ট (অর্থ করিলেও হয়।

৫ মুক্তির;

প্রজাপতি[১] গর্ভে গর্ভে বিচরণ করতই বহুধাত্ব লাভ করেন, কিন্তু তিনিও তন্মধ্যে স্বষ্ট হএন না, সেই প্রজাপতিরও যিনি যোনি, যাঁহাতে এই বিশ্বভুবন সকল আশ্রিত রহিয়াছে, ধীরগণ অন্তশ্চক্ষুর্দ্বারা তাঁহাকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেন। ৩

যিনি, সমস্ত দেবগণকে আতপ্ত করেন[২], যিনি দেবগণের পুরোহিত[৩], যিনি সমস্ত দেবগণের পূর্ব্বেই স্বষ্ট হইযাছেন[৪], তৎসমস্তই ব্রাহ্মি[৫] তাদৃশ কান্তিমান্ ব্রাহ্মিকে নমস্কার। ৪

স্বীয় হৃদয়ে স্বপ্রকাশ ব্রাহ্মবোধ উৎপাদন করত দেবত্ব প্রাপ্ত ঋষিগণ প্রথমত. ইহাই বলেন,—"যে কেহ এবম্প্রকার অবগত হয়, সেই ব্রাহ্মণ, সমস্ত দেবতাই তাহার বশে রহিয়াছে"। ৫

(তুমি এইরূপ ব্রাহ্মবোধ লাভ করিতে পারিলে,) শ্রী ও লক্ষ্মী[১], তোমার পত্নী, দিবস ও রজনি, তোমার পার্শ্বচর, তোমার রূপেই নক্ষত্রগণ রূপবান্, দ্যাবাপৃথিবী তোমার শরীররক্ষকরূপে সদা সাবধান দৃষ্টিতে তোমাকে ব্যাপিয়া (ঘেরিয়া) রহিয়াছে এবং তুমি যদি ইচ্ছা কর; এ লোক'ত তোমার ইচ্ছানুগত বটেই, সকল লোকই তোমার ইচ্ছানুগত। ৬

[ইতি পুরুষমেধঃ]

---

১ প্রজাপতি শব্দ জীবাত্মা, ইহাকেও সেই ব্রহ্ম বলা। স্বীকার করিলেও ক্ষতি নাই, ইনি প্রতিগর্ভেই স্বষ্ট হএন না। কর্ম্মফলানুযায়ী যোজিত হএন মাত্র।

২ সূর্য্য। ৩ অগ্নি। ৪ জল।

৫ ব্রহ্মের অপত্য বা ব্রহ্মকর্ত্তৃক স্বষ্ট।

১ শ্রী=শোভা বা কান্তি। লক্ষ্মী=সম্পত্তি।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে একত্রিংশঅধ্যায় সমাপ্ত।

অথ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—:•:—

(সর্ব্বমেধ প্রকরণ[১])

১—১৬ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি ষোড়শ পর্য্যন্ত ১৬ কণ্ডিকাত্মক এই অধ্যায়টি সমস্ত (১৬) এবং অগ্রিম (৩৩ শ) অধ্যায়ের চতু: পঞ্চাশত্তম (৫৪) কণ্ডিকা পর্য্যন্ত, এই সাকল্যে সপ্ততি (৭০) কণ্ডিকাত্মক শ্রুত মন্ত্রগুলি আপ্তোর্য্যাম নামক সপ্তম সোমসংস্থাতে সর্ব্বহোমে প্রযুক্ত হইয়াথাকে—

যিনি অগ্নির অন্তরদেবতা, যিনি আদিত্যের অন্তরদেবতা, যিনি বায়ুর অন্তরদেবতা, যিনি চন্দ্রমার অন্তরদেবতা, যিনি শুক্রের অন্তরদেবতা, যিনি জলের অন্তরদেবতা এবং প্রজাপতিরও অন্তরদেবতা, তিনিই ব্রহ্ম। ১

মহদবয়ব, অনন্ত, নিমেষাদি কাল এবং অপূর্ব্ব প্রভাশালী বিদ্যুৎপুঞ্জও এই পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইযাছে তাঁহার ঊর্দ্ধ, অধো, বক্র বা মধ্য নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ নহে। ২

সর্ব্বপ্রথমে (অর্থাৎ আদি সৃষ্টির পূর্ব্বে) একমাত্র হিরণ্যগর্ভই ছিলেন; পরে (অর্থাৎ সৃষ্টি হইলে) যিনি একমাত্র এই সমস্ত বিশ্বের অধিপতি হইলেন, যিনি একমাত্র স্বীয় শক্তিতেই এই ভূলোক ও দ্যুলোক চিরদিন ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; যিনি প্রাণিমাত্রেরই,—ক্ষয়বৃদ্ধিশালী সমস্ত পদার্থেরই,—এই সম্পূর্ণ জগতেরই একমাত্র রাজা,

---

১ এই যাগটি অগ্নিষ্টোমাদি সপ্ত প্রকার সোম যাগের মধ্যে সপ্তম আপ্তোর্য্যাম-প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, অগ্নিষ্টোমাদির অনুযায়ী নহে। ইহাতে সর্ব্ব প্রকার বস্তুই আহুত হয় এবং ইহার ফলে যজমান সর্ব্ববিধ কাম্যই লাভ করিতে পারে।

যাঁহার মহিমা সকল বস্তুতেই সর্ব্বদাই প্রকাশ রহিয়াছে, যিনি দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমস্ত জীবের উপবিষ্ট আধিপত্য করিতেছেন; এই উন্নতশিখর হিমাচল প্রভৃতি অদ্রি সকল যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, নদ নদী প্রস্রবণাদি সহ অগাধ জলধিসকলও যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, এই পূর্ব্বাদি দিক্ ও অগ্ন্যাদি বিদিক্ সকল যাঁহার অতুল পরাক্রমশালী ভুজবৃন্দের ন্যায় জগদ্রক্ষক হইয়া রহিয়াছে, যিনি দেহে আত্মা (জীব) প্রদান করেন, যিনি বল প্রদান করেন, এই সমস্ত চরাচর যাঁহার উপাসনা করিতেছে, অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহার শাসনাধীন, যে জ্ঞান স্বরূপের ছায়াপ্রাপ্তে আমরা অমৃতত্ব লাভে সমর্থ হই এবং যাবৎ তদর্জ্জনে অক্ষম, তাবৎ মৃত্যু যাতনা সহ্য করি; যে স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রজাপতি পৃথিবীর উৎপাদক, যিনি দ্যুলোকের স্রষ্টা এবং যিনি এই জগতের আহ্লাদকর তৃপ্তিসাধন জলের উৎপত্তি করিয়াছেন, যে পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট অপর কেহ জন্মায় নাই, যিনি এই ত্রিভুবনে সতত সর্ব্বত্রই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং যে ষোড়শী (পূর্ণস্বরূপ) দেবতা প্রজাপতি রূপে স্ব-সৃষ্ট প্রজাসমূহে সম্যক্ রমমাণ থাকিয়া ইহাদিগের পালনের জন্য তিনটি জ্যোতি সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার শাসনে সম্রাট্ ইন্দ্র দেবতা[১] ও বরুণরাজা[২] এই ব্রহ্মাণ্ডকে ভোগ্যস্থান করিতেছেন, আমরা তাহাই ভোগ করিতেছি এবং যাঁহার দয়াতেই আমাদের রসনা, এই চন্দ্রমার সুধারস পানে প্রাণের সহিত তৃপ্তিলাভ করিতেছে। যাঁহার ঈদৃশ মহৎ যশ প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, তাঁহার প্রতিমা নাই[৩]। ৩

এই দেবতা নিশ্চয়ই দিগ্‌বিদিক্ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এই দিগ্‌বিদিক্ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ইনিই একমাত্র ছিলেন, গর্ভের মধ্যেও রক্ষকরূপে ইনিই থাকেন, উৎপন্ন বালকাদির রক্ষকরূপে তদ্ব্যাপকও ইনিই, যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহার রক্ষকতার জন্য তদ্ব্যাপকও ইনিই, ইনি সর্ব্বতোমুখঃ[৪] হইয়া প্রতিব্যক্তিতেই অধিষ্ঠিত আছেন। ৪

যাঁহার সিসৃক্ষার পূর্ব্বে কিছুমাত্র সৃষ্ট হয় নাই এবং যিনি ইচ্ছা করিবামাত্র বিশ্বভুবনের আবির্ভাব হইল, সেই ষোড়শী[৫] প্রজাপতি প্রজাসহ পুনঃ পুনঃ

---

১ সূর্য্য। ২ মেঘচালক, সূর্য্যমণ্ডলের আবরক বায়ু।

৩ অর্থাৎ হইতেই পারে না।

৪ অর্থাৎ এক মুখ বা চারিটি মুখ হইলে সর্ব্বত্র এককালে দর্শনাদি সম্ভবে না সুতরাং অনন্তমুখ,—সর্ব্বত্রমুখ।

৫ যে ষোলকলা আত্মা অর্থাৎ পূর্ণ।

রমণ করণার্থ তিনটি জ্যোতিঃ[১] ভোগ করিতেছেন। ৫

যাঁহা কর্ত্তৃক দ্যৌ উগ্র হইয়াছে এবং পৃথিবী দৃঢ়া রহিয়াছে, যাঁহার প্রভাবে আদিত্যমণ্ডল স্বীয় কর্ত্তব্যে স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাঁহার নিয়মসূত্রে নাকও বাধ্য আছে[২], যিনি অন্তরীক্ষে জলের নির্ম্মাতা (৬)। যিনি মনেমনে ইচ্ছা করিবামাত্রই সুন্দর দ্যাবাপৃথিবী সৃজন করিয়াছেন এবং স্তব্ধীভাবে রাখিয়াছেন, যাঁহার কৃত নিয়মবশে সূর্য্য প্রতিদিন যথানিয়মে উদিত হএন ও সমস্ত দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশ করেন, অপরিমেয় জলরাশি, অগ্নিময় গর্ভ ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টির প্রসব কারিণী হইয়া এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপন করিয়া রহিয়াছেন, যে গর্ভ হইতে সমস্ত দেবগণের প্রাণ, একটি দেবতা প্রকাশ পান; যে দেবতা স্বীয় মহিমার প্রভাবে এতাদৃশ গর্ভ ধারণের উপযুক্ত জলরাশি সৃজন করিয়াছেন, যিনি সমস্ত দেবতার একমাত্র দেবতা[৩] (৭)। জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়কন্দরেই তাঁহাকে দেখিতে পান, তাঁহারা দেখেন,—যে,"নীড়রূপ একমাত্র তাঁহাতেই এই বিশ্বভুবন আশ্রিত রহিয়াছে,—এই সমস্ত জগৎ সেই নীড়রূপ তাঁহা হইতেই বহির্গত হইতেছে পুনঃ তাঁহাতেই প্রবেশ করিতেছে[১],—তিনি একমাত্র, সমস্ত প্রজা-মধ্যে ওতঃপ্রোতরূপে[২] বিদ্যমান রহিয়াছেন"। ৮

এই পরমদেবতার ত্রিপাদ[৩] (বহু অংশই) গুহানিহিত, যে গন্ধর্ব্ব[৪] বিদ্বদ্গণ তাহা অবগত আছেন, তাঁহারাই অমৃতস্বরূপকে স্বীয় হৃদয় গুহাতে সতত বিহার করিতে দেখিয়া 'ধাম'[৫] বলিয়া নিশ্চয়রূপে বর্ণনা করেন। তিনি চিরবিদ্যমান, পিতারও পিতা(৯), তিনিই

১ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য। অথবা আমরা জানি না।

২ নাক শব্দে দুঃখ-শূন্য চিরস্থায়ী সুখ। তাহা যে পথে (উপায়ে) প্রাপ্ত হইবার নিয়ম করিয়াছেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে।

৩ ৪৪৩ পৃষ্ঠাতে টীকা দ্রষ্টব্য।

১ অর্থাৎ তাঁহা হইতেই জগতের আবির্ভাব এবং তাঁহাতেই লয়। দৃষ্টান্তের একদেশমাত্র গ্রাহ্য অতএব এ নীড় ও প্রসূত জগৎকে চিরদিনই ব্যাপিয়া থাকে।

২ অর্থাৎ বস্ত্রে যেরূপ ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে (টানা বোনা) তন্তু থাকে, সেইরূপে। এতাবতা যেরূপ বস্ত্র হইতে তন্তুগুলি সমস্ত একৈক ক্রমে নিষ্কাশিত করিলে বস্ত্রত্ব লুপ্ত হইয়া সেই তন্তুমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, ব্রহ্মশূন্য জগৎও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে (৩০অ০ ৩ক০) যে একপাৎমাত্রেই (অর্থাৎ সামান্যাংশেই) সমস্ত সৃষ্টি এবং ত্রিপাৎস্বরূপ (অর্থাৎ বহু অংশই) গুহানিহিত অর্থাৎ সৃষ্ট সমস্ত পদার্থের সীমা বহির্ভূত সুতরাং অননুগম্য।

৪ গন্ধর্ব্ব=গুণগায়ক।

৫ ধাম শব্দে আশ্রয় অর্থাৎ সমস্ত জগতেরই আধার।

আমাদের প্রকৃত বন্ধু, তিনিই জনন্নি, সেই বিধাতা আমাদের বসতিস্থান এই বিশ্বভুবন সমস্তই অবগত আছেন[১]। এবং তিনিই আমাদের তৃতীয় ধাম[২], যে ধামে সমস্ত দেবগণই অমৃতে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া স্বস্বাধিকারে প্রেরিত হএন[৩]। ১০

শান্তিকাম ব্যক্তি, সমস্ত ভূত পরিক্রমণ করিয়া সমস্ত লোক পরিক্রমণ করিযা—সমস্ত দিগ্‌বিদিক্ পরিক্রমণ করিয়া (কোন স্থলেই শান্তি না পাইযা) অবশেষে প্রথমজাতে[৪] উপস্থিত হওত. সত্যস্বরূপ সেই পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার যোগ করেন (১১); সদ্যাই[৫] দ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ সমাপন করিযা—সদ্যই সমস্ত লোক পরিক্রমণ করিযা—সদ্যই দিক্ সকল পরিক্রমণ করিয়া—সদ্যই স্বর্গ পর্য্যন্তও পরিক্রমণ করিযা—সেই সত্যস্বরূপের বিস্তৃত তন্তু সমস্তই[১] বিচরণ করিয়া, সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখেন (তিনি ভিন্ন কেহই নাই, দৃশ্যমান সমস্তই তাঁহার লূতাতন্তু) সুতরাং তাঁহাকেই লাভ করেন, পরিশেষে তাঁহাতেই বিলীন হইলে এক মাত্র তিনিই থাকেন[২]। ১২

ইন্দ্রেরও কামনীয, প্রিয, অদ্ভুত-স্বরূপ সেই সভাপতি দেবতার নিকটে মেধাদান প্রার্থনা করি (১৩), যে মেধা সমস্ত দেবগণের প্রার্থনীয, যাহা পিতৃগণের উপাসনীয[৩], হে অগ্নে! তাদৃশ মেধা প্রদান পুরঃসর অদ্য আমাকে মেধাবী কর (১৪)। বরুণ আমাকে মেধা প্রদান করুন, অগ্নি আমাকে মেধা প্রদান করুন, ইন্দ্রও বায়ু ও আমাকে মেধা প্রদান করুন, ধাতা আমাকে মেধা প্রদান করুন[৪] (১৫); ব্রহ্মসম্বন্ধী ও ক্ষত্র-

১ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ।

২ অর্থাৎ এই উপরিতনী ও অধস্তন সমস্ত লোকই স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই ধামদ্বয় রূপে সকলেরই পরিচিত, তিনি এই সর্ব্ব-পরিচিত ধামদ্বয়েরও ধাম সুতরাং তৃতীয় ধাম।

৩ এ স্থলে দেব শব্দে দ্যুতিমান্ ভাব পদার্থ মাত্রই দ্যুতিমান্, সুতরাং দেবগণ পদে যাবতীয় বস্তু অর্থাৎ সমস্ত জগৎ। তিনি অমৃত-স্বরূপ সুতরাং অমৃতে পরিব্যাপ্ত। স্ব স্ব অধিকার=সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, ভিক্ষুকের ভিক্ষুকত্ব, দস্যুর দস্যুত্ব প্রভৃতি।

৪ সামবেদারণ্যক গ্রন্থে শ্রুত হইয়াছে, 'অহমস্মি প্রথমজা' (আমিই প্রথমজা) বস্তুতঃ তিনি স্বীয় অংশেই সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন, মনুও বলেন—'স্বয়ম্ভুর্ভগবান্' ১অ০৭শ্লো০, (স্বয়ংই উদ্দীপ্ত হইলেন) অতএব প্রথমজা শব্দে সেই পরব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্মলাভের উপযোগিনী বুদ্ধি।

৫ মনোবাহনে।

১ অর্থাৎ লূতা (মাকড়শা) যেরূপ স্বীয় মুখনালা দ্বারা তন্তু বিস্তারপূর্ব্বক জাল নির্ম্মাণ করে সেইরূপ, ইহাকেই লূতাতন্তুন্যায় কহে।

২ অর্থাৎ তাঁহাকে পূর্ণরূপে লাভ করিলে আপনাকেও তাঁহার মধ্যেই পাওয়া যায়, কাজেই তদতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না

৩ অর্থাৎ যে মেধা তত্ত্বজ্ঞা নর উপযোগিনী।

৪ অদ্বৈতবাদীর মতে বরুণাদি সমস্ত দেবতাই ব্রহ্ম সুতরাং বরুণাদি নামধারী ঈশ্বরের নিকটেই

সম্বন্ধী উভয়বিধ শ্রীই আমাতে ব্যাপ্ত হউক, দেবগণ আমাতে উত্তমা শ্রী বিধান করুন, তাদৃশ শ্রীর উদ্দেশে এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১৬

প্রার্থনা করা হইতেছে এবং দ্বৈতবাদীর মতেও পদার্থ সমস্তের তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি, অতএব ন্যায় দর্শনের সূত্রকার গৌতম মহর্ষি বলেন যে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বতঃ জ্ঞানেই 'নিশ্রেয়সাধিগমঃ, ১সূ০। বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির পরিচর্য্যা না করিলে অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ করিয়া ব্যবহার না করিলে—বিজ্ঞানালোচনা না থাকিলে তত্ত্বজ্ঞানোপযোগিনী মেধা-লাভও দুষ্কর॥

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

—○—

অথ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়॥

—•—

১—১৭ কণ্ডিকা।

অগ্নিষ্টুৎ নামক প্রথমাহে এতদাদি সপ্তদশ মন্ত্র পুরোরুক্[১] হইবে—

'অজর, গৃহ-পোতের অরিত্রস্বরূপ, অর্চ্চদ্ধূম, পাবক, শ্বিতীচয়, শ্বাত্র, ভুবণ্য, বনর্ষদ্ অগ্নিসকল এবং তৎসখা বায়ুসকল' এবং সোমমণ্ডলের দীপনকারী ও বাতজূত, ধূমকেতু ও হরি নামে প্রসিদ্ধ কিরণসকল,—ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত বিবিধাকারে জগতের মঙ্গলার্থ সতত যত্ন করিতেছেন[১]। ১,২

১ গ্রহ গ্রহণ সম্বন্ধে যে ঋঙ্মন্ত্র প্রযুক্ত হয় তাহাকেই পুরোরুক্ কহে, কোন কোন স্থলে বিশেষ বিধান থাকিলে যজুর্ম্মন্ত্রও পুরোরুক্ সংজ্ঞা লাভ করে। বস্তুতঃ যে দেবতার উদ্দেশে যে গ্রহ গ্রহণ করা যায় সেই দেবতার স্তুতিবোধক মন্ত্র ঋক্ বা যজু হউক, তাহাকেই সেই গ্রহের পুরোরুক্ বলা যায়।

১ এই দুইটি মন্ত্র ৭অধ্যায়ের ৭ম, ৮ম মন্ত্রদ্বয়ের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

সেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া মিত্রাবরুণ দেবতাকে যজন কর, অপরাপর দেবগণকেও যজন কর, হে অগ্নে! তুমিও আমাদের এই গৃহকে স্বীয় জানিয়াই যজন করিতেছ[১]। ৩

হে অগ্নে! তুমি স্বীয় রথে রথীর ন্যায়, দেবহূতম অশ্বদিগকে যোগ কর, এই সদোমণ্ডপের পূর্ব্বভাগে হোতৃরূপে নিবাস কর। ৪[২]

পরস্পর বিভিন্নরূপা[২], দুইটী কন্যা[৩] জগতের কল্যাণার্থ[৪], পরস্পর বৎসরূপে পালিত হইতেছে[৫], একটির অধিকার কালে[৬] এই স্বধাবান্ হবি[৭], শুক্র আকার ধারণ করেন[৮], অপরের অধিকার কালে[৯] স্ববর্চ্চারূপে[১০] দৃষ্ট হএন। ৫

ভৃগু বংশোৎপন্ন অপ্নবান্ প্রভৃতি ঋষিগণ, যে বহুব্যাপী, বিচিত্ররূপ দেবতাকে প্রতিমনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন,—যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা,—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই স্তবনীয়, সেই এই মুখ্যদেবতা অগ্নি, ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন[১]। ৬

ত্রিশত-সহস্র (ত্রিশলক্ষ), ত্রিংশৎ ও নব (৩০০০০৩৯) দেবগণ[২], ইহাঁর সপর্য্যা করেন,—ইহাঁকে তাঁহারা অনেকেই ঘৃতে প্রোক্ষণ এবং কুশাদিতে আস্তৃত করতঃ হোতৃরূপে নিযুক্তও করেন[৩]। ৭

দ্যুলোকের মূর্দ্ধা (সূর্য্য) রূপে প্রাদুর্ভূত এবং পৃথিবীর মধ্যে মর্য্যাদার পর্য্যন্ত ভূমি, সমস্ত নরলোকের হিতকারী, অমর, ক্রান্তদর্শী ও বায়াদি-সর্ব্বভূতের মধ্যে সম্রাট্, অস্মদাদি জনগণের অতিথিবৎ আদরণীয়, অগ্নিদেবতাকে,—দেবগণ, সর্ব্বদেবের পান-পাত্র, আস্যরূপে বিবেচনা করেন[৪]। ৮

---

১ এই মন্ত্রটি ৭ম অধ্যায়ের ৯ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মৈত্রাবরুণ গ্রহসম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ ইহা ৭ম অধ্যায়ের ১১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আশ্বিন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৩ অন্ধকার ও প্রকাশ। ৪ রাত্রি ও দিবা।

৪ অর্থাৎ ঐশ্বরীয় নিয়মে।

৫ দিবা, রাত্রিকে প্রসব করিয়া বৎসরূপে পালন করিতেছে এবং রাত্রিও সেইরূপ দিবাকে প্রসব করিয়া বৎসরূপে পালন করিতেছে।

৬ দিবসে। ৭ তেজঃ পদার্থ। ৮ সূর্য্য।

৯ রাত্রে। ১০ অগ্নিজ্বালা।

১ ইহা ৭অ০ ১৬শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মন্থিগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ এ স্থলে দেবশব্দে আর্য্যাধিকৃত দেশীয়-মানবমণ্ডলিই লক্ষ্য বোধ হয়। বোধ হয় তৎকালে এই আর্য্যদেশে ৩০০০০৩৯ জনা মানবেরই বাস ছিল। এতদ্দ্বারা ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে সেকালেও প্রজা গণন প্রথা ছিল।

৩ ইহা ৭অ০ ১৯ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আগ্রয়ণ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ ইহাই ৭অ০ ২৪শ মন্ত্র এবং পূর্ব্ববৎ এ স্থলেও ধ্রুবগ্রহ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য, বিশেষ কিছুই নাই,

অগ্নিদেবতা বৃত্র সমস্তকে অতিশয় বিনষ্ট করেন; হবিষ্কাম তিনি, বিবিধ স্তুতি সহ সম্যক্ দীপ্ত ও আহুতিযুক্ত হওতঃ শুক্র আভা প্রস্তাব করেন[১]। ৯

হে অগ্নে। ইন্দ্র, বায়ু ও সমগ্র মিত্র (সূর্য্য) মণ্ডলের সহিত মধু পান কর[২]। ১০

অন্ন, পানীয় লাভার্থ যখন অগ্নিতে শুচি তেজ[৩] নিষিক্ত হওতঃ ধূম্যাকারে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন উহাই অন্তরীক্ষে শর্দ্ধ, স্বাধ্য, যুবা, অনবদ্য রেত আকারে[৪] পরিণত হয় এবং পুনশ্চ বৃষ্ট্যাকারে ভূমিকে লেহন করে,—অগ্নিদেবতাই এ সমস্তের নিমিত্ত কারণ[৫]। ১১

হে অগ্নে। বল ও মহৎ সৌভাগ্যের জন্য তোমার যশোরাশি উত্তমতা লাভ করুক,—যজমান-দম্পতীকে সুনিয়ম-স্থায়ী কর এবং যাহারা শত্রুভাব করে তাহাদিগের তেজ আক্রমণ কর[১]। ১২

হে অগ্নে। গম্ভীরতম তোমাকেই আমরা অর্কশোকমন্ত্র[২] সমূহ দ্বারা স্তুতি করি, এবং তুমিও আমাদের সেই স্তুতি বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া থাক;—মনুজশ্রেষ্ঠ দেবগণ, ইন্দ্রের ন্যায় ও বায়ুর ন্যায় তোমাকে বল ও অন্ন লাভের জন্যই প্রীত করেন[৩]। ১৩

হে স্বাহুত অগ্নে! যে যন্তা মঘবা[৪] পরিজনবর্গ ও গো প্রভৃতি পশুপালকে অন্ন পানাদি প্রদান পুরঃসর প্রতিপালন করে, সেই বিচক্ষণগণ তোমার প্রিয় হউক[৫]। ১৪

হে অগ্নে! মিত্র, অর্য্যমা প্রভৃতি প্রাতর্যাবাহ্য দেবগণ এই যজ্ঞে বিস্তৃত কুশোপরি উপবিষ্ট হউন এবং সেই হবির্বাঞ্ছী সহযোগী দেবগণের সহিত এক মনে হে শ্রুৎকর্ণ[৬]। তুমি আমাদের

তথাপি কেন যে পুনঃশ্রুত হইল? টীকাকারগণ ইহার কিছুই মীমাংসা করেন নাই।

১ ইহা ৭অ০ ৩১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ ইহা ৭অ ৩৩শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে বৈশ্বদেব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৩ শুচি=মন্ত্রপূত ও তেজ=ঘৃত।

৪ শর্দ্ধ=বলহেতু, স্বাধ্য=আরাধ্য, যুবা=পরিপক্ক অর্থাৎ অন্নাদ্যুৎপাদন সমর্থ, অনবদ্য=অনিন্দনীয়, রেতঃ=পর্জ্জন্য।

৫ ইহা ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

১ ইহা ৭অ০ ৩৬শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ অর্ক=সূর্য্য, তদ্বৎ শোক-দীপ্তি, যাহাদের তাদৃশ মন্ত্র।

৩ ইহা ৭অ০ ৩৮শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাহেন্দ্র গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ যন্তা=গৃহস্বামী ও মঘবা=পরিবারাদি-পোষণোপযোগি ধনশালী।

৫ ইহা ৮অ০ ২য় মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৬ প্রার্থীদিগের বাক্য শ্রবণার্থ যাঁহার কর্ণ সতত সংলগ্ন রহিয়াছে, তিনিই শ্রুৎকর্ণ।

প্রার্থনা শ্রবণ কর[১]। ১৫

অগ্নি, সমস্ত যজ্ঞীয় বস্তুর মধ্যে অদিতি[২] এবং সমস্ত মানুষ-সম্বন্ধে অতিথি[৩]; সেই জাতবেদা, দেবগণের অবঃ ববণ কবত[৪] সুমৃড়ীক[৫] হউন[৬]। ১৬

সম্যক্ দীপ্যমান, মহান্, অগ্নির গৃহস্বামী, আমরা, যদি, কি রাত্রে কি দিবসে পাপাচরণ না করিয়া সবিতৃ-দেবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর প্রেরণেই সতত বিদ্যমান থাকি, তাহা হইলে দেবসম্বন্ধী অবোলাভে অবশ্যই সমর্থ হই[৭]। ১৭

১৮—২৯ কণ্ডিকা।

ইন্দ্রস্তুৎ নামক দ্বিতীযাহে এতদাদি দ্বাদশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্র পুবোরুক্ হইবে—

হে ইন্দ্র! সুর্য্য[১] আপ্‌সকলের ন্যায ও গোসকলের ন্যায় আপ্যায়নকারী ত্বদীয় জরিতৃগণ[২], সত্য লাভ করুন। বায়ু যে-রূপ স্বীয় বাহনে নিযুদ্‌গণের সাহিত্য-লাভার্থে প্রবাহিত হএন, তুমিও সেইরূপ আমাদিগকে প্রাপ্ত হইবার জন্য আগমন কর; ত্বদীয় গতিরূপ ক্রিয়াফলেই[৩] আমরা বাজলাভে সমর্থ হই[৪]। ১ (১৮)

যজ্ঞের রূপ (ফল) প্রদ, গোসকল[৫] স্বীয় হিরণ্ময় কর্ণদ্বয়ে প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক এই মহীতে আগমন করুন[৬]। ২ (১৯)

অদ্য, সূর্য্যের উদয়াবধি, আমি কোন পাপাচরণ করিনাই অতএব ভরসাকরি—যিনি মিত্র, অর্য্যমা ও ভগ নামে প্রসিদ্ধ, সেই সবিতৃ-দেবতা আমাকে শুভকার্য্যেই প্রেরণ করিতেছেন[৭]। ৩ (২০)

সোম অভিষুত হইলে ঋত্বিক্‌গণ উহা

---

১ ইহা ৮ম অ০ ৩য় মন্ত্রেব পবিবর্ত্তে ঐ আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য।

২ খণ্ডন শূন্য অর্থাৎ অপবাপব বস্তুব অভাবেও বস্তুর দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয় কিন্তু অগ্নির অভাবে পাকযজ্ঞ কোন রূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না।

৩ অতিথিবৎ পূজ্য।

৪ দেবগণের=ঋত্বিক্‌গণের, অবঃ=কল্যাণ বা রক্ষণ বা অন্ন।

৫ সুন্দর সুখকর।

৬ ইহা ৮অ০ ৪র্থ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্যগ্রহ সম্বন্ধীয দধিশ্রয়ণে ব্যবহার্য্য।

৭ ইহা ৮অ০ ৬ষ্ঠ মন্ত্রের পবিবর্ত্তে সাবিত্রগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

১ সু ধাতুব প্রীণনাদি বিবিধ অর্থ।

২ স্তোতৃগণ।

৩ দেবমাতৃক অস্মদ্দেশে ইন্দ্রদেবের শুভাগমন না হইলেই আমরা বাজ (অন্ন ও পানীয়) লাভে বঞ্চিত হই, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয, ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

৪ ইহা ৭অ০ ৭ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৫ বৃষ্টিধারা সকল।

৬ ইহাও ৭অ০ ৮ম মন্ত্রের পবিবর্ত্তে ঐন্দ্রবাযব গ্রহ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য।

৭ ইহা ৭অ০ ৯ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মৈত্রাবরুণ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

পাত্রে আসিঞ্চন করেন, (সেই ক্রিয়াফলে) ইন্দ্র দেবতা দ্যাবাপৃথিবীর শ্রী, অতি শ্রী স্বরূপ ও নদীরূপ বৃষভকে[১] ধারণ পোষণ করেন[২]। ৪

সপ্তমাধ্যায়ের ১২শ কণ্ডিকাই এস্থলে প্রক্রম মন্ত্র। ৫

এবং সপ্তমাধ্যায়ের ১৬শ কণ্ডিকাই এস্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র। ৬ (২১)

চিরস্থিত সেই দেবতাকে বিশ্বসংসার ভূষিত করিতেছে, তিনি সেই সমস্ত ভূষণে ভূষিত হইয়া স্ব-প্রকাশেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই বলবান্ ফলবর্ষী দেবতার মহৎনাম—'বিশ্বরূপ', 'অমৃত' ইত্যাদি চির দিন যথাবস্থিত রহিয়াছে[৩]। ৭ (২২)

এই দ্যাবাপৃথিবী সমস্তই, যে ইন্দ্র দেবতার সুন্দর কর্ম্ম, বল, মহৎকীর্ত্তি ও নৃম্নের সপর্য্যা[৪] করে, তোমরা, সেই মোদমান বিশ্বানর বিশ্বস্রষ্টা ইন্দ্রদেবতাকে অন্নলাভার্থ অর্চ্চনা কর[৫]। ৮ (২৩)

যুবা ইন্দ্রদেবতা যাহাদের সখা, তাহাদের শস্ত্রও বহু,—খড়্গও বিশাল, অতএব আমরা সেই বৃহৎ দেবতারই আরাধনা করি[১]। ৯ (২৪)

হে ইন্দ্র! আগমন কর,—সমস্ত সোম-পর্ব্ব-চ্যুত রস পান করতঃ মোদিত হও,—আমাদের এই মহাম্ অভীষ্টকে স্বীয় ওজোব্যাপ্ত কর[২]। ১০ (২৫)

বলশালী ইন্দ্র, বৃত্রকে[৩] (যুদ্ধার্থ) বরণ করেন, বহুরূপ তিনি মায়াশরীর (অসুর)-দিগকে[৪] বিনষ্ট করেন, বনের মধ্যে[৫] বিভাগকারী[৬] ও কান্তিনাশী (তস্কর)-দিগকে[৭] হনন করেন এবং রাম্য (ঋষি)-দিগের বাণী[৮] আবিষ্কার করেন[৯]। ১১ (২৬)

হে সাধুপালক ইন্দ্র! তুমি উৎসাহপূর্ণ হইয়া একাকী কোথা হইতে আসি-

১ বর্ষণশীল পর্জ্জন্য।

২ ইহা ৭অ০ ১১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আশ্বিন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৩ ইহা ৭অ০ ১৯শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আগ্রয়ণ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ মহিমাকীর্ত্তনরূপ পূজা।

৫ ইহা ৭অ০ ২৪শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ধ্রুব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

১ ইহা ৭অ০ ৩১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ ইহা ৭অ০ ৩৩শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে বৈশ্বদেব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৩ সূর্য্য কিরণের আবরণকারী পর্জ্জন্যকে।

৪ মেঘবৃন্দকে।

৫ অন্তরীক্ষস্থ জলের মধ্যে।

৬ ধারারূপী।

৭ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হইলে দিবসের কান্তি নষ্ট হয়।

৮ রূপকপক্ষে অসুরনাশ-তুষ্টি-জন্য জয় জয় ধ্বনি এবং প্রকৃত পক্ষে মেঘবৃন্দের গুড়্ গুড়্ ধ্বনি।

৯ ইহা ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

তেছ? কোথাই বা যাইতেছ? এবং ইহাব হেতুই বা কি? আরও জিজ্ঞাস্য—যে, চলিতে চলিতে শুভবাক্যে কিই বা বলিতেছ? হে হরিনামক অশ্ববান্ ইন্দ্র। তাহা আমাদ্দিগকে বল, যেহেতু আমবা তোমারই[১]। ১২

সপ্তমাধ্যাযের ৪০শ কণ্ডিকাই এস্থলে ত্রয়োদশ মন্ত্র[২]। ১৩

অষ্টমাধ্যাযের ২য় কণ্ডিকাই এস্থলে চতুর্দ্দশ মন্ত্র[৩]। ১৪

অষ্টমাধ্যাবেব ৩য কণ্ডিকাই এস্থলে পঞ্চদশ মন্ত্র[৪]। ১৫ (২৭)

হে ইন্দ্র! যে মানবগণ গোমান্ অন্ন[৫] কর্ত্তন কবেন[৬] এবং যাঁহারা একবাবও এই বহুপুত্রা, সহস্রধাবা, বৃহতী, মহী হইতে রাজস্ব দোহন কবেন[৭], তাঁহাবা সকলেই[৮] তোমাব মহিম্া কীর্ত্তন করেন[৯]। ১৬ (২৮)

১ ইহা ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় মরুত্বতীয গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য। [সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ ইহা ৭অ০ ৩৯শ মন্ত্রেব পরিবর্ত্তে মাহেন্দ্র গ্রহ

৩,৪ এই দুইটী ৮অ০ ২য ও ৩য মন্ত্রেব পবিবর্ত্তে আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৫ গো শব্দে এ স্থলে জল অতএব আর্দ্র ভূমিস্থ ধ্যান্যাদি। ৬ কৃষকগণ। ৭ বাজাবা।

৮ বৃষ্টির ফলাফল, কৃষক এবং বাজাবাই বিশেষ বুঝিতে পারেন, ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ জাতির পক্ষে দুর্ভিক্ষ সুভিক্ষ উভযই প্রায তুল্য।

৯ ইহা ৮অ০ ৪র্থ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধী দধিগ্রহে ব্যবহার্য্য।

হে ইন্দ্র। তুমি মহান্, তোমার যে ধিষণা স্তোতৃবর্গেব জন্য ব্যক্তই আছে, সেই মহতী কৃপা বুদ্ধি আমি আহরণ কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছি। কি উৎসবে, কি বাজাদশাদি বিপদে, সর্ব্বত্রই, দেবগণ সেই শক্রপরাভবকারী ইন্দ্রদেবতাকেই বলপূর্ব্বক অনুমোদন (স্তুতি) করেন[১]। ১৭ (২৯)

৩৪—৪৩ কণ্ডিকা।

সূর্য্যস্তুৎ নামক তৃতীযাহে এতদাদি চতুর্দ্দশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্র পুরোরুক্ হইবে—

যে বিভ্রাট্[২] দেবতা পরমাত্ম-কর্ত্তৃক বায়ুবেগে সতত চালিত[৩] হওতঃ প্রজাবর্গকে বক্ষা কবিতেছেন,—পোষণ করিতেছেন এবং বহুধা[৪] বিবাজমান রহিয়াছেন, তিনি অদ্য এই সুমধুব সম্যধিক সোমবস পান করুন এবং যজ্ঞপতিকে অকুটিল আয়ু প্রদান করুন[৫]। ১ (৩০)

কেতু দেবতাবা[৬], সেই জাতবেদা

১ ইহা ৮অ০ ৬ষ্ঠ মন্ত্রেব পরিবর্ত্তে সাবিত্র গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ বিশেষদীপ্তিমান্ সূর্য। | পাইতেছে।

৩ এই মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডলেব গতি স্পষ্টই প্রকাশ

৪ চন্দ্র, নক্ষত্রাদি জ্যোতিরূপে।

৫ ইহা ৭অ০ ৭ম মন্ত্রেব পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রবাযব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৬ কেতু শব্দে জ্যোতিঃ অতএব এ স্থলে ব্রহ্ম-

সূর্য্য দেবতাকে বিশ্বসংসারের দর্শনক্রিয়া সম্পাদনার্থ[১], ঊর্দ্ধভাগে সতত বহন করিতেছেন[২]। ২ (৩১)

হে পাবক বরুণ[৩] দেব! তুমি এই চক্ষুর্দ্বারা[৪] এই পতনশীল সমস্ত চরাচরকে সতত দর্শন করিতেছ[৫]। ৩ (৩২)

এই সূর্য্যকান্তিরূপ রথে আরূঢ় হইয়া দৈব অধ্বর্য্যুদ্বয়ও আগমন করেন, তাঁহাদেব আগমনে এই যজ্ঞ মধুসিক্ত হয়[৬,৭]। ৪

সপ্তমাধ্যাযের দ্বাদশ কণ্ডিকাই এস্থলে পঞ্চম মন্ত্র। ৫

সপ্তমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ কণ্ডিকাই এস্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র। ৬

সপ্তমাধ্যায়ের দ্বিচত্বারিংশ কণ্ডিকাই এস্থলে সপ্তম মন্ত্র[১]। ৭ (৩৩)

বিশ্বহিতকব সবিতা দেবতা প্রতিদিন সুনিয়মে উদিত হওতঃ এই যজ্ঞে[২] অন্নোৎপাদনে[৩] প্রশংসা লাভ করুন এবং হে আমাদের যুবগণ। ইহাঁব উদযে স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে[৪] বুদ্ধিচালনা পূর্ব্বক বিশ্ব জগৎকে আমোদিত[৫] করও। ৮ (৩৪)

হে বৃত্রহন্[৭], ইন্দ্র[৮], সূর্য্য! তুমি যে কোন প্রদেশে উদিত হইতেছ, তৎ সমস্তই তোমার অধীন[৯,১০]। ৯ (৩৫)

জ্যোতিই গ্রাহ্য এবং সেই জ্যোতিঃ যেহেতু অসীম সেই জন্যই বহুবচন প্রযুক্ত হইযাছে।

১ অর্থাৎ আলোকের জন্য।

২ ইহা ৭অ০ ৮ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য।

৩ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিবিধ স্বীয় জ্যোতিতে আবৃত রাখিযাছেন=পরব্রহ্ম।

৪ এতাবতা সূর্য্যকে তদীয় চক্ষুরূপে স্তুতি করা হইল।

৫ ইহা ৭অ০ ৯ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মৈত্রাবরুণ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৬ অর্থাৎ সূর্য্যেব গতি অনুসাবে দিবা রাত্রি ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়াতেই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞই হউক বা সৃষ্টিরূপ এই মহাযজ্ঞই হউক সমস্তই সুমধুর হয়।

৭ ইহা ৭অ০ ১১শ মন্ত্রের পবিবর্ত্তে আশ্বিন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

১ ইহা ৭অ০ ১৯শ মন্ত্রেব পরিবর্ত্তে আগ্রয়ণ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ সৃষ্টিযজ্ঞে।

৩ রবি শব্দ প্রভৃতিব উৎপত্তি বিষয়ে, এই জন্যই হিন্দী ভাষায় প্রবাদ আছে যে "রবি রবি কে হাথ।"

৪ হলচালনাদিতে।

৫ শস্যাদ্যুৎপাদনাদি দ্বারা দেশে সুভিক্ষাদি সম্পাদন পুরঃসর।

৬ ইহা ৭অ০ ২৪শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ধ্রুবগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৭ এ স্থলে বৃত্রশব্দে অন্ধকার।

৮ ঐশ্বর্য্যবান্।

৯ অর্থাৎ সৌর জগৎ সমস্তই সর্ব্বথা সূর্য্যের আশ্রিতঃ, সূর্য্যই এ জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, ঈশ্বর এ জগতের শাসন ভার ইহাঁর হস্তেই অর্পণ করিযাছেন।

১০ ইহা ৭অ০ ৩১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

হে সূর্য্য! নভোবর্ত্মচারী তুমিই বিশ্বসংসারের দর্শক, যেহেতু তুমিই আলোকের আবিষ্কর্ত্তা,—এই বিশ্ব চরাচর ত্বদীয় আলোকেই আলোকবান্ দৃষ্ট হইতেছে[১]। ১০ (৩৬)

সূর্য্যদেবের তাহাই দেবত্ব ও তাহাই মহত্ত্ব যে স্বয়ং মধ্যে থাকিয়া স্বীয় আকর্ষণে এই সুবিস্তৃত গ্রহমণ্ডলকে স্বস্বকক্ষে নিয়মিত রাখিয়াছেন, তিনি যখনই স্বীয় রথে হরিগণকে যোজনা করেন[২], তখনই রাত্রি স্বীয় সীমন্তে বস্ত্রাচ্ছাদন করে[৩,৪]। ১১ (৩৭)

এই মিত্র ও বরুণ[৫], দেবতার যে বিভিন্ন রূপ (শুক্ল ও কৃষ্ণ) দৃষ্ট হয়, দ্যুলোকের ক্রোড়ে স্থিত সূর্য্যই ইহার কারণ, তিনিই এ পৃথিবীর এক দিকে শুক্ল (আলোক) করেন এবং তাহারই অপরদিকে কৃষ্ণ (অন্ধকার) করেন[১]। ১২ (৩৮)

হে সূর্য্য। তুমি সত্যই মহান্[২], হে আদিত্য। তুমি সত্যই মহান্[৩], হে দেব। তুমি সত্যই মহান্[৪], মহৎস্বরূপে বিদ্যমান তোমার মহিমা, সকলে সত্যই কীর্ত্তন করে[৫]। ১৩ (৩৯)

হে সূর্য্য! তোমার প্রসাদে অন্ন সমুৎপন্ন হয় অতএব তুমি সত্যই মহান্, হে দেব! তুমি এককালে বহুদেশে উদিত হও অতএব তুমি সত্যই মহান্, তুমি মাহাত্ম্য প্রভাবে[৬] এককালে সর্ব্বদেশ-ব্যাপী অদাভ্য[৭] জ্যোতি বিস্তার

---

১ ইহা ৭অ০ ৩৩শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে বৈশ্বদেব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ রথে=রংহণে=গমন বিষয়ে, হরিগণ=কিরণরূপ অশ্বগণ, অর্থাৎ যখনই পূর্ব্বদিকে কিরণছটা প্রকাশারম্ভ করেন।

৩ অরুণোদয় কালেই রাত্রি (ঘোমটা টানেন) প্রচ্ছন্ন হএন অর্থাৎ সূর্য্যালোকে সমস্ত ধ্বান্তই দূর হয়।

৪ ইহা ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৫ মিত্র=দিবস, বরুণ=রজনি। দিবসে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় এই জন্য দিবসকে মিত্র অর্থাৎ বন্ধু বলা যায় এবং রজনীতে অন্ধকারে আবৃত থাকিতে হয় এই জন্যই রজনিকে বরুণ অর্থাৎ আবরণকারী বলা যায়।

১ ইহা ৭অ০ ৩৬শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ যেহেতু তুমি সূর্য্য সম্বোধনের বোধ্য, অতএব মহান্ সূর্য্য অর্থাৎ জগৎ প্রেরক, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়েই সকলে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং শৈত্য-প্রযুক্ত জাড্যও অপসারিত হয় এবং অঙ্গ বাহ্যাদ্গমনের কারণও সূর্য্যই প্রসিদ্ধ।

৩ যেহেতু তুমি আদিত্য অর্থাৎ রসাকর্ষণকারী।

৪ যেহেতু তুমি দেব অর্থাৎ জগতের মধ্যে প্রধান দ্যুতিমান্, যাহার দ্যুতিতে চন্দ্রাদি দ্যুতিমান্।

৫ ৭অ০ ৩৯শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাহেন্দ্র গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৬ এস্থলে মহীধর—'স্বীয় মাহাত্ম্যে' বলিয়াছেন কিন্তু, 'সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি নিয়ম-মাহাত্ম্যে' এইরূপ অর্থ হইলে অপেক্ষাকৃত ভালহয়।

৭ অর্থাৎ অপ্রতিযোগী—প্রতিদ্বন্দী শূন্য।

করত: প্রাণিমাত্রেরই হিতকারী স্বরূপে সমস্ত দেবগণের[১] অগ্রে[২] প্রকাশ পাইয়া থাক[৩]। ১৪ (৪০)

আমরা এই সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াই যেন বিশ্বাধিপতি পরম পিতার বিষয় ভোগে সমর্থ হই, তৎসৃষ্ট বা তৎসৃজ্যমান সমস্ত সম্পত্তিতেই যেন বলপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রাপ্য ভাগ অধিকার করিয়া থাকি[৪]। ১৫ (৪১)

অদ্য সূর্য্য-কিরণ সকল উদিত হইয়া আমাদিগকে পাপ ও লোকাপবাদ হইতে বিমুক্ত করুন[৫]—মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ দেবতারা আমাদের এই প্রার্থনাটি অনুমোদিত করুন[৬]। ১৬ (৪২)

১ চরাচরের।

২ অর্থাৎ যে কেহ যে কোন প্রদেশ হইতে সূর্য্যকে দেখে, সে সেই স্থান হইতে সম্মুখেই দেখিতে পায়।

৩ ইহা ৮অ° ২য় মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্যগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ এতাবতা আমরা যদিও পরমপিতৃ-বিষয়ই ভোগ করি, তথাপি সূর্য্যের সাহায্য অপেক্ষা করি, অর্থাৎ সূর্য্যাভাবে চেতনাশূন্য জড়াবস্থ জীবের বিষয় ভোগ অসম্ভব।

৫ ইহা ৮অ° ৩য় মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৬ অর্থাৎ অদ্য যে সমস্ত কার্য্য করিব, তাহাতে পাপ বা লোকাপবাদ না হয়।

৭ ইহা ৮অ° ৪র্থ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধীয় দধি-গ্রহণে ব্যবহার্য্য।

হিরণ্ময় রথে আরূঢ় সবিতা দেবতা, কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষ পথে পুনঃ পুনরাবর্ত্তন-ক্রমে অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্য তাবৎ চরাচরকে স্ব স্ব কার্য্যে নিবিষ্ট করত: ভুবনসকল পর্য্যালোচন করিতে করিতে সতত গমন করিতেছেন[১]। ১৭ (৪৩)

৪৪—৫৪ কণ্ডিকা।

বৈশ্বদেবস্তুৎ নামক চতুর্থাহে এতদাদি একাদশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্র পুরোরুক্ হইবে—

রাত্রির আরম্ভে এবং উষোদয়ারম্ভে, যে স্থলে কুশাদি তৃণ সকল ঢল ঢল লহ লহ রূপে চালিত হইতেছে তাদৃশ সুরম্য সুদীর্ঘ প্রান্তরে (মাঠে) এই মনুষ্য সকলের কল্যাণার্থ, রাজতুল্য, নিয়ুত্বান্, বায়ু ও পূষা[২] দেবতা সমাগত হউন[৩],[৪]। ১ (৪৪)

ইন্দ্র, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, অগ্নি, পূষা, ভগ, আদিত্যগণ ও মরুদ্গণ, তাদৃশ

১ ইহা ৮অ° ৬ষ্ঠ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাবিত্র গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

২ পূষা শব্দে শরীর-পোষক সূর্য্যকিরণ, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ের সুমিষ্ট কিরণ ভোগে শরীর সুস্থ হয় সুতরাং পুষ্ট হয়।

৩ এতাবতা প্রতিদিন প্রান্তর গমন পূর্ব্বক সায়ং ও প্রাত: সময়ের সমীরণ ও সূর্য্য কিরণ, স্বাস্থ্যকাম ব্যক্তির পক্ষে উপবিষ্ট হইল।

৪ ইহা ৭অ° ৭ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

তাদৃশ প্রান্তরে ও তাদৃশ সময়ে সকলকেই পাওয়া যায়[১]। ২ (৪৫)

প্রথমতঃ বরুণ দেবতা রক্ষক হওন তদনন্তর মিত্র দেবতাও সমস্ত রক্ষাক্রিয়া সহ জাগ্রত হওন, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে[২] উভয়েই আমাদের কল্যাণ সাধন করেন[৩]। ৩ (৪৬)

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! হে মরুদ্গণ! হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাও আমাদের সাজাত্য-মধ্যে সমাগত হও[৪,৫]। ৪

সপ্তমাধ্যায়ের দ্বাদশ কণ্ডিকাই এ স্থলে পঞ্চম মন্ত্র। ৫

সপ্তমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ কণ্ডিকাই এ স্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র। ৬

সপ্তমাধ্যায়ের ঊনবিংশ কণ্ডিকাই এ স্থলে সপ্তম মন্ত্র। ৭

এই ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশ কণ্ডিকাই এ স্থলে অষ্টম মন্ত্র। ৮

এই ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের দশম কণ্ডিকাই এ স্থলে নবম মন্ত্র[১]। ৯

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ কণ্ডিকাই এ স্থলে দশম মন্ত্র। ১০ (৪৭)

অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, অশ্বিদ্বয়, মাত্রয়[২] পূষা, ভগ ও সরস্বতী দেবতারা আমাদিগকে সেবন করুন, তাঁহাদের প্রসাদে আমরা যেন বলিষ্ঠ হই[৩]। ১১ (৪৮)

ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অদিতি, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দ্যৌ, মরুদ্গণ, পর্ব্বতরাজি, জলসঙ্ঘ, বিষ্ণু, পূষা, ব্রহ্মণস্পতি ও ভগ দেবতাকে এবং তাঁহাদের সকলেরই সবিতা, (প্রেরক) প্রশংসিত পরম দেবতাকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করি[৪]। ১২ (৪৯)

বৃত্রহত্যাব্যাপারে[৫] রণাহ্বানে[৬] ঐকমত্যে প্রীতি পূর্ব্বক সমবায়িত, রুদ্র[৭], পর্ব্বত[৮] ইন্দ্রজ্যেষ্ঠ[৯] মেহন[১০] দেবতারা আমাদিগকে পালন করুন।

---

১ ইহাও ৭অ০ ৮ম মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ সম্বন্ধেই ব্যবহার্য্য।

২ অর্থাৎ রাত্রির পর দিবা ও দিবার পরে রাত্রি।

৩ ইহা ৭অ০ ৯ম মন্ত্রের পরিবর্তে মৈত্রাবরুণ গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ অর্থাৎ তোমরাও আমাদের সমান জাতি (স্বষ্ট) বলিয়া আপনাদিগকে স্বীকার কর এতাবতা পরস্পরের উপকার্য্যোপকারক ভাব দৃঢ়ীকৃত হউক।

৫ ইহা ৭অ০ ১১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আশ্বিন গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

১ ইহা ৭অ০ ৩১শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে ঐন্দ্রাগ্ন গ্রহ সমন্ধে ব্যবহার্য্য। ২ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী।

৩ ইহা ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ ইহা ৭অ০ ৩৬শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় মরুত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৫ মেঘের উপরি মেঘ ঘর্ষণ ক্রিয়া কালে।

৬ মেঘ-গর্জ্জনে অর্থাৎ বজ্র নির্ঘোষে।

৭ রোদন স্বভাব। ৮ পর্ব্ব পর্ব্ব-বিশিষ্ট।

৯ যাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান।

১০ সেচনকারী মেঘ।

আমরা, ধন উপার্জ্জিত হইলে, হবি: প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের শরীর বৃদ্ধি করিয়া থাকি[১] এবং শংসন ও স্তবন[২] উভয়ই করিয়া থাকি[৩]। ১৩ (৫০)

হে দেবগণ! আমরা ভয়ে আকুল হইয়া তোমাদের হৃদ্য বস্তুর অপব্যয়ও করিতে পারি অতএব অদ্য তোমরা যাজ্ঞিক-ত্রাতা রূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাও, নিঃশেষ অনিষ্টকারী বৃক-রূপ পাপ হইতে এবং প্রতিপদে অবশ্য-ম্ভাবী কূপরূপ লোকাপবাদ হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর[৪]। ১৪ (৫১)

অষ্টাদশ অধ্যায়ের একত্রিংশত্তম কণ্ডিকাই এ স্থলে পঞ্চদশ মন্ত্র[৫]। ১৫(৫২

যে দেবতারা অন্তরীক্ষ স্থায়ী, যাঁহারা দ্যুস্থ এবং যাঁহারা অগ্নিজিহ্ব (ভূস্থ); সমস্ত যজনীয় দেবগণই আমার এই আবাহন শ্রবণ করুন,—এই কুশাসনে আসীন হওত: পরিতৃপ্ত হউন[৬]। ১৬(৫৩)

হে জগৎপ্রসবিতঃ! তুমি যজ্ঞীয দেবগণকে অমৃত নামক উৎকৃষ্ট প্রথম ভাগে অধিকারী কর, অপর মনুষ্যগণকে তদপেক্ষা ন্যূন-মহিম জীবিত নামক অবশিষ্ট ভাগে আচ্ছন্ন করিয়া থাক[১,২]। ১৭ (৫৪)

৫৫—৬৯ কণ্ডিকা।

এতদাদি পঞ্চদশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্র[৩] পুরোরুক্[৪]—

'হে প্রয়জ্যো,[৫] তুমি দ্যুতদ্যাম,[৬] নি-যুত,[৭] পত্যমান,[৮] কবি[৯] হইয়া স্বীয় বৃহতী মনীষার প্রভাবে বৃহদ্রয়ি,[১০] বিশ্ববার[১১]

---

১ অর্থাৎ আহুতি-জন্য ধূমেই তাঁহাদের শরীর পুষ্ট হয়।

২ ঋঙ্মন্ত্র দ্বারা স্তুতিকে শংসন ও সামগান দ্বারা স্তুতিকে স্তবন কহে।

৩ ইহা ৭অ০ ৩৯শ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে মাহেন্দ্র গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ ইহা ৮অ০ ২য় মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৫ ইহা ৮অ০ ৩য় মন্ত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৬ ইহা ৮অ০ ৪র্থ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে আদিত্য গ্রহ সম্বন্ধি দধি শ্রবণে ব্যবহার্য্য।

১ এ মন্ত্রে দেব শব্দে হ্যুতিদান্ উপাসকমণ্ডলি এবং মনুষ্য শব্দে তদতিরিক্ত উপাসনাহীন মানব-মণ্ডলি। উপাসকগণ অমৃতত্ব লাভ করে এবং শিশ্নো-দর পরায়ণ জনগণ কেবল জীবিতমাত্র থাকে।

২ ইহা ৮অ০ ৬ষ্ঠ মন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাবিত্রগ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৩ এ সপ্তদশ মন্ত্রও পূর্ব্ব পূর্ব্ববৎ সপ্তমাধ্যায়ীয় সপ্তমাদি মন্ত্রের পরিবর্ত্তে, যথাক্রমে, ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য।

৪ যদিও কোনদিবসের পুরোরুক্ ইহা স্পষ্টতঃ বিধান নাই, তথাপি ক্রমানুরোধে এগুলি পঞ্চমা-হের হইতে পারে।

৫ প্রয়োজ্য অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ত্তৃক কার্য্যে নিযোজ্য।

৬ দীপ্তিগামী,। ৭ কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত।

৮ শরীরপাত পর্য্যন্ত সঙ্কল্পবান্। ৯ ক্রান্তদর্শী

১০ যাহা ব্যবহার করিতে জানিলে বিপুল ধন উপার্জ্জিত হইতে পারে।

১১ যাহা ব্যবহার করিতে জানিলে বিশ্বসংসারে একজন বিখ্যাতনামা হইতে পারে।

রথপ্রা,[১] কবি বায়ুদেবতার সহিত সম্বন্ধ করিতে যজনেচ্ছা কর[২]। ১ (৫৫)

হে প্রযজ্যো! বিদ্যমান, ইন্দ্র ও বায়ু, ইহাঁরা তোমাদেব অন্নকারী হইয়া বুদ্ধিতে নীত হউন। হে ইন্দ্র ও বায়ো! যে হেতু ইহাঁবা তোমাদিগকে ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কবিতেছে[৩]। ২ (৫৬)

যাহাতে পবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ঈদৃশ দিবসকে এবং যাহাতে পাপ কার্য্য আচবিত না হয়, ঈদৃশ বজনিকে আবাহন কবি। হে দিবস রজনি! তোমরা আমার বুদ্ধি বৃত্তিকে পূজনীয় কব[৪]। ৩ (৫৭)

দর্শনীয়,[৫] যুবব্যক্তির ব্যবহারোপযুক্ত, বিবিধ সত্য পদার্থ, (ঈশ্বরকর্ত্তৃক) বিস্তৃত কুশাদি তৃণপ্রায়[৬] প্রসূত হইয়াছে; তৎসমস্তই এই রুদ্রবর্ত্মে[৭] বিস্তৃত রহিয়াছে। ৪

সপ্তমধ্যায়েব দ্বাদশ কণ্ডিকাই এ স্থলে পঞ্চম মন্ত্র। ৫

সপ্তমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ কণ্ডিকাই এ স্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র। ৬ (৫৮)

অদ্রির এক একটি মুখ্য সুন্দর পথ, ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন; উক্ত পথে অনেকানেক অক্ষয় পদার্থ লাভ করা যায়,—এইরূপ প্রবাদও আছে। সেই পথগুলি কেহ যদি অবগত হইতে পারে তাহা হইলে কান্তিযুক্ত, পূজনীয়, প্রাচীন, মহৎ, অন্ন, স্বীয় অগ্রে উপনীত করিতে পারে[১]। ৭ (৫৯)

বিশ্ব-নর-হিতকারী অগ্নি-ব্যতিরেকে অপর কেহই[২] স্পর্শ ক্রিয়া[৩] অবগত নহেন, যে স্পর্শ ক্রিয়ার প্রসাদে ধাতুদ্রব্যাদি বিবিধ আকারে সম্মুখে আগত হইতে পারে, অতএব অমৃত দেবগণ[৪] এই অমর্ত্ত্য বৈশ্বানর কে ক্ষত্রজিতি[৫] প্রভৃতি স্বার্থ-সাধনের জন্য সতত বর্দ্ধিত করেন। ৮ (৬০)

আমবা সংগ্রামের উপযোগী, উগ্র,

---

১ যাহা রথের মধ্যে পূরিত হইয়া রথচালক হয়।

২ অর্থাৎ বায়ুকে কি কি-রূপে ব্যবহার কবা যায় শিক্ষা কর।

৩ অতএব ইহাদের বুদ্ধিতে নীত হও।

৪ দিবস রজনি যদি পুণ্য কার্য্যে অতিবাহিত হয়, তাহাহইলে পাপাভাবে সুতরাং বুদ্ধি উৎকৃষ্টা হয়।

৫ বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয় পরীক্ষায়।

৬ অর্থাৎ অপরিমিত ও অল্পায়াসলভ্য।

৭ অন্তরীক্ষে।

১ অর্থাৎ গিরি পৃষ্ঠ অন্বেষণে বহুমূল্য বস্তু ওষধ্যাদি পাওয়া যায়।

২ বায়্বাদি।

৩ বিগলনাদি। যদ্দ্বারা ধাতুদ্রব্যাদির সমস্ত অবয়ব বিশ্লিষ্ট হইয়া বিবিধ আকারে পরিণত হইতে পারে।

৪ বুদ্ধিমান্ মানবগণ।

৫ ক্ষত্রজিতি=যুদ্ধজয়ে। অর্থাৎ এই অগ্নির স্পর্শশক্তি প্রভাবেই লৌহ ফলকাদি নির্ম্মাণ পুরঃসর যুদ্ধজয়াদি করাযায়।

ইন্দ্রাগ্নী[১] যুগ্মদেবকে আহ্বান করি, তাঁহারা ঈদৃশ অবস্থায় আমাদিগকে সুখী করুন। ৯ (৬১)

হে নৃ-গণ! তোমরা, যাহাদ্বারা দেবগণের যজনেচ্ছা সম্পন্ন করা যায় ঈদৃশ, এই, পবমান, ইন্দুর[২] উদ্দেশে উপগান কর। ১০ (৬২)

হে মঘবন্! যে বিপ্রগণ, তোমাকে অহিহননে[৩] স্তবন করেন, হে হরিবন্! যাঁহারা তোমাকে শাম্বরে[৪] স্তবন করেন, যাঁহারা গবিষ্টিতে[৫] স্তবন করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই তোমাকে অনুমোদন করেন; হে ইন্দ্র! (তাঁহারাই সোমরস প্রদান করিতেছেন,) মরুদ্গণের সহিত সগণ হইয়া সোম পান কর। ১১ (৬৩)

বলের জন্য এবং বেগের জন্য উগ্র বলিয়া বিখ্যাত, সুগম্ভীর, ওজস্বীতম, বহুলাভিমান, হে ইন্দ্র! তুমি মাতৃরূপে স্বীয়গর্ভে যে বীরকে[১] ধারণ করতঃ ধ্বনি (সিংহনাদ) করিতে থাক, পরক্ষণে উহাকে প্রসব কর, তাহাতে মরুদ্গণও তোমাকে সাহায্য করেন। ১২ (৬৪)

হে বৃত্রহন্ ইন্দ্র! তুমি মহান্, (অতএব প্রার্থনীয় যে,) মহৎ ঊতির[২] সহিত আমাদের দেশে আগমন কর। ১৩ (৬৫)

হে ইন্দ্র! তুমি রণাঙ্গণে সমস্ত স্পর্দ্ধিত শত্রুদিগকে পরাভব করিয়া থাক এবং তুমি 'দুরাত্মগণের নাশকারী ও সাধুগণের কল্যাণকারী' বলিয়া প্রসিদ্ধ অতএব অবশ্য বিনাশ্য সমস্ত দুষ্টদলকে বিনষ্ট কর। ১৪ (৬৬)

হে ইন্দ্র! মাতা পিতা যেরূপ ক্রোড়েধাবমান স্বীয় শিশুকে গ্রহণ করতঃ সুখ লাভ করে; এই দ্যাবাপৃথিবীও ত্বরাগত ত্বদীয় বল[৩] অনুপ্রাপ্ত হওতঃ সেইরূপ সুখী হউক। তুমি যে ক্রোধ পূর্ব্বক বৃত্রকে বধ করিতেছ, ত্বদীয় এই যশঃশ্রবণে সমস্ত স্পর্দ্ধাবান্ ব্যক্তি স্বয়ংই হত হইবে। ১৫ (৬৭)

অষ্টমাধ্যায়ের চতুর্থ কণ্ডিকাই এস্থলের ষোড়শ মন্ত্র। ১৬ (৬৮)

হে সবিতঃ! তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কল্যাণকর, পালন শক্তির দ্বারা অদ্য আমা-

১. ইন্দ্রের সহিত বিদ্যমান অগ্নি অর্থাৎ বৈদ্যুতাগ্নি। 'এতাবতা তদানীং রণক্ষেত্রে বৈদ্যুতাগ্নিও ব্যবহৃত হইত।

২ সোম।

৩ অর্থাৎ অহিহনন কার্য্য লক্ষ্য করিয়া। অহিহনন—অহিনামক অসুর-হনন, প্রকৃতপক্ষে—অহি শব্দে মেঘ।

৪ অর্থাৎ শাম্বর কার্য্য লক্ষ্য করিয়া। শাম্বর—শম্বর নামক অসুর সম্বন্ধী যুদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে—কল্যাণার্থ সূর্য্যকিরণাচ্ছাদক মেঘাড়ম্বর।

৫ পণ্যাসুর কর্ত্তৃক হৃত গোসমূহের পুনঃপ্রাপ্তিরূপ কার্য্য লক্ষ্য করিয়া, প্রকৃতপক্ষে—গোশব্দে ধান্যাদি শস্য, তৎসম্বন্ধী ইষ্টি=অভিলাষ।

১ জল।

২ ঊতি=রক্ষণ, এস্থলে রক্ষাবুদ্ধি।

৩ এস্থলে বল শব্দে বলপ্রযুক্ত বৃষ্টি বুঝিতে হইবে।

দেব গৃহ পরিপালন কর। তুমি হিবণ্য-জিহ্ব, আমাদিগকে নিত্য নূতনতব সুখ-ভোগেব জন্য রক্ষা কব ; কোন পাপাত্মা যেন আমাদিগকে অধীন করিতে না পাবে[১]। ১৭ (৬৯)

৭০—৮৪ কণ্ডিকা।

এতদাদি পঞ্চদশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্রও পূর্বোক্তরূপ[২] —

অধ্বর্য্যু প্রভৃতি প্রবীর. ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক মধুমান্‌, শুচি, সোমরস অভিযুত হইয়াছে ; হে বাযো ! নিযুদ্‌গণকে স্বরথে বহন কবত: অত্রাগমন পুরঃসর উক্ত অভিযুত সোমাংশ পান পূর্ব্বক আমোদিত হও। ১ (৭০)

এই ত্রয়স্ত্রিংশত্তমাধ্যাযের ঊনবিংশ কণ্ডিকাই এস্থলে দ্বিতীয় মন্ত্র। ২ (৭১)

কাব্যদ্বয়েব গমনাগমনে নিষ্পন্ন, মিত্রাবরুণ দেবতাবা[৩], কার্য্যদক্ষ যজমানের সধস্থ গৃহেব[৪] বিঘ্ন-নাশক হউন। ৩ (৭২)

ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ কণ্ডিকাই এস্থলে চতুর্থ মন্ত্র। ৪

সপ্তমাধ্যায়ের দ্বাদশ কণ্ডিকাই এস্থলে পঞ্চম মন্ত্র। ৫

সপ্তমাধ্যাযের ত্রযোদশ কণ্ডিকাই এস্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র। ৬ (৭৩)

এই দেবতার রশ্মি, কি অধোদেশে কি উপরিভাগে কি তির্য্যক্‌ প্রদেশে সর্ব্বত্রই বিতত রহিয়াছে ; ইনি রেতোধা[১], ইঁহার অনন্ত মহিমা ; অন্ন জীবন অপকৃষ্ট এবং জ্ঞান-জীবন উৎকৃষ্ট। ৭ (৭৪)

অরণীদ্বয সঙ্ঘর্ষণে উৎপন্ন এই অগ্নিকে ঋত্বিক্‌গণ অন্নলাভের জন্য পাত্রে ধারণ করত, পুরোডাশাদি অন্নপাকার্থ প্রথমতঃ আহবনীয় বেদীতে স্থাপন করেন ; কবি ইনি, বেগবান্‌ অশ্বেব ন্যায় দেখিতে দেখিতে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাতে পবিপূর্ণ কবেন ; সেই অগ্নি ক্রমে গার্হপত্যাদি বেদীতেও আনীত হএন। ৮ (৭৫)

উকথসমূহ দ্বারা, স্তুতিবাক্য দ্বারা এবং আঙ্গুষসমূহ দ্বারা সেই মোদমান বৃত্রহন্তম (ইন্দ্রাগ্নী) দেবদ্বয়কে অর্চ্চনা কর। ৯ (৭৬)

অমৃতপুরুষেব সন্ততিসকল[২], আমা-

---

১ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা যেন কেহ নষ্ট করিতে না পারে।

২ এগুলিও পূর্ব্ব-পূর্ব্ববৎ সপ্তমাধ্যায়ীয় সপ্তমাদি মন্ত্রের পরিবর্ত্তে, যথাক্রমে, ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য। এগুলি ষষ্ঠাহেব।

৩ কাব্যদ্বয়=সূর্য্য ও চন্দ্র। মিত্রাবরুণ=দিবস ও রজনি।

৪ সধস্থ শব্দে যেস্থলে সকলে একত্র বাস করে সুতরাং সধস্থগৃহ=যজ্ঞমণ্ডপ।

১ সমস্ত সৃষ্টিরূপ বীর্য্যশালী।

২ অমৃতপুরুষ=পরব্রহ্ম। তাঁহার সন্ততি এই দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত চরাচর।

দের প্রার্থনা শ্রবণ করুন,—তাঁহারা সকলেই আমাদের সুখকারী হউন। ১০ (৭৭)

মৎপ্রযুক্ত মন্ত্র সকল, ও মদীয়া দেবার্চ্চা মতি এবং ঋত্বিকগণ এবং মৎসম্পাদিত সোমাভিষব-সাধন অদ্রি ;—ইঁহারা সকলেই আমাকে কল্যাণভাজন করুন, আমরা আশাকবি—যে, যে সকল দেবতাকে কামনা করি, [১]হবি (অশ্ব)-দ্বয় তাঁহাদিগকে আমাদের উক্‌থে (যজ্ঞে) সম্বদ্ধ কবাইবার জন্য বহন কবিতে পারেন। ১১ (৭৮)

হে ঐশ্বর্য্যবন্। সমস্ত দেবতাই তোমাঅপেক্ষা অনুত্তম, তুমিই সর্ব্বোত্তম, তোমার সদৃশ সর্ব্বজ্ঞ কেহই নহে; হে অতিবৃদ্ধ! তুমি যে সমস্ত কার্য্য কবিতেছ ও কবিবে, এ সমস্ত করিতে সক্ষম, কেহই নাই, কেহ ছিলও না। ১২ (৭৯)

তিনিই[১] একমাত্র ত্রিভুবনে জ্যেষ্ঠ আছেন, যাঁহা হইতে এই উগ্র তেজোধন[২] উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি উৎপন্ন হইয়াই তদবধি শত্রু-বধ কার্য্যে[৩] নিযুক্ত বহিয়াছেন, যাঁহাকে রক্ষণ-স্বভাব[৪] সমস্ত দেবগণই[১] অনুমোদন কবেন। ১৩ (৮০)

হে বহুবিধ-ধন। আমাব এই বাক্যসকল তোমাব তুষ্টিকব হউক। পাবকবর্ণ, শুচি, বিপশ্চিদ্‌গণও এই বাক্যস্তোমের দ্বাবাই তোমাকে স্তুতি করেন। ১৪ (৮১)

কি আর্য্য, কি দাস; কি আজ্ঞা-পালক, কি নাস্তিক,—এই বিশ্ব সমস্তই যাঁহাব সম্পত্তি। দুষ্টদমনকাবী, আয়ুধধাবী, সাধু-অসুর-বিহাবী সর্ব্বস্বামী, হে দেব। তোমাতেই এ বিশ্ব সম্পত্তি শোভা পায়। ১৫ (৮২)

এই পবম পুরুষ ঋষিগণ-কর্ত্তৃক ধ্যানবলে প্রত্যক্ষীকৃত হওন এবং (তাঁহাদেব হৃদয়ে) ক্রমেই সমুদ্রের ন্যায় প্রথিত হইতে থাকেন। তিনি সত্যস্বরূপ। ইঁহার অনন্ত সৃষ্টি বিষয়ক বল ও মহিমা, জ্ঞানিরাজ্যে সহস্র সহস্র বাব বর্ণিত হয়। ১৬(৮৩)

হে সবিত! তুমি অপ্রতিদ্বন্দী, কল্যাণকব পালন শক্তিব দ্বারা সম্প্রতি আমাদেব গৃহ রক্ষা কব। তুমি হিরণ্যজিহ্ব, আমাদিগকে নিত্য নূতনতর সুখভোগেব জন্য বক্ষা কব, কোন পাপাত্মা যেন আমাদিগকে অধীন কবিতে না পারে[২]। ১৭ (৮৪)

---

১ পবব্রহ্মই।

২ সূর্য্য।

৩ আলোকের শত্রু অন্ধকার সুতরাং ইহাঁর নাম 'ধ্বান্তারি' 'তমোনুৎ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

৪ পবনাদি।

১ অর্থাৎ জগদ্রক্ষাব জন্যই যাঁহাবা উৎপাদিত হইযাছেন।

২ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা যেন কেহ বিনষ্ট করিতে না পারে।

৮৫—৯৭ কণ্ডিকা।

এতদাদি ত্রয়োদশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্রও পুরোরুক্[১]—

হে বাযো! আমাদেব এই দ্যু স্পর্শী যজ্ঞে, ভালমনে আগমন কব। পাত্রমধ্যে পবিত্রাশ্রিত এই শুক্লবর্ণ সোমবস, তোমারই পানার্থ, সুনিয়মে বক্ষা কবিয়াছি। ১ (৮৫)।

সুন্দরাহ্বানেব যোগ্য, হে ইন্দ্রবায়ু দেবদ্বয়![২] আমরা তোমাদিগকে এস্থানে সুন্দব দর্শনীয়[৩] রূপে দেখিতে বাঞ্ছা কবি,—এই বহুজনাকীর্ণ স্থানে আমাদেব সর্ব্ব পবিজনই যেন নীরোগ ও সুমনা থাকেন[৪]। ২ (৮৬)

১ এগুলিও পূর্ব্ব-পূর্ব্ববৎ সপ্তমাধ্যায়ীয় সপ্তমাদি মন্ত্রের পরিবর্ত্তে, যথাক্রমে, ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য। ইহা সপ্তমাহেব।

২ অর্থাৎ জলবায়ু।

৩ অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর রূপে।

৪ বহুজনসমাগত স্থানে প্রায়ই জল বায়ু দূষিত হইয়া সংক্রামক বোগাদিব উৎপাদক হয়, একটি যজ্ঞেব বহ্বাডম্বর অনুষ্ঠানাবম্ভ হইলেই বহুজন-সমাগম হইয়াই থাকে সুতবাং সেস্থলে ঐ শঙ্কা হইতেই পারে, উহাই যাহাতে না হয়, তাদৃশ সতর্কতা অবলম্বন করাই এ মন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। আরও দ্রষ্টব্য—এক ক্রিয়াতে বহুজন ব্যাপৃত থাকা-নিবন্ধন একস্থানেই অসনাসনশযনাদি করিতে হইলে সংক্রামক রোগাদি জন্য বৈমনস্যের যেরূপ সম্ভাবনা তদ্রূপ পরস্পব স্বল্পবিবাদেও বৈমনস্যের সম্ভাবনা থাকে, এই মন্ত্রে সৌমনস্য প্রার্থিত হইয়াস, তদ্বিষয়ের সতর্কতাও সূচিত হইল।

যে ধনী মর্ত্ত্য, হব্যদান পুর সর দেবযজন কার্য্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক অভীষ্ট সাধনে উদ্যত হইয়া মিত্রাবরুণ সেবা কবেন[১], তিনি এই প্রকাবেই[২] উক্ত দোষেব[৩] উপশম কবিতে পাবেন। ৩ (৮৭)

হে অশ্বিদেবদ্বয়![৪] তোমরা আগমন কব, এই যজ্ঞকে অলঙ্কৃত কব, মধুপান কব, হে জয লব্ধ-ধন-স্বামিগণ! তোমাদেব আগমন প্রসাদে পৃথিবীতে সুবৃষ্টি হউক, বিশেষতঃ তোমাদেব আগমন দোষে আমি যেন মাবা না যাই[৫]। ৪ (৮৮)

ব্রহ্মণস্পতি[৬] দেবতা সমাগত হউন, সুনৃতা[৭] দেবীও সমাগতা হউন; এবং দেবগণ[৮] আমাদিগকে বীব[৯], নর্য্য[১০]

১ অর্থাৎ দিবস রজনি কালযাপন কবেন।

২ হব্যদানাদি দ্বাবাই অর্থাৎ অগ্নিতে ঘৃতাদি তৈজস ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি হবন কার্য্যানুষ্ঠানেই। মর্ত্ত্যরূপ কর্ত্তৃপদে 'ধনী' বিশেষণ থাকায ধনী-সাধ্য অপব্যাপব বোগনিবাবোপাযেবও কর্ত্তব্যতা সূচিত হইতেছে।

৩ সংক্রামক বোগোৎপত্তিরূপ দোষেব।

৪ যাস্ক বলেন—অশ্বিদেবদ্বয় শব্দে দ্যাবাপৃথিবী এস্থলে দ্যাবাপৃথিবীস্থ তাবৎ (নিমন্ত্রণযোগ্য) প্রাণী বুঝিতে হইবে।

৫ এতাবতা নিমন্ত্রিত বহু-জন-সমাগমে যে যে উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষযেও বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, সূচিত হইল।

৬ পরব্রহ্ম। ৭ প্রিয় অথচ সত্য বাণী।

৮ আমন্ত্রিতগণ। ৯ যৎফলে পুত্রাদি ফল লাভ।

১০ যাহাতে, বহুতব মনুষ্যের হিত সাধিত হয়।

পঙ্‌ক্তিবাধ[১], যজ্ঞে উপনীত করুন[২]। ৫ (৮৯)

জলব্যাপ্ত, চন্দ্রমণ্ডল দ্যুলোকে সুপর্ণবৎ[৩] দৌড়িতেছে, এই হরিই বহুজনস্পৃহণীয়, শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়বিধ সম্পত্তি বিক্রান্ত ভাবে ভোগ করেন[৪]। ৬ (৯০)

আমরা সুন্দর বুদ্ধিতে স্তুতি করতঃ, প্রত্যেক দেবতাকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিতেছি,—প্রত্যেক দেবতাকে স্বাভীষ্ট সাধনার্থ আহ্বান করিতেছি,—এবং প্রত্যেক দেবতাকেই অন্নলাভার্থ আহ্বান করিতেছি। ৭ (৯১)

দ্যু পৃষ্ঠে দেদীপ্যমান, বিশ্ব-নর-হিতকারী, এই বৃহৎ, তেজোব্যাপ্ত, চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর সহিত সম্বদ্ধ থাকিয়া জলাদির বর্দ্ধন কারী[১], ইঁহার কিরণেই হৈমন্তিক ধান্যাদি ওষধিসমস্ত সুপক্ব হয়[২] এবং ইঁহার জ্যোতিতেই অন্ধকার বিদূরিত হইয়াথাকে[৩]। ৮ (৯২)

এই উষাদেবী স্বয়ং পাদ শূন্যা হইলেও দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমস্তের সমাগমের পূর্ব্বেই সমাগত হএন[৪] এবং ইনি শিরঃশূন্যা হইলেও জিহ্বাদ্বারা একাদিক্রমে ত্রিংশৎপদ গণনা করেন[৫]। ৯ (৯৩)

সেই সম দীপ্তি ও সর্ব্ব-সম্পত্তি সমস্ত দেবগণ একমত হইয়া মনু ও পুত্র বিষয়ে আমাদিগের সম্বন্ধে কল্যাণপ্রাপক হউন[৬]। ১০ (৯৪)

---

১ ইন্দ্রের পুরোডাশ, হরিদ্বয়ের ধানা, পূষার করম্ভ, সরস্বতীর দধি, মিত্রাবরুণের পয়স্যা,—ইহাকেই হবিঃপঙ্‌ক্তি কহে, দ্বিনারাশংস প্রাতঃসবন, দ্বিনারাশংস মাধ্যন্দিন সবন, সকৃন্নারাশংস তৃতীয় সবন,—ইহাকেই নারাশংস-পংক্তি কহে, সবনত্রয়, পশুরূপ বসথ্য, পশুবনুবন্ধ্য,—ইহাকেই সবন-পঙ্‌ক্তি কহে, এই পঙ্‌ক্তিগুলিই রাধঃ=সমৃদ্ধি যাহার? তাদৃশ কার্য্যকেই পংক্তিরাধঃ কহে।

২ এই মন্ত্রে,—পরব্রহ্মকে হৃদিস্থ রাখিয়া, প্রিয় অথচ সত্য বাণী ব্যবহার পুরঃসর, আমন্ত্রিতগণের সম্মান বিধান পূর্ব্বক, বহুভব মনুষ্যের হিতাভিলাষে, যথাবিহিত পঙ্‌ক্তি-সমৃদ্ধি দ্বারা যাগক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা সূচিত হইল।

৩ সুপর্ণ শব্দে সুন্দর পতনশীল পক্ষী।

৪ অর্থাৎ ইঁহার উদয় নিয়মেই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ হইয়া থাকে।

১ জোয়ার ভাটা, এবং অম্বুবৃদ্ধিই ইহার উদাহরণ।

২ এইজন্য ইহাঁকে "ওষধীশ"কহে।

৩ যদিও ইনি সূর্য্যজ্যোতিতেই জ্যোতিষ্মান্, পরন্তু যেরূপে হউক জ্যোতিষ্মান্ বটেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং চন্দ্রালোকে লিপি পাঠাদিও সাধারণ-প্রসিদ্ধই আছে।

৪ অর্থাৎ হট্টাদি জনভোপযুক্তস্থলে মনুষ্যাদির সমাগম না হইতে হইতেই (বোধহয় যে সময়ে অনেকেই নিদ্রিত বা শয্যাশায়ী, সেই সময়েই) উষোদয় হইয়া থাকে।

৫ অর্থাৎ ত্রিংশন্মুহুর্ত্তে দিবারাত্র অতিবাহিত হইয়া থাকে এতাদৃশ শ্রুতিকেই বৈদিক-প্রবহ্লিকা কহে অর্থাৎ হেঁয়ালি।

৬ মনু শব্দে মনন। এতাবতা আমাদের বংশ রক্ষা হউক এবং মনন সিদ্ধ হউক,—এই দুইটি প্রার্থিত হইল; যদিও বংশরক্ষাও মনন, তথাপি

দুষ্টদমনকারী ইন্দ্রদেবতা, দুষ্টকৃত দুরপবাদাদি শাসন করত: যশস্বী হউন। হে বৃহদ্দীপ্ত, ঋত্বিক্‌গণপূজিত, ইন্দ্র! দেবগণ[১], ত্বদীয় সখ্য লাভার্থ সংযত হইয়াছেন। ১১ (৯৫)

হে মরুদ্‌গণ![২] ইন্দ্রদেবতার তুষ্টির জন্য বৃহৎ নামক সাম গান কর, উক্ত বহুকর্ম্মা বৃত্রহা দেবতা, শতপর্ব্ব বজ্রের দ্বারা বৃত্র হনন করেন। ১২ (৯৬)

অভিষুত সোমের, সর্ব্বশরীরব্যাপিনী মত্ততাশক্তি সমুৎপন্ন হইলে, যে ইন্দ্র

উহার বিশেষত্ব প্রতিপাদনের জন্যই পৃথক্‌ প্রার্থিত হইল।

১ ঋত্বিক্‌গণ।   ২ ঋত্বিক্‌গণ।

দেবতা, যজমানের বীর্য্য ও বল বৃদ্ধি করেন; অদ্য মনুষ্যগণ, পূর্ব্বপ্রথানুসারে, তাদৃশ ইন্দ্রদেবতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। ১৩

এই ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ের একাশীতিতম কণ্ডিকাই এস্থলে চতুর্দ্দশ মন্ত্র। ১৪

এই ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ের দ্ব্যশীতিতম কণ্ডিকাই এস্থলে পঞ্চদশ মন্ত্র। ১৫

এই ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ের ত্র্যশীতিতম কণ্ডিকাই এস্থলে ষোড়শ মন্ত্র। ১৬

একাদশ অধ্যায়ের দ্বিচত্বারিংশত্তম কণ্ডিকাই এস্থলে সপ্তদশ মন্ত্র। ১৭ (৯৭)

—

[ইতি সর্ব্বমেধ প্রকরণ]

যজর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ত্রয়স্ত্রিংশঅধ্যায় সমাপ্ত।

অথ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ[১]]

১—৬ কণ্ডিকা।

মনঃ-স্তুতি—

১ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ পাঠে ব্যবহার্য্য মন্ত্র-সমুদয়।

জাগ্রত ব্যক্তির দ্যুতিমৎ মন, যেরূপ দূরে উদিত হয়; সুপ্তব্যক্তিরও সেইরূপই হয়; উহা সর্ব্বথা দূরগামী; এবং উহা 'এক' হইলেও অনেক-জ্যোতির

(ইন্দ্রিয় সমস্তের) জ্যোতি (চালক), তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাণকর কার্য্যের সঙ্কল্পকারী হউন। ১

যে মনের দ্বারা, কর্ম্মঠগণ যজ্ঞাদি কর্ম্মের এবং মনীষী, ধীরগণ, বিবিধ বিজ্ঞান কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন; যাহা প্রজামাত্রেরই অন্তরে, অপূর্ব্ব পূজনীয় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাণকর কার্য্যের সঙ্কল্পকারী হউন। ২

যে অমৃত, জ্যোতিঃ, প্রজামাত্রেরই অন্তরে থাকিয়া প্রজ্ঞান, চেত ও ধৃতি বলিয়া আখ্যাত হয়; যাহা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারেনা, তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাণকর কার্য্যের সঙ্কল্পকারী হউন। ৩

যে অমৃত-কর্ত্তৃক ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই সমস্তই পরিগৃহীত হয়, যৎ-কর্ত্তৃক সপ্তহোতৃবিশিষ্ট যজ্ঞ বিস্তৃত হয়, তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাণকর কার্য্যের সঙ্কল্পকারী হউন। ৪

যাহাতে ঋক্, যজুঃ ও সামরূপ ধ্বনি সকল, রথনাভিতে অরা সমূহের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে[১], যাহাতে প্রজাবর্গের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, ওতঃ-প্রোতঃ রূপে বিদ্যমান আছে[২]; তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাণকর কার্য্যের সঙ্কল্পকারী হউন। ৫

যে মন,—সুসারথি, যেরূপ, বেগগামী অশ্বগণকেও অভীষু[১]-সমূহ-সাহায্যে যথেচ্ছ স্থলে উপনীত করে, সেইরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া মানবাদি-শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তকেই পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিষয়ে নিক্ষেপ করেন, যিনি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন[২], যাঁহার জরা নাই[৩], যিনি অতি বেগগামী, তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাণকর কার্য্যের সঙ্কল্পকারী হউন। ৬

---

৭ কণ্ডিকা।

অন্ন স্তুতি—

যাঁহা হইতে তেজ, কর্ম্ম ও বল সমুৎপন্ন হয় এবং যাঁহার ওজ-প্রভাবেই ত্রিভু-

---

১ অর্থাৎ উপবাসাদিদ্বারা মন অসুস্থ হইলে, বাক্‌শক্তিরও স্ফূর্ত্তি থাকে না।

২ মনের অভাবে মৃতশরীরে কোনরূপ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না এবং যেরূপ পটের মধ্যে তন্তু ওতঃ-প্রোত রহিয়াছে সুতরাং তন্তুকে আশ্রয় করিয়াই পটের স্থিতি, সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ক সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মনই একমাত্র অবলম্বন, এই জন্য মনু "মনসশ্চাপ্যহঙ্কারঃ" মন হইতেই অহঙ্কারেরও সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন এতাবতা বুদ্ধি যে মনেরই আশ্রিত ও মনের অভাবেই বুদ্ধির অভাব যেরূপ তন্তুর অভাবেই পটের অভাব এবং মন ও বুদ্ধিতে তন্তু ও পটের ন্যায় সম্বন্ধ ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

১ বল্‌গা (লাগাম) প্রভৃতি।

২ ইহার প্রকৃতস্থান হৃদয় কিন্তু অতিবেগ গমন ক্ষমতা থাকায় সর্ব্বত্রই উপলব্ধি হয়।

৩ 'শরীর বৃদ্ধ হইলেও মন বৃদ্ধ হয় না' এ প্রবাদ প্রসিদ্ধই আছে।

বনস্থ সর্ব্বপ্রাণীই স্ব স্ব বৃত্রকে বিপর্ব্ব করিয়া[১] অর্দ্দন করিতে সমর্থ হয়, তাদৃশ পিতু[২] দেবতাকে স্তব করি। ১

—

৮ ও ৯ কণ্ডিকা।

অনুমতি[৩] -স্তুতি—

হে অনুমতি দেবি! তুমি অস্মদুক্ত অনুমত কর,—(যথা) আমাদের কল্যাণ কর,—আমাদিগকে কার্য্য-দক্ষ কর,—আমাদিগকে পূর্ণায়ু কর,।১

অদ্য, অনুমতি দেবী আমাদের এই যজ্ঞকে দেবগণের মধ্যে অনুমত করুন এবং হব্য-বাহক অগ্নিদেবতাও এই হব্য-প্রদাতা যজমানের জন্য সুখ-সম্পাদক হউন। ২

—

১০ কণ্ডিকা।

সিনীবালি[৪] -স্তুতি—

হে বহু-কেশা[৫] সিনীবালি দেবি! তুমি দেবগণের স্বসা বলিয়া প্রসিদ্ধ, হে দেবি! এই আহুত হব্য, প্রীতিপূর্ব্বক সেবন কর,—আমাদিগকে সুন্দর প্রজা প্রদান কর। ১

—

১ অর্থাৎ পর্ব্ব পর্ব্ব (গাঁট গাঁট) খণ্ড খণ্ড করতঃ।

২ অন্ন, খাদ্যমাত্রকে অন্ন কহে।

৩ চতুর্দ্দশীযুক্তা পৌর্ণমাসী।

৪ চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবাস্যা।

৫ যেহেতু অন্ধকার-স্বরূপা।

১১ কণ্ডিকা।

সরস্বতীর স্তুতি—

স্রোতস্বতী পঞ্চ নদীই[১] সরস্বতীতে মিলিত হএন, অতএব দেশে[২] ব্যাপ্ত পঞ্চ নদীকেই সুরস্বতী[৩] বলাযায়। ১

—

১২—১৫ কণ্ডিকা।

অগ্নিস্তুতি—

হে অগ্নে! তুমি অঙ্গিরা ঋষি[৪] ও শিব দেব[৫] নামে প্রসিদ্ধ, তুমিই দেবগণের[৬] প্রথম সখা; বিদিত-কর্ম্মা, দীপ্ত-দৃষ্টি, কবি, ঋত্বিক্‌গণ তোমার ব্রতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হএন। ১

হে অগ্নে! বন্দনীয়! দেব! তুমি তোমার পায়ুসমূহদ্বারা ধনি-যজমানের

১ দৃষদ্বতী (ইরাবতী), শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা।

২ পঞ্জাপ্ প্রদেশে। এই দেশকেই মনু ব্রহ্মাবর্ত্ত বলেন (২অ০ ১৭শ্লো০)। এদেশের পশ্চিম সীমা দৃষদ্বতী যাহার নামান্তর ইরাবতী ও পূর্ব্বসীমা সরস্বতী।

৩ এইজন্যই এ দেশকে 'সারস্বত, প্রদেশ এবং এতদ্দেশবাসী আর্য্যগণকেও 'সারস্বত, কহে। এবং ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—যে, সরস্বতী তীরবাসী শব্দে এই পঞ্জাপ্ প্রদেশবাসী সকলকেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু সরস্বতীতে সম্মিলিত হওয়া প্রযুক্ত ঐ পঞ্চনদীকেই 'সরস্বতী, বলা শ্রুতি সিদ্ধ।

৪ অঙ্গিরা=অঙ্গারবান্, ঋষি=প্রকাশক।

৫ শিব=কল্যাণ, দেব=দ্যুতিমান্।

৬ চেতনাচেতন দ্যুতিমৎ পদার্থমাত্রের।

অঙ্গসকল রক্ষা কর, তোমার ব্রতে প্রবৃত্ত, অনিমেষ রক্ষিত, এই যজমানের পুত্রের পুত্র বিষয়েও তুমিই রক্ষক। ২

উত্তানার (অরণীর) মধ্যে চেতনাবান্ পদার্থ আহৃত থাকে এবং উহা কাম্বিতা হইলে ফলবর্ষী উক্ত পদার্থকে উৎপন্নও করে,—ইহা অবগত হইলে, জ্যোতিস্তূপ, জ্বলৎস্বভাব, পৃথিবীপুত্র (অগ্নি) তিনি এই যজমানের অন্নপাককারীরূপে আবির্ভূত হএন। ৩

হে জাতবেদঃ! অগ্নে! পৃথিবীর নাভির উপরি, অন্নের আস্পদ[১] স্থানে, হব্য বহনার্থ, আমরা তোমাকে স্থাপন করি। ৪

১৬—১৯ কণ্ডিকা।

ইন্দ্রস্তুতি—

বলপ্রার্থী, যশোভাজন, স্তুতিমন্ত্রসমূহদ্বারা স্তুতিকারী, ঋক্‌বাক্যব্যবহারী, বিখ্যাত, মনুষ্যের জন্য,—জ্বালা বিশিষ্ট, অর্চ্চনীয়, আঙ্গুষ, বল দেবতাকে মনন করি—অর্চ্চনা করি। ১

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমরা,—বলপ্রদ, মহান্ আঙ্গুষ দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য আঙ্গুষের উপযুক্ত, নতি-বোধক, সাম ব্যবহার কর; দীপ্তিমান্, মর্য্যাদাভিজ্ঞ, অস্মৎ-পূর্ব্ব-পিতৃগণও যদ্দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ গো[১] লাভ করিয়াছেন। ২

হে ইন্দ্র! সোমসম্পাদনকারী সখাগণ,—তোমাকে ইচ্ছা করেন; সেই জন্যই সোম অভিষুত করেন, এবং অভিষুত উহা, ভাগক্রমে পাত্রসমস্তে স্থাপন করেন; অজ্ঞ নাস্তিকগণের দুর্ব্বচনকেও তিতিক্ষা করেন, (তাঁহারা জানেন—যে) তোমা অপেক্ষা বিজ্ঞ আর কে আছে?। ৩

অগ্নি, সমিদ্ধ হইলে, অভিষবক্রিয়ায় গ্রাবা সংযোজিত করিয়া এই সবনত্রয়ই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হে হরি নামক অশ্ববান্ ইন্দ্র! তুমি হরি দ্বারা বাহিত হইয়া,[২] অদূরে স্থিত, পরম ধাম, এই অন্তরীক্ষে সমাগত হও,—স্থিরভাবে থাকিয়া বৃষ্টি কর। ৪

২০—২৩ কণ্ডিকা।

সোমস্তুতি—

হে সোম! তুমি যুদ্ধে অপরাভূত সেনাগণের প্রতিপালক ও বলের রক্ষক, তোমা হইতে ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি উভয়ই লাভ হয়, তুমি সংগ্রামে দৈগুণ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাক, তোমার প্রসাদে রণজয়ী হইয়া ভূসম্পত্তি লাভ করা যায়, তোমার কীর্ত্তি সকলেই বিদিত

১ আহবনীয়াগ্নি, যেস্থলে পুরোডাশাদি অন্ন আহৃত হয়।

১ গোশব্দে বৃষ্টি, পৃথিবী, জ্যোতিঃ ও গাভী।

২ হরিশব্দে সূর্য্য ও চন্দ্র এবং সূর্য্যকিরণকেও হরি কহে।

আছে, ঈদৃশ জয়সাধন[১], তোমাকে অনুমোদন করি। ১

যে যজমান এই সোম দেবতাকে[২] যজন করেন, সোম তাঁহাকে ধেনু প্রদান করেন,—সোম তাঁহাকে বেগগামী অশ্ব প্রদান করেন, সোম তাঁহাকে গৃহী হইবার উপযুক্ত, যজ্ঞকার্য্য কুশল, সভ্য, পিতৃ-আজ্ঞানুবর্ত্তী, কর্ম্মঠ, বীর পুত্র[৩] প্রদান করেন। ২

হে সোম![৩] তোমার প্রসাদে সমস্ত ওষধি পরিপুষ্ট হয়, তোমার প্রসাদে জলসমূহ চালিত হইয়া বিশুদ্ধ হয়, এবং তোমার প্রসাদেই গাভী প্রভৃতি বহুক্ষীরা হয়। তুমি যখন এই বিস্তৃত অন্তরীক্ষে জ্যোতি বিস্তার কর তখন সুতরাং তমো নিবৃত্তি হয়। ৩

হে বলবন্ সোম! ভাল মনে আমাদিগকে সম্পত্তি-ভাগ লাভ করাও, তুমি যেহেতু সমর্থ অতএব প্রার্থনা করি, আমাদের এই গবিষ্টিতে[৪] ভূলোক ও দ্যুলোক উভয় স্থানের জন্যই চিকিৎসা-কর[৫],—এতদ্বিষয়ে তুমি যেন কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত না হও। ৪

১ সোমরস পানে মত্ততা জন্মিলে।

২ এস্থলে, উমাশব্দে পালনশক্তি, তৎসহ বর্ত্তমান সোম=ঈশ্বর। ৩ এস্থলে সোম=চন্দ্র।

৪ গাবষ্টি=গোমেধ যজ্ঞ অথবা গোশব্দে স্বর্গ, তদ্রূপ অভীষ্ট সাধন সকলযজ্ঞকেই গবিষ্টি কহে।

৫ অর্থাৎ পাপরূপ রোগ নাশ কর।

২৪—২৭ কণ্ডিকা।

সূর্য্যস্তুতি—

হিরণ্যাক্ষ সবিতা দেবতা, যজমান-দিগকে বরণীয় রত্ন প্রদান করতঃ সমুদিত হএন, তাঁহার উদয়ে অষ্ট দিক্, ধন্ব-যোজনত্রয়[১] এবং সপ্তসিন্ধু, সমস্তই আলোক প্রাপ্ত হয়। ১

বিবিধদ্রষ্টা, হিরণ্যপাণি, সবিতা দেবতা যখন উদিত হএন, তখন দ্যু-লোক হইতে ভূ-লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অন্ধকার বাধা প্রাপ্ত হয় এবং সূর্য্যের অস্তানুসারেই পুনশ্চ অন্ধকার আসিয়া দ্যু-লোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। ২

হিরণ্যহস্ত, বলবান্, সুন্দরস্তুতি যোগ্য, সুখপ্রদ, সম্পত্তিমান্, সবিতা দেবতা, প্রতিরাত্রেই আরাধিত হইয়া[২], সম্মুখীন হওত রক্ষ ও যাতুধানদিগকে বিদূরিত করেন[৩]। ৩

হে সবিতঃ! তোমার যে পথসকল প্রাচীন, রেণুশূন্য ও বিধাতৃ-কর্ত্তৃক সুনি-

১ ধন্বশব্দে মরুভূমি, যোজনশব্দে যোজক (ডমরুমধ্য) এতাবতা মরুভূমিরূপ যোজক; এই যোজকের সংখ্যা তদানীং তিনটি ছিল।

২ অর্থাৎ রাত্রে, দস্যু তস্করাদির ভয়ে জাগ্রত বা ভীত ব্যক্তিগণ "কতক্ষণে সূর্য্য উদিত হইবেন?", এইরূপ আরাধনা করে।

৩ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইলেই অন্ধকারাপগমে বিবিধ কার্য্যার্থ লোককোলাহলানুযায়ী চৌরাদির ভয় বিদূরিত হয়।

র্ম্মিত অন্তরীক্ষে দেদীপ্যমান রহিযাছে[১], সেই সুগম[২] পথের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর এবং হে দেব! বল,—যে আমরা তোমার। ৪

২৮—৩০ কণ্ডিকা।

অশ্বিদেবদ্বয়-স্তুতি—

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভযে সোম পান কর এবং তোমরা উভযেই স্বীয় অখণ্ডিত পালন শক্তি সমূহ দ্বারা আমাদিগের কল্যাণ বিধান কর। ১

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের বাক্যকে কার্য্যকর কর, হে দর্শনীয় দেবদ্বয়! তোমরা আমাদের মনীষাকেও কার্য্যকরী কর; আমরা দ্যুত ক্রীড়াদি দুর্ব্বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে ইচ্ছুক নহি এবং উপার্জ্জিত অন্ন, যথাসম্ভব দান করিতেও বিমুখ নহি,—তাদৃশ অন্ন লাভার্থই তোমাদিগকে আহ্বান কথিতেছি অতএব আমাদের উন্নতিকারী হও। ২

হে অশ্বিদ্বয়! রিষ্ট-শূন্য, সৌভগ, দিবস-রজনি দ্বারা আমাদিগকে পরিপালন কর। মিত্র, বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ তোমরা সকলেই অস্মদুক্ত প্রার্থনা অনুমোদিত কব। ৩

---

৩১ কণ্ডিকা।

দিবসস্তুতি—

হিরণ্ময় রথে আরূঢ় সবিতা দেবতা, কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষ পক্ষে পুনঃ-পুনবাবর্ত্তনক্রমে, অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্য তাবৎ চরাচরকে স্ব স্ব কার্য্যে নিবিষ্ট কবতঃ ভুবন সকল পর্য্যালোচন কবিতে করিতে সতত গমন করিতেছেন। ১

---

৩২ কণ্ডিকা।

রাত্রিস্তুতি—

রাত্রি দেবী, স্বীয শক্তি সমুহে, পৃথিবীলোক সমস্তই আচ্ছন্ন কবেন,—বৃহতী[১] তিনি পুনঃ-পুনবাবর্ত্তনক্রমে দ্যু লোকেব প্রদীপ্ত স্থান সকল পর্য্যন্তও তমোরূপে আক্রমণ করেন। ১

---

১ সূর্য্য, দ্যুস্থ হইয়াও যে পথের দ্বারা ভূস্থ আমাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন অর্থাৎ কিরণ সমূহ।

২ এই পথে আমরা সূর্য্যকে স্পর্শ করিতেছি, সূর্য্যও আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন অর্থচ ঈদৃশ পরস্পর সম্মিলনে কিছুমাত্র আয়াসও নাই, ইহা অপেক্ষা সুগম পথ আর কি হইতে পারে?।

১ বৃহতী এই বিশেষণ দ্বারা অমাবশ্যা নিশা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ণিমা রাত্রেও যে স্থলে জোৎস্নার গতি নাই তথায় রাত্রি দেবীর প্রতাপ বিদ্যমান থাকে কিন্তু নভোমণ্ডলে ঐ প্রতাপ কার্য্যকর হয় না, পরন্তু অমাবশ্যা রজনিতে এবং শুক্লপক্ষে রাত্রি-শযভাগে ও অপর পক্ষে রাত্রি-পূর্ব্ব ভাগে রাত্রির প্রতাপ নভোমণ্ডল পর্য্যন্তও ব্যাপৃত হয়।

৩৩ কণ্ডিকা।

উষার[১] স্তুতি—

হে অন্নবতী উষা দেবি! তুমি আমাদিগকে তাদৃশ বিচিত্র বস্তু প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা পুত্র পৌত্রাদি পোষণ করিতে পারি। ১

———

৩৪ কণ্ডিকা।

প্রাতঃ[২] -স্তুতি—

প্রাতঃকালে আমরা অগ্নিকে আবাহন করি, প্রাতঃকালেই ইন্দ্রকেও আবাহন করি, প্রাতঃকালে মিত্রাবরুণ দেব দ্বয়েরও স্তুতি করি, প্রাতঃকালে অশ্বি দেব দ্বয়েরও মহিমা কীর্ত্তন করি, প্রাতঃকালে ভগ, পূষা ও ব্রহ্মণস্পতি ইহাঁরাও স্তুত হইয়া থাকেন, প্রাতঃকালে সোম এবং রুদ্রকেও আমরা স্বাগত করি। ১

———

৩৫—৪৯ কণ্ডিকা।

ভগ[৩] -স্তুতি—

জগতের ধারণকর্ত্তা, যাঁহাকে অখণ্ড কালের পুত্র ও প্রাতর্জ্জয়ী এবং উগ্র করিয়া সৃজন করিয়াছেন, দরিদ্রগণ, রুগ্নগণ এবং রাজা, যাঁহার উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন[১] তাদৃশ ভগ দেবতাকে আমরা স্বাগত করি। ১

ভগই আমাদের কার্য্য সমস্তে নেতা, ভগই আমাদের সত্য ধনের প্রাপয়িতা, ভগই আমাদের বুদ্ধির উন্নতিকারী। হে ভগ! আমাদের গোপাল ও অশ্ববৃন্দ বর্দ্ধিত কর এবং তোমার প্রসাদে আমরা যেন বহু পরিজন হই। ২

আমরা এক্ষণে ভগবান্ হইয়াছি বলিতে পারি এবং মধ্যাহ্ন কালেও ভগবান্ থাকিব ও সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যন্তই আমাদের এই ভগবান্ নাম অবিতথই থাকিবে পরে পুনশ্চ সূর্য্যের উদয়ে পুনশ্চ ভগবান্ হইতে পারিব। হে মঘবন্! যেন দেবগণের সুমতি ভাজন হই। ৩

ভগ লইয়াই ভগবান্ হওয়া যায় সুতরাং এই দৃশ্যমান চরাচর সমস্ত দেবগণই ভগবান্ এবং সেই যুক্তিতে আমরাও ভগবান্ বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারি। হে ভগ! ঈদৃশ তোমাকে সকলেই পুনঃ পুনঃ স্বাগত করিতেছি,—"হে

১ রাত্রির শেষ ভাগই উষাকাল অর্থাৎ যে সময়ে অরুণোদয়ও হয় নাই অথচ প্রকাশ হইয়া আসিতেছে ইহাকে সূর্য্যের ও রাত্রির কন্যাও কহা যায়।

২ উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে।

৩ প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয় কাল, অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, সেই কালের সূর্য্য।

১ দরিদ্রগণ, অরুণোদয় পর্য্যন্তও শীতার্দ্দিতে কষ্ট পান, রুগ্নগণ, অরুণোদয় পর্য্যন্তও পীড়ার বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্লেশ পান, রাজারাও রাজ্য-শাসন ও কর গ্রহণাদি রাত্রে করিতে না পারায় ভগোদয়ের প্রতীক্ষা করেন।

ভগ। আমাদের সম্মুখে তোমার শুভাগমন হউক।” । ৪

যেরূপ, দধিক্রাবা অশ্ব[১] শুচি পদক্ষেপার্থ সন্নত-গাত্র হয়[২]; প্রাতঃকালের দেবগণও[৩] জগতের বিবিধ কার্য্যসিদ্ধির জন্য সুন্নমন ভাবে[৪] গমন করেন, অথচ যেন কতকগুলি বেগবান্ অশ্ব অব্যাহত গতিতে রথ বহনের ন্যায়,—অস্মৎ-সম্মুখগামী, স্ব গতি-পথাভিজ্ঞ, এই ভগ দেবতাকে বহন করিতেছেন[৫]। ৫

---

৪০ কণ্ডিকা।

প্রাতঃকালের উল্লিখিত দেবত্রয়ের একত্র স্তুতি—

কল্যাণকর প্রাতর্দ্দেবগণ, আমাদিগকে অশ্ব, গো এবং পুত্রাদি পরিজনে পরিপূর্ণ করুন। সর্ব্বতঃ নীহার ক্ষরণকারী, সদা আপ্যায়িত, তোমরা সতত আমাদের কল্যাণ বিধান কর। ১

---

৪১ কণ্ডিকা।

পূষার[১] স্তুতি—

হে পূষন্! ইহলোকে আমরা তোমার স্তোতা; ত্বৎপ্রেরিত কার্য্যানুষ্ঠানে আমরা কদাচ যেন, মারা না যাই। ১

---

৪২ কণ্ডিকা।

অর্ক বা অর্য্যমার[২] স্তুতি—

প্রত্যেক পথের অধিপতি, অর্কদেবকে স্পর্শ করিবার জন্যই যেন ব্যগ্র, মনোবাক্যে বাঞ্ছিত, উক্ত পূষা দেবতা আমাদের প্রতি বুদ্ধিতে শোক নাশ করিয়া আহ্লাদকর কার্য্যের সাধয়িতা হউন। ১

৪৩, ৪৪ কণ্ডিকা।

বিষ্ণুর[৩] স্তুতি—

যাঁহাকে কোন সৃষ্ট পদার্থই নষ্ট করিতে পারে না প্রত্যুত যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের রক্ষার্থই নিযুক্ত হইয়াছেন, তাদৃশ বিষ্ণু দেবতা স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বারা

---

১ সামুদ্রিক অশ্ব (দরিয়াই ঘোড়া)।

২ জলে নির্দ্দোষ পাদ চালনার্থ তাহাদিগকে লঘু (হাল্কা) হইতে হয়।

৩ উষা, অরুণ ও ভগ।

৪ অর্থাৎ স্থিরভাবে, নিয়মিত সময়ানুসারে।

৫ অর্থাৎ এতদূর বেগগতি যে অষ্টপ্রহর দিবারজনিতে এই সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছেন অথচ কোন ও স্থলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না।

১ যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে অর্থাৎ ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

২ পূষোদয়ের পরেই অর্কোদয় কাল (ইহার পরেই মধ্যাহ্ন), এই কালের সূর্য্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়।

৩ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।

লোকত্রয় ব্যাপন পূর্ব্বক প্রাণিগণকে স্বস্ব কার্য্যে নিবিষ্ট করতঃ বিচরণ করিতেছেন। ১

তাদৃশ বিষ্ণুর যিনি পরম আশ্রয় (পরব্রহ্ম); জাগরণশীল, মেধাবী, স্তোতারা তাঁহাকেই সমিদ্ধন করেন। ২

৪৫, ৪৬ কণ্ডিকা।

দ্যাবাপৃথিবীর স্তুতি—

এই স্বরূপা, দ্যাবাপৃথিবী, সেই বিশ্বস্রষ্টার কার্য্য-নিয়মাধীন, উদকবতী চরাচর সমস্তের আশ্রয়স্বরূপা, সুদীর্ঘা, বহ্বায়তনা, মধু-দোহন-সমর্থা এবং বহুবিধ বহুতর বীজশালিনী হইয়া, জরাহীনভাবে স্তম্ভিত রহিয়াছে। ১

এই দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যাহারা আমার সপত্ন, তাহারা দূরীভূত হউক, তাহাদিগকে আমরা যেন ইন্দ্রাগ্নীর দ্বারা পীড়িত করিতে পারি। বসুগণ (৮), রুদ্রগণ (১১), এবং আদিত্যগণ (১২), আমাদিগকে উগ্রস্বভাব, বিজ্ঞ, অধিনায়ক রূপে উচ্চপদারূঢ় করুন। ২

---

৪৭ কণ্ডিকা।

সর্ব্বদেব[১] স্তুতি—

হে দিবসরজনি! তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সংখ্যক দেবগণের সহিত মধুপানার্থ আগমন কর। আমাদের আয়ু বৃদ্ধি কর, পাপ সকল নষ্ট কর, দৌর্ভাগ্য দূর কর এবং সুখ ও দুঃখ সর্ব্বত্রই সহানুভবিতা (সখা) হও। ১

১ সর্ব্বদেব=তেত্রিশটি। যথা—বসু৮, রুদ্র১১, আদিত্য ১২, ইন্দ্র ১ ও প্রজাপতি ১ মোট৩৩।

---

৪৮ কণ্ডিকা।

মরুদ্গণের স্তুতি—

হে মরুদ্গণ! এইটি তোমাদের স্তোম। মান্দার্য্য[১], মান্য, কর্ত্তার[২] বাক্য রূপে যেন ইহা কার্য্যকর হয়—যে, "আমরা শরীররক্ষার্থ বৃজন[৩], জীরদানু[৪], অন্নলাভে সমর্থ হই"। ১

---

৪৯ কণ্ডিকা।

সপ্তর্ষির[৩] স্তুতি—

প্রমাণবিৎ, ধীর, সপ্ত দেবর্ষিগণ স্তোমের সহিত, ছন্দের সহিত, আবৃতের সহিত পূর্ব্বপ্রথানুসারে সৃষ্ট হইলেন। যেরূপ রথী, অশ্বগণকে সংযত রাখিবার জন্য প্রথমেই রশ্মি-রজ্জু প্রস্তুত করেন, সেইরূপ এই সৃষ্টি কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁরা সৃষ্ট হইলেন। ১

১ কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্বফলপ্রদ।

২ জগৎস্রষ্টার। ৩ বলসাধন। ৪ জীবন।

৩ মহীধর বলেন—ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি এবং গুহ্য মতে সপ্তঋষির যেরূপ পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহাতে অন্যপ্রকার বোধ হয়।

৫০—৫২ কণ্ডিকা।

হিরণ্যস্তুতি—

আয়ুষ্য, বর্চ্চস্য, ধন-পোষক, কান্তি-যুক্ত, খনিজ, জয়হেতু, এই হিরণ্য আমাকে আশ্রয় করুন। ১

কি রক্ষোগণ, কি পিশাচগণ কেহই হিরণ্যের অধিকারী নহে, ইহা দেবগণের প্রথম উৎপন্ন তেজ; এই দাক্ষায়ণ[১], তৈজস, হিরণ্য যিনি ধারণ করেন, তিনি কি দেবলোকে কি মনুষ্যলোকে সর্ব্বত্রই দীর্ঘআয়ু লাভ করেন। ২

যে হিরণ্য, শরীরে ধারণ করিলে সুমনা, কর্ম্মদক্ষ থাকিয়া শততম বর্ষের মুখদর্শনেও সমর্থ হওয়াযায়, তাদৃশ হিরণ্য বন্ধন করিলে আমরাও জরান্ত শত-শরৎ-জীবী হইতে পারি। ৩

৫৩ কণ্ডিকা।

অহির্বুধ্ন্যাদিদেব স্তুতি—

অহির্বুধ্ন্যদেবতা, অজএকপাৎ দেবতা, পৃথিবীদেবতা ও সমুদ্রদেবতা,—এই সমস্তদেবগণ, প্রতি যজ্ঞেই বর্দ্ধিত, আহুত, মন্ত্রসমূহে স্তুত ও কবিগণ কর্ত্তৃক বিবিধরূপে বর্ণিত হইয়াথাকেন,—ইহাঁরা সকলেই আমাকে রক্ষা করুন। ১

৫৪ কণ্ডিকা।

আদিত্যস্তুতি—

ঘৃতস্রাবী, এই স্তুতি বাক্য সকল বুদ্ধিরূপ জুহূর দ্বারা, চির প্রদীপ্ত আদিত্য-গণের তুষ্টির উদ্দেশে হবন করিতেছি, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বহুজাত (ত্বষ্টা), বরুণ, দক্ষ ও অংশ নামক আদিত্যগণ আমাদের তৎসমস্ত বাক্য শ্রবণ করুন। ১

৫৫ কণ্ডিকা।

সপ্তর্ষির[১] স্তুতি—

শরীরে সপ্ত ঋষি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা সদা সর্ব্বক্ষণ প্রমাদশূন্য হইয়া রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু জীবের সুষুপ্তি কালে তাঁহারাও লোক[২] প্রাপ্ত হএন, তাদৃশ সময়ে কেবল সদাস্থায়ী সত্য স্বরূপ দেবদ্বয় মাত্র জাগ্রত থাকেন[৩]। ১

৫৬—৫৮ কণ্ডিকা।

ব্রহ্মণস্পতির স্তুতি—

---

১ দক্ষ=নিপুণ, সৃষ্টিকার্য্যনিপুণ=ঈশ্বর, সুতরাং দক্ষাপত্য=দাক্ষায়ণ শব্দে স্বজ্যমান সমস্ত পদার্থই বুঝা যায়। নিপুণ শিল্পীর শিল্প ইহা, এইমাত্র প্রশংসার্থই এ স্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১ এ স্থলে মহীধর বলেন—ত্বক্, চক্ষুঃ, শ্রবণ, রসনা, ঘ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত।

২ কোন লোক? তাহা স্পষ্ট নাই এবং লোক শব্দে কি বুঝিতে হইবে? তাহাও টীকাকার কোনরূপ ভাল ব্যাখ্যা করেন নাই।

৩ বোধ হয়, পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

হে ব্রহ্মণস্পতে![1] দেবযাজী আমরা তোমাকে প্রার্থনা করি, উত্থান কর,—সুদাতা মরুদ্গণ[2] তোমার উপপ্রযাণ করুন, হে ইন্দ্র! তাঁহাদের কর্ত্তব্য ক্রিয়ায় আশু সহকারী হও[3]।১ (৫৬)

ব্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে উক্‌থ মন্ত্র নিশ্চয় সেইরূপে বলাইতেছেন, যাহাতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা প্রভৃতি দেবগণ এই যজ্ঞে বসতি করেন। ২ (৫৭)

হে ব্রহ্মণস্পতে! তুমিই এ সূক্তের নিয়ন্তা, ইহার ভাবার্থ তুমিই অবগত আছ এবং ইহার ফলে অস্মদ্‌বংশ পরম্পরার তৃপ্তিসাধন তোমারই অধীন,—বিশ্বদেবগণ যাহাকে কল্যাণ বলেন, তাহাও তুমিই প্রদান করিতে পার। হে দেব! এই সৃষ্টি-যজ্ঞে পুত্র পৌত্রাদি পরিবৃত হইয়া আমরা যেন "বড়লোক" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতে পারি। ৩

সপ্তদশাধ্যায়ের সপ্তদশ কণ্ডিকাই এস্থলের চতুর্থ মন্ত্র। ৪

সপ্তদশাধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকাই এস্থলের পঞ্চম মন্ত্র। ৫

সপ্তদশাধ্যায়ের সপ্তবিংশ কণ্ডিকাই এস্থলের ষষ্ঠ মন্ত্র। ৬

একাদশাধ্যায়ের ত্র্যশীতিতম কণ্ডিকাই এস্থলের সপ্তম মন্ত্র। ৭ (৫৮)

—•—

[ইতি ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ]

১ ব্রহ্মবিদ্‌গণের বা ব্রাহ্মণজাতির অধিপতি অর্থাৎ যাহাকে "ব্রহ্মণ্যদেব" কহে।

২ ঋত্বিক্‌গণ।

৩ হৃদিস্থ তিনি সহকারী আছেন ইহা বক্তকথন মাত্র।

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——:০:——

অথ পঞ্চত্রিংশে অধ্যায়।

——:০:——

[পিতৃমেধ প্রকরণ[১]]

১ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে অধ্বর্য্যু পলাশশাখার দ্বারা স্থান মার্জ্জন করিবেঃ[২]—

দেবগণের অপ্রিয় ও অসুখকর, পণি সকল এ স্থান হইতে অপগত হউক এবং কৃত-সোমযজ্ঞ এই ব্যক্তির এ স্থান অধিকৃত হউক। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই সম্মার্জ্জিত স্থানে অস্থিকুম্ভ স্থাপন করিবে—

যম, ইহাকে স্বর্গীয় দিবস-রজনি ভোগের উপযুক্ত স্থান প্রদান করুন। ২

——

২ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, সেই পলাশশাখা (সম্মা-

---

১ এই ক্রিয়াটি এতাদৃশ সময়ে আরব্ধ করিতে হইবে যে কার্য্যশেষ হইতে হইতে সূর্য্যোদয় হইবে অর্থাৎ শেষরাত্রে আরব্ধ হইবে এবং সূর্য্যোদয় কালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

২ মৃত ব্যক্তির মৃতাহ যদি স্মরণ না থাকে তাহা হইলে সকল বর্ষেই হইতে পারে। যদি স্মরণ থাকে তাহা হইলে, বিষমবর্ষে অর্থাৎ ৩য়, ৫ম, ৭ম প্রভৃতি বর্ষে, গ্রীষ্ম শরৎ বা মাঘে, একতারক নক্ষত্রে অর্থাৎ চিত্রাদিতে অথবা অমাবশ্যায় এই যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যাঁহারা এই যজ্ঞ করিবেন তাঁহারা পূর্ব্বেই মৃত ব্যক্তির অস্থি-সঞ্চয় করিয়া গ্রাম সমীপস্থ অরণ্যে রাখিয়া থাকেন, কর্ম্ম দিনে পুত্র পৌত্রাদি আত্মীয় জনগণসকলে একত্রে এই অস্থিকুম্ভ সেথা হইতে বস্ত্রাচ্ছাদিত ও শয্যারূঢ় করিয়া বাদিত্র বাদন সহ ও উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা বা চামরাদি দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে শ্মশান সমীপস্থ অথবা নদ্যাদি-জল-সমীপস্থ, বৃহৎ বৃক্ষহীন, তৃণগুল্মাদি বিশিষ্ট রম্য ক্ষেত্রে অথবা ঊষরে আনয়ন করিবে। এবং সে দিবস বহু অন্নদান ও রাত্রে নৃত্য গীতাদি অবশ্য কর্ত্তব্য।

র্জ্জনী) দক্ষিণ দিকে ফেলিয়া, সাড়ে আঠার অঙ্গুল হীন পুরুষদ্বয় প্রমাণ স্থানের চারি কোণে চারি শঙ্কু পুঁতিয়া[১], সেই শঙ্কুগুলিকে একত্র উভয়তঃ পাশা রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, উক্ত রজ্জুবেষ্টিত ক্ষেত্রের বাহিরে, দক্ষিণে বা উত্তরে, এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নাঙ্গলে ৬টি বৃষভ যোগ করিবে—

হে ধেনু-পুত্র সকল। জগৎপ্রসবিতা দেবতা, এই শরীরাস্থিগুলি এই পৃথিবীতে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করুন,—এই জন্যই তোমরা সীরে যুক্ত হও। ১

---

৩ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, এই কণ্ডিকার প্রথমাদি চতুষ্টয় জপ করতঃ সেই চতুঃশঙ্কুবদ্ধরজ্জু অনুসারে সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটি কর্ষণ করিবে—

বায়ুদেবতা এই স্থান পবিত্র করুন। ১
সবিতাদেবতা এই স্থান পবিত্র করুন। ২
অগ্নির দীপ্তিতে ইহা পবিত্র হউক। ৩
সূর্য্যের বর্চ্চে ইহা পবিত্র হউক। ৪

অনন্তর পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করতঃ বৃষভগণকে নাঙ্গল হইতে বিযুক্ত করিবে—

ধেনু-পুত্রসকল! তোমরা বিযুক্ত হও। ৫ (৩)

৪ কণ্ডিকা।

উক্ত নাঙ্গলটি দক্ষিণ দিকে ফেলিয়া রাখিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঐ কৃষ্টস্থানে সর্ব্বৌষধি বপন করিবে—

হে ওষধিসকল! তোমাদের ভূমিতে উৎপত্তি, তৃণ-স্তম্বে স্থিতি এবং তৃণ পত্রে বসতি; এক্ষণে এই অস্থি-বপন স্থানে গতি কর। ১

৫, ৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করতঃ সেই কৃষ্ট ও উপ্ত-সর্ব্বৌষধি ক্ষেত্রে কুম্ভস্থ মৃতাস্থিসকল রাশীকৃত করিয়া ঢালিবে—

হে মৃত! সবিতৃ-দেবতার প্রেরণাবশে তোমার অস্থিসকল এই মাতৃক্রোড়ে উপ্ত হইতেছে; মাতৃরূপা এই পৃথিবী তোমার কল্যাণ-কারিণী হইবেন। ১

হে অমুক মৃত! প্রজাপতি দেবতাকে স্মরণপূর্ব্বক তোমাকে এই জল-সমীপ স্থলে নিহিত করিতেছি, এই জলের আক্রমণেই তোমার (অস্থিগত) সমস্ত পাপ ধৌত হইবে। ২

৭ কণ্ডিকা।

ঐ অস্থি কুম্ভ অস্থি-শূন্য করিয়া একনিশ্বাসে (দৌড়িয়া) দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে উহা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলে অধ্বর্য্যু বা যজমান এই মন্ত্র জপ করিবে—

---

১ পলাশ কাষ্ঠের ১ শঙ্কু, শমীকাষ্ঠের ২য়, বীরণ কাষ্ঠের ৩য় এবং ৪র্থ অশ্মময়। শঙ্কু=খুঁটি।

হে মৃত্যো! আমাদের এই দেবযান পথ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া অপর পথে (অসুর যান নামকে) গমন কর। তুমি চক্ষুষ্মান, তুমি শ্রুতিমান, (আমাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর এবং আমাদের বিনয় শ্রবণ কর,)—আমাদের পুত্রাদি পরিজনকে নষ্ট করিও না[১]। ১

৮, ৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র-দ্বয়-পাঠপূর্ব্বক ঐ অস্থিগুলির দ্বারা হস্ত পদাদি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে ইষ্টকা স্থাপন করিবে—

বায়ু, তোমার কল্যাণকর হউন; আদিত্য, তোমার কল্যাণকর হউন; এই ইষ্টকাগুলিও তোমার কল্যাণকর হউক; অগ্নিসকলও তোমার কল্যাণকর হউন; পার্থিব কোন পদার্থই তোমার ক্লেশকর না হউক। ১

দিক্‌সকল, তোমার কল্যাণকরী হউক; জলদেবীরাও তোমার কল্যাণকারিণী হউন; সিন্ধুগুলিও তোমার কল্যাণকারী হউক; অন্তরীক্ষও তোমার কল্যাণকর হউক; অধিক কি—দিক্-বিদিক্-স্থ সমস্ত পদার্থই তোমার কল্যাণসাধন হউক। ২

১ অর্থাৎ সাংক্রামিক রোগরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পরিবারবর্গ (পাড়াকে পাড়া, গ্রামকে গ্রাম) একস্থালে সমস্ত বিনষ্ট করিও না।

১০ কণ্ডিকা।

পূর্ব্বদিক্ ভিন্ন অপর কোন দিক্ কর্ষণ করিয়া অথবা কোন গর্ত্ত হইতে মৃত্তিকা আনিয়া, ঐ অস্থি শরীরের উপরিস্থ ইষ্টকোপরি জানু পরিমিত[১] উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তদুপরি শৈবাল ও কুশা আচ্ছাদন করিয়া, ঐ বেদীর দক্ষিণে দুইটি গর্ত্ত খনন করত: তাহার একটীতে নীর ও অপরটিতে ক্ষীর রাখিয়া এবং ঐ বেদীর উত্তরে অতি নিকট নিকট সাতটি গর্ত্ত খনন করিয়া, জলের দ্বারা ঐ গুলি পয়: প্রণালীর আকারে পরিপূর্ণ করিয়া, তাহাতে যজমান, অধ্বর্য্যু ও অপরাপর বন্ধুবর্গ উপলখণ্ড প্রক্ষেপপূর্ব্বক তদুপরি বিচরণ করত: এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

হে বন্ধুগণ! ইহা অশ্মন্বতী[২] নদী প্রবাহিতা হইতেছে, আইস,—আমরা ইহার উপরি উঠিতে চেষ্টা করি,—উত্থান করি,—উত্তীর্ণ হই; এই স্থলে, আমরা স্বীয় শরীরাশ্রিত অশুভসকল বর্জ্জন করতঃ শুভ সংগ্রহ করি। ১

১ কোন মতে,—ব্রাহ্মণের সমাধিবেদী (গোর) মুখ প্রমাণ উচ্চ হইবে; ক্ষত্রিয়ের বক্ষঃ প্রমাণ, বৈশ্যের উরু-প্রমাণ এবং স্ত্রীগণের যোনি-প্রমাণ ও শূদ্রেরই জানু-প্রমাণ হইবে; সকলের একরূপ নহে। ২ পাষাণ বিশিষ্টা।

১১ কণ্ডিকা।

অমাত্যগণ যজ্ঞোপবীতী হইয়া অপামার্গ দ্বারা স্ব স্ব শরীর শোধন করিবে[১]—

হে অপামার্গ! তুমি অস্মচ্ছরীরের সর্ব্বপ্রকার পাপ (মল) দূর কর, দুঃস্বপ্ন-জন্য ক্লেশও যেন বিদূরিত হয়।১

---

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্নান করিয়া বস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক নব বস্ত্র পরিধান করিবে—

জল ও ওষধিসকল আমাদিগের পরম বন্ধু হউন এবং তাঁহারাই যাহারা আমাদের সৎকার্য্যে দ্বেষ করে, সেই বিপক্ষগণের পরম শত্রু হউন।১

---

১৩ কণ্ডিকা।

স্নাত অমাত্যগণ এই মন্ত্রে বৃষভপুচ্ছ স্পর্শ করিবে—

আমরা স্বীয় কল্যাণার্থ, সুরভিনন্দন বৃষভকে স্পর্শ করিতেছি; এই বৃষভ-শরীরস্থ সেই ঐশ্বর্য্যমান্ ব্রহ্মাগ্নি, আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের তারক হউন।১

---

১৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিবে—

আমরা স্নাত সুতরাং নির্ম্মল হইয়া উত্তর স্বঃ দর্শন করত তীরে উত্থান করিতেছি এবং এই দেব-যজন প্রদেশে গমন করত সূর্য্য দেবের উত্তম জ্যোতি উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

---

১৫ কণ্ডিকা।

শ্মশান হইতে প্রত্যাগমন কালে শ্মশান সীমাতে এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মর্য্যাদালোষ্ট্র[১] ক্ষেপণ করিবে—

জীবগণের অকাল-মৃত্যু-ভয় বারণার্থ আমি এই পরিধি দিতেছি, মৃত্যুর আগমন পথে ইহা পর্ব্বতরূপী অবরোধ হউক, গ্রামস্থ প্রাণিগণের কেহই যেন অকালে পিতৃলোকে নীত না হয় প্রত্যুত সকলেই কর্ম্মক্ষম থাকিয়া শত শরৎ জীবন লাভ করুক।১

১৬, ১৭ কণ্ডিকা।

আঞ্জন[২] ও অভ্যঞ্জন[৩] করণানন্তর এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক ঔপাসন[৪] অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে—

---

১ এ স্থলে কোন মতে অপামার্গশাখা সর্ব্ব শরীরে সর্ব্বতঃ স্পর্শ করাইবে এবং কোনমতে অপামার্গ-বীজ বাটীয়া তদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন (আপ্টন্) করাইবে।

১ বৃহৎ মৃৎপিণ্ড বা পাষাণখণ্ডাদি।

২ কজ্জলাদি দ্বারা নেত্রাঞ্জন।

৩ তৈলাদি দ্বারা পাদমর্দ্দন।

৪ কর্ত্তার আবসথ্য নামক অগ্নিকে দর্ভপুঞ্জ দ্বারা বিস্তীর্ণ করতঃ তচ্চতুষ্পার্শ্বে বারণ কাষ্ঠের

হে অগ্নে! আমাদিগের আয়ু পবিত্র কর, আমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান কর এবং দুর্জ্জনগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। ১

হে অগ্নে! তুমি ঘৃতাহুতির মুখ্য স্থান, তোমার মুখ সর্ব্বদাই ঘৃত-লিপ্ত, ঘৃতাহুতি লাভেই তুমি বর্দ্ধিত ও আয়ুষ্মান্ হইতেছ; এই সুমধুর, সুন্দর, গব্য, ঘৃত পানে তৃপ্ত হইয়া, পিতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করে তদ্বৎ আমাদিগকে রক্ষা কর। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ২

---

১৮ কণ্ডিকা।

অনন্তর অধ্বর্য্যু এই পরিদা[১] পাঠ করিবে—

ইহাঁরা গোপুচ্ছ গ্রহণ করিয়াছেন, অগ্নিতে ঔপাসনও করিয়াছেন সুতরাং দেবগণের মধ্যে কীর্ত্তিলাভীও হইলেন; আর ইহাঁদিগকে কে পরাভব করিতে পারে? (কেহই না)। ১

---

১৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে ঔপাসন নিরসন করিবে—

আমমাংসভোজী অগ্নিকে দূর করিতেছি, পাপবাহী তিনি যমরাজ্যে গমন করুন এবং এই স্থলেই অপর অগ্নি স্থাপিত হইলেন; ইনি, স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞানে, দেবগণকে হব্য প্রাপ্ত করান। ১

[ইতি পিতৃমেধ প্রকরণ]

---

২০ কণ্ডিকা।

(অষ্টকা শ্রাদ্ধে মধ্যমাষ্টকা গোপশু দ্বারা হইয়া থাকে) এই মন্ত্রে গাভীর বপা হোম করিবে—

"হে জাতবেদঃ! যে স্থলে (পরাকে) পিতৃগণ নিহিত আছেন, তাহা তুমি অবগত আছ অতএব তাঁহাদের জন্য এই বপা বহন কর;—মেদঃ-সম্ভূতা এই কুল্যা[১] তাঁহাদের তৃপ্তিকারিণী হউক,—এই মনোরথটি আমাদের সত্যরূপে সন্নত হউক। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

---

২১ কণ্ডিকা।

শয়নের মন্ত্র—

পৃথিবীস্থ, সুকোমল, বিস্তৃত এই শয্যা, আমাদের সুখকরী হউক। ১

স্নানের মন্ত্র—

এই জলদেবীরা আমাদের শরীরের মল দূর করতঃ আমাদিগকে শুচি করুন। ২

চারিটি পরিধি স্থাপন করিলে তন্মধ্যগত ঐ অগ্নিকে ঔপাসন কহে। ইহাতে লৌহ বারণ কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্রুব দ্বারাই আহুতি প্রদান করিতে হয়।

১ রক্ষণ মন্ত্র।

১ কৃত্রিম নদী।

২২ কণ্ডিকা।

সাগ্নিকগণের দাহের পূর্ব্বে এই মন্ত্রে একটী আজ্যাহুতি প্রদান করিবে—

হে যজমান! ইহাঁ কর্ত্তৃকই তোমার আবির্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে তোমাকর্ত্তৃক ইহাঁর আবির্ভাব হউক; অমুক[১] ইনি স্বর্গ লোকের জন্য প্রস্তুত হউন। ১

১ এ স্থলে যজমান-পিতার (মৃতের) নামোল্লেখ করিতে হইবে।

যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়॥

—:০:—

[শান্তি প্রকরণ]

—:০:—

১—২৪ কণ্ডিকা।

প্রথমাদি চতুর্ব্বিংশ কণ্ডিকাত্মক এ অধ্যায়টি শান্তি-কাম ব্যক্তি পাঠ করিবে—

ঋক্-রূপ বাগিন্দ্রিয় স্বাস্থ্য লাভ করুক, যজু:-রূপ মন স্বাস্থ্য লাভ করুক, সাম-রূপ প্রাণও স্বাস্থ্য লাভ করুক, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও স্বাস্থ্য লাভ করুক। বাক্ ওজ:, সহ-ওজ: এবং প্রাণ ও অপান—এতৎসমস্তই আমাতে যথাবস্থিত হউক। ১

আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের, হৃদয়ের বা মনের যে ছিদ্র অতিতৃণ্ণ (উৎখাত) হইয়াছে, বৃহস্পতিদেবতা তৎসমস্ত পূর্ণ করুন। যিনি ভুবনত্রয়ের অধিপতি, সেই পরমদেবতা আমাদের কল্যাণকর হউন। ২

যিনি আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে কর্ত্তব্যকার্য্যসমস্তে সতত নিয়োগ করিতেছেন, সেই জগৎ-প্রসবিতা পরমদেবতার ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক ব্যাপী ভর্গ আমরা ধ্যান করি। ৩

হে চিত্র! কীদৃশ কর্ম্মিষ্ঠত্বাতে বর্ত্তমান থাকিলে, কীদৃশ ঊতী দ্বারা তুমি

আমাদের সতত বর্দ্ধনকারী সখা হও? ৪

যতপ্রকার মদজনক অন্ন আছে, তন্মধ্যে কোনটি বিশেষত মদজনক ও সত্য? যাহা তোমাকে মত্ত করিতে সমর্থ, যাহাতে তুমি আমাদিগকে আরোগ্যমূল সুদৃঢ় ধন প্রদান কর?। ৫

তুমি চিরদিনই কৃতোপকার স্তাবক, সখ্য-স্বভাব, প্রাণীদিগের উতির জন্য সর্ব্বথা শত শত উপায় সমুদ্ভাবন করিতেছ। ৬

হে বৃষন্। তুমি কীদৃশ উতি শক্তির দ্বারা আমাদিগকে আমোদিত কর এবং কোন ক্রিয়াবশেই বা স্তোতৃদিগকে পূর্ণ-মনোরথ কর? ৭

পরমৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট পরমদেবতা, এই বিশ্বসংসার সমস্তেরই রাজা সুতরাং (নৈসর্গিক) কি দ্বিপদ কি চতুষ্পদ সৃষ্ট-মাত্রেরই কল্যাণ বিধানে তিনি সতত তৎপর। ৮

(তাঁহারই নিয়মাধীন হইয়া, তাঁহার প্রসাদে,—) মিত্রদেবতা আমাদের কল্যাণকারী, বরুণদেবতাও আমাদের কল্যাণকারী, অর্য্যমাদেবতাও আমাদের কল্যাণকারী, বৃহস্পতি ইন্দ্রদেবতাও আমাদের কল্যাণকারী এবং ব্যাপক বিষ্ণুদেবতাও আমাদের কল্যাণকারী হউন। ৯

(তাঁহারই প্রসাদে) বায়ুদেবতাও আমাদের কল্যাণকর রূপে প্রবাহিত হউন, সূর্য্য আমাদের কল্যাণার্থই উত্তাপ দান করুন এবং পর্জ্জন্যদেবও আমাদের কল্যাণ কর হওতঃ শব্দাড়ম্বর সহকারে বৃষ্ট হউন। ১০

(তাঁহারই প্রসাদে) দিবসসকল আমাদের কল্যাণকর হউন, রাত্রিসকলও আমাদের কল্যাণ বিধান করুন এবং গত্যাদি-শক্তি-সম্পন্ন ইন্দ্রাগ্নি[১] যুগ্মদেবতা আমাদের কল্যাণকর হউন, বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্রাবরুণ[২] যুগ্মদেবতা আমাদের কল্যাণকর হউন, অন্নোৎপাদক ইন্দ্রাবরুণ[৩] যুগ্মদেবতা আমাদের কল্যাণকর হউন এবং সুপককারী ইন্দ্রাসোম[৪] যুগ্মদেবতাও আমাদের কল্যাণকর হউন। ১১

(তাঁহারই প্রসাদে) জলদেবীরা স্ব-স্ব যু[৫] হইতে আমাদিগের কল্যাণার্থই প্রস্রুত হউন এবং আমাদের অভিমত

১ মেঘ সঞ্চয়াদি কার্য্যের নিদান, তেজোবিশেষ ইন্দ্রাত্মক দেবতার অনুগত অগ্নিকে ইন্দ্রাগ্নি কহে অর্থাৎ বিদ্যুৎ।

২ তাদৃশ ইন্দ্রের অনুগত বর্ষধারার উপযোগী, মেঘরাশিকে ইন্দ্রাবরুণ কহে অর্থাৎ পর্জ্জন্য।

৩ তাদৃশ ইন্দ্রের অনুগত সূর্য্যরশ্মিকে ইন্দ্রাপূষণ কহে।

৪ তাদৃশ ইন্দ্রের অনুগত চন্দ্ররশ্মিকে ইন্দ্রাসোম কহা যায়।

৫ যু শব্দে, যথা হইতে নদ্যাদি প্রস্রবণ (ঝরণা)-সকল পৃথক্ হয় অর্থাৎ উদ্ভূত বা প্রকাশিত হইয় নদ্যাদি নাম ধারণ করে। সেই গিরিপৃষ্ঠাদিকে 'যু' কহে, যথা—গঙ্গা নদীর যু, হিমগিরিস্থ গোমুখী স্থান।

পানাদি ব্যবহারেও কল্যাণী হউন। ১২

হে পৃথিবি! আমাদিগের জন্য তুমি (তাঁহারই প্রসাদে) কঙ্করাদি শূন্য, শয়নাসনাদির উপযুক্ত, সুখকরী হও এবং বিস্তৃত আকারে আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। ১৩

হে জল-দেবী-সমূহ! তোমরা যেহেতু প্রসিদ্ধ কল্যাণকারিণী অতএব আমাদিগকে নানাবিধ রসভোগে এবং রমণীয় সুমহৎ দর্শন কার্য্যে সমর্থ করিতেছ। ১৪

মাতা যেরূপ প্রীতি প্রফুল্ল-চিত্তে বালককে সুধোপম স্তন্য পান করান, তোমরাও সেইরূপ আমাদিগকে স্বীয় কল্যাণতম রসের অধিকারী করিতেছ। ১৫

তোমাদের যে গুণে এই চরাচর চির-তৃপ্ত হইতেছে, আমরা পর্য্যাপ্তরূপে সেই গুণ ভোগ করিতে পারি। হে জলদেবী-সমূহ! আমাদিগকে এতাদৃশ প্রসাদ কর। ১৬

(তাঁহার প্রসাদেই) দ্যুলোকে শান্তি বিরাজিত, অন্তরীক্ষে শান্তি বিদ্যমান এবং পৃথিবীতেও শান্তি রহিয়াছে; দেখ—জল শান্তিকারক, ওষধিসমস্তও শান্তিকারক, বনস্পতিসমূহ হইতেও শান্তি লাভ হয়, (অধিক কি) সমস্ত দ্যুতিমৎ পদার্থই শান্তির উপকরণ। যিনি পরমদেবতা সেই ব্রহ্মই যখন শান্তিময়, তখন সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অবশ্য শান্তি ভাজন। শান্তি সর্ব্বত্র আছেইআছে। সেই শান্তির উপভোগে আমি যেন সমর্থ হই। ১৭

হে দৃতে![1] আমাকে এই বিষয়ে দৃঢ় কর—যে, আমাকে যেন সকল প্রাণিই মিত্র ভাবে দর্শন করে এবং আমিও যেন সকলকেই মিত্র ভাবে দর্শন করি, (আমি কেন) আমরা সকলেই যেন সকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করি। ১৮

হে দৃতে! যদি উক্তরূপ সর্ব্ব-প্রিয়-দর্শন হইতে পারি, তাহা হইলেই যেন দীর্ঘজীবী হই—তাহাহইলেই যেন দীর্ঘ-জীবী হই[2]। ১৯

হে অগ্নে! দীপ্তির কারণ যে ত্বদীয় তেজঃস্বরূপ জ্বালা, তাহাকে নমস্কার;—তোমার সেই জ্বালা, যাহারা দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগকে সন্তপ্ত করুন, আমাদিগের জন্য তোমার 'পাবক' এবং 'শিব' নাম সার্থক করুন। ২০

তোমার বিদ্যুৎকে নমস্কার,—তোমার স্তনয়িত্নুকেও[3] নমস্কার করি, এবং তোমাকেও ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার;—ভগবন্! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের সুখের জন্য যত্নবান্ রহিয়াছ। ২১

ভগবন্! তুমি যখন সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের সুখের জন্য যত্নবান্ রহিয়াছ

---

১ দৃতি শব্দে চর্ম্মনির্ম্মিত থলি, এ স্থলে উক্ত থলেরূপ শরীর বুঝিতে হইবে।

২ এতাবতা প্রতিবেশবাসীদের সহ চির বিবাদার্থ দীর্ঘজীবন প্রার্থনীয় নহে।

৩ বিদ্যুদাধার মেঘমণ্ডল।

অতএব আশা করি—আমাদের কোনরূপ ভয়ই নাই এবং আমাদের প্রজা ও পশুরাও নির্ভয়ে তোমার প্রদত্ত কল্যাণ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। ২২

(তোমার প্রসাদে) জলসমূহ ও ওষধিসকল আমাদের মিত্র হউক এবং যে আমাদের শত্রুতা করে ও আমরাও যাহার শত্রুতা করি তাদৃশ দুরাত্মগণের জন্য অমিত্র হউক। ২৩

অমরা যেন, শত-শরৎ জীবন লাভে সমর্থ হই! এবং উক্ত জীবনের শেষ কালপর্য্যন্তও যেন, পরম দেবতা-কর্ত্তৃক নভোমণ্ডলে স্থাপিত, এই, শুভ্রাভ, জগচ্চক্ষুর গতি দর্শনে সমর্থ থাকি! তাবৎকাল শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনূ্যন-ক্ষমতাও প্রার্থনীয়! বাগিন্দ্রিয়ের দোষও না জন্মে, ইহাও প্রার্থনীয়! এবং দীনভাবাপন্নও যেন না হইতে হয়! শত-শরৎ কাল ব্যতীত হইলে পরেও পুনরপি[১] এইরূপ প্রার্থনীয়। ২৪

[ইতি শান্তি প্রকরণ]

১ জন্মান্তরেও।

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

—:•:—

[প্রবর্গ্য প্রকরণ[১]]

—:০:—

১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ উডুম্বর (যজ্ঞডুমুর) বা বিকঙ্কত (বৈঁচি) কাষ্ঠনির্ম্মিত, অরত্নিপ্রমাণ অভ্রি গ্রহণ করিবে—

১ 'প্রবর্গ্য' একটি কোন বিশেষ যজ্ঞ নহে, প্রত্যুত ইহা অশ্বমেধাদি যজ্ঞের শিরোভূত যজ্ঞাঙ্গ-বিশেষ। মন্ত্রপূত করিয়া অভ্রিগ্রহণপূর্ব্বক মৃত্তিক খননাদি পুরঃসর মহাবীর নির্ম্মাণ হইতে আর করিয়া উক্ত মহাবীরে প্রস্তুতীকৃত ঘর্ম্ম লইয় বিবিধ আহুতি দান পর্য্যন্ত ক্রিয়াগুলিকে 'প্রবর্গ

হে অভ্রে। সবিতৃ-দেবতার প্রেরণাবশে, অশ্বিদেবদ্বয়ের বাহুযুগল এবং পূষা দেবতার হস্তদ্বয়ের সাহায্যে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি, তুমি নারি[১] হইতেছ।১

কাণ্ড' কহে এবং এই আহুতি-সাধন অগ্নিকে প্রবর্গ্যাগ্নি' কহা যায়। এই স্থল হইতে (সপ্তত্রিংশাদি) অধ্যায় ত্রয়ে এই প্রধান যাগাঙ্গ ক্রিয়ানুষ্ঠানাদির বিধান আছে। তন্মধ্যে, এ অধ্যায়ে মহাবীর নির্ম্মাণাদি, ইহার পর অধ্যায়ে (৩৮শে) ঘর্ম্মগ্রহণাদি ঘর্ম্মাহুতি পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়াছে এবং তৎপর অধ্যায়ে (৩৯শে) এই কার্য্যানুষ্ঠানে মহাবীর-ভগ্নাদি কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। "মহাবীর" শব্দে, মন্দাগ্নিতে দুগ্ধ আবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে শর প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে ঘৃতনিক্ষেপাদিপূর্ব্বক সেই শর হইতে ঘর্ম্ম প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত পাত্রবিশেষ অর্থাৎ দুধ জাল দিবার একপ্রকার কটাহ (কড়া)। দুগ্ধের শর হইতে অথবা তাদৃশ দুগ্ধ-জাত দধির শর হইতে উৎপন্ন স্নেহ পদার্থবিশেষকে 'ঘর্ম্ম', কহে এবং এই ঘর্ম্ম প্রস্তুত করণার্থ যে যে উৎকৃষ্ট গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করা যায় তাহাদিগকেই 'ঘর্ম্মদুঘা' কহা যায়। পুরোডাশাদি, সোম-সুরাদি বা অশ্বাঙ্গ পাকাদি প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের সন্তোষ সাধন যেরূপ যজ্ঞের প্রধান কার্য্য, ঘর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহাদের তোষসাধন, বোধ হয় ততোঽধিক কার্য্য, যেহেতু এই প্রবর্গ্য

২ কণ্ডিকা।

গৃহীত অভ্রিটি বাম হস্তে ধৃত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা স্পর্শ করতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

অতি মহান্ সুবিচক্ষণ ব্রাহ্মণের অধীন[২], হোতৃকার্য্যে ব্রতী এই ব্রাহ্মণগণ, এই যজ্ঞ কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন এবং যথাযথ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়চালনেও তৎপর রহিয়াছেন;—যিনি প্রাণিমাত্রেরই মনোবৃত্তি অবগত আছেন একমাত্র তিনিই ইহা সম্পন্ন করুন। সেই জগৎ-প্রসবিতা দেবতার স্তুতি অসীম, তাঁহারই প্রীত্যর্থ এই আহুতি প্রদত্ত হইল, ইহা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

---

৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পাণিদ্বয় দ্বারা বিঘন[৩] মৃৎপিণ্ড গ্রহণ করিবে—

কাণ্ডটি "মখ-শির, অর্থাৎ যজ্ঞের মস্তকস্বরূপ প্রধান অঙ্গ বলিয়া শ্রুতিতে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত দেখা যায়।

১ নারি=অরি-শূন্য অথবা স্ত্রী নামক ক্ষেত্তার স্ত্রীস্বরূপা।

২ অর্থাৎ সর্ব্বঋত্বিক্‌গণের কার্য্য-পর্য্যবেক্ষক 'ব্রহ্মা' নামক প্রধান ঋত্বিকের অধীন।

৩ জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট অর্থাৎ যাদৃশ পঙ্ক হইতে পুরীষ অগ্নি (গ্যাস্) প্রকাশ পাইতে পারে।

হে মিশ্রিত দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়[১] পৃথিবীস্থ এই দেবযজন প্রদেশে অদ্য তোমাদিগকে লইয়া যজ্ঞের শিরঃস্বরূপ প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে মৃৎপিণ্ড! যজ্ঞের জন্য,—যজ্ঞের শিরঃ-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।

---

৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত: বল্মীকবপা-গ্রহণপূর্ব্বক পাতিত কৃষ্ণাজিনে রক্ষিত মৃৎপিণ্ডের উত্তরে উহা স্থাপন করিবে—

হে প্রথমজা বম্রী দেবীরা[২]! পৃথিবীস্থ এই দেবযজন প্রদেশে অদ্য তোমাদিগকে লইযা যজ্ঞের শির স্বরূপ প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যজ্ঞের জন্য,—যজ্ঞের শির স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাদিগকে গ্রহণ করিতেছি। ১

---

৫ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত: বরাহোৎখাত মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই কৃষ্ণাজিনস্থ বল্মীকবপার উত্তরে উহা স্থাপন করিবে—

হে বরাহোৎখাত মৃত্তিকে! পূর্ব্বে পৃথিবী এইটুকুই ছিল[১] পৃথিবীস্থ দেবযজন প্রদেশে অদ্য তোমাকে লইয়া যজ্ঞের শিরঃস্বরূপ প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যজ্ঞের জন্য,—যজ্ঞের শিরঃ স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

---

৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করত: কতকগুলি পূতিকা[২] গ্রহণপূর্ব্বক সেই বরাহোৎখাতমৃত্তিকার উত্তরে উহা স্থাপন করিবে—

হে পূতিকাসমূহ! তোমরা ঐশ্বর্য্যমান্ যজমানের তেজঃ-স্বরূপ হইতেছ অতএব এই পৃথিবীস্থ দেবযজন প্রদেশে অদ্য তোমাদিগকে লইয়া যজ্ঞের শির স্বরূপ প্রধান কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিরঃ স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাদিগকে গ্রহণ করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত: অজাদুগ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণাজিনস্থ পূতিকা-

---

১ দ্যু-অংশ জল ও পৃথিবীর অংশ মৃত্তিকা।

২ উইমাটী। সমস্ত প্রাণী সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বাগ্রে এই পৃথিবীতে উই সৃষ্টি হইয়াছিল, এই জন্যই প্রথমজা, বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

১ অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবীর বিস্তৃতি অত্যল্প ছিল, ক্রমে পুষ্ট হইয়া বৃহদবয়বা হইতেছে।

২ পূতিকা=পচা পাট বা ঐরূপ কোন বস্তু (তৃণাদি)। উহা মৃৎপিণ্ডে মিশ্রিত করিলে তাহা সুদৃঢ় হইবে।

সমূহের উত্তরে উহা স্থাপন করিবে -

তুষ্ট! যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিরঃ-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত: কতকগুলি গবেধুকা[১] গ্রহণ পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণাজিনস্থ, অজাদুগ্ধের উত্তরে উহা স্থাপন করিবে—

হে গবেধুকাসমূহ! যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিরঃ-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাদিগকে গ্রহণ করিতেছি। ৩

---

৭ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করত: অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা প্রভৃতি কতিপয় ঋত্বিক্, ঐ সম্ভারপূর্ণ[২] কৃষ্ণাজিন খানি অতিসাবধানে ধরিয়া পরিবৃত স্থলে[৩] লইয়া যাইবে—

ব্রহ্মণস্পতিদেবতা সমাগত হউন, সুনৃতাদেবীও সমাগতা হউন, এবং দেবগণ আমাদিগকে বীর, নর্য্য, পঙ্‌ক্তিরাধ, পরিবৃতে উপনীত করুন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত ঐ কৃষ্ণাজিন, পরিবৃতবেদীতে স্থাপন করিবে—

হে সম্ভারসকল! যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিরঃস্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাদিগকে এস্থলে স্থাপন করিতেছি। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করতঃ বল্মীকবপা[১] প্রভৃতি সম্ভারত্রয় মৃৎপিণ্ডে মিশ্রিত করিবে—

হে সম্ভার চতুষ্টয়! যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিরঃ-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাদিগকে মিশ্রিত করিতেছি। ৩

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত সেই বল্মীকাদি মিশ্র মৃৎপিণ্ড দ্বারা একৈকক্রমে তিনটি মহাবীর[২] নির্ম্মাণ করিবে—

হে সম্ভার চতুষ্টয়! যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিরঃ স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাদিগদ্বারা মহাবীর প্রস্তুত করিতেছি। ৪

---

৮ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে বামকরস্থ প্রথম মহাবীরকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ

---

১ গড়গড়ে ধান্য।

২ সম্ভার শব্দে উপকরণ। এস্থলে মহাবীর নির্ম্মাণ করিবার সম্ভার যথা—মৃৎপিণ্ড, বল্মীক-বপা, বরাহোৎখাত মৃত্তিকা, পূতিকা, অজাদুগ্ধ ও গবেধুকা।

৩ পঞ্চ অরত্নি পরিমিত, সমচতুরস্র, সিকতালিপ্ত, সপ্ত ভূ-সংস্কারে সংস্কৃত, পূর্ব্বদ্বারী ও চন্দ্রাতপাদি আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত, স্থানকে পরিবৃত কহে। এই সম্ভার স্থাপনাদি ক্রিয়ার জন্যই উহা পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

১ ৩৩ অধ্যায়ের ৮৯ টীপ্পনী দেখ।

২ ঘর্ম্ম প্রস্তুত করিবার জন্য দুগ্ধ জাল দিবার কটাহকে মহাবীর কহে। ইহা প্রাদেশ পরিমিত উচ্চ, মেখলাযুক্ত, মধ্যে সঙ্কুচিত ও গর্ত্তবেষ্টিত এবং মেখলার উপরি ত্র্যঙ্গুল উচ্চ হইবে।

করিবে—তুমি যজ্ঞের শির:-স্বরূপ; যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শিব: স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, তোমাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে বামকরস্থ দ্বিতীয় মহাবীরকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে—

ঐ ৩য় মন্ত্র। ২

তৃতীয় মন্ত্রে বামকরস্থ তৃতীয় মহাবীরকে দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে—

ঐ ৩য় মন্ত্র ৩

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত: কতকগুলি গবেধুকাদ্বাবা ঘর্ষণ করিয়া প্রথম মহাবীরটি সুচিক্কণ কবিবে—

যজ্ঞেব জন্য—যজ্ঞেব শিব:-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, প্রথম মহাবীরকে সুচিক্কণ করিতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত: কতকগুলি গবেধুকাদ্বাবা ঘর্ষণ করিয়া দ্বিতীয় মহাবীরটি সুচিক্কণ করিবে—

ঐ ৪র্থ মন্ত্র। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ কবত: কতকগুলি গবেধুকাদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তৃতীয় মহাবীরকে সুচিক্কণ করিবে—

ঐ ৪র্থ মন্ত্র ৬

---

৯ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকাব প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে যথাক্রমে তিনটি মহাবীরকে দক্ষিণাগ্নি-দীপ্ত সপ্ত সপ্ত অশ্ব-সকৃৎ[১] দ্বারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত: ধূপিত করিবে—

মহাবীর! যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শির:-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, সেচয়িতা অশ্বের বিষ্ঠা দ্বারা তোমাকে এই পৃথিবীস্থ দেবযজনে, ধূপিত করিতেছি। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রার্থও ঐ। ২

তৃতীয় মন্ত্রার্থও ঐ। ৩

চতুর্থাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ পূর্ব্বক একৈক ক্রমে ঐ মহাবীরত্রয়কে উখাবৎ পিন্বনাদিসহ শ্রপণ করিবে—

যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শির:-স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, মহাবীর! তোমাকে দহন করিতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রার্থও ঐ। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রার্থও ঐ। ৬

---

১০ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে সুপক্ক মহাবীরত্রয়কে যথাক্রমে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিবে—

হে মহাবীর! ঋজু[২] দেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে অগ্নিপক্ক করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। ১

---

১ ঘোড়ার নীদের (মলের) ঘুটে।

২ ঋজুশব্দে দ্যুলোক ও দ্যু-দেব আদিত্য,—শতপথ ব্রা° ১৪, ১, ২, ২২।

হে মহাবীর ! সাধুদেবতার[১] প্রীতির জন্য তোমাকে অগ্নিপক্ক করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। ২

হে মহাবীর! সুক্ষিতি[২] দেবতার প্রীতিব জন্য তোমাকে অগ্নিপক্ক করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। ৩

চতুর্থাদি মন্ত্রত্রয়ে মহাবীরত্রয় অজা-দুগ্ধে সিঞ্চিত করিবে—

যজ্ঞের জন্য—যজ্ঞের শির:স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, মহাবীর! তোমাকে অজা-দুগ্ধে সিঞ্চন করিতেছি। ৪

পঞ্চম মন্ত্রার্থও ঐ। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রার্থও ঐ[৩]। ৬

---

১১ কণ্ডিকা।

ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগ্‌বর, ঐ মহাবীর-সকল দেখিয়া, ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া, ব্যবহারার্থ আদেশ করিলে, অধ্বর্য্যু যখন যে কোন মহাবীর ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবে, তাহা, এই কণ্ডিকাব প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে বারত্রয় প্রোক্ষণ করিয়া লইবে—

নিয়মাধীন হইয়া তোমাকে প্রোক্ষণ করিতেছি। ১

যজ্ঞসিদ্ধির জন্য তোমাকে প্রোক্ষণ করিতেছি। ২

সূর্য্যের আতপে তপ্ত করিবার জন্য তোমাকে প্রোক্ষণ কবিতেছি। ৩

হোতৃ-কর্তৃক 'অঞ্জন্তি যং প্রথমযন্তি' মন্ত্র পাঠকালে অধ্বর্য্যু বিধিমতে আজ্য সংস্কার করিয়া, সেই আজ্য ব্যবহারার্থ গৃহীত মহাবীরের বাহিবে ভিতরে, ভাল রূপে, এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ পুরঃসর লেপন করিবে—

মহাবীর ! সবিতা দেবতা তোমাকে সুমধুর ঘৃতে লিপ্ত করুন। ৪

পঞ্চম মন্ত্রে শতমান রজতখণ্ড খরে উপগূহন করিবে[১] —

রজতখণ্ড ! পৃথিবীকে অগ্নিস্পর্শ হইতে রক্ষা কর। ৫

হোতৃ-কর্তৃক "সংসীদস্ব" মন্ত্র পাঠ-কালে অধ্বর্য্যু কতকগুলি মুঞ্জ গার্হপত্য অগ্নিতে প্রদীপ্ত কবিয়া এই ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত উহা খরে চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত করিবে এবং তদুপরি আজ্যপূর্ণ সেই প্রচরণীয়[২] মহাবীর পক্ক করণার্থ স্থাপন করিবে—

---

১ সাধু শব্দে অন্তরীক্ষ লোক ও তৎস্থ দেবতা বায়ু—শত০ ১৪, ১, ২, ২৩।

২ সুক্ষিতি শব্দে ভূলোক ও ভূদেব অগ্নি—শত০ ১৪, ১, ২, ১৪।

৩ এই পর্য্যন্ত 'মহাবীর সম্ভরণ' নামক কার্য্য সমাপ্ত হইল।

১ যে স্থলে অগ্নি জালিয়া মৃণ্ময পাত্র (উখা, মহাবীর প্রভৃতি) পক্ক করা যায় সেই স্থানকে 'খর' কহে; সেই 'খর' নামক স্থানে ১০০ রতি নির্ম্মিত এক খানি রৌপ্য পাত্র পাতিয়া দিবে।

২ ব্যবহারার্থ গৃহীত, যাহা ব্যবহার করা হইতেছে।

হে প্রদীপ্ত অগ্নে! তুমি অর্চ্চি, তুমি শোচি. ও তুমি তপ হইতেছ ৬

---

১২ কণ্ডিকা।

মহাবীর পক্ক করণার্থ খরে রক্ষিত হইলে, সেই মহাবীরোপরি, যজমান, অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি ধারণ করিবে এবং অধ্বর্য্যু তাহাকে এই কণ্ডিকার প্রথমাদি পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করাইবে, অনন্তর ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করতঃ মহাবীরের দক্ষিণ ভূমিতে যজমান উত্তান পাণি স্থাপন করিয়া সপ্তম মন্ত্র পাঠ করতঃ মহাবীরের উত্তর ভূমিতে স্বীয় প্রাদেশ স্থাপন করিবে —

হে মৃত্তিকে! (মৃণ্ময় ভাজন!) পূর্ব্বদিকে অগ্নির আধিপত্যে স্থিতা তুমি দৃঢ় রক্ষিতা. তোমার প্রসাদে আমি আয়ুর্লাভ করিতে পারি। ১

হে মৃত্তিকে। (মৃণ্ময় ভাজন।) দক্ষিণে ইন্দ্রের আধিপত্যে স্থিতা তুমি পুত্রবতী, তোমার প্রসাদে আমিও প্রজালাভ করিতে পারি। ২

হে মৃত্তিকে! (মৃণ্ময় ভাজন।) পশ্চিমে সবিতৃ-দেবতার আধিপত্যে স্থিতা তুমি সুখদা তোমার প্রসাদে আমি চক্ষুর্লাভ করিতে পারি ৩

হে মৃত্তিকে। (মৃণ্ময় ভাজন।) উত্তরে ধাতার আধিপত্যে স্থিতা তুমি আশ্রুতি, তোমার প্রসাদে আমি ধনসমৃদ্ধি পুষ্টিলাভ করিতে পারি। ৪

হে মৃত্তিকে! (মৃণ্ময় ভাজন!) উপরিভাগে বৃহস্পতির অধিপত্যে স্থিতা তুমি বিধৃতি, তোমার প্রসাদে আমি ওজোলাভ করিতে পারি। ৫

হে মৃত্তিকে! (মৃণ্ময় ভাজন।) তোমার প্রসাদে আমি সমস্ত নাশ-কারিণীদের হস্ত হইতে যেন ত্রাণ পাই। ৬

হে মৃত্তিকে। (মৃণ্ময় ভাজন।) তুমি মনস্কামনা সমস্তই বহন করিতে সমর্থ অতএব তোমাকে 'মনুর অশ্ব' বলা যায়। ৭

---

১৩ কণ্ডিকা।

ভস্ম মিশ্রিত অঙ্গারে ঐ মহাবীর সম্যক্ আচ্ছাদিত করিয়া এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করত. তদুপরি ত্রয়োদশ খানি বিকঙ্কত কাষ্ঠখণ্ড যথাবিধি স্থাপন করিবে—

বায়ুর প্রভাবে এই কাষ্ঠগুলি প্রজ্বলিত হইলে তদ্দ্বারা মহাবীর সুপক্ক হউক,— আমার এই প্রার্থনা সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত: তদুপরি শতমান সুবর্ণপত্র আচ্ছাদন করিবে—

হে সুবর্ণখণ্ড! দ্যুলোককে অগ্নিস্পর্শ হইতে রক্ষা কর। ২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত: বংশদণ্ডে আবদ্ধ কৃষ্ণাজিন খণ্ড রূপ বীজন ত্রয়ের দ্বারা উহাতে ব্যজন করিবে—

এই মহাবীরে যে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হইবে, তাহা মধুর হইবে,—মধুর হইবেই হইবে,—অবশ্য মধুর হইবে[১]। ৩

১৪—২০ কণ্ডিকা।

মহাবীর পাক কালে ঐরূপ ব্যজন হইতে থাকিবে এবং সেই সময়ে সমস্ত ঋত্বিগগণের সহিত যজমান চতুর্দ্দশাদি সপ্ত কণ্ডিকাত্মক সপ্ত মন্ত্রে পবমদেবতার উপস্থান[২] করিবে—

যিনি সমস্ত দীপ্যমান বস্তুর গর্ভ-ধারিণী (মাতা), সমস্ত শ্রেয় পদার্থের পিতা, প্রজামাত্রেরই অধিপতি; তিনি সমস্ত দীপ্যমান পদার্থের সহিত সতত প্রদীপ্যমান রহিয়াছেন[৩], সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন ক্ষমতার সহিত সতত সঙ্গত রহিয়াছেন[৪], এই সূর্য্যের সহিতও নিয়ন্তৃ রূপে সতত প্রকাশ পাইতেছেন[৫]। ১

কখন[৬] একমাত্র অগ্নিভাবে[৭], সর্ব্বপ্রকার অগ্নির সহিত সতত থাকেন, সর্ব্বপ্রকার সবিতৃ-দেবতার সহিত সঙ্গত থাকেন এবং সমস্ত সূর্য্যের সহিতও প্রকাশ পান। কখন[১] বা স্বাহা-সহ অগ্নি-ভাবে[২], সর্ব্বপ্রকার অগ্নির সহিত সঙ্গত হএন, সর্ব্বপ্রকার সবিতৃ-দেবতার সহিত সঙ্গত হএন এবং সমস্ত সূর্য্যের সহিতও প্রকাশিত হএন[৩]। ২

যিনি সমস্ত দেবতার দেবতা, যিনি অমর্ত্ত্য হইলেও প্রজ্ঞাবৎ-হৃদয়-কন্দরে উৎপন্ন হএন, যিনি দ্যুলোকের ধারয়িতা, তপোলোকের[৪] ধারয়িতা এবং এই পৃথিবীরও ধারয়িতা স্বরূপে সতত দেদীপ্যমান রহিয়াছেন; সেই, এই, পরম দেবতাতেই আমাদের দেবানুকূলকারী সমস্ত বাক্য প্রদত্ত হউক। ৩

যিনি অস্মদাদিবৎ পাদবিক্ষেপ করতঃ পথে বিচরণকারী না হইলেও অতি নিকট হইতে অতিদূর পর্য্যন্ত সমস্ত পথেই রক্ষাকর্ত্তৃ রূপে সতত বিচরণ

---

১ এতাদৃশ পরিশ্রমে যাহা প্রস্তুত হইতেছে তাহা মধুর না হইলেও অতি মধুর?

২ এই উপস্থানটি মহাবীর পাক কালে হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে মহাবীরোপস্থান কহে এবং অবকাশ কালে ব্যবহার্য বলিয়া ইহাদিগকে অবকাশ মন্ত্রও কহে।

৩ অর্থাৎ তাঁহার দীপ্তিতেই সকলের দীপ্তি।

৪ অর্থাৎ তদীয় উৎপাদন ক্ষমতাতেই অস্মদাদির তাদৃশ ক্ষমতা।

৫ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশেই সূর্য্যের প্রকাশ।

৬ প্রলয়ানন্তর। ৭ সিসৃক্ষা শূন্য হইয়া।

১ সৃষ্টারম্ভকাল হইতে।

২ সিসৃক্ষা সম্পন্ন হইয়া।

৩ এই মন্ত্রে ক্রমে অগ্নি, সবিতা ও সূর্য্য এই দেবত্রয়ের উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারা অগ্নির উল্লেখে অগ্নি দেব, পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থসমস্ত বুঝিতে হইবে, সবিতৃ শব্দে বায়ু ও পর্য্যন্যাদি সুতরাং বায়ু-দেব অন্তরীক্ষ ও তত্রস্থ সৃষ্ট পদার্থসমূহ বুঝিতে হইবে এবং সূর্য্য শব্দে সূর্য্য-দেব দ্যুলোক ও তদীয় পদার্থসমস্ত বুঝিতে হইবে।

৪ অর্থাৎ অন্তরীক্ষের।

করিতেছেন। তিনি সধ্রীচী ও বিষুচী সর্ব্বদিগ্‌রূপ বাস পরিধান করত[১] সমস্ত ভুবনের অন্তরে অতিশয়রূপে[২] বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবে। ৪

হে বিশ্ব-ভুবনের অধিপতে! হে বিশ্ব-জন-মানসের অধিপতে। হে বিশ্ব জন-বাক্যের অধিপতে! হে সৃষ্টি-পূর্ব্ব-প্রকাশিত বাক্য সমস্তের অধিপতে! হে প্রসিদ্ধদেব! দেব! তুমিই ঘর্ম্মের দেবতা, দেবগণকে (ঘর্ম্মোৎপাদন কার্য্যে ব্যাপৃত আমাদিগকে) কৃতকার্য্য কর; যাহাতে এ জগতে মাধ্বীদ্বয়ের[৩] এবং মাধূচীদ্বয়ের সাহায্যে[৪] দেব-তৃপ্তিকর মধু[৫] আবিষ্কৃত হয়। ৫

হে দেব! আমরা আপনাদেরই হৃদয়ের স্বাস্থ্যের জন্য,—আপনাদেরই মনের স্বাস্থ্যের জন্য,—দ্যুস্থ গ্রহ-মণ্ডলসম্বন্ধী স্বাস্থ্যের জন্য,—বিশেষতঃ সূর্য্যসম্বন্ধী স্বাস্থ্যের জন্য, তোমাকে স্তুতি করি। তুমি ঊর্দ্ধে দ্যু-সীমা অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছ, এই অধ্বরকে দ্যুলোকে দেবগণের মধ্যে ধারণ পোষণ কর[১]। ৬

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার; আমাকে যেন কেহই হিংসা না করে[২]। ত্বষ্টৃমান্[৩] আমরা, তোমাকে, তোমারই প্রদত্ত পুত্র, পশু ও প্রজা, সমস্ত সমর্পণ করিতেছি—আমি তোমার ন্যায় ন্যায়বান্ অথচ দয়ালু পতি লাভ করিয়া[৪] অবশ্যই চিরকালের জন্য, বিপচ্ছূন্য হইলাম। ৭

---

২১ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে প্রাতঃকালে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে সায়াহ্নে রৌহিণহবনী স্রুক দ্বারা দক্ষিণ রৌহিণ পুরোডাশ সর্ব্বহুতক্রমে হবন করিবে—

যেরূপ সূর্য্যাদি-জ্যোতির সহিত ব্রহ্ম-জ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিয়াছে, সেইরূপ আমাদের প্রজ্ঞাব বা কর্ম্মের সহিত প্রাতঃকাল সঙ্গত হউক। ১

---

১ সধ্রীচী—সহ অঞ্চক, বিষুচী=নানা অঞ্চক। এই জন্যই তাঁহাকে দিগম্বর বা তচ্ছক্তিকে দিগম্বরী কহে।

২ অর্থাৎ অভিব্যক্তাবে।

৩ অর্থাৎ মধুময় সূর্য্য ও চন্দ্রের শক্তি।

৪ অর্থাৎ মধুময় সূর্য্য ও চন্দ্রের পূজক অগ্নি ও বায়ুর শক্তি।

৫ বৃষ্টি-জল এবং ওষধি প্রভৃতি ও গোদুগ্ধাদিতে মাধুর্য্য।

১ অর্থাৎ এই যজ্ঞীয় ধূমপুঞ্জ দ্যুলোকে উপস্থিত করতঃ পর্জ্জন্যাদিরূপে পরিণত কর।

২ অর্থাৎ নাস্তিকতা বুদ্ধি দান দ্বারা তোমা-হইতে বিচ্যুতিরূপ। হিংসা না করে।

৩ অর্থাৎ সৌর জগদ্বাসী।

৪ অর্থাৎ পুত্রাদি আত্মসমর্পণপূর্ব্বক আশ্রিত হইয়া।

যেরূপ সূর্য্যাদি জ্যোতির সহিত ব্রহ্মজ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিয়াছে, সেইরূপ আমাদের প্রজ্ঞার বা কর্ম্মের সহিত সায়ংকাল সঙ্গত হউক। ২

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

—:•:—

১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রে রজ্জুসন্দান গ্রহণ করিবে—

তুমি বাস্না, সবিতৃ দেবতাব প্রেরণা-বশে এবং অশ্বিদেবদ্বযেব বাহুদ্বয়-সাহায্যে অদিতি দেবতার[১] বন্ধনের জন্য, তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১

---

২ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে ঘর্ম্ম-দুঘা[২] গাভীকে আহ্বান করিবে—

হে ইড়া স্বরূপা[১] অমুক নামা গাভি! আগমন কর। ১

হে অদিতি স্বরূপা[২] অমুক নামা, গাভি! আগমন কর। ২

হে সবস্বতী স্বরূপা[৩] অমুক নামা গাভি! আগমন কর। ৩

---

৩ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ আহূতা ও আগতা গাভীর

১ আদিতি স্বরূপা গাভীর।

২ যাঁহার দুগ্ধে ঘর্ম্ম প্রস্তুত হয় তাহাকে ঘর্ম্ম-দুঘা কহে।

১ অর্থাৎ পৃথিবীস্বরূপা।

২ অর্থাৎ অন্তরীক্ষস্বরূপা।

৩ অর্থাৎ দ্যুস্বরূপা।

মস্তকে, গৃহীত রজ্জু সন্দান বন্ধন করিবে—

হে রজ্জু সন্দান! রাস্না নামে প্রসিদ্ধ তুমি, এই অদিতিস্বরূপা গাভীর বন্ধনার্থই গৃহীত হইয়াছ অতএব এই ইন্দ্রাণীরূপা গাভীর মস্তকে উষ্ণীষরূপে স্থিতি কর। ১

দ্বিতীয় মন্ত্রে বৎসত্যাগ করিবে—

বৎস! তুমি পূষা[১]। ২

অনন্তর গাভীর পশ্চাৎ পদদ্বয় রজ্জু বদ্ধ করিয়া এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত: বৎসকে পৃথক্ করিবে—

বৎস! তোমার পানাবশিষ্ট দুগ্ধ, ঘর্ম্ম প্রস্তুত করণার্থ প্রদান কর। ৩

---

৪ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয় পাঠ করত: পিম্বনে[২] দুগ্ধ দোহন করিবে—

দুগ্ধ! অশ্বিদেবদ্বয়ের জন্য, পিম্বিত হও[৩]। পতিত[৪] দুগ্ধ বিন্দু সকল, ইন্দ্রের দৃষ্টিতে গৃহীত হউক[৫]। ১

দুগ্ধ! সরস্বতী দেবতার জন্য, পিম্বিত হও। পতিত বিন্দুসকল, ইন্দ্রের দৃষ্টিতে গৃহীত হউক। ২

দুগ্ধ! ইন্দ্র দেবতার জন্য, পিম্বিত হও। পতিত বিন্দু সকল, ইন্দ্রের দৃষ্টিতে গৃহীত হউক। ৩

১ যেহেতু বৎসপানাবশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া অস্মদাদির পুষ্টি হয় অতএব বৎসকে পূষা কহে।

২ দোহন পাত্রে।

৩ যাহা ক্ষরিত হইতে হইতে ফেনিল হইয়া উঠে তাহাকেই পিম্বিত হওয়া কহে।

৪ অর্থাৎ দোহন কালে ভূ-পতিত বা পিম্বনের বহির্দ্দেশে গ্রথিত বা দোহকের গাত্রাদিতে পতিত।

৫ অর্থাৎ একবিন্দুও অপচয় না হয়।

---

৫ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্র পাঠ পুর:সর গাভীর স্তনগুলি হস্ত দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিবে—

হে সরস্বতি গাভি। তোমার যে স্তন মণ্ডল শশয[১], যে স্তনমণ্ডল ময়োভু[২] যে স্তনমণ্ডল রত্নধা[৩] ও বসুবিৎ[৪], যে স্তন মণ্ডল সুদত্র[৫] এবং যাহার দ্বারা বিশ্ববরণীয় বীর্য্য পোষণ করিয়া থাক, ঈদৃশ এই স্তনমণ্ডলকে ইহলোকে একমাত্র পানার্থই 'ক' দেবতা সৃজন করিয়াছেন। ১

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত অধ্বর্য্যু গো সমীপ হইতে গার্হপত্য গমন করিবে—

এই বিশাল অন্তরীক্ষে অন্বিত হই। ২

---

৬ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র

১ যাহার পানে তৃপ্তিতে সুখনিদ্রা হয়।

২ কল্যাণ-ভাবয়িত্রী।

৩ রমণীয় ধনের ধারয়িতা।

৪ ঐশ্বর্য্যনিদান। ৫ বহু ফলপ্রদ।

পাঠ করত যথাক্রমে পরীশাসদ্বয়[১] গ্রহণ করিবে—

হে পরীশাস! তুমি গায়ত্রীচ্ছন্দরূপা। ১

হে পরীশাস! তুমি ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দরূপা।২

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করতঃ ঐ পরীশাসদ্বয় দ্বারা মহাবীর গ্রহণ করিবে—

হে মহাবীর! দ্যাবাপৃথিবীরূপা এই পরীশাস খণ্ডদ্বয়ের দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৩

অনন্তর মুঞ্জাকৃত বেদ দ্বারা সুম্মার্জ্জন করিয়া ঐ মহাবীরের মধ্যে এই চতুর্থ মন্ত্রে উপযমনী[২] স্রুক্ স্থাপন করিবে—

হে উপযমনি! তোমাকে এই মহাবীরাকাশে উপগত করিতেছি। ৪

তদনন্তর অজাদুগ্ধের দ্বারা মহাবীর সিক্ত করিয়া ক্ষীণজ্বালোপরি স্থাপন করণান্তে পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত: তাহাতে সেই গো দুগ্ধ ঢালিবে—

হে ইন্দ্র! হে অশ্বিদ্বয়! সারঘ মধুতুল্য এই দুগ্ধের ঘর্ম্ম রক্ষা কর। হে বসুগণ! তোমরা বষট্‌কারপূর্ব্বক যজনের সাহায্য কর। বৃষ্টিবনি সূর্য্য-রশ্মি লাভের জন্য[৩] স্বাহাকারে ইহা আহুত হইবে। ৫

---

১ দুইখণ্ড শাঁড়াশী, এস্থলে বাউলী (বেড়ী)।

২ হাতা।

৩ অর্থাৎ যে সূর্য্যরশ্মি বৃষ্টির উপযোগী এই যজ্ঞের ফলে তাদৃশ রশ্মি লাভ আশয়ে।

৭, ৮, ৯ কণ্ডিকা

অধ্বর্য্যু, গার্হপত্য হইতে আহবনীয় প্রদেশ গমন কালে সপ্তম কণ্ডিকাত্মক ষট্ মন্ত্র এবং অষ্টম কণ্ডিকাত্মক পঞ্চ মন্ত্র ও নবম কণ্ডিকাবও আদিম মন্ত্র, সাকল্যে ১২টি মন্ত্র গীতিপূর্ব্বক জপ করিবে—

'হে ঘর্ম্ম! তোমাকে সমুদ্র নামক বাতদেবতার উদ্দেশে স্বাহা করিব। ১

,, সরির নামক ,, । ২

,, অনাধৃষ্য নামক ,, । ৩

,, অপ্রতিধৃষ্য নামক ,, । ৪

,, অবস্যু নামক ,, । ৫

,, অশিমিদ নামক ,, । ৬ (৭)

,, বসুমান্ রুদ্রবান্ ইন্দ্রদেবতার ,, । ৭

,, আদিত্যবান্ ইন্দ্রদেবতার ,, । ৮

,, অভিমাতিহা ইন্দ্রদেবতার ,, । ৯

,, ঋভুমান্ বিভুমান্ বাজবান্ সবিতৃ দেবতার ১০

,, বিশ্বদেব্যাবান্ বৃহস্পতি দেবতার ,, । ১১ (৮)

হে ঘর্ম্ম! অঙ্গিরস্বান পিতৃমান্ যম দেবতার উদ্দেশেও তোমাকে স্বাহা করা যাইবে। ১২ (১)

নবম কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে, স্রুকৃস্থ ঘৃত উপযমনী দ্বারা মহাবীরস্থ দুগ্ধ-সমুদয়ে সিঞ্চন করিবে—

ঘর্ম্ম প্রস্তুত করণার্থ এই ঘৃত, এই দুগ্ধ সমুদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। ২

তৃতীয় মন্ত্রে ধৌত জলসিঞ্চন করিবে—

পিতৃগণের তৃপ্তির উদ্দেশেও ঘর্ম্ম আহুত হইবে। ৩

——

১০ কণ্ডিকা।

স্বয়ং উথলিয়া অগ্নিতে পতিত দুগ্ধ, এই মন্ত্রে হবন করিবে—

দক্ষিণতঃ স্থিত (অধ্বর্য্যু) সর্ব্ব-দিকস্থ সর্ব্বদেবগণকে এস্থলে যজন করিতে প্রবৃত্ত অতএব হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সুমধুর স্বাহাকৃত এই ঘর্ম্মের ভাগ পান কর। ১

——

১১ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ মহাবীর বারত্রয় উৎকম্পিত করিবে—

মহাবীর! এই যজ্ঞকে দ্যুলোকে ধারণ কর। এই যজ্ঞকে দ্যুলোকে সর্ব্বতঃ ধারণ কর। যজ্ঞিয় অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হইবে। এই সমস্ত যজুর্মন্ত্রের প্রসাদে আমরা কল্যাণ উপভোগ করিতে পারি। ১

——

১২ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর ব্রহ্মা ঘর্ম্মানু-মন্ত্রণ করিবে—

হে অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা স্বকীয় অহর্দিবারূপ ঊতি-সমূহ দ্বারা এই হৃদ্য ঘর্ম্ম রক্ষা কর। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত তন্ত্রায়ী[১] দেবতাকে নমস্কার। ১

——

১৩ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর যজমান ঘর্ম্মা-ভিমন্ত্রণ করিবে—

অশ্বিদেবদ্বয় ঘর্ম্ম রক্ষা করুন,—দ্যাবাপৃথিবী দেবতারা অনুমোদিত করুন—ইহাতেই সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যলাভ হউক। ১

——

১৪ কণ্ডিকা।

প্রস্তুতীকৃত অতিতপ্ত ঘর্ম্ম, এই কণ্ডি-কার প্রথমাদি পঞ্চমন্ত্রে পিন্বিত করিবে—

রাষ্ট্রে অন্ন বৃদ্ধির জন্য পিন্বিত হও। ১

রাষ্ট্রে জল বৃদ্ধির জন্য পিন্বিত হও। ২

রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধির জন্য পিন্বিত হও। ৩

রাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় বৃদ্ধির জন্য পিন্বিত হও। ৪

রাষ্ট্রে দ্যাবাপৃথিবীর শান্তি বিস্তারার্থ পিন্বিত হও। ৫

ষষ্ঠ মন্ত্রে ঐশানী দিক্ প্রতি ঘর্ম্ম উৎক্রামণ করিবে—

১ যেরূপ পটাদিতে তন্ত্র অনুস্যূত থাকে, তদ্বৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যিনি অনুস্যূত আছেন সেই পরব্রহ্ম পরমদেবতাকে তন্ত্রায়ী কহে।

হে ঘর্ম্ম! তুমি এই সমস্ত জগৎ ধারণে সমর্থ। ৬

সপ্তম মন্ত্র পাঠ করতঃ উক্ত মহাবীর খরে আসাদিত করিবে—

হে ঘর্ম্ম! আমরা বিবেচনা করি ;— তোমার প্রসাদে; এই রাষ্ট্রে: প্রচুর অন্নাদি পরিপুষ্ট হইবে; ব্রাহ্মণেরা পরিপুষ্ট হইবে, ক্ষত্রিয়গণ পরিপুষ্ট হইবে এবং বৈশ্যজাতিও পরিপুষ্ট হইবে। ৭

---

১৫ কণ্ডিকা।

এই কণ্ডিকার প্রথমাদি ষট্ মন্ত্রে এবং উত্তর কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে, সাকল্যে সপ্ত মন্ত্রে, ঘর্ম্মাজ্য লিপ্ত সপ্ত বিকঙ্কত-শকল হবন করিবে—

পুষ্টিকারী শরঃ[১] উদ্দেশে এই আহুতি।১

গ্রাবগণের উদ্দেশে এই আহুতি। ২

প্রতিরব সমস্তের উদ্দেশে এই আহুতি। ৩

ঊর্দ্ধবর্হি, ঘর্ম্মপাবা, পিতৃগণের উদ্দেশে এই আহুতি। ৪

দ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে এই আহুতি। ৫

বিশ্বেদেবা দেবগণের উদ্দেশে এই আহুতি। ৬

---

১৬ কণ্ডিকা।

প্রথম মন্ত্রে ঐ ঘর্ম্মাজ্য-লিপ্ত সপ্তম শকলটি, দক্ষিণ দিক্ অবলোকন করত. প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করিবে—

রুদ্রগণ[১] কর্ত্তৃক আহূত রুদ্রের উদ্দেশে এই আহুতি। ৭ (১)

ঘর্ম্মস্থ আজ্য উপয়মনি দ্বারা তুলিয়া স্রুকস্থ ঘৃতে মিশ্রণ করিবার মন্ত্র—

জ্যোতির সহিত জ্যোতি সঙ্গত হওতঃ সুন্দর আহুত হউক। ২

তৃতীয় মন্ত্রে প্রাতঃকালে এবং চতুর্থ মন্ত্রে সায়াহ্নে, রৌহিণ হবনী স্রুক্ দ্বারা উত্তর রৌহিণ পুরোডাশ সর্ব্বহুত ক্রমে হবন করিবে—

যেরূপ সূর্য্যাদি-জ্যোতির সহিত ব্রহ্মজ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিযাছে, সেইরূপ আমাদের প্রজ্ঞার বা কর্ম্মের সহিত প্রাতঃকাল সঙ্গত হউক। ১

যেরূপ সূর্য্যাদি-জ্যোতির সহিত ব্রহ্ম-জ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিযাছে, সেই-রূপ আমাদের প্রজ্ঞার বা কর্ম্মের সহিত সায়ংকাল সঙ্গত হউক। ২

উপয়মনীতে আনীত ঘর্ম্মাজ্য অগ্নি-হোত্র হোমের নিয়মে সমন্ত্রক হোম হইলে পরে,* হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, প্রস্তোতা, প্রতিপ্রস্থাতা, আগ্নীধ্র ও যজমান, সকলে একত্র হইয়া হুতশেষ বাজিন ভক্ষণের

---

১ যদিও স্তুগধের শর প্রসিদ্ধ। মহীধর বলেন "দধ্যাদির উপ.রস্থ স্নেহবাচক শরই এস্থলে স্নেহ মাত্র বাচক বুঝিতে হইবে এতাবতা এস্থলে স্নেহ-কারী, বাক্তদেবতা"।

১ ঋত্বিকগণ।

ন্যায় উপহব প্রার্থনা পূর্ব্বক, এই মন্ত্রে উহা ভক্ষণ করিবে—

বীর্য্যবত্তম অগ্নিতে মধুহুত ঘর্ম্মাজ্যের হুতশেষ আমরা ভক্ষণ করিতেছি, হে দেব! ঘর্ম্ম! তোমাকে নমস্কার, —আমি যেন কোনরূপে হিংসিত না হই!। ৩

—

১৭ কণ্ডিকা।

প্রচরণীয় ঘর্ম্মটুকু এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ পূর্ব্বক এবং অবশিষ্ট ঘর্ম্মসমস্তই অমন্ত্রক আসন্দীতে গ্রহণ করিবে—

হে পরমদেব! তোমার বিপ্র১ সপ্রথা২ মহিমদ্বয় এই দৃশ্যমান দ্যুলোক অভিভূত৩ এবং কীর্ত্তিতে এই পৃথিবীও অভিভূত৪। ১

হে যজনীয় পরমদেব। তুমি সমস্ত দেবতারই প্রিয়তম, তুমি মহান্, —প্রসন্ন হও - আমাদের বুদ্ধিতে প্রদাপ্ত হও এবং তোমার প্রসাদে অগ্নি, এই আহুতি প্রাপ্তে দর্শনীয়, সঘন, ধূম উদ্গীরণ করুন। ২

—

১৮ কণ্ডিকা।

অধ্বর্য্যু, সংস্কৃত আজ্য চতুর্গ্রহণ করত: এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্র ত্রয়ে আহুতি ত্রয় প্রদান করিবে,—

হে ঘর্ম্ম! তোমার যে দীপ্তি দ্যুলোকে প্রসিদ্ধ এবং যাহা গায়ত্রীচ্ছন্দে হবির্দ্ধানেও প্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাদৃশ দীপ্তির উদ্দেশে,—তোমার উদ্দেশে, এই সুন্দর আহুতি প্রদত্ত হইতেছে; তোমার উক্ত দীপ্তি আপ্যায়িত হউক এবং নিষ্ট্যায়িত হউক। ১

হে ঘর্ম্ম! তোমার যে দীপ্তি অন্তরীক্ষে প্রসিদ্ধ এবং ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দে আগ্নীধ্রেও প্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাদৃশ দীপ্তির উদ্দেশে,—তোমার উদ্দেশে, এই সুন্দর আহুতি প্রদত্ত হইতেছে; তোমার উক্ত দীপ্তি আপ্যায়িত হউক এবং নিষ্ট্যায়িত হউক। ২

হে ঘর্ম্ম। তোমার যে দীপ্তি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ এবং জগতীচ্ছন্দে সদস্যাতেও প্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাদৃশ দীপ্তির উদ্দেশে—তোমার উদ্দেশে, এই সুন্দর আহুতি প্রদত্ত হইতেছে; তোমার উক্ত দীপ্তি আপ্যায়িত হউক এবং নিষ্ট্যায়িত হউক। ৩

—

১৯ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করত: অধ্বর্য্যু, উত্তর

---

১ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের নিদর্শন স্বরূপ।

২ অতিবিস্তীর্ণ।

৩ অর্থাৎ এই দ্যুলোকই যে তোমার শেষসীমা, তাহা নহে, প্রত্যুত তোমার মহিমা অনন্ত।

৪ অর্থাৎ এই পৃথিবীই যে তোমার একমাত্র কীর্ত্তি, তাহা নহে, প্রত্যুত এরূপ কত পৃথিবী আছে।

বেদী গমনোদ্যতা ঘর্ম্ম হন্তা পত্নীর পশ্চাৎ অনুগমন করিবে—

হে ঘর্ম্ম! সুপ্রসূত অভিনব এই ক্রিয়াসিদ্ধির জন্য আমরা তোমার অনুগমন করিতেছি; ব্রাহ্মণ জাতির শরীর রক্ষিত হউক, ক্ষত্র জাতির প্রজা-পালন-সামর্থ্য বৃদ্ধি হউক এবং বৈশ্য জাতির কর্ম্মও নির্ব্বিঘ্ন হউক। ১

---

২০ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র[১] পাঠ পুরঃসর উক্ত মহাবীর উত্তর বেদীতে স্থাপন করিবে—

এই চতুঃস্রক্তি মহাবীর যজ্ঞের নাভি-স্বরূপ[১]। অতি বিস্তৃত ইহা, আমাদের পূর্ণ আয়ু প্রদ হইবে,— অবশ্য আমাদের পূর্ণ আয়ু-প্রদ হইবে। অপিচ ইহাঁরই প্রসাদে আমরা যেন দ্বেষ-শূন্য ও কৌটিল্য-শূন্য হইয়া অন্য ব্রতের[২] উপযুক্ত হই!। ১

---

২১ কণ্ডিকা।

ঘর্ম্মপুরীষ[৩] দুগ্ধে আবও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা সপ্ত পাত্র[৮] পূর্ণ করিবার মন্ত্র—

হে ঘর্ম্ম! সমস্ত দুগ্ধই তোমার পুরীষ তাহা দ্বারা তোমাকে এরূপ বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত করা হইতেছে, যাহাতে এই সমস্ত পাত্র পরিপূর্ণ হউক এবং এতৎ-প্রসাদে আমরাও যেন বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত হই!। ১

---

২২ কণ্ডিকা।

সামগানানন্তর উৎসাদনদেশে পরিষেচন করতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

বৃষা[২], হরি[৩] ও মিত্রতুল্য দর্শনীয়[৪] এই উদধি[৫] ও নিধি[৬], সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, সশব্দে প্রবৃদ্ধিত হইতেছে। ১

---

২৩ কণ্ডিকা।

চাত্বালে উপস্থিত ঋত্বিক্‌গণ সহ সপত্নীক যজমান এই মন্ত্র পাঠ করতঃ[৭] মার্জ্জন করিবে—

---

১ চতুঃস্রক্তি=চতুষ্কোণ. মহাবীর যে চতুষ্কোণ নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। নাভি শব্দে নাভির তুল্য প্রধান অঙ্গ বুঝিতে হইবে

২ অন্ন, প্রজা, স্বর্গাদি লাভার্থ যে সমস্ত যাগাদি ব্রত=কর্ম্ম, তৎসমস্ত? ইহব্রত=জগৎ সম্বন্ধী ব্রত এবং ঈশ্বর প্রাপ্তি লাভের জন্য, বা ঈশ্বর-লাভার্থ যে কোন উপাসনা=ধ্যান ধারণাদি তাহাই অন্যব্রত।

৩ দুগ্ধ হইতে ঘর্ম্ম নামক সারভাগ উপার ভাস মান হইলে তাহার তলস্থ অবশিষ্টাংশকে ঘর্ম্ম পুরীষ কহে।

১ মহাবীরত্রয়, পিন্বনদ্বয়, উপযমনী ও স্রুক্।

২ বৃষ্টিকরণ।

৩ আহুত হইলে ধূমাকারে রসহারক।

৪ যেহেতু শরীর পালনের পক্ষে অনুপম উপকারী।

৫ জলীয় ভাগ যাহাতে অধিক আছে।

৬ পরম পদার্থ।

৭ মহীধর বলেন "পত্নীও মন্ত্র পাঠ করিবে"।

অন্ন ও পানীয় সমস্তই আমাদের পক্ষে [illegible] হউক এবং [illegible] আমাদের দ্বেষ করে ও আমরাও যাহাদের দ্বেষ করি, তাহাদের পক্ষে শত্রুর ন্যায় অপকারী হউক। ১

---

২৪ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ যজমান ঐশানী দিকে গমন করিবে—

আমরা স্বঃ অন্বেষণ করিতে করিতে অন্ধকারের পর-পার স্বরূপ, সমস্তদেবগণের পরমদেবতা, সমস্ত দেবগণের সূর্য্য ও সমস্ত দেবগণের জ্যোতিঃ, সেই উত্তম পদার্থ প্রাপ্ত হই। ১

---

২৫ কণ্ডিকা।

যজমান উক্ত ঐশানী দিক্ হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথম মন্ত্রে সমিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় মন্ত্রে উহা আহবনীয়ে হবন করিবে—

হে সমিৎ! তুমি অগ্নির বর্দ্ধক, ভরসা করি তোমার প্রসাদে আমাদেরও বৃদ্ধি হইতে পারে। ১

তুমি সমিৎ,—তুমি তেজোবৃদ্ধিকর; আমাতে তেজঃ স্থাপন কর। ২

---

২৬ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ সপবিত্রা অগ্নিহোত্র হবনীতে দধি ঘর্ম্ম গ্রহণ করিবে—

যাবৎ দ্যাবাপৃথিবী থাকিবে, যাবৎ সপ্ত সিন্ধু থাকিবে; তাবৎকাল যাহার যশ অক্ষয়? ঈদৃশ বল প্রাণন কারী এই ঘর্ম্ম, হে ইন্দ্র! তোমার প্রীতির উদ্দেশে গ্রহণ করিতেছি। আমাতেও যেন ইহা অক্ষয় ভাব ধারণ করে!। ১

---

২৭ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, ঋত্বিগাদি সহ যজমান, হুতশেষ দধি ঘর্ম্ম, সোপহব, ভক্ষণ করিবে—

ইন্দ্রিয় বৃদ্ধিকর, নিপুণতা বর্দ্ধক, কর্ম্মঠকারী, মহান্, ঘর্ম্ম, আমাতে আশ্রিত হইতেছে, লোকত্রয়েই ইহার দীপ্তি বিরাজিত[১]। এই কার্য্যের প্রভাবে যেন ব্রহ্ম জ্যোতির সহিত মদীয় জ্যোতি সঙ্গত হয়।। ১

---

২৮ কণ্ডিকা।

এই মন্ত্রদ্বয়ও হুত শেষ দধিঘর্ম্ম ভক্ষণের জন্য প্রযুক্ত হইবে—

আমরা পয়ঃ-সমুদয়ের বীর্য্য আহরণ করিয়াছি, বর্ষে বর্ষেই যেন ইহার পূর্ণফল লাভে সমর্থ হই! ১

মহাব্রতাহে হুতশেষ দধিঘর্ম্ম ভক্ষণের মন্ত্র—

---

১ গত অষ্টাদশ কণ্ডিকা দেখ।

হে সুখকর, কান্তিকর, নিপুণতা-বর্দ্ধক ও কর্ম্মণ্যকারী সুতবাং "সুখকর" নামের প্রকৃত পাত্র! তোমার অগ্নিহুতা-বশিষ্ট অংশ আমি স্বীকার করিতেছি। ২

এই তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা সোপহব করিবে—

ইন্দ্রের পানাবশিষ্ট, প্রজাপতির ভক্ষিতাবশিষ্ট, মধুমান্, এই উপহূতাং-শের উপহূত ভাগ ভক্ষণ করি। ৩

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অথ উনচত্বারিংশ অধ্যায়১।

—:•:—

১—৪ কণ্ডিকা।

প্রথম কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্র এবং চতুর্থ কণ্ডিকাত্মক দ্বাবিংশ মন্ত্র,—এই মন্ত্র-দ্বয় দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে এবং দ্বিতীয়াদি বিংশ মন্ত্রে ঘর্ম্মাহুতি প্রদান করিবে—

সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বাধিপতি দেবতার সহিত সর্ব্বপ্রাণীগণের প্রীতির উদ্দেশে এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুহুত হউক। ১

পৃথিবীর প্রীতর উদ্দেশে এই আহুতি সুহুত হউক। ১

অগ্নির	„	। ২
অন্তরীক্ষের	„	। ৩
বায়ুর	„	। ৪
দ্যুলোকের	„	। ৫
সূর্য্যের	„	। ৬ (১)
দিক্‌সমূদয়ের	„	। ৭
চন্দ্রের		। ৮

১ ঘর্ম্ম প্রস্তুত করিবার প্রথম কাল হইতে শেষ কাল পর্য্যন্ত সময়ে, যে সময়ে, যেরূপ, বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, যে মন্ত্রে, প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হইবে, তৎসমস্তই এই অধ্যায়ে শ্রুত হইয়াছে এবং পরিশেষে অশ্বাজ হোমের প্রায়-শ্চিত্তও আছে অতএব ইহাকে "প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়" কহে।

নক্ষত্রমণ্ডলের , । ৯
জলসমূহের , । ১০
বরুণের , । ১১
নাভির , । ১২
পূতের , । ১৩ (২)
বাক্যের , । ১৪
প্রাণের[১] , । ১৫
প্রাণের , । ১৬
চক্ষুর , । ১৭
চক্ষুর , । ১৮
শ্রোত্রের , । ১৯
শ্রোত্রের , । ২০ (৩)

অতি চঞ্চল ও দুর্দ্দম্য মনের যথেচ্ছ আকুঞ্চন সামর্থ্য এবং বাক্যের সত্য-ব্যবহার ক্ষমতা যেন আমি লাভ করি। আরও,—পশু সম্বন্ধী গৃহ-শোভা, অন্ন সম্বন্ধী স্বাদু আস্বাদন, যশ ও শ্রীও যেন আমাকে আশ্রয় করে! হে পরমদেব! এই প্রার্থনাদ্যোতক এই আহুতি সুহুত হউক। ১ (৪)

---

৫ কণ্ডিকা।

সম্রিয়মাণ অবস্থায়[২] মহাবীর ভেদ হইলে প্রজাপতি-দেবতার প্রীতি উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিবে। ১

সম্ভৃত হইলে পরে[১] মহাবীর ভেদে সম্রাট্ দেবতার ইত্যাদি। ২

সংসন্ন অবস্থায়[২] মহাবীর ভেদে বৈশ্বদেব দেবতার ইত্যাদি। ৩

প্রবৃক্ত অবস্থায়[৩] মহাবীর ভেদে ঘর্ম্ম দেবতার ইত্যাদি। ৪

উদ্যত অবস্থায়[৪] মহাবীর ভেদে তেজ দেবতার ইত্যাদি। ৫

পয়স্যা[৫] দ্বারা সিক্ত করিবার সময়ে ভেদে আশ্বিন দেবতার ইত্যাদি। ৬

বিষ্যন্দমান কালে[৬] মহাবীর ভেদে পূষা দেবতার ইত্যাদি। ৭

ক্বথন কালে[৭] মহাবীর ভেদে মরুদ্গণের ইত্যাদি। ৮

শর-সন্তায়্যমান[৮] কালে মহাবীর ভেদে মিত্র দেবতার ইত্যাদি। ৯

---

১ প্রাণ, চক্ষু ও নেত্র বাম দক্ষিণ ভেদে প্রতি মনুষ্য-শরীরে দুইটী থাকে অতএব দ্বিরুক্তি।

২ নিষ্টিকাভিমর্শন হইতে অজা-দুগ্ধ সেচন পর্য্যন্ত সম্রিয়মাণ অবস্থা।

১ অর্থাৎ অজা-দুগ্ধ-সেচনের পর হইতে কুশ আসাদনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

২ কুশাসাদন হইতে মুঞ্জপ্রলবে অগ্নিশ্রয়ণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

৩ অধিশ্রয়ণ হইতে পরিশাসদ্বয় দ্বারা গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

৪ উদ্যমন হইতে অজা-দুগ্ধ-সেচনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

৫ ছানা, এ স্থলে উহা অজা দুগ্ধ-সম্ভূত বুঝিতে হইবে।

৬ অর্থাৎ মহাবীরস্থ ক্বথিত দুগ্ধমধ্যে ঘৃত প্রক্ষেপ সময়ে।

৭ ঐ দুগ্ধে ঘৃত আবর্ত্তন (আওটান) কে ক্বথন কহে।

৮ দুগ্ধের শর প্রসিদ্ধ বস্তু, উহারই বর্দ্ধন

শর হইতে ঘর্ম্ম আহরণ কালে মহাবীর ভেদে বায়ু দেবতাব ইত্যাদি। ১০

হোম কালে মহাবীর ভেদে অগ্নি দেবতার ইত্যাদি। ১১

হোমানন্তর মহাবীর ভেদে বাক্ দেবতার ইত্যাদি। ১২

---

৬ কণ্ডিকা।

প্রথম দিবসে মহাবীর ভেদে সবিতৃদেবতাব প্রীতির উদ্দেশে আহুতি প্রদান কবিবে। ১

দ্বিতীয় দিবসে মহাবীর ভেদে অগ্নি দেবতাব ইত্যাদি। ২

তৃতীয় দিবসে মহাবীব ভেদে বায়ু দেবতাব ইত্যাদি। ৩

চতুর্থ দিবসে মহাবীর ভেদে আদিত্য দেবতাব ইত্যাদি। ৪

পঞ্চম দিবসে মহাবীর ভেদে চন্দ্রমা দেবতাব ইত্যাদি। ৫

ষষ্ঠ দিবসে মহাবীর ভেদে ঋতু দেবতার ইত্যাদি। ৬

সপ্তম দিবসে মহাবীর ভেদে মরুৎ দেবতাব ইত্যাদি। ৭

অষ্টম দিবসে মহাবীর ভেদে বৃহস্পতি দেবতার ইত্যাদি। ৮

নবম দিবসে মহাবীর ভেদে মিত্র দেবতার ইত্যাদি। ৯

দশম দিবসে মহাবীর ভেদে বরুণ দেবতার ইত্যাদি। ১০

একাদশ দিবসে মহাবীর ভেদে, ইন্দ্র দেবতার ইত্যাদি। ১১

দ্বাদশ দিবসে মহাবীর ভেদে বিশ্বেদেবা দেবতার ইত্যাদি। ১২

---

৭ কণ্ডিকা।

অরণ্যে আহুতি প্রদানের জন্য "বিমুখ"-সংজ্ঞক মন্ত্র—

উগ্র[১], ভীম[২], ধ্বান্ত[৩], ধুনি[৪], সাসহ্বান্[৫], অভিযুগ্বা[৬] ও বিক্ষিপ[৭] নামে প্রসিদ্ধ বায়ু দেবতাব প্রীতিব জন্য, এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ১

---

৮ কণ্ডিকা।

অরণ্যে অশ্বাঙ্গ আহুতির জন্য 'অনূচ্য'-সংজ্ঞক মন্ত্র[৮] —

সময়ে কিরূপে উহা বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা কাশী মথুরা প্রভৃতি স্থানীয় 'মালাই' বিক্রেতৃদিগের ক্রিয়া দেখিলেই জানা যায়।

১ ক্রোধনস্বভাব। ২ ভয়ানক।
৩ ধ্বনিকারী। ৪ বৃক্ষাদিব কম্পন-হেতু।
৫ সর্ব্বাভিভবক্ষমতাশালী
৬ যাহার সর্ব্ব বস্তুব সহিতই যোগ আছে।
৭ প্রাণী শরীরে বুদ্ধ্যাদির এবং ঝঞ্ঝাকালে বৃক্ষশাখাদির বিবিধ ক্ষেপণকারী।
৮ অধ্যায়শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মন্ত্রই অনূচ্য সংজ্ঞক।

হৃদয়াঙ্গের দ্বারা অগ্নিদেবতাকে প্রীত করি। ১

হৃদয়াগ্রভাগের দ্বারা অশনি দেবতাকে প্রীত করি। ২

হৃৎপিণ্ডের দ্বারা পশুপতি দেবতাকে প্রীত করি। ৩

যকৃৎ দ্বারা ভব দেবতাকে প্রীত করি। ৪

মতস্নবষ[১] দ্বারা সর্ব্ব দেবতাকে প্রীত করি। ৫

ক্রোধাধাব[২] অঙ্গের দ্বারা ঈশান দেবতাকে প্রীত করি। ৬

অন্তঃপর্শ্বব্যের[৩] দ্বারা মহাদেব দেবতাকে প্রীত করি। ৭

বনিষ্ঠু[৪] দ্বারা উগ্র দেবতাকে প্রীত করি। ৮

হনুর দ্বারা বশিষ্ঠ দেবতাকে প্রীত করি। ৯

কেশস্তুয় দ্বারা শিঙ্গী দেবগণকে প্রীত করি। ১০

---

৯ কণ্ডিকা।

অরণ্যে অশ্বশোণিত হোম করিবার অনূচ্য মন্ত্র—

১ হৃদয়াস্থিবিশেষ।

২ প্লিহাপিণ্ড।

৩ পার্শ্বাস্থির মধ্যগত মাংসসমূহ।

৪ স্থূলান্ত্র (আঁতড়ি)।

শোণিতের দ্বারা উগ্র দেবতাকে প্রীত করি। ১

সৌত্রত্যের[১] দ্বারা মিত্র „ । ২

দৌর্ত্রত্যের[২] দ্বারা রুদ্র „ । ৩

প্রক্রীড়ের[৩] দ্বারা ইন্দ্র „ । ৪

বলের[৪] দ্বারা মরুদ্গণ „ । ৫

প্রমুৎ[৫] দ্বারা সাধ্যগণ „ । ৬

কণ্ঠের শোণিতের দ্বারা ভব „ । ৭

পার্শ্ব মধ্যস্থ শোণিতের দ্বারা রুদ্র „ । ৮

যকৃতের শোণিতের দ্বারা মহাদেব „ । ৯

বনিষ্ঠুর শোণিতের দ্বারা শর্ব্ব „ । ১০

পুরীতৎ নাড়ীর মধ্যগত শোণিতের দ্বারা পশুপতি „ । ১১

১০—১৩ কণ্ডিকা।

দশমাদি ত্রয়োদশ কণ্ডিকাত্মক দ্বিচত্বারিংশৎ মন্ত্র দ্বারা অশ্বাঙ্গাদি হোমের প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে—

লোমভ্যঃ স্বাহা। ১ ঐ ঐ । ২

১ শরীরে যে শোণিত থাকায় সুন্দর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই সৌত্রত্য কহে।

২ শরীরে যে শোণিত থাকায় দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকেই দৌর্ত্রত্য কহে।

৩ শরীরে যে শোণিত থাকায় ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই প্রক্রীড় কহে।

৪ শরীরে যে শোণিত থাকায় বল প্রকাশে সমর্থ হয়, তাহাকেই বল কহে।

৫ শরীরে যে শোণিত থাকায় প্রমোদ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই প্রমুৎ কহে।

ত্বচে „ । ৩ ঐ ঐ । ৪
লোহিতায় „ । ৫ ঐ ঐ । ৬
মেদোভ্যঃ „ । ৭ ঐ ঐ । ৮
মাংসেভ্যঃ „ । ৯ ঐ ঐ । ১০
স্নাবভ্যঃ „ । ১১ ঐ ঐ । ১২
অস্থভ্যঃ „ । ১৩ ঐ ঐ । ১৪
মজ্জভ্য „ । ১৫ ঐ ঐ । ১৬
রেতসে „ । ১৭ ঐ ঐ । ১৮ (১০)
আয়াসায় „ । ১৯ প্রয়াসায় ঐ । ২০
সংযাসায় „ । ২১ বিয়াসায় ঐ । ২২
উদ্যাসায় „ । ২৩ শুচে ঐ । ২৪
শোচতে „ । ২৫ শৌচমানায় ঐ । ২৬
শোক্যায় „ । ২৭ তপসে ঐ । ২৮
তপ্যতে „ । ২৯ তপ্যমানায় ঐ । ৩০
তপ্তায় „ । ৩১ ঘর্ম্মায় ঐ । ৩২
নিষ্কৃত্যৈ „ । ৩৩ প্রায়শ্চিত্ত্যৈ ঐ । ৩৪
ভেষজায় „ । ৩৫ যমায় ঐ । ৩৬
অন্তকায় „ । ৩৭ মৃত্যবে ঐ । ৩৮
ব্রহ্মণে „ । ৩৯ ব্রহ্মহত্যায়ৈ ঐ । ৪০
বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যঃ স্বাহা । ৪১

ভূর্লোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্তে যে সমস্ত দেবগণ আছেন, তৎসমস্তের প্রীতির জন্য এই শেষ পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত হউক। ৪২

ইতি যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়১

---

১ মহীধরাদির মতে এইস্থলেই কর্ম্মকাণ্ড শেষ হইল অতঃপর অন্তিম অধ্যায়টি জ্ঞানকাণ্ড। প্রভাকরাদির মতে অন্তিম অধ্যায়টিও অন্যান্যের অঙ্গরূপে কর্ম্মকাণ্ড; কর্ম্মেই বেদের তাৎপর্য্য, জ্ঞানে নহে। বস্তুতঃ প্রায় সমস্ত মন্ত্রেই জ্ঞান, কর্ম্ম ও উপাসনা ত্রিবিধ ভাবই লক্ষিত হয় এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের ক্রমানুসারেই অধ্যায়াদি গ্রথন, তন্মধ্যে জ্ঞানাদি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড—এই ত্রিবিধ শ্রুতিই মিশ্রভাবে রহিয়াছে; নিরুক্তকার যাস্কের অভিপ্রায়ও এইরূপ। ফলে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রোত্রিয়গণই অবগত হইতে পারেন এবং তাৎপর্য্য জ্ঞানাভাবে অনুবাদ করা কেবল বিড়ম্বনা নহে, উহাকে বেদ-হিংসা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অথ চত্বারিংশ অধ্যায় ॥

—:০:—

[উপনিষদ্ভাগঃ[1] বা জ্ঞান কাণ্ড]

— • —

১ কণ্ডিকা।

প্রথম উপদেশ—

এই জগতীতলে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, ইহা সমস্তই ঈশ্বর কর্তৃক ক্রোড়ীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিয়মাধীন যে যেরূপ লাভ করিতেছ সে সেইরূপই ভোগকর, কাহারও কোনও ধনে কেহও লোভ করিও না[1]। ১

———

যাহার দ্বারা ঈশ্বরের সমীপ্য লাভ হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে অধিকারী হয়, তাহাকেই =সেই উপদেশ বাক্যগুলিকেই উপনিষৎ কহে উপনিষৎ—বৈদিক, আর্ষ কাব্য ও কৃত্রিম ভেদে চারি প্রকার। যাহা বেদের সংহিতাভাগের অন্তে মধ্যে বা কোনও স্থানে পাওয়া যায় অথবা ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে যে কোন স্থলে পাওয়া যায় তাহাই বৈদিক যথা সংহিতাভাগের এই উপনিষৎ বাজসনেয়ী উপনিষৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং ব্রাহ্মণভাগের ছান্দোগ্য প্রভৃতি যাহা, বেদের মধ্যে অবিকল প্রাপ্ত না হইলেও বেদবেত্তা ঋষিগণ কর্তৃক বেদতাৎপর্য্যানুযায়ী শিষ্যগণের হিতার্থে বেদবচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত পূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে তাহাকেই আর্ষ বা স্মার্ত্ত কহে যথা—মাণ্ডুক্য প্রভৃতি। যাহা, বেদে নাই এবং বেদের তাৎপর্য্যানুযায়ীও নহে প্রত্যুত কবিগণ অর্থাৎ বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুমোদিত রূপে প্রণীত হইয়াছে, তাহাকেই কাব্য কহে, যথা—তাপনী প্রভৃতি। যাহা, আধুনিক চাটুকারাদি কর্তৃক একমাত্র অর্থ বা তুষ্টির লাভের জন্যই প্রণীত হইয়াছে, তাহাকেই কৃত্রিম কহে যথা—অল্লোপনিষৎ বস্তুতঃ যেসমস্ত বচন বেদের সংহিতাভাগে বা ব্রাহ্মণভাগে ইতস্ততঃ বা একত্র ঈশ্বরপর দেখা যায় সেইগুলিই প্রকৃত উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড এবং বেদবেত্তৃগণ কর্তৃক সংগৃহীত বা উদ্ধৃত বচনানুযায়ী উক্ত গ্রন্থগুলিকেও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়েরা উপনিষৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং তাহারাও উপনিষৎ বলিয়া স্বীকার্য্য, এই জন্যই মনু—সকল্প অর্থাৎ কল্প প্রভৃতি অঙ্গগ্রন্থের সহিত এবং সরহস্য অর্থাৎ যথাপ্রাপ্ত আর্ষ উপনিষৎ গ্রন্থগুলির সহিত সমস্ত বেদাধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়াছেন বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা (২অ০ ১৬৫ শ্লো০)।

১ অর্থাৎ চুরি বা প্রবঞ্চনাদি দ্বারা পরস্বাপহরণ করিবে না।

২ কণ্ডিকা।

দ্বিতীয় উপদেশ—

এই জগতীতলে কর্ম্ম করিতে করিতেই শতায়ু হইতে বাঞ্ছা করিবে। হে মনুষ্য! তোমাদের বিষয়ে ইহা হইতে অন্য প্রকার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই কিন্তু সাবধান! কর্ম্ম যেন তোমাতে লিপ্ত না হয়[১]। ১

৩—৫ কণ্ডিকা।

তৃতীয় উপদেশ—

যে সকল মনুষ্য, মনুষ্য-হত্যার সম্পাদক হয়, তাহারা, মৃত্যুর পর, সেই গাঢ়ান্ধকারে আচ্ছন্ন "অসূর্য্য" নামক লোকে গমন করে। ১ (৩) সেই ঈশ্বর পুরুষ নহেন—স্ত্রীও নহেন এবং তিনিই একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনি চলেন না কিন্তু মন হইতেও বেগ-গমন,—কোনও দেবতা তাঁহার গতি অনুগমন করিতে সমর্থ নহেন,—তিনি সর্ব্বদাই দৌড়িতেছেন (ইহাও বলা যাইতে পারে) যেহেতু তিনি সতত সর্ব্বত্র সমস্ত দেবতার অগ্রেই বিদ্যমান আছেন, অধিক কি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধার জলনিচয় এবং তৎসমস্তেরও আধার স্থির বায়ুও তাঁহারই ক্রোড়ীভূত রহিয়াছে। ২ (৪) তাঁহার কার্য্যের পরিচয়ে বোধহয় তিনি চলিতেছেন কিন্তু তাহা নহে তিনি চলেন না, তিনি সর্ব্বব্যাপী। দূর হইতে-দূরেও তাঁহার কার্য্যের পরিচয় লাভে তিনি বহু দূরেও অবশ্যই আছেন কিন্তু তিনি অতি নিকটেও বিদ্যমান,—তিনি কি চল, কি অচল, বস্তুমাত্রেরই প্রতিপরমাণুর অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বতঃ ব্যাপিয়া আছেন[১]। ৩ (৫)

৬—৮ কণ্ডিকা।

চতুর্থ উপদেশ—

যে ব্যক্তি, আত্মাতেই সর্ব্ববস্তু এবং সর্ব্ব বস্তুতেই সেই পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন,—ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, তাহার নিকটে তিনি সন্দেহের বস্তু নহেন। ১ (৬) যে ব্যক্তি, নিশ্চয় অবগত হইবে যে, "এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সেই একমাত্র পরমাত্মাতেই জলবুদ্বুদের ন্যায় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে সুতরাং ইহা সমস্তই এক"-

---

১ অর্থাৎ মনুষ্য উদ্যমশীল হইবে, তাহা হইলেই স্বচ্ছন্দ জীবিকা ও দীর্ঘায়ু লাভে সমর্থ হইবে; আলস্য বশে ঈশ্বরের দয়ার প্রতি জীবিকাদি নির্ভর করিয়া ঈশ্বরকে দোষী করিতে চেষ্টা পাইবে না অথচ ক্রিয়মাণ বা কৃত কার্য্যে আসক্তও থাকিবে না।

১ অর্থাৎ যে কোন প্রকার প্রচ্ছন্ন ভাবেই হউক, আত্মহত্যা, দস্যুতা বা কোনরূপ নর হত্যার সাহায্য করিবে না, যেহেতু ঈশ্বরকে কোন প্রকারেই গোপন করা যায় না।

এইরূপ অদ্বৈতদর্শীর মোহই বা কি আর শোকই কি? ২ (৭) তিনি—বর্ণ শূন্য, কায়া শূন্য, দোষ শূন্য স্নায়ু শূন্য, পাপ শূন্য, ক্রান্তদর্শী, মনীষী, সর্ব্বত-স্থায়ী, স্বয়ম্ভু, সর্ব্বত্রে একাকারে জ্ঞানস্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া চিরদিনই সৃষ্ট পদার্থ সমস্তকে যাহার যেরূপ প্রাপ্তব্য তদনুরূপই অর্থ বিতরণ করিতেছেন[১]। ৩ (৮)

---

৯ ১১ কণ্ডিকা।

পঞ্চম উপদেশ—

যাহারা সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে তাহারা অন্ধতম প্রবেশ করিবে[১] এবং যাহারা (নাস্তিক বুদ্ধিতে উপাসনা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়) সেই সৃষ্ট পদার্থ সমস্তের যথাযোগ্য ভোগেই রত থাকিবে তাহারা ততোঽধিক গাঢান্ধকারে প্রবিষ্ট হইবে। ১ (৯) সৃষ্ট বস্তু হইতে[২] অন্য ফল[৩] লাভ হয় এবং অসৃষ্ট বস্তু হইতে[৪] অন্য ফল[৫] লাভ হয়। ২ (১০) যে কেহ সৃষ্টি ও বিনাশ এই উভয়কে সহস্থায়ীরূপে নিশ্চয় অবগত হয়, সেই স্বীয় শরীর-বিনাশ-সহকালেই সমুৎপন্ন দিব্য শরীরে অমৃত ফল লাভ করে। ৩ (১১)

১২—১৪ কণ্ডিকা।

ষষ্ঠ উপদেশ—

যাহারা বিদ্যামদে মত্ত হইয়া কুতার্কিক হয় তাহারা অন্ধতম প্রবেশ করে এবং যাহারা স্বীয় বিদ্যামদে এতাদৃশ অন্ধ, যে, কাহারও আস্তিক্যোপদেশ শ্রবণও করেনা, তাহারা ততোঽধিক গাঢান্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। ১ (১২) বিদ্যার প্রভাবে অন্য ফল লাভ হয়[২] এবং বিদ্যা মদ শূন্য সৎপ্রবৃত্তির অন্য ফল[৩]। ২ (১৩) যে কেহ বিদ্যা ও সৎপ্রবৃত্তি, এই উভয়কে সহস্থায়ীরূপে নিশ্চয় অবগত হয়[৪], সেই সৎপ্রবৃত্তির প্রভাবে মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার প্রভাবে অমৃত ফল লাভ করে[৫]। ৩ (১৪)

---

১ অর্থাৎ কেহ কাহারও ঈর্ষাদি করিবে না যেহেতু যাহার যেমন কর্ম্ম সে তদনুরূপ লাভ করিতেছে, (প্রত্যুত) সকলের সহিতই সৌভ্রাত্র করিবে যেহেতু সকলেই এক কারণের আশ্রিত সুতরাং এক।

২ অগ্ন্যাদি হইতে। ৩ পাকাদি।

৪ ঈশ্বর হইতে।

৫ যাহা কিছু প্রার্থনীয় সমস্তই।

১ অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই বিনাশী এবং তাহারা জগতের কার্য্য-সাধন-যন্ত্রমাত্র অতএব পাকাদি কার্য্যার্থে যেরূপ যেরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাই করিবে পরন্তু কদাচ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাহাদিগের উপাসনা করিবে না।

২ গ্রহগণ্যাদি বোধ। ৩ ঈশ্বর লাভ।

৪ অর্থাৎ বিদ্যা হইলে সৎপ্রবৃত্তি = ঈশ্বরে প্রবৃত্তি হওয়াই কর্ত্তব্য এরূপ জানে।

৫ অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যরূপ আগমের উপদেশানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করিবে, কদাচ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির

১৫ কণ্ডিকা।

সপ্তম উপদেশ—

"প্রাণবায়ু এই অমৃতাশ্রিত মহাবায়ুতে মিলিত হইবে এবং এই শরীরও ভস্মসাৎ হইবে" ইহা নিশ্চয় জানিয়া, সতত, ওঁ নামে উপাসনা, পরম দেবতাকে স্মরণ কর, কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে? স্মরণ কর এবং এই কর্ম্ম ভূমিতে আসিয়া কি কি করিলে? তাহাও স্মরণ কর[১]। ১

১৬ কণ্ডিকা।

অষ্টম উপদেশ—

(সতত এইরূপ প্রার্থনা করিবে—) "হে জ্যোতির জ্যোতি! দেব! আমাদিগকে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মে বিদ্বান করিয়া সৎপথের দ্বারা তোমারূপ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত করাও—কৌটিল্য পাপ, আমাদের অন্তঃকরণ হইতে দূর কর—তোমার প্রীতির জন্য সতত সর্ব্বত্রই যেন আমরা নত্রতার প্রদর্শনে সমর্থ হই[১]। ১

১৭ কণ্ডিকা।

নবম উপদেশ—

"এই হিরণ্ময় পাত্র[২] দ্বারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের মুখ আবৃত্ত রহিয়াছে, বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান আদিত্যের অন্তরেও সেই পরমপুরুষ আছেন যিনি আমাতেও আছেন"—এই নিশ্চয় জানিবে[৩]। সেই ওঁ নামে উপাস্য, ব্রহ্ম, আকাশের ন্যায় ব্যাপক কিন্তু এই আকাশেরও আধার। ১

ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম-নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে না।

১ অর্থাৎ বিষয়সুখে মত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিবে না এবং সতত আপনার ক্রিয়মাণ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে

১ অর্থাৎ কৌটিল্য ত্যাগ করিবে (কৌটিল্য-ত্যাগেই মিথ্যা-কথনাদি সুতরাং ত্যক্ত হইবে) এবং নম্র হইবে ২ সূর্য্য।

৩ অর্থাৎ সকলদৃষ্টির দৃষ্টি ছিনি প্রলয়াদির কর্ত্তা ও আলোকদাতা সূর্য্যই প্রকাশ্য দেখাযায় পরং এ ভ্রমে পতিত হইবে না প্রত্যক্ষ সূর্য্যাদি অসত্য এবং তাঁহার প্রভাবে সূর্য্যাদির এতাদৃশ প্রভাব? তিনিই একমাত্র সত্য, জানিবে —তাঁহার স্বরূপ মনোবাক্যের অগোচর হইলেও ব্যাপকতাংশে আকাশের দৃষ্টান্ত কথঞ্চিৎ দেওয়া যায় এবং তাঁহার নামকরণ নিরূপণ অসম্ভব হইলেও উপাসনাদি কালে ব্যবহারার্থ 'ওঁ' বলা যায় ও তাঁহাহইতে বৃহৎ আর কেহই না থাকায় "ব্রহ্ম" এইটীই তাঁহার উপনাম নির্দ্দিষ্ট হইল।

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কাশ্যাধীতবেদাদি শ্রী সত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য কৃত যজুর্ব্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্ত। বাঙ্গলা সন ১২৮৬ সাল।